

for more videos <https://youtube.com/annaaba>

মুস্তাখাৰ হাদীস

(নির্বাচিত হাদীস)

অূজা জেখক
হ্যৱত মাওলানা
মুহাম্মদ ইউসুফ ছাহেব কান্ফলভী (রহঃ)

উদুৰ্দু ভৱজয়া ও তৱতীৰ
হ্যৱত মাওলানা মুহাম্মদ সা'আদ ছাহেব

বাংলা অনুবাদ
হাফেজ মাওলানা
মুহাম্মদ যুবায়ের ছাহেব
মাওলানা রবিউল হক ছাহেব মুফতী মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ



দারুল কিতাব

৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ <http://www.darrulkitab.com/alamin5g>

সূচীপত্র

বিষয়

୩୮

କାଳେମାଯେ ତାଇୟେବା

ନାମ୍ୟମ

ଏଲେମ ଓ ସିକ୍ରିଟ୍

একরামে মুসলিম

এখনো নিয়ত

ଦୀର୍ଘଯାତ୍ରା ଓ ତବଳୀଗ

11 11 11



ভূমিকা

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَخَاتَمِ
النَّبِيِّنَ مُحَمَّدٌ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبَعَهُمْ يَا خَيْرٌ وَذَغَّا بِدَعْوَتِهِمْ
إِلَى يَوْمِ الدِّينِ .

أَمَا بَعْدُ !

ইহা একটি বাস্তব কথা যাহা কোনরূপ ভনিতা ছাড়া অকপটে বলা যায় যে, বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে ব্যাপক ও বিস্তৃত, সবচেয়ে শক্তিশালী, সবচেয়ে উপকারী দাওয়াত ইহল তাবলীগী জামাতের দাওয়াত।

যাহার মারকাজ দিল্লীর নিজামুদ্দীন মসজিদ।^১ যাহার মেহনতের পরিধি ও প্রভাব শুধু পাকভারত উপমহাদেশ পর্যন্ত নয় এবং শুধু এশিয়াও নয় বিভিন্ন মহাদেশ ও মুসলিম দেশসমূহে বিস্তৃত।

বিভিন্ন দাওয়াত, আন্দোলন এবং বিপ্লবী ও সংস্কারমূলক প্রচেষ্টার ইতিহাস বলে, কোন দাওয়াত ও আন্দোলনের উপর যখন কিছুকাল অতিবাহিত হয় অথবা উহার মেহনতের পরিধি যখন ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর হইয়া যায় (এবং বিশেষভাবে যখন উহার কার্যকারিতা, প্রভাব ও নেতৃত্বের উপকারিতা দ্রষ্টিগোচর হয়) তখন ঐ দাওয়াত ও আন্দোলনের মধ্যে এমন সমস্ত ত্রুটিবিচ্ছুতি, অসৎ উদ্দেশ্য এবং মূল

১. এই অভিব্যক্তি ও স্বীকৃতি দ্বারা অন্যান্য জরুরী দাওয়াতী মেহনত ও আন্দোলনসমূহকে এবং বাস্তব প্রেক্ষাপট ও যুগের চাহিদা সম্পর্কে জ্ঞান-অনুভূতি সৃষ্টিকারী ও সমকালীন ফেণ্ডাসমূহকে সহিত যোকাবিলা করার যোগ্যতা পয়দাকারী উদ্যোগ ও সংগঠনসমূহকে অঙ্গীকার করা উদ্দেশ্য নয় ; তাবলীগী দাওয়াত ও আন্দোলনের ব্যাপকতা ও উপকারিতা সম্পর্কে ইতিবাচক অভিয্যন্তি ও স্বীকৃতি মাত্র।

উদ্দেশ্য হইতে অমনোযোগিতা ঢুকিয়া পড়ে যাহা এই দাওয়াত বা আন্দোলনের উপকারিতা ও প্রভাবকে খব অথবা একেবারেই শেষ করিয়া দেয় কিন্তু এই তাবলীগী দাওয়াত এখনও পর্যন্ত (লৈখকের দেখা ও জানামতে) বড় ধরনের এই সমস্ত পরীক্ষা হইতে নিরাপদ রহিয়াছে। ইহাতে আত্মত্যাগ ও কোরবানীর প্রেরণা, আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির অন্বেষণ ও সওয়াব হাসিলের আগ্রহ, ইসলাম ও মুসলমানদের সম্মান ও স্বীকৃতি বিনয় ও নম্রতা, ফরয ইবাদতসমূহ আদায়ে যত্নবান হওয়া এবং ইহাতে উন্নতি লাভের চরম আগ্রহ, আল্লাহ তায়ালার স্মরণ ও যিকিরে মগ্নতা, অহেতুক ও অপ্রয়োজনীয় কাজকর্ম হইতে যথাসম্ভব বাঁচিয়া থাকা, উদ্দেশ্য হাসিল ও আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করার লক্ষ্যে দীর্ঘ হইতে দীর্ঘ সময়ের জন্য সফর করা, কষ্ট সহ্য করা, এই সবই ইহার অস্তর্ভূক্ত ও ইহাতে প্রচলিত রহিয়াছে।

তাবলীগী জামাতের এই বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র এই জামাতের প্রথম দাঙ্গি বা আহবায়কের এখলাস ও আল্লাহ তায়ালার প্রতি রংজু, তাঁহার দোয়া নিরলস চেষ্টা ও কোরবানী এবং সর্বোপরি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি ও কবুলিয়াতের পর এই সকল নিয়মাবলী ও মূলনীতিরই ফল যেইগুলি শুরু হইতেই প্রথম আহবায়ক হ্যরত মাওলানা ইলিয়াস কান্দলবী (রহঃ) এই কাজের জন্য জরুরীভাবে নির্ধারণ করিয়াছেন এবং যেইগুলি অনুসরণের প্রতি সর্বদা উদ্বৃদ্ধ করা হইয়াছে। সেইগুলি হইল, কালেমায়ে তাইয়েবার অর্থ ও দাবীর প্রতি চিন্তা করা। ফরয ও এবাদতসমূহের ফাযায়েল সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন, এলেম ও জিকিরের ফযীলতের জ্ঞান অস্তরে স্থাপন, আল্লাহ তায়ালা যিকিরে নিমগ্নতা, একরামে মুসলিম ও মুসলমানের হক সম্পর্কে জ্ঞান এবং উহা আদায় করা, প্রত্যেক আমলে নিয়তকে শুন্দ করা ও এখলাস, অহেতুক ও অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা ও কাজকর্ম পরিত্যাগ করা, আল্লাহর রাস্তায় বাহির হওয়া ও সফর করার ফযীলত ও লাভসমূহের ধ্যান ও আগ্রহ। এইগুলি সেই সকল মৌলিক উপাদান ও বৈশিষ্ট্য ছিল যাহা এই দাওয়াতের মেহনতকে একটি রাজনৈতিক ও বস্তুবাদী আন্দোলন, দুনিয়াবী সুযোগ সুবিধা এবং পদ ও মর্যাদা লাভের মাধ্যম হিসাবে পরিণত হইতে নিরাপদ করিয়া দিয়াছে এবং ইহা একটি খাঁটি দীনি দাওয়াত এবং আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম হিসাবে বহাল রহিয়াছে।

এই মূলনীতি ও উপাদানসমূহ যাহা এই দাওয়াত ও জামাতের জন্য জরুরী সাধ্যস্ত করা হইয়াছে, কুরআন /ওয়াহাদীস হইতে সংগৃহীত গ্রন্থ উহাগ

আল্লাহর সম্মতি আর্জন ও দীনের হেয়াজতের ক্ষেত্রে একজন প্রহরী ও নিরাপত্তা রক্ষীর মর্যাদা রাখে। এই সবগুলির উৎস আল্লাহ তায়ালার কিতাব ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত ও হাদীস।

একটি স্বতন্ত্র ও আলাদা কিতাবে এই সকল আয়ত, হাদীস ও উৎসসমূহকে একত্রিত করার প্রয়োজন ছিল। আল্লাহ তায়ালার শোকর যে, এই দাওয়াত ও তাবলীগের (প্রথম দাঙ্গ বা আহবায়ক হ্যরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস ছাহেব (রহঃ) এর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী) দ্বিতীয় দাঙ্গ বা আহবায়ক হ্যরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ ছাহেব (রহঃ) এর দ্রষ্ট হাদীসের কিতাবসমূহে অত্যন্ত বিস্তৃত ও গভীর ছিল। তিনি এই সকল মূলনীতি ও নিয়মাবলী ও সর্তর্কতামূলক বিধয়াবলীর উৎসগুলিকে একটি কিতাবে একত্রিত করিয়া দিয়াছেন। আর পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণভাবে এই ব্যাপারটি আঞ্চাম দিয়াছেন। ফলে এই কিতাব উক্ত মূলনীতি, নিয়মকানুন ও হেদায়াতের উৎসসমূহের শুধু একটি সংকলন নয়, বরং একটি বিশ্বকোষে পরিণত হইয়াছে। ইহাতে নির্বাচন ও সংক্ষেপণ ছাড়াই সকল হাদীসকে উহার শ্রেণীগত বিভিন্নতা সহ উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাও আল্লাহ তায়ালার তক্দীর ও তৌফিকের বিষয় যে, এখন এই কিতাব তাহার সৌভাগ্যবান পৌত্র, স্নেহধন্য মৌলভী সাদ ছাহেবের (আল্লাহ তায়ালা তাহাকে দীর্ঘায়ু করুন এবং আরও অধিকের তৌফিক দান করুন।) মনোযোগ ও প্রচেষ্টার কারণে প্রকাশিত হইতেছে এবং ইহার উপকারিতা ব্যাপক হইতেছে।

আল্লাহ তায়ালা তাহার এই মেহনত ও খেদমতকে কবুল করুন এবং ইহার উপকারিতা ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর করিয়া দিন। (আল্লাহ তায়ালার জন্য ইহা কোন কঠিন বিষয় নয়।)

আবুল হাসান আলী নদঙ্গী
রায়বেরেলী

২০, ১১, ১৪১৮ হিজরী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

উদ্দু অনুবাদকের কথা

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন—

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ
يَتَلَوَّ عَلَيْهِمْ أَيْتَهُ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ
كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَفْنِي ضَلَّلِ مُبِينٍ۔ [آل عمرَن: ١٦٤]

অর্থ : প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালা দৈমানদারদের প্রতি বড় অনুগ্রহ করিয়াছেন, যখন তাহাদের মাঝে তাহাদেরই মধ্য হইতে এক মহান রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন (মানুষের মধ্য হইতে হওয়ার কারণে তাহার মহান গুণাবলী হইতে লোকেরা সহজে উপকৃত হয়)। রসূল তাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমূহ পড়িয়া পড়িয়া শুনান। (কুরআনের আয়াত দ্বারা তাহাদিগকে দাওয়াত দেন, উপদেশ দেন।) তাহাদের চরিত্র সংশোধন ও পরিমার্জন করেন। আর আল্লাহ তায়ালার কিতাব এবং আপন সুন্নাত ও তরীকার তালিম দেন। নিঃসন্দেহে রাসূলের আগমনের পূর্বে এই সমস্ত লোক প্রকাশ্য গোমরাহীতে লিপ্ত ছিল। (সূরা আলি ইমরান)

আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে এবং এই বিষয়বস্তুর উপর হ্যরত মাওলানা সৈয়দ সুলাইয়ান নদভী (রহঃ) ‘হ্যরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস (রহঃ) ও তাঁহার দীনি দাওয়াত’ নামক কিতাবের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবুয়তের কাজ হিসাবে এই দায়িত্বসমূহ দান করা হইয়াছে,—কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে দাওয়াত, চরিত্র সংশোধন এবং আল্লাহর কিতাব ও হিকমত শিক্ষাদান করা। কুরআনে কারীম ও বিভিন্ন সহীহ হাদীসের স্পষ্ট বর্ণনা দ্বারা ইহা প্রমাণিত যে, শেষ নবীর উম্মত তাহাদের নবীর অনুকরণে বিশ্বের সকল উম্মতের প্রতি প্রেরিত।

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন—

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أَخْرَجْتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ [آل عمرَن: ١٦٥]

foর্মে মুসলমানরা <https://youtube.com/diaminog>

জাতির জন্য প্রকাশ করা হইয়াছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ কর,
মন্দকাজ হইতে বিরত রাখ।

নবুয়তের দায়িত্বসমূহের মধ্য হইতে কল্যানের প্রতি দাওয়াত, সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধের ক্ষেত্রে উম্মাতে মুসলিমা নবীর স্থলাভিষিক্ত। এই কারণে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবুওয়তের কাজ হিসাবে তেলাওয়াতে কুরআনের মাধ্যমে দাওয়াত, আখলাকের সংশোধন, কিতাব ও হিকমাত শিক্ষাদানের যে দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে তাহা উম্মাতের জিম্মায় আসিয়া গিয়াছে। সুতরাং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন উম্মাতকে দাওয়াত দেওয়া, শিক্ষা দেওয়া, শিক্ষা করা, জিকির ও এবাদতের উপর জান ও মাল খরচকারী বানাইয়াছেন। এই সমস্ত আমলকে অন্য সমস্ত কাজের উপর প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। এবং সর্বাবস্থায় এই সমস্ত আমলের মশক করানো হইয়াছে। এই সমস্ত আমলের মধ্যে আত্মনিয়োগ করতঃ দুঃখ-কষ্টের উপর সবর করা শিখানো হইয়াছে। অপরের উপকারার্থে নিজের জানমাল উৎসর্গকারী বানানো হইয়াছে। আর **وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقًّا جِهَادًا** ‘আল্লাহ তায়ালার দ্঵ীনের জন্য মেহনত ও চেষ্টা করিতে থাক যেমন মেহনত করার হক রহিয়াছে’ এই হৃকুম পালনার্থে নবীদের মনমেজাজে মেহনত মুজাহাদা এবং কোরবানী ও অপরের জন্য আত্মত্যাগের এমন নকশা তৈয়ার হইয়াছে যাহার ভিত্তিতে উম্মাতের সর্বোক্তম জনগোষ্ঠী অস্তিত্ব লাভ করিয়াছে। যেই যুগে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই আমলসমূহ পরিপূর্ণরূপে সমগ্র উম্মাতের মধ্যে চালু ছিল সেই যুগকে সর্বোক্তম যুগ বলিয়া সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর যুগের পর যুগ উম্মাতের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ অর্থাৎ উম্মাতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ নবীওয়ালা দায়িত্ব আদায় করার ব্যাপারে পূর্ণ মনোযোগ ও চেষ্টা মেহনতকে কাজে লাগাইয়াছেন। তাহাদেরই মেহনতের নূর দ্বারা আজ ইসলামের ঘর আলোকিত।

এই যুগে আল্লাহ তায়ালা হ্যরত মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) এর অন্তরে দ্বীন মিটিয়া যাওয়ার উপর জ্বালা ও চিন্তা-ফিকির ও অস্ত্রিতা এবং উম্মাতের জন্য দরদ, মনোবেদনা ও দুঃখ এই পরিমাণ ভরিয়া দিয়াছিলেন যে, তাহার সমকালীন উম্মাতের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টিতে এই ব্যাপারে তিনি নিজেই নিজের একক তলনা ছিলেন। তিনি সব সময় **جَمِيعُ مَا جَاءَ**, ‘নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ রাবুল ইজ্জতের পক্ষ হইতে যে সকল তরীকা লক্ষ্য

আসিয়াছেন, উহাকে পরিপূর্ণভাবে সারা বিশ্বে জিন্দা করিবার জন্য অস্থির থাকিতেন। আর তিনি অত্যন্ত মজবুতির সহিত এই কথার দাওয়াত দিতেন যে, দীন জিন্দা করার মেহনত তখনই কবুল ও ফলপ্রসূ হইবে যখন স্বয�ং এই মেহনতের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা জিন্দা হইবে। এমন দাওয়াতকর্মী তৈয়ার হইবে যে, নিজের এলম ও আমল, চিন্তা ও দ্রষ্টিভঙ্গী, দাওয়াতের পদ্ধতি ও ভাবাবেগে আশ্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামের সহিত এবং বিশেষ করিয়া মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত বিশেষ সামগ্রস্যতা রাখিবে। সৈমানের বিশুদ্ধতা ও বাহ্যিক নেক আমলের পাশাপাশি তাহাদের বাতেনী বা অভ্যন্তরীণ অবস্থাও নবৃত্তের তরীকার উপর হইবে। আল্লাহর মহবত ও ভয় এবং তাআলুক মাআল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর সহিত বিশেষ সম্পর্ক থাকিবে। আখলাক ও অভ্যাসে এবং চারিত্রিক গুণাবলীতে নবীর সুন্মতের অনুসরণের গুরুত্ব থাকিবে। আল্লাহর খাতিরে মহবত রাখা, আল্লাহর খাতিরে বিদ্বেষ রাখা। মুসলমানদের জন্য দয়া, রহমত, সৃষ্টির প্রতি স্নেহ মমতা, তাহাদের দাওয়াতের চালিকাশক্তি হইবে। আর আশ্বিয়া আলাইহিমুস সালামদের দ্বারা বারংবার ঘোষিত মূলনীতি অনুযায়ী আল্লাহর নিকট হইতে প্রতিদান লাভের আগ্রহ ব্যক্তি কোন উদ্দেশ্য থাকিবে না। আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দীন যিন্দা করার এমন সার্বক্ষণিক ফিকির থাকিবে যে, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জান ও মালকে মূল্যহীন করার চরম আগ্রহ তাহাদিগকে টানিয়া লইয়া ফিরে। আর পদ ও পদবী, মাল ও দৌলত, সম্মান ও খ্যাতি, নাম ঘুশ ও নিজের আরাম ও আয়েশের কোন চিন্তা এই পথে বাধা হইবে না। তাহাদের উঠাবসা, কথাবার্তা, চালচলন, মোটকথা তাহাদের জীবনের প্রতিটি নড়াচড়া ও হরকত একই দিকে সীমাবদ্ধ হইয়া যাইবে।

এই মেহনতের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা যিন্দা করা এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার হকুম ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা মোতাবেক চলা এবং কর্মদের মধ্যে এই সকল গুণাবলী সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে ছয় নম্বর নির্ধারণ করা হইয়াছে। ওলামায়ে কেরাম ও মাশায়েখগণ ইহার সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র হ্যরত মাওলানা ইউসুফ (রহঃ) এই কাজকে বর্ণিত তরীকায় উন্নত করা ও ঐ সকল গুণাবলীর অধিকারী জামাত তৈরী করার পিছনে তাহার দাওয়াতী ও মুজাহাদাপূর্ণ জীবন ব্যয় করিয়াছেন। এই উন্নত গুণাবলী/ব্যাপারে হাদীস, সীরাত ও ইতিহাসে

নির্ভরশীল কিতাবসমূহ হইতে বস্তুলিঙ্গাত্মক সাহায্যাত্মক আলাইটি ও যাসায়াম ও
সাহাবা (রায়ঃ)দের জীবনের ঘটনাবলী নমুনাপ্রকল্প হয়তুস সাহাবা
নামক কিতাবের তিন খণ্ডে সংকলন করিয়াছেন। আলহামদুলিঙ্গাত্মক এই
কিতাব তাহার জীবদ্ধশায়ই প্রকাশিত হইয়াছে। মাওলানা মোহাম্মদ
ইউসুফ (রহঃ) উক্ত গুণাবলীর (ছয় নম্বরের) ব্যাপারে নির্বাচিত হাদীসে
পাকের সংকলনও তৈয়ার করিয়াছিলেন। কিন্তু কিতাবটির বিন্যাস ও
সমাপ্তির শেষ পর্যায়ে পৌছার পূর্বেই তিনি এই ক্ষণস্থায়ী জগত হইতে
চিরস্থায়ী জগতের দিকে বিদায় লইয়া গেলেন। ইমালিঙ্গাত্মক ও যাইন্না
ইলায়হে রাজেউন।

বিভিন্ন খাদেম ও সঙ্গীদের নিকট হযরত (রহঃ) এই সংকলন তৈয়ারীর
কথা আলোচনা করিয়াছেন এবং এই ব্যাপারে হযরত (রহঃ) আল্লাহ
তায়ালার শোকর এবং নিজের খুশি প্রকাশ করিতেন। আল্লাহ তায়ালাই
জানেন তাহার অন্তরে কি সংকলন ছিল এবং উহার প্রতিটি রংকে তিনি
কিভাবে পরিস্ফুটিত করিয়া হৃদয়ে স্থাপন করিয়া দিতেন। আল্লাহ
তায়ালার নিকট এইভাবে হওয়াই ফয়সালা ছিল। এখন এই সংকলন
মুনতাখাবে আ'হাদীস (নির্বাচিত হাদীসসমূহ) নামে উর্দু অনুবাদের সহিত
পেশ করা হইতেছে।

এই কিতাবের অনুবাদ সহজ ভাষায় করার চেষ্টা করা হইয়াছে যাহাতে
সবাই বুঝিতে পারে। হাদীসের উদ্দেশ্য আরো স্পষ্ট করার জন্য কোন কোন
জায়গায় দুই বন্ধনীর মধ্যবর্তী ব্যাখ্যা ও ফায়দাকে সংক্ষিপ্তভাবে লেখার
চেষ্টা করা হইয়াছে। যেহেতু মাওলানা মোহাম্মদ ইউসুফ (রহঃ) তাহার
এই সংকলনের পাণ্ডুলিপি দ্বিতীয়বার দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন না,
সেহেতু ইহাতে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। ইহাতে হাদীসের 'মতনে'র
বিশুদ্ধতা, হাদীস বর্ণনাকারীদের পরীক্ষা-নীরিক্ষা, হাদীসের সনদগত শ্রেণী
নির্দিষ্টকরণ যেমন সহীহ, হাসান, জয়ীফ, গরীব ইত্যাদিও শামিল
রহিয়াছে। এই ব্যাপারে যে সমস্ত কিতাবের সাহায্য প্রদর্শকরা হইয়াছে
উহার একটি তালিকা ও কিতাবের শেষে দেওয়া হইয়াছে।

এই সকল কাজে যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে।
ওলামায়ে কেরামদের একটি জামাত ইহাতে পরিপূর্ণ সহযোগিতা
করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা তাহাদেরকে সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুন।
মানুষ হিসাবে ভুলক্রটি হওয়া অসম্ভব নয়, এই জন্য মাননীয় ওলামায়ে
কেরামগণের নিকট আরজ হইল, যে বিষয়ে সংশোধন জরুরী মনে
কুরিবেন জানাইবেন। <https://youtube.com/alamin5g>

হ্যরতজী (রহঃ) যে উদ্দেশ্যে এই সংকলন তৈয়ার করিয়াছিলেন এবং
উহার গুরুত্ব সম্পর্কে যেইভাবে হ্যরত মাওলানা আবুল হাসান আলী
নদভী (রহঃ) স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, সেই কারণে ইহাকে সকল প্রকার
পরিবর্তন ও সংক্ষেপণ হইতে মুক্ত রাখা জরুরী।

আল্লাহ তায়ালা যে সমস্ত মহান এলেমের তাবলীগ ও প্রচারের জন্য
আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামকে মাধ্যম বানাইয়াছেন সেই
সমস্ত এলেম হইতে পরিপূর্ণরূপে উপকৃত হওয়ার জন্য এলেম মোতাবেক
ইয়াকীন ও দৃঢ় বিশ্বাস তৈয়ার করা জরুরী।

আল্লাহ তায়ালার কালাম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের মোবারক হাদীস পড়া ও শোনার সময় নিজেকে সম্পূর্ণ অঙ্গ
মনে করিবে অর্থাৎ মানুষের দেখাশোনা ও জ্ঞান অভিজ্ঞতা হইতে বিশ্বাস
হটাইতে হইবে, গায়েবী খবরের উপর বিশ্বাস করিতে হইবে, যাহা কিছু
পড়া হয় অথবা শোনা হয় উহাকে অন্তর দ্বারা সত্য মানিতে হইবে, যখন
কুরআন শরীফ পড়িতে বা শুনিতে বসিবে তখন এইরূপ মনে করিবে যে,
আল্লাহ তায়ালা আমাকে সম্বোধন করিতেছেন। যখন হাদীস শরীফ
পড়িতে বা শুনিতে বসিবে তখন এইরূপে মনে করিবে যে, রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সম্বোধন করিতেছেন।
কুরআন ও হাদীস পড়া বা শোনার সময় উহা যাহার কালাম তাহার
আজ্ঞমত যত বেশী পয়দা হইবে এবং উহার প্রতি যত বেশী মনোযোগ
হইবে তত আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার
আছর বেশী হইবে।

সূরায়ে মায়েদায় আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করিয়া এরশাদ করিয়াছেন—

﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنْبَلَ إِلَي الرَّسُولِ تَرْبَى أَغْيَنُهُمْ لِنَفِضُّ مِنْ
الدَّفْعِ مِئًا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ﴾ [السَّাত: ٨٣]

অর্থঃ আর যখন তাহারা ঐ কিতাবকে শ্রবণ করে যাহা বস্তুলের উপর
অবর্তীণ হইয়াছে তখন (কুরআনে কারীমের প্রভাবে) আপনি তাহাদের
চক্ষুসমূহকে অশ্রু প্রবাহিত অবস্থায় দেখিবেন। ইহার কারণ এই যে, তাহারা
সত্যকে চিনিতে পারিয়াছে।

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা তাহার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করিয়া এরশাদ করিতেছেন—

﴿فَتَذَكَّرُ عِبَادُ الَّذِينَ يَنْتَهُونَ مِنْ القَوْلِ فَتَسْعَوْنَ أَخْسَأَهُمْ﴾

অর্থ : আপনি আমার ঐ সকল বাস্তবেরকে সুসংবাদ শুনাইয়া দিন যাহারা আল্লাহ তায়ালার এই কালামকে মনোযোগ সহকারে শুনে, অতঃপর উহার ভাল কথাসমূহের উপর আমল করে, ইহারা ঐ সমস্ত লোক যাহাদেরকে আল্লাহ তায়ালা হেদায়েত দান করিয়াছেন, আর ইহারাই বুদ্ধিমান। (সূরা যুমার)

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَسْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: إِذَا قُضِيَ اللَّهُ الْأَمْرُ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَيْهَا خُضْعًا لِقَوْلِهِ كَانَهُ سَلِيلٌ عَلَى صَفَوَانَ، فَإِذَا فُرِّغَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا: الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ (رواه البخاري)

হয়রত আবু হুরায়রা (রায়ঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন আল্লাহ তায়ালা আসমানে কোন হুকুম জারী করেন, তখন ফেরেশতাগণ আল্লাহ তায়ালার এই হুকুমের প্রভাবে ও ভয়ে কাঁপিয়া উঠেন এবং আপন পাখাসমূহকে নাড়িতে শুরু করেন। আর ফেরেশতাগণ আল্লাহ তায়ালার হুকুম এইরূপে শুনিতে পান যেমন মস্ণ পাথরের উপর লোহার শিকল মারিলে আওয়াজ হয়।

অতঃপর যখন তাহাদের অন্তর হইতে ভয়-ভীতি দূর করিয়া দেওয়া হয় তখন তাহারা একজন অপরজনকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তোমাদের পরওয়ারদিগার কি হুকুম দিয়াছেন? অপরজন বলেন, হক কথার হুকুম করিয়াছেন এবং নিঃসন্দেহে তিনি সুমহান, মর্যাদার অধিকারী, সর্বাপেক্ষা বড় (যখন ফেরেশতাদের প্রতি আদেশটি স্পষ্ট হইয়া যায় তখন তাহারা উহা কার্যে পরিণত করিতে লাগিয়া যান।)

অপর এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে—

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ

হ্যরত আনাস (রায়ঃ) বলেন, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বখন কোন (গুরুত্বপূর্ণ) বিষয়ে এরশাদ করিতেন, তখন উহাকে তিনবার পুনরাবৃত্তি করিতেন, যেন উহা বুঝিয়া লওয়া হয়।

এইজন্য প্রতিটি হাদীসকে তিনবার করিয়া পড়া অথবা শুনা উচিত। ধ্যান মহবত এবং আদবের সহিত পড়া এবং শুনার মশক করিবে। পরম্পর কথাবার্তা বলিবে না। অঙ্গুর সহিত দোজানু হইয়া বসিবার চেষ্টা করিবে। হেলান দিয়া বসিবে না। নফসের খেলাফ মোজাহাদার সহিত এই এলমের মধ্যে মশগুল হইবে। আসল উদ্দেশ্য এই যে, কুরআন ও হাদীস দ্বারা যেন অস্তর প্রভাবিত হয়। আল্লাহ তায়ালা ও তাহার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াদাসমূহের উপর দৃঢ় বিশ্বাস পয়দা হইয়া দ্বিনের প্রতি এমন আগ্রহ সৃষ্টি হয়, যাহাতে প্রত্যেক আমলের মধ্যে ওলামায়ে কেরামদের নিকট হইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা ও মাসায়েল জানিয়া আঘল করার যোগ্যতা পয়দা হইতে থাকে।

এখন এই কিতাবটি ঐ খোৎবার প্রথম অংশ দ্বারা শুরু করিতেছি যাহা হ্যরত মাওলান মোহাম্মদ ইউসুফ (রহঃ) তাহার কিতাব ‘আমানিল আহবার শরহে মামানিল আসার’ কিতাবের জন্য লিখিয়াছিলেন।

মোহাম্মাদ সাদ কাঞ্জলভী
মাদ্রাসা কাসেমুল উলুম
বস্তি হ্যরত নিজামুদ্দীন আউলিয়া (রহঃ)
নতুন দিল্লী।
৮-ই জুমাদাল উলা ১৪২১ হিজরী
৭-ই সেপ্টেম্বর ২০০০ খ্রিস্টাব্দ

খোতবা

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ لِيُفِيضَ عَلَيْهِ النَّعْمَ الَّتِي لَا يَنْفَعُهَا مُرْكُوزٌ
الرَّمَانِ مِنْ حَزَارِيَّهُ الَّتِي لَا تَنْفَعُهَا الْعَطَايَا وَلَا تَبْلُغُهَا الْأَذْهَانُ، وَأَوْدَعَ فِيهِ
الْحَوَاهِرَ الْمَكْتُونَةَ الَّتِي بِاتِّصافِهَا يَسْتَفِيدُ مِنْ حَزَارِيَّهُ الرَّحْمَنِ وَيُفْوَزُ بِهَا أَبَدٌ
الْأَبَادِ فِي دَارِ الْجَنَانِ، وَالصُّلُوْنَةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ الَّذِي
أُغْطِيَ بِشَفَاعَةِ الْمُدْبِيَّنِ وَأُرْسِلَ رَحْمَةً لِلْعَلَمِيَّنِ، وَاضْطَفَاهُ اللَّهُ تَبارَكَ وَتَعَالَى
بِالسِّيَادَةِ وَالرِّسَالَةِ قَبْلَ خَلْقِ الْلَّوْزِ وَالْقَلْمَنِ، وَاجْتَبَاهُ لِتَشْرِيفِ مَا عِنْدَهُ مِنْ
الْعَطَايَا وَالنَّعْمَ فِي حَزَارِيَّهُ الَّتِي لَا تَعُدُّ وَلَا تُخْضِنِي ...

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাতে তাহাদের উপর তিনি তাহার ঐ সকল নেয়ামত ঢালিয়া দেন যাহা সময়ের আবর্তনে নিঃশেষ হয় না। ঐ সকল নেয়ামত এমন ভাগ্নারসমূহে রহিয়াছে যাহাতে দান করার কারণে কম হয় না যেখান পর্যন্ত মানুষের ধ্যান ধারণা পৌছিতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা মানুষের মধ্যে সর্বপ্রকার যোগ্যতার এমন উপাদান লুকাইয়া রাখিয়াছেন যাহাকে কাজে লাগাইয়া মানুষ রহমানের ভাগ্নারসমূহ হইতে উপকৃত হইতে পারে। আর ঐ সকল যোগ্যতা দ্বারা তাহারা চিরস্থায়ীভাবে জান্মাতে থাকার সৌভাগ্যও অর্জন করিতে পারে।

আল্লাহ তায়ালার রহমত এবং দরদ ও সালাম বর্ষিত হউক মোহাম্মাদ শাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যিনি সকল নবী ও রসূলগণের সর্দার। যাঁহাকে গুনহগারদের জন্য সুপারিশ করার মর্যাদা দান করা হইয়াছে। যাঁহাকে সমগ্র জগতবাসীর প্রতি রহমত বানাইয়া পাঠানো হইয়াছে। যাঁহাকে আল্লাহ তায়ালা লওহে মাহফুজ ও কলম সৃষ্টি করার পূর্বে সকল নবী ও রসূলদের সর্দার এবং বান্দাদের প্রতি পয়গাম পৌছানোর সম্মান দান করার জন্য নির্বাচন করিয়াছেন। আর যাহাকে আল্লাহ তায়ালা এই জন্য নির্বাচন করিয়াছেন যে, তিনি আল্লাহ তায়ালার অফুরন্ত ভাগ্নারসমূহে রক্ষিত নেয়ামতসমূহের বিশদ বর্ণনা দান করিবেন। আর যথান আল্লাহ তায়ালা তাহাকে নিজ সত্তা সম্পর্কে এমন এলেম ও মারেফাত দান করিয়াছেন যাহা আজ পর্যন্ত কাহারো / জন্য উন্মোচন

করেন নাই, এবং আপন মর্যাদাবান গুণাবলী তাহার উপর প্রকাশ
করিলেন, যাহা কেহ জানিত না, না কোন ফেরেশতা, না কোন প্রেরিত
নবী। আর তাঁহার সিনা মুবারককে ঐ সকল যোগ্যতা বুঝিবার জন্য
খুলিয়া দিলেন যাহা আল্লাহ তায়ালা মানুষের মধ্যে রক্ষিত রাখিয়াছেন,
যে সকল স্বভাবগত যোগ্যতা দ্বারা বান্দা আল্লাহ তায়ালার নেকট্য লাভ
করে এবং ঐ সকল যোগ্যতা দ্বারা বান্দা তাহার দুনিয়া ও আখেরাতের
বিষয়ে সাহায্য লাভ করে। আর আল্লাহ তায়ালা তাহাকে মানুষের দ্বারা
প্রতি মুহূর্তে সম্পাদিত আমলসমূহের সংশোধন পদ্ধতির জ্ঞান দান
করিয়াছেন। কেননা দুনিয়া-আখেরাতের সফলতা লাভের ভিত্তি হইল
আমলের সংশোধন, যেমন উভয় জাহানে বঞ্চনা ও ক্ষতির কারণ হইল
আমলের খারাবী।

আল্লাহ তায়ালা সাহাবা (রায়িৎ)দের প্রতি সন্তুষ্ট হউন, যাহারা
সর্বাপেক্ষা পবিত্র ও সম্মানিত নবীর নিকট হইতে ঐ সমস্ত এলেমকে
কামেল ও পূর্ণাঙ্গরূপে অর্জন করিয়াছেন যাহার পরিমাণ গাছের পাতা ও
বাণ্ডির ফোটাসমূহ অপেক্ষা অধিক এবং যাহা নবুয়তের চেরাগ হইতে প্রতি
মুহূর্তে প্রকাশিত হইত। অতঃপর তাহারা যেইরূপে মুখস্ত করা ও সংরক্ষণ
করার হক ছিল তদ্বপ মুখস্ত করিয়াছেন এবং সংরক্ষণ করিয়াছেন।
তাহারা সফরে ও বাড়ীতে থাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের সুহবতে রহিয়াছেন এবং তাঁহার সহিত দাওয়াতে ও জেহাদে
এবং এবাদতে, মোয়ামালা ও মুআশারায়ে শরীক রহিয়াছেন। অতঃপর ঐ
সমস্ত আমলকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে
থাকিয়া তাঁহার তরীকায় আদায় করা শিখিয়াছেন।

সাহাবা (রায়িৎ)দের জামাতের জন্য মোবারকবাদ, যাহারা কোন
মাধ্যম ব্যতীত ভয়ের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে সরাসরি
এলেম ও উহার উপর আমল শিখিয়াছেন। অতঃপর তাহারা এই
এলেমসমূহকে শুধু নিজেদের পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখেন নাই বরং যে সমস্ত
এলেম ও মারেফাত তাহাদের অন্তরে সংরক্ষিত ছিল এবং যে সমস্ত
আমল তাহারা করিতেন উহা অন্যদের পর্যন্ত পৌছাইলেন। সমগ্র জগতকে
খোদাপ্রদত্ত এলেম ও ভয়ের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অর্জন
করা রাহানী আমলের দ্বারা ভরিয়া দিলেন। ফলে সমগ্র জগত এলেম ও
আলেমদের জন্য লালন কেন্দ্রে পরিণত হইল এবং মানুষ হেদয়াত ও
নূরের ঝর্ণাধারায় রূপান্বরিত হইয়া এবাদত ও খেলাফতের ভিত্তির উপর
আসিয়া গেল। [books https://youtube.com/alamin5g](https://youtube.com/alamin5g)

for more videos <https://youtube.com/annaaba>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

কালেমায়ে তাইয়েবা

ঈমান

আভিধানিক অর্থে ঈমান বলা হয়—কাহারো
উপর পূর্ণ আস্থার কারণে তাহার কথাকে
নিশ্চিতরপে মানিয়া লওয়া।

দ্বীনের বিশেষ পরিভাষায় ঈমান বলা
হয়—রসূলের খবর বা সংবাদকে না দেখিয়া
একমাত্র রসূলের উপর আস্থার কারণে নিশ্চিতরপে
মানিয়া লওয়া।

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : هُوَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحَى إِلَيْهِ
أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُنِي ۝ [الآيات: ۲۰]

আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি
ইবশাদ করিয়াছেন, আমরা আপনার পূর্বে এমন কোন পয়গাম্বর পাঠাই
নাই যাহার নিকট আমরা এই ওহী প্রেরণ করি নাই যে, আমি ব্যতীত
কোন মাত্বুদ নাই, সুতরাং আমারই বদ্দেগী কর। (সূরা আলম্বিয়া ২৫)
for more books <https://youtube.com/alamin5g>

وَقَالَ تَعَالَى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ رَبُّهُمْ جَاءُتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُبَيَّثُ عَلَيْهِمْ أَيْسَرُهُمْ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَعُوْلُونَ)

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—মুমিন তাহারাই যে, যখন আল্লাহ তায়ালার নাম লওয়া হয় তখন তাহাদের অস্তর কম্পিত হয় এবং যখন আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমূহ তাহাদেরকে পড়িয়া শুনানো হয়, তখন ঐ আয়াতসমূহ তাহাদের ঈমানকে দৃঢ়তর করিয়া দেয় এবং তাহারা আপন রবের উপরই ভরসা করে। (সূরা আনফাল ২)

وَقَالَ تَعَالَى: (فَقَائِمَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَأَغْتَصَمُوا بِهِ فَسَيَدْخُلُهُمْ فِي رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا) [النساء: ١٧٥]

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে,—যে সকল লোক আল্লাহ তায়ালার উপর ঈমান আনিয়াছে এবং উত্তমরূপে আল্লাহ তায়ালার সহিত সম্পর্ক পয়দা করিয়াছে, আল্লাহ তায়ালা অতিসত্ত্ব এই সকল লোকদেরকে আপন রহমত ও দয়ার মধ্যে দাখিল করিবেন এবং তাহাদিগকে তাঁহার পর্যন্ত পৌছিবার সোজা রাস্তা দেখাইবেন। (যেখানে তাহাদের পথ প্রদর্শনের প্রয়োজন হইবে সেখানে তাহাদের সাহায্য করিবেন) (সূরা নিসা ১৭৫)

وَقَالَ تَعَالَى: (إِنَّا لَنَنْصُرُ رَسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ) [المومن: ٥١]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—নিশ্চয়ই আমরা আপন রসূলদের এবং ঈমানওয়ালাদেরকে দুনিয়ার জিন্দেগীতে সাহায্য করি এবং কেয়ামতের দিনও সাহায্য করিব। যেদিন আমরাসমূহ লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাগণ সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য দণ্ডায়মান হইবে। (আল মুমিন ১)

وَقَالَ تَعَالَى: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْآمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ) [الأنعام: ٨٢]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং তাহারা নিজেদের ঈমানের মধ্যে শিরক মিশ্রিত করে নাই, তাহাদের জন্যই নিরাপত্তা, এবং তাহারাই হেদায়াতের উপর আছে। (আন্তাম ৮২)

وَقَالَ تَعَالَى: (وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًّا لِلَّهِ) [البقرة: ١٦٥]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—এবং ঈমানওয়ালাদের তো আল্লাহ
তায়ালার সহিতই অধিক মহববত হয়। (বাকরা ১৬৫)

**وَقَالَ تَعَالَى: قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ ﴿١٦٦﴾ (الأَعْمَام)**

আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি
এরশাদ করেন,—আপনি বলিয়া দিন যে, নিশ্চয় আমার নামায এবং
আমার সকল এবাদত, আমার জীবন এবং আমার মৃত্যু, সবকিছু আল্লাহ
তায়ালারই জন্য। যিনি সমগ্র জগতের পালনকর্তা। (আনআম ১৬২)

হাদীস শরীফ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْإِيمَانُ
بِضَعْ وَسَبْعُونَ شُفَعَةً، فَأَفْضَلُهَا قُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَذْنَاهَا إِمَاطَةُ
الْأَذَى عَنِ الظَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُفَعَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ.

رواه مسلم، باب بيان عدد شعب الإيمان رقم: ١٥٣

১. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঈমানের সন্তরেরও
অধিক শাখা রহিয়াছে। তন্মধ্যে সর্বোত্তম শাখা হইল, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’
বলা এবং সর্বনিম্ন শাখা হইল, রাস্তা হইতে কষ্টদায়ক জিনিস সরাইয়া
দেওয়া এবং লজ্জা ঈমানের একটি (বিশেষ) শাখা। (মুসলিম)

- ২ -
عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ قَبِيلَ
بِنِي الْكَلِمَةِ الَّتِي عَرَضْتُ عَلَى عَيْنِي فَرَدَّهَا عَلَى فَهِيَ لَهُ نَجَادَةٌ.

أحمد ১/ ৬

২. হযরত আবু বকর (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সেই
কালিঘাকে ক্রুল করিবে যাহা আমি আমার চাচা (আবু তালেবে)র নিকট
(তাহার মৃত্যুর সময়) পেশ করিয়াছিলাম এবং তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান
করিয়াছিলেন, সেই কালেমা এই ব্যক্তির জন্য মুক্তির (উপায়) হইবে।

(আহমদ)

for more videos <https://youtube.com/annab>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جَدِدوا إِيمَانَكُمْ، قَيْلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ نُجَدِّدُ إِيمَانًا؟ قَالَ: اكْتُرُوا مِنْ قَوْلٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . رواه أحمد والطبراني إسناد حسن.

٤١٥/٢ الترغيب

৩. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আপন ঈমানকে তাজা করিতে থাক। কেহ আরজ করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা আপন ঈমানকে কিভাবে তাজা করিব? তিনি বলিলেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে বেশী বেশী বলিতে থাক। (মুসনাদে আহমদ, তাবরানী, তারগীব)

٤- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَنْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَفْضَلُ الدُّخْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ . رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء أن دعوة المسلم

مستحبة، رقم: ٣٢٨٣

৪. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রায়িৎ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, সমস্ত ধিকিরের মধ্যে সর্বোত্তম ধিকির হইল ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এবং সমস্ত দোয়ার মধ্যে সর্বোত্তম দোয়া হইল ‘আলহামদুলিল্লাহ’। (তিরমিঘী)

ফায়দা ৪ ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ সর্বোত্তম ধিকির এইজন্য যে, পূরা দ্বীন (ইসলাম) ইহার উপরই নির্ভরশীল। ইহা ছাড়া না ঈমান ঠিক হয় আর না কেহ মুসলমান হইতে পারে।

‘আলহামদুলিল্লাহ’কে সর্বোত্তম দোয়া এইজন্য বলা হইয়াছে যে, দাতার প্রশংসা করার উদ্দেশ্যেই হইল চাওয়া ও সওয়াল করা, আর দোয়া হইল আল্লাহ তায়ালার নিকট চাওয়ার নাম। (মোথাহেরে হক)

٥- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا قَالَ عَبْدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَطُّ مُغْلِصًا إِلَّا فُتُحَتَ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ حَتَّى تُفْضِي إِلَى الْعَرْشِ مَا اجْتَبَبَ الْكَبَائِرَ . رواه الترمذى وقال: هذا حديث

حسن غريب، باب دعاء ألم سلمة رضي الله عنها، رقم: ٣٥٩٠

৫. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, (যখন) কোন বাস্তুরের

গ্রন্থলাসের সহিত লা ইলাহা ইলাল্লাহ বলে, তখন এই কলেমার জন্য নিশ্চিতরাপে আসমানের দরজাসমূহ খুলিয়া দেওয়া হয়। এমনকি এই কলেমা সোজা আরশ পর্যন্ত পৌছিয়া যায়। অর্থাৎ সাথে সাথেই কবুল হইয়া যায়। তবে শর্ত হইল, যদি এই কলেমা পাঠকারী কবীরা গুনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকে। (তিরমিয়ী)

ফায়দা : এখলাসের সহিত বলার অর্থ এই যে, উহার মধ্যে লোক দেখানো এবং মোনাফেকী না থাকে। কবীরা গুনাহসমূহ হইতে বাঁচিয়া থাকার শর্ত লাগানো হইয়াছে। আর যদি তাড়াতাড়ি কবুল হওয়ার জন্য কবীরা গুনাহের সহিতও পাঠ করা হয় তবুও লাভ সওয়াব হইতে থালি হইবে না। (মিরকাত)

- ৬ -

عَنْ يَعْلَىْ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي شَدَّادٍ وَعَبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَاضِرٌ يُصَدِّقُهُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ فِيْكُمْ غَرِيبٌ يَعْنِي أَهْلَ الْكِتَابِ؟ قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَمَرَ بِغُلْقَى الْبَابِ وَقَالَ: ارْفَعُو أَيْدِيهِكُمْ وَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَرَفَعُنَا أَيْدِيْنَا سَاعَةً ثُمَّ وَضَعَ هَذِهِ يَدَهُ ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، اللَّهُمَّ إِنَّكَ بَعْشَنِي بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ وَأَمْرَتَنِي بِهَا وَوَعَدْتَنِي عَلَيْهَا الْجَنَّةَ وَإِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا أَنْشِرُوا لِيَنِ اللَّهُ قَدْ غَرَّ لَكُمْ رَوَاهُ

أحمد والطبراني والبزار ورجاله موثقون، مجمع الرواية / ١٦٤

৬. হ্যরত ইয়ালা ইবনে সাদাদ (রায়িঃ) বলেন, আমাৰ পিতা হ্যরত সাদাদ (রায়িঃ) এই ঘটনা বর্ণনা কৰিয়াছেন এবং হ্যরত উবাদা (রায়িঃ) যিনি সেই সময় উপস্থিত ছিলেন উক্ত ঘটনার সত্যতা স্বীকার কৰিয়াছেন যে, একবার আমরা নবী কৰীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম জিজ্ঞাসা কৰিলেন, কোন অপরিচিত ব্যক্তি (অমুসলিম) এই মজলিসে আছে কি? আমরা বলিলাম, কেহ নাই। তিনি এরশাদ কৰিলেন, দরজা বন্ধ কৰিয়া দাও। অতঃপর এরশাদ কৰিলেন, হাত উঠাও এবং বল, লা-ইলাহা ইলাল্লাহ। আমরা কিছুক্ষণ হাত উত্তোলন কৰিয়া রাখিলাম (এবং কালিমায়ে তাইয়েবাহ পড়িলাম)। অতঃপর তিনি নিজ হাত নামাইলেন এবং বলিলেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ, হে আল্লাহ, আপনি আমাকে এই কালেমা দিয়া প্রেরণ কৰিয়াছেন এবং আমাকে ইহার ক্ষেত্ৰে তবলাগ কৰার) হৃকুম কৰিয়াছেন এবং এই কালেমাৰ উপর

জান্মাতের ওয়াদা করিয়াছেন। আর আপনি ওয়াদা ভঙ্গকারী নহেন।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলিলেন, আনন্দিত হও, আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। (মুসনাদে আহমাদ, তাবরানী, বায়বার, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

- عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. رواه البخاري، باب الشاب البيض، رقم: ১০২৭.

৭. হ্যরত আবু যার (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি লা-ইলাহা বলিয়াছে অতঃপর উহার উপর মতুবরণ করিয়াছে সে অবশ্যই জান্মাতে প্রবেশ করিবে। আমি আরজ করিলাম, যদিও সে যেনা করিয়া থাকে? যদিও সে চুরি করিয়া থাকে? তিনি এরশাদ করিলেন, (হাঁ) যদিও সে যেনা করিয়া থাকে, যদিও সে চুরি করিয়া থাকে। আমি পুনরায় আরজ করিলাম, যদিও সে যেনা করিয়া থাকে, যদিও সে চুরি করিয়া থাকে? তিনি এরশাদ করিলেন, যদিও সে যেনা করিয়া থাকে, যদিও সে চুরি করিয়া থাকে। আমি আরজ করিলাম, যদিও সে যেনা করিয়া থাকে, যদিও সে চুরি করিয়া থাকে। তিনি এরশাদ করিলেন, যদিও সে যেনা করিয়া থাকে, যদিও সে চুরি করিয়া থাকে; আবু যারের অপচন্দ হইলেও সে জান্মাতে অবশ্যই প্রবেশ করিবে। (বুখারী)

ফায়দা : ‘আলার রাগম’ আরবী ভাষার একটি বিশেষ পরিভাষা। উহার অর্থ হইল, যদিও তোমার নিকট এই কাজটি অপচন্দনীয় হয় এবং তুমি উহার না হওয়াই চাও তবুও উহা হইয়াই থাকিবে। হ্যরত আবু যার (রায়িঃ) এর নিকট আশ্চর্য লাগিতেছিল যে, এত বড় বড় গুনাহ সত্ত্বেও জান্মাতে কিরক্ষে প্রবেশ করিবে! যেহেতু ইনসাফের তাকাজা ইহাই যে, গুনাহের কারণে শাস্তি দেওয়া হইবে। সুতরাং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার আশ্চর্যবোধকে দূর করার জন্য বলিলেন, চাই আবু যারের যতই অপচন্দনীয় হউক না কেন সে অবশ্যই জান্মাতে প্রবেশ করিবে। এখন যদি সে গুনাহ করিয়াও থাকে তবে সিমানের

তাকাজা অনুযায়ী তওবা এন্টেগফার করিয়া গুনাহ ক্ষমা করাইয়া লইবে। অথবা আল্লাহ তায়ালা নিজ গুণে মাফ করিয়া শাস্তি ব্যতীত অথবা গুনাহের শাস্তি দেওয়ার পর সর্বাবস্থায় অবশ্যই জামাতে প্রবেশ করাইবেন। ওলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন, এই হাদীসে কলেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার অর্থ পূর্ণ দ্বীন ও তাওহীদের উপর ঈমান আনয়ন করা এবং উহাকে অবলম্বন করা। (মারফুল হাদীস)

- ٨ - عَنْ حُدَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَدْرُسُ
الإِسْلَامُ كَمَا يَدْرُسُ وَشَنِيْفَ الْوَزْبَ حَتَّى لَا يَدْرَسَ مَا صِيَامٌ وَلَا
صَدَقَةٌ وَلَا نُسُكٌ وَيُسْرِيْغُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فِي لَيْلَةٍ فَلَا يَبْقَى فِي
الْأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ وَيَبْقَى طَوَافِيْفُ مِنَ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجَوزُ
الْكَبِيرَةُ يَقُولُونَ اذْرَكَنَا آبَاءُنَا عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
فَخَنْ تَقُولُهَا. قَالَ صِلَةُ بْنُ زَفَرَ لِحُدَيْفَةَ: فَمَا تَفَنَّى عَنْهُمْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَهُمْ لَا يَدْرُوْنَ مَا صِيَامٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا نُسُكٌ؟ فَأَغْرَضَ
عَنْهُ حُدَيْفَةَ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكَ يُعْرَضُ عَنْهُ حُدَيْفَةَ ثُمَّ أَقْبَلَ
عَلَيْهِ فِي الثَّالِثَةِ فَقَالَ: يَا صِلَةُ تُعْجِيْبُهُمْ مِنَ النَّارِ. رواه العاكم وقال: هذا

Hadith صحيح على شرط مسلم ولم يعرجاه / ٤٧٣

৮. হ্যরত হোয়ায়ফা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কাপড়ের কারুকার্য যেমন মুছিয়া ও অস্পষ্ট হইয়া যায় তদ্দপ ইসলামও একসময় অস্পষ্ট হইয়া যাইবে। এমনকি লোকেরা ইহাও জানবে না যে, রোয়া কি জিনিস এবং সদকা ও হজ্জ কি জিনিস। একটি রাত্রি আসিবে যখন অস্তরসমূহ হইতে কুরআন উঠাইয়া লওয়া হইবে, এবং জমিনের উপর উহার একটি আয়তও অবশিষ্ট থাকিবে না। বিশ্বিশ্বভাবে কিছু বৃক্ষ পুরুষ ও বৃক্ষ মহিলা থাকিয়া যাইবে, যাহারা বলিবে যে, আমরা আমাদের মুরুবীদের নিকট হইতে এই কলেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ শুনিয়াছিলাম এইজন্য আমরা ও এই কলেমা পড়িয়া থাকি। হ্যরত হোয়ায়ফা (রায়িঃ) এর শাগরিদ সিলা' জিজ্ঞাসা করিলেন, যখন তাহারা রোয়া, সদকা, হজ্জ সম্বন্ধে জানিবে না তখন শুধু এই কলেমা তাহাদের কি উপকারে আসিবে? হ্যরত হোয়ায়ফা (রায়িঃ) কোন উত্তর দিলেন না। তিনি তিনি যার একই প্রশ্ন করিলেন, প্রতিবারেই হ্যরত হোয়ায়ফা (রায়িঃ)

জওয়াব দেওয়া হইতে বিরত থাকিলেন। ততীয়বার (পীড়াপীড়ি) করার পর তিনি বলিলেন, হে সিলা'! এই কলেমাই তাহাদেরকে দেয়খ হইতে মুক্তি দিবে। (মুস্তাদরাক, হাকেম)

- ৭
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ قَاتَ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ نَفْعَتُهُ يَوْمًا مِنْ ذَهْرِهِ يُعَذَّبُهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَا أَصَابَهُ.

البزار والطبراني ورواته رواة الصحيح، الترغيب ٤١٤/٢

৯. হ্যরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিয়াছে, একদিন না একদিন এই কলেমা অবশ্যই তাহার উপকার করিবে। (নাজাত দান করিবে।) যদিও পূর্বে তাহাকে কিছুটা শাস্তি ভোগ করিতে হয়। (বায়ধার, তাবরানী, তারগীব)

- ٨
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِوَصِيَّةِ نُوحَ ابْنِهِ؟ قَالُوا: بَلِّي، قَالَ: أَوْصَنِي نُوحُ ابْنَهُ
فَقَالَ لِابْنِهِ: يَا بْنَى إِنِّي أَوْصِيكَ بِإِثْنَيْنِ وَأَنْهَاكَ عَنِ الثَّقَنِينِ.
أَوْصِيكَ بِقَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِنَّهَا لَوْ وُضِعَتْ فِي كُفَّةِ الْمِيزَانِ
وَوُضِعَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ فِي كُفَّةِ لَرْجَحَتْ بِهِنَّ، وَلَوْ كَانَتْ
حَلْقَةً لَقَصَمَتْهُنَّ حَتَّى تَخْلُصَ إِلَى اللَّهِ، وَبِقَوْلِ: سُبْحَانَ اللَّهِ
الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ، فَإِنَّهَا عِبَادَةُ الْخَلْقِ، وَبِهَا تَقْطَعُ أَرْزَاقُهُمْ،
وَأَنْهَاكَ عَنِ الثَّقَنِينِ، الشَّرِكَ وَالْكَبْرِ، فَإِنَّهُمَا يَعْجِبَانِ عَنِ اللَّهِ.
(ال الحديث) رواه البزار وفيه: محمد بن إسحاق وهو مدلس وهو ثقة وبقية رجاله

رجال الصحيح، مجمع الروايات ٩٢/١٠

১০. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হ্যরত নূহ (আঃ) নিজের ছেলেকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন আমি কি তোমাদেরকে তাহা বলিব না? সাহাবা (রায়িঃ) আরজ করিলেন, অবশ্যই বলুন। তিনি বলিলেন, (হ্যরত) নূহ (আঃ) নিজের ছেলেকে উপদেশ দিলেন, হে আমার ছেলে! তোমাকে দুইটি কাজ করার উপদেশ দিতেছি, আর দুইটি কাজ হইতে নিষেধ করিতেছি। এক তো আমি তোমাকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার অকুম করিতেছি কেননা, যদি এই কলেমা এক

পাল্লায় রাখিয়া দেওয়া হয়, আর অপর পাল্লায় সমস্ত আসমান যমীনকে রাখিয়া দেওয়া হয় তবে কলেমার পাল্লা ঝুকিয়া যাইবে। আর যদি সমস্ত আসমান জমিনে একটি বৃত্তে পরিণত হইয়া যায়, তবুও এই কলেমা সেই বৃক্তকে ভাঙিয়া আল্লাহ তায়ালার নিকট পৌছিয়াই যাইবে। দ্বিতীয় জিনিস যাহার দ্রুকূম করিতেছি, তাহা এই যে, **سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمُ وَبِحَمْدِهِ** পড়া, কেননা ইহা সমস্ত সৃষ্টির ইবাদত এবং ইহারই বরকতে সমস্ত সৃষ্টিকে বিশিষ্ট দেওয়া হয়। আর আমি তোমাকে দুইটি কাজ শিরক ও অহংকার হইতে নিষেধ করিতেছি। কেননা এই দুইটি গুনাহ বান্দাকে আল্লাহ তায়ালা হইতে দূরে সরাইয়া দেয়। (বায়ার, মাজমায়ুষ যাওয়ায়েদ)

١١- عن طلحة بن عبيدة الله رضي الله عنه قال: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنِّي لَا غَلِمْ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا رَجُلٌ يَخْضُرُهُ الْمَوْتُ إِلَّا وَجَدَ رُؤْسَهُ لَهَا رُؤْحًا حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ جَسَدِهِ وَكَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه.

أبوابلي ورجاله رجال الصبح، مجمع الروايات ٢/٧

১১. হ্যরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি এমন একটি কলেমা জানি যাহা কোন মৃত্যু নিকটবর্তী ব্যক্তি পাঠ করিলে তাহার শরীর হইতে ক্রহ বাহির হওয়ার সময় এই কলেমার বরকতে অবশ্যই আরাম পাইবে। আর এই কলেমা তাহার জন্য কেয়ামতের দিন নূর হইবে। (সেই কলেমা হইল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) (আবু ইয়ালা মাজমায়ুষ যাওয়ায়েদ)

١٢- عن أنس رضي الله عنه (في حديث طوبيل) أن النبي ﷺ قال: يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِينُ شَعْرِيَّةً ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِينُ بُرْءَةً ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِينُ مِنَ الْغَيْرِ ذَرْفَةً. (وهو جزء من الحديث) رواه

البخاري، باب قول الله تعالى: لِمَا خلقتْ يَدِي، رقم: ٧٤١٠

১২. হ্যরত আনাস (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এমন প্রত্যেক ব্যক্তি জাহান্নাম হইতে বাহির হইবে যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিয়াছে এবং তাহার অঙ্গের ঘনের দানার ও জন পরিমাণে কলেমা নিহিত

থাকিবে। অর্থাৎ দীমান থাকিবে। অতঃপর এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি
জাহানাম হইতে বাহির হইবে যে লা ইলাহা ইলাল্লাহ বলিয়াছে এবং
অন্তরে গমের দানা পরিমাণও কল্যাণ থাকিবে। অর্থাৎ দীমান থাকিবে।
অতঃপর এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি জাহানাম হইতে বাহির হইবে যে লা ইলাহা
ইলাল্লাহ বলিয়াছে এবং তাহার অন্তরে অণু পরিমাণও কল্যাণ নিহিত
থাকিবে। (বোখারী)

- ۱۳ - عَنْ الْمُقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ يَقُولُ: لَا يَنْفَعُ عَلَى ظَهَرِ الْأَرْضِ بَيْثُ مَدْرٌ وَلَا وَبَرٌ إِلَّا
أَذْخَلَهُ اللَّهُ كَلِمَةُ الْإِسْلَامِ بِعِزَّ عَزِيزٍ أَوْ ذُلَّ ذُلِيلٍ إِمَّا يُعَزِّهُمُ اللَّهُ
عَزَّ وَجَلَّ فَيُجْعَلُهُمْ مِنْ أَهْلِهَا أَوْ يُدْلِهُمْ فِي دِينِنَوْنَ لَهَا. رواه أسد / ۶

১৩. হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রায়ঃ) বলেন, আমি নবী
করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি
যে, জমিনের উপর কোন শহর, গ্রাম, মরুভূমির এমন কোন ঘর অথবা
তাঁবু বাকী থাকিবে না যেখানে আল্লাহ তায়ালা ইসলামের কালিমাকে
দাখিল না করিবেন। যাহারা মানিবে তাহাদিগকে কলেমা ওয়ালা বানাইয়া
ইজ্জত দান করিবেন। যাহারা মানিবে না তাহাদেরকে অপদষ্ট করিবেন।
অতঃপর তাহারা মুসলমানদের অধীনস্থ হইয়া থাকিবে। (মুসনাদে আহমাদ)

- ۱۴ - عَنْ أَبْنِ شِمَاسَةَ الْمَهْرَبِيِّ قَالَ: حَضَرْنَا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَهُوَ فِي
سِيَاقَةِ الْمَوْتِ يَكْنِي طَوْبِلًا وَحَوْلَ وَجْهِهِ إِلَى الْجَدَارِ، فَجَعَلَ ابْنَهُ
يَقُولُ: يَا أَبَتَاهَا! أَمَا بَشَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ يَقُولُ بِكَذَّ! أَمَا بَشَرَكَ رَسُولُ
اللَّهِ يَقُولُ بِكَذَّ؟ قَالَ فَاقْبَلَ بِوْجْهِهِ وَقَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ مَا نُعَذَّ شَهَادَةً
إِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ عَلَى
أَطْبَاقِ ثَلَاثَةِ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَمَا أَحَدٌ أَشَدَّ بُخْضًا لِرَسُولِ اللَّهِ يَقُولُ مِنِّي،
وَلَا أَحَبُّ إِلَيْيَّ أَنْ أَكُونَ قَدْ اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ فَقَتْلَتْنَاهُ مِنْهُ، فَلَوْ مُتْ
عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَلَمَّا جَعَلَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ فِي
قَلْبِي أَتَيْتُ السَّيِّدَ يَقُولُ فَقُلْتُ: ابْسُطْ يَمِينَكَ فَلَا يَأْغِلُكَ فَبَسَطَ
يَمِينَهُ، قَالَ: فَقَبَضْتُ يَدِي قَالَ: مَا لَكَ يَا عَمْرُو؟ قَالَ قُلْتُ:
أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِ طَرَفَيْ بِمَاذَا؟ قُلْتُ: أَنْ يَغْفِرَ لِنِي قَالَ: أَمَا

عَلِمْتَ يَا مُحَمَّدُ أَنَّ الْإِنْسَانَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟ وَأَنَّ الْجَنَّةَ تَهْرِمُ
 مَا كَانَ قَبْلَهَا؟ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟ وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ
 إِلَيْيَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا أَجَلٌ فِي عَيْنَيِّي مِنْهُ، وَمَا كُنْتُ أَطْيِقُ أَنْ
 أَمْلَأَ عَيْنَيِّي مِنْهُ إِجْلَالًا لَهُ وَلَوْ سُبِّلْتُ أَنْ أَصْفَهُ مَا أَطْفَلْتُ لِأَنِّي لَمْ
 أَكُنْ أَمْلَأَ عَيْنَيِّي مِنْهُ وَلَوْ مُثُّلْتُ عَلَى بِلْكَ الْعَالَمِ لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ
 مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَمْ وَلَيْتَ أَشْيَاءً مَا أَذْرَنِي مَا حَالَنِي فِيهَا فَإِذَا أَنَا مُثُّلْ
 فَلَا تَضَخَّمْنِي نَائِحَةً وَلَا نَارًّا فَإِذَا دَفَّتُمُونِي فَسُنُوا عَلَيَّ التُّرَابُ سَنَّا
 لَمْ أَقْبِلُوا حَوْلَ قَبْرِنِي قَدْرَ مَا تُنْهَرُ جَزْرُورًا وَيَقْسُمُ لَحْمُهَا حَتَّى
 أَسْتَأْسِسَ بِكُمْ، وَأَنْظُرَ مَاذَا أَرَاجُعُ بِهِ رُسُلَّ رَبِّي. رواه مسلم، باب كون

الإسلام بهدم ما قبله رقم: ۲۲۱

১৪. হ্যুরত ইবনে শিমাসা মাহরী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আমরা হ্যুরত আমর ইবনে আস (রাযঃ) এর মৃত্যুর সময় তাহার নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কাঁদিতেছিলেন। তাহার পুত্র তাহাকে সাস্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলিতেছিলেন, আবাজান! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আপনাকে অমুক সুসংবাদ দেন নাই? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আপনাকে অমুক সুসংবাদ দেন নাই? অর্থাৎ আপনাকে তো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড় বড় সুসংবাদ দান করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া তিনি (দেওয়ালের দিক হট্টে) মুখ ফিরাইলেন এবং বলিলেন, সর্বোত্তম জিনিস যাহা আমরা (আখেরাতের জন্য) তৈয়ার করিয়াছি তাহা এই কথার সাক্ষ্য যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোন মাবদু নাই, এবং হ্যুরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তায়ালার রসূল। আমার জীবনে তিনটি যুগ অতিবাহিত হইয়াছে। এক যুগ ছিল যখন আমার অপেক্ষা অধিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত বিদ্যেষ পোষণকারী আর কেহই ছিল না। তখন আমার সবচেয়ে বড় আকার্থ্য এই ছিল যে, কোন প্রকারে যদি তাহার উপর আমি সুযোগ পাইয়া যাই তবে তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিব। ইহা তো আমার জীবনের সবচেয়ে নিকৃষ্টতম যুগ ছিল। (আল্লাহ না করুন) যদি আমি সেই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিতাম তবে নিঃসন্দেহে জাহানামী হইতাম। অতঃপর আল্লাহ আয়ালা যখন আমার অস্তরে/ ইসলামের সত্যতাজালিয়া দিলেন তখন

আমি তাঁহার নিকট আসিলাম এবং আমি আরজ করিলাম আপনার হাত মোবারক দিন আমি আপনার হাতে বাইয়াত করিব। হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন হাত মোবারক বাড়াইয়া দিলেন, তখন আমি আমার হাত পিছনে টানিয়া নিলাম, তিনি বলিলেন, হে আমর কি ব্যাপার? বলিলাম, আমি কিছু শর্ত আরোপ করিতে চাই। তিনি বলিলেন, কি শর্ত আরোপ করিতে চাও? আমি ইহা বলিলাম যে, আমার সমস্ত গুনাহ যেন মাফ হইয়া যায়। হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আমর! তুমি কি জাননা যে, ইসলাম কুফরী জিন্দেগীর সমস্ত গুনাহকেই পরিষ্কার করিয়া দেয়? আর হিজরত ও পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ করিয়া দেয়। আর হজ্জ ও পিছনের সমস্ত গুনাহ শেষ করিয়া দেয়। ইহা সেই যুগ ছিল যখন তাঁহার চেয়ে বেশী প্রিয়, তাহার চেয়ে বেশী সম্মানী ও মর্যাদাসম্পন্ন আমার দৃষ্টিতে আর কেহই ছিল না। তাঁহার বুয়ুর্গীর কারণে কখনো তাঁহাকে পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিবার ক্ষমতা আমার ছিল না। যদি আমাকে তাঁহার চেহারা মোবারক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় তবে আমি কিছুই বলিতে পারিব না। কেননা আমি কখনও তাঁহাকে পরিপূর্ণরূপে দেখিই নাই। হায়, যদি আমি সেই অবস্থায় মরিয়া যাইতাম তবে আমার আশা হয় যে, আমি জান্নাতী হইতাম। অতঃপর আমরা কিছু জিনিসের মুতাওয়ালী ও জিম্মাদার হইয়াছি এবং জানি না যে, আমাদের অবস্থা ঐ সকল জিনিসের মধ্যে কিরূপ রহিয়াছে। (ইহা আমার জীবনের তৃতীয় যুগ ছিল)। আচ্ছা দেখ, যখন আমার মৃত্যু হইয়া যাইবে তখন আমার (জানায়ার) সহিত যেন কোন বিলাপকারিণী মহিলা যাইতে না পারে। (জাহিলিয়াতের যুগের মত) আমার জানায়ার সহিত যেন আগুন না নেওয়া হয়। যখন আমাকে দাফন কার্য শেষ করিবে তখন আমার কবরের উপরে ভালভাবে মাটি দিও। আর যখন (এক কাজ হইতে অবসর) হইয়া যাইবে তখন আমার কবরের নিকট এই পরিমাণ সময় অপেক্ষা করিও যে পরিমাণ সময়ের মধ্যে একটি উট জবাই করিয়া উহার গোশত বন্টন করা যায়। যাহাতে তোমাদের কারণে আমার অস্তর সাত্ত্বনা লাভ করে এবং আমি বুঝিয়া লইতে পারি যে, আমি আপন রবের প্রেরিত ফেরেশতাদের প্রশ্নের কি উত্তর দিতেছি। (মুসলিম)

15 - عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَا ابْنَ الْغَطَابِ! أذْهَبْ فَقَادِ فِي النَّاسِ إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ. رواه مسلم.

১৫. হ্যরত ওমর (রায়িহ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হে খান্দাবের বেটা ! যাও লোকদের মধ্যে এই ঘোষণা করিয়া দাও যে, জান্মাতে শুধু দ্বিমানদারগণই প্রবেশ করিবে। (মুসলিম)

১৬- عن أبي ليلٍ رضيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَيُنَحِّكَ يَا أبا سُفِيَّانَ فَذَجَّتُكُمْ بِالدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَأَسْلِمُوا تَسْلِمًا. (وهو بعض الحديث) رواه الطبراني وفيه: حرب بن الحسن الطحان وهو ضعيف وقد نهى.

مجمع الروايات / ২০০

১৬. হ্যরত আবু লায়লা (রায়িহ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম (আবু সুফিয়ানকে) এরশাদ করিয়াছেন, হে আবু সুফিয়ান, তোমাদের অবস্থার উপর আফসোস, আমি তো তোমাদের নিকট দুনিয়া ও আখেরাত (এ কল্যাণ) লইয়া আসিয়াছি। ইসলাম কবুল করিয়া লও, নিরাপদ হইয়া যাইবে।

(তাবরানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

১৭- عن أنسٍ رضيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ شُفِعْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَبِّ! اذْعِلِ الْجَنَّةَ مِنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ خَرْدَلَةٌ فِي ذَهَلْوَنَ، ثُمَّ افْوُلْ اذْخُلِ الْجَنَّةَ مِنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ اذْفَنَ شَيْءٍ. رواه البخاري، باب كلام الرَّبِّ تَعَالَى يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، رقم: ৭০৯.

১৭. হ্যরত আনাস (রায়িহ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যখন কেয়ামতের দিন হইবে তখন আমাকে সুপারিশ করার ইজায়ত দেওয়া হইবে। আমি আরজ করিব, হে আমার রব ! এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে জান্মাতে দাখিল করিয়া দিন যাহার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও (সিমান) রহিয়াছে। (আল্লাহ তায়লা আমার এই সুপারিশ কবুল করিবেন।) আর ঐ সমস্ত লোক জান্মাতে দাখিল হইয়া যাইবে। পুনরায় আমি আরজ করিব, এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে জান্মাতে দাখিল করিয়া দিন যাহার অন্তরে সামান্য পরিমাণও (সিমান) রহিয়াছে। (বোধারী)

১৮- عن أبي سعيد الخدري رضيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَدْخُلُ

for more videos <https://youtube.com/annaba>

أَهْلُ الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ لَمْ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَخْرِجُوهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِيقَالٌ حَبَّةٌ مِنْ خَرَذَلٍ مِنْ إِيمَانِهِ فَيُخْرِجُونَ مِنْهَا قَدْ اسْوَدُوا، فَلَنْقُوزُ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ فَيُبَتُّونَ كَمَا تَبَتَّ الْجَنَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ، أَلَمْ قَرَأْنَاهَا تَخْرُجُ صَفَرَاءَ مُلْتَوِيَّةً؟ رواه البخاري، باب

نَفَاضَ أَهْلُ الْإِيمَانِ فِي الْأَعْمَالِ، رقم: ٢٢

১৮. হযরত আবু সাউদ খুদরী (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন জাহান্তীগণ জাহানে ও দোষখীরা দোষথে চলিয়া যাইবে তখন আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, যাহার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান রহিয়াছে তাহাকেও জাহান্মাম হইতে বাহির করিয়া লও। সুতরাং তাহাদেরকেও বাহির করা হইবে। তাহাদের অবস্থা এইরূপ হইবে যে, জুলিয়া কালো বর্ণ হইয়া গিয়াছে। অতঃপর তাহাদেরকে নহরে হায়াতে ফেলা হইবে। তখন তাহারা এমনভাবে (মুহূর্তের মধ্যে সজীব হইয়া) বাহির হইয়া আসিবে যেমন ঢলের আবর্জনাতে দানা (পানি ও সারের কারণে অতি অল্প সময়ে) অঙ্কুরিত হইয়া আসে। তোমরা কি দেখ না যে, উহা কেমন সোনালী ও কোঁকড়ানো অবস্থায় বাহির হইয়া আসে? (বোখারী)

- ١٩ - عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ سَلَّمَ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الإِيمَانُ؟ قَالَ: إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتْكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتْكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ . (الحديث) رواه الحاكم وصححه، ورواقه

الذهبي/ ١٤٠١٣/ ١

১৯. হযরত আবু উমামা (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে জিজ্ঞাসা করিল, জিগান কি? তিনি এরশাদ করিলেন, যদি তোমার নেক আমল তোমাকে আনন্দিত করে ও তোমার মন্দ কাজ তোমাকে দুঃখিত করে তবে তুমি মুমিন। (মুসতাদরাকে হাকেম)

- ٢٠ - عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ سَلَّمَ يَقُولُ: ذَاقَ طَغْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبِّهِ وَبِالْإِسْلَامِ دِينَهُ وَبِمُحَمَّدٍ سَلَّمَ رَسُولًا. رواه مسلم، باب الدليل على أن من رضي بالله

for more books <https://youtube.com/alamin5g> رواه مسلم، رقم: ١٥١، رقم: ٢٠

for more হয়রত আবু আসহিব নেস্পার্স (আবদুল মুহাম্মদ রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন যে, ঐ ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করিয়াছে (এবং ঈমানের মজা সে পাইয়াছে) যে আল্লাহ তায়ালাকে রব, ইসলামকে দীন এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে রসূল হিসাবে সন্দৰ্ভিতে মানিয়া লইয়াছে। (মুসলিম)

ফায়দা ৪: অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার বন্দেগী এবং ইসলাম মোতাবেক আমল ও হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর অনুসরণ, আল্লাহ তায়ালা ও তাহার রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং ইসলামের প্রতি মহববতের সহিত হয় এই জিনিস যাহার ভাগ্যে জুটিয়াছে নিঃসন্দেহে সে ঈমানের স্বাদেও অংশ লাভ করিয়াছে।

- ২১ - عَنْ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَلَكُمْ مَنْ كُنْ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةُ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا سَوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكُرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفَّرِ كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ. رواه البخاري، باب حلاوة الإيمان، رقم: ١٦

২১. হযরত আবু আসহিব (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঈমানের স্বাদ সেই ব্যক্তি পাইবে যাহার মধ্যে তিনটি বস্তু পাওয়া যাইবে। এক—তাহার অন্তরে আল্লাহ তায়ালা ও তাহার রসূলের মহববত সবচেয়ে বেশী হয়। দুই—যে কোন ব্যক্তির সাথেই মহববত হয় উহা শুধু আল্লাহর জন্যই হয়। তিনি—ঈমানের পরে কুফরের দিকে ফিরিয়া যাওয়া তাহার নিকট এরূপ ঘণ্টিত ও কষ্টদায়ক হয় যেরূপ আগুনে নিষ্কেপ করিলে হয়। (বোখারী)

- ২২ - عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ اللَّهَ، وَأَبْغَضَ اللَّهَ، وَأَغْطَى اللَّهَ، وَمَنَعَ اللَّهَ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانُ. رواه أبو داؤد، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، رقم: ٤٦٨।

২২. হযরত আবু উমামা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহ তায়ালার জন্য কাহারো সহিত মহববত করিয়াছে, আর তাহারই

জন্যই দান করিয়াছে, এবং (যাহাকে দান করিয়াছে) আল্লাহ তায়ালার জন্যই দান করিয়াছে, আর (যাহাকে দান করে নাই) আল্লাহ তায়ালার জন্যই দান করে নাই সে ঈমানকে পরিপূর্ণ করিয়াছে। (আবু দাউদ)

٢٣ - عَنْ أَبْنَى عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِابْنِ ذَرِّ: يَا أبا ذرٍ! أَيُّ عَرَى الْإِيمَانِ أَوْنَقٌ؟ قَالَ: اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: الْمُوَالَةُ فِي اللَّهِ وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ. رواه البيهقي

في شعب الإيمان ٧٠/٧

২৩. হ্যরত ইবনে আববাস (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হ্যরত আবু যার (রায়িৎ)কে এরশাদ করিয়াছেন, বল দেখি, ঈমানের কোন কড়াটি বেশী মজবুত? হ্যরত আবু যার (রায়িৎ) আবজ করিলেন, আল্লাহ এবং তাহার রসূলই বেশী জানেন। (পুত্রাং আপনিই বলিয়া দিন) তিনি এরশাদ করিলেন, আল্লাহ তায়ালার জন্য পরম্পর সম্পর্ক ও সহযোগিতা হয় এবং আল্লাহ তায়ালার জন্য কাহারো সহিত মহবত হয় এবং আল্লাহ তায়ালারই জন্য কাহারো সহিত বিদ্রে ও শক্রতা হয়। (বাইহাকী)

ফায়দা : অর্থাৎ ঈমানী শাখাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ও স্থায়ী শাখা এই যে, দুনিয়াতে বাল্দা কাহারো সহিত যে কোন আচরণ করে, চাই উহা সম্পর্ক স্থাপনের হটক বা ছিলকরণের হটক, মহবতের হটক বা শক্রতার হটক উহা যেন নিজের নফসের চাহিদা হিসাবে না হয়, বরং শুধু আল্লাহ তায়ালার জন্য হয় এবং তাহারই আদেশক্রমে হয়।

٢٤ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: طَوْبَى لِمَنْ آمَنَ بِنِي وَرَأَنِي مَرَأَةً وَطَوْبَى لِمَنْ آمَنَ بِنِي وَلَمْ يَرَنِي سَبْعَ مِرَارٍ. رواه أحمد ١٠٥/٣

২৪. হ্যরত আনাস ইবনে মালেক (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমাকে দেখিয়াছে এবং আমার উপর ঈমান আনিয়াছে তাহার জন্য তো একবার মোবারকবাদ। আর যে আমাকে দেখে নাই তারপরও আমার উপর ঈমান আনিয়াছে তাহাকে বারবার মোবারকবাদ। (মুসনাদে আহমাদ)

for more books <https://youtube.com/alamin5g>

— ২৫ —
 عن عبد الرحمن بن يزيد رحمة الله قال: ذكروا عند الله
 أصحاب محمد ﷺ وأيمانهم قال: فقال عبد الله إن أمر
 محمد ﷺ كان يتنا لمن رأه والذى لا إله غيره ما آمن مؤمن
 الفضل من إيمان بغير ثم قرأ: "الْمَّذِكُورُ لَا رَبَّ
 فِيهِ" إلى قوله تعالى "يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ". رواه الحاكم وقال: هذى الحديث
 صحيح على شرط الشعدين ولم يخر جاه ووافقه الذهبي ١٦٠/٢

২৫. হযরত আবদুর রহমান ইবনে ইয়ায়ীদ (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ (রাযঃ) এর সম্মুখে কিছু লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা ও তাহাদের ঈমানের আলোচনা উৎপন্ন করিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে হযরত আবদুল্লাহ (রাযঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যাহারা দেখিয়াছিলেন তাহাদের সামনে তাহার সত্যতা একেবারেই সুপ্রম্পট ও পরিষ্কার ছিল। সেই সত্ত্বার কসম যিনি ছাড়া আর কোন মাঝুদ নাই। সবচেয়ে উত্তম ঈমান ঐ ব্যক্তির যে না দেখিয়া ঈমান আনিয়াছে। অতঃপর ইহার প্রমাণ হিসাবে তিনি এই আয়াত পড়িলেন—

الْمَّذِكُورُ لَا رَبَّ فِيهِ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ

অর্থঃ আলিফ, লাম-মীম, এই কিতাব, উহাতে কোন সন্দেহ নাই, মুত্তাকীনের জন্য হেদায়েত স্বরূপ, যাহারা গায়েবের প্রতি ঈমান রাখে।

(মুসতাদরাকে হাকেম)

— ২৬ —
 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:
 وَدَذْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْرَانِي، قَالَ فَقَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ: أَوْ لَيْسَ
 نَحْنُ إِخْرَانِكَ؟ قَالَ: أَنْتُمْ أَصْحَابِيْ وَلَكُمْ إِخْرَانِيَ الَّذِينَ آمَنُوا بِي
 وَلَمْ يَرْؤُنِي. رواه أحمد ١٥٥/٢

২৬. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার আকাংখা হয়, যদি আমার ভাইদের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইত! সাহাবা (রাযঃ) আরজ করিলেন, আমরা কি আপনার ভাই নই? তিনি এরশাদ করিলেন, তোমরা তো আমার সাহাবী। আমার ভাই হইল তাহারা যাহারা আমাকে না দেখিয়া আমার উপর ঈমান আনিবে (মুসবাদে জাহানাদ)

for more videos <https://youtube.com/annaaba>

٢٧- عن أبي عبد الرحمن الجهنمي رضي الله عنه قال: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ طَلَعَ رَأْكَبَانَ، فَلَمَّا رَأَهُمَا قَالَ: كِنْدِيَانَ مَذْجِيَانَ حَتَّىٰ أَتَيْهُ، فَإِذَا رِجَالٌ مِنْ مَذْجِيَ، قَالَ: فَدَنَا إِلَيْهِ أَحَدُهُمَا لِيَبَايِعَهُ، قَالَ فَلَمَّا أَخَذَ بِيَدِهِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مَنْ رَأَكَ فَامْنَ بِكَ وَصَدِقْكَ وَاتَّبَعَكَ مَاذَا لَهُ؟ قَالَ: طُوبِي لَهُ، قَالَ فَمَسَحَ عَلَى يَدِهِ فَانْصَرَفَ، ثُمَّ أَفْبَلَ الْآخَرُ حَتَّىٰ أَخَذَ بِيَدِهِ لِيَبَايِعَهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مَنْ آمَنَ بِكَ وَصَدِقْكَ وَاتَّبَعَكَ وَلَمْ يَرَكَ قَالَ: طُوبِي لَهُ ثُمَّ طُوبِي لَهُ ثُمَّ طُوبِي لَهُ، قَالَ فَمَسَحَ عَلَى يَدِهِ فَانْصَرَفَ. رواه .

احمد / ٤١٥٢

২৭. হযরত আবু আব্দুর রহমান জুহানী (রায়িৎ) বর্ণনা করেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসিয়াছিলাম। এমন সময় (সম্মুখ হইতে) দুইজন আরোহীকে আসিতে দেখা গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে দেখিয়া বলিলেন, ইহাদেরকে কিন্দা এবং মায়হিজ গোত্রের মনে হইতেছে। অবশেষে তাহারা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলেন তখন তাহাদের সহিত গোত্রের আরো অন্যান্য লোকজনও ছিল। বর্ণনাকারী বলেন যে, তাহাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বাইয়াতের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটবর্তী হইলেন। যখন তিনি তাহার হাত মোবারক নিজের হাতে লইলেন তখন আরজ করিলেন, হে আল্লাহর রসূল! যে ব্যক্তি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিল, আপনার উপর সৈমান আনিল এবং আপনাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিল এবং আপনার অনুসরণও করিল, বলুন, সে কি পাইবে? তিনি এরশাদ করিলেন, তাহার জন্য মোবারক হউক। ইহা শুনিয়া সে ব্যক্তি (বরকত লওয়ার জন্য) তাঁহার হাত মোবারকের উপর নিজের হাত বুলাইল এবং বাইয়াত হইয়া চলিয়া গেল।

অতঃপর দ্বিতীয় ব্যক্তি অগ্রসর হইল। সেও বাইয়াতের জন্যে তাঁহার মোবারক হাত নিজের হাতে লইয়া আরজ করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যে ব্যক্তি আপনাকে না দেখিয়া সৈমান আনিয়াছে, আপনাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছে এবং আপনার অনুসরণ করিয়াছে, বলুন সে কি পাইবে? তিনি এরশাদ করিলেন, তাহার জন্য মোবারক হউক। মোবারক হউক

গোবারক উত্তর ব্যক্তি ও তাহার হাত মোবারকের উপর নিজের হাত
বুলাইল এবং বাইয়াত হইয়া চলিয়া গেল। (মুসনাদে আহমাদ)

— ২৮ — عن أبي موسى رضى الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهُمْ أَجْرًا: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْعَبْدُ الْمُمْلُوكُ إِذَا أَذْى حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أُمَّةٌ فَأَذَّبَهَا فَأَخْسَنَ تَادِيهَا وَعَلَمَهَا فَأَخْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَغْفَقَهَا فَلَزَرَ وَجْهَهَا فَلَهُ أَجْرًا. رواه البخاري، باب تعليم الرجل أمنه وأهله.

১৭:

২৮. হযরত আবু মূসা (রায়ঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তিনি ব্যক্তি এমন আছে যে, তাহাদের জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রহিয়াছে। প্রথমতঃ ঐ ব্যক্তি, যে আহলে কিতাবের অস্তরুক্ত (ইহুদী বা সিসায়ী) নিজের নবীর উপর স্মীমান আনিয়াছে আবার মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপরও সৈমান আনিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ঐ ক্রীতদাস যে আল্লাহ তায়ালার হকসমূহও আদায় করিয়াছে এবং আপনি মনিবদের হকসমূহও আদায় করিয়াছে। তৃতীয়তঃ ঐ ব্যক্তি যাহার কোন ক্রীতদাসী থাকে। আর সে তাহাকে উত্তম আদব শিক্ষা দিয়াছে এবং উত্তমরূপে এলেম শিক্ষা দিয়াছে। অতঃপর তাহাকে মুক্ত করিয়া বিবাহ করিয়া লইয়াছে তাহার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব। (বোখারী)

ফায়দা ৪ হাদীস শরীফের উদ্দেশ্য হইল, এই সকল লোকের আমলনামায় অন্যদের তুলনায় প্রত্যেক আমলের সওয়াব দ্বিগুণ লেখা হইবে। যেমন, দ্বষ্টাস্ত্ররূপ অন্য কোন ব্যক্তি নামায পড়লে দশগুণ সওয়াব পাইবে। আর এই আমলই উক্ত তিনপ্রকার লোকদের মধ্য হইতে কেহ করিলে বিশগুণ সওয়াব পাইবে।

— ২৯ — عن أوسط رحمة الله قال: خطبنا أبو بكر رضي الله عنه فقال:
فَامْرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامِي هَذَا عَامَ الْأَوَّلِ، وَبَكَى أَبُوبَكْرٌ، فَقَالَ
أَبُوبَكْرٌ: سُلُوا اللَّهُ الْمَعْفَافَةَ أَوْ قَالَ: الْعَافِيَةُ فَلَمْ يُؤْتَ أَحَدٌ قُطُّ بَعْدَ
الْيَقِينِ أَفْضَلُ مِنَ الْعَافِيَةِ أَوِ الْمَعْفَافَةِ. رواه أحمد ২/১

২৯. হযরত আওসাত (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রায়ঃ)

for more videos <https://youtube.com/annaaba>
 আমাদের সম্মুখে বয়ান করিতে যাইয়া বললেনঃ এক বৎসর পূর্বে
 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার এই স্থানে (বয়ান করার
 জন্য) দাঁড়াইয়াছিলেন। ইহা বলিয়াই হ্যরত আবু বকর (রায়ঃ) কাঁদিয়া
 ফেলিলেন। অতঃপর বলিলেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট (নিজের জন্য)
 আফিয়াত ও নিরাপত্তা চাও। কেননা ঈমান ও ইয়াকীনের পরে আফিয়াত
 হইতে বড় কোন নেয়ামত কাহাকেও দান করা হয় নাই। (মুসনাদে আহমাদ)

- ৩০ - عَنْ عُمَرِ بْنِ شَعْبَنَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ
 النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَوْلُ صَلَاحٍ هُنْدِ الْأُمَّةِ بِالْيَقِينِ وَالْزُّهْدِ وَأَوْلُ
 فَسَادِهَا بِالْبَخْلِ وَالْأَمْلِ. رواه البيهقي في شعب الإيمان ٤٢٧/٧

৩০. হ্যরত আমর ইবনে শুয়াইব (রায়ঃ) হইতে তিনি তাঁহার পিতা
 হইতে তিনি তাঁহার দাদা হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু
 আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এই উম্মতের সংশোধনের শুরু
 হইয়াছে ইয়াকীন ও দুনিয়ার প্রতি অনাসঙ্গির দ্বারা। আর উহার ধ্বংসের
 শুরু হইবে কৃপণতা ও দীর্ঘ আশা আকাঙ্খার কারণে। (বায়হাকী)

- ৩১ - عَنْ عُمَرِ بْنِ النَّعْطَابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
 لَوْ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقًّا تَوَكَّلْهُ لَرُزْقُهُ كَمَا تُرْزَقُ
 الْكَثِيرُ تَفَدُّرُ خِمَاصًا وَتَرْوُخُ بَطَانًا. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن
 صحيح، باب في التوكيل على الله، رقم: ٢٣٤٤

৩১. হ্যরত ওমর ইবনে খাত্বাব (রায়ঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে,
 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন,
 তোমরা যদি আল্লাহ তায়ালার উপর এমনভাবে তাওয়াকুল করিতে
 আরম্ভ কর যেমন তাওয়াকুলের হক রহিয়াছে তবে তোমাদিগকে
 এমনভাবে রুজী দান করা হইবে যেমন পাখীদেরকে রুজী দান করা হয়।
 উহারা সকালে খালি পেটে বাহির হইয়া যায় এবং বিকালে ভরা পেটে
 ফিরিয়া আসে। (তিরমিয়ী)

- ৩২ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ اللَّهُ غَرَّاً مَعَ رَسُولِ
 اللَّهِ ﷺ قَبْلَ نَجْدِهِ فَلَمَّا قَبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ مَعْهُ فَلَمَّا كَفَاهُمْ

for more books <https://youtube.com/alamhn5g>

لِلْفَاطِلَةِ لِنِي وَإِذَا كَتَبَ الْفَطَاهُ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى وَنَزَقَ النَّاسَ
 يَسْتَظِلُونَ بِالشَّجَرِ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى تَحْتَ شَجَرَةٍ وَعَلَقَ بِهَا
 سَيْفَهُ، وَنَمَنَا نُوْمَةً فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى يَذْعُونَا وَإِذَا عِنْدَهُ أَغْرَابِيُّ،
 قَالَ: إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ عَلَيَّ سَيْفِي وَأَنَا نَائِمٌ، فَأَسْتَيْقَظَتْ وَهُوَ فِي
 يَدِهِ صَلَتْ، قَالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنْيِ؟ فَقَلَّتْ: اللَّهُ، ثَلَاثَةُ، وَلَمْ يَعْلَمْهُ
 وَجَلَّسَ. رواه البخاري، باب من عمل سيفه بالشجر رقم: ٤٩١٠

৩২. হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সেই জিহাদে শরীক ছিলেন, যাহা নাজদ অভিমুখে হইয়াছিল। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদ হইতে ফিরিয়া আসিলেন তখন তিনিও তাঁহার সহিত ফিরিলেন। (ফেরার পথে এই ঘটনা ঘটিল) সাহাবা (রায়িৎ) দুপুরের সময় বাবলা গাছে ভরা এক ময়দানে পৌঁছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে বিশ্রাম লওয়ার জন্য থামিলেন। সাহাবায়ে কেরাম (রায়িৎ) গাছের ছায়ার তালাশে এদিক সেদিক ছড়াইয়া পড়িলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আরাম করিবার জন্য বাবলা গাছের নিচের জায়গা লইলেন এবং গাছের সহিত নিজের তরবারীটি ঝুলাইয়া রাখিলেন। আমরাও কিছু সময়ের জন্য (বিভিন্ন গাছের ছায়াতে) ঘুমাইয়া পড়িলাম। হঠাৎ (আমরা শুনিতে পাইলাম যে,) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ডাকিতেছেন। (যখন আমরা সেখানে পৌঁছিলাম) তখন তাঁহার নিকট একজন গ্রাম্য কাফের উপস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি ঘুমাইতেছিলাম, এমতাবস্থায় সে আমার উপর আমারই তরবারী উত্তোলন করিয়াছে। জাগ্রত হইয়া দেখিলাম আমার খোলা তরবারীটি তাহার হাতে রহিয়াছে। সে আমাকে বলিল, তোমাকে আমার হাত হইতে কে বাঁচাইবে? আমি তিনবার বলিলাম, আল্লাহ!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই গ্রাম্য লোকটিকে কোন শাস্তি দিলেন না এবং উঠিয়া বসিয়া গোলেন। (বোধারী)

٣٣ - عَنْ صَالِحِ بْنِ مِسْمَارٍ وَجَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
 قَالَ لِلْحَارِثِ بْنِ مَالِكٍ: مَا أَنْتَ يَا حَارِثَ بْنَ مَالِكٍ! قَالَ: مُؤْمِنٌ يَا

رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: مُؤْمِنٌ حَقًّا؟ قَالَ: مُؤْمِنٌ بِكُلِّ حَقٍّ.
 حَقِيقَةً، فَمَا حَقِيقَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ: عَزَفْتُ نَفْسِي مِنَ الدُّنْيَا،
 وَأَسْهَرْتُ لَيْلِي، وَأَظْمَاثَ نَهَارِي، وَكَانَنِي أَنْظَرْتُ إِلَى عَرْشِ رَبِّي
 حِينَ يُجَاءُ بِهِ، وَكَانَنِي أَنْظَرْتُ إِلَى أَفْلَى الْجَهَنَّمِ يَتَرَوَّدُ فِيهَا، وَكَانَنِي
 أَسْمَعْتُ عَوَاءَ أَفْلَى النَّارِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مُؤْمِنٌ نُورٌ قَلْبُهُ. رواه عبد

الرازي في مصنفه، باب الإيمان والإسلام ١٢٩ / ١١

৩৩. হ্যরত সালেহ ইবনে মিসমার ও হ্যরত জাফর ইবনে বুরকান (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হ্যরত মালেক ইবনে হারেস (রাযঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে হারেস ! তুমি কি অবস্থায় আছ ? তিনি আরজ করিলেন (আল্লাহু তায়ালার মেহেরবানীতে) আমি সেমানের অবস্থায় আছি। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি প্রকৃত মুমিন ? তিনি আরজ করিলেন, আমি প্রকৃত মুমিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, (চিন্তা করিয়া বলো) প্রত্যেক জিনিসের একটি হাকীকত হয়, তোমার সেমানের হাকীকত কি ? অর্থাৎ তুমি কিসের ভিত্তিতে এই দাবী করিতেছ যে, ‘আমি প্রকৃত মুমিন।’ তিনি আরজ করিলেন, (আমার কথার হাকীকত এই যে,) আমি আমার অস্তরকে দুনিয়া হইতে সরাইয়া লইয়াছি, রাত্রি জাগরণ করি, দিনের বেলায় পিপাসার্ত থাকি (অর্থাৎ রোধা রাধি) আর যখন আমার রবের আরশকে আনা হইবে সেই দশ্য যেন আমি দেখিতেছি। বেহেশতীদের পরম্পর দেখা সাক্ষাতের দশ্য আমার চোখের সামনে ভাসমান থাকে। আর জাহানামীদের টিক্কার যেন (আমি নিজ কানে) শুনিতেছি। অর্থাৎ সর্বদা বেহেশত ও দোষখের কল্পনা বিদ্যমান থাকে। তিনি (তাহার এই কথাবার্তা শুনিয়া) বলিলেন, হারিস এমন মুমিন যাহার অস্তর সেমানের নূর দ্বারা আলোকিত হইয়া গিয়াছে। (মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক)

٣٣ - عَنْ مَاعِزِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ أَيُّ الْأَعْمَالِ
 أَفْضَلُ؟ قَالَ: إِيمَانُ بِاللَّهِ وَخَدْهُ، ثُمَّ الْجِهَادُ، ثُمَّ حَجَّةُ بَرَّةَ، تَفْضُلُ
 سَائِرِ الْعَمَلِ كَمَا يَئِنْ مَطْلَعُ الشَّفَسِ إِلَى مَغْرِبِهَا. رواه أحمد ٤٤٢

৩৪. হ্যরত মায়েয (রাযঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইল, সমস্ত আমলের মধ্যে সর্বেজ্ঞ আমজ কি ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

এরশাদ করিলেন, (সম্মত আমলের মধ্যে সর্বোক্তম আমল) /আল্লাহর উপর জৈবান আনা, যিনি একা, অতঃপর জিহাদ করা, অতঃপর মকবুল হজ্জ। এই সকল আমল ও অন্যান্য আমলের মধ্যে ফয়লতের দিক হইতে এই পরিমাণ ব্যবধান রহিয়াছে যে পরিমাণ পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান রহিয়াছে। (মুসনাদে আহমাদ)

٣٥ - عن أبي أفانة رضي الله عنه قال: ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً عنده الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسمعون؟ لا تسمعون؟ إن البداءة من الإيمان، إن البداءة من الإيمان يعني: التفعيل. رواه أبو داود، باب النهي عن كثيرون من الإرهاق، رقم: ٤١٦١

৩৫. হযরত আবু উমামা (রায়িৎ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রায়িৎ) একদিন তাঁহার সামনে দুনিয়ার আলোচনা করিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, মনোযোগ দিয়া শোন, মনোযোগ দিয়া শোন, নিঃসন্দেহে সাদাসিধা জীবন ঈমানের অংশ। নিঃসন্দেহে সাদাসিধা জীবন ঈমানের অংশ। (আবু দাউদ)

ফায়দা : ইহার অর্থ হইল, আড়ম্বরতা ও সাজসজ্জার জিনিস পরিত্যাগ করা।

٣٦ - عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: فائِي الإيمان الفضل؟ قال: الْمُهْجَرَةُ، قال: فَمَا الْمُهْجَرَةُ؟ قال: تَهْجِيرُ السُّوءِ. (وهو بعض الحديث) رواه أحمد ٤/١١٤

৩৬. হযরত আমর ইবনে আবাসা (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন ঈমান সর্বাপেক্ষকা উত্তম? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, ত্রি ঈমান যাহার সহিত হিজরত যুক্ত হয়। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হিজরত কি? এরশাদ করিলেন, হিজরত এই যে, তুমি মন্দ কাজ পরিত্যাগ কর। (মুসনাদে আহমাদ)

٣٧ - عن سفيان بن عبد الله التقيي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما فعلت في الإسلام فولأ لا أسأل عنه أحداً يغدك، وفي

for more videos <https://youtube.com/annaaba>
حدیث ابی اسامة: غیرک، قال: قُلْ أَمْتُ بِاللّٰهِ لَمْ أَنْفَخْ رَوَاهُ

مسلم، باب جامع أوصاف الإسلام، رقم: ١٥٩

৩৭. ইয়রত সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ সাকাফি (রায়িৎ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে ইসলামের (ব্যাপক অর্থবোধক) এমন কোন কথা বলিয়া দিন যে, আপনার পর আমার জন্য পুনরায় ঐ বিষয়ে আর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন না থাকে। তিনি এরশাদ করিলেন, তুমি ইহা বল যে, আমি আল্লাহর উপর সৈমান আনিলাম। অতঃপর ইহার উপর অবিচল থাক।

ফায়দা ৪: অর্থাৎ প্রথমে আন্তরিকভাবে আল্লাহ তায়ালার যাত ও সিফাতের উপর সৈমান আনয়ন কর। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তুকুমসমূহের উপর আমল কর। আর এই সৈমান ও আমল যেন সাময়িক না হয়। বরং পাকাপোক্তভাবে উহার উপর কায়েম থাক। (মায়াহেরে হক)

٣٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ الإِيمَانَ لِيَخْلُقَ فِي جَوْفِ أَحَدٍ كُمْ كَمَا يَخْلُقُ
الْقَوْبَ الْخَلْقَ فَأَسْنَلُوا اللَّهُ أَنْ يُجَدِّدَ الإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ. رَوَاهُ
الحاكم و قال: هذا حديث لم يخرج في الصحيحين ورواته مصريون ثقات، وقد

احتُجِجَ مسلم في الصحيح، ووافقه النهي ١/٤

৩৮. ইয়রত আবদুল্লাহ ইবনে আস (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সৈমান তোমাদের অন্তরে এমনিভাবে পুরানা (ও দুর্বল) হইয়া যায়, যেমন কাপড় পুরানা হইয়া যায়। সুতরাং আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া কর যেন তিনি তোমাদের অন্তরে সৈমানকে তাজা রাখেন। (মুসতাদরাকে হাকেম)

٣٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ تَعَاَوَزُ
لِنِّي عَنْ أَمْتَنِي مَا وَسَوَّثْتُ بِهِ صُدُورُهَا مَا لَمْ تَغْفِلْ أَوْ تَكْلِمْ. رَوَاهُ

البعاري، باب الخطأ والنسيان في العناقة ، رقم: ٢٠٢٨

৩৯. ইয়রত আবু হুরায়রা (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা অমির উম্মাতের (আমির উম্মাত) ওয়াস ও যাস গৃহকে মাফ করিয়া দিয়াছেন

(যাহা সমান ও একইন্দৰিয়ত অথবা গুনহের ব্যাপারে অবিচাকৃত তাহার অন্তরে আসে)। যতক্ষণ পর্যন্ত সে ব্যক্তি ঐ ওয়াসওয়াসা মোতাবিক আমল না করে অথবা উহাকে মুখ উচ্চারণ না করে। (বোথারী)

٣٠ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدهنا أن يتكلّم به، قال: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم، قال: ذلك صریح الإيمان.

رواه مسلم، باب بيان الرسوسة في الإيمان رقم: ٣٤٠

৪০. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) বলেন, কয়েকজন সাহাবা (রায়িৎ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, আমাদের অন্তরে এমন কিছু কল্পনা আসে যাহা মুখে উচ্চারণ করা আমরা অভ্যন্ত খারাপ মনে করি। রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, সত্যিই কি তোমাদের নিকট এই সমস্ত কল্পনা মুখে উচ্চারণ করিতে খারাপ লাগে? সাহাবা (রায়িৎ) আরজ করিলেন, ছিল হাঁ। তিনি এরশাদ করিলেন, ইহাই তো ঈমান। (মুসলিম)

ফায়দা : অর্থাৎ যখন এই সকল চিন্তা ও কল্পনা তোমাদেরকে এত অঙ্গের করিয়া তোলে যে, এইগুলিকে বিশ্বাস করা তো দূরের কথা, মৌখিক উচ্চারণও তোমাদের নিকট অপছন্দনীয় তখন ইহাই তো পূর্ণ ঈমানের আলামত। (নবী)

٣١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله. قبل أن يحال بينكم وبينها. رواه أبو يعلى باسناد حيد قوي، الترغيب ٤٦/٢

৪১. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করেন যে, বেশী বেশী লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর সাক্ষ্য দিতে থাক, এই সময় আসার পূর্বে যখন তোমরা (ম্তু অথবা রোগ ব্যাধি ইত্যাদির কারণে) এই কলেমা উচ্চারণ করিতে পারিবে না।

(আবু ইয়ালা, তারগীর)

٣٢ - عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه مسلم، باب الدليل على أن

for more books <https://youtube.com/alamin5g> من ممات.

for more videos <https://youtube.com/annaba>
 ৪২. হ্যরত ওসমান (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তির এমন অবস্থায় মৃত্যু আসে যে, সে একীনের সহিত জানে আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই, সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। (মুসলিম)

٤٣- عن عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ
 مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ حَقٌّ دَخَلَ الْجَنَّةَ. رواه أبو يعلى في مستذه ١٥٩/١

৪৩. হ্যরত ওসমান ইবনে আফফান (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি এই একীনের সহিত মৃত্যুবরণ করিল যে, আল্লাহ তায়ালার (অস্তিত্ব) হক, সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। (আবু ইয়ালা)

٤٤- عن عَلَيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: إِنِّي
 أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا مَنْ أَفْرَغْتُ لِي بِالْوَحْيِ دَخَلَ حِصْنِي وَمَنْ دَخَلَ
 حِصْنِي أَمِنٌ مِّنْ عَذَابِي. رواه الشيرازي وهو حديث صحيح، الماجع
 الصغير/٢

৪৪. হ্যরত আলী (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে কুদসীতে আপন রবের এই এরশাদ নকল করেন,—আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া কোন মাবুদ নাই, যে ব্যক্তি আমার একত্বকে স্বীকার করিল সে আমার দূর্গে প্রবেশ করিল। যে আমার দূর্গে প্রবেশ করিল সে আমার আয়াব হইতে নিরাপদ হইয়া দেল। (সিরাজী, জামে' সগীর)

٤٥- عن مَكْحُولٍ رَحْمَةُ اللَّهِ يُعَدِّثُ قَالَ: جَاءَ شَيْخٌ كَبِيرٌ هَرَمٌ فَذَ
 سَقَطَ حَاجِاهُ عَلَى عَيْنِيهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ غَدَرَ وَلَجَرَ
 وَلَمْ يَدْعُ حَاجَةً وَلَا دَاجَةً إِلَّا اخْتَطَفَهَا بِيَمِينِهِ، لَوْ كُسِّمَتْ خَطِبَتْهُ
 يَمِينُ أَهْلِ الْأَرْضِ لَا وَيَقْتَهُمْ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
 الْسَّلَمُ؟ فَقَالَ: أَمَا أَنَا فَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ
 لَهُ وَلَا مُحَمَّداً عَنْهُ دَرَأَهُ وَرَسُولُهُ ﷺ فَقَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَكَ

مَا كُنْتَ كَذِلِكَ وَمُبَدِّلَ سَيِّئَاتِ حَسَنَاتِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ
وَغَلَرَاتِي وَفَجَرَاتِي؟ فَقَالَ: وَغَدَرَاتِكَ وَفَجَرَاتِكَ، فَوْلَى
الرُّجُلُ يُكَبِّرُ وَيَهْلِلُ۔ التفسير لابن كثير ٢٤/٣

৪৫. হযরত মাকহল (রহস্য) বলেন, একজন অত্যন্ত বৃদ্ধ ব্যক্তি যাহার উভয় জ্ঞানের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। লোকটি আসিয়া আরজ করিল, হে আল্লাহর রাসূল! এমন এক ব্যক্তি যে অনেক বহু ওয়াদা ভঙ্গ ও গুনাহের কাজ করিয়াছে, এবং জায়েয়, নাজায়েয় সব রকমের খাহেশ পূরা করিয়াছে, আর তাহার গুনাহ এত বেশী যে, যদি সমগ্র দুনিয়াবাসীর মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হয় তবে সকলকে ধ্বংস করিয়া দিবে। এরূপ ব্যক্তির জন্য তওবার সুযোগ আছে কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তুমি কি মুসলমান হইয়াছ? সে আরজ করিল, জ্ঞি হাঁ। আমি কালেমায়ে শাহাদৎ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

এর সাক্ষ্যদান করি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যতক্ষণ তুমি এই কালেমার স্বীকারোক্তির উপর অবিচল থাকিবে আল্লাহ তায়ালা তোমার সবরকম ওয়াদা ভঙ্গ করা ও সকল গুনাহকে মাফ করিতে থাকিবেন এবং তোমার গুনাহসমূহকে নেকীর দ্বারা পরিবর্তন করিতে থাকিবেন। সেই বৃদ্ধ ব্যক্তি আরজ করিল, হে আল্লাহর রসূল! আমার সমস্ত ওয়াদা ভঙ্গ ও গুনাহ মাফ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ তোমার সমস্ত ওয়াদা ভঙ্গ ও গুনাহ মাফ। ইহা শুনিয়া সেই বৃদ্ধ ব্যক্তি আল্লাহ আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিতে বলিতে পিঠ ঘুরাইয়া (আনন্দের সহিত) চলিয়া গেল। (ইবনে কাসীর)

- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ سَيَعْلَمُ رَجُلًا مِنْ أَمْمِي
عَلَى رُؤُسِ الْخَلَاقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُنْشَرُ عَلَيْهِ بِسْعَةُ وَتِسْعِينَ
سِجْلًا، كُلُّ سِجْلٍ مِثْلُ مَدَدِ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُولُ: أَتَنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا؟
أَفَلَمْكَتَبَيِّنَ الْحَافِظُونَ؟ يَقُولُ: لَا، يَارَبَّ افْتَقِلْ: أَفَلَكَ غَلَرَ؟
يَقُولُ: لَا، يَرْجِعُ إِلَيْكُنْ: يَلَى، إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَعْمَلُ إِنَّ اللَّهَ

عَلَيْكِ الْيَوْمُ، فَبِخَرْجِ بَطَاطَةٍ فِيهَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: اخْضُرْ وَزِنْكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ امَا هَذِهِ الْبَطَاطَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجَلَاتِ؟ فَقَالَ: فَإِنَّكَ لَا تَتَظَلَّمُ، قَالَ: فَتُرْضَعُ السِّجَلَاتُ فِي كَفَّهُ وَالْبَطَاطَةُ فِي كَفَّهُ فَطَاثِتِ السِّجَلَاتُ وَلَقَلِّتِ الْبَطَاطَةُ، وَلَا يَنْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٌ، رواه البرمدي وقال: هذا

حدیث حسن غریب، باب ما جاء في من يموت ٠٠٠٠، رقم: ٢٦٣٩

৪৬. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা আমার উম্মতের মধ্য হইতে এক ব্যক্তিকে বাছাই করিয়া সমস্ত সৃষ্টির সম্মুখে ডাকিবেন এবং তাহার সম্মুখে আমলের নিরানববইটি দফতর খুলিবেন। প্রতিটি দফতর দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হইবে। অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, এই আমলনামাসমূহ হইতে তুমি কোন কিছু অঙ্গীকার কর কি? আমার যে সকল ফেরেশতারা আমলসমূহ লেখার কাজে ছিল তাহারা তোমার উপর কোন জুলুম করিয়াছে কি? (কোন গুনাহ না করা সত্ত্বেও লিখিয়া দিয়াছে অথবা করার চেয়ে বেশী লিখিয়াছে?) সে আরজ করিবে, না। (না অঙ্গীকার করার কোন সুযোগ আছে, না ফেরেশতারা জুলুম করিয়াছে।) অতঃপর আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞাসা করিবেন। তোমার নিকট এই সকল বদআমলের কোন ওজর আছে কি? সে আরজ করিবে, না, কোন ওজরও নাই। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, আচ্ছা তোমার একটি নেকী আমার নিকট আছে। আজ তোমার উপর কোন জুলুম করা হইবে না। অতঃপর কাগজের একটি টুকরা বাহির করা হইবে যাহার মধ্যে

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

লিখিত থাকিবে। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, যাও ইহাকে ওজন করিয়া লও। সে আরজ করিবে হে আমার রব, এত বড় বড় দফতরের মোকাবিলায় এই টুকরা কি কাজে আসিবে। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, তোমার উপর জুলুম করা হইবে না। অতঃপর ঐ সকল দফতর এক পাল্লায় রাখা হইবে আর কাগজের সেই টুকরা অপর পাল্লায় রাখা হইবে তখন সেই কাগজের টুকরার ওজনের মোকাবিলায় দফতরওয়াজ পাল্লা

ભડૃતે આરંભ કરિબે। (પ્રકૃત કથા હિન્દુ) આલ્હાહ તાયાલારાનાગેર મોકાબિલાય કોન જિનિસ ઓજનાઈ રાખે ના। (તિરમિયી)

٢٧- عن أبي عمرة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ:
أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله لا يلقي الله عبد مؤمن
بها إلا حججته عن النار يوم القيمة، وفي رواية: لا يلقي الله بهما
أحد يوم القيمة إلا أدخل الجنة على ما كان فيه. رواه أحمد

والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ١٦٥

૪૭. હયરત આબુ આમ્રાહ આનસારી (રાયિઃ) હિતે બર્ણિત આછે યે, રાસૂલુલ્હાહ સાલ્લાલ્હાહ આલાઈહિ ઓયાસાલ્લામ એરશાદ કરિયાછેન, આમિ સાંક્ષ્ય દિતેછે યે, આલ્હાહ તાયાલા છાડા કોન માબુદ નાઇ એવં આમિ આલ્હાહ તાયાલાર રસૂલ। યે કોન વાન્દા (અસ્ત્ર દ્વારા) એહી કલેમાર પ્રતિ એકીન કરિયા આલ્હાહ તાયાલાર સહિત સાંક્ષત કરિબે અબશ્યાહે એહી કાલેમાયે શાહદદ તાહાર જન્ય કેયામતેર દિન જાહામામેર આણન હિતે આડાલ હિયા યાહેબે। એક રેઓયાયાતે આછે, યે બ્યક્રિ એહી દુઇટી વિષય (આલ્હાહ તાયાલાર એકત્ત ઓ રાસૂલુલ્હાહ સાલ્લાલ્હાહ આલાઈહિ ઓયાસાલ્લામેર રિસાલાત) એ સાંક્ષ્ય લિયા આલ્હાહ તાયાલાર સહિત કેયામતેર દિન સાંક્ષાં કરિબે તાહાકે બેહેશતે દાખિલ કરા હિયેબે। ચાઇ તાહાર (આમલનામાય) યત ગુનાહાહે થાકુક ના કેન.

ફાયદા : હાદીસ બ્યાખ્યાકારગળ અન્યાન્ય હાદીસેર આલોકે એહી હાદીસ ઓ એહી ધરનેર અન્યાન્ય હાદીસસમૂહેર બ્યાખ્યા એક્રપ કરેન યે, યે બ્યક્રિ ઉભય શાહદદ અર્થાં આલ્હાહ તાયાલાર એકત્ત ઓરાસૂલુલ્હાહ સાલ્લાલ્હાહ આલાઈહિ ઓયાસાલ્લામેર રેસાલાતેર સાંક્ષ્ય લિયા આલ્હાહ તાયાલાર દરવારે પૌછ્હિબે, તાહાર આમલનામાય યદી ગુનાહ થાકેઓ તબુઓ આલ્હાહ તાયાલા તાહાકે અબશ્યાહે બેહેશતે દાખેલ કરિબેન। હય આપન મેહેરવાનીતે ક્રમા કરિયા દિયા અથવા ગુનાહેર શાસ્ત્ર દાન કરિયા।

(માઆરેફુલ હાદીસ)

٢٨- عن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: لا يشهد
أحد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله فيدخل النار، أو تطعنة.

(ઓહ બુસ્ત ખદ્દિટ) રોહ મસ્લિમ, બાબ દિલીલ ઉલ્લિ: અન્માની માત્ર ૧૪૯: رقم:

૪૮. હયરત હિતવાન હિવાન/માલેક (રાયિઃ) હિતે/ બર્ણિત આછે ત્યે,

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি /ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন al এমন হইতে পারে না যে, কোন ব্যক্তি এই কথার সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোন মাবুদ নাই এবং আমি (মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তায়ালার রসূল। অতঃপর সে জাহানামে দাখিল হইবে অথবা জাহানামের আগুন তাহাকে ভক্ষণ করিবে। (মুসলিম)

٤٩ - عَنْ أَبِي قَعَدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ شَهَدَ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فَذَلِكَ بِهَا إِيمَانٌ وَإِيمَانٌ بِهَا قُلْبُهُ لَمْ تَطْعَمْهُ النَّارُ. رواه البيهقي في شعب الإيمان ٤١/١

৪৯. হযরত আবু কাতাদাহ (রায়িৎ) তাহার পিতা হইতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি এই কথার সাক্ষ্য দিয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোন মাবুদ নাই এবং আমি (মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তায়ালার রসূল এবং (অধিক পরিমাণে বলার দরক্ষ) তাহার জবান এই কালেমায় অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। আর এই কালেমা (পড়ার) দ্বারা অন্তরে প্রশাস্তি লাভ হয়। এমন ব্যক্তিকে জাহানামের আগুন ভক্ষণ করিবে না। (বায়হাকী)

٥٠ - عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ نَفْسٍ تَمُوتُ وَهِيَ تَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى قَلْبِ مُؤْمِنٍ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ. رواه أحمد ٥/٢٢٩

৫০. হযরত মুআয় ইবনে জাবাল (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যে কোন ব্যক্তি এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিবে যে, খাঁটি অন্তরে এই কথা সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোন মাবুদ নাই এবং আমি আল্লাহ তায়ালার রসূল, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। (আহমাদ)

٥١ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ -وَمَعَاذَ رَدِيقَةَ عَلَى الرَّخْلِ- قَالَ: يَا مَعَاذَ بْنَ جَبَلٍ! قَالَ: لَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدِكَ، قَالَ: يَا مَعَاذًا! قَالَ: لَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدِكَ ثَلَاثًا! قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، صَدِقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَمَةُ اللَّهِ عَلَى النَّارِ! قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ

أَفَلَا يُغْرِي بِهِ النَّاسُ قِبْسَرُوا؟ فَقُلْ: إِذْ يَعْكُلُونَ، وَأَخْبِرْ بِهَا مَعْذَلَةً مَوْتِهِ تَائِمًا.

عند موته تائماً. رواه البخاري، باب من خص بالعلم فورماً، رقم: ١٢٨

৫১. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রায়ঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত হযরত মুআয় (রায়ঃ) একই উটের পিঠে সওয়ার ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে মুআয় ইবনে জাবাল ! তিনি আরজ করিলেন, **لَبِّيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدِيْكَ** (হে আল্লাহর রসূল, আমি হাজির)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় বলিলেন, হে মুআয় ! তিনি আরজ করিলেন, **لَبِّيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدِيْكَ** (হে আল্লাহর রসূল, আমি হাজির)। তিনবার এমন হইল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যে ব্যক্তি খাঁটি মনে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোন মা'বুদ নাই এবং মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তায়ালার রসূল। আল্লাহ তায়ালা এইরূপ ব্যক্তিকে দোষখের উপর হারাম করিয়া দিয়াছেন। হযরত মুআয় (রায়ঃ) (এই সুসংবাদ শুনিয়া) আরজ করিলেন, আমি কি লোকদেরকে ইহার খবর দিব না যাহাতে তাহারা খুশী হইয়া যায় ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তখন তাহারা উহার উপর ভরসা করিয়া বসিয়া থাকিবে (আমল করা ছাড়িয়া দিবে)।

হযরত আনাস (রায়ঃ) বলেন, হযরত মুআয় (রায়ঃ) এই ভয়ে যে (হাদীস গোপন করার) গুনাহ না হইয়া যায় জীবনের শেষ মুহূর্তে লোকদের মধ্যে এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। (বোখারী)

ফায়দা : যে সকল হাদীসে শুধু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এর সাক্ষ্যের উপর দোষখের আগুন হারাম হওয়া উল্লেখিত আছে। হাদীস ব্যাখ্যাকারণগণ ঐরূপ হাদীসসমূহের দুইটি অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। এক এই যে, দোষখের চিরস্থায়ী আজাব হইতে মুক্তি পাইবে। অর্থাৎ কাফির, মুশরিকদের মত চিরস্থায়ীভাবে তাহাদেরকে দোষখে রাখা হইবে না। যদিও মন্দ আমলের শাস্তির জন্য কিছু সময় দোষখে রাখা হইবে। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর সাক্ষ্যের ভিতর পুরা ইসলামী জিন্দেগী অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। যে ব্যক্তি খাঁটি অস্তরে এবং বুঝিয়া শুনিয়া এই সাক্ষ্য দিয়াছে, তাহার জিন্দেগী পরিপূর্ণভাবে দীন ইসলাম মোতাবেক হইবে (যাজহেরে হক) alamin5g

for more videos <https://youtube.com/annaaba>

٥٢- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: أنسدَ النَّاسَ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِّنْ قَبْلِ نَفْسِهِ.

(وهو بعض الحديث) رواه البخاري، باب صفة العنة والنار، رقم: ٦٥٧.

৫২. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার শাফায়াত দ্বারা কেয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশী উপকৃত ঐ ব্যক্তি হইবে যে খাঁটি দিলে লা ইলাহা ইলাল্লাহ বলিবে। (বোখারী)

٥٣- عن رفاعة الجهنمي رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: أشهدُ عِنْدَ اللَّهِ لَا يَمُوتُ عَبْدٌ يَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ صِدِّيقٌ مِّنْ قَلْبِهِ، ثُمَّ يُسَدَّدُ إِلَّا سَلَكَ فِي الْجَنَّةِ. (الحديث) رواه

أحمد / ٤

৫৩. হযরত রিফাআহ জুহানী (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট এই কথার সাক্ষ্য দিতেছি, যে ব্যক্তি খাঁটি দিলে ইহার সাক্ষ্য দেয় যে, এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিবে যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোন মাবুদ নাই এবং আমি অর্থাৎ হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়ালার বস্তু, অতঃপর নিজের আগলসমূহকে দুরুস্ত রাখে সে ব্যক্তি অবশ্যই জানাতে প্রবেশ করিবে।

(মুসনাদ আহমাদ)

٥٤- عن عمرَ بْنِ الخطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنِّي لَا أَغْلِمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عَنْدَ حَقِّهِ مِنْ قَلْبِهِ فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا حَرَمةُ اللَّهِ عَلَى النَّارِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. رواه الحاكم وقال: هذا

حدث صحيح على شرط الشعرين ولم يخر جاه ووافقه الذهبي ١/ ٧٢

৫৪. হযরত ওমর ইবনে খাজাব (রায়িঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আমি এমন একটি কালেমা জানি যে কোন বাস্তু অস্তর দ্বারা হক মনে করিয়া উহা বলিবে এবং ঐ অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করিবে, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাহার উপর জাহাজামের আঙুম হারাম করিয়া দিবেন কৃত্সন্ধি

٥٥ - عَنْ عِيَاضِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَفِعَهُ قَالَ: إِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةً، عَلَى اللَّهِ كَرِيمَةً، لَهَا عِنْدَ اللَّهِ مَكَانٌ، وَهِيَ كَلِمَةٌ مِنْ قَالَهَا صَادِقًا أَذْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ وَمَنْ قَالَهَا كَاذِبًا حَقَّتْ دَمَهُ وَأَخْرَزَتْ مَالَهُ وَلَقِيَ اللَّهُ غَدَى فَحَاسِبَةً۔ رواه البزار و رجاله موثقون، مجمع

الروابط/ ١٧٤

৫৫. হযরত ইয়ায আনসারী (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আল্লাহ তায়ালার নিকট বড় মর্যাদাপূর্ণ ও মূল্যবান কালেমা। আল্লাহ তায়ালার নিকট উহার বড় মর্যাদা ও স্থান রহিয়াছে। যে ব্যক্তি উহাকে খাঁটি দিলে বলিবে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে জান্মাতে দাখিল করিবেন। আর যে ব্যক্তি উহাকে মিথ্যা ও কপট মনে বলিবে, এই কালিমা (দুনিয়াতে তো) তাহার জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার কারণ হইয়া যাইবে, কিন্তু কাল কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার সহিত এমন অবস্থায মিলিত হইবে যে, আল্লাহ তায়ালা তাহার হিসাব লইবেন। (বায়বার, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

ফায়দা : মিথ্যা ও কপট মনে কালেমা বলার কারণে জান ও মালের হেফাজত হইয়া যাইবে, কেননা এই ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে মুসলমান অতএব তাহাকে ঐ সমস্ত কাফেরদের মত কতল করা হইবে না এবং তাহার মালও ছিনাইয়া লওয়া হইবে না যাহারা সরাসরি মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ করে।

٥٦ - عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ شَهَدَ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَصْدِقُ قَلْبَهُ لِسَانَهُ دَخَلَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ۔ رواه أبو بعلی / ٦٨

৫৬. হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি এমনভাবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর সাক্ষ দিয়াছে যে, তাহার অন্তর তাহার জ্বানকে সত্য বলিয়া স্বীকার করে সে জান্মাতের যে কোন দরজা দিয়া ইচ্ছা প্রবেশ করিতে পারিবে। (মেসনাদে আবু ইয়ালা)

٥٧- عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: أبشرُوا وَبَشِّرُوا مَنْ وَرَأَكُمْ أَنَّهُ مِنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَادِقًا بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ . رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات، مجمع

الرواتب/١٥٩

৫৭. হযরত আবু মূসা (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সুসংবাদ গ্রহণ কর ও অন্যদেরকেও সুসংবাদ দান কর, যে ব্যক্তি খাঁটি দিলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ স্বীকার করিবে সে জানাতে প্রবেশ করিবে।

(মুসনাদে আহমদ, তাবারানী, মাজমাউয় ফাওয়ায়েদ)

٥٨- عن أبي التَّرْذَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ مُخْلِصًا دَخَلَ الْجَنَّةَ . مجمع البحرين في زوائد المعجمين ١/٥٦٠ قال الحافظ: صحيح لجميع

طرق

৫৮. হযরত আবু দারদা (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি এখলাসের সহিত এই কথার সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোন মাবুদ নাই এবং মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার বান্দা ও তাঁহার রসূল। সে জানাতে প্রবেশ করিবে। (মাজমাউল বাহরাইন)

٥٩- عن أنسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: دَخَلَتِ الْجَنَّةَ فَوَآتَيْتُ فِي عَارِضَتِي الْجَنَّةَ تَكْرِبًا تَلَاهَةً أَنْسَطَرَ بِالْأَدْهَبِ، السُّطْرُ الْأَوَّلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، وَالسُّطْرُ الثَّانِيُّ: مَا قَدَّمْنَا وَجَدْنَا وَمَا أَكْلَنَا رِبْخَنًا وَمَا حَلَفْنَا خَسِرْنَا، وَالسُّطْرُ الْأَلْيَكُ: أَمْمَةً مُذْبَنَةً وَرَبُّ غَفْرَرَ، رواه الرافعى وابن الصحار وموحدت صحيح، العجامع

الصغرى/٦٤٥

৫৯. হযরত আনাস (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি জানাতে প্রবেশ করিয়া উহার উভয় পাশ্বে স্বর্ণক্ষরে লিখিত তিনটি লাইন দেখিতে পাইলাম। প্রথম লাইন—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। দ্বিতীয়

লাইন—যাহা আমরা আগে পাঠাইয়া দিয়াছি অর্থাৎ দান খয়রাত ইত্যাদি করিয়াছি উহার প্রতিদান পাইয়াছি, আর যাহা কিছু আমরা দুনিয়াতে পানাহার করিয়াছি, উহা দ্বারা লাভবান হইয়াছি। যাহা কিছু দুনিয়াতে ছাড়িয়া আসিয়াছি উহাতে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। তৃতীয় লাইন— উন্মত গোনাহগার এবং রব ক্ষমাকারী। (রাফেদ্স, ইবনে নাজ্জার, জামে' সগীর)

- ২০ - عَنْ عِبَّارَ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ الرَّسُولُ ﷺ: لَئِنْ يُوَافَىَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَعْلَمُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا حَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ. رواه البخاري، باب العمل الذي يتغى به وجه الله

تمالی، رقم: ٦٤٢٣

৬০. হযরত ইতবান ইবনে মালেক আনসারী (রায়ঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন এমনভাবে আসিবে যে, সে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিয়াছে আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর দোয়খের আগুনকে অবশ্যই হারাম করিয়া দিবেন। (বোধারী)

- ২১ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ فَارَقَ الدُّنْيَا عَلَى الْإِخْلَاصِ لِلَّهِ وَحْدَهُ لَا فَرِيقَ لَهُ وَإِلَامُ الصَّلَاةِ وَإِيَّاعُ الزَّكَاةِ، فَارَّقَهَا وَاللَّهُ عَنْهُ رَاضٍ. رواه العاكس و قال: هذا حديث صحيح الاستناد ولم يعرجاه وافقه الذهبي

صحيح الاستناد ولم يعرجاه وافقه الذهبي / ٢٣٢

৬১. হযরত আনাস (রায়ঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় দুনিয়া হইতে বিদায় গ্রহণ করিল যে, সে আল্লাহ তায়ালার প্রতি আন্তরিক ও মুখলেস ছিল, যিনি অদ্বিতীয়, যাহার কোন শরীক নাই, এবং (সারাজীবন) সে নামায কায়েম করিয়াছে, (আর সম্পদশালী হইলে) যাকাত আদায় করিয়াছে, সে এমন অবস্থায় বিদায় গ্রহণ করিল যে, আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট। (মুস্তাদুরাকে হাকেম)

ফায়দাঃমুখলেস হওয়ার অর্থ আন্তরিকভাবে আনুগত্য গ্রহণ করিয়াছে।

- ২২ - عَنْ أَبِي ذِئْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَذَلِكَ الْمُحْمَّدُ مَنْ أَعْصَى اللَّهَ لِلْإِيمَانِ وَجَعَلَ قَلْبَهُ مَلِيمًا وَلِسَانَهُ صَادِقًا وَنَفْسَهُ

مُطْمِئْنَةٌ وَخَلِيقَةٌ مُسْتَقِيمَةٌ وَجَعَلَ أَذْنَهُ مُسْتَمِعَةً وَعَيْنَهُ نَاطِرَةً.

(الحديث) رواه أحمد ١٤٧

৬২. হযরত আবু যর (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে ঐ ব্যক্তি সফলতা লাভ করিয়াছে, যে নিজের অস্তরকে সৈমানের জন্য খালেস করিয়াছে এবং নিজের অস্তরকে (কুফর ও শিরক) হইতে পৰিত্র করিয়াছে, নিজের জবানকে সত্যবাদী রাখিয়াছে, নিজের নফসকে প্রশান্ত করিয়াছে, (অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার স্মরণ ও তাহার মর্জিমত চলার দ্বারা নফস শান্তি লাভ করে) নিজের স্বভাবকে ঠিক রাখিয়াছে, (মন্দ পথে চলে নাই) নিজের কানকে সত্য শুব্দগ্রাহী বানাইয়াছে, নিজের চোখকে (সৈমানের দৃষ্টিতে) দৃষ্টিপাতকারী বানাইয়াছে। (মুসনাদে আহমাদ)

٤٣- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ. رواه سلم، باب التليل على من

مات..... رقم: ٢٧٠

” ৬৩. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রায়িঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সহিত এমন অবস্থায় মিলিত হইবে যে, তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করে নাই সে জান্মাতে প্রবেশ করিবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সহিত এমন অবস্থায় মিলিত হইবে যে, সে তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করিয়াছে, সে দোষখে প্রবেশ করিবে। (মুসলিম)

٤٤- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّابِيتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا فَقَدْ حَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ. عمل اليوم والليلة للنسائي، رقم: ١١٢

৬৪. হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিয়াছে যে সে আল্লাহ তায়ালার সহিত কাহাকেও শরীক করে নাই অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর দোষখের আগুন হারায় করিয়া দিয়াছেন। (আমালুল ইয়াওয়ি ওয়াল লাইলাহ)

٤٥ - عن النَّوَّابِ بْنِ سَعْدَ مَانَ رَفِيْقُ اللَّهِ حَتَّىْ لَسِعَ الْبَرِّ يَقُولُ
مَنْ مَاتَ وَهُوَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ مَغْفِرَةٌ. رواه الطبراني
في الكبير واسناده لا يناس به، مجمع الروايات / ١٦٤

٦٥. হযরত নাওয়াস ইবনে মাসআন (রায়িহ) হইতে বর্ণিত আছে যে، তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন, যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মত্যুবরণ করিল যে, সে আল্লাহ তায়ালার সহিত কাহাকেও শরীক করে নাই, অবশ্যই তাহার জন্য মাগফিরাত অবধারিত হইয়া গিয়াছে। (তাবারানী, মাজমাউয় যাওয়ায়েদ)

٤٦ - عَنْ مَعَاذِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: يَا مَعَاذَا هَلْ سَمِعْتَ
مَنْدَ الْلَّيْلَةِ حَسَا؟ قَلَّتْ: لَا. قَالَ: إِنَّهُ أَتَانِي آتِيَ مِنْ رَبِّي، فَبَشَّرَنِي
أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، قَلَّتْ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أَخْرُجُ إِلَى النَّاسِ فَأَبْشِرْهُمْ، قَالَ: دَعْهُمْ
فَلَيَسْتَبِقُوا الصِّرَاطَ. رواه الطبراني في الكبير ٥٩/٢

৬৬. হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রায়িহ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হে মুআয ! তুমি কি অদ্য রাত্রে কোন আওয়াজ শুনিতে পাইয়াছ ? আমি আরজ করিলাম, না । তিনি এরশাদ করিলেন, আমার নিকট আমার রবের পক্ষ হইতে একজন ফেরেশতা আসিয়াছেন । তিনি আমাকে এই সুসংবাদ দিয়াছেন যে, আমার উন্মত্তের মধ্য হইতে যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মত্যুবরণ করিবে যে, সে আল্লাহ তায়ালার সহিত কাহাকেও শরীক করে নাই সে জন্মাতে প্রবেশ করিবে । আমি আরজ করিলাম, হে আল্লাহর রসূল ! কি আমি লোকদের নিকট যাইয়া এই সুসংবাদ শুনাইয়া দিব না ? তিনি বলিলেন, তাহাদেরকে নিজ অবস্থায় থাকিতে দাও, যেন তাহারা (আমলের) রাস্তায় পরম্পর অতিথোগিতামূলক আগে বাঢ়িতে থাকে ।

(তাবারানী)

٤٧ - عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: يَا مَعَاذَا
أَنْذِرْنِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ؟ قَالَ:
قَلَّتْ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَغْبُدُوا
اللَّهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَ أَنْ لَا

for more videos <https://youtube.com/Alamin5g>

مات، ۱۴۴، رقم

৬৭. হযরত মুআয় ইবনে জাবাল (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হে মুআয়! তুম কি জান যে, বান্দাগণের উপর আল্লাহ তায়ালার কি হক? আর আল্লাহ তায়ালার উপর বান্দাগণের কি হক? আমি আরজ করিলাম, আল্লাহ তায়ালা ও তাহার রসূল অধিক জানেন। তিনি বলিলেন, বান্দাগণের উপর আল্লাহ তায়ালার হক হইল, তাহার ইবাদত করিবে ও তাহার সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না। আর আল্লাহ তায়ালার উপর বান্দাগণের হক হইল, যে বান্দা তাহার সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না তাহাকে তিনি আয়াব দিবেন না। (মুসলিম)

٦٨ - عَنْ أَبْنَى عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ لَهُ قَالَ: مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَقْتُلُ نَفْسًا لِقَيَ اللَّهُ وَهُوَ خَفِيفُ الظُّنُونِ.

رواه الطبراني في الكبير وفي إسناده ابن لهيعة، مجمع الزوائد/ ١٦٧، ابن لهيعة

صلفون، تقريب الشهذيب

৬৮. হযরত ইবনে আবুবাস (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সহিত এমন অবস্থায় সাক্ষাত করিবে যে, আল্লাহ তায়ালার সহিত কাহাকেও শরীক করে নাই এবং কাহাকেও হত্যা করে নাই সে আল্লাহ তায়ালার দরবারে (এই দুই গুনাহের বোকা না থাকার কারণে) হালকা অবস্থায় হাজির হইবে। (তাবারানী، মাজমাউয় যাওয়ায়েদ)

٦٩ - عَنْ جَرِيرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ لَهُ قَالَ: مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَمْ يَسْتَدِيْدِ بِدِمِ حَرَامٍ أَذْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَرَجَالِهِ مُرْتَفَعُونَ، مُجَمَّعُ الزَّوَادِ/ ١٢٥

৬৯. হযরত জারীর (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিবে যে, আল্লাহ তায়ালার সহিত কাহাকেও শরীক সাব্যস্ত করে না এবং অন্যায়ভাবে কাহাকেও হত্যা করিয়া হাত রঞ্জিত করে নাই তাহাকে জানাতের যে কোন দরজা দিয়া চাহিবে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইবে। (তাবারানী، মাজমাউয় যাওয়ায়েদ)

গায়েবের বিষয়সমূহের প্রতি ঈমান

আল্লাহ তায়ালার উপর ও সমস্ত গায়েবী
বিষয়ের উপর ঈমান আনা, এবং হ্যারত মোহাম্মদ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি খবরকে
না দেখিয়া শুধু তাহার প্রতি আস্থার কারণে
নিশ্চিতরাপে সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া এবং
তাহার দেওয়া খবরের মোকাবিলায় অস্থায়ী স্বাদ
আহলাদ, এবং মানুষের প্রত্যক্ষ দর্শন ও বস্তুগত
অভিজ্ঞতাকে বর্জন করা।

আল্লাহ তায়ালা, তাঁহার মহান গুণাবলী,
তাঁহার রসূল ও তাকদীরের উপর ঈমান

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ الْبَرُّ أَنْ تُؤْلِوْا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ وَلِكِنَّ الْبَرُّ مَنْ أَمْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حِلَبِهِ ذُوِّ الْفَرْنِيِّ وَالْبَشْمِيِّ
وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَ السَّيْلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَأَتَى الزَّكُوْنَةَ وَالْمَزْفُونَ بِعِهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي
الْبَأْسَاءِ وَالضُّرَاءِ وَجِئَنَ الْبَأْسِ ۝ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۝ وَأُولَئِكَ
هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [الفقرة: ١٧٧]

যখন এক তখন আমরা কি করিয়া আয়াবের উপযুক্ত হইতে পারিঃ এই
ধারণার জবাবে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন) শুধু ইহাই কোন সকল
নেকী (গুণ) নহে যে তোমরা তোমাদের চেহারা পূর্বমূর্খী অথবা পশ্চিমমূর্খী
কর। বরং নেকী তো এই যে, কোন ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার (সন্তা ও
গুণাবলীর) উপর দৃঢ়বিশ্বাস রাখে এবং (এমনিভাবে) আখেরাতের দিনের
উপর, ফেরেশতাদের উপর, সকল আসমানী কিতাবসমূহের উপর এবং
নবীদের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। আর মালের প্রতি মহবত ও নিজের
প্রয়োজন সত্ত্বেও আতীয়-স্বজন, এতীম, মিসকীন, মুসাফির ও
গোলামদেরকে মুক্ত করার মধ্যে খরচ করে এবং নামাযের পাবন্দি করে
এবং যাকাতও আদায় করে, (আর এই সকল আকীদা ও আমলের সহিত
তাহাদের এই আখলাকও হয় যে,) যখন তাহারা কোন শরীয়তসম্মত
কাজের ওয়াদা করে তখন সেই ওয়াদাকে পুরা করে এবং তাহারা অভাব
অনটনে, অসুস্থতায় ও যুদ্ধের কঠিন অবস্থায় ধীরস্থিত থাকে। ইহারাই
সত্যবাদী লোক এবং ইহারাই খোদাভীরু। (বাকারা ১৭৭)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿بِأَيْمَانِ النَّاسِ أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۝ هَلْ مِنْ
خَالِقٍ غَيْرَ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۝ فَإِنَّ
تُؤْفَكُونَ﴾ [নাপর: ৩]

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে,—হে লোকসকল, তোমরা আল্লাহ
তায়ালার ঐ সকল অনুগ্রহসমূহকে স্মরণ কর যাহা আল্লাহ তায়ালা
তোমাদের প্রতি করিয়াছেন। (একটু চিন্তা করিয়া তো দেখ!) আল্লাহ
তায়ালা ছাড়াও কি আর কোন স্মষ্টা আছেন যিনি তোমাদেরকে আসমান
ও জমিন হইতে রিযিক পৌছাইয়া থাকেন? তিনি ছাড়া কোন সত্য মাঝুদ
নাই। অতএব তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া
যাইতেছ? (ফাতির ৩)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿بِدِينِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ
تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ ۝ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ ۝ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

(الأنعام: ١٠١)

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—তিনি আসমান ও জমিনসমূহকে পূর্ব
নমুনা ব্যতীত সৃষ্টিকারী, তাহার কোন সন্তান কিভাবে থাকিতে পারে যখন
তাহার কোন স্ত্রীই নাই এবং আল্লাহ তায়ালাই প্রত্যেক জিনিসকে সৃষ্টি
করিয়াছেন। আর তিনিই প্রত্যেক জিনিসকে জানেন। (আল আনাম: ১০১)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿أَفَرَءَيْتُمْ مَا تَنْهَوْنَ☆ إِنَّكُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ
الْخَلْقُونَ﴾ [الواقعة: ٥٨-٥٩]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—আচ্ছা, তবে বলত দেখি, তোমরা (নারীর গভে) যেই শুক্রবিন্দু পৌছাইয়া থাক, উহাকে তোমরাই মানুষ বানাও নাকি আমিই সৃষ্টিকারী? (ওয়াকেয়া ৫৮-৫৯)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿أَفَرَءَيْتُمْ مَا تَخْرُنَوْنَ☆ إِنَّكُمْ تَزَرَّعُونَهُ أَمْ نَحْنُ
الْزَّرَعُونَ﴾ [الواقعة: ٦٣-٦٤]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—আচ্ছা তবে বলত দেখি, জমিনে যে বীজ তোমরা বপন করিয়া থাক, তাহা কি তোমরাই অঙ্কুরিত কর নাকি আমি তাহার অঙ্কুরণকারী। (ওয়াকেয়া ৬৩-৬৪)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿أَفَرَءَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشَرِّبُونَ☆ إِنَّكُمْ آنَّزْلَتُمُوهُ مِنَ
الْمَرْأَةِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزَلُونَ☆ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَا أَجَاجًا فَلَوْلَا
تَشْكُرُونَ☆ أَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ☆ إِنَّكُمْ آتَيْنَا شَجَرَتَهَا أَمْ
نَحْنُ الْمُنْشَأُونَ﴾ [الواقعة: ٦٨-٧٢]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—আচ্ছা তবে বলত দেখি, যেই পানি তোমরা পান করিয়া থাক, উহা কি তোমরা মেঘ হইতে বর্ষণ করিয়াছ, নাকি আমি উহার বর্ষণকারী। যদি আমি ইচ্ছা করি তবে ঐ পানিকে তিক্ত করিয়া দিতে পারি, তবে কেন তোমরা শোকর কর না।

আচ্ছা তবে বলত দেখি ! যে আগুন তোমরা প্রজ্ঞালিত করিয়া থাক, উহা নির্দিষ্ট বৃক্ষকে (এমনিভাবে আরও যে সকল উপকরণ হইতে আগুন সৃষ্টি হয় উহাকে) তোমরা সৃষ্টি করিয়াছ, নাকি আমি উহার সৃষ্টিকারী। (ওয়াকেয়া ৭২-৭৪)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَلَقَ الْحَبَّ وَالنَّوْمَ طَيْخَرَ الْحَيَّ مِنَ
الْمَيِّتِ وَمَغْرِجَ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيَّ طَذِلْكُمُ اللَّهُ فَإِنِّي تُؤْفِكُونَ☆
فَالَّقُولُ الْأَضَبَاحُ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالقَمَرُ حُبَابًا طَ
ذِلِّكَ تَقْدِيرُ الرَّعِيزِ الْعَلِيمِ☆ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّجُومَ لِتَهْتَدُوا
بِهَا فِي ظُلْمَتِ الْأَبْرَارِ وَالْبَغْرِيْقِ قَدْ فَصَلَنَا الْأَيْتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ☆

وَهُوَ الَّذِي تَسْأَمُكُمْ بِئْنَ نَفْسِي وَاحِدَةٌ مُسْتَقْرٌ مُسْتَوْدَعٌ فَلَذْ
 فَصَلَّى الْأَيْتُ لِقَوْمٍ يَفْقَهُوْنَ☆ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
 فَأَخْرَجَنَا بِهِ نَبَاتٍ كُلَّ شَيْءٍ فَأَخْرَجَنَا مِنْهُ خَضْرًا ثُخْرَجْ مِنْهُ حَبَّا
 مُتَرَابِكَابَهُ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانْ دَانِيَهُ لَوْجَبَتْ مِنْ أَعْنَابِ
 وَالْزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُشْتَبِهَهُ وَغَيْرَ مُشْتَبِهَهُ لَنْظَرُوا إِلَى الْعَمَرَةِ إِذَا
 أَتَمْ وَيَنْعِهُهُ أَئْ فِي ذَلِكُمْ لَا يَبْتَ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَهُ (الأنعام: ٩٥-٩٦)

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে,—নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা বীজ ও
 আঁচিকে বিদীর্ণকারী আর তিনিই নিজীব হইতে সজীবকে বাহির করেন,
 এবং তিনিই সজীব হইতে নিজীবকে বাহির করেন, তিনিই তো আল্লাহ,
 যাহার এরূপ কুদুরত রহিয়াছে। সুতরাং তোমরা (আল্লাহ তায়ালাকে
 ছাড়িয়া অপরের দিকে) কোথায় চলিয়া যাইতেছে। সেই আল্লাহ রাত্র হইতে
 প্রভাতের বিকাশকারী, আর তিনি রাত্রিকে আরামের জন্য বানাইয়াছেন,
 তিনি সূর্য ও চন্দ্রের চলনকে হিসাবমত রাখিয়াছেন, এবং উহাদের গতির
 হিসাব এমন সন্তার পক্ষ হইতে নির্ধারিত আছে যিনি বড় ক্ষমতাবান ও
 মহাজ্ঞানী। আর তিনি তোমাদের ফায়দার জন্য নক্ষত্রাজিকে সৃষ্টি
 করিয়াছেন, যেন তোমরা উহাদের সাহায্যে রাত্রির অঙ্ককারে স্থলভাগে
 এবং সমুদ্রে পথের সন্ধান লাভ করিতে পার। আর আমি এই সকল
 নির্দর্শন অত্যন্ত বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া দিয়াছি ঐ সকল লোকদের জন্যে
 যাহারা ভাল মন্দের জ্ঞান রাখে। আর তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদেরকে
 (মৌলিকভাবে) একই ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, অনন্তর কিছু সময়ের
 জন্য জমিন হইল তোমাদের ঠিকানা, অতঃপর তোমাদেরকে কবরের
 হাওয়ালা করিয়া দেওয়া হয়, নিশ্চয় আমি এই সকল প্রমাণসমূহও
 বিশদরূপে বর্ণনা করিয়া দিয়াছি ঐ সকল লোকদের জন্যে যাহারা বুঝে।
 আর আল্লাহ যিনি আসমান হইতে পানি বর্ষণ করিয়াছেন এবং একই
 পানি দ্বারা আমি সর্বপ্রকার উদ্ভিদ জমিন হইতে বাহির করিয়াছি, অতঃপর
 আমি উহা হইতে সবুজ ফসল বাহির করিয়াছি, অনন্তর সেই ফসল হইতে
 আমি এমন শস্যদানা বাহির করি যাহা একে অন্যের উপর সংস্থাপিত হয়,
 আর খেজুর গাছ অর্থাৎ উহার মাথী হইতে এমন ছড়া বাহির হয় যাহা
 ফলের ভাবে ঝুকিয়া থাকে। অনন্তর সেই একই পানি হইতে আঙুরের
 বাগান, জয়তুন এবং আনারের গাছ সৃষ্টি করিয়াছি, যাহার ফল রং,
 আকার ও স্বাদের দিক হইতে একে অন্যের সদৃশ। আবার কতক অসাদশ্য

প্রত্যেক গাছের ফলের প্রতি একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখ যখন উহা ফলবান হয়, একেবারেই কাঁচা ও বিশ্বাদ, অতঃপর উহার পাকিবার মধ্যেও গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখ যে, ঐ সময় সমুদয় গুণাবলীতে পরিপূর্ণ হইয়া যায়, নিঃসন্দেহে ইয়াকীন ওয়ালাদের জন্য এইসব বস্তুর মধ্যে বড় নির্দশনসমূহ রহিয়াছে। (আল আনআম ১৫-১৯)

**وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فِلْلَهُ الْحَمْدُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ رَبُّ
الْعَلَمِينَ★ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْهُرُ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ﴾ [الحاقة: ٣٧-٣٦]**

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে,—সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আসমানসমূহের প্রতিপালক এবং জমিনসমূহেরও প্রতিপালক এবং সমগ্র জগতের প্রতিপালক। আর আসমানসমূহে ও জমিনে সর্বপ্রকার শ্রেষ্ঠত্ব তাহারই জন্যে বিরাজমান। তিনি মহাপ্রাক্রান্ত এবং প্রজ্ঞাময়। (জাসিয়া ৩৬-৩৭)

**وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَلِلَّهِمَّ مِلِكِ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ
وَتُنْتَرِعُ الْمُلْكَ مِنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذَلِّ مَنْ تَشَاءُ طَبِيدُكَ
الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ★ تُولِجُ اللَّيلَ فِي النَّهَارِ وَتُؤْلِجُ
النَّهَارَ فِي اللَّيلِ وَتُغْرِيَ الْعَيْنَ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ
الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [آل عمران: ٢٧-٢٦]**

আল্লাহ তায়ালা আপন রসূল (সা)কে সম্বোধন করিয়া এরশাদ করিয়াছেন,—আপনি এইরূপ বলুন, হে আল্লাহ! হে সমস্ত রাজ্যের মালিক, আপনি রাজ্যের যতটুকু অংশ যাহাকে ইচ্ছা দান করেন। আর যাহার নিকট হইতে ইচ্ছা ছিনাইয়া লন, আপনি যাহাকে ইচ্ছা ইজ্জত দান করেন, যাহাকে ইচ্ছা অপদস্থ করিয়া দেন, সমস্ত কল্যাণ আপনারই অধিকারে রহিয়াছে, নিশ্চয় আপনি সর্ববিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান। আপনি রাত্রিকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং আপনিই দিনকে রাত্রির মধ্যে প্রবেশ করান, অর্থাৎ আপনি কোন মৌসুমে রাত্রের কিছু অংশকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান যাহাতে দিন বড় হইয়া যায়, আবার কোন মৌসুমে দিনের অংশকে রাত্রির মধ্যে প্রবেশ করান, ইহাতে রাত্রি বড় হইয়া যায়। আর আপনি সজীবকে নিজীব হইতে বাহির করেন আর নিজীবকে সজীব হইতে বাহির করেন, আবার আপনি যাহাকে চাহেন আপরিমিত বিষয়িক দান

করেন। (আলে ইমরান ২৬-২৭) for more videos <https://youtube.com/annaaba>

**وَقَالَ تَعَالَى : هُوَ عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا
فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرْقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَيَّةٌ فِي
ظَلَمْتِ الْأَرْضِ لَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتْبٍ مُّبِينٍ ☆ وَهُوَ
الَّذِي يَعْلَمُكُمْ بِاللَّيلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرِختُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَعْلَمُكُمْ فِيهِ
لِيُفْصِي أَجْلَ مُسَمًّى عَثُمَ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يَبْشِّرُكُمْ بِمَا كُتِبَ
تَعْمَلُونَ }) [الأنعام: ١٠٥-١٠٦]**

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে,—আর আল্লাহ তায়ালারই নিকটে আছে সমস্ত গুপ্ত বস্তুর ভাণ্ডার, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া ঐ সকল গুপ্ত ভাণ্ডার সম্পর্কে কেহই জানে না। আর তিনি সবকিছুই অবগত আছেন যাহা কিছু স্থলে এবং সমুদ্রে রহিয়াছে, এবং গাছ হইতে কোন পাতা ঝরে না তাহার অজ্ঞাতসারে, আর জমিনের অন্ধকারে যে কোন বীজই পতিত হয় তিনি উহাকে জানেন এবং প্রত্যেক আর্দ্র ও শুষ্ক বস্তু পূর্ব হইতেই আল্লাহ তায়ালার নিকট লওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আর সেই আল্লাহ তায়ালাই যিনি রাত্রে তোমাদেরকে নিদ্রাদান করেন এবং তোমরা দিনের বেলায় যাহা কিছু করিয়াছ তাহা জানেন। অতঃপর (আল্লাহ তায়ালাই) তোমাদেরকে নিদ্রা হইতে জাগ্রত করেন যেন জীবনের নির্দিষ্ট সীমা কাল পূর্ণ করা হয়। অবশ্যে তাহারই দিকে তোমাদিগকে ফিরিতে হইবে, অতঃপর তোমাদেরকে ঐ সকল আমলের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করিবেন যাহা তোমরা করিতে। (আল আনআম ৫৯-৬০)

**وَقَالَ تَعَالَى : قُلْ أَغْيِرُ اللَّهُ أَتَعْلَمُ وَإِلَيْهِ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ }) [الأنعام: ١٤]**

আল্লাহ তায়ালা আপন বসূল (সাঃ)কে সম্মোধন করিয়া এরশাদ করিয়াছেন,— আপনি তাহাদেরকে বলিয়া দিন, আমি কি সেই আল্লাহ তায়ালাকে ব্যতীত অন্য কাহাকেও নিজের সাহায্যকারী সাব্যস্ত করিব যিনি আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা, এবং তিনিই সকলকে আহার দান করেন, আর তাহাকে কেহ আহার প্রদান করে না। (কেননা সেই সত্তা এই সকল প্রয়োজন হইতে পবিত্র) (আল আনআম ১৪)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ مَنْ شَاءَ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَانَةٌ وَمَا تَنْزَلُهُ إِلَّا بِقُدْرَتٍ مَعْلُومٌ﴾ [الحجر: ۲۱]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,— আমার নিকট প্রত্যেক বস্তুর ভাগ্নার ভবপুর রহিয়াছে। কিন্তু আমি হেকমতের সহিত প্রতিটি বস্তু এক নির্ধারিত পরিমাণে নায়িল করিতে থাকি। (হিজর ২১)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿أَيْتَعْفُونَ عِنْهُمُ الْبِرَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾

[السباء: ۱۳۹]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,— এই সকল (মুনাফিক) লোকেরা কি কাফেরদের নিকট সম্মান তালাশ করে? বস্তুত সমস্ত সম্মান আল্লাহ তায়ালারই অধিকারে রহিয়াছে। (নিসা ۱۳۹)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَكَلِّئِنَ مَنْ دَآءَهُ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يُرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [العنكبوت: ۶۰]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,— আর অনেক প্রাণী এমন রহিয়াছে যাহারা আপন রুজি জমা করিয়া রাখে না। আল্লাহ তায়ালাই তাহাদেরকেও তাহাদের তকদীরের রুজি পৌছাইয়া থাকেন এবং তোমাদিগকেও। আর তিনি সবকিছু শুনেন, সবকিছু জানেন। (আল আনকাবুত ৬০)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَلَمْ أَرَءِيْتُمْ إِنَّ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَطَّمْ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَّا اللَّهُ يَأْتِيْكُمْ بِهِ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفَ الْأَيْتَ ثُمَّ هُمْ يَضْلِلُونَ﴾ [الأنعام: ۶]

আল্লাহ তায়ালা আপন রসূল (সাঃ)কে সম্বোধন করিয়া এরশাদ করিয়াছেন,—আপনি তাহাদিগকে বলুন, আচ্ছা বলত দেখি, যদি আল্লাহ তায়ালা (তোমাদের বদআমলের কারণে) তোমাদের শ্রবণ শক্তি ও দর্শন শক্তিগুলি সম্পূর্ণরূপে ছিনাইয়া নেন, এবং তোমাদের অস্তরসমূহের উপর ঘোহর লাগাইয়া দেন (যাহাতে কোন কথা বুবিতে না পার) তবে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোন সত্তা এই বিশ্ব জগতে আছে কি যে তোমাদিগকে এই সমস্ত বস্তু পুনরায় ফিরাইয়া দিবে? আপনি দেখুন! আমি কিরণে প্রামাণসমূহকে বিভিন্ন ধরনে বর্ণনা করিতেছি। তবুও তাহারা মুখ ফিরাইয়া লইতেছে। (আল আনআম ৪৬)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَلَمْ يَرَوْهُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الظَّلَلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ القيمة مِنَ اللَّهِ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيُكُمْ بِضِيَاءٍ طَّافِلاً تَسْمَعُونَ﴾ فَلَمْ يَرَوْهُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ القيمة مِنَ اللَّهِ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيُكُمْ بِلَلَّيلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ طَّافِلاً تَبْصِرُونَ﴾ [الفصل: ٦٢-٦١]

আল্লাহ তায়ালা আপন রসূল (সাঃ)কে সম্বোধন করিয়া এরশাদ করিয়াছেন,— আপনি তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, আচ্ছা বলত দেখি, যদি আল্লাহ তায়ালা কিয়ামত পর্যন্ত একাধারে রাত্রিকে তোমাদের উপর স্থায়ী করিয়া দেন, তবে আল্লাহ তায়ালা ব্যক্তীত কে এমন উপাস্য আছে, যে তোমাদের জন্য আলো আনিয়া দিবে? তোমরা কি শুনিতে পাও না। আপনি তাহাদেরকে আরো জিজ্ঞাসা করুন, আচ্ছা বলত দেখি! যদি আল্লাহ তায়ালা কেয়ামত পর্যন্ত তোমাদের উপর দিনকে স্থায়ী করিয়া দেন তবে আল্লাহ তায়ালা ভিন্ন কে এমন উপাস্য আছে যে তোমাদের জন্য রাত্রি আনিয়া দিবে? যাহাতে তোমরা উহাতে আরাম কর। তবুও কি তোমরা দেখ না? (কাসাস ৭১-৭২)

**وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمِنْ أَيْنَهُ الْجَوَارِ فِي الْعِزَّةِ كَالْأَغْلَامِ إِنْ يَسْأَلُ
يُسْكِنُ الرِّيحَ فَيَظْلَلُنَّ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهَرِهِ طَّافِلٌ فِي ذَلِكَ لَا يَسْتَكِنُ لِكُلِّ
صَبَارٍ شَكُورٍ﴾ أوْ يُؤْفَقُونَ بِمَا كَسَبُوا وَيَقْفَ عَنْ كُثُرٍ﴾ [الشورى: ٣٤-٣٣]**

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—আর তাহার কুদরতের নির্দর্শনসমূহের মধ্যে সমুদ্রে ভাসমান পর্বতাকার জাহাজসমূহ। যদি তিনি চাহেন বাতাসকে স্থির করিয়া দিতে পারেন, তখন ঐ জাহাজগুলি সমুদ্রের উপরিভাগে অচল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে। নিঃসন্দেহে ইহাতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য (আল্লাহ তায়ালার কুদরতের উপর) নির্দর্শনসমূহ রহিয়াছে। অথবা যদি আল্লাহ তায়ালা চাহেন বাতাস বহাইয়া ঐ সকল জাহাজের সওয়ারীদিগকে তাহাদের মন্দ আমলের দরুন ধ্বংস করিয়া দেন। আর অনেককে তো ক্ষমাই করিয়া দেন। (শুরা ৩২-৩৪)

**وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ أَبْتَأْ دَاؤَدِهِ مِنَ فَضْلِهِ طَبِيجَالُ أَوْبِيْ مَعَهُ
وَالْفَيْرَقُ وَالْأَيْلَهُ الْعَدِينَ﴾ (سبعين) 5g**

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,— এবং আমি দাউদ (আঃ)কে আমার পক্ষ হইতে বড় নেয়ামত দান করিয়াছিলাম। সুতরাং আমি পর্বতসমূহকে হুকুম দিয়াছিলাম যে, দাউদ (আঃ)এর সহিত মিলিয়া তাসবীহ আদায় কর। এবং পাথীসমূহকেও একই নির্দেশ দিয়াছিলাম। আর আমি তাহার জন্য লোহকে মোমের মত নরম করিয়া দিয়াছিলাম। (সাবা ১০)

**وَقَالَ تَعَالَى : ﴿فَخَسْفَنَا بِهِ وَبَدَارَهُ الْأَرْضُ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فَتَةٍ
يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ﴾ [القصص: ٨١]**

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,— আর আমি (কারখনের দুঃস্কৃতির কারণে) তাহাকে তাহার অট্টালিকা সহ জমিনে ধসাইয়া দিলাম। অতঃপর আল্লাহ তায়ালার আজাব হইতে তাহাকে বাঁচাইবার জন্য কোন দলই দাঁড়াইল না। আর সে নিজেও নিজেকে রক্ষা করিতে পারে নাই। (কোসাস ৮১)

**وَقَالَ تَعَالَى : ﴿فَأَوْجَبْنَا إِلَيْهِ مُؤْمَنِي أَنْ اضْرِبَ بَعْصَكَ الْبَخْرَ
فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالْعَوْدِ الْعَظِيمِ﴾ [الشعراء: ٦٣]**

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,— অতঃপর আমি মুসা (আঃ)কে নির্দেশ দিলাম যে, তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর, সুতরাং লাঠি দ্বারা আঘাত করিতেই সমুদ্র ফাটিয়া গেল (এবং ফাটিয়া কয়েকটি অংশে বিভক্ত হইয়া গেল যেন অনেকগুলি সড়ক তৈয়ার হইয়া গেল।) আর প্রত্যেক অংশই বিরাটকায় পর্বত সদৃশ ছিল। (শুআরা ৬৩)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿وَمَا أَمْرَنَا إِلَّا وَإِنْدَهُ كَلْمَحٌ بِالْبَصَرِ﴾ [القمر: ٣٥]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,— এবং আমাদের নির্দেশ তো এমন যে, একবার বলিলেই চোখের পলকে পুরা হইয়া যায়। (আল কামার ৫০)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿إِلَّا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ [الأعراف: ١٠٤]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,— স্মরণ রাখিও, সৃষ্টি করা তাহারই কাজ আর তাহারই হুকুম কার্য্যকর। (আ'রাফ ৫৪)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِهِ﴾ [الأعراف: ٥٩]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,— (প্রত্যেক নবী আসিয়া তাহার কওমকে একই দাওয়াত দিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালারই ইবাদত কর) আর তিনি ব্যক্তিত কোন সন্তান এবাদতের উপর্যুক্ত নহে। (আল আ'রাফ ৫৯)

**وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَغْرُ
يَمْدُدُهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْخُرٍ مَا نَفَدَتْ كَلِمَتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ﴾ [الفن: ٢٧]**

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,— (ঐ পবিত্র সন্তার শুণাবলী এত অধিক যে,) সমগ্র জগতে যত বৃক্ষ রহিয়াছে, যদি উহা দ্বারা কলম তৈয়ার করা হয়, আর এই যে সমুদ্র রহিয়াছে ইহা ব্যতীত আরও এইরপ সাতটি সমুদ্রকে ঐ সমস্ত কলমের জন্য কালিরাপে ব্যবহার করা হয় এবং অতঃপর এই কলম ও কালিসমূহ দ্বারা আল্লাহ তায়ালার শুণাবলী লিখিতে আরম্ভ করা হয় তবে সমস্ত কলম ও কালি নিঃশেষ হইয়া যাইবে কিন্তু আল্লাহ তায়ালার শুণাবলীর বর্ণনা শেষ হইবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। (লোকমান ২৭)

**وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَلَمَّا نَصَبَتِ الْأَنْوَافُ هُوَ مَوْلَانَا
وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَعُوْلِي الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المرية: ٥١]**

আল্লাহ তায়ালা রসূলুল্লাহ (সাঃ)কে সম্বোধন করিয়া এরশাদ করিয়াছেন,—আপনি বলিয়া দিন, আমাদের উপর যে কোন বিপদ আপদই আসিবে উহা আল্লাহ তায়ালার হৃকুমেই আসিয়া থাকিবে, তিনিই আমাদের মালিক (সুতরাং ঐ বিপদের মধ্যেও আমাদের জন্য কোন কল্যাণ নিহিত থাকিবে) আর মুসলমানদের জন্য উচিত হইল যে, শুধু আল্লাহ তায়ালার উপরই ভরসা করে। (তওবা ৫১)

**وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ يَمْسِكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ
يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَأْدٌ لِفَضْلِهِ طَبِيعَتِيهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [يونس: ١٠٧]**

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—আর আল্লাহ তায়ালা যদি তোমাকে কোন কষ্টে নিপত্তি করেন, তবে তিনি ছাড়া উহা মোচনকারী কেহ নাই, আর যদি তিনি তোমার প্রতি কোন শাস্তি পৌছাইতে চান তবে তাহার অনুগ্রহে কোন বাধাদানকারী নাই, এবং তিনি স্বীয় অনুগ্রহ নিজের বান্দাদের মধ্য হইতে যাহাকে চাহেন দান করেন এবং তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতিশয় দয়ালু। (ইউনুস ১০৭)

ইদীস শরীফ

٧٠- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جبريل قال للنبي ﷺ حدثني ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وتؤمن بالنبوت وبالحياة بعد الموت وتؤمن بالجنة وال النار والحساب والميزان وتؤمن بالقدر كله خيره وشره. قال: فإذا فعلت ذلك فقد أمنت؟ قال: إذا فعلت ذلك فقد أمنت. (وهو نقطة من حديث طوبى) رواه أحمد / ٣١٩

৭০. হযরত ইবনে আবুস (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত জিবরাস্তল (আঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিলেন, আমাকে বলুন, ঈমান কাহাকে বলে? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, ঈমানের (বিবরণ) এই যে, তুমি আল্লাহ তায়ালার প্রতি, আখেরাতের দিনের প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, আল্লাহ তায়ালার কিতাবসমূহের প্রতি, এবং নবীগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে, মত্য ও মত্যুর পর পুনরজ্ঞীবিত হওয়ার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে, বেহেশত, দোষখ, হিসাব এবং আমলের পরিমাপের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে, এবং তাকদীরের ভাল ও মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে। হযরত জিবরাস্তল (আঃ) আরজ করিলেন, আমি যদি এই সকল বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি তবে (কি) আমি ঈমানদার হইয়া যাইব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যখন তুমি এই সকল বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলে তখন তুমি ঈমানদার হইয়া গেলে। (মুসনাদে আহমাদ)

٧١- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه، ورسوله، وتؤمن بالبعث. (الحدث)

رواہ البخاری، باب سوال جبریل النبی ﷺ، رقم: ٥٠٠٠٠

৭১. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঈমান এই যে, তুমি আল্লাহ তায়ালাকে তাঁহার ফেরেশতাদিগকে এবং (আখেরাতে) আল্লাহ তায়ালার সহিত মিলিত হওয়াকে এবং তাঁহার রসূলগণকে সত্য বলিয়া জানিবে ও সত্য বলিয়া মানিবে, (এবং মত্তুর পর) পুনরায় উপরিত

٧٢- عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع النبي ﷺ يقول: من مات يوماً يؤمن بالله واليوم الآخر، فليله الذي دخل من أي أبواب الجنة الشمائية شفَّت. رواه أحمد وفي إسناده شهر بن حوشب وقد وثق.

جمع الزوائد ١٨٢

৭২. হযরত ওমর ইবনে খাত্বাব (রাযঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী কর্ম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তির ম্ত্যু এমতাবস্থায় আসিবে যে, সে আল্লাহ তায়ালার প্রতি এবং কেয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে, তাহাকে বলা হইবে যে, তুমি জানাতের আটটি দরজা হইতে যে দরজা দ্বারা ইচ্ছা হয় প্রবেশ কর।

(মুসনাদে আহমাদ, শাজমাউয় যাওয়ায়েদ)

٧٣- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، فاما لمة الشيطان فإبعاد بالشر وتذكير بالحق، وأما لمة الملك فإبعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليستعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قرأ: «الشيطن يعذكم الفقر ويأمركم بالفحشاء» الآية. رواه الترمذى

৭৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষের অস্তরে একপ্রকার ভাবনা শয়তানের পক্ষ হইতে উদয় হয়, আর একপ্রকার ভাবনা ফেরেশতাদের পক্ষ হইতে উদয় হয়। শয়তানের পক্ষ হইতে যে ভাবনা উদয় হয় তাহা এই যে, সে মন্দ কাজের প্রতি এবং সত্যকে অস্বীকার করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করে। ফেরেশতাদের পক্ষ হইতে যেই ভাবনা উদয় হয় তাহা এই যে, সে নেক কাজের প্রতি এবং সত্যকে গ্রহণ করিবার প্রতি উৎসাহ প্রদান করে, সুতরাং যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে নেক কাজ ও সত্য গ্রহণের প্রতি উৎসাহ পায় তাহার বুক্ষ উচিত যে, ইহা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে হেদায়াত স্বরূপ, আর এই অবস্থার উপর তাহার শেকর আদায় করা। উচিত আর যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে অন্য

অবস্থা (শয়তানী চিন্তাভাবনা) পায় / তাহার জন্য উচিত হইল বিভাগিত
শয়তান হইতে আল্লাহ তায়ালার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। অতঃপর
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনে করীমের আয়াত
তেলাওয়াত করিলেন যাহার অর্থ হইল, শয়তান তোমাদিগকে দারিদ্রের
ভয় দেখায়, এবং শুনাহের প্রতি উৎসাহিত করে। (তিরঞ্জিয়ী)

٤٧ - عَنْ أَبِي التَّرْذَدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اجْلُوا
اللَّهَ يَغْفِرُ لَكُمْ رواه أحمد ١٩٩

৭৪. হযরত আবু দারদা (রায়ী) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা আল্লাহ তায়ালার
আজমত অঙ্গরে বসাও, তিনি তোমাদিগকে মাফ করিয়া দিবেন।

(মুসনাদে আহমাদ)

٤٨ - عَنْ أَبِي ذِئْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا رَوَى عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ
وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: يَا عِبَادِي! إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ
بِيْنَكُمْ مَحْرَمًا، فَلَا تَظَالَّمُوا، يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ ضَالٌ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ،
فَاسْتَهْدِوْنِي أَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ،
فَاسْتَطِعْمُونِي أَطْعِمُكُمْ، يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ غَارٌ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ،
فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ، يَا عِبَادِي! إِنَّكُمْ تُخْطَلُونَ بِاللَّيلِ وَالنَّهَارِ،
وَأَنَا أَغْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِيعًا، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرُ لَكُمْ، يَا عِبَادِي!
إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرَرِي فَضْرُورِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَسَفَعُونِي،
يَا عِبَادِي! لَوْ أَنْ أُولَئِكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنَّكُمْ وَجِئْنَكُمْ، كَانُوا عَلَى
أَنْقَى قَلْبٍ رَجُلٍ وَاجِدٍ مِنْكُمْ، مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا،
يَا عِبَادِي! لَوْ أَنْ أُولَئِكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنَّكُمْ وَجِئْنَكُمْ، كَانُوا عَلَى
الْعَبْرِ قَلْبٍ رَجُلٍ وَاجِدٍ مِنْكُمْ مَا نَقْصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا،
يَا عِبَادِي! لَوْ أَنْ أُولَئِكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنَّكُمْ وَجِئْنَكُمْ، قَامُوا فِي
صَعِيدٍ وَاجِدٍ فَسَأْلُونِي، فَاغْتَسَلْتُ كُلُّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، مَا نَقْصَ
ذَلِكَ مِنْهَا عَذْنِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِنْجَدَ إِذَا دَخَلَ الْغَرَبَ، يَا

عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَغْمَالُكُمْ أَخْصِنَهَا لَكُمْ، ثُمَّ أَرْفِقُكُمْ لِيَأْهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلَيَحْمِدِ اللَّهُ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلْعُمْنَ إِلَّا

نَفْسَهُ. رواه مسلم، باب نحرهم الظلم، رقم: ٦٥٧٢

৭৫. হ্যরত আবু যার (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে কুদসীতে আপন রবের এই এরশাদ বর্ণনা করেন যে, হে আমার বান্দাগণ ! আমি নিজের উপর জুলুমকে হারাম করিয়াছি এবং তোমাদের মাঝেও উহা হারাম করিয়াছি। সুতরাং তোমরা একে অন্যের উপর জুলুম করিও না। হে আমার বান্দাগণ ! তোমরা সকলে পথভৃষ্ট, ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যাহাকে আমি হেদায়েত দান করি, সুতরাং আমার নিকট হেদায়েত চাও আমি তোমাদিগকে হেদায়েত দান করিব। হে আমার বান্দাগণ ! তোমরা সকলেই ক্ষুধার্ত, ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যাহাকে আমি আহার করাই, সুতরাং তোমরা আমার নিকট আহার চাও, আমি তোমাদিগকে আহার করাইব। হে আমার বান্দাগণ ! তোমরা সকলেই বস্ত্রহীন ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যাহাকে আমি পরিধান করাই, সুতরাং তোমরা আমরা নিকট বস্ত্র চাও, আমি তোমাদিগকে পরিধান করাইব।

হে আমার বান্দাগণ ! তোমরা রাত্র-দিন গুনাহ কর, আর আমি গুনাহসমূহকে মাফ করি। সুতরাং আমার নিকট মাফ চাও আমি তোমাদিগকে মাফ করিয়া দিব।

হে আমার বান্দাগণ ! তোমরা আমার ক্ষতি করিতে চাহিলে কখনও ক্ষতি করিতে পারিবে না। আর তোমরা আমার উপকার করিতে চাহিলে কখনো উপকার করিতে পারিবে না।

হে আমার বান্দাগণ ! যদি তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মানুষ ও জিন, সকলে ঐ ব্যক্তির মত হইয়া যায়, যাহার অঙ্গে তোমাদের সকলের চেয়ে বেশী আল্লাহ তায়ালার ভয় রহিয়াছে তবে ইহা আমার রাজত্বে একটুও বৃদ্ধি করিতে পারিবে না।

হে আমার বান্দাগণ ! যদি তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মানুষ ও জীন সকলে ঐ ব্যক্তির মত হইয়া যায় যে তোমাদের মধ্যে সকলের চেয়ে বেশী বদকার হয় তবে ইহা আমার রাজত্বে কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।

হে আমার বান্দাগণ ! যদি তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মানুষ ও জীন সকলে খোলা এক ময়দানে একত্রিত হইয়া আমার কাছে চায়, আর আমি প্রত্যেককে তাহার চাহিদা অনুপাত্ত দান করি তবে ইহাতে আমার

ভাগুরসমূহে এই পরিমাণ কম হইবে যে পরিমাণ শনুড়ে সুই ডুবাইয়া উঠাইলে সনুড়ের পানি কম হইয়া যায়। (এই সামান্য কম হওয়া কোন ধর্তব্য বিষয় নয়, এমনিভাবে আল্লাহ তায়ালার ভাগুরসমূহেও সকলকে দেওয়ার কারণে কোনরূপ কম হয় নাই।)

হে আমার বাল্দাগণ ! তোমাদের আমলগুলিই যাহা আমি তোমাদের জন্য সংরক্ষণ করিতেছি। অতঃপর তোমাদিগকে উহার পরিপূর্ণ বদলা দান করিব। সুতরাং যে ব্যক্তি (আল্লাহর তোফিকে) নেক আমল করে, তাহার উচিত সে যেন আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করে, আর যাহার দ্বারা কোন শুনাহ হইয়া যায়, সে যেন স্বীয় নফসকেই ত্বরিষ্কার করে, (কেননা নফসের প্রলোভনেই তাহার দ্বারা শুনাহ প্রকাশ পাইয়াছে)। (মুসলিম)

٤٦ - عَنْ أَبِي مُؤْنَسٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ فِيَّا رَسُولُ اللَّهِ بِعْدِ كَلِمَاتٍ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنَمُّ وَلَا يَتَبَغِي لَهُ أَنْ يَنَمَّ، يَخْفِضُ الْقِنْسَطَ وَيَرْفَعُهُ، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ الظَّلَيلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ الظَّلَيلِ، جِبَابَةُ التَّوْرُ لَنْ كَشَفَةً لَا خَرَقَتْ سَبَعَاتٍ وَجَهِهِ مَا اتَّهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ.

مسلم، باب في قوله عليه السلام: إن الله لا ينام رقم: ٤٤٥

৭৬. হযরত আবু মুসা আশআরী (রায়ঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আমাদিগকে ৫টি কথা এরশাদ করিলেন—
(১) আল্লাহ তায়ালা স্বুমান না এবং স্বুমানো তাহার মর্যাদার উপযোগীও নয়। (২) তিনি রঞ্জি কম ও বৃদ্ধি করেন। (৩) তাঁহার নিকট রাত্রের আমল দিনের পূর্বে (৪) এবং দিনের আমল রাত্রের পূর্বে পৌছিয়া যায়। (৫) (তাহার এবং মাখলুকের মাঝখানে) পর্দা হইল তাহার নূর। তিনি যদি ঐ পর্দা উঠাইয়া দেন তবে আপন মাখলুকের যে পর্যন্ত তাঁহার দৃষ্টি যাইবে তাহার পবিত্র সন্তার নূর সব কিছুকে ভস্ম করিয়া দিবে। (মুসলিম)

٤٧ - عَنْ أَبْنَى عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ إِسْرَافِيلَ مُنْذُ يَوْمِ خَلْقِهِ صَافِقًا قَدْمَيْهِ لَا يَرْفَعُ بَصَرَهُ، يَبْيَهُ وَيَبْيَنَ الرَّبَّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِسَعْوَنَ نُورًا، مَا مِنْهَا مِنْ نُورٍ يَدْنُونَ مِنْهُ إِلَّا اخْتَرَقَ.

مصابيح السنة وعده من الحسان ٤/٢١

for ১২০ হ্যরত ইবনে আবুস (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা যখন হইতে ইসরাফীল (আঃ)কে স্থি করিয়াছেন, তখন হইতে তিনি বরাবর উভয় পা বরাবর করিয়া দাঁড়িয়া আছেন। উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না, তাহার এবং আল্লাহ রাবুল আলামীনের মাঝখানে সন্তুষ্টি নূরের পর্দা রহিয়াছে। প্রতিটি পর্দা এইরূপ যে, ইসরাফীল যদি উহার নিকটেও যায় তবে জুলিয়া ছাই হইয়া যাইবে। (মাসাৰীহস সুন্নাহ)

٤٨ - عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَىِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِجَبَرِيلَ: هَلْ رَأَيْتَ رَبِّكَ؟ فَأَنْفَخَ جَبَرِيلُ وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّمَا يَعْلَمُ بِنَبَيِّنَ وَبِئْنَهِ سَبْعِينَ حِجَابًا مِّنْ نُورٍ لَّوْ دَنَوْتُ مِنْ بَعْضِهَا لَا خَرَقْتُ.

صحيح السنة وعده من الحسان / ٤٠

৭৮. হ্যরত যুরায়াহ ইবনে আওফা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হ্যরত জিবরান্দিল (আঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি আপন রবকে দেখিয়াছেন? ইহা শুনিয়া জিবরান্দিল (আঃ) কঁপিয়া উঠিলেন এবং আরব করিলেন, হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমার এবং তাহার মাঝখানে সন্তুষ্টি নূরের পর্দা রহিয়াছে। আমি যদি কোন একটির নিকটেও যাই তবে জুলিয়া যাইব। (মাসাৰীহস সুন্নাহ)

٤٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَدُ اللَّهِ مَلَائِكَةً لَا يَغْيِضُهَا نَفَقَةٌ، سَخَاءُ الظَّلَلِ وَالنَّهَارِ وَقَالَ: أَرَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مِنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَغْضِبْ مَا فِي يَدِهِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَبِيَدِهِ الْعِزَّةُ أَنْ يَغْفِضْ وَبِرْفَعٍ رَوَاهُ البَعْرَارِيُّ، بَابُ قَوْلِهِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ،

رقم: ٤٦٨٤

৭৯. হ্যরত আবু হুরায়রা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তায়ালার এরশাদ করেন, তুমি খরচ কর, আমি তোমাকে দিব। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ তায়ালার হাত অর্থাৎ তাহার ভাগ্য কেবল পুরুষের রহিয়াছে। যাত্র দিলেরে আববরত খরচ সেই

ভাগুরকে কমাইতে পারেনা। তোমরা কি দেখে জান্মে, যখন হইতে আল্লাহ তায়ালা আসমান ও জমিনকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং (উহারও পূর্বে যখন) তাহার আরশ পানির উপর ছিল, কত খরচ করিয়াছেন! (এতদসত্ত্বেও) তাহার ভাগুরে কোন কম হয় নাই। তাকদীরের ভাল-মন্দ, ফয়সালার দাঢ়িপাল্লা তাহারই হাতে রহিয়াছে। (বোথারী)

-٨٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: يَقْبَضُ اللَّهُ الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيَطْبُو السَّمَاءَ بِمَا فِيهِ ثُمَّ يَقُولُ: إِنَّا مَالِكُ الْأَرْضِ؟ رواه البخاري، باب قول الله تعالى ملك الناس،

রقم: ٧٣٨٢

৮০. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িহ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি এরশাদ ফরমাইয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন জমিনকে আপন মুষ্টিতে ধারণ করিবেন, এবং আসমানকে আপন ডান হাতে পেঁচাইয়া লইবেন, অতঃপর বলিবেন, আমিই বাদশাহ! জমিনের বাদশাহরা কোথায়? (বোথারী)

-٨١ - عَنْ أَبِي ذِئْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، أَكْبَرُ السَّمَاءُ وَحْقًا لَهَا أَنْ تَبْطِعَ مَا فِيهَا مَوْجَعَ أَرْبَعَ أَصَابِعِ إِلَّا وَمَلَكٌ وَاضْعَفُ جَهَنَّمَ لِلَّهِ سَاجِدًا، وَاللَّهُ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَغْلَمُ لِصَاحِبِكُمْ قَلْبِنَا وَلِكُلِّكُمْ كَثِيرًا، وَمَا تَلَدَّذْتُمْ بِالنَّسَاءِ عَلَى الْفَرْشِ، وَلَخَرَ جَنَّمَ إِلَى الصَّعْدَاتِ تَجَازَوْنَ إِلَى اللَّهِ، لَوْدَدْتُ أَنِّي كُنْتُ شَجَرَةً تُغَضَّدُ. رواه الترمذি وقال: هنا

حديث حسن غريب، باب ما جاء في قول النبي ﷺ لو تعلمون . . . رقم: ٣١٢

৮১. হযরত আবু যার (রায়িহ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি ঐ সমস্ত বস্তু দেখি যাহা তোমরা দেখ না, এবং আমি ঐ সমস্ত কথা শুনি যাহা তোমরা শোন না। আসমান (আল্লাহ তায়ালা আজমত ও বড়ত্বের ভাবে) মড় মড় করিয়া আওয়াজ করে, (যেমন খাট পালং ইত্যাদি ভাবিং জিনিসের কারণে আওয়াজ করে) আর আসমানের জন্য মড় মড় করাই উচিত। উহাতে চার আঙুল পরিমাণও কোন জায়গা খালি নাই যেখানে কোন না কোন ফেরেশতা আপন কপাল আল্লাহ তায়ালা সামনে সিজদায় ফেলিয়া রাখে

আল্লাহর কসম ! যদি তোমরা জানিতে যাহা আমি জানি, তবে কম হাসিতে ও বেশী কাঁদিতে এবং বিছানায় স্ত্রীদের সহিত আনন্দ উপভোগ করিতে না। আর আল্লাহ তায়ালার নিকট ফরিয়াদ করিতে করিতে (জঙ্গলের) পথে বাহির হইয়া যাইতে। হায় আমি যদি একটি গাছ হইতাম, যাহা (মূল হইতে) কাটিয়া ফেলা হইত। (তিরমিয়ী)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ بِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ اسْمًا مَا لَهُ غَيْرُ وَاحِدَةٍ مِنْ أَخْصَاصِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ.
هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقَطُوْسُ
السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَمِّنُ الْغَزِيرُ الْجَبَارُ الْمُتَكَبِّرُ الْعَالِقُ الْبَارِئُ
الْمُصْرِرُ الْفَلَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَابُ الرَّزَاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ الْقَابِضُ
الْبَاسِطُ الْخَالِصُ الرَّافِعُ الْمُعَزُّ الْمُدْلُلُ السَّمِيعُ الْعَسِيرُ الْحَكَمُ
الْعَدْلُ الْلَّطِيفُ الْغَيْرُ الْحَلِيمُ الْعَظِيمُ الْفَغُورُ الشَّكُورُ الْعَلِيُّ
الْكَبِيرُ الْحَفِيظُ الْمُفْتَنُ الْعَسِيبُ الْجَلِيلُ الْكَرِيمُ الرَّقِيبُ
الْمُجِيبُ الرَّاسِعُ الْحَكِيمُ الرَّوْذُ الْمَجِيدُ الْبَاعِثُ الشَّهِيدُ الْحَقُّ
الْوَكِيلُ الْقَوِيُّ الْمَيِّنُ الرَّوْلُ الْعَمِيدُ الْمُخْصِيُّ الْمُبَدِّيُّ الْمَعِيدُ
الْمُنْخِيُّ الْمُبَيِّنُ الْحَقُّ الْقَيْوُمُ الْوَاجِدُ الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ
الْصَمَدُ الْقَادِرُ الْمُقْتَبِرُ الْمُقْتَيمُ الْمُؤْخَرُ الْأَوَّلُ الْآخِرُ الْظَاهِرُ
الْبَاطِنُ الْوَالِيُّ الْمُتَعَالِيُّ الْبَرُّ الْتَوَابُ الْمُنْتَقِمُ الْغَفُورُ الرَّؤُوفُ مَالِكُ
الْمُلْكُ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ الْمُفْسِطُ الْجَامِعُ الْفَنِيُّ الْمُفْنِيُّ
الْمَانِعُ الصَّارُ التَّافِعُ الْتَوْزُرُ الْهَادِيُّ الْبَدِيعُ الْبَاقِيُّ الْوَارِثُ الرَّشِيدُ
الصَّبُورُ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث غريب، باب حدث في أسماء الله

رقم: ۳۰۰۷

৮২. হ্যরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার নিরানবই অর্থাৎ এক কম একশ'টি নাম রহিয়াছে। যে ব্যক্তি ভালভাবে উহা মুখস্থ করিবে সে জামাতে প্রবেশ করিবে। তিনি আল্লাহ যিনি ব্যতীত কোন মালিক ও মার্বুদ নাই (তাহার বিরুনবাহী প্রণয়নক নাই এই) 5g

for more video পরৱর দয়ালুৰ <https://youtube.com/annaaba>

٢. الرَّحْمَنُ অতি মেহেরবান।
٣. الْمَلِكُ প্রকৃত বাদশাহ।
٤. الْقَدُوسُ সর্বপ্রকার দোষ হইতে পবিত্র।
٥. السَّلَامُ সকল প্রকার বিপদ হইতে নিরাপত্তা দানকারী।
٦. الْمَغْفِرَةُ নিরাপত্তা ও সৈমান দানকারী।
٧. الْمُهَمَّيْنُ পরিপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণকারী।
٨. الْعَزِيزُ সকলের উপর ক্ষমতাবান।
٩. الْجَبَارُ বিকৃতের সংস্কারক।
١٠. الْمُنْتَكِبُ নিরঙ্গুশ বড়হের অধিকারী। সুমহান।
١١. الْعَالِقُ স্রষ্টা।
١٢. الْبَارِئُ ঠিক ঠিক সৃষ্টিকারী।
١٣. الْمُصَوِّرُ আকৃতি সৃষ্টিকারী।
١٤. الْفَعَارُ পরম ক্ষমাশীল।
١٥. الْفَهَارُ সকলকে নিজের আয়তে ধারণকারী।
١٦. الْوَهَابُ সবকিছু দানকারী।
١٧. الرَّافِقُ মহান রিয়িকদাতা।
١٨. الْفَتَّاحُ সকলের জন্য রহমতের দ্বার উন্মুক্তকারী।
١٩. الْعَلِيمُ সর্ববিষয়ে অবগত।
٢٠. الْقَابِضُ সংকীর্ণতা সৃষ্টিকারী।
٢١. الْبَاسِطُ প্রশস্ততা দানকারী।
٢٢. الْخَالِصُ অবনতকারী।
٢٣. الرَّاجِعُ উন্নতকারী।
٢٤. الْمَعْزُزُ ঘর্যাদা দানকারী।

for more books <https://youtube.com/alamin5g>

২৫. **الْمُدِلُّ** যিন্নত দানকারী।
২৬. **الْسَّمِيعُ** সর্ববিষয় শ্রবণকারী।
২৭. **الْعَزِيزُ** সর্ববিষয় দর্শনকারী।
২৮. **الْحَكَمُ** অটল ফায়সালাকারী।
২৯. **الْعَدْلُ** পূর্ণ ইনসাফকারী।
৩০. **الْطَّيِّبُ** গোপন বিষয় অবগত।
৩১. **الْعَبِيرُ** সর্ববিষয় অবগত।
৩২. **الْحَلِيمُ** অতি ধৈর্যশীল।
৩৩. **الْعَظِيمُ** অতি মর্যাদার অধিকারী।
৩৪. **الْفَعُورُ** অতি ক্ষমশীল।
৩৫. **الشَّكُورُ** গুনগ্রাহী (অঙ্গের বিনিময়ে অধিক দানকারী)
৩৬. **الْعَلِيُّ** উচ্চ মর্যাদার অধিকারী।
৩৭. **الْكَبِيرُ** সুমহান।
৩৮. **الْحَفِظُ** হেফাজতকারী।
৩৯. **الْمُفْتَتُ** সকলকে জীবনের প্রয়োজনীয় উপকরণ দানকারী।
৪০. **الْحَسِيبُ** সকলের জন্য যথেষ্ট।
৪১. **الْجَلِيلُ** পরম মর্যাদার অধিকারী।
৪২. **الْكَرِيمُ** বিনা প্রার্থনায় দানকারী।
৪৩. **الرَّقِيبُ** তত্ত্বাবধানকারী।
৪৪. **الْمُجِيبُ** কবুলকারী।
৪৫. **الْوَابِعُ** সর্বব্যাপী।
৪৬. **الْحَكِيمُ** প্রজ্ঞাময়।
৪৭. **الْوَذِوذُ** স্বীয় বান্দাদের প্রতি সদয়।
৪৮. **الْبَاجِزُ** সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী।

৪৯. **الباعِ** জীবন দান করিয়া কবর হইতে পুনর্জানকারী।
৫০. **الشهيد** এমন উপস্থিত যিনি সবকিছু দেখেন ও জানেন।
৫১. **العَقْ** আপন সকল গুণাবলীর সহিত বিদ্যমান।
৫২. **الوَكِيلُ** কর্ম সম্পাদনকারী।
৫৩. **القرىٰ** মহাশক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী।
৫৪. **الْمُتَّ** সুদৃঢ়।
৫৫. **النَّوْلِيُّ** অভিভাবক ও সাহায্যকারী।
৫৬. **الْحَمِيدُ** প্রশংসার উপযুক্ত।
৫৭. **المُخْصِي** সমস্ত সৃষ্টির সর্ববিষয় অবগত।
৫৮. **الْمَبِدِيُّ** প্রথমবার সৃষ্টিকারী।
৫৯. **الْمُعِنْدُ** পুনরায় সৃষ্টিকারী।
৬০. **الْمُخْ** জীবন দানকারী।
৬১. **الْمُبِيْ** মৃত্যু দানকারী।
৬২. **الْحَيُّ** চিরজীব।
৬৩. **الْفَيْرَمُ** সকলের ধারক ও সৎরক্ষণকারী।
৬৪. **الْواجِدُ** অফুরন্ত ভাণ্ডারের মালিক অর্থাৎ সবকিছু তাহার ভাণ্ডারে রহিয়াছে।
৬৫. **الْمَاجِدُ** বড়ত্বের অধিকারী।
৬৬. **الْوَاحِدُ** এক।
৬৭. **الْأَحَدُ** একক।
৬৮. **الْضَّمَدُ** কাহারো মুখাপেক্ষী নন সকলে তাঁহার মুখাপেক্ষী।
৬৯. **الْقَادِرُ** অসীম শক্তির অধিকারী।
৭০. **الْمُفْتَدِرُ** সকলের উপর পরিপূর্ণ ক্ষমতাবান।

৭৩. **الْأَوَّلُ** সবকিছুর পূর্বে।

৭৪. **الْآخِرُ** সবকিছুর পরে অর্থাৎ যখন কেহ ছিল না, কিছু ছিল না, তখনও তিনি বিদ্যমান ছিলেন এবং যখন কেহ থাকিবে না, কিছু থাকিবে না তিনি তখন এবং তাহার পরেও বিদ্যমান থাকিবেন।

৭৫. **الْكَاهِنُ** সম্পূর্ণ প্রকাশিত, অর্থাৎ প্রমাণের আলোকে তাহার অস্তিত্ব সুপ্রকাশিত।

৭৬. **الْبَاطِنُ** দৃষ্টি হইতে অদৃশ্য।

৭৭. **الْوَالِي** সকল কিছুর অভিভাবক।

৭৮. **الْمَعْالِي** সৃষ্টির গুণাবলী হইতে উর্ধ্বে।

৭৯. **الْبَرُّ** বড় অনুগ্রহকারী।

৮০. **الْوَابُ** তওবার তৌফিক দানকারী এবং তওবা করুলকারী।

৮১. **الْمُنْتَقِمُ** অপরাধীদের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

৮২. **الْمَفْرُ** অত্যাধিক ক্ষমা দানকারী।

৮৩. **الرَّزُوفُ** অত্যন্ত স্নেহশীল।

৮৪. **مَالِكُ الْمُلْكِ** সমগ্র জগতের বাদশাহ।

৮৫. **ذُو الْجَلَلِ وَالإِكْرَامِ** মর্যাদা ও মহিমার অধিকারী, নেয়ামত ও সম্মান দানকারী।

৮৬. **الْمَفْطِطُ** হকদারের হক আদায়কারী।

৮৭. **الْجَامِعُ** সমস্ত সৃষ্টিকে কেয়ামতের দিন একত্রকারী।

৮৮. **الْفَنِيُّ** স্বয়ং সম্পূর্ণ। তাহার কাহারো নিকট কোন প্রয়োজন নাই।

৮৯. **الْمَفْنِيُّ** আপন দান দ্বারা বান্দাদেরকে স্বয়ংসম্পূর্ণতা দানকারী।

৯০. **الْمَانِعُ** বাধা দানকারী।

১১. **الضَّارُّ** (আপন কোশল ও ইচ্ছাধীন) ক্ষতিসাধনকারী।

১২. **النَّافِعُ** লাভ দানকারী।

১৩. **النُّورُ** সম্পূর্ণ নূর ও নূর দানকারী।

১৪. **الْهَادِي** সরল পথ প্রদর্শনকারী ও উহার উপর পরিচালনাকারী।

১৫. **الْبَدِيعُ** নমুনা ছাড়া সৃষ্টিকারী।

১৬. **الْأَبَقِيُّ** চির অবিনশ্বর (যিনি কখনও ধ্বংস হইবেন না)।

১৭. **الْوَارِثُ** সবকিছু ধ্বংস হইবার পর বিদ্যমান।

১৮. **الرَّشِيدُ** হেদায়েত ও হেকমতের অধিকারী (যাহার প্রতিটি
কাজ ও সিদ্ধান্ত সঠিক)।

১৯. **الصُّورُ.** অত্যাধিক ধৈর্যধারণকারী (বান্দাদের বড় হইতে বড়
নাফরমানী দেখিয়াও তাৎক্ষণিক আজ্ঞাব পাঠাইয়া তাহাদিগকে ধ্বংস
করিয়া দেন না।) (তিরমিয়ী)

ফায়দা ৪ : কুরআনে করীম ও অন্যান্য রেওয়ায়াতে আল্লাহ তায়ালার
অনেক নাম উল্লেখিত হইয়াছে, তন্মধ্য হইতে এই হাদীসে নিরানবইটি
নাম বর্ণিত হইয়াছে। (মায়াহেরে হক)

٨٣ - عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ
يَا مُحَمَّدُ اسْبِّنَا تَنَزَّلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: هُنَّ هُوَ
اللَّهُ أَحَدٌ ﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا
أَحَدٌ}. رواه أحمد/ ١٣٤

৮৩. হযরত উবাই ইবনে কাব (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, মুশরিকরা
একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিল, হে
মোহাম্মাদ ! আমাদিগকে আপনার পরওয়ার দিগারের বৎশ পরিচয় বলুন,
তখন আল্লাহ তায়ালা এই সূরা (সূরায়ে এখলাস) নাখিল করিলেন।

যাহার তরজমা হইল : আপনি বলুন যে তিনি—অর্থাৎ আল্লাহ
তায়ালা এক, আল্লাহ তায়ালা অমুখাপেক্ষকী, তাঁহার সন্তান নাই, এবং
তিনি কাহারো সন্তান নহেন এবং কেহ তাঁহার সমকক্ষ নহে।

—٨٣— عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (قال الله عزوجل): كَذَبْنِي ابْنُ آدَمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَفَعَمْنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، إِنَّا تَكْلِيْتُهُ إِنَّمَا يَقُولُ: إِنَّمَا يَعْبُدُهُ كَمَا يَعْبُدُهُ، وَإِنَّمَا شَعْمَهُ إِنَّمَا يَقُولُ: إِنَّهُ اللَّهُ وَلَدُهُ، وَإِنَّ الصَّمَدَ الَّذِي لَمْ يَأْذِنْ وَلَمْ يُوْلَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ. رواه البخاري، باب قوله الله الصمد.

رقم: ٤٩٧٥

৮৪. হ্যরত আবু হোরায়রা (রায়ঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদীসে কুদসীতে আপন রবের এই এরশাদ মুবারক বর্ণনা করেন, আদমের সন্তান আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিয়াছে, অথচ ইহা তাহার জন্য উচিত ছিল না। এবং আমাকে গালি দিয়াছে অথচ তাহার ইহার অধিকার ছিল না। আমাকে তাহারা মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা এই যে, সে বলে আমি তাহাকে পুনরায় জীবিত করিতে পারিব না, যেমন প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছিলাম। আর তাহার গালাগাল দেওয়া এই যে, সে বলে আমি কাহাকেও নিজের ছেলে বানাইয়া লইয়াছি। অথচ আমি অমুখাপেক্ষী, আমার কোন সন্তান নাই, আমি কাহারো সন্তান নই এবং কেহ আমার সমকক্ষ নহে। (বোথারী)

—٨٤— عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: لَا يَرَاهُ النَّاسُ يَسْأَلُونَ حَتَّى يُقَالَ هَذَا: خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّقَ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ؟ فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ فَقُوْلُوا: اللَّهُ أَحَدُ اللَّهِ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ، ثُمَّ لَيَتَفَلَّ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثَةٌ وَلَيَسْتَعِدُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. رواه أبو داود، مشكورة المصاييف، رقم: ٧٥

৮৫. হ্যরত আবু হোরায়রা (রায়ঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, লোকেরা সর্বদা (আল্লাহ তায়ালার সন্তা সম্পর্কে) একে অপরকে জিজ্ঞাসা করিতে থাকিবে, অবশ্যে বলা হইবে যে, আল্লাহ তায়ালা সমস্ত মাখলুককে সৃষ্টি করিয়াছেন, (কিন্তু) আল্লাহ তায়ালাকে কে সৃষ্টি করিয়াছে (নাউয়ুবিল্লাহ)? যখন লোকেরা এই কথা বলিবে, (তখন তোমরা এই কালেমাসমূহ বলিও—

الله أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمْدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوَلَّدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كَفُواً أَحَدٌ

তরজমা : আল্লাহ তায়ালা এক, আল্লাহ তায়ালা কাহারো মুখাপেক্ষী নহেন, সকলে তাহার মুখাপেক্ষী। আল্লাহ তায়ালার না কোন সন্তান আছে, আর না তিনি কাহারো হইতে সৃষ্টি হইয়াছেন। আর না কেহ আল্লাহ তায়ালার সমকক্ষ আছে। অতঃপর নিজের বাম দিকে তিনবার থুথু নিঙ্গেপ করিবে এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট বিতাড়িত শয়তান হইতে পানাহ চাহিবে। (আবু দাউদ, মিশকাত)

٨٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:
يُؤْذِنِي أَبْنُ آدَمَ، يَسْبُ الدَّفْرَ وَأَنَا الدَّفْرُ، بِيَدِي الْأَمْرُ، أَقْلِبُ
اللَّيلَ وَالنَّهَارَ. رواه البخاري، باب قول الله تعالى بربودون أن يبلغوا كلام الله.

رقم: ٧٤٩١

৮৬. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদীসে কুদ্সীতে আপন রবের এই এরশাদ মোবারক বর্ণনা করেন, আদমের সন্তান আমাকে কষ্ট দিতে চায়, যামানাকে গালি দেয়, অথচ যামানা (কিছুই নহে যামানা তো) স্বয়ং আমিই, (যামানার) সমস্ত বিষয়ই আমার নিয়ন্ত্রণে। যেমন ইচ্ছা হয় রাত্রি দিনকে আবর্তন করি। (বোধারী)

٨٧ - عَنْ أَبِي مُوسَى الْأشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا
أَحَدٌ أَصْبَرَ عَلَى أَذِي سَبْعَةِ مِنَ الْمُلْكِ، يَدْعُونَ لَهُ الْوَلَدَ ثُمَّ يُعَافِفُهُمْ
وَيُرْزُقُهُمْ. رواه البخاري، باب قول الله تعالى أن الله هو الرزاق.....

رقم: ٧٣٧٨

৮৭. হযরত আবু মুসা আশআরী (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কষ্টদায়ক কথা শুনিয়া আল্লাহ তায়ালার চেয়ে অধিক ধৈর্য ধারণকারী কেহ নাই। মুশরিকরা তাহার জন্য পুত্র সাব্যস্ত করে তারপরও তিনি তাহাদিগকে নিরাপত্তা দান করেন ও রিযিক দান করেন। (বোধারী)

٨٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ
الْجَنْوَبَ، كَتَبَ فِي كِتَابِهِ، فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ: إِنَّ رَحْمَتِي
تَغْلِبُ كُلِّ شَيْءٍ. رواه سالم، باب في سمعة رحمة الله تعالى

৮৮. হ্যরত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন আল্লাহ তায়ালা মাখলুককে সৃষ্টি করিলেন, তখন লৌহে মাহফুজে ইহা লিখিয়া দিলেন, আমার রহমত আমার ক্ষেত্রের উপর প্রধান্য লাভ করিয়াছে। এই লেখা আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে আরশের উপর মওজুদ রহিয়াছে।

(মুসলিম)

٨٩- عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْقُوَّةِ، مَا طَمِعَ بِجُنْبَتِهِ أَحَدٌ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ، مَا قَنَطَ مِنْ جُنْبَتِهِ أَحَدٌ. رواه سلم.

باب في سورة رحمة الله تعالى رقم: ٦٩٧٩

৮৯. হ্যরত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট নাফরমানদের জন্য যে শাস্তি রহিয়াছে মুমিন বাচ্দা যদি তাহা সঠিকরূপে জানিত তবে কেহই তাহার জামাতের আশা করিত না। আর আল্লাহ তায়ালার নিকট যেই রহমত রহিয়াছে কাফের যদি উহা সঠিকরূপে জানিত তবে তাহার জামাত হইতে কেহই নিরাশ হইত না।

(মুসলিম)

٩٠- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: إِنَّ اللَّهَ مَا لَهُ رَحْمَةٌ، أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْبَهَائِيمِ وَالْأَهْوَامِ، فِيهَا يَعْطَافُونَ، وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ، وَبِهَا تَغْطِفُ الْوَخْشُ عَلَى وَلَدِهَا، وَآخِرُ اللَّهِ تِسْعَا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً، يَرْحُمُ بِهَا عِبَادَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه سلم، باب في سورة رحمة الله تعالى رقم: ٦٩٧٤

وفي رواية لمسلم: فإذا كان يوم القيمة أكملها بهذه الرحمة.

رقم: ٦٩٧٧

৯০. হ্যরত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তায়ালার নিকট একশত রহমত রহিয়াছে, তিনি উহা হইতে একটি রহমত জিন, ইনসান, জীবজন্তু, পোকামাকড়ের মধ্যে অবতীর্ণ করিয়াছেন। সেই একটি অংশের কারণে তাহারা একে অন্যের প্রতি মায়ামতা ও দয়া করে, উহারই কারণে হিংস্ব পশু আপন সন্তানকে মায়া করে। আর আল্লাহ তায়ালা নিরামববইটি রহমতকে কেয়ামতের দিনের জন্য রাখিয়াছেন যে, উহুদ্বারা

আপন বান্দাদের প্রতি দয়া করিবেন। এক বেওয়ায়াতে (আছে) অখন কেয়ামতের দিন হইবে তখন নিজের সেই নিরানবহটি রহমতকে এই দুনিয়াবী রহমতের সহিত মিলাইয়া পূর্ণতা দান করিবেন। (অতঃপর একশটি রহমত দ্বারা আপন বান্দাদের উপর দয়া করিবেন।) (মুসলিম)

٩١- عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألي، فإذا امرأة من النبي، تبكي، إذا وجدت صبياً في النبي، أخذته فالصقة بيدها وأرضاها، فقال لها يا رسول الله: أترون هذه المرأة طارحة ولدتها في النار؟ قلنا: لا والله وهي تقدر على أن لا تطرحه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم بعماده من هذه بولدها. رواه مسلم، باب في سعة رحمة الله تعالى

رقم: ٦٩٧٨.....

১১. হযরত ওমর ইবনে খাত্বাব (রায়ঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কয়েকজন কয়েদীকে আনা হইল। তাহাদের মধ্যে একটি মেয়েলোককে দেখিলেন যে তাহার সন্তানকে তালাশ করিয়া বেড়াইতেছে। যখনি সে তাহার সন্তানকে পাইল অমনি তাহাকে উঠাইয়া আপন পেটের সহিত জড়াইয়া লইল এবং দুধপান করাইল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমাদের কি ধারণা এই মেয়েলোকটি কি তাহার সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করিতে পারে? আমরা আরজ করিলাম আল্লাহর কসম, পারে না। বিশেষতঃ যখন সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ না করিবার তাহার ক্ষমতা থাকে (এবং কোন অপারাগতা না থাকে)। অতঃপর তিনি এরশাদ করিলেন, এই মেয়েলোক আপন সন্তানকে যে পরিমাণ দয়া ও মায়া করে আল্লাহ তায়ালা আপন বান্দাদেরকে তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী দয়া ও মায়া করেন। (মুসলিম)

٩٢- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلوة وقفنا معه، فقال أغرايبي وهو في الصلوة: اللهم ارحمني ورحمندا ولا ترحم معاً أحداً. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للاغرايبي: لقد حجزت وأيسعاً يُريند رحمة الله. رواه البخاري، باب

رحمة الناس ونبهائهم، رقم: ٦٠١٠

for more books <https://youtube.com/alamin5g>

for n92r হ্যরত আবু হোয়ায়রা (রায়িশ) বলেন, (একবার) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে দাঁড়াইলেন, আমরাও তাহার সহিত দাঁড়াইয়া গেলাম। একজন গ্রাম্য (নওমুসলিম) নামাযের মধ্যেই বলিল, হে আল্লাহ, (শুধু) আমার উপর এবং মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর রহম কর, আমাদের সহিত আর কাহারো উপর দয়া করিও না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাম ফিরাইলেন তখন সেই গ্রাম্য লোকটিকে বলিলেন, তুমি অত্যন্ত প্রশংসন্ত জিনিসকে সংকীর্ণ করিয়া দিয়াছ। (ভয় করিও না রহমত তো এত পরিমাণ যে সবাইকে ঢাকিয়া লইলেও সংকীর্ণ হইবে না, তুমই উহাকে সংকীর্ণ মনে করিতেছ।) (বোথাবী)

٩٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ: وَاللَّذِي
نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهَا لَا يَسْمَعُ بِنِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُوذُ إِلَيْهِ وَلَا
نَصْرَانِيَّ، ثُمَّ يَمْوَثُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّذِي أَرْسَلْتُ إِلَيْهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ
أَصْحَابِ النَّارِ. رواه سلم، باب وجوب الإيمان، ٠٠٠٠، رقم: ٣٨٦

৯৩. হ্যরত আবু হোয়ায়রা (রায়িশ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঐ সন্তার কসম, যাহার হাতে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাণ। এই উন্মত্তের মধ্যে কোন ইহুদী অথবা খ্ষণ্টান যে কেহ আমার (নবুওয়তের) খবর শুনিয়াও এই দ্বীনের প্রতি ঈমান আনিবে না যে দ্বীন দিয়া আমাকে পাঠানো হইয়াছে, এবং (এই অবস্থায়) মত্যুবরণ করিবে নিঃসন্দেহে সে জাহানামীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে। (মুসলিম)

٩٤ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَاءَتْ مَلَائِكَةُ إِلَى
الشَّرِيكِ وَهُوَ نَائِمٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ
الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبُ يَقْطَآنُ، فَقَالُوا: إِنَّ لِصَاحِبِكُمْ هَذَا مَثَلًا، قَالَ:
فَاضْرِبُوا لَهُ مَثَلًا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ
نَائِمَةٌ وَالْقَلْبُ يَقْطَآنُ، فَقَالُوا: مَثَلُهُ كَمَثْلِ رَجُلٍ بْنَى دَارًا وَجَعَلَ
فِيهَا مَادِيَةً وَبَعْثَ دَاعِيًّا، فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَ دَخَلَ الدَّارَ وَأَكَلَ مِنْ
الْمَادِيَةِ، وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْ
الْمَادِيَةِ، فَقَالُوا: أَوْلَوْهَا لَهُ يَفْقِهُمَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ

بَعْضُهُمْ إِنَّمَا يُنَاهِي عَنِ الْقُلُوبِ بِيَقْنَاطِينَ، فَلَمَّا تَوَلَّ لِلَّذِي أَرَى: الْجَنَّةَ،
 وَالْدَّاعِيُّ: مُحَمَّدٌ، فَمَنْ أطَاعَ مُحَمَّداً فَقَدْ أطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَى مُحَمَّداً فَقَدْ فَرَقَ بَيْنَ
 النَّاسِ. رواه البخاري، باب الإفتداء بسنن رسول الله ﷺ، رقم: ٧٢٨١

৯৪. হ্যুরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রায়ঃ) বলেন, কয়েকজন ফেরেশতা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলেন যখন তিনি ঘুমাইতেছিলেন। ফেরেশতাগণ পরম্পর বলিলেন, তিনি ঘুমাইয়া আছেন। এক ফেরেশতা বলিলেন, চক্ষু ঘুমাইতেছে কিন্তু অন্তর জাগ্রত আছে। পুনরায় পরম্পর বলিতে লাগিলেন, তোমাদের এই সাথী (মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে একটি দ্রষ্টান্ত রহিয়াছে, উহা তাহার সম্মুখে বর্ণনা কর। অন্যান্য ফেরেশতাগণ বলিলেন, তিনি তো ঘুমাইতেছেন, (সুতরাং বর্ণনা করিয়া লি লাভ?) তাহাদের মধ্য হাতে কেহ বলিল, নিঃসন্দেহে চক্ষু ঘুমাইতেছে কিন্তু অন্তর তো জাগ্রত আছে। অতঃপর ফেরেশতাগণ পরম্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, তাহার দ্রষ্টান্ত একুশ যেমন এক ব্যক্তি ঘর বানাইল এবং উহাতে দাওয়াতের আয়োজন করিল, অতঃপর লোকদেরকে ডাকিবার জন্যে একজন মানুষ পাঠাইল, যে ব্যক্তি আহবানকারীর কথা মানিল সে ঘরে প্রবেশ করিবে এবং খানাও খাইবে। আর যে ব্যক্তি আহবানকারীর কথা মানিল না সে ঘরে প্রবেশ করিবে না খানাও খাইবে না। ইহা শুনিয়া ফেরেশতাগণ পরম্পর বলিলেন, এই দ্রষ্টান্তটি উত্তমরূপে ব্যাখ্যা কর যাহাতে তিনি বুঝিতে পারেন। জনৈক ফেরেশতা বলিলেন, তিনি তো ঘুমাইতেছেন। (উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করিয়া কি লাভ?) অন্যান্যরা বলিলেন, চক্ষু ঘুমাইতেছে কিন্তু অন্তর তো জাগ্রত আছে। অতঃপর বলিতে লাগিলেন, সেই ঘর হইল জান্নাত (যাহা আল্লাহ তায়ালা বানাইয়াছেন এবং উহার মধ্যে বিভিন্ন রকমের নেয়ামতসমূহ রাখিয়া দাওয়াতের আয়োজন করিয়াছেন,) আর (সেই জান্নাতের দিকে) আহবানকারী হ্যুরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যে ব্যক্তি মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষরমানী করিল সে আল্লাহ তায়ালাৰ আনুগত্য করিল (সুতরাং সে জান্নাতে দাখেল হইবে এবং সেখানকার নেয়ামতসমূহ লাভ করিবে) আর যে ব্যক্তি মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষরমানী করিল সে আল্লাহ তায়ালাৰ নাক্ষৰমানী করিল

(মুত্তরাং সে জালাতের নেয়া যত সমূহ হইতে ব্যক্তি থাকিবে) মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে দুই প্রকারে বিভক্ত করিয়া দিয়াছেন (আনুগত্যকারী ও অবাধী)। (বোধারী)

ফায়দা ৪ ইহা নবীগণের বৈশিষ্ট্য যে, তাহাদের ঘূম সাধারণ মানুষের ঘূম হইতে ভিন্ন রকমের হয়। সাধারণ মানুষ ঘূমস্ত অবস্থায় সম্পূর্ণ বেখবর থাকে, অপরদিকে নবীগণ ঘূমস্ত অবস্থায়ও সম্পূর্ণ বেখবর হন না। তাহাদের ঘূমের সম্পর্ক শুধু চক্ষুর সহিত থাকে, অন্তর ঘূমস্ত অবস্থায় ও আল্লাহ তায়ালার সত্ত্বার দিকে মনোযোগী থাকে। (বাযলুল মাজহুদ)

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: إِنَّمَا مَثْلِي وَمَثْلُ
مَا بَعْثَنِي اللَّهُ بِهِ كَمَثْلِي رَجُلٌ أَتَى فَوْمًا فَقَالَ: يَا قَوْمَ، إِنِّي رَأَيْتُ
الْجَنْدِيْشَ بِعَنْتِيْ، وَإِنِّي أَنَا الْجَنْدِيْرُ الْغَرْبِيْانُ، فَالْجَنْجَاءُ، فَالْجَاطِعَةُ طَائِفَةٌ مِنْ
فَوْمِيْهِ فَأَذْلِجُوا فَانْطَلَقُوا عَلَى مَهْلِكِهِمْ فَجَوَا، وَكَذَبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ
فَأَفْسَبُخُوا مَكَانِهِمْ، فَصَبَّحُهُمْ الْجَنْدِيْشُ فَاهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ،
فَذَلِكَ مَثْلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، وَمَثْلُ مَنْ عَصَانِي
وَكَذَبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ. رواه البخاري، باب الإفتاء بسنن رسول

الله، رقم: ٧٢٨٣

৯৫. হযরত আবু মুসা (রায়ঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার এবং যে দ্বীন দিয়া আল্লাহ তায়ালা আমাকে পাঠাইয়াছেন উহার উদাহরণ হইল ঐ ব্যক্তি ন্যায় যে নিজের কওমের নিকট আসিয়া বলিল, হে আমার কওম! আমি স্বচক্ষে শক্রবাহিনী দেখিয়াছি, এবং আমি একজন সত্য ভয়প্রদর্শনকারী, সুতরাং বাঁচার চিন্তা কর। ইহাতে তাহার কওমের কিছু লোকেরা তো তাহার কথা মানিল, এবং ধীরে ধীরে রাত্রিতেই রওয়ানা হইয়া গেল এবং শক্র হাত হইতে বাঁচিয়া গেল। কিছু লোকেরা তাহাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিল এবং সকাল পর্যন্ত নিজেদের ঘরে থাকিয়া গেল। সকাল হইতেই শক্রবাহিনী তাহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং তাহাদেরকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া দিল। ইহাই ঐ ব্যক্তির উদাহরণ যে আমার কথা মানিল এবং আমার আনিত দ্বীনের অনুসরণ করিল (সে বাঁচিয়া গেল) এবং ইহাই ঐ ব্যক্তির উদাহরণ যে আমার কথা মানিল না এবং আমার আনিত দ্বীনকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিল (সে ধ্বংস হইয়া গেল)।

ফায়দা ৪ যেহেতু আরবদের মধ্যে ভোরে হামলা করার প্রচলন ছিল, এইজন্য দুশমনের হামলা হইতে নিরাপদ থাকিবার জন্য রাত্রেই সফর করা হইত।

- ৭১ -

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ عُمَرُ بْنُ الخطَّابَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي مَرَزُوتُ بِأَخْ لِي مِنْ قُرْبَانَةِ لِكْبَرٍ لَيْ جَوَامِعَ مِنَ الْوَزَّافَةِ، أَلَا أَغْرِضُهَا عَلَيْكَ؟ قَالَ: قُلْ لَهُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ ثَابِتٍ، قَلَّتْ لَهُ أَلَا تَرَى مَا بِوْجَهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: رَضِيَّنَا بِاللَّهِ تَعَالَى رَبِّا وَبِالإِسْلَامِ دِينَا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولَهُ، قَالَ: فَسَرَّنِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ أَضْبَحْتُ فِيمَنْ مُؤْسَى ثُمَّ اتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرْكُمُونِي لَضَلَّلْتُمْ، إِنَّكُمْ حَطَّنِي مِنَ الْأَمْمَ وَأَنَا حَظَّكُمْ مِنَ النَّبِيِّنَ.

رواہ احمد ۴/۱۵۰

৯৬. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে সাবেত (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, হ্যরত ওমর ইবনে খাতাব (রায়িঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি বনু কোরায়া গোত্রীয় আমার এক ভাইয়ের নিকট দিয়া গেলাম সে (আমার উপকারার্থে) তাওরাত হইতে কিছু সারগভ কথা লিখিয়া দিয়াছে। অনুমতি হইলে আপনার সম্মুখে পেশ করিব ? হ্যরত আবদুল্লাহ (রায়িঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারকের রং পরিবর্তন হইয়া গেল। আমি বলিলাম, ওমর ! আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারকে অসন্তুষ্টির ভাব লক্ষ্য করিতেছেন না ? হ্যরত ওমর (রায়িঃ) তৎক্ষণাত নিজের ভুল বুঝিতে পারিলেন এবং আরজ করিলেন, আমরা আল্লাহ তায়ালাকে রব, ইসলামকে দীন ও মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল হিসাবে মানিয়া সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছি। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা হইতে অসন্তুষ্টির ভাব দূর হইল এবং এরশাদ করিলেন, ঐ সত্ত্বার কসম, যাহার হাতে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাণ, যদি মৃত্যা (আঃ) তোমাদের মধ্যে থাকিতেন আর তোমরা আমাকে ছাড়িয়া তাহার অনুসরণ করিতে তবে নিঃসন্দেহে তোমরা গোমরাহ হইয়া যাইতে। সকল উন্মত্তের মধ্য হইতে তোমরা

কালেমায়ে তাইয়োরা
for more videos <https://youtube.com/annaaba>
আমার অংশে আসিয়াছ, সকল নবীদের মধ্য হইতে আমি তোমাদের
অংশে আসিয়াছি। (সুতরাং আমারই অনুসরণের মধ্যে তোমাদের সফলতা
রহিয়াছে।) (মসনাদে আহমাদ)

٩٧- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ أُمَّةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَنْبَيْتُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَنْ يَأْنِي؟ قَالَ:
مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَنْبَيْتُ أَنِّي. رواه البخاري، باب

الإتقاء بسنن رسول الله ﷺ، رقم: ٧٢٨٠

৯৭. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার সকল উস্মত জাগ্রাতে যাইবে, এই সমস্ত লোক ব্যক্তিত যাহারা অস্তীকার করিবে। সাহাবা (রায়িৎ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! (জাগ্রাতে যাইবে) কে অস্তীকার করিতে পারে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে এরশাদ করিলেন, যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করিল সে জাগ্রাতে দাখেল হইল। আর যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করিল অবশ্যই সে জাগ্রাতে যাইবে অস্তীকার করিল। (বোথারী)

٩٨- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاءً لِمَا جَنَّبَ بِهِ، رواه
البغوي في شرح السنة/٢١٢، قال الترمذى: حدث صحيح، رويناه في كتاب
المحنة بأساد صحيح، جامع العلوم والحكم من ٢٦٤

৯৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন ব্যক্তি এই পর্যন্ত (পূর্ণ) দ্বিমানদার হইতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার মনের খাছেশসমূহ আমার আনিত দ্বীনের অধীন না হইয়া যাইবে।

(শারহস সুমাহ)

٩٩- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَنْبَيْتِ إِنِّي قَنْزَتُ أَنْ تُضْبِحَ وَتُنْسِيَ لَيْسَ لِي فِي قَلْبِكَ غُشٌّ لَا يَحِدُّ
فَالْفَعْلُ، ثُمَّ قَالَ لَنِي: يَا أَنْبَيْتِ وَذَلِكَ مِنْ مُسْتَقِنِي، وَمَنْ أَخْيَا سُنْتَنِي فَقَدْ
أَخْيَنِي وَمَنْ أَخْيَنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ، رواه الترمذى وقال: هذا حديث
أشهى من أحيانى كأن معي في الجنة.

for more books <https://youtube.com/alamin5g>
حسن غربى، باب ماجاهات فى الأخطاء بالسنة، رقم: ٢٦٧٨

৯৯. হ্যরত আনাস ইবনে মালেক (রায়িঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এরশাদ করিয়াছেন, হে আমার পুত্র! যদি তুমি সকাল সন্ধ্যা (সবসময়) নিজের অস্তরের অবস্থা এইরূপ করিতে পার যে, তোমার অস্তর কাহারে ব্যাপারে সামান্য পরিমাণও কালিমাযুক্ত হয় না, তবে অবশ্যই এইরূপ করিও। অতঃপর তিনি এরশাদ করিলেন, হে আমার পুত্র, ইহা আমার সুন্নতের অস্তর্ভুক্ত, এবং যে ব্যক্তি আমার সুন্নতকে জিন্দা করিল সে আমাকে ভালবাসিল, আর যে আমাকে ভালবাসিল সে আমার সঙ্গে জানাতে থাকিবে। (তিরমিয়ী)

١٠٠ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: جاءَ فلانةً رفِطَ إِلَى بَيْوَتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُونَ عَنِ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا أَخْبَرُوا كَاتِبَهُمْ تَقَالُوا فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَقَدْ غَرَّ اللَّهُ لَهُ مَا تَقْدِمُ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخُرُ، فَقَالَ أَخَدُهُمْ: أَمَا أَنَا فَإِنَّ أَصْلِي اللَّيلَ أَبْدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصْنُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطُرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَغْتَرُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَرْوَجُ أَبْدًا، فَجَاءَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَّا وَكَذَّا؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَا خَشَأُكُمْ لِلَّهِ وَأَنْفَاكُمْ لِلَّهِ، لِكُنِّي أَصْنُومُ وَأَفْطُرُ، وَأَصْلِي وَأَزْفُدُ، وَأَتَرْوَجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُبْتِي فَلَيْسَ مِنِّي. رواه البخاري، باب الترغيب في النكاح،

رقم: ٥٠٦٣

১০০. হ্যরত আনাস ইবনে মালেক (রায়িঃ) বলেন, তিনি ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য তাঁহার বিবিধণের নিকট আসিলেন। যখন তাহাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদতের অবস্থা জানানো হইল, তখন তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদতকে কম মনে করিলেন এবং বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আমাদের তুলনা হইতে পারে? আল্লাহ তায়ালা তাহার সামনের পিছনের সকল গুনাহ (যদি হইয়াও থাকে) মাফ করিয়া দিয়াছেন। তাহাদের মধ্য হইতে একজন বলিলেন, আমি সর্বদা সারারাত্রি নামায পড়িব। দ্বিতীয় জন বলিলেন, আমি সর্বদা রোধা রাখিব এবং কখনও বাদ দিব না। তৃতীয় জন বলিলেন, আমি শ্রীলোকদের নিকট হইতে দূরে থাকিব, কখনও বিবাহ করিব না (তাহাদের পরম্পরারে

মধ্যেn এরপ কথার্তা হইতছিল (এখন সময়) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তশীরীফ আনিলেন এবং বলিলেন, তোমরা কি এই
সমস্ত কথা বলিয়াছ? মনোযোগ সহকারে শুন, আল্লাহ তায়ালার কসম!
আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহ তায়ালাকে সবচেয়ে বেশী ভয় করি এবং
তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পরহেজগারী অবলম্বন করি। কিন্তু আমি
রোধা রাখি, আবার রাখিও না, নামায পড়ি এবং নিদ্রাও যাই, এবং
বিবাহও করি (ইহাই আমার তরীকা সুতোৱ) যে আমার তরীকা হইতে মুখ
ফিরাইয়াছে সে আমার দলভুক্ত নয়। (বোথারী)

١٠١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: مَنْ تَمَسَّكَ
بِسُتْنَى عِنْدَ فَسَادٍ أَمْتَنِي فَلَهُ أَجْرٌ شَهِيدٌ. رواه الطبراني بإسناد لا يأس به.

٨/١ غريب

১০১. হযরত আবু হোরায়রা (রায়হ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন যে, আমার উচ্চতের ফের্না ফাসাদের
যামানায যে ব্যক্তি আমার তরীকাকে দ্রুতভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে সে
শহীদের সওয়াব পাইবে। (তাবরানী, তারঙ্গীব)

١٠٢ - عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ رَحْمَةَ اللَّهِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:
تَرَكْتُ فِيمَاكُمْ أَمْرِنِي لَنْ تَضَلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللَّهِ وَمُسْنَةُ
نَبِيِّهِ. رواه الإمام مالك في الموطأ، النهي عن القول في القدر ص ٧٠٢

১০২. হযরত মালেক ইবনে আনাস (রহহ) বলেন, আমার নিকট এই
রেওয়ায়াত পৌছিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
এরশাদ করিয়াছেন, আমি তোমাদের নিকট দুইটি জিনিস রাখিয়া গিয়াছি,
যতক্ষণ তোমরা উহাকে মজবুতভাবে ধরিয়া রাখিবে কখনও গোমরাহ
হইবে না। উহা হইল আল্লাহ তায়ালার কিতাব এবং তাঁহার রাসূলের
সুন্নত। (মোয়াত্তা ইমাম মালেক)

١٠٣ - عَنِ الْعَرَبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وَعَطَنَا رَسُولُ
اللَّهِ قَرْبَةً يَوْمًا بَعْدَ صَلَاةِ الْعِدَاءِ مَوْعِظَةً بِلِيْغَةَ ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعَيْنُ
وَوَجَلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةً مُوَدَّعٍ فِيمَاذَا
تَعْهِدُ إِلَيْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أُوصِنُكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالسَّمْعَ
وَالطَّاعَةَ وَإِنْ غَبَّ حَسِيبٌ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعْشُ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا،

وَإِنَّكُمْ وَمَعْذَنَاتِ الْأَمْوَارِ فِيْهَا، ضَلَالٌ لَّمْ يَكُنْ
فَعَلَيْهِ بَسْتَنَى وَسُئَلَةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيَّينَ، عَصْنَوْا عَلَيْهَا
بِالْتَّوْاجِدِ، رَوَاهُ التَّرمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسْنٌ صَحِيحٌ، بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَعْذَادِ
بِالسَّنَةِ، الْجَامِعُ التَّرْمِذِيُّ ۚ ۝ طَبْعُ فَارُوفٍ كِتَابُ حَانَةِ مَلَكَانَ

১০৩. হযরত ইবনে সাবিয়া (রায়ঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন ফজরের নামায়ের পর আমাদেরকে এইরপ মর্মস্পর্শী নসীহত করিলেন যে, চন্দ্ৰ হইতে অশুভ প্রবাহিত হইল, এবং অন্তরে ভয় পয়দা হইয়া গেল, এক ব্যক্তি আরজ করিল ইহা তো বিদায়ী ব্যক্তির নসীহত মনে হইতেছে। সুতরাং আপনি আমাদেরকে কোন বিষয়ের প্রতি অসিয়ত করিতেছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করিতে থাকার এবং (আমীরের কথা) শুনার ও মানার অসীয়ত করিতেছি, যদিও সেই আমীর হাবশী গোলাম হয়। তোমাদের মধ্য হইতে যে ব্যক্তি আমার পর জীবিত থাকিবে সে বহু মতবিরোধ দেখিতে পাইবে। তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন নতুন জিনিস সৃষ্টি করা হইতে বাঁচিও। কেননা প্রত্যেক নতুন জিনিস গোমরাহী। সুতরাং তোমরা যদি সেই যামানা পাও তবে আমার এবং হেদায়েতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনদের সুন্নতকে মজবুতভাবে ধরিয়া থাকিও। (তিরমিয়ী)

— ۱۰۴ —
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ رَأَى
خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ، فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ: يَغْمُدُ أَحَدُكُمْ
إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ
رَسُولُ اللَّهِ: كَعْدَ خَاتَمَكَ اتَّفَعْ بِهِ، قَالَ: لَا، وَاللَّهِ لَا آخِذُ
أَبْدًا، وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، بَابُ تَحْرِيمِ خَاتَمِ
الذهب... رقم: ۵۴۷۲

১০৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রায়ঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির হাতে সোনার আংটি দেখিয়া উহা খুলিয়া ফেলিয়া দিলেন এবং বলিলেন, (কি আশর্যের কথা) তোমাদের মধ্য হইতে কেহ আগুনের কঘলা হাতে রাখিতে চায়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আপনি হাতে সোনার কোন জিনিস পরিবে তাহার হাত

দোষখে চলিয়া যাইবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলিয়া যাওয়ার পর ঐ ব্যক্তিকে বলা হইল, তোমার আংটি লইয়া যাও (এবং) উহা বিক্রয় করিয়া অথবা হাদিয়া স্বরূপ দান করিয়া উহা) দ্বারা উপকৃত হও। সে জওয়াব দিল, না, আল্লাহর কসম! যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফেলিয়া দিয়াছেন, আমি কখনও উহা উঠাইব না।

(মুসলিম)

١٠٥- قَالَ رَبِيبٌ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيَّةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوفِيَ أَبُوهَا أَبُو سَفِيَّانَ بْنَ حَرْبٍ فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيَّةَ بِطِينَ فِيهِ صُفْرَةً خَلُوقٍ أَوْ غَيْرَهُ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضِهِ ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ مَا لِي بِالظِّبَابِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرِ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لِأَمْرَاءِ نَزَمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيْتَ فَفَوْقَ ثَلَاثَ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. رواه الحماري.

باب تحد المتروفي عنها أربعة أشهر وعشرين، رقم: ٥٣٣٤

১০৫. হ্যরত যয়নব (রায়ঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবি হ্যরত উম্মে হাবীবা (রায়ঃ) এর নিকট ঐ সময় গেলাম যখন তাহার পিতা হ্যরত আবু সুফিয়ান ইবনে হারব (রায়ঃ) এর ইস্তেকাল হইয়াছিল। হ্যরত উম্মে হাবীবা (রায়ঃ) সুগন্ধি আনাইলেন, যাহাতে খালুক অথবা অন্য কোন বস্তুর মিশ্রণ থাকার কারণে হলুদ বর্ণ ছিল। উহা হইতে কিছু খুশবৃ বাঁদিকে লাগাইলেন, পরে নিজের চেহারায় মাখিয়া লইলেন। অতঃপর বলিলেন, আল্লাহর কসম! আমার সুগন্ধি ব্যবহার করার কোন প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু কথা এই যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছি যে মহিলা আল্লাহ তায়ালা এবং কিয়ামতের দিনের উপর ঈমান রাখে তাহার জন্য জায়েয নহে যে, সে স্বামী ব্যতীত অন্য কাহারো জন্য তিনি দিনের বেশী শোক পালন করে। (কেননা স্বামীর জন্য শোক পালনের সময়) চার মাস দশ দিন। (বোধারী)

ফায়দা ৪ খালুক একপ্রকার মিশ্র সুগন্ধিকে বলা হয়। যাহার অন্যান্য অংশের মধ্যে জাফরানের অংশ বেশী থাকে।

١٠٦- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ
الْيَوْمِ بِإِيمَانِهِ مَاتَ وَسَأْلَ اللَّهِ قَالَ: مَا أَغْدَذْتُ لَهُمْ قَالَ: مَا أَغْدَذْتُ لَهُمْ

مِنْ كَثِيرٍ صَلَوةً وَلَا صُومًّا وَلَا صَدَقَةً، وَلَكِنِّي أَحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ،
قَالَ: أَنْتَ مَعَ مَنْ أَخْبَيْتَ. رواه البخاري، باب علامه الحب في الله

رقم: ٦١٧١

১০৬. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রায়ি)^o হইতে বর্ণিত আছে যে, এক বাক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, কেয়ামত কবে আসিবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, কেয়ামতের জন্য তুমি কি তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছ? লোকটি আরজ করিল, আমি কেয়ামতের জন্য অধিক (নফল) নামায, (নফল) রোয়া এবং অধিক সদকা খয়রাত তৈয়ার করি নাই। তবে একটি বিষয় এই যে, আমি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার বস্তুকে ভালবাসি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলে, তবে কেয়ামতের দিন) তুমি তাহারই সঙ্গে থাকিবে যাহাকে তুমি (দুনিয়াতে) ভালবাসিয়াছ। (বোখারী)

١٠٧- عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال:
يا رسول الله! إني لأحب إلى من نفسي، وإنك لأحب إلى من
أهلني ومالني، وإنك لأحب إلى من ولدني، وإنك لا تكون في البيت
فاذكرك فما أضر حتى آتني فانظر إليك، وإذا ذكرت موقعي
وموقتك، عرفت إني إذا دخلت الجنة رفت مع الدين، وإنني
إذا دخلت الجنة خشيت أن لا أراك، فلم يرَه عليه النبي ﷺ
 شيئاً حتى نزل جزيرٌ عليه السلام بهذه الآية: هُوَ مَنْ يُطِعُ اللَّهَ
وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الدِّينِ أَنَّمَّا اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ الْبَيْنِ
وَالصَّدَقَيْنِ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّلِّيْجِينَ^o رواه الطبراني في الصغير والأوسط
ورجاله رجال الصدح غير عبد الله بن عمران العابدي وهو ثقة، مجمع
الرواد ٧/٦

১০৭. হযরত আয়েশা (রায়ি)^o বলেন, একজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমার নিকট আমার প্রাণের চেয়েও বেশী প্রিয়, আমার স্ত্রীর ও মালের চেয়েও বেশী প্রিয়। আমার সন্তানের

চেয়েও বেলী প্রিয় আমি আমার ধরে থাকা অবস্থায় যখন/ আপনার কথা
মনে পড়িয়া যায় তখন আমি ধৈর্য ধারণ করিতে পারি না যতক্ষণ পর্যন্ত
হাজির হইয়া আপনাকে দেখিয়া না লই। আমি জানি যে, এই দুনিয়া
হইতে আমাকে এবং আপনাকে যাইতে হইবে, অতঃপর আপনি তো
জানাতে নবীগণের মর্যাদায় পৌছিয়া যাইবেন, আর (আমার ব্যাপারে
প্রথমতঃ ইহাও জানা নাই যে, আমি জানাতে পৌছিতে পারিব কি না)
যদি আমি জানাতে পৌছিয়াও যাই তবুও (যেহেতু আমার মর্যাদা আপনার
চেয়ে অনেক নীচে হইবে সেহেতু) আমার আশংকা হয় যে আমি সেখানে
আপনাকে দেখিতে পারিব না। তখন আমি কিভাবে সবর করিব?
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার কথা শুনিয়া কোন
জবাব দিলেন না। অবশেষে এই আয়াত নাযিল হইল—

“وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
مِّنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهِداءِ وَالصَّلِحِينَ”

অর্থ ১ আর যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং রাসূলের কথা মানিয়া লইবে,
তখন এরূপ ব্যক্তিও তাহাদের সহিত থাকিবে যাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা
পুরুষ্কৃত করিয়াছেন।

অর্থাৎ, নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও নেক লোকগণ। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

— ১০৮ —
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: مِنْ أَشَدِ
أَمْتَنِي إِلَىْ حُبِّ نَاسٍ يَكُونُونَ بَعْدِي، يَوْمًا أَحْدَهُمْ لَوْزَانِي بِأَهْلِهِ
وَمَالِهِ۔ روایہ مسلم، باب فیض بود رؤبة النبی رف: ۷۱۴۵

১০৮. হ্যরত আবু হোরায়রা (রায়িহ) হইতে বর্ণিত আছে যে,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার
উস্মতের মধ্যে আমার প্রতি অধিক ভালবাসা পোষণকারী লোকদের মধ্যে
তাহারা (ও) রহিয়াছে, যাহারা আমার পরে আসিবে। তাহারা এই
আকাঙ্খা করিবে যে, হায় যদি তাহাদের আপন ঘরবাড়ী ধনসম্পদ
সবকিছু কোরবান করিয়া কোন প্রকারে আমাকে দেখিতে পাইত। (মুসলিম)

— ১০৯ —
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: فَضْلُّ
عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍ: أَغْطِيشُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَنُصْرِثُ بِالرُّغْبِ،
وَاحْلَقُ لَيَ الْمَفَانِمُ، وَجَعْلُتُ لَيَ الْأَرْضَ طَهُورًا وَمَسْجِدًا،

وارسلت إلى الحقّيّة، وتحمّل بي الّبيوْن . رواه سلم، باب

الساجد ومواضع الصلوة، رقم: ١١٦٧

১০৯. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমাকে ছয়টি কারণে অন্যান্য নবীদের উপর মর্যাদা দান করা হইয়াছে—

- (১) আমাকে ব্যাপক অর্থবোধক সংক্ষিপ্ত বাক্য দান করা হইয়াছে।
- (২) আমাকে ভীতি দ্বারা সাহায্য করা হইয়াছে। (আল্লাহ তায়ালা দুশ্মনদের অঙ্গে আমার ভীতি ও ভয় সৃষ্টি করিয়া দেন।)

(৩) গনীমতের মাল আমার জন্য হালাল করা হইয়াছে। (পূর্বেকার উম্মতের মধ্যে গনীমতের মালকে আগুন আসিয়া জ্বালাইয়া দিত।)

(৪) সমস্ত জমিনকে আমার জন্য মসজিদ অর্থাৎ নামায পড়ার স্থান বানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। (পূর্বেকার উম্মতগণের জন্য শুধু নির্দিষ্ট স্থানসমূহে এবাদত আদায় করা যাইত) আর সমস্ত জমিনের (মাটিকে) আমার জন্য পবিত্র করিয়া দেওয়া হইয়াছে। (তৈয়ার্মুমের দ্বারাও পবিত্রতা অর্জন করা যায়।)

(৫) সমগ্র সৃষ্টির জন্য আমাকে নবী বানাইয়া পাঠানো হইয়াছে। (আমার পূর্বেকার নবীদেরকে বিশেষভাবে তাহাদের কাওমের প্রতিই পাঠানো হইত।)

(৬) নবুয়ত ও রিসালাতের ধারাবাহিকতা আমার উপর শেষ করা হইয়াছে। অর্থাৎ এখন তাঁহার পর কোন নবী ও রসূল আসিবে না। (মুসলিম)

ফায়দা ৪: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ, ‘আমাকে ব্যাপক অর্থবোধক সংক্ষিপ্ত বাক্য দান করা হইয়াছে।’ ইহার অর্থ এই যে, সংক্ষিপ্ত শব্দ দ্বারা গঠিত ছোট বাক্যের মধ্যে ব্যাপক অর্থ বিদ্যমান থাকে।

١١٠- عَنْ عَرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ

فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّنَ.

(الحدث) رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخر جاه ووافقه

الذهبى ٤١٨/٢

১১০. হযরত ইরবাজ ইবনে সারিয়া (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, for this reason, آمیں راسوئل‌اللہ سے سالاہ‌اللہ اور واسالاہ‌اللہ کو এব়শাদ

করিতে শুনিয়াছি, নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহ তায়ালার বান্দা এবং শেষ
নবী। (মুসতাদুরাকে হাকেম)

۱۱۱- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إِنَّ مَثَلِي
وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَخْسَنَهُ وَاجْمَلَهُ إِلَّا
مَوْضِعَ لَبْنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطْوُفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ
وَيَقُولُونَ: هَلَا وَضَعَتْ هَذِهِ الْلَّبْنَةُ؟ قَالَ: فَإِنَّا اللَّبْنَةَ، وَإِنَّا خَاتَمُ
النَّبِيِّينَ. رواه البخاري، باب خاتم النبيين، رقم: ۲۰۲۵

۱۱۱. হ্যরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করেন যে, আমার এবং আমার পূর্ববর্তী
নবীগণের দ্রষ্টান্ত এমন, যেমন এক ব্যক্তি ঘর বানাইয়াছে, এবং উহার
মধ্যে সকল প্রকার কারুকার্য ও সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়াছে কিন্তু ঘরের কোন
এক কোণে একটি ইটের জায়গা খালি রাখিয়া দিয়াছে। এখন লোকেরা
ঘরের চারিদিকে ঘুরিয়া দেখে, ঘরের সৌন্দর্যের প্রশংসা করে, কিন্তু এই
কথাও বলে যে, এই জায়গায় একটি ইট কেন রাখা হইল না? সুতরাং
আমিই সেই ইট, এবং আমি শেষ নবী। (বোখারী)

۱۱۲- عن ابن عباس رضي الله عنهمَا قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا،
فَقَالَ: يَا عَلَامًا إِنِّي أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ، احْفَظْ الله يَحْفَظُكَ، احْفَظْ
الله تَجْدِه تَجَاهِلَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعْنَتْ فَانْسِعْنَ
بِاللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَمَّةَ لَوْ اجْتَمَعْتُ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ
يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَبِيَ الله لَكَ، وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ
يَضْرُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضْرُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَبِيَ الله عَلَيْكَ، رُفِعَتْ
الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحْفُ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح،
باب حديث حنظلة ، رقم: ۲۵۱

۱۱۲. হ্যরত ইবনে আবাস (রায়িঃ) বলেন, আমি একদিন (বাহনের
উপর) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে বসা ছিলাম।
তিনি এরশাদ করিলেন, হে বালক! আমি তোমাকে কয়েকটি (গুরুত্বপূর্ণ)
কথা শিক্ষা দিব। আল্লাহ তায়ালার (হৃকুমসমূহের) হেফাজত কর, আল্লাহ
তায়ালা তোমার হেফাজত করিবেন। আল্লাহ তায়ালার হক্সমূহের খেয়াল

কর, তাহাকে তোমার সম্মুখে পাইবে। (তাহার সাহায্য তোমার সঙ্গে থাকিবে) যখন চাহিবে তখন আল্লাহ তায়ালার নিকট চাহিবে। যখন সাহায্য চাহিবে তখন আল্লাহ তায়ালার (ই) নিকট চাহিবে। আর ইহা জনিয়া রাখ যে, সমস্ত উন্নত যদি একত্রিত হইয়া তোমার কোন উপকার করিতে চাহে তবে তাহারা তোমার ততটুকুই উপকার করিতে পারিবে যতটুকু আল্লাহ তায়ালা তোমার জন্য (তাকদীরে) লিখিয়া দিয়াছেন। আর যদি সকলে মিলিয়া তোমার ক্ষতি করিতে চাহে তবে ততটুকুই ক্ষতি করিতে পারিবে যতটুকু আল্লাহ তায়ালা তোমার (তাকদীরে) লিখিয়া দিয়াছেন। (তাকদীরের) কলম (দ্বারা সবকিছু লিখাইয়া উহা)কে উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে এবং (তাকদীরের) কাগজের কালি শুকাইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ তাকদীরের ফয়সালাসমূহের মধ্যে বিন্দু পরিমাণও পরিবর্তন সম্ভব নহে। (তিরমিয়ী)

١١٣- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةٌ، وَمَا بَلَغَ عَنِّي حَقِيقَةُ الْإِيمَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيْخُطَطْهُ وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيْصُنْيَةً.

ثقات، ورواه الطبراني في الأوسط، مجمع الروايات ٤٠٤

১১৩. হযরত আবু দারদা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, প্রত্যেক বস্তুর একটি হাকিকত আছে, কোন বাল্দা ততক্ষণ সৈমানের হাকিকত পর্যন্ত পৌছিতে পারিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার অস্তরে এইকুপ দৃঢ় বিশ্বাস না হইবে যে, যে সকল অবস্থা তাহার উপর আসিয়াছে, তাহা আসিতই। আর যে সকল অবস্থা তাহার উপর আসে নাই, উহা আসিতেই পারিত না।

(মুসনাদে আহমাদ, তাবরানী, মাজমাউয় যাওয়ায়েদ)

ফায়দা ৪: মানুষ যে সকল অবস্থার সম্মুখীন হয় সেই সম্পর্কে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিত যে, যাহা কিছু ঘটিয়াছে উহা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে ফয়সালাকৃত ছিল। আর জানা নাই যে, উহার মধ্যে আমার জন্য কি কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে। তাকদীরের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস মানুষের সৈমানের হেফাজত ও অমূলক ধারণা হইতে মুক্তিলাভের উপায়।

١١٤- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَبَقَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: كَبَّ اللَّهُ مَقَادِنَ الْخَلَقِ فَلَمَّا دَرَأَهُ

السُّوَّا وَالْأَرْضِ بِعَسْبِينَ الْفَ سَيِّدَ قَالَ وَعَرْشَةَ عَلَى

الماء، رواه مسلم، باب حجاج آدم وموسى صلى الله عليهما وسلم، رقم: ٦٧٤٨

১১৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রায়িঃ) বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তায়ালা জমিন ও আসমানকে সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে সমস্ত সৃষ্টির তাকদীরসমূহ লিখিয়া দিয়াছেন। তখন আল্লাহ তায়ালার আরশ পানির উপর ছিল। (মুসলিম)

١١٥- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَغَ إِلَى كُلِّ عَبْدٍ مِّنْ خَلْقِهِ مِنْ خَمْسٍ: مِنْ أَجْلِهِ وَعَمَلِهِ وَمَضْجِعِهِ وَأَثْرِهِ وَرَزْقِهِ。 رواه أسد ١٩٧

১১৫. হযরত আবু দারদা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক বান্দার পাঁচটি বিষয় লিখিয়া অবসর হইয়া গিয়াছেন—তাহার মৃত্যুর সময়, তাহার (ভালমন্দ) আমল, তাহার দাফন হওয়ার স্থান, তাহার বয়স ও তাহার রিযিক। (মুসনাদে আহমাদ)

١١٦- عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعْبَنَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا يُؤْمِنُ الْمَرْءُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرٌ وَشَرٌّ。 رواه أسد ١٨١

১১৬. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মোমিন হইতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত যাবতীয় ভালমন্দ তাকদীরের উপর এই ঈমান না রাখিবে যে, উহা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে হইয়াছে। (মুসনাদে আহমাদ)

١١٧- عَنْ عَلَيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعَ: يَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَعْشَنِي بِالْحَقِّ، وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ، وَيُؤْمِنُ بِالْبَعْثَ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَيُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ。 رواه الترمذি، باب ما جاء أن الإيمان بالقدر رقم: ٢١٤٥

১১৭. হযরত আলী (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন কোন বান্দা মোমিন

হইতে পারে না, যতক্ষণ প্রয়োজন চারটি বিষয়ের প্রতি ঈমান না আনিবে।
 (১) এই কথার সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোন সত্তা এবাদত
 ও বন্দেগীর উপরুক্ত নাই, আর আমি (মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
 ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তায়ালার রসূল। তিনি আমাকে হক দিয়া
 পাঠাইয়াছেন। (২) মৃত্যুর উপর ঈমান আনিবে। (৩) মৃত্যুর পর পুনরায়
 জীবিত হওয়ার উপর ঈমান আনিবে। (৪) তাকদীরের উপর ঈমান
 আনিবে। (তিরিয়ী)

عَنْ أَبِي حَفْصَةَ رَحْمَةَ اللَّهِ قَالَ: قَالَ عَبَادَةُ بْنُ الصَّابِئِ لِأَبْنَى:
 يَا بَنِي! إِنَّكُمْ لَنْ تَجِدُ طَغْمَ حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ حَتَّى تَعْلَمُ أَنَّ مَا أَصَابَكُمْ
 لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِلَكُمْ وَمَا أَخْطَلَكُمْ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكُمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ
 اللَّهِ يَقُولُ: إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْقَلْمَنْ فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ
 فَقَالَ: رَبِّ وَمَاذَا أَنْتَ؟ قَالَ: أَنْتَ مَقَادِيرُ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقْرُمَ
 السَّاعَةَ، يَا بَنِي! إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: مَنْ مَاتَ عَلَى
 غَيْرِ هَذَا فَلَنْ يُمْتَنَّ. رواه أبو داود، باب في القدر، رقم: ٤٧٠.

১১৮. হ্যরত আবু হাফসা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, হ্যরত উবাদাহ ইবনে সামেত (রায়ঃ) নিজের ছেলেকে বলিলেন, হে আমার ছেলে ! তোমার প্রকৃত ঈমানের স্বাদ কখনও হাসিল হইবে না যতক্ষণ তুমি এই একীন না করিবে যে, যে সকল অবস্থা তোমার উপর আসিয়াছে উহা হইতে তুমি কখনও বাঁচিতে পারিতে না। আর যাহা তোমার উপর আসে নাই উহা কখনও তোমার উপর আসিতেই পারিত না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, উহা হইল কলম। অতএব উহাকে আদেশ করিলেন, লিখ। তখন উহা আরজ করিল, প্রওয়ারদিগার, কি লিখিব ? এরশাদ হইল, কেয়ামত পর্যন্ত যে জিনিসের জন্য যাহা কিছু নির্ধারণ করা হইয়াছে উহা সমস্ত লিখ।

হ্যরত উবাদা ইবনে সামেত (রায়ঃ) বলিলেন, হে আমার ছেলে ! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি এই বিশ্বাস ব্যতীত অন্য কোন বিশ্বাসের উপর মৃত্যুরণ করিবে আমার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। (আবু দাউদ)

- ١١٩ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: وَعَلَى اللَّهِ
بِالرَّحْمَمِ مَلْكًا فَيَقُولُ: أَنِي رَبٌ نُطْفَةٌ، أَنِي رَبٌ عَلْقَةٌ، أَنِي رَبٌ
مُضْغَةٌ، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَقْعِضَ خَلْقَهَا، قَالَ: أَنِي رَبٌ ذَكَرٌ أَمْ
أَنْثى؟ أَشَقِّي أَمْ سَعِيدٌ؟ فَمَا الرِّزْقُ؟ فَمَا الْأَجَلُ؟ فَيَكْتُبُ كَذَلِكَ فِي
بَعْنَ أَمِهِ، رواه البخاري، كتاب القدر، رقم: ٦٩٥

১১৯. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা বাচ্চাদানীর উপর একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। সে উহা আরজ করিতে থাকে, হে আমার পরওয়ারদিগার ! ইহা এখন বীর্য আকারে আছে। হে আমার পরওয়ারদিগার ! ইহা এখন জমাট রক্ত আকারে আছে। হে আমার পরওয়ারদিগার ! ইহা এখন মাংসপিণ্ড আকারে আছে। (আল্লাহ তায়ালা সবকিছু জানেন, ইহা সম্মত ফেরেশতা আল্লাহ তায়ালাকে বাচ্চার বিভিন্ন পরিবর্তিত অবস্থা জানাইতে থাকে) অতঃপর যখন আল্লাহ তায়ালা তাহাকে সৃষ্টি করিতে চাহেন তখন ফেরেশতা জিজ্ঞাসা করে, তাহার সম্পর্কে কি লিখিব ? ছেলে অথবা মেয়ে ? বদবখত অথবা নেকবখত ? রিযিক কি হইবে ? বয়স কি পরিমাণ হইবে ? সুতরাং সমস্ত বিষয় বিস্তারিতভাবে তখনই লিখিয়া লওয়া হয় যখন সে মাত্রভেত থাকে। (বোধারী)

- ١٢٠ - عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ عَظَمَ
الْجَزَاءَ مَعَ عَظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ
رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سُخطَ فَلَهُ السُّخْطُ. رواه الترمذى وقال: هذا
حدث حسن غريب، باب ما جاء في الصبر على البلاء، رقم: ٢٣٩٦

১২০. হযরত আনাস (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, পরীক্ষা যত কঠোর হয় উহার পূর্ম্মকারও তত বড় আকারে পাওয়া যায়। আর আল্লাহ তায়ালা যখন কোন জাতিকে ভালবাসেন তখন তাহাদিগকে পরীক্ষা করেন। সুতরাং যাহারা ঐ পরীক্ষার ব্যাপারে সন্তুষ্ট রহিল আল্লাহ তায়ালা ও তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া যান। আর যাহারা অসন্তুষ্ট হইল আল্লাহ তায়ালা ও তাহাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া যান (তিরিয়া)

١٢١ - عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي ﷺ قالت: سأله رسول الله ﷺ عن الطاغوون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحد يقع الطاغوون فيمكث في بيته صابراً محتسباً يعلم أنه لا يصيغه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل آخر شهيد. رواه البخاري، كتاب أحاديث

১২১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হযরত আয়েশা (রায়িৎ) বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্লেগ রোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি এরশাদ করিলেন, ইহা আল্লাহ তায়ালার একটি আজাব, যাহার উপর ইচ্ছা হয় নায়িল করেন। (কিন্তু) উহাকেই আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের জন্য রহমত বানাইয়া দিয়াছেন। যদি কোন ব্যক্তির এলাকায় প্লেগ মহামারী আকারে ছড়াইয়া পড়ে এবং সেই ব্যক্তি দৈর্ঘ্য সহকারে সওয়াবের আশায় নিজের এলাকায় অবস্থান করে এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, উহাই হইবে যাহা আল্লাহ তায়ালা তাকদীরে রাখিয়াছেন (অতঃপর তাকদীরের ফয়সালা অনুযায়ী মহামারীতে আক্রান্ত হইয়া উহাতে তাহার মত্তু হইয়া যায়)। তবে সে শহীদের সমান সওয়াব পাইবে। (বোধারী)

ফায়দা : শরীয়তের ত্রুটি এই যে, প্লেগ আক্রান্ত এলাকা হইতে পলায়ন না করা। এই কারণে হাদীস শরীফের মধ্যে সওয়াবের আশায় অবস্থান করিতে বলা হইয়াছে। (ফাতহল বারী)

١٢٢ - عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله ﷺ وأنا ابن ثمان سنتين خدمته عشر سنتين فما لامني على شيء قط أتى فيه على يدي فلأن لامني لآتيم من أهليه قال: دعوه فإنه لو قضى شيء كان. مصاييع السنة للبغوي وعده من الحسان ٥٧

১২২. হযরত আনাস (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, আমি আট বৎসর বয়স হইতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করিতে শুরু করি এবং দশ বৎসর পর্যন্ত খেদমত করিয়াছি (এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে) যখনই আমার হাতে কোন ক্ষতি হইয়াছে, তখন তিনি আমাকে কথন ও উহার কারণে তিরস্কার করেন নাই। তাহার পরিবারের লোকদের

মধ্য হইতে কথনও কেহ যদি: কিছু বলিয়াছেন ও তখন তিনি বলিয়া দিয়াছেন, বাদ দাও (কিছু বলিও না)। কেননা যদি কোন ক্ষতি হওয়া তাকদীরের ফয়সালা হয় তবে উহা হইয়াই থাকে। (মাসাবীহুস সুন্নাহ)

১২৩- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

كُلُّ شَيْءٍ بِقُدْرٍ، حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ. رواه مسلم، باب كل شيء بقدر،

১৭০: رقم

১২৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সবকিছু তাকদীরে লেখা হইয়া গিয়াছে। এমনকি (মানুষের) বুদ্ধিহীন ও অক্ষম হওয়া, চালাক ও বুদ্ধিমান হওয়াও তাকদীর দ্বারাই নির্ধারিত। (মুসলিম)

১২৩- عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الْمُؤْمِنُ
الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَاحْبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُسْلِمِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٍ،
أَخْرَصَ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَأَسْبَغَ عَلَى اللَّهِ، وَلَا تَعْجِزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ
شَيْءٌ فَلَا تَقْلِنْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ قَدْرُ اللَّهِ،
وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنْ لَوْ تَفْتَحْ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. رواه مسلم، باب الإيمان

১৭৪: رقم

১২৪. হযরত আবু হোরায়রা (রাযঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিন হইতে উত্তম এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট অধিক প্রিয়। আর ইহা ছাড়াও প্রত্যেক মুমিনের মধ্যে কল্যাণ রহিয়াছে। (স্মরণ রাখিও) যে জিনিস তোমার জন্য উপকারী উহার আগ্রহ কর, এবং উহার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর, এবং হিম্মত হারাইও না। আর যদি তোমার কোন ক্ষতি হইয়া যায় তখন ইহা বলিও না যে, যদি আমি এইরূপ করিতাম তবে এমন হইত, এমন হইত। বরং বল যে, আল্লাহ তায়ালার ফয়সালা এমনই ছিল, এবং তিনি যেমন চাহিয়াছেন করিয়াছেন। কেননা ‘যদি’ (শব্দটি) শয়তানের কাজের দরজা খুলিয়া দেয়। (মুসলিম)

ফায়দা ৪: ‘যদি আমি এমন করিতাম তবে এমন হইত, এমন হইত’ মানুষের জন্য এই ধরনের কথা বলা ঐ সময় নিষেধ যখন ঐরূপ বাক্য দ্বারা তাকদীরের সাহিত মোকাবলা করা এবং নিজের চেষ্টা তদবীরের উপর

for more books <https://youtube.com/alamin5g>

তরসা করা উদ্দেশ্য হয় এবং তাকদীরকে অবিশ্বাস করা/আকীদা হয়।
কেননা তখন শয়তানের জন্য তাকদীর হইতে বিশ্বাস হটানোর সুযোগ
মিলিয়া যায়। (মোষাহেরে হক)

١٢٥ - عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: إِلَّا وَإِنَّ
الرُّوحَ الْأَمِينَ نَفَخَ فِي رُوْعَى اللَّهِ لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تَمُوتُ حَتَّى
تَسْتَوِي رِزْقُهَا، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاجْبِلُوا فِي الْطَّلْبِ وَلَا يَخْمَلْنَكُمْ
إِسْبِيَاطُ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوا بِمَعَاصِي اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَذْرُكُ مَا عِنْدَ اللَّهِ
إِلَّا بِطَاعَتِهِ۔ (وهو طرف من الحديث) شرح السنة للبغوي ١٤٠٥/٣٠، قال
المحدث: رجال ثقات وهو مرسل

১২৫. হযরত ইবনে মাসউদ (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জিবরাইল
(আঃ) (আল্লাহ তায়ালার লুকুমে) আমার অস্তরে এই কথা ঢালিয়াছেন,
যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি নিজের (তাকদীরে নির্ধারিত) রিযিক পুরা না
করিবে কখনও মরিতে পারে না। সুতরাং আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করিতে
থাক এবং রিযিক হাসিল করার ব্যাপারে সৎপথ অবলম্বন কর। রিযিকের
বিলম্ব যেন তোমাকে আল্লাহ তায়ালার নাফরমানীর সহিত রিযিকের
তালাশে লাগাইয়া না দেয়। কেননা তোমার রিযিক আল্লাহ তায়ালার
আয়ত্তে রহিয়াছে, আর যে জিনিস তাহার আয়ত্তে রহিয়াছে উহু শুধু
তাহারই আনুগত্যের মাধ্যমে হাসিল করা যাইতে পারে। (শারহস সুন্নাহ)

١٢٦ - عن عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ
فَقَالَ الْمَفْضُى عَلَيْهِ لَمَّا أَذْبَرَ: حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، فَقَالَ
النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَلُومُ عَلَى الْعَذْرِ وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ
فِإِذَا غَلَبْتَ أَمْرَ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔ رواه أبو داود، باب
الرجل يحلف على حفده، رقم: ٣٦٢٧

১২৬. হযরত আউফ ইবনে মালেক (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ব্যক্তির মাঝে ফয়সালা
করিলেন, যাহার বিপক্ষে ফয়সালা হইয়াছিল, সে যখন ফিরিয়া যাইতেছিল
তখন (আক্ষেপের সহিত) বলিল—

حَسْبِ اللَّهِ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

(আল্লাহ তায়ালাই আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনি অতি উন্নত ব্যবস্থাকারী।) ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আল্লাহ তায়ালা উন্নত পদ্ধায় চেষ্টা তদবীর না করার কারণে তিরস্কার করেন। এইজন্য সবসময় প্রথমে নিজের যাবতীয় বিষয়ে বিচক্ষণতা অবলম্বন কর। যদি তারপরও অবস্থা বিপরীত হইয়া যায় তখন حَسْبِ اللَّهِ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ পড়। (এবং উহা দ্বারা অন্তরে সাম্ভূত লাভ কর যে, আল্লাহ তায়ালাই আমার জন্য যথেষ্ট, আর তিনিই এই অবস্থায় আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ করিয়া দিবেন।) (আবু দাউদ)

মৃত্যুর পর আগত অবস্থাসমূহের প্রতি ঈমান

কুরআনের আয়াত

فَاللَّهُ تَعَالَى : {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِذْ قُوْرَبْتُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ
غَيْظِيمٌ ☆ يَوْمَ تَرُؤُنَهَا تَدْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمًا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ
ذَاتٍ حَمْلَلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكْرًا وَمَا هُمْ بِسُكْرٍ وَلَكِنْ
عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ} (الْعِجْلَةِ: ١٠١)

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—হে লোকসকল, স্বীয় প্রতিপালককে ভয় কর, নিঃসন্দেহে কেয়ামতের কম্পন বড় ভয়ানক হইবে। যেদিন তোমরা এই কম্পনকে দেখিবে সেদিন এমন অবস্থা হইবে যে, সমস্ত স্তন্যদানকারিণী নারীগণ আপন স্তন্যপায়ী সন্তানদেরকে ভয়ের কারণে ভুলিয়া যাইবে, এবং সমস্ত গর্ভবতী নারীগণ তাহাদের গর্ভপাত করিয়া ফেলিবে। আর লোকদেরকে নেশাগ্রস্তের ন্যায় দেখা যাইবে অথচ তাহারা নেশাগ্রস্ত হইবে না বরং আল্লাহ তায়ালার আধাবই বড় কঠিন (যে কারণে তাহাদিগকে আত্মহারা বিহ্বল মনে হইবে।) (সূরা হজ্জ ১-২)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿وَلَا يُسْنَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ☆ يُبَصِّرُونَهُمْ بَوْدٌ
الْمُجْرُمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمَئِذٍ بَيْنَهُ ☆ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخْيَهِ ☆
وَلَصِيقَتِهِ الَّتِي تَنْوِيهٌ ☆ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا لَمْ يَنْجِيَهُ ☆
كُلًا﴾ [الساج: ١٠-١٠]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,— ঐদিন অর্থাৎ কেয়ামতের দিন কোন বন্ধু কোন বন্ধুর খোঁজ লইবে না, অথচ তাহাদের একে অপরকে দেখাইয়া দেওয়া হইবে অর্থাৎ একজন অন্যজনকে দেখিতে পাইবে। সেইদিন অপরাধী এই আকাংখা করিবে যে, আয়াব হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য নিজের পুত্রদিগকে, স্ত্রীকে, ভাইকে, এবং আত্মীয় স্বজনদেরকে যাহাদের মধ্যে সে বসবাস করিত, আর সমস্ত জমিনবাসীদেরকে, নিজের মুক্তিপথ স্বরূপ দিয়া দেয় আর নিজেকে মুক্ত করিয়া লয়। ইহা কখনও হইবে না।

(সূরা মাআরেজ ১০-১৫)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿وَلَا تَخْسِنَ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ☆ إِنَّمَا
يُؤَخْرُجُهُمْ لِيَوْمٍ تَشَاهِضُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ☆ مُهْطَعِينَ مُغْنَمِينَ رُءُوسُهُمْ لَا
يَرَنُّونَ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ☆ وَأَنْذَلْتُهُمْ هُوَ أَعْلَمُ﴾ [إبراهيم: ٤٣، ٤٤]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,— এই সকল অত্যাচারী লোকেরা যাহা কিছু করিতেছে উহা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালাকে (তৎক্ষণাত্ত পাকড়াও না করার কারণে) কখনও বেখবর মনে করিও না। কেননা তাহাদেরকে আল্লাহ তায়ালা ঐদিন পর্যন্ত অবকাশ দিয়া রাখিয়াছেন, যেইদিন ভয়ের কারণে তাহাদের চক্ষুসমূহ বিফ্ফারিত হইয়া থাকিবে, এবং তাহারা হিসাবের স্থানের দিকে আপন মস্তক উর্ধবমুখী করিয়া দৌড়াইয়া যাইতে থাকিবে। তাহাদের চক্ষুসমূহ এইরূপ স্থির হইয়া যাইবে যে, পলক পড়িবে না এবং তাহাদের অস্তরসমূহ একেবারেই দিশাহারা হইবে। (সূরা ইবরাহীম ৪২)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ☆ فَمَنْ ثَقَلَ مَوَازِينَهُ فَأُولَئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ ☆ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينَهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا ☆
أَنْفَسُهُمْ بِمَا كَانُوا بِأَيْمَانِهَا يَظْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ٩٠، ٨]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,— এবং সেইদিন আমলের ওজন একটি বাস্তব সত্য। অতঃপর যেই ব্যক্তির পাল্লা ভারী হইবে সেই ব্যক্তিই সফলকাম হইবে আর যাহাদের ঈমান ও আমলের পাল্লা হালকা হইবে

ইহুবাই হইবে যাহারা নিজাদের ক্ষতি করিয়াছে, যেহেতু তাহারা আমাদের আয়াতসমূহকে অঙ্গীকার করিত। (সূরা আরাফ, ৮-৯)

وَقَالَ تَعَالَى : هُجِنْتُ عَذْنَ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤَةٍ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ☆ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَرَقَ طَإَنْ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ☆ إِنَّ الَّذِي أَهْلَنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمْسِنَا فِيهَا نَصْبٌ وَلَا يَمْسِنَا فِيهَا لَغْوَبٌ)

[فاطর: ۳۰-۳۲]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,— (উন্নম আমলকারীদের জন্য) জান্নাতের মধ্যে চিরস্থায়ী বসবাসের জন্য বাগানসমূহ হইবে। উহার মধ্যে তাহারা প্রবেশ করিবে, এবং তাহাদেরকে সোনার বালা ও মুজা পরানো হইবে আর তাহাদের পোশাক হইবে রেশমের, আর তাহারা ঐ সকল বাগানে প্রবেশ করিয়া বলিবে যে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি চিরদিনের জন্য আমাদের সকল প্রকার দুঃখকষ্ট দূর করিয়া দিয়াছেন। নিঃসন্দেহে আমাদের প্রতিপালক বড় ক্ষমাশীল ও অত্যন্ত গুণগ্রাহী। যিনি আমাদেরকে চিরস্থায়ী বাসস্থানে দাখেল করিয়াছেন ; যেখানে না কোন প্রকার কষ্ট আমাদেরকে স্পর্শ করে আর না কোন ক্লান্তি স্পর্শ করে।

(সূরা ফাতের ৩৩-৩৫)

وَقَالَ تَعَالَى : هَإِنَّ الْمُتَفَقِّينَ فِي مَقَامِ أَمِينٍ ☆ فِي جَنَّتٍ وَعَيْنٍ ☆
يَلْبِسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتِرَقَ مُتَقْبِلِينَ ☆ كَذَلِكَ طَإَنْ وَزُوْجِنَهُمْ
بِحُجْرَ عِينٍ ☆ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ أَمِينٍ ☆ لَا يَدْعُونَ فِيهَا
الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةِ الْأَوَّلِيِّ وَوَقْتُهُمْ عَذَابُ الْجَحِيْمِ ☆ فَضْلًا مِنْ
رِبِّكَ طَإَلْكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) (الدعا: ৫১-৫৭)

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—নিঃসন্দেহে যাহারা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে তাহারা সম্পূর্ণ নিরাপদ স্থানে থাকিবে। অর্থাৎ বাগান ও ঝর্ণাসমূহের মধ্যে। তাহারা পাতলা ও পুরু রেশম পরিহিত অবস্থায় পরম্পর সামনাসামনি বসা থাকিবে। এই সকল ঘটনা যেমন বর্ণনা করা হইয়াছে তেমনি হইবে। আর আমরা তাহাদের বিবাহ সুন্দর ও ডাগর চক্রবিশিষ্ট ছরদের সহিত করাইয়া দিব। সেখানে তাহারা নিশ্চিন্ত মনে সকল প্রকার ফলফলাদি তলে করিবে। তথায় তাহারা সেই মতু ব্যক্তিতে g

যাহা মুন্তিয়াতে আসিয়াছিল দ্বিতীয়বার কোন মৃত্যু আষাঢ় করিবে না।
আর আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে দোয়খের আয়াব হইতে হেফাজত
করিবেন। এই সবকিছুই তাহারা আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহে
পাইয়াছে। ইহাই বড় সফলতা। (সুরা দেখান ৫১-৫৭)

وَقَالَ تَعَالَى: هُوَ الْأَبْرَارُ يَشْرِبُونَ مِنْ كَانِيْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا
كَافُورًا ☆ عَيْنًا يُشَرِّبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ☆ يُؤْفَوْنَ
بِالثُّلُرِ وَيُخَاهِفُونَ يَوْمًا كَانَ شَرَهُ مُسْتَطِرًا ☆ وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ
عَلَى حُبَّهِ مِنْ كِبِيْنَا وَيَقِيمُوا وَإِيمَرًا ☆ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا
نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ☆ إِنَّا نَحْفَفُ مِنْ رِبَّنَا يَوْمًا غَبُوْنَا
فَمُطْرِقِرًا ☆ فَوَقَهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَهُمْ نَصْرَةً وَمُرْوَرًا ☆
وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ☆ مُتَكَبِّنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَافِيكِ لَا
يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهِرِيرًا ☆ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ خَلَلُهَا وَذَلِكَ
فَطُوقُهَا تَذَلِّلًا ☆ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِالْيَمِيْةِ مِنْ فَضْيَةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ
قَوَارِيرًا ☆ قَوَارِيرًا مِنْ فَضْيَةٍ قَنْدُرُوهَا قَبِيْرًا ☆ وَيَسْقُونَ فِيهَا كَانَسًا
كَانَ مِزَاجُهَا رَنْجِيْلًا ☆ عَيْنًا فِيهَا تَسْمُى سَلْسِيلًا ☆ وَيَطُوفُ
عَلَيْهِمْ وَلَدَانٌ مُخْلَدُونَ ☆ إِذَا رَأَيْتُمْ حَسِبَتُمْ لَوْلَوْا مُنْتَوْرًا ☆ وَإِذَا
رَأَيْتُمْ لَمْ رَأَيْتَ نَعِيْمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ☆ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُندُسٌ خَضْرَ
وَأَسْتَرْقَ وَحْلُوْ آسَاوِرٌ مِنْ فَضْيَةٍ وَسَقْهُمْ رَبِّهِمْ شَرَابًا طَهْوَرًا ☆
إِنْ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ☆ (الدهر: ১২১-৫)

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—নিঃসন্দেহে নেক লোকেরা এমন
পেয়ালায় শরাব পান করিবে যাহাতে কাফুর মিশ্রিত থাকিবে। উহা এমন
একটি ঝর্ণা যাহা হইতে আল্লাহ তায়ালার খাস বান্দাগণ পান করিবেন,
এবং সেই ঝর্ণাকে ঐ সকল খাস বান্দাগণ যেইদিকে ইচ্ছা প্রবাহিত করিয়া
লইয়া যাইবেন। ইহারা ঐ সমস্ত লোক যাহারা জরুরী আমলসমূহকে
এখলাসের সহিত পুরা করে। এবং তাহারা এমন দিনকে ভয় করে যাহার
ভয়াবহতার প্রভাব কমবেশী সকলের উপর পড়িবে। আর তাহারা আল্লাহ
তায়ালার মহব্বতে গরীব, এতীম ও কয়েদীদেরকে আহার করায় এবং
তাহারা এরূপ বলে যে, আমরা: (তো) তোমাদেরকে শুধু আল্লাহ তায়ালার

সন্দৰ্ভের জন্যে আহার করাই আমরা না তোমাদের নিকট হইতে কোন প্রতিদান চাই আর না কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, আর আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে ঐদিন সম্পর্কে ভয় করি যেইদিন অত্যন্ত তিক্ত ও অত্যন্ত কঠিন হইবে। তবে আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে সেই আনুগত্য ও এখলাসের ব্যবক্তে ঐদিনের কঠোরতা হইতে রক্ষা করিবেন। এবং তাহাদেরকে সজীবতা ও আনন্দ দান করিবেন। এবং তাহাদেরকে দ্বিনের উপর দৃঢ়তার বিনিময়ে জামাত এবং রেশমী পোশাক দান করিবেন, সেখানে তাহাদের অবস্থা এইরূপ হইবে যে, জামাতের মধ্যে সিংহাসনে হেলান দিয়া বসিয়া থাকিবে। আর জামাতে না রৌদ্রের তাপ দেখিতে পাইবে আর না শীতের প্রচণ্ডতা, (বরং আনন্দদায়ক মধ্যম ধরনের আবহাওয়া হইবে) জামাতের বক্ষের ছায়াসমূহ তাহাদের উপর ঝুকিয়া থাকিবে। আর উহার ফলসমূহ তাহাদের ইচ্ছাধীন করিয়া দেওয়া হইবে, অর্থাৎ সর্বদা বিনা পরিশ্রমে ফল লইতে পারিবে, তাহাদেরকে ঘিরিয়া রৌপ্যপাত্র ও কাঁচের পেয়ালাসমূহের পানচক্র চলিতে থাকিবে, আর কাঁচসমূহও রৌপ্যনির্মিত হইবে। অর্থাৎ স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন হইবে। যাহাকে পূর্ণকারীগণ যথোপযুক্ত পরিমাণে পূর্ণ করিবে। আর তাহাদেরকে সেখানে এমন শরাবও পান করানো হইবে যাহার মধ্যে শুষ্ক আদ্রকের সংমিশ্রণ হইবে। উহার ঝর্ণা জামাতের মধ্যে সালসাবিল নামে প্রসিদ্ধ হইবে। আর তাহাদের নিকট এই সকল জিনিস লইয়া এমন বালকরা আনাগোনা করিবে যাহারা চির বালকই থাকিবে। আর এই সকল বালকরা এত সুশ্রী হইবে যে, তোমরা তাহাদিগকে ছড়ানো মুক্ত মনে করিবে। আর যখন তোমরা সেখানে দেখিবে তখন প্রচুর নেয়ামতসমূহ এবং বিশাল রাজত্ব দেখিতে পাইবে। আর সেই জামাতবাসীদের পরনে সবুজ রংএর মিহিন ও মোটা রেশমের পোশাক হইবে। এবং তাহাদেরকে রূপার বালা পরানো হইবে। তাহাদেরকে স্বয়ং তাহাদের প্রতিপালক পবিত্র শরাব পান করাইবেন। জামাতবাসীদের বলা হইবে যে, এই সকল নেয়ামতসমূহ তোমাদের নেক আমলের প্রতিদান স্বরূপ দেওয়া হইয়াছে এবং তোমাদের চেষ্টা ও মেহনত করুল হইয়াছে।

(সূরা দাহর ৫-২২)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَصْحِبُ الْيَمِينِ﴾ مَا أَصْحِبُ الْيَمِينِ فِي سِنِيرِ
مَخْضُودٍ ﴿وَطَلْحَ مَنْضُودٍ﴾ وَظَلْمٌ مَنْذُوذٌ ﴿وَمَاءٌ مَسْكُوبٌ﴾
وَفَاكِهَةٌ كَنْفَرٌ لَا مَفْطُوعَةٌ وَلَا مَنْتُوعَةٌ وَفَرِشٌ مَرْفُوعَةٌ أَنَّا

أَنْشَانُهُنَّ إِنْسَاءٌ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ☆ عُرُبًا أَتْرَابًا لَا ضَبْ
الْبَيْنِينَ ☆ تُلْهَةٌ مِّنَ الْأَوْلَىنَ ☆ وَتُلْهَةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿٤٠-٤٧﴾ [الواقعة]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—আর ডানদিকের লোকেরা, কতই না উত্তম ডান দিকের লোকেরা। (অর্থাৎ ঐ সমস্ত লোক যাহাদের আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হইবে এবং তাহাদের জন্য জামাতের ফয়সালা হইবে।) তাহারা এমন বাগানসমূহের মধ্যে থাকিবে যাহার মধ্যে কাঁটাবিহীন কুল হইবে, ঐ বাগানের গাছসমূহে থরে থরে কলা লাগিয়া থাকিবে। আর ঐ বাগানসমূহের মধ্যে সুবিস্তৃত ছায়া থাকিবে। প্রবাহমান পানি থাকিবে, প্রচুর ফলফলাদি থাকিবে। না উহাদের মৌসুম কখনও শেষ হইবে আর না উহাদের খাওয়ার ব্যাপারে কোন বাধা নিষেধ থাকিবে। আর ঐ সকল বাগানে উচু উচু বিছানা হইবে। আমি জামাতের মহিলাদেরকে বিশেষরূপে সৃষ্টি করিয়াছি। তাহারা চিরকুমারী থাকিবে, স্বামীদের প্রিয়পাত্রী ও জামাতবাসীদের সমবয়সী হইবে। এই সকল নেয়ামত ডান দিক ও যালাদের জন্য। আর তাহাদের একটি বড় দল পূর্ববর্তী লোকদের মধ্য হইতে হইবে, আর একটি বড় দল পরবর্তী লোকদের মধ্য হইতে হইবে।

(সূরা ওয়াকেয়া, ২৭-৪০)

ফায়দা : পূর্ববর্তী লোকদের বলিতে পূর্ববর্তী উম্মতের লোকেরা এবং পরবর্তী লোকদের বলিতে এই উম্মতের লোকদের বুঝানো হইয়াছে।

(বায়ানুল কুরআন)

وَقَالَ تَعَالَى: هُوَلَكُمْ فِيهَا مَا نَشَاءُنَّ أَنْفُسَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ☆ فَنُرَّلَا مِنْ غَفْرَرِ رُحْبِنِ ☆ [رجم الحدة: ٣٢-٣١]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—এবং জামাতে তোমাদের জন্য এমন প্রত্যেক জিনিস রহিয়াছে যাহা তোমাদের মন চাহিবে এবং আর তোমরা সেখানে যাহা চাহিবে পাইবে। এই সবকিছু ঐ সন্তার পক্ষ হইতে মেহমানদারী স্বরূপ হইবে, যিনি পরম ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

(সূরা হাম্মাম সিজদা, ৩১-৩২)

وَقَالَ تَعَالَى: هُوَإِنَّ لِلْطَّفَلِينَ لَشَرٌّ مَّا بِهِ ☆ جَهَنَّمُ هُوَ يَضْلُلُنَّهُمْ فَبَنِسَ الْمَهَادِهُ ☆ هَذَا فَلَيَدُوْفُهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ☆ وَأَغْرِيَ مِنْ هَنْكَلَةٍ

أَذْوَاجٌ ﴿٥٨-٥٥﴾ [ص: ٥٥-٥٨]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—এবং নিঃসন্দেহে অবাধ্যদের জন্য

রহিয়াছে অত্যন্ত মুল্দ ঠিকানা, অর্থাৎ দোষখ যাহাতে তাহারা প্রবেশ করিবে, উহা কতই না নিকৃষ্ট স্থান। ইহাতে ফুটস্ট পানি এবং পুঁজ (মওজুদ) রহিয়াছে। তাহারা ইহার স্বাদ গ্রহণ করুক, আর উহা ব্যতীত অনুরূপ আরও বিভিন্ন প্রকার অপচন্দনীয় বস্তুসমূহ রহিয়াছে। (উহার স্বাদও গ্রহণ করুক) (সূরা সোয়াদ, ৫৫-৫৮)

**وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَدِّبُونَ ﴾ إِنْطَلِقُوا إِلَى
ظِلَّ ذِي ثَلَاثٍ شَعْبٌ لَا ظَلَمٌ وَلَا يَعْنِي مِنَ الْهَبِ ﴿إِنَّهَا تَرْمِيَ
بِشَرَرِ كَالْفَضْرِ ﴾ كَانَهُ جَمْلَتْ صُفْرٍ﴾ (المرسل: ۲۲-۲۹)**

আল্লাহতায়ালা জাহানামীদেরকে বলিবেন,—তোমরা চলো এই আয়াবের দিকে যাহাকে তোমরা অঙ্গীকার করিতে, (উহাতে একটি শাস্তি এই হইবে যাহা এই ইকুমে বলা হইয়াছে) একটি শামিয়ানার দিকে চল যাহার তিনটি শাখা আছে, যাহাতে না (শীতল) ছায়া আছে। আর না উহা উত্তাপ হইতে রক্ষা করে (এই শামিয়ানার অর্থ দোষখ হইতে নির্গত এক প্রকার ধূম্রজাল। কেননা উহা প্রচুর পরিমাণে নির্গত হইবে, অতএব উপরে উঠিয়া ফাটিয়া তিনি খণ্ডে বিভক্ত হইয়া যাইবে।) সেই আগুন এমন অঙ্গার বর্ষণ করিবে (যাহা উধৰে উঠিয়া বিরাট আকারের কারণে এমন হইবে যেন) বড় বড় অট্টালিকা। অতঃপর যখন উহা জমিনে পতিত হইবে উহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড হইয়া এমন হইবে) যেমন কালো কালো উট। (সূরা মুরসালাত)

**وَقَالَ تَعَالَى: ﴿هُلَّمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظَلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظَلَلٌ
ذِلِّكَ يَعْرِفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَةً بِنَعِيَادٍ فَأَتُقْرَنُ﴾ (المرسل: ۳۱-۳۲)**

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—আগুন এই সকল জাহানামীদেরকে উপর হইতেও বেষ্টন করিয়া রাখিবে, এবং নীচ হইতেও বেষ্টন করিয়া রাখিবে। ইহাই সেই আয়াব যাহা হইতে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বান্দাদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন। হে আমার বান্দারা ! আমাকে ভয় করিতে থাক।

(সূরা যুমার ১৬)

**وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ شَجَرَتَ الرِّزْقُومَ ﴾ طَعَامُ الْأَنْجِيمَ ﴾ كَالْمُهْلِ
يَغْلِي فِي الْبَطْوَنَ ﴾ كَفْلِي الْحَمِيمَ ﴾ خَلْوَةُ فَاغْبِلُوَةٌ إِلَى سَوَاءِ
الْجَحِيمِ ﴾ قُمْ صَبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ﴾ ذَقِّ إِنَّكَ
آتَيْتَ الْعَزِيزَ الْكَرِيمَ ﴾ إِنِّي هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمَرَّزُونَ﴾ (الدّخْن: ۱۰-۱۴)**

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—নিঃসন্দেহে জাহানামের মধ্যে বড় গুনাহগরদের জন্য খাদ্যস্বরূপ যাকুমের গাছ রহিয়াছে। আর উহা দেখিতে তেলের তলানীর মত কালো বর্ণ হইবে। যাহা পেটের মধ্যে এমনভাবে ফুটিবে যেমন ফুট্ট গরম পানি। এবং ফেরেশতাদিগকে হকুম দেওয়া হইবে যে, এই অপরাধীকে ধর, এবং হেঁচড়াইয়া দোষখের মাঝাখানে ফেলিয়া দাও। আর তাহার মাথার উপর যন্ত্রণাদায়ক উস্তপ্ত পানি ঢালিয়া দাও। (আর মনঃপীড়া দেওয়ার জন্য বলা হইবে যে,) স্বাদ গ্রহণ কর। তুমি বড় ইজ্জতওয়ালা ও সম্মানিত। (অর্থাৎ দুনিয়াতে তোমাকে বড় সম্মানিত মনে করা হইত। এই কারণে আমার হকুম মনিয়া চলিতে লজ্জাবোধ করিতে, এখন এইভাবে তোমাকে সম্মান করা হইতেছে।) আর এই সমস্তই সেই সকল জিনিস যাহার ব্যাপারে তোমরা সন্দেহ পোষণ করিয়া অস্মীকার করিতে। (সূরা দেখান, ৪৩-৫০)

**وَقَالَ تَعَالَى : (مِنْ وَرَآئِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ ☆ يَتَحَرَّ عَهْدُ
وَلَا يَكَادُ يُسْبِغُهُ وَيَلْتَهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمِيتٍ ۚ وَمِنْ
وَرَآئِهِ عَذَابٌ غَلِيلٌ) [ابراهيم: ٦]**

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—(আর অবাধ্য ব্যক্তি) এখন তাহার সম্মুখে দোষখ রহিয়াছে, এবং তাহাকে পুঁজের পানি পান করানো হইবে, যাহা (কঠিন পিপাসার কারণে) ঢোক ঢোক করিয়া পান করিবে, (কিন্তু অত্যাধিক গরম হওয়ার কারণে) সহজে গলাধঃকরণ করিতে পারিবে না এবং সকল দিক হইতে মৃত্যু আসিতেছে মনে হইবে। আর সে কোন প্রকারেই মরিবে না। (বরং এইভাবে কাতরাইতে থাকিবে) আর এই আয়ার ছাড়া আরও কঠিন আয়ার হইতে থাকিবে। (সূরা ইবরাহীম ১৬-১৭)

হাদীস শরীফ

١٢-عَنْ أَبْنَى عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ شِبَّتْ قَالَ: شَيْئًا فُرْزَدَ وَالْوَاقِعَةُ وَالْمُرْسَلَاتُ
وَعَمَ يَسْأَلُونَ وَإِذَا الشَّفَعُ كُوَرَّثٌ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث

حسن غريب، باب ومن سورة الواقعه، رقم: ٢٢٩٧.

১২৭. ইয়রত ইবনে আবুবাস (রায়ঃ) বলিনা করেন যে, ইয়রত আবু

বকির (রায়িৎ) আরজু কুরিলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ। আপনার উপর ব্যর্থক আসিয়া গিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমাকে সূরা হৃদ, সূরা ওয়াকেয়া, সূরা মুরসালাত, সূরা আম্মা ইয়াতাছাআলুন এবং সূরা ইয়াশ শামছু কুব্যিরাত বৃন্দ করিয়া দিয়াছে।

(তিরমিয়ী)

ফায়দা ৪ এইজন বৃন্দ করিয়া দিয়াছে যে, এই সকল সূরার মধ্যে কেয়ামত, আখেরাত এবং অবাধ্যদের উপর আল্লাহ তায়ালার আবাবের বড় ভয়ানক বর্ণনা রহিয়াছে।

عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرٍ الْقَنْوَىِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَطَبَنَا عُثْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَحَمَدَ اللَّهَ وَأَشْفَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَا بَعْدُ، فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ أَذْتَ بِصَرْنِي، وَوَلَّتْ حَدَاءَ، وَلَمْ يَقِنْ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَةً كُصَبَابَةِ الْإِنْاءِ يَتَصَابَّهَا صَاحِبُهَا، وَإِنَّكُمْ مُسْتَقْلُونَ مِنْهَا إِلَى دَارِ لَا رَوَالَ لَهَا، فَانْتَهُلُوا بِخَيْرِ مَا يَخْضُرُ تُكْمِنُ، فَإِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الْحَجَرَ يُلْقَى مِنْ شَفَةِ جَهَنَّمِ فِيهِنِّي فِيهَا سَبْعِينَ عَامًا، لَا يُنْدِرُكُ لَهَا قُفْرًا، وَوَاللَّهِ لَعْمَلَانِ، أَفَعَجِيْتُمْ؟ وَلَقَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مَا بَيْنَ مِضَارِعِنِينَ مِنْ مَضَارِعِ الْجَنَّةِ مَسِيرَةً أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَلِيَاتِيَنَّ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهُوَ كَظِيْفَطٌ مِنَ الزِّحَامِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الشَّجَرِ، حَتَّى قَرَحَتْ أَشْدَافِنَا فَالْسَّقْطُتْ بُرْزَةً فَشَقَقْتُهَا بَيْنِ وَبَيْنِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، فَانْزَرْتُ بِهِنْصِفِهَا، وَانْزَرْتُ سَعْدَ بِهِنْصِفِهَا، فَمَا أَضَيَّعَ الْيَوْمَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا أَضْبَحَ أَمْرِيَا عَلَى مِضَرِّي مِنَ الْأَمْصَارِ، وَإِنِّي أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ فِي نَفْسِي عَظِيمًا وَعِنْدَ اللَّهِ ضَئِيلًا، وَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ نُبُوَّةً قَطُّ إِلَّا تَنَاهَىَتْ، حَتَّى تَكُونَ آخِرُ عَاقِبَتِهَا مُلْكًا، فَسَخَبَرُوْنَ وَتُجَرِّبُوْنَ الْأَمْرَاءَ بَعْدَنَا، رواه سلم، باب

الدبى سجن للمؤمنين و حنة للكافر، رقم: ٧٤٣٥

১২৮. হ্যরত খালেদ ইবনে ওমায়ের আদভী (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, হ্যরত ওতবা ইবনে গাযওয়ান (রায়িৎ) (যিনি বসরার গভর্নর ছিলেন) আমাদের উদ্দেশ্যে বয়ান করিলেন, হামদ ও সানা পাঠ করার পর বলিলেন, নিঃসন্দেহে দুনিয়া নিজের খতর হওয়ার ঘোষণা করিয়া দিয়াছে

এবং পিঠ ফিরাইয়া ক্ষত চলিয়া যাইতেছে। আব্দুনিয়া হইতে সামান্যতম অংশ অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছে। যেমন বরতনের মধ্যে সামান্য কিছু পানীয় বস্তু অবশিষ্ট থাকিয়া যায় এবং মানুষ তাহা চুষিয়া লয়। তোমরা দুনিয়া হইতে স্থানান্তরিত হইয়া এমন ঘরের দিকে যাইবে যাহা কখনও শেষ হইবে না। অতএব সর্বোত্তম বস্তু (নেক আমলসমূহ) যাহা তোমাদের নিকট রহিয়াছে তাহা সঙ্গে করিয়া এই ঘরের দিকে যাও। আমাদিগকে বলা হইয়াছে যে, জাহানামের কিনারা হইতে একটি পাথর নিঙ্কেপ করা হইবে যাহা সত্ত্বে বৎসর পর্যন্ত জাহানামের মধ্যে পড়িতে থাকিবে কিন্তু তাহা সঙ্গেও তলদেশ পর্যন্ত পৌছিতে পারিবে না।

আল্লাহ তায়ালার কসম এই জাহানামও একদিন মানুষ দ্বারা পূর্ণ হইয়া যাইবে। তোমরা কি ইহাতে আশ্চর্যবোধ করিতেছ? আর আমাদেরকে ইহাও বলা হইয়াছে যে, জাহানাতের দরজার দুই কপাটের মাঝখানে চলিশ বৎসরের দূরত্ব হইবে। কিন্তু একদিন এমন হইবে যে, জাহানাতীদের ভীড়ের কারণে এত প্রশংস্ত দরজাও ভরিয়া যাইবে। আমি সেই যুগও দেখিয়াছি যখন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সাতজন ছিলাম, আমিও তাহাদের মধ্যে শামিল ছিলাম, শুধু গাছের পাতাই আমাদের খাদ্য ছিল। অনবরত উহা খাওয়ার কারণে আমাদের মাড়ীগুলি ক্ষত হইয়া গিয়াছিল। আমি একটি চাদর পাইলাম উহাকে দুই টুকরা করিয়া অর্ধেক দ্বারা লুঙ্গি বানাইলাম বাকী অর্ধেক দ্বারা সাদ ইবনে মালেক লুঙ্গি বানাইয়া লইল। আজ আমাদের মধ্য হইতে প্রত্যেকে কোননা কোন শহরের গভর্নর হইয়াছে। আমি আমার দৃষ্টিতে বড় হই আর আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টিতে ছোট হই—ইহা হইতে আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট পানাহ চাহিতেছি। সর্বকালে এই নিয়ম চলিয়া আসিয়াছে যে, নবুওতী তরীক কিছুকাল চলিয়া শেষ হইয়া যায় আর বাদশাহী উহার স্থান দখল করিয়া লয়। আমাদের পর তোমরা অপর গভর্নরদের অভিজ্ঞতা অর্জন করিবে। (মুসলিম)

ফায়দা ৪ নবুওতী তরীকার বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে একটি এই যে, উহার মধ্যে ন্যায় ও ইনসাফ কায়েম হয়, দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহ ও আখেরাতের আগ্রহ নসীব হয়। (তাকমিলাহ ফাতহল মূলহিম)

149 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا
كَانَ لِيَقْتَلُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ الْأَنْيَلِ إِلَى الْبَقْعَيْنِ

for more videos <https://youtube.com/annaaba>
 لِيَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٌ مُؤْمِنُونَ، وَأَنَا كُمْ مَا تُوعَدُونَ غَدًا
 مُؤْجَلُونَ، وَإِنَّ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَا يَحْقُونَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْنِي
 بِقِبْعَنِ الْغَرْقَدِ. رواه مسلم، باب ما يقال عند دخول القبور...، رقم: ٢٢٥٥

১২৯. হ্যরত আয়েশা (রায়িহ) বর্ণনা করেন যে, যখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (রাত্রি যাপনের) পালা আমার ঘরে হইত এবং তিনি রাত্রে তাশরীফ আনিতেন, তখন রাত্রের শেষাংশে (মদীনায় কবরস্থান) বাকীতে গমন করিতেন এবং এরশাদ করিতেন—

:السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٌ مُؤْمِنُونَ، وَأَنَا كُمْ مَا تُوعَدُونَ غَدًا مُؤْجَلُونَ،
 وَإِنَّ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَا يَحْقُونَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْنِي بِقِبْعَنِ الْغَرْقَدِ

অর্থ : হে মুসলমান বস্তির অধিবাসীগণ ! আসসালামু আলাইকুম, তোমাদের উপর সেই আগামীকাল আসিয়া গিয়াছে যাহাতে তোমাদের মৃত্যুর খবর দেওয়া হইয়াছিল, আর ইনশাআল্লাহ আমরাও তোমাদের সহিত মিলিত হইব। হে আল্লাহ ! বাকীবাসীদের ক্ষমা করিয়া দিন।

(মুসলিম)

١٣٠ - عَنْ شَدَادِ بْنِ شَدَادٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
 وَاللَّهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَخْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ فِي
 الْيَمِّ، فَلَيُنْظَرَ أَحَدُكُمْ بِمِمْ تَرْجِعُ؟. رواه مسلم، باب فناء الدنيا.....

رقم: ٧١٩٧

১৩০. হ্যরত মুসতাওরিদ ইবনে শাদাদ (রায়িহ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার কসম, দুনিয়ার উদাহরণ আখেরাতের মোকাবিলায় এমন, যেমন তোমাদের মধ্য হইতে কোন ব্যক্তি নিজের আঙুল সমুদ্রে ডুবাইয়া বাহির করিয়া দেখিল যে, আঙুলে কি পরিমাণ পানি লাগিয়াছে, অর্থাৎ যেমনিভাবে আঙুলে লাগিয়া থাকা পানি সমুদ্রের মোকাবিলায় অতি সামান্য, তেমনিভাবে দুনিয়ার জিন্দেগী আখেরাতের মোকাবিলায় অতি সামান্য। (মুসলিম)

١٣١ - عَنْ شَدَادِ بْنِ أَوْبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْكَيْسُ مَنْ
 دَأَنَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا يَقْدِمُ الْمَوْتُ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتَيَعَ نَفْسَهُ هُوَ أَهْمَاهَا

for more books <https://youtube.com/alamin5g>

وَتَعْنَى عَلَى اللَّهِ رَوَاهُ التَّرمذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، بَابُ حَدِيثِ الْكَبِيرِ

من دان نفسه رقم: ٤٥٩

১৩১. হযরত শান্দাদ ইবনে আউস (রায়ঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বুদ্ধিমান এই ব্যক্তি যে নিজের নফসের হিসাব লইতে থাকে এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য আমল করে। আর বোকা এই ব্যক্তি যে নফসের খাহেশ মোতাবেক চলে এবং আল্লাহ তায়ালার প্রতি আশা রাখে (যে আল্লাহ তায়ালা বড় ক্ষমাশীল।) (তিরিমিয়া)

— ۱۳۲ —
عَنْ أَبْنِي عَمِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَتَبْيَثُ النَّيْمَةَ وَهِيَ عَامِشَةٌ عَشْرَةَ
فَقَامَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا أَبْنَيَ اللَّهُ مِنْ أَكْبَرِ النَّاسِ،
وَأَخْزَمِ النَّاسِ؟ قَالَ: أَكْثَرُهُمْ ذُكْرًا لِلْمَوْتِ، وَأَكْثَرُهُمْ اسْتِغْدَادًا
لِلْمَوْتِ قَبْلَ نَزْوَلِ الْمَوْتِ، أَوْ لِئِكَ هُمُ الْأَكْبَارُ، ذَهَبُوا بِشَرَفِ
الْدُّنْيَا وَكَرَمَةِ الْآخِرَةِ. فলত: رواه ابن ماجه باختصار، رواه الطبراني في

الصغر وإسناده حسن، مجمع الزوائد ١/٥٥٦

১৩২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রায়ঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি দশজনের একজামাতের সহিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম। আনসারদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আরজ করিল, হে আল্লাহর নবী ! লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বুদ্ধিমান ও ছিংশিয়ার ব্যক্তি কে ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী মৃত্যুকে স্মরণ খরে এবং মৃত্যু আসিবার পূর্বে সবচেয়ে বেশী মৃত্যুর তৈয়ারী করে। (যাহারা এইরূপ করিবে তাহারাই বুদ্ধিমান) ইহারাই এই সমস্ত লোক যাহারা দুনিয়ার মর্যাদা ও আখেরাতের সম্মান অর্জন করিয়াছে।

(তাবরানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

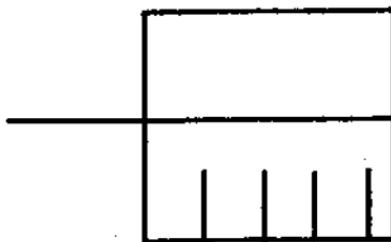
— ۱۳۳ —
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَّ النَّبِيُّ وَهِيَ خَطَا مُرَبِّعاً،
وَخَطَّ خَطَا فِي الْوَسْطِ خَارِجَا مِنْهُ، وَخَطَّ خَطْلَطَا صِفَارَا إِلَى هَذَا
الَّذِي لَيْلَى الْوَسْطِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِي لَيْلَى الْوَسْطِ، فَقَالَ: هَذَا الْإِنْسَانُ،
وَهَذَا أَجْلُهُ مُعْنَطٌ لَهُ - أَوْ قَدْ أَحْاطَ لَهُ - وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ أَمْلَهُ،

for more videos <https://youtube.com/annaaba>

وَهُذِهِ الْخُطْطُ الصِّفَارُ الْأَغْرِيْضُ، فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهْشَةُ هَذَا، وَإِنْ

أَخْطَأَهُ هَذَا نَهْشَةُ هَذَا. رواه البخاري، باب في الأمل وطوله، رقم: ٦٤١٧

১৩৩. হ্যরত আবদুল্লাহ (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার কোণ বিশিষ্ট (চারটি রেখাযুক্ত) একটি নকশা আঁকিলেন, অতঃপর ঐ চার কোণবিশিষ্ট নকশার মধ্যে অন্য একটি লম্বা রেখা টানিলেন যাহা নকশার বাহিরে চলিয়া গেল। তারপর নকশার ভিতরে ছোট ছোট রেখা টানিলেন। (উহার আকৃতি ওলামাগণ বিভিন্ন প্রকার লিখিয়াছেন তন্মধ্য হইতে একটি নকশা হইল এইরূপ)



ইহার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, মাঝখানের রেখাটি হইল মানুষ, আর (চারকোণ বিশিষ্ট নকশা) যাহা তাহাকে চতুর্দিক হইতে ঘিরিয়া রাখিয়াছে উহা তাহার মৃত্যু, যাহা হইতে মানুষ কখনও বাহির হইতেই পারে না, আর যে রেখাটি বাহিরে চলিয়া গিয়াছে উহা হইল তাহার আশা আকাঙ্ক্ষাসমূহ, যাহা তাহার জীবনের চেয়েও আগে চলিয়া গিয়াছে। আর এই ছোট ছোট রেখাগুলি হইল তাহার রোগব্যাধি ও বিপদ আপদসমূহ। প্রত্যেকটি ছোট রেখা হইল এক একটি বিপদ। যদি একটি হইতে বাঁচিয়া যায় তখন আরেকটি তাহাকে ধরিয়া ফেলে, আর যদি উহা হইতে প্রাণে বাঁচিয়া যায় তখন অন্য কোন বিপদ আসিয়া পড়ে। (বোখারী)

١٣٣-عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ رَجُلِ اللَّهِ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ النَّاسَ يَكْرَهُُمَا إِنْ أَنْ أَدَمَ، الْمَوْتُ وَالْمَوْتُ خَيْرٌ مِنَ الْفِتْنَةِ، وَيَكْرَهُ قِلَّةُ
الْمَالِ، وَقِلَّةُ الْمَالِ أَقْلُ لِلْعِصَابِ. رواه أحمد بإسنادين ورجال أحدهما

رجال الصحيح، صحيح الروالد ١/٤٥٣

for more videos <https://youtube.com/annaaba>

আলাইহি ওয়াসল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন যে, দুইটি বস্তু এমন
রহিয়াছে যাহা মানুষ পছন্দ করে না, (একটি হইল) মৃত্যু। অথচ মৃত্যু
তাহার জন্য ফের্না হইতে উভয় অর্থাৎ মৃত্যুর দরুণ মানুষ দ্বীনের জন্য
ক্ষতিকারক ফের্না হইতে বাঁচিয়া যায়। এবং (দ্বিতীয়টি হইল) সম্পদ কম
হওয়া। ইহা মানুষ পছন্দ করে না। অথচ সম্পদ কম হওয়া আখেরাতের
হিসাবকে অনেক কম করিয়া দেয়। (মুসনাদে আহমাদ, মাজুমাট্য যাওয়ায়েদ)

١٣٥- عن أبي سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ:
مَنْ لَقِيَ اللَّهَ يَشْهِدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ
وَآمَنَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالْجِنَابِ دَخَلَ الْجَنَّةَ . ذَكَرَ الْحَافِظُ ابْنُ كَبِيرٍ هَذَا

الحادي بطوله في البداية والنهاية / ٥٠٤

১৩৫. হ্যরত আবু সালামাহ (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, আমি
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামকে এই এরশাদ করিতে
শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি এই অবস্থায় আল্লাহ তায়ালার সহিত সাক্ষাৎ করিবে
যে, সে এই কথার সাক্ষ্যদান করে যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কেহ
এবাদতের উপযুক্ত নাই, এবং হ্যরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসল্লাম আল্লাহ তায়ালার রসূল। (আর এই অবস্থায় সাক্ষাৎ করিবে
যে,) মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়া, এবং হিসাব কিতাবের উপর
সীমান আনিয়াছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া)

١٣٦- عَنْ أَمِّ التَّرْذَادِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: فَلْتَ لَأْبِي التَّرْذَادِ: إِلَا
تَبْغِي لِأَصْبَارِكَ مَا يَتَعَجَّلُ الرِّجَالُ لِأَصْبَارِهِمْ لَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: إِنَّ أَمَانَكُمْ عَقْبَةُ كَرْوَادًا لَا يُجَاوِزُهَا
الْمُغْلَقُونَ فَأَحِبُّ أَنْ أَنْخَفَ لِيَلْكَ الْعَقْبَةَ . رَوَاهُ السِّيِّفِي فِي شَبَابِ

٢٠٩/٧٥٢

১৩৬. হ্যরত উল্লে দারদা (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, আমি আবু
দারদা (রায়িৎ) এর নিকট আরজ করিলাম যে, আপনি আপনার
মেহমানদের মেহমানদারী করার জন্য অন্যান্য লোকদের মত মাল উপার্জন
করেন না কেন? তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, তোমাদের সামনে একটি
কঠিন খাতি রহিয়াছে, উহার উপর দিয়া বেশী বোঝা বহনকারী সহজে

অতিক্রম করিতে পারিবে না। অতএব আমি সেই ঘাঁটি অতিক্রম করার
জন্য হালকা থাকিতে চাই। (বায়হাকী)

١٣٧-عَنْ هَانِيِّ مَوْلَى عُثْمَانَ رَحْمَةُ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرٍ بِكُنْيَتِهِ حَتَّى يَبْلُغَ لِحِيَتَهُ، فَقَبِيلَ لَهُ تُذَكَّرُ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَلَا تَبْكِنِي وَتَبْكِنِي مِنْ هَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْأَوْلَى مُتَرْزِلٌ مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ فَإِنَّ نَجَّا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُ مِنْهُ فَقَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ مُنْظَراً قَطُّ إِلَّا وَالْقَبْرُ أَفْطَعَ مِنْهُ۔ رواه الترمذى وقال: هذا حديث

حسن غريب، باب ما جاء في فضاعة القبر، ٢٣٠٨، رقم:

১৩৭. হযরত ওসমান (রায়িৎ) এর আজাদকৃত গোলাম হযরত হানী (রহস্য) বলেন যে, হযরত ওসমান (রায়িৎ) যখন কোন কবরের পাশে দাঁড়াইতেন তখন খুব কাঁদিতেন, এমনকি চোখের পানিতে দাঢ়ি ভিজাইয়া ফেলিতেন। তাহার নিকট আরজ করা হইল, (কি ব্যাপার) আপনি জান্নাত ও জাহানামের আলোচনায় কাঁদেন না, আর কবর দেখিয়া এত কাঁদেন? তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কবর আখেরাতের ঘাঁটিসমূহের মধ্য হইতে প্রথম ঘাঁটি, যদি বাল্দ ইহা হইতে নাজাত পাইয়া যায় তবে পরবর্তী ঘাঁটিসমূহ উহা হইতে সহজ হইবে, আর যদি এই ঘাঁটি হইতে নাজাত না পায়, তবে পরবর্তী ঘাঁটিসমূহ উহা হইতে বেশী কঠিন হইবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ইহাও) এরশাদ করিয়াছেন, আমি কবরের দৃশ্য হইতে ভয়ানক কোন দৃশ্য দেখি নাই। (তিরমিয়ী)

١٣٨-عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ دُفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِأَهْلِيْكُمْ وَاسْأَلُوكُمْ بِالْتَّبْيَنِتِ فَإِنَّهُ الآنِ يُسْأَلُ۔ رواه أبو داود، باب الاستغفار عند القبر، ٣٢٢١، رقم:

১৩৮. হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মৃত ব্যক্তিকে দাফন করিয়া অবসর হইতেন, তখন কবরের পাশে দাঁড়াইতেন, এবং এরশাদ করিতেন, তোমাদের জন্ম আল্লাহ তায়ালার নিকট

for more videos <https://youtube.com/annaaba>
 মাগফিরাতের দোয়া কর, এবং এই দোয়া কর যে, আল্লাহই তায়ালা
 তাহাকে (প্রশ্নের উত্তরে) অটল রাখেন। কেননা এখন তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ
 করা হচ্ছে। (আবু দাউদ)

١٣٩- عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مصلحة فرأى ناساً كثيرون يكثرون قال: أما إنكم لؤلؤة الموت ذكر هادم اللذات لشغلكم عما أرى الموت فاكثروا من ذكر هادم اللذات الموت، فإنه لم يأت على القبر يوم إلا تكلم فيقول: أنا بيت الغربة، وأنا بيت الودعه، وأنا بيت التراب، وأنا بيت الدود، فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر: مرحباً وأهلاً، أما إن كنت لأحباب من يمشي على ظهرى إلى فلاذ وليتك اليوم وصرت إلى قبورى صبئيني بك، قال: فيسع له مد بصراه ويقمع له باب إلى الجنة، وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر لا مرحباً ولا أهلاً أما إن كنت لأنفاس من يمشي على ظهرى إلى فلاذ وليتك اليوم وصرت إلى قبورى صبئيني بك، قال: فيلائمك عليه حتى يلتقي عليه وتحتفظ أصلاغه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا صاحبه فادخل بعضها في جوف بعض قال: ويقيض الله له سبعين بيتاً لوناً واحداً منها نقع في الأرض ما أتيت شيئاً ما بقيت الدنيا، فينهشنه ويُخديشه حتى يقضى به إلى الحساب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما القبر روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النار، رواه الترمذى وقال: هذا حدیث حسن غريب، باب حدیث أكثرها ذكر هادم

اللذات، رقم: ٤٤٦

১৩৯. হযরত আবু সাঈদ (রাযঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের জন্য মসজিদে আসিলেন। দেখিলেন যে, হাসির দরুন কিছু লোকের দাঁত দেখা যাইতেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যদি তোমরা শাদবিনষ্টকারী মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ করিতে তবে তোমাদের এই অবস্থাইতে না যাহা আমি দেখিতেছি সুতরাং শাদবিনষ্টকারী মৃত্যুকে

বেশী বেশী স্মরণ কর। কেননা কবরের উপর এমন কোনদিন যায় না যেদিন সে এই আওয়াজ দেয় না যে, আমি অপরিচিতের ঘর, আমি একাকিন্ত্রের ঘর, আমি মাটির ঘর, আমি পোকামাকড়ের ঘর। যখন মোমিন বাস্তাকে দাফন করাহয় তখন কবর তাহাকে বলে তোমার আগমন বরকতময় হউক। খুব ভাল করিয়াছ যে, তুমি আসিয়া গিয়াছ। যত লোক আমার উপর চলাফেরা করিত তাহাদের সকলের মধ্যে তুমি আমার নিকট বেশী পছন্দনীয় ছিলে। আজ যখন তোমাকে আমার সোপর্দ করা হইয়াছে এবং আমার নিকট আসিয়াছ তখন আমার উন্নত ব্যবহারও দেখিতে পাইবে। অতঃপর যতদূর পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির দৃষ্টি পৌছিতে পারে কবর ততদূর পর্যন্ত প্রশংস্ত হইয়া যায়। এবং তাহার জন্য একটি দরজা জান্মাতের দিকে খুলিয়া দেওয়া হয়।

আর যখন কোন গোনাহ্গার অথবা কাফেরকে কবরে রাখা হয় তখন কবর বলে, তোমার আগমন বরকতময় না হউক, তুমি আসিয়াছ খুব মন্দ করিয়াছ, যত লোক আমার উপর চলাফেরা করিত তাহাদের সকলের মধ্যে তোমার প্রতিই আমার বেশী ঘৃণা ছিল। আজ যখন তুমি আমার সোপর্দ হইয়াছ, তখন আমার দুর্ব্যবহারও দেখিতে পাইবে। অতঃপর কবর তাহাকে এমনভাবে চাপ দেয় যে, একদিকের পাঁজর অন্যদিকের পাঁজরে ঢুকিয়া যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাতের আঙ্গুলসমূহ অন্য হাতের আঙ্গুলসমূহের মধ্যে ঢুকাইয়া বলিলেন যে, এইভাবে একদিকের পাঁজর অন্যদিকে ঢুকিয়া যায়। আর আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর এমন সন্তুরটি অজগর সাপ নিযুক্ত করিয়া দেন যাহাদের মধ্য হইতে একটিও যদি জমিনের উপর শ্বাস ফেলে তবে উহার (বিষের) প্রভাবে কেয়ামত পর্যন্ত জমিনে ঘাস উৎপন্ন হওয়া বন্ধ হইয়া যাইবে। উহারা তাহাকে কেয়ামত পর্যন্ত কামড়াইতে ও দৎশন করিতে থাকিবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কবর জান্মাতের একটি বাগান অথবা জাহাঙ্গামের একটি গর্ত। (তিরমিয়ী)

١٣٠ - عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فِي جَاهَةٍ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَنْتَهَا إِلَى الْقُفْرِ وَلَمَّا يَلْحَدُ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ وَجَلَسْتَ حَوْلَهُ كَائِنًا عَلَى رُؤُوزِنَا الطَّيْرِ وَفِي يَدِهِ غُزَّةٌ يَنْكُثُ بِهِ فِي الْأَرْضِ فَرَفِعَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: اسْتَعِنُوا

بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبِيرِ مَرْتَبَيْنِ أَوْ ثَلَاثَيْنَ قَالَ: وَيَا تَيْمَةَ مَلْكَانِ فِي جُلْسَانِهِ
 فَيَقُولُانَ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللَّهُ، فَيَقُولُانَ لَهُ: مَا دِينُكَ؟
 فَيَقُولُ: دِينِيُّ الْإِسْلَامُ، فَيَقُولُانَ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَعَثَ
 فِيهِنَّكُمْ؟ قَالَ فَيَقُولُ: هُوَ رَسُولُ اللَّهِ مُحَمَّدٌ، فَيَقُولُانَ لَهُ: وَمَا يُنْزِلُكَ؟
 فَيَقُولُ: قَرَأْتِ كِتَابَ اللَّهِ فَأَنْتَ بِهِ وَصَدَقْتُ قَالَ: فَيَنْادِي مَنَادِي
 مِنَ السَّمَاءِ أَنْ قَدْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبِسُوَةِ مِنَ
 الْجَنَّةِ وَأَفْخُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ قَالَ: فَيَا تَيْمَةَ مِنْ رَزْجِهَا وَطَبِيعَاهَا
 قَالَ: وَيُفْتَحَ لَهُ فِيهَا مَذَبَرَهُ قَالَ: وَإِنَّ الْكَافِرَ، فَذَكَرَ مَوْتَهُ قَالَ:
 وَتَعَادُ رُزْخَهُ فِي جَسَدِهِ وَيَا تَيْمَةَ مَلْكَانِ فِي جُلْسَانِهِ، فَيَقُولُانَ لَهُ: مَنْ
 رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُ لَا أَفْرِنِي، فَيَقُولُانَ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ:
 هَاهُ هَاهُ لَا أَفْرِنِي، فَيَقُولُانَ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَعَثَ فِيهِنَّكُمْ؟
 فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُ لَا أَفْرِنِي، فَيَنْادِي مَنَادِي مِنَ السَّمَاءِ أَنْ كَذَبَ
 فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ وَالْبِسُوَةِ مِنَ النَّارِ وَأَفْخُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ قَالَ:
 فَيَا تَيْمَةَ مِنْ حَرَّهَا وَسَمْوِهَا قَالَ: وَيُضَيقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تُخْطِفَ
 فِيهِ أَضْلاَعُهُ رواه أبو داود، باب المسألة في الغير رقم: ٤٧٥٣

১৪০. হ্যুরত বারা ইবনে আয়েব (রায়িহান) বর্ণনা করেন যে, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এক আনসারী সাহাবীর জানায়ায় (কবরস্থানে) গেলাম। যখন আমরা কবরের নিকট পৌছিলাম তখনও কবর খনন শেষ হইয়াছিল না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কবর তৈয়ার হওয়ার অপেক্ষায়) বসিলেন। আর আমরা ও তাহার চারিপার্শ্বে এমনভাবে মনোযোগ সহকারে বসিয়া গেলাম যেন আমাদের মাথার উপর পাখী বসিয়া আছে। তাঁহার হাতে একটি কাঠি ছিল যাহা দ্বারা তিনি মাটি খোঁচাইতে ছিলেন। (কোন গভীর চিঞ্চামগ্ন অবস্থায় এইরূপ হইয়া থাকে।) অতঃপর তিনি তাহার মাথা উঠাইলেন এবং দুই অর্থাৎ তিনবার বলিলেন, কবরের আয়াব হইতে আল্লাহ তায়ালার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। অতঃপর বলিলেন, (আল্লাহ তায়ালার মোমিন বাল্দা এই দুনিয়া হইতে স্থান পরিবর্তন করিয়া যখন বরযথের জগতে পৌছে অর্থাৎ তাহাকে কবরে দাফন করিয়া দেওয়া হয় তখন) তাহার নিকট দুইজন দেরেশতা আসেন। তাহারা তাহাকে বসান। অতঃপর তাহাকে প্রশ্ন

বেশী বেশী স্মরণ কর। কেননা কবরের উপর এমন কোনদিন যায় না যেদিন সে এই আওয়াজ দেয় না যে, আমি অপরিচিতের ঘর, আমি একাকিন্ত্রের ঘর, আমি মাটির ঘর, আমি পোকামাকড়ের ঘর। যখন মোমিন বাস্তাকে দাফন করাহয় তখন কবর তাহাকে বলে তোমার আগমন বরকতময় হউক। খুব ভাল করিয়াছ যে, তুমি আসিয়া গিয়াছ। যত লোক আমার উপর চলাফেরা করিত তাহাদের সকলের মধ্যে তুমি আমার নিকট বেশী পছন্দনীয় ছিলে। আজ যখন তোমাকে আমার সোপর্দ করা হইয়াছে এবং আমার নিকট আসিয়াছ তখন আমার উভয় ব্যবহারও দেখিতে পাইবে। অতঃপর যতদূর পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির দৃষ্টি পৌছিতে পারে কবর ততদূর পর্যন্ত প্রশংস্ত হইয়া যায়। এবং তাহার জন্য একটি দরজা জান্মাতের দিকে খুলিয়া দেওয়া হয়।

আর যখন কোন গোনাহগার অথবা কাফেরকে কবরে রাখা হয় তখন কবর বলে, তোমার আগমন বরকতময় না হউক, তুমি আসিয়াছ খুব মন্দ করিয়াছ, যত লোক আমার উপর চলাফেরা করিত তাহাদের সকলের মধ্যে তোমার প্রতিই আমার বেশী ঘণা ছিল। আজ যখন তুমি আমার সোপর্দ হইয়াছ, তখন আমার দুর্ব্যবহারও দেখিতে পাইবে। অতঃপর কবর তাহাকে এমনভাবে ঢাপ দেয় যে, একদিকের পাঁজর অন্যদিকের পাঁজরে ঢুকিয়া যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাতের আঙুলসমূহ অন্য হাতের আঙুলসমূহের মধ্যে ঢুকাইয়া বলিলেন যে, এইভাবে একদিকের পাঁজর অন্যদিকে ঢুকিয়া যায়। আর আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর এমন সন্তুষ্টি অজগর সাপ নিযুক্ত করিয়া দেন যাহাদের মধ্য হইতে একটি যদি জমিনের উপর শ্বাস ফেলে তবে উহার (বিষের) প্রভাবে কেয়ামত পর্যন্ত জমিনে ঘাস উৎপন্ন হওয়া বন্ধ হইয়া যাইবে। উহারা তাহাকে কেয়ামত পর্যন্ত কামড়াইতে ও দংশন করিতে থাকিবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কবর জান্মাতের একটি বাগান অথবা জাহানামের একটি গর্ত। (তিরমিয়ী)

١٣٠ - عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: غَرَجَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فِي جَاهَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَاتَّهِيْنَا إِلَى الْقُفْرِ وَلَمَّا يُلْحَدُ
فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَائِنًا عَلَى رُؤُزِنَا الطَّيْرِ
وَفِي يَدِهِ عَوْذَ يَنْكِتُ بِهِ فِي الْأَرْضِ فَوَرَقَ عَلَيْنَا قَوْلَ: إِنْ تَعْنِيْلُوا
for more videos <https://youtube.com/annahaah>

بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَرْتَبَتْنَاهُ أَوْ ثَلَاثَةَ قَالَ: وَيَا تَيْمَةَ مَلْكَانِ فِي جَهَنَّمِ
 فَيَقُولُانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّي اللَّهُ، فَيَقُولُانِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟
 فَيَقُولُ: دِينِي الإِسْلَامُ، فَيَقُولُانِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعْثِتَ
 فِيهِمْ؟ قَالَ فَيَقُولُ: هُوَ رَسُولُ اللَّهِ مُحَمَّدٌ، فَيَقُولُانِ لَهُ: وَمَا يُنْزِلُكَ؟
 فَيَقُولُ: قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ فَأَقْتَلْتُ بِهِ وَصَدَقْتُ قَالَ: فَيَنْادِي مَنَادِي
 مِنَ السَّمَاءِ أَنْ قَدْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبَسُوهُ مِنَ
 الْجَنَّةِ وَاقْسُحُوهُ لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ قَالَ: فَيَا تَيْمَةَ مِنْ رَوْحِهَا وَطَنِيهَا
 قَالَ: وَيَفْتَحُ لَهُ فِيهَا مَدَبْرَرَهُ قَالَ: وَإِنَّ الْكَافِرَ، فَلَدَّكَرْ مَوْتَهُ قَالَ:
 وَتَعَادُ رُوْحُهُ فِي جَسَدِهِ وَيَا تَيْمَةَ مَلْكَانِ فِي جَهَنَّمِ، فَيَقُولُانِ لَهُ: مَنْ
 رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُ لَا أَذْرِنِي، فَيَقُولُانِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ:
 هَاهُ هَاهُ لَا أَذْرِنِي، فَيَقُولُانِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعْثِتَ فِيهِمْ؟
 فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُ لَا أَذْرِنِي، فَيَنْادِي مَنَادِي مِنَ السَّمَاءِ أَنْ كَذَبَ
 فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ وَالْبَسُوهُ مِنَ النَّارِ وَاقْسُحُوهُ لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ قَالَ:
 فَيَا تَيْمَةَ مِنْ حَرَّهَا وَسُمْوَمَهَا قَالَ: وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْلِفَ
 فِيهِ أَضْلَاعَهُ.

রো. নবোদুর, বাব মিলানে ফি কবir - ১৪০, পৃষ্ঠা ৫০০, কৰণনা কৰেন যে, আমরা
 নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এক আনসারী সাহাবীর
 জানায় (কবরস্থানে) গেলাম। যখন আমরা কবরের নিকট পৌছিলাম
 তখনও কবর খনন শেষ হইয়াছিল না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি
 ওয়াসাল্লাম (কবর তৈয়ার হওয়ার অপেক্ষায়) বসিলেন। আর আমরাও
 তাহার চারিপার্শ্বে এমনভাবে মনোযোগ সহকারে বসিয়া গেলাম যেন
 আমাদের মাথার উপর পাখী বসিয়া আছে। তাঁহার হাতে একটি কাঠি ছিল
 যাহা দ্বারা তিনি মাটি খোঁচাইতে ছিলেন। (কোন গভীর চিঞ্চামগ্ন অবস্থায়
 এইরূপ হইয়া থাকে।) অতঃপর তিনি তাহার মাথা উঠাইলেন এবং দুই
 অথবা তিনবার বলিলেন, কবরের আয়াব হইতে আল্লাহ তায়ালার নিকট
 আশ্রয় প্রার্থনা কর। অতঃপর বলিলেন, (আল্লাহ তায়ালার মোমিন বান্দা
 এই দুনিয়া হইতে স্থান পরিবর্তন করিয়া যখন বরযথের জগতে পৌছে
 অর্থাৎ তাহাকে কবরে দাফন করিয়া দেওয়া হয় তখন) তাহার নিকট
 দুইজন ফেরেশতা আসেন। তাহারা তাহাকে বসান। অতঃপর তাহাকে প্রশ্ন

১৪০. হ্যরত বাবা ইবনে আযেব (রায়ি)

for more books <https://youtube.com/alamin5g>

করেন, তোমার রব কে? সে বলে, আল্লাহ আমার রব। পুনরায় প্রশ্ন করেন, তোমার দ্বীন কি? সে বলে, ইসলাম আমার দ্বীন। আবার প্রশ্ন করেন, এই ব্যক্তি যাহাকে তোমাদের মধ্যে (নবী বানাইয়া) পাঠানো হইয়াছিল অর্থাৎ হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার ব্যাপারে তোমার কি ধারণা? সে বলে, তিনি আল্লাহ তায়ালার রসূল। ফেরেশতারা বলেন, তোমাকে ইহা কে বলিয়াছে? অর্থাৎ তুমি তাহার রসূল হওয়া সম্পর্কে কিরূপে জানিয়াছ? সে বলে, আমি আল্লাহ তায়ালার কিতাব পড়িয়াছি, উহার উপর ইমান আনিয়াছি, এবং উহাকে সত্য বলিয়া মানিয়াছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, (মোমিন বান্দা যখন ফেরেশতাদের জিজ্ঞাসাবাদের উত্তর ঐরূপ ঠিক ঠিক দিয়া দেয় তখন) একজন ঘোষণাকারী আসমান হইতে ঘোষণা করে অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে আসমান হইতে ঘোষণা করা হয় যে, আমার বান্দা সত্য বলিয়াছে। সুতরাং তাহার জন্য জানাতের বিছানা বিছাইয়া দাও, তাহাকে জানাতের পোশাক পরাইয়া দাও, এবং তাহার জন্য জানাতের দিকে একটি দরজা খুলিয়া দাও। (সুতরাং দরজা খুলিয়া দেওয়া হয়) এবং ঐ দরজা দিয়া জানাতের মিটি বাতাস এবং সুগন্ধ আসিতে থাকে। আর কবর তাহার জন্য দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হয়। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুবরণকারী মোমেনের এই অবস্থা বর্ণনা করিলেন)

অতঃপর তিনি কাফেরের মৃত্যুর আলোচনা করিলেন এবং এরশাদ করিলেন, মৃত্যুর পর তাহার রাহ তাহার শরীরে ফিরাইয়া দেওয়া হয় এবং তাহার নিকট (ও) দুইজন ফেরেশতা আসেন, তাহারা তাহাকে বসান এবং প্রশ্ন করেন, তোমার রব কে? সে বলে হায় আফসোস, আমি কিছু জানি না। অতঃপর ফেরেশতা তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার দ্বীন কি ছিল? সে বলে হায় আফসোস, আমি কিছু জানি না। অতঃপর ফেরেশতা তাহাকে বলেন, এই ব্যক্তি যাহাকে তোমাদের মধ্যে (নবী হিসাবে) পাঠানো হইয়াছিল তাহার সম্পর্কে তোমার ধারণা কি ছিল? সে তখনও ইহাই বলে, হায় আফসোস, আমি কিছু জানি না। (এই প্রশ্ন উত্তরের পর) আসমান হইতে একজন ঘোষণাকারী আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে ঘোষণা করে। এই ব্যক্তি মিথ্যা বলিয়াছে। অতঃপর (আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে) এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করে যে, তাহার জন্য আগুনের বিছানা বিছাইয়া দাও, এবং তাহাকে আগুনের পোশাক পরাইয়া দাও, আর তাহার জন্য দোয়খের একটি দরজা খুলিয়া দাও। (সুতরাং এই সবকিছু

করিয়া দেওয়া হয়) রামসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, (দোষথের ঐ দরজা দিয়া) দোষথের উত্তাপ ও বালসানো বাতাস তাহার নিকট পৌছিতে থাকে। আর তাহার উপর কবর এত সংকীর্ণ করিয়া দেওয়া হয় যে, উহার কারণে তাহার পাঁজরগুলি একটি অন্যটির মধ্যে ঢুকিয়া যায়। (আবু দাউদ)

ফায়দা ৪ কাফেরদের ব্যাপারে ইহা বলা যে, সে মিথ্যা বলিয়াছে ইহার অর্থ হইল, ফেরেশতাদের প্রশ্নের উত্তরে কাফেরদের অভিতা প্রকাশ করা মিথ্যা। কেননা প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদ তাঁহার রসূল এবং দীন ইসলামের অঙ্গীকারকারী ছিল।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابَهُ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ يَعْالِيهِمْ، أَتَاهُ مَلَكًا نَبِيًّا فَيَقُولُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ اللَّهَ عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَيَقُولُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعِدِكَ مِنَ النَّارِ فَذَلِكَ اللَّهُ يَهُ مَقْعِدًا مِنَ الْجَنَّةِ، فَبِرَاهِمًا جَهِنَّمًا وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيَقُولُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لَا أَفْرِنِي، كُنْتَ أَقُولُ مَا يَقُولُهُ النَّاسُ، فَيَقُولُ: لَا فَرِنْتَ وَلَا تَلَيْتَ، وَيُضَرِّبُ بِمَطَارِقِ مِنْ حَدِيدٍ ضَرَبَهُ فَصَبَّحَ صَبَّحَهُ يَسْمَعُهَا مِنْ يَلِيهِ غَيْرُ الْقَلَّابِينَ. رواه البخاري، باب ما جاء في عذاب الغير، رقم: ١٢٧٤

১৪১. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রায়৪) হইতে বর্ণিত আছে যে, রামসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষকে যখন তাহার কবরে রাখা হয় এবং তাহার সঙ্গীরা অর্থাৎ তাহার জানাথার সহিত আগত লোকেরা ফিরিয়া যায় এবং (তখনও তাহারা এতটুকু নিকটে থাকে যে) সে তাহাদের জুতার আওয়াজ শুনিতে পায়, ইত্যবসরে তাহার নিকট দুইজন ফেরেশতা আসেন। তাহারা তাহাকে বসান। অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি এই ব্যক্তি—মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কি বলিতে? যে ব্যক্তি মোমেন হয় সে বলে আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, তিনি আল্লাহ তায়ালার বাল্দা এবং তাঁহার রসূল। (এই জওয়াব শুনিয়া) তাহাকে বলা হয় (সৈমান না আনার কারণে) দোষথে তোমার যেই স্থান হইত উহা দেখিয়া লও। এখন আল্লাহ তায়ালা উহার পরিবর্তে তোমাকে জাম্মাতেহন/ দিয়াছেন (দোষথে) এবং জাম্মাতের উভয়

স্থান তাহার সম্মুখে প্রকাশ করিয়া দেওয়া হয়) ফলে সে এক সাথে উভয় স্থান দেখিতে পায়। আর যে মোনাফেক ও কাফের হয় তাহাকেও এমনিভাবে (মতুর পর) (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে) জিজ্ঞাসা করা হয় যে, এই ব্যক্তির ব্যাপারে তুমি কি বলিতে? এই মোনাফেক এবং কাফের বলে, তাহার ব্যাপারে আমি নিজে তো কিছু জানি না। তবে অন্যান্য লোকেরা যাহা বলিত আমিও উহাই বলিতাম। (তাহার এই উত্তরে) তাহাকে বলা হয় যে, না তুমি নিজে জানিয়াছ, আর না (যাহারা জানে তাহাদের) অনুসৃণ করিয়াছ? (অতঃপর শাস্তিস্বরূপ) লোহার হাতুড়ি দ্বারা তাহাকে মারা হয়। ইহাতে সে এমনভাবে চিংকার করে যে, মানুষ ও জীন ব্যতীত আশে পাশের প্রতিটি বস্তু তাহার চিংকার শুনিতে পায়। (বোধারী)

١٤٢- عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَقْرُمُ السَّاعَةَ حَتَّى لَا يَقَالَ فِي الْأَرْضِ: اللَّهُ اللَّهُ. وَفِي رِوَايَةِ لَا تَقْرُمُ السَّاعَةَ عَلَى أَحَدٍ يَقُولُ: اللَّهُ اللَّهُ. رواه مسلم، باب ذهاب الإيمان آخر الزمان،

رقم: ٣٧٦-٣٧٥

১৪২. হ্যরত আনাস (রায়ঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কেয়ামত আসিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত (এমন মন্দ সময় আসিয়া না পড়ে যে, দুনিয়াতে আল্লাহ আল্লাহ বলা বক্ত হইয়া যায়। অন্য এক হাদীসে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, এমন কোন ব্যক্তি থাকা অবস্থায় কেয়ামত কায়েম হইবে না যে আল্লাহ আল্লাহ বলে। (মুসলিম)

ফাযদা ৩ অর্থাৎ কেয়ামত ঐ সম আসিবে যখন দুনিয়া আল্লাহ তায়ালার স্মরণ হইতে সম্পূর্ণ খালি হইয়া যাইবে।

এই হাদীসের এই অর্থও বর্ণনা করা হইয়াছে যে, কেয়ামত ঐ সময় পর্যন্ত কায়েম হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়াতে এমন ব্যক্তি বিদ্যমান থাকিবে যে এই কথা বলে যে, হে লোকেরা! আল্লাহ তায়ালাকে ভয় কর, আল্লাহ তায়ালার বন্দেগী কর। (মেরকাত)

١٤٣- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَقْرُمُ السَّاعَةَ إِلَّا عَلَى شَرَارِ النَّاسِ. رواه مسلم، باب قرب الساعة، رقم: ٧٤٠-٢

১৪৩. হ্যরত আবদুল্লাহ (রায়ঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিকৃষ্টতম লোকদের
উপরেই কেয়ামত কায়েম হইবে। (মুসলিম)

١٣٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَخْرُجُ الدَّجَالُ فِي أَمْبَعِ
أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا، أَوْ أَرْبَعِينَ عَامًا، فَيَقُولُ اللَّهُ عَنِّي
بْنُ مُرِيزِمَ كَانَهُ عَزُوهَ بْنُ مَسْعُودَ، فَبَطْلُهُ فَهِلْكَهُ ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ
سَبْعَ سِنِينَ، لَيْسَ بَيْنَ النِّسْنَ عَذَادَةً، ثُمَّ يُرِيزِلُ اللَّهُ رِيحًا بَارِدَةً مِنْ
قِبْلِ الشَّامِ، فَلَا يَنْقَى عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ
مِنْ خَيْرٍ أَوْ إِيمَانٍ إِلَّا قُبْضَتْهُ، حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ فِي كَبِيدٍ
جَبِيلٍ لَدَخَلَتْهُ عَلَيْهِ، حَتَّى تَفْضُلَهُ قَالَ: فَيَقُولُ شَرَارُ النَّاسِ فِي حَقَّهُ
الظَّيْرُ وَأَخْلَامُ السَّبَاعِ لَا يَعْرُفُونَ مَغْرُوفًا وَلَا يَنْكِرُونَ مُنْكَرًا،
فَيَمْتَلَّ لَهُمُ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ: إِلَا تَسْتَجِيْبُونِ؟ فَيَقُولُونَ: فَمَا
تَأْمُرُنَا؟ فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، وَهُمْ فِي ذَلِكَ دَارِ رِزْقِهِمْ، حَسَنُ
عِيشَّهُمْ، ثُمَّ يَنْفَخُ فِي الصُّورِ، فَلَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا أَضْغَى لِيْتَا وَرَفَعَ
لِيْتَا، قَالَ: وَأَوْلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلْوَطُ حَوْضَ إِبْلِيهِ قَالَ: فَيَصْعَقُ،
وَيَصْعَقُ النَّاسُ، ثُمَّ يُرِيزِلُ اللَّهُ مَطْرًا كَانَهُ الطَّلُّ فَتَبَثَّ مِنْهُ أَجْسَادُ
النَّاسِ، ثُمَّ يَنْفَخُ فِيهِ أَخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظَرُونَ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَيُّهَا
النَّاسُ! هَلْمُوا إِلَى رِبِّكُمْ، وَقُوَّمُهُمْ إِنَّهُمْ مَسْتُوْلُونَ، ثُمَّ يُقَالُ:
أَخْرِجُوا بَعْثَ النَّارِ، فَيُقَالُ: مَنْ كَمْ؟ فَيُقَالُ: مَنْ كُلَّ الْفِ،
يَسْعَمَانِيَةُ وَتِسْعَةُ وَتِسْعِينَ قَالَ: فَذَلِكَ يَوْمٌ يَجْعَلُ الْوَلَدَيْنَ مِيَّتَيْنَ،
وَذَلِكَ يَوْمٌ يُكْشِفُ عَنْ سَاقِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ، بَابُ فِي خَرْوَجِ الدَّجَالِ،
رقم: ٧٣٨١ وفى روایة: فَسَقَى ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى تَغَيَّرَتْ
وَجْهُهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَأْجُوزَ وَمَا يَأْجُوزَ يَسْعَمَانِيَةُ وَتِسْعَةُ
وَتِسْعِينَ وَمِنْكُمْ وَاحِدًا. (الحادي) رواه البخاري، باب قوله: ونرى الناس

for ১৪০ হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আমির (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, (কেয়ামতের পূর্বে) দাজ্জাল বাহির হইবে। এবং সে চল্লিশ পর্যন্ত অবস্থান করিবে। এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আমির (রায়িঃ) বলেন, আমি জানি না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চল্লিশ বলার উদ্দেশ্য চল্লিশ দিন অথবা চল্লিশ মাস, অথবা চল্লিশ বছর ছিল। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা (হ্যরত) ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ)কে (দুনিয়াতে) পাঠাইবেন। দেখিতে তিনি যেন ওরওয়া ইবনে মাসউদ। অর্থাৎ তাহার অবয়ব ও আকৃতি হ্যরত ওরওয়া ইবনে মাসউদ (রায়িঃ) এর মত হইবে। তিনি দাজ্জালকে তালাশ করিবেন। (তাহাকে ধাওয়া করিবেন এবং ধরিয়া) শেষ করিয়া ফেলিবেন। অতঃপর সাত বৎসর পর্যন্ত মানুষ এমনভাবে বসবাস করিবে যে, দুইজন মানুষের মাঝে (ও) পরম্পর শক্রতা থাকিবে না। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা সিরিয়ার দিক হইতে এক (বিশেষ ধরনের) ঠাণ্ডা বাতাস প্রবাহিত করিবেন যাহার প্রভাবে জমিনের উপর এমন কোন ব্যক্তি আর অবশিষ্ট থাকিবে না যাহার অন্তরে সামান্যতম ঈমানও রহিয়াছে। (মোটকথা এই বাতাসের প্রভাবে সকল ঈমানদার ব্যক্তি শেষ হইয়া যাইবে।) এমনকি যদি তোমাদের মধ্য হইতে কোন ব্যক্তি কোন পাহাড়ের ভিতর (ও) চলিয়া যায় তবে এই বাতাস সেইখানে পৌছিয়া তাহাকে খতম করিয়া দিবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন ইহার পর শুধু মন্দ লোকেরাই দুনিয়াতে থাকিয়া যাইবে। (তাহাদের অন্তর ঈমান হইতে একেবারেই খালি হইবে) তাহাদের মধ্যে পাখীর মত ক্ষিপ্রতা হইবে। অর্থাৎ যেভাবে পাখীরা উড়িবার সময় দ্রুতগতিসম্পন্ন হয় এমনভাবে এই সকল লোকেরা নিজেদের অন্যায় খাহেশ পূরণ করার ব্যাপারে ক্ষিপ্রতা দেখাইবে। আর (অন্যদের উপর জুলুম ও শক্তি প্রয়োগ করার ব্যাপারে) হিংস্র পশুর ন্যায় স্বত্বাব হইবে ন্যায় কাজকে ন্যায় মনে করিবে না, মন্দ কাজকে মন্দ বুঝিবে না। শয়তান একটি আকৃতি ধারণ করিয়া তাহাদের সম্মুখে আসিবে এবং তাহাদেরকে বলিবে, তোমরা কি আমার হকুম মানিবে না? তাহারা বলিবে, তুমি আমাদেরকে কি হকুম দাও? অর্থাৎ তুমি যাহা বলিবে আমরা উহা করিব। তখন শয়তান তাহাদেরকে মৃত্তিপূজার হকুম করিবে। (তাহারা তাহার হকুম পালন করিবে) ঐ সময় তাহাদের উপর রিয়িকের প্রাচুর্য হইবে। আর তাহাদের জিন্দেগী (বাহ্যিকভাবে) বড় সুন্দর (আবাস: আয়েগুরে) হইবে। তারপর শিঙায় ফুরু

দেওয়া হইবে। যে কেহ শিঙার আওয়াজ শুনিবে (সেই আওয়াজের ভয়াবহতা এবং ভয়ের কারণে বেহশ হইয়া যাইবে। আর উহার কারণে তাহার মাথা শরীরের উপর সোজা রাখিতে পারিবে না। বরং) তাহার গর্দন এদিক সেদিক কাত হইয়া যাইবে। সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি শিঙার আওয়াজ শুনিতে পাইবে (এবং যাহার উপর সর্বপ্রথম উহার প্রভাব পড়িবে) সে এক ব্যক্তি হইবে যে তাহার উটের পানি পান করানোর হাউজ মাটি দ্বারা মেরামত করিতে থাকিবে, সে বেহশ এবং প্রাণহীন হইয়া পড়িয়া যাইবে। অর্থাৎ মরিয়া যাইবে। আর অন্যান্য সকল লোকেরাও মরিয়া পড়িয়া যাইবে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা (হালকা) শিশিরের ন্যায় বৃষ্টি বর্ষণ করিবেন। উহার কারণে মানুষের শরীরে প্রাণের সঞ্চার হইবে। অতঃপর দ্বিতীয় বার শিঙায় ফুক দেওয়া হইবে। তখন সঙ্গে সঙ্গে সবাই দাঁড়াইয়া যাইবে। (এবং চারিদিকে) দেখিতে থাকিবে। অতঃপর বলা হইবে, হে লোকসকল, তোমাদের রবের দিকে চল। (এবং ফেরেশতাদের প্রতি হৃকুম হইবে যে,) তাহাদেরকে (হিসাবের ময়দানে) দাঁড় করাও। (কেননা) তাহাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। (এবং তাহাদের আমলের হিসাবকিতাব হইবে।) অতঃপর হৃকুম হইবে তাহাদের মধ্য হইতে দোয়াবীদেরকে বাহির কর। আরজ করা হইবে কতজনের মধ্য হইতে কতজন? হৃকুম হইবে প্রতি হাজারের মধ্য হইতে নয়শত নিরানবহইজন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, এই সেই দিন যাহা বাচ্চাদেরকে বুড়া বানাইয়া দিবে। অর্থাৎ সেই দিনের কঠোরতা ও দীর্ঘতা বাচ্চাদেরকে বুড়া করিয়া দেওয়ার মত হইবে। যদিও প্রকৃতপক্ষে বাচ্চা বুড়া না হউক। আর ইহাই হইবে সেইদিন যেইদিন পায়ের গোছা প্রকাশ করা হইবে, অর্থাৎ যেদিন আল্লাহ তায়ালা বিশেষ প্রকারের তাজালী বা জ্যোতি প্রকাশ করিবেন। (মুসলিম)

অন্য এক রেওয়ায়াতে এইরূপ আছে যে, যখন সাহাবায়ে কেরাম (রায়িৎ) শুনিলেন হাজারের মধ্য হইতে নয়শত নিরানবহই জন জাহানামে যাইবে তখন তাহারা এই কথা শুনিয়া এত চিন্তাযুক্ত হইলেন যে, তাহাদের চেহারার বং পরিবর্তন হইয়া গেল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, নয়শত নিরানবহইজন যাহারা জাহানামে যাইবে তাহারা ইয়াজুজ মাজুজ (এবং তাহাদের মত কাফের মুশরিকদের) মধ্য হইতে হইবে। আর এক হাজার হইতে একজন (যে জামাতে যাইবে) সে তোমাদের মধ্য হইতে (এবং তোমাদের তরীকা অবলম্বনকারীদের মধ্য হইতে) হইবে। (বোধারী)

١٣٥- عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: كَيْفَ أَنْعَمْ وَصَاحِبُ الْقَرْنَ قَدْ أَتَقْرَنَ الْقَرْنَ وَأَسْتَمْ الْأَذْنَ مَتَى يُؤْمِرُ
بِالْفَنْ فَيَفْنِي فَكَانَ ذَلِكَ تَقْلِيلًا عَلَى أَصْحَابِ السَّيِّدِ ﷺ، فَقَالَ
لَهُمْ: قُولُوا: حَسْبَنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا. رواه البرمنى

وقال: هذا حديث حسن، باب ما جاء في شأن الصور، رقم: ٤٤٣١

১৪৫. হযরত আবু সাঈদ (রাযঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি কিভাবে আনন্দিত ও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি, অথচ শিঙ্গায় ফুক দানকারী ফেরেশতা শিঙ্গা মুখে লাগাইয়া ফেলিয়াছেন এবং তিনি কান লাগাইয়া রাখিয়াছেন যে, কখন তাহাকে শিঙ্গায় ফুক দেওয়ার হকুম হইবে আর তিনি উহাতে ফুক দিবেন। সাহাবায়ে কেরাম (রাযঃ) দের নিকট ইহা কঠিন মনে হইল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে এরশাদ করিলেন : তোমরা বল—

حَسْبَنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا

অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম ব্যবস্থাকারী। আল্লাহ তায়ালারই উপর আমরা ভরসা করিলাম। (তিরিয়ী)

١٣٦- عن المقداد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
تَذَكَّرَ النَّفْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْحَلْقِ، حَتَّى تَكُونَ مِنْ كَمِقْدَارِ
مِيلٍ فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرْقِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ
إِلَى كَفَيَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَيِّهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى
حَفْوَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرْقُ إِلَيْهِمَا قَالَ: وَأَشَارَ رَسُولُ
الله ﷺ بِيَدِهِ إِلَيْهِ فِيهِ. رواه مسلم، باب في صفة يوم القيمة، رقم: ٧٢٠

১৪৬. হযরত মেকদাদ (রাযঃ) বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, কেয়ামতের দিন সূর্যকে সৃষ্টির নিকটবর্তী করিয়া দেওয়া হইবে। এমনকি তাহাদের হইতে মাত্র এক মাইলের দূরত্ব পরিমাণ থাকিয়া যাইবে। এবং (উহার গরমে) লোকেরা তাহাদের আমল পরিমাণ ঘর্মাকৃ হইবে। অর্থাৎ যাহার আঘাত ঘট মন্দ হইবে তাহার ঘাম তুতবেশী হইবে। কিছু লোকের ঘাম

তাহাদের পায়ের শিরা পর্যন্ত হইবে। আর কিছু লোকের ঘাম তাহাদের হাঁটু পর্যন্ত হইবে। আর কিছু লোকের কোমর পর্যন্ত হইবে। আর কিছু লোক যাহাদের ঘাম তাহাদের মুখ পর্যন্ত পৌছিয়া যাইবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের মুখের দিকে হাত দ্বারা ইশারা করিলেন (যে তাহাদের ঘাম এই পর্যন্ত পৌছিয়া যাইবে।) (মুসলিম)

١٣٧-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يُخْشَى النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ: صِنْفًا مُشَاهَةً وَصِنْفًا رُكْبَانًا وَصِنْفًا عَلَى وُجُوهِهِمْ قَبْلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ يَمْشُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ؟ قَالَ: إِنَّ الَّذِي أَمْشَاهُمْ عَلَى أَفْدَاهِهِمْ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَمْشِيهِمْ عَلَى وُجُوهِهِمْ، أَمَا إِنَّهُمْ يَقُولُونَ بِوُجُوهِهِمْ كُلَّ حَدْبٍ وَشُوْكَةٍ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن، باب ومن سورة بنى اسرائيل،

رقم: ٣٤٢

১৪৭. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন লোকদেরকে তিনপ্রকারে উঠানো হইবে। একদল পায়ে হাঁটিয়া চলিবে, একদল সওয়ারীতে আরোহণ করিয়া চলিবে, একদল মুখের উপর ভর করিয়া চলিবে। আরজ করা হইল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, মুখের উপর ভর করিয়া কিরাপে চলিবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যে আল্লাহ তাহাদেরকে পায়ের উপর ভর করাইয়া চালাইয়াছেন, তিনি নিঃসন্দেহে তাহাদেরকে মুখের উপর ভর করাইয়া চালাইতেও ক্ষমতা রাখেন। ভালুকপে বুঝিয়া লও! ইহারা তাহাদের মুখের দ্বারাই জমিনের প্রতিটি টিলা এবং প্রতিটি কাঁটা হইতে বাঁচিবে। (তিরমিয়ী)

١٣٨-عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا مِنْكُمْ مَنْ أَحِدٌ إِلَّا سَيْكَلِمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بِهِ وَبِنَهُ تَرْجُمَانٌ، فَيُنْظَرُ أَيْمَنَهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ، وَيُنْظَرُ أَشَامَهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيُنْظَرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقاءَ وَجْهِهِ، فَأَتَقْوَا النَّارَ وَلَوْ بِشَقِّ تَمْرَةٍ. رواه شخاري، باب كلام رب تعالى.....

১৪৮. হ্যরত আলী ইবনে হাতেম (রায়িৎ) হইতে বণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, (কেয়ামতের দিন) তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত আল্লাহ তায়ালা সরাসরি কথা বলিবেন, মাঝখানে কোন দোভারী থাকিবে না। (এ সময় বান্দা অসহায়ভাবে এদিক ও দিক দেখিবে) যখন নিজের ডান দিকে দেখিবে তখন তাহার আগল ছাড়া কিছুই দেখিবে না। যখন নিজের বাম দিকে দেখিবে তখন তাহার আগল ছাড়া কিছুই দেখিবে না। আর যখন নিজের সম্মুখে দেখিবে তখন আগুন ছাড়া কিছু দেখিবে না। সুতরাং দোষের আগুন হইতে বাঁচ যদিও শুকনা খেজুরের টুকরা (সদকা করার) দ্বারাই সন্তুষ্ট হয়। (বোধারী)

১৪৯- عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي ﷺ يقول في بعض صلاته: اللهم حاسبني حساباً يسيراً، فلما انصرف قلت: يا نبي الله! ما الحساب يسير؟ قال: ألم ينظر في كعبه فتجاوره عنه، إنه من توقيش الحساب يومئذ يا عائشة ملك. (الحدث) رواه

احمد

১৫০. হ্যরত আয়েশা (রায়িৎ) বলেন যে, আমি কোন কোন নামাযে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই দোষা করিতে শুনিয়াছি—

اللهم حاسبني حساباً يسيراً

অর্থাৎ, হে আল্লাহ আমার হিসাব সহজ করিয়া দিন। আমি আরজ করিলাম, হে আল্লাহর নবী ! সহজ হিসাব বলিতে কি বুবায় ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, বান্দার আগলনামা দেখা হইবে অতঃপর ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। কেননা হে আয়শা, ঐ দিন যাহার হিসাবের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে সে তো ধ্বংস হইয়া যাইবে। (মুসনাদে আহমাদ)

১৫০- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه أتى رسول الله ﷺ فقال: أخبرني من يُفْرَى على القيام يوم القيمة الذي قال الله عز وجل يوم يَقُوم النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ) فَقَالَ: يُخْفَى على المؤمن حتى يكون عليه كالصلة المكتوبة. رواه البيهقي في كتاب

for more videos <https://www.youtube.com/c/afamin5g>

১৫০. হযরত আবু সাউদ খুলো (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত/আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন এবং আরজ করিলেন, আমাকে বলিয়া দিন, কেয়ামতের দিন (যাহা পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হইবে) কাহার পক্ষে দাঁড়াইয়া থাকা সম্ভব হইবে। যে সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন—

يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

অর্থাৎ, যেদিন সমস্ত লোক রাববুল আলামীনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এরশাদ করিলেন, মোমেনের জন্য এই দাঁড়াইয়া থাকা এত সহজ করিয়া দেওয়া হইবে যে, সেই দিনটি তাহার জন্য ফরজ নামায আদায় করার সমান হইবে।

(বায়াহকী, মেশকাত)

١٥١- عن عَزِيفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقْاتَنِي أَبٌ مِنْ عِنْدِ رَبِّي فَخَيَّرَنِي بَيْنَ أَنْ يُدْخِلَنِي ضَفْ أَمْتَى الْجَنَّةِ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ، فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ وَهِيَ لِمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. رواه الترمذى، باب منه حديث تغیر النى

رقم: ٤٤٤١

১৫১. হযরত আউফ ইবনে মালেক আশজায়ী (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট হইতে একজন ফেরেশতা আমার নিকট আসিয়াছেন এবং তিনি আমাকে (আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে) দুইটি বিষয়ের মধ্য হইতে একটির একটিয়ার দিলেন। হয় তো আল্লাহ তায়ালা আমার অর্ধেক উম্মতকে জানাতে দাখিল করিবেন, অথবা আমাকে (সবার জন্য) সুপারিশ করার অধিকার দান করিবেন। তখন আমি সুপারিশের অধিকারকে গ্রহণ করিলাম। (যাহাতে সমস্ত মুসলমান উহা দ্বারা উপকৃত হইতে পারে। কেহ বঞ্চিত না হয়) সুতরাং আমার সুপারিশ ঐ সকল ব্যক্তির জন্য হইবে যাহারা আল্লাহ তায়ালার সহিত কাহাকেও শরীক না করিয়া মৃত্যুবরণ করিবে। (তিরমিয়ী)

١٥٢- عن أَنِسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أَمْتَى.

شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أَمْتَى. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن

for more videos <https://youtube.com/anpoaha>
 ১৫২۔ হ্যুত অনিস হিবনে মালেক (রায়িত) বলেন, রাসুলুল্লাহ
 পালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কবীরা
 ওনাহকারীদের ব্যাপারে আমার সুপারিশ শুধু আমার উম্মতের লোকদের
 জন্য নির্দিষ্ট হইবে। (অন্যান্য উম্মতের লোকদের জন্য নয়।) (তিরিমিনী)

153- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: إذا
 كان يوم القيمة مات الناس بغضهم في بعض، فلئن آدم
 ليقولون: اشفع لنا إلى ربك، فيقول: لست لها، ولكن عليكم
 بابراهيم فإنه خليل الرحمن، فلائون إبراهيم فيقول: لست لها،
 ولكن عليكم بموسى فإنه كليل الله، فلائون موسى فيقول:
 لست لها، ولكن عليكم بيعيسى فإنه روح الله وكلمه، فلائون
 عيسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بمحمد ﷺ فلائونني
 فاقول: أنا لها، فاستأذن على ربِّي فيؤذن لي وبِلِهْمَنِي مَحَمَّدَ
 أَخْمَدَهُ بِهَا لَا تَخْضُرُنِي الْآنَ، فَأَخْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَمَّدِ، وَأَخْرُ لَهُ
 ساجداً، فيقال: يَا مُحَمَّدًا ازْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمِعْ لَكَ، وَسَلْ
 تُغْطِ، وَأَشْفَعْ تُشْفَعْ، فاقول: يَا رَبِّي أَمْتَيْ أَمْتَيْ، فيقال: انطلق
 فاخْرُجْ مِنْهَا مِنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالْ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيمَانِ، فَانطلق
 فاقْعُلْ ثُمَّ اغْرُدْ فَأَخْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَمَّدِ، ثُمَّ أَخْرُ لَهُ ساجداً فيقال:
 يَا مُحَمَّدًا ازْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمِعْ لَكَ، وَسَلْ تُغْطِ، وَأَشْفَعْ
 تُشْفَعْ، فاقول: يَا رَبِّي أَمْتَيْ أَمْتَيْ، فيقال: انطلق فاخْرُجْ مِنْهَا مِنْ
 كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالْ ذَرَّةٍ أَوْ خَرْذَلَةٍ مِنْ إِيمَانِ، فَانطلق فاقْعُلْ ثُمَّ
 اغْرُدْ فَأَخْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَمَّدِ، ثُمَّ أَخْرُ لَهُ ساجداً فيقال: يَا مُحَمَّدًا
 ازْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمِعْ لَكَ، وَسَلْ تُغْطِ، وَأَشْفَعْ تُشْفَعْ، فاقول:
 يَا رَبِّي أَمْتَيْ أَمْتَيْ، فيقول: انطلق فاخْرُجْ مِنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَذْنِي
 أَذْنِي أَذْنِي مِنْقَالْ حَبَّةٍ مِنْ خَرْذَلَةٍ مِنْ إِيمَانِ فاخْرُجْ جَهَّهَ مِنْ النَّارِ مِنْ
 النَّارِ مِنْ النَّارِ، فَانطلق فاقْعُلْ، ثُمَّ اغْرُدْ الرَّابِعَةَ فَأَخْمَدُهُ بِتِلْكَ، ثُمَّ
 أَخْرُ لَهُ ساجداً فيقال: يَا مُحَمَّدًا ازْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمِعْ، وَسَلْ

نَعْلَمْ، وَأَشْفَعْ تُشْفَعْ، فَقَوْلٌ: يَا رَبِّ الَّذِي لَى فِيمْنَ قَالٌ: لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ، فَيَقُولُ: وَعَزَّقِنِي وَجَلَّلَنِي وَكَبَرَيَانِي وَعَظَمَتْنِي لَأُخْرِجَنِ
مِنْهَا مَنْ قَالٌ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، رواه البخاري، باب كلام الله تعالى،

رقم: ٧٥١

(وفي حديث طويل) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: شَفَعْتِ الْمَلَائِكَةَ وَشَفَعْتِ النَّبِيُّونَ وَشَفَعْ
الْمُؤْمِنُونَ، وَلَمْ يَقُلْ إِلَّا أَرَحْمَ الرَّاحِمِينَ، فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ
فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا أَفْطَ، قَدْ عَادُوا حَمْمًا فَيُلْفِهِمْ
فِي نَهْرٍ فِي أَفْوَاءِ الْجَهَنَّمِ يَقُولُ لَهُ نَهْرُ الْحَيَاةِ، فَيُخْرِجُونَ كَمَا تَخْرَجَ
الْجَهَنَّمُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ قَالٌ: فَيُخْرِجُونَ كَاللُّؤْلُؤَ فِي دِرَابِهِمْ
الْحَوَّاتِمِ، يَعْرِفُهُمْ أَهْلُ الْجَهَنَّمِ، هُنُّ لَا يَعْتَقَدُ اللَّهُ الَّذِينَ أَذْخَلُوهُمْ
اللَّهُ الْجَهَنَّمُ بَغْيَرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَلَا خَيْرٌ قَدْمُوهُ، ثُمَّ يَقُولُ: اذْخُلُوا
الْجَهَنَّمَ فَمَا رَأَيْتُمُهُ فَهُوَ لَكُمْ، فَيَقُولُونَ: وَبَنَا أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ
أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، فَيَقُولُ: لَكُمْ عِنْدِنِي أَفْضَلُ مِنْ هَذَا، فَيَقُولُونَ:
يَا رَبَّنَا أَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا؟ فَيَقُولُ: رِضَانِي قَلَا أَسْخَطُ
عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا، رواه مسلم، باب معرفة طريق الرؤبة، رقم: ٤٥٤

১৫৩. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন কেয়ামতের দিন হইবে তখন (অস্থিরতার কারণে) লোকেরা একে অন্যের নিকট দৌড়াইতে থাকিবে। সুতরাং (হযরত) আদম (আঃ) এর নিকট যাইবে, আর তাহার নিকট আরজ করিবে, আপনি আপনার রবের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। তিনি বলিবেন, আমি ইহার উপযুক্ত নহি। তোমরা ইবরাহীম (আঃ) এর নিকট যাও। তিনি আল্লাহ তায়ালার খলীল। লোকেরা তাহার নিকট যাইবে। তিনি বলিবেন, আমি ইহার উপযুক্ত নহি। তবে তোমরা মুসা (আঃ) এর নিকট যাও, তিনি কালীমুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার সহিত কথা বলিতেন। ইহারা তাহার নিকট যাইবে। তিনি ও বলিবেন, আমি ইহার উপযুক্ত নহি। তোমরা ঈসা (আঃ) এর নিকট যাও। তিনি রুহুল্লাহ এবং কালেমাতুল্লাহ। ইহারা তাহার নিকট যাইবে। তিনি

বলিবেন, আমি ইহার উপর্যুক্ত নহি, তবে তোমরা হ্যৱত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাও। সুতরাং তাহারা আমার নিকট আসিবে। আমি বলিব, আমি সুপারিশের অধিকার রাখি। অতঃপর আমি আমার রবের নিকট অনুমতি চাহিব। আমাকে অনুমতি দেওয়া হইবে। আল্লাহ তায়ালা আমার অন্তরে তাহার প্রশংসাসূচক এমন বাক্যসমূহ ঢালিবেন যাহা এখন আমি করিতে পারি না। আমি ঐসকল বাক্যসহকারে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিব এবং সিজদায় পড়িয়া যাইব। এরশাদ হইবে, হে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মাথা উঠাও। বল, তোমার কথা মানিয়া লওয়া হইবে। প্রার্থনা কর দান করা হইবে। সুপারিশ কর, কবুল করা হইবে। আমি আরজ করিব, ইয়া রব! আমার উম্মত! আমার উম্মত! অর্থাৎ আমার উম্মতকে ক্ষমা করিয়া দিন। আমাকে বলা হইবে, যাও, যাহার অন্তরে যবের দানা পরিমাণও ঈমান থাকিবে তাহাকেও জাহানাম হইতে বাহির কর। আমি যাইব এবং হকুম পালন করিব। ফিরিয়া আসিয়া আবার ঐ সকল বাক্য সহকারে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিব এবং সিজদায় পড়িয়া যাইব। এরশাদ হইবে, হে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মাথা উঠাও, বল, তোমার কথা মানা হইবে, চাও পাইবে, সুপারিশ কর, কবুল করা হইবে। আমি আরজ করিব, ইয়া রব! আমার উম্মত! আমার উম্মত! (আমাকে) বলা হইবে যাও, যাহার অন্তরে এক বালুকণা অথবা একটি সরিষা দানা পরিমাণও ঈমান থাকিবে তাহাকেও বাহির কর। আমি যাইব এবং হকুম পালন করিব। ফিরিয়া আসিয়া আবার ঐ সকল বাক্যসহকারে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিব এবং সিজদায় পড়িয়া যাইব। এরশাদ হইবে, হে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মাথা উঠাও, বল, তোমার কথা মানা হইবে, চাও পাইবে, সুপারিশ কর কবুল করা হইবে। আমি আরজ করিব, ইয়া রব! আমার উম্মত! আমার উম্মত! (আমাকে) বলা হইবে, যাও, যাহার অন্তরে একটি সরিষার দানার চেয়ে ও অতি কম ঈমান থাকিবে তাহাকেও বাহির কর। আমি যাইব এবং হকুম পালন করিব। চতুর্থবার পুনরায় ফিরিয়া আসিব এবং আবার ঐ সকল বাক্য সহকারে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিব এবং সিজদায় পড়িয়া যাইব। এরশাদ হইবে, হে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মাথা উঠাও, বল, তোমার কথা মানা হইবে, চাও পাইবে, সুপারিশ কর কবুল করা হইবে। আমি আরজ করিব, হে আমার রব, আমাকে এ সমস্ত বাস্তিদেরও বাহির কারিয়া আনিবার অনুমতি দিন

যাহারালো ইলাহা ইলাজ্জাহ পড়িয়াছে। আমার তায়ালা এরশাদ করিবেন, আমার ইজ্জতের কসম! আমার উচ্চ মর্যাদার কসম! আমার বড়স্তুর কসম! আমার সম্মানের কসম! যাহারা এই কালেমা পড়িয়া নিয়াছে, তাহাদেরকে তো আমি অবশ্যই জাহানাম হইতে (নিজেই) বাহির করিয়া লইব। (বোধারী)

হয়রত আবু সাঈদ খুদরী (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত হাদীসে এইরূপ আছে যে, (চতুর্থবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জওয়াবে) আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিবেন যে, ফেরেশতারাও সুপারিশ করিয়া শেষ করিয়াছে, নবীগণও সুপারিশ করিয়া শেষ করিয়াছেন, মুমিনগণও সুপারিশ করিয়া শেষ করিয়াছে, এখন আরহামুর রাহেমীন ছাড়া আর কেহ বাকীনাই। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা মুঠ ভরিয়া এমন সমস্ত লোকদেরকে দোষখ হইতে বাহির করিবেন যাহারা পূর্বে কখনও কোন নেকীর কাজ করে নাই, তাহারা দোষখে (জুলিয়া) কয়লা হইয়া গিয়াছে। জান্নাতের দরজাসমূহের সামনে একটি নহর রহিয়াছে যাহাকে নহরে হায়াত বলা হয়। আল্লাহ তায়ালা উহার মধ্যে ঐ সকল লোকদেরকে ফেলিয়া দিবেন। তাহারা উহার মধ্য হইতে (সঙ্গে সঙ্গে তরতাজা হইয়া) বাহির হইয়া আসিবে। যেমন শস্য বীজ ঢলের পানির খড়কুটার মধ্যে (পানি এবং সারের কারণে দ্রুত) অংকুরিত হয়। আর এই সকল লোক মুক্তির ন্যায় পরিষ্কার পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হইয়া যাইবে। তাহাদের ঘাড়ে সোনালী মোহর লাগানো থাকিবে। যাহাতে জান্নাতী লোকেরা তাহাদিগকে চিনিতে পারিবে যে, ইহারা (জাহানামের আগুন হইতে) আল্লাহ তায়ালা আয়াদকৃত যাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা কোন নেক আমল ছাড়া জান্নাতে দাখেল করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা (তাহাদিগকে) বলিবেন, জান্নাতে দাখেল হইয়া ঘাও। তোমরা (জান্নাতে) যাহা কিছু দেখিয়াছ উহা সব তোমাদের জন্য। তাহারা বলিবে হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে ঐ সকল বস্তু দান করিয়াছেন যাহা দুনিয়াতে কাহাকেও দান করেন নাই। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিবেন, আমার নিকট তোমাদের জন্য ইহা হইতে উত্তম নেয়ামত রহিয়াছে। তাহারা আরজ করিবে, হে আমাদের রব! ইহা হইতে উত্তম নেয়ামত কি হইবে? আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিবেন, আমার সম্মতি। ইহার পর আমি তোমাদের প্রতি আর কখনও অসন্তুষ্ট হইব না। (মুসলিম)

ফায়দা : হাদীস শরীফের মধ্যে হয়রত সিসা (আৎ)কে রঞ্জল্লাহ ও কালেমাতুল্লাহ এইজন বলা হইয়াছে যে, তাহার জন্ম বাপ ছাড়া শুধু

মিল্লাহ তায়ালার হকুম(<https://www.youtube.com/alamin5g>): কুন বাবা দ্বারা এইরূপে হইয়াছে যে, জিবরাইল (আৎ) আল্লাহ তায়ালার হকুমে তাহার মায়ের বুকে ফুক দিলেন। ফলে উহা একটি রুহ ও প্রাণ বিশিষ্ট বস্তুতে পরিণত হইয়া গেল। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

١٥٣- عن عَمْرَأَنَّ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ قَالَ:
يَخْرُجُ قَوْمٌ مِّنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُسْمَوُنَ الْجَهَنَّمَيْنِ. رواه البخاري، باب صفة الجنة والنار، رقم: ٦٥٦٦

১৫৪. হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রায়ঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, একদল লোক যাহাদের উপাধি জাহানামী হইবে। তাহারা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপারিশে দোয়খ হইতে বাহির হইয়া জানাতে প্রবেশ করিবে! (বোখারী)

١٥٤- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ مِنْ أَمْيَنِ
مَنْ يَشْفَعُ لِلنَّاسِ مِنَ النَّاسِ، مِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْقَبِيلَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ
يَشْفَعُ لِلْعَبْدَيْنِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلرُّجُلِ حَتَّى يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ. رواه
 الترمذى وقال: هذا حديث حسن، باب منه دخول سبعين ألفاً...، رقم: ٤٤٤٠

১৫৫. হযরত আবু সাঈদ (রায়ঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার উম্মতের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক এমন হইবে যাহারা অন্যান্য কাওমের জন্য সুপারিশ করিবে। অর্থাৎ তাহাদের মর্যাদা এমন হইবে যে, আল্লাহ তায়ালা তাহাদেরকে বিভিন্ন কওমের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দান করিবেন। কিছুসংখ্যক এমন হইবে যাহারা বিভিন্ন গোত্রের জন্য সুপারিশ করিবে। কিছুসংখ্যক এমন হইবে, যাহারা এক ওসবার জন্য সুপারিশ করিবে। আর কিছুসংখ্যক এমন হইবে যাহারা এক ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করিতে পারিবে। (আল্লাহ তায়ালা সকলের সুপারিশ কবুল করিবেন।) এমনকি তাহারা সকলে জানাতে পৌছিয়া যাইবে। (তিরমিয়ী)

ফায়দা ৪ দশ থেকে চালিশ পর্যন্ত সংখ্যাকে ওসবাহ বলে।

١٥٦- عَنْ حَدِيقَةٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (فِي حَدِيقَتِ طَوْيَنِ)
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: وَتَرَسَّلَ الْأَمَانَةُ وَالرَّحْمُ فَقُطُومَانَ for more books <https://www.youtube.com/alamin5g>

جَنْبِي الصِّرَاطِ يَمِنًا وَشَمَالًا، فَيُمْرِئُ أَوْلَكُمْ كَالْبَرْقَ قَالَ قَلْتُ
يَا مَنِ اسْتَأْتَنِي أَئِ شَيْءٌ كَمَرَ الْبَرْقِ؟ قَالَ: أَنْتُمْ تَرَوْا إِلَى الْبَرْقِ
كَيْفَ يَمْرُرُ وَيَرْجِعُ فِي طَرْفَةِ عَيْنٍ؟ ثُمَّ كَمَرَ الرَّيْحَنِ، ثُمَّ كَمَرَ الطَّيْرِ
وَشَدَ الرِّجَالَ، تَجْرِي بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ، وَتَبْيَكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ
يَقُولُونَ: رَبِّ سَلَمْ سَلَمْ، حَتَّى تَعْجَزَ أَعْمَالُ الْعِبَادِ، حَتَّى يَحْمِيَ
الرَّجُلُ فَلَا يَسْتَطِعُ السَّيْرُ إِلَّا رَخْفًا قَالَ: وَفِي حَافَتِي الصِّرَاطِ
كَلَائِبٌ مَعْلَقَةٌ مَانُورَةٌ تَأْخُذُ مَنْ أَبْرَثَ بِهِ فَمَخْدُوشٌ نَاجٌ
وَمَكْدُوشٌ فِي النَّارِ وَالَّذِي نَفْسُ أَنِي هُرِيَّةٌ بِيَدِهِ إِنْ قَفَ جَهَنَّمَ
لَسْبِعِينَ خَرْنِقًا. رَوَاهُ سَلَمٌ، بَابُ أَمْرِي أَهْلِ الْحَنَّةِ مِنْ لِفَةِ فِيهَا، رقم: ٤٨٢

১৫৬. হযরত হোয়ায়ফা ও হযরত আবু হোয়ায়রা (বায়িঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন আমানত ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা এই দুইটি গুণকে (একটি আকৃতি দান করিয়া) ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। এই উভয় বস্তু পুলসিরাতের ডান ও বাম দিকে দাঁড়াইয়া যাইবে। (তাহারা তাহাদের রক্ষাকারীদের জন্য সুপারিশ ও যাহারা রক্ষা করে নাই তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবে।) তোমাদের প্রথম দল পুলসিরাতের উপর দিয়া বিজলীর গতিতে দ্রুত পার হইয়া যাইবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আরজ করিলাম, আমার মাতাপিতা আপনার উপর কোরবান হউক, বিজলীর মত দ্রুত পার হওয়ার কি অর্থ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তুমি কি বিজলী দেখ নাই? উহা কিভাবে চোখের পলকে চলিয়া যায় আবার ফিরিয়া আসে। উহার পরে অতিক্রমকারী বাতাসের গতিতে দ্রুত পার হইয়া যাইবে, অতঃপর দ্রুতগামী পাখীদের মত, অতঃপর শক্তিশালী পুরুষদের দৌড়ের গতিতে। মোটকথা প্রত্যেক ব্যক্তির গতি তাহার আমল অনুযায়ী হইবে। আর তোমাদের নবী (আঃ) পুলসিরাতের উপর দাঁড়াইয়া বলিতে থাকিবেন, হে আমার রব! ইহাদেরকে নিরাপদে পার করিয়া দিন! নিরাপদে পার করিয়া দিন! অবশ্যে এমন লোক ও হইবে যাহারা তাহাদের আমলের দুর্বলতার কারণে পুলসিরাতের উপর দিয়া হেঁচড়াইয়াই চলিতে পারিবে। পুলসিরাতের উভয় দিকে বক্রমাথাবিশিষ্ট লৌহ শলাকা বুলানো থাকিবে। যাহার সম্পর্কে হকুম দেওয়া হইবে উহা তাহাকে ধরিয়া ফেলিবে। এই সমস্ত লৌহ শলাকার

ফর্মেটে কাহারো শুধু আঁচড় লাগিবে, সে তো মুক্তি পাইয়া যাইবে আবার
কাহাকেও জাহানামে ফেলিয়া দেওয়া হইবে।

হয়রত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) বলেন, ঐ জাতের কসম, যাহার হাতে
আবু হোরায়রার প্রাণ রাহিয়াছে, নিঃসন্দেহে জাহানামের গভীরতা সম্ভব
বৎসরের দূরত্বের সমান। (মুসলিম)

١٥٧-عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: يَبْتَسِمَا أَنَّا
أَمْسِرُ فِي الْجَنَّةِ إِذَا أَتَانَا بِنَهْرٍ حَافَّةً قِبَابُ الدُّرْ المَجْوَفُ، قَلَّتْ: مَا
هَذَا يَا جَرِيل؟ قَالَ: هَذَا الْكَوْثُرُ الَّذِي أَغْطَاكَ رَبُّكَ، فَإِذَا طَبَّهُ
بِسْكَ أَذْفَرُ. رواه البخاري، باب في الحوض، رقم: ٦٥٨١

১৫৭. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রায়িঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি জান্নাতে ভ্রমণ
করিতে করিতে একটি নহরের নিকট পৌছিলাম। উহার উভয় পাশে
ভিতরে ফাঁকা একপ মুক্তির তৈরী গম্বুজ বানানো ছিল। আমি জিবরাস্তেল
(আঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কি? জিবরাস্তেল (আঃ) বলিলেন, ইহা
নহরে কাউসার। যাহা আপনার রব আপনাকে দান করিয়াছেন। আমি
দেখিলাম উহার (তলদেশের) মাটি অত্যন্ত সুরভিত মিশক। (বোখারী)

١٥٨-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ: حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ، وَرَزْوَاهُ سَوَاءٌ، وَمَاؤُهُ
أَبْيَضٌ مِنَ الْوَرْقِ، وَرِيحَهُ أَطْيَبٌ مِنَ الْمِسْكِ، وَكَيْزَرَهُ كَجَوْمُ
السَّمَاءِ، فَمَنْ شَرَبَ مِنْهُ فَلَا يَظْمَأُ بَعْدَهُ أَبَدًا. رواه مسلم، باب إثبات

حوض نينا، رقم: ٥٩٧١

১৫৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রায়িঃ) হইতে
বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এরশাদ
করিয়াছেন, আমার হাউজের দূরত্ব একমাসের সমান, আর উহার উভয়
কোণ সম্পূর্ণ বরাবর, অর্থাৎ উহার দৈর্ঘ্য প্রস্থ সমান। উহার পানি কুপার
চেয়ে বেশী সাদা। উহার সুগন্ধি মিশকের সুগন্ধির চেয়ে উত্তম। উহার
পেয়ালাসমূহ আসমানের তারার ন্যায় (অগণিত)। যে ব্যক্তি উহার পানি
পান করিয়া লইবে তাহার কখনও পিপাসা লাগিবে না। (মুসলিম)
for ফায়দা হাউজের দূরত্ব এক মাসের সমান। উহার অর্থ এই যে,

আল্লাহ তায়ালা যেই হাউজে কাউশার বাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করিয়াছেন উহা এত লম্বা ও চওড়া যে, উহার একদিক হইতে অন্যদিক পর্যন্ত এক মাসের পথ।

١٥٩ - عن سُمِّرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوْضًا وَإِنَّهُمْ يَبَاهُونَ أَيْمَنَهُمْ أَكْثَرُ وَارِدَةٌ وَإِنَّمَا ازْجَزَ أَنَّ أَكْثَرَنَّ أَكْثَرَهُمْ وَارِدَةٌ. رواه الترمذى وقال: هنا حدثت حسن غريب، باب ما جاء في صفة الحوض، رقم: ٢٤٤٣

১৫৯. হ্যরত সামুরা (রায়ঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, (আখেরাতে) প্রত্যেক নবীর একটি হাউজ রহিয়াছে। নবীগণ পরম্পর এই ব্যাপারে গর্ব করিবেন যে, তাহাদের মধ্য হইতে কাহার নিকট পানি পানকারী বেশী আসে। আমি আশা রাখি পানি পান করার জন্য সকলের চেয়ে বেশী আমার নিকট আসিবে। (এবং আমার হাউজ দ্বারা পরিত্পু হইবে।) (তিরমিয়ী)

١٦٠ - عن عَبَادَةَ بْنِ الصَّابِطِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: مَنْ شَهَدَ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِنْسِيَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلَمَتُهُ الْفَاهِمَةُ إِلَى مَرِيمَ وَرُؤْسُهُ مَنْهُ وَالْجَنَّةُ حَقُّ، وَالنَّارُ حَقُّ، أَذْخُلْهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ زَادَ جَنَادِهُ: مِنْ أَنْوَابِ الْجَنَّةِ الْعَمَانِيَّةِ أَبْهَا هَاءَ.

رواية البخاري، باب قوله تعالى يا أهل الكتاب.....، رقم: ٣٤٣٥

১৬০. হ্যরত ওবাদা ইবনে সামেত (রায়ঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করেন যে, যে ব্যক্তি এই সাক্ষ দিয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোন মাবুদ নাই, তিনি একা, তাহার কোন শরীক নাই, আর এই সাক্ষ দিয়াছে যে, হ্যরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার বান্দা ও রসূল এবং হ্যরত দুসা (আঃ) ও আল্লাহ তায়ালার বান্দা এবং তাহার রসূল, এবং তাহার কালেমা (কেননা তাহার জন্ম পিতা ব্যতীত শুধু আল্লাহ তায়ালার হুকুম কুন বাক্য দ্বারা হইয়াছে) এবং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে তিনি একটি কুহ অর্থাৎ প্রাণ। (যেষে প্রাণকে হ্যরত জিবরাস্তেল (আঃ) এর ফুকের মাধ্যমে হ্যরত

মিরইয়াম (আঃ) এর গতে পৌছানো হইয়াছে। হ্যরত জিবরাইল (আঃ) হ্যরত মারইয়াম (আঃ) এর বুকে ফুক দিয়াছিলেন।) আর এই সাক্ষ্য দেয় যে, জান্মাত সত্য, জাহান্মাম সত্য, (যে ব্যক্তি এইসকল বিষয়ের সাক্ষ্য দিবে) আল্লাহ তায়ালা তাহাকে অবশ্যই জান্মাতে প্রবেশ করাইবেন। চাই তাহার আমল যেমনই হউক। হ্যরত জুনাদা (রায়িঃ) ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন যে, সে ব্যক্তি জান্মাতের আটটি দরজার মধ্য হইতে যে কোন দরজা দিয়া চাহিবে প্রবেশ করিবে। (বোখারী)

١٦١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَالَ اللَّهُ أَعْذِذُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أَذْنٌ سَمِعَتْ، وَلَا حَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْفَى لَهُمْ مِنْ قُرْبَةِ أَغْيَنِ﴾. رواه البخاري، باب ما جاء في صفة الجن

رقم: ٣٢٤٤

১৬১. হ্যরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে কুদসী বর্ণনা করতঃ আল্লাহ তায়ালার এরশাদ করিয়াছেন যে, আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন নেয়ামতসমূহ তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছি যাহা কোন চক্ষু দেখে নাই, এবং কোন কান শুনে নাই, আর কোন মানুষের অঙ্গের কথনও উহার চিন্তা আসে নাই। তোমরা ইচ্ছা করিলে কুরআনের এই আয়াত পড়িয়া লও—

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْفَى لَهُمْ مِنْ قُرْبَةِ أَغْيَنِ

অর্থাৎ, কোন মানুষই ঐ নেয়ামতগুলির কথা জানে না যাহা ঐ সকল বান্দাদের জন্য লুকাইয়া রাখা হইয়াছে। যাহাতে তাহাদের চক্ষু শীতলকারী বস্তসমূহ রহিয়াছে। (বোখারী)

١٦٢ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَوْضِعُ سُوْطِرٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. رواه البخاري، باب ما جاء في صفة الجن رقم: ٣٢٥٠

১৬২. হ্যরত সাহল ইবনে সাদ (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জান্মাতের একটি চাবুক পরিমাণ জায়গা (অর্থাৎ অতি সংক্ষান্ত পরিমাণ জায়গা) প্রিয়ে

দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যাহা কিছু আছে উহা হইতে উত্তম (ও অধিক মূল্যবান।) (বোখারী)

١٦٣- عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ولقب قوس أخذكم أو موضع قدم من الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة أطعثت إلى الأرض لاصابت ما يئنها، ولملأت ما بينهما ريحانًا، ولتصيفها يعني الخumar خير من الدنيا وما فيها. رواه البخاري، باب صفة الحنة والنار، رقم: ٦١٨

১৬৩. হযরত আনাস (রাযঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জান্নাতে তোমাদের একটি ধনুক পরিমাণ জায়গা অথবা এক কদম পরিমাণ জায়গা দুনিয়া এবং যাহা কিছু দুনিয়ার মধ্যে আছে উহা হইতে উত্তম। আর যদি জান্নাতের মহিলাদের মধ্য হইতে কোন মহিলা (জান্নাত হইতে) জমিনের দিকে উকি দেয় তবে জান্নাত হইতে জমিন পর্যন্ত (স্থানকে) আলোকিত করিয়া দিবে, এবং খুশবু দ্বারা ভরিয়া দিবে। আর তাহার ওড়না ও দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যাহা কিছু আছে উহা হইতে উত্তম। (বোখারী)

١٦٤- عن أبي هريرة رضي الله عنه يتلطف به النبي ﷺ قال: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ دُجْجَةً، يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي طَلَّهَا مائةَ عَامٍ، لَا يَقْطَعُهَا، وَأَفْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ وَوَظِيلَ مَمْدُودٍ. رواه البخاري، باب قوله وظل ممدود، رقم: ٤٨٨١

১৬৪. হযরত আবু হোরায়রা (রাযঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জান্নাতে এমন একটি গাছ রহিয়াছে যে, একজন আরোহী উহার ছায়াতে একশত বৎসর চলিয়াও উহা অতিক্রম করিতে পারিবে না। আর তোমরা চাহিলে এই আয়াত পড়— وَظِيلٌ مَمْدُودٌ— এবং (জান্নাতীরা) বিস্তৃত ছায়ায় (অবস্থান করিবে)। (বোখারী)

١٦٥- عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي ﷺ يقول: إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا وَيَشْرُبُونَ، وَلَا يَنْطَلُونَ وَلَا يَبْرُلُونَ، وَلَا يَغْوِطُونَ وَلَا يَمْتَحِنُونَ قَالُوا: فَمَا بِالْفَعْلَمِ؟ قَالَ: جُشَاءُ وَرَشْحَ كَوْشَ الْبَنْكِ، يَلْهُمُونَ التَّسْبِيحَ وَالْخَمْدَةَ، كَمَا

১৬৫. হযরত যাবের (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, জামাতীরা জামাতের মধ্যে খাইবে এবং পান করিবে (কিন্ত) না থুথু আসিবে, না পেশাব পায়খানাও হইবে, আর না নাক পরিষ্কার করার প্রয়োজন হইবে। সাহাবা (রায়িৎ) আরঙ্গ করিলেন, যাহা খাইয়াছে উহার কি হইবে? অর্থাৎ কিরপে হজম হইবে। তিনি এরশাদ করিলেন, ঢেকুর আসিবে এবং মিশকের ঘামের ন্যায় ঘাম হইবে। অর্থাৎ খাদ্য গ্রহণের পরিণতিতে যাহা বাহির হইবে উহা ঢেকুর ও ঘামের মাধ্যমে বাহির হইয়া যাইবে। আর জামাতীদের মুখে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও পবিত্রতা এমনভাবে জারি হইবে যেমন তাহাদের স্বাস প্রশংসন জারি হইবে।

(মুসলিম)

١٦٦ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْعَدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ
الَّذِي قَالَ يَنْادِي مَنَادِيًّا إِنْ لَكُمْ أَنْ تَصْحُوا فَلَا تَسْقُمُوا أَبْدًا،
وَإِنْ لَكُمْ أَنْ تَخْبُرُوا فَلَا تَمْوَثُوا أَبْدًا، وَإِنْ لَكُمْ أَنْ تَشْبُرُوا فَلَا
تَهْرُمُوا أَبْدًا، وَإِنْ لَكُمْ أَنْ تَعْمُمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبْدًا فَذَلِكَ قُوَّةٌ
غَرْوَجَلٌ: وَنُودُوا أَنْ تَلْكُمُ الْجَنَّةَ أُورِتَعْمَهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ).

رواه مسلم، باب في دوام نعيم أهل الجنة..... رقم: ٧١٥٧

১৬৬. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রায়িৎ) ও হযরত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, একজন ঘোষণাকারী জামাতীদেরকে ডাকিয়া বলিবেন, তোমাদের জন্য সুস্থতা রহিয়াছে, কখনও অসুস্থ হইবে না। তোমাদের জন্য জীবন রহিয়াছে, কখনও মৃত্যু আসিবে না। তোমাদের জন্য যৌবন রহিয়াছে, কখনও বার্ধক্য আসিবে না, তোমাদের জন্য সুখ রহিয়াছে কখনও কোন দুঃখ হইবে না। উক্ত হাদীস নিম্নোক্ত আয়াতের তফসীর স্বরূপ যাহাতে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন—

وَنُودُوا أَنْ تَلْكُمُ الْجَنَّةَ أُورِتَعْمَهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

অর্থাৎ, এবং তাহাদেরকে ডাকিয়া বলা হইবে এই জামাত তোমাদিগকে তোমাদের আমলের বিনিময় দেওয়া হইয়াছে। (মুসলিম)

١٦٧- عن صحيب رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال يقول الله تعالى: قرئتكم شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجتنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أغطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عزوجل. رواه مسلم، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة، رقم: ٤٤٩.

১৬৭. হযরত সুহাইব (রাযঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জামাতী লোকেরা যখন জামাতে পৌছিয়া যাইবে, তখন আল্লাহ তায়ালা তাহাদেরকে বলিবেন, তোমরা কি চাও যে, আমি তোমাদেরকে একটি অতিরিক্ত বস্তু দান করি? অর্থাৎ তোমাদেরকে এই পর্যন্ত যাহা কিছু দান করা হইয়াছে উহা হইতে অতিরিক্ত একটি বিশেষ বস্তু দান করিব কি? তাহারা বলিবে, আপনি কি আমাদের মুখ্যঙ্গল উজ্জ্বল করিয়া দেন নাই, আর আপনি কি আমাদেরকে জাহানাম হইতে বাঁচাইয়া জামাতে দাখেল করিয়া দেন নাই? (এখন উহা ব্যতীত আর কি হইতে পারে, যাহার খাইশ আমরা করিব? বান্দাদের এই জওয়াবের পর) আল্লাহ তায়ালা পর্দা সরাইয়া দিবেন, (যাহার পর তাহারা আল্লাহ তায়ালার দর্শন লাভ করিবে) এখন তাহাদের অবস্থা এই হইবে যে, এই পর্যন্ত তাহারা যাহা কিছু পাইয়াছিল ঐসব কিছু হইতে তাহাদের রবের দর্শন লাভ করার নেয়ামত তাহাদের নিকট অধিক প্রিয় হইবে। (মুসলিম)

١٦٨- عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله ﷺ: لا تغبطوا فأجرًا بتفهمه، إنك لا تفري ما هو لاقٍ بعد موته، إنَّ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ قَاتِلًا لَا يَمُوتُ. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات، مصحح الروايد ٦٤٢/١٤٠ القائل: النار (شرح السنة ١٤٥/٦٤٢)

১৬৮. হযরত আবু হোরায়রা (রাযঃ) বলেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা কোন কটুর নাফরমানকে নেয়ামতের মধ্যে দেখিয়া তাহার প্রতি ঝৰ্ণা করিও না। তুমি জাননা মৃত্যুর পর তাহার সহিত কিন্নপ ব্যবহার করা হইবে। আল্লাহ তায়ালার নিকট তাহার জন্য এমন এক ঘাতক রহিয়াছে যাহার কখনও মৃত্যু আসবে না। (ঘাতক বলিয়া দোষখ বুঝানো হইয়াছে। যাহাতে সে

١٦٩- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ناركم جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم قيل: يا رسول الله إن كانت لكافية، قال: فضلُت عَلَيْهِنَّ بِسْعَةً وسبعين جزءاً كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرَّهَا. رواه البخاري، باب صفة النار وأنها معلوقة، رقم: ٢٩٦٥

১৬৯. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের এই দুনিয়ার আগুন দোষথের আগুনের সন্তুর ভাগের একভাগ। আরজ করা হইল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই (দুনিয়ার আগুনই) যথেষ্ট ছিল; তিনি এরশাদ করিলেন, দোষথের আগুনকে দুনিয়ার আগুনের মোকাবিলায় উন্নস্তর স্তর বৃদ্ধি করা হইয়াছে। প্রত্যেক স্তরের তাপ দুনিয়ার আগুনের তাপের বরাবর। (বোখারী)

١٧٠- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤمن بالنعم أهل الدنيا، من أهل النار، يوم القيمة، فيصبغ في النار صبغة: ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيراً ألط؟ هل مر بك نعيم فقط؟ فيقول: لا، والله يا رب! ويؤمن بالشدة الناس بؤساً في الدنيا، من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤساً فقط؟ هل مر بك شدة فقط؟ فيقول: لا، والله يا رب ما مر بي بؤس فقط، ولا رأيت شدة فقط. رواه سلم، باب صبغ أنعم أهل الدنيا في النار، رقم: ٧٠٨٨

১৭০. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন দোষধীদের মধ্য হইতে এমন এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হইবে যে তাহার দুনিয়ার জীবন অত্যস্ত আরাম আয়েশের সহিত অতিবাহিত করিয়াছে। তাহাকে দোষথের আগুনে একটি ডুব দেওয়ানো হইবে। অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, হে আদমের সন্তান! তুমি কি কখনো কোন ভাল অবস্থা দেখিয়াছ? আর তোমার উপর কখনও কি কোন আরাম আয়েশের সময় অতিবাহিত হইয়াছে? সে আল্লাহর কসম খাইয়া বলিবে, হে আমার রব, কখনও না। এমনিভাবে জান্মাতীদের মধ্যে

হইতে এমন এক বাতিকে উপস্থিত করা হইবে যাহার জীবন সবার চেয়ে বেশী কষ্টের মধ্যে কাটিয়াছে। তাহাকে জান্মাতের মধ্যে একটি দুব দেওয়ানো হইবে, অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, হে আদমের সন্তান! তুমি কি কখনও কোন কষ্ট দেখিয়াছ? তোমার উপর কি কখনও কোন কষ্টকর সময় অতিবাহিত হইয়াছে? সে আল্লাহর কসম খাইয়া বলিবে, হে আমার রব! কখনও না। কখনও কোন কষ্ট আমার উপর অতিবাহিত হয় নাই, আর আমি কখনও কোন কষ্ট দেখি নাই। (মুসলিম)

١٧١- عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ: مِنْهُمْ
مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَفْفِيهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى رُكْبَتِيهِ،
وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى حُجْزَتِيهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى
قُرْقُوبَتِيهِ. رواه مسلم، باب حجه، رقم: ٧١٧٠.

১৭১. হযরত সামুরা ইবনে জুন্দব (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন কোন দোষধীকে আগুন তাহাদের পায়ের গিট পর্যন্ত পাকড়াও করিবে, কাহারো হাঁটু পর্যন্ত পাকড়াও করিবে, কাহারো কোমর পর্যন্ত পাকড়াও করিবে কাহারো হাঁসুলি (গলার নীচের হাড়) পর্যন্ত পাকড়াও করিবে।

(মুসলিম)

١٧٢- عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَرَا هَذِهِ الْآيَةَ
﴿إِنَّقُوا اللَّهَ حَقَّ نُقْبَتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (البقرة: ١٣٢)
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِنَ الرَّفْعَمْ قَطَرَتْ فِي دَارِ الدُّنْيَا
لَا فَسَدَّثَتْ عَلَى أَفْلِ الدُّنْيَا مَعَايِشَهُمْ، فَكَيْفَ يَمْكُرُونَ طَفَامَةً.
رواية الترمذى وقال: هنا حديث حسن صحيح، باب ما جاء في صفة شراب أهل

النار، رقم: ٢٥٨٥.

১৭২. হযরত ইবনে আববাস (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

إِنَّقُوا اللَّهَ حَقَّ نُقْبَتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

অর্থাৎ, ‘আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করিতে থাক যেইরূপ তাহাকে ভয় করার হক রহিয়াছে, আর (পরিপূর্ণ) ইসলামের উপরই মৃত্যুবরণ করিবে’

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আল্লাহ তায়ালা ও তাহার আযাবকে ভয় করার উপর) বয়ান করিলেন যে, যাকুমের একটি ফোটা যদি দুনিয়াতে পড়ে তবে দুনিয়াবাসীদের জীবন ধারণের সকল উপকরণ ধ্বংস করিয়া দিবে। সুতরাং ঐ ব্যক্তির কি অবস্থা হইবে যাহার একমাত্র খাবারই যাকুম হইবে। (যাকুম জাহানামে স্ট্র একটি গাছ) (তিরিয়ী)

١٦٣-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ لِجِبْرِيلَ قَالَ: لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ قَالَ لِجِبْرِيلَ: اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَلَمَّا بَلَغْ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ قَالَ: أَنِّي رَبُّ وَعِزْتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا، ثُمَّ حَفَّهَا بِالْمَكَارِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَلَمَّا فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ قَالَ: أَنِّي رَبُّ وَعِزْتِكَ لَقَدْ خَيْسَتُ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ، قَالَ: فَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى النَّارَ قَالَ: يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَلَمَّا بَلَغْ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ قَالَ: أَنِّي رَبُّ وَعِزْتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلُهَا، فَحَفَّهَا بِالشَّهْوَاتِ، ثُمَّ قَالَ: يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَلَمَّا بَلَغْ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ قَالَ: أَنِّي رَبُّ وَعِزْتِكَ وَجَلَالِكَ لَقَدْ خَيْسَتُ أَنْ لَا يَقْنِي أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا.

رواه أبو داود، باب في عين الحنة والنار: ٤٧٤٤

১৭৩. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন আল্লাহ তায়ালা জাগ্রাতকে স্ট্রি করিলেন তখন জিবরাসিল (আঃ)কে বলিলেন, যাও জাগ্রাতকে দেখ। তিনি যাইয়া দেখিলেন। অতঃপর ফিরিয়া আসিয়া আল্লাহ তায়ালার নিকট আরজ করিলেন, হে আমার রব ! আপনার ইজ্জতের কসম, যে কেহ এই জাগ্রাতের অবস্থা শুনিবে সে অবশ্যই উহাতে দাখেল হইবে। অর্থাৎ জাগ্রাতে পৌছিবার পুরাপুরি চেষ্টা করিবে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা উহাকে কষ্টদায়ক জিনিস দ্বারা ঘিরিয়া দিলেন। অর্থাৎ শরীয়তের হুকুমের পাবন্দী লাগাইয়া দিলেন। যাহার উপর আমল করা নফসের জন্য কষ্টকর। অতঃপর বলিলেন, হে জিবরাসিল ! এখন যাইয়া দেখ, সুতরাং তিনি যাইয়া দেখিলেন। ফিরিয়া আসিয়া আরজ করিলেন, হে আমার রব ! আপনার ইজ্জতের কসম, এখন তো আমার ভয় হইতেছে যে, উহাতে কেহই যাইতে পারিবে না। অতঃপর

আল্লাহ তায়ালা যখন জাহানাম সৃষ্টি করিলেন তখন জিবরাস্টল (আং)কে বলিলেন, জিবরাস্টল, যাও জাহানাম দেখ, তিনি যাইয়া দেখিলেন। ফিরিয়া আসিয়া আরজ করিলেন, হে আমার রব! আপনার ইজ্জতের কসম, যে কেহ উহার অবস্থা শুনিবে উহাতে প্রবেশ করা হইতে বাঁচিবে। অর্থাৎ বাঁচিবার জন্য পুরাপুরি চেষ্টা করিবে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা দোয়খকে নফসের খাতে দ্বারা ঘিরিয়া দিলেন। পুনরায় বলিলেন, জিবরাস্টল! এখন যাইয়া দেখ। তিনি যাইয়া দেখিলেন, ফিরিয়া আসিয়া আরজ করিলেন, হে আমার রব! আপনার ইজ্জতের কসম! আপনার উচ্চ মর্যাদার কসম! এখন তো আমার ভয় হইতেছে যে, কেহই জাহানামে প্রবেশ করা হইতে বাঁচিতে পারিবে না। (আবু দাউদ)

আল্লাহ তায়ালার হৃকুম পালনের মধ্যে সফলতা

আল্লাহ তায়ালার সুমহান সত্ত্বা হইতে সরাসরি ফায়দা হাসিল করার জন্য দৃঢ়ভাবে এইকথা বিশ্বাস করা যে, দুনিয়া-আখেরাতের সর্বপ্রকার সফলতা আল্লাহ তায়ালার যাবতীয় হৃকুমকে হ্যবত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকায় পালন করার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: هُوَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قُضِيَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يُكْحُونَ لَهُمُ الْخَيْرَةَ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَفْسِدِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ صَلَالًا مُبِينًا ﴿الْأَحْرَاب: ٣٦﴾

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—এবং কোন মোমেন পুরুষ ও মোমেন মহিলার জন্য এই সুযোগ নাই যে, যখন আল্লাহ তায়ালা এবং তাহার বৃন্দ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন কোজের হৃকুম দিয়া দেন তখন

for more videos <https://youtube.com/annaaba>
 তাহাদের নিজেদের কাজের ব্যাপারে তাহাদের কোন অধিকার বাকী
 থাকিবে।

অর্থাৎ, ইহার অধিকার থাকে না যে, সেই কাজ করিবে বা করিবে না।
 এবং কাজ করাই জরুরী। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা এবং তাহার
 রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাফরমানী করিবে সে নিঃসন্দেহে
 প্রকাশ্য গোমরাহীর মধ্যে লিপ্ত হইবে। (সূরা আহ্যাব ৩৬)

وَقَالَ تَعَالَى: 『وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِتُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ』

[১৪: النساء]

অপর এক জায়গায় এরশাদ করেন,—আর আমরা প্রত্যেক রসূলকে
 এই উদ্দেশ্যেই পাঠাইয়াছি যেন আল্লাহ তায়ালার তৌফিকে সেই রাসূলের
 আনুগত্য করা হয়। (সূরা নিসা ৬৪)

وَقَالَ تَعَالَى: 『وَمَا أَنْكُمُ الرَّسُولُ فَعُلُومُهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنِهِ فَانْتَهُوا ۚ』 [الصَّدْر: ٧]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—আর রসূল যাহাকিছু তোমাদেরকে দান
 করেন উহা গ্রহণ কর, আর যাহা কিছু হইতে নিষেধ করেন উহা হইতে
 বিরত থাক, অর্থাৎ যাহাই হকুম করেন উহা মানিয়া লও। (সূরা হাশর ৭)

وَقَالَ تَعَالَى: 『فَلَقْدَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَنْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَبِيرًا ۚ』 [الإِرْبَاب: ٢١]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
 আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে উন্নত আদর্শ রহিয়াছে। বিশেষ করিয়া ঐ
 ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ তায়ালা (র সহিত সাক্ষাৎ) ও কেয়ামত (আগমন)
 এর আশা রাখে এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করে।

(সূরা আহ্যাব ২১)

وَقَالَ تَعَالَى: 『فَلَيَعْلَمَ الدِّينُ يَعْلَمُ الْفُؤُدُ عَنْ أَفْرَةٍ أَنْ تُصِيبُهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبُهُمْ عَذَابٌ أَيْمَنٌ ۚ』 [الثُّور: ١٣]

এক জায়গায় এরশাদ করেন,—যে সমস্ত লোক আল্লাহ তায়ালার
 আদেশের বিরোধিতা করে তাহাদের এই ব্যাপারে ভয় করা উচিত যে,
 তাহাদের উপর কোন বিপদ আসিয়া পড়ে অথবা তাহাদের উপর কোন
 যন্ত্রণাময় আয়াব অবতীর্ণ হয়। (সূরা নুর ৬৩)

**وَقَالَ تَعَالَى: هُمْ عِبَادٌ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اْنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ
لِّتَخْيِيْنَهُ حَيْوَةً طَيِّبَةً وَلِتَعْزِيْزَهُمْ أَجْرَهُمْ بِاَخْسَى مَا كَانُوا
يَعْمَلُوْنَ } [١٧] (الحل: ١٧)**

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—যে ব্যক্তি কোন নেক কাজ করে পুরুষ হোক অথবা মহিলা, যদি সে ঈমানদার হয় তবে আমরা তাহাকে অবশ্যই উত্তম জিন্দেগী যাপন করাইব (ইহা দুনিয়াতে হইবে) আর (আখেরাতে) তাহাদের নেক আমলসমূহের বিনিময়ে তাহাদিগকে সওয়াব দান করিব।

(সূরা নাহাল ১৭)

**وَقَالَ تَعَالَى: هُوَ مَنْ يُطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَفَقْدَ فَازَ فَوْزاً عَظِيْمَاً }
[الأحزاب: ٧١]**

এক জায়গায় এরশাদ করিয়াছেন,—আর যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাহার রসূলের কথা মানিল সে বড় সফলতা লাভ করিল। (সূরা আহ্যাব ৭১)

**وَقَالَ تَعَالَى: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تَجْيِيْنُ اللَّهَ فَاتَّبِعُوْنِي يَعْلَمُ اللَّهُ
وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } [آل عمران: ٣١]**

আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিয়াছেন,—আপনি বলিয়া দিন, যদি তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভালবাস তবে তোমরা আমার ফরমাবরদারী কর, আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে ভালবাসিবেন এবং তোমাদের গুণাহসমূহ ক্ষমা করিয়া দিবেন। আর আল্লাহ তায়ালা বড় ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

(সূরা আলে ইমরান, ৩১)

**وَقَالَ تَعَالَى: هُوَ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِيْخَتِ سَيَجْعَلُ لَهُمْ
الرَّحْمَنُ وَدَاهِ } [مرি�م: ٩٦]**

এক জায়গায় এরশাদ করিয়াছেন,—নিঃসন্দেহে যে সকল লোক ঈমান আনিয়াছে, এবং তাহারা নেক আমল করিয়াছে, আল্লাহ তায়ালা তাহাদের জন্য সৃষ্টির অন্তরে মহৎবত পয়দা করিয়া দিবেন।

(সূরা মারইয়াম ৯৬)

وَقَالَ تَعَالَى: هُوَ مَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِيْخَتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخْفَ

أَكْفَافُهُ لَا يَعْلَمُهُ } [النَّصْر: ٥]

for more books <https://youtubersmashup.com/5g>

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—আর যে ব্যক্তি নেক কাজ করিবে এবং
সে ঈমানও রাখিবে, সে তাহার আমলের পরিপূর্ণ প্রতিদান পাইবে আর না
তাহার কোন জুলুমের ভয় থাকিবে আর না তাহার হক নষ্ট হওয়ার।
অর্থাৎ না এমন হইবে যে, গোনাহ না করা সঙ্গেও লিখিয়া দেওয়া হইবে
আর না কোন নেকী কম লিখিয়া হক নষ্ট করা হইবে। (সূরা তাহা ১১২)

**وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَعْقِلْ لَهُ مَغْرِبٌ جَاهٌ وَيَرْزَقُهُ مِنْ حَيْثُ
لَا يَخْسِبُ﴾ [الطلاق: ٢٠١]**

এক জায়গায় এরশাদ করিয়াছেন,—আর যে ব্যক্তি আল্লাহ
তায়ালাকে ভয় করে, আল্লাহ তায়ালা সকল মুশকিল হইতে কোন না
কোন পথ বাহির করিয়া দেন, এবং এমন জায়গা হইতে কুজি পৌছান
যেখান হইতে সে কল্পনাও করে না। (সূরা তালাক, ২-৩)

**وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَمْ يَرَوْا كُمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنَ مَكْنُثِمْ فِي
الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمْكِنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مَذْرَارًا
وَجَعَلْنَا الْأَنْهَرَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنُهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا
مِنْهُمْ قَرْنًا أَخْرَيْنَ﴾ [الآسَم: ٦]**

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—তাহারা কি দেখে নাই যে, আমরা
তাহাদের পূর্বে কতই না এমন জাতিকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি যাহাদেরকে
আমরা দুনিয়াতে এমন শক্তি দান করিয়াছিলাম যেই শক্তি তোমাদেরকে
দান করি নাই (শারীরিক শক্তি, সম্পদের প্রাচুর্য, জনবল, মর্যাদা, দীর্ঘায়ু,
শাসন ক্ষমতা ইত্যাদি) আর আমরা তাহাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ
করিয়াছি। আমরা তাহাদের ক্ষেত ও বাগানের তলদেশে নহরসমূহ
প্রবাহিত করিয়াছি। অতঃপর (এতসব শক্তি ও সম্পদ সঙ্গেও) আমরা
তাহাদেরকে তাহাদের গুনাহের কারণে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি। আর
তাহাদের পর তাহাদের স্থানে অন্য সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া দিয়াছি।

(সূরা আনআম ৬)

**وَقَالَ تَعَالَى: ﴿الْمَالُ وَالْبُؤْنُ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيرُ
الصِّلْحَتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلَا﴾ [الকেف: ٤٦]**

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো
(কেন্দ্রস্থায়ী) দুনিয়ার ভিত্তের (শোভা) আর চিরস্থায়ী নেক আমলসমূহ

আপনার প্রতিপালকের নিকট অর্থাৎ—আখেরাতে প্রতিদান হিসাবে ও হাজার গুণে উক্ত এবং আশা আকাংখার দিক দিয়াও হাজার গুণে উক্ত। অর্থাৎ নেক আমলের উপর যে আশা করা হয় উহা আখেরাতে পূর্ণ হইবে, এবং আশার চেয়েও বেশী প্রতিদান মিলিবে। পক্ষান্তরে ধনসম্পদ দ্বারা আশা আকাংখা পূর্ণ হয় না। (সূরা কাহাফ ৪৬)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بِأَقْبَلٍ وَلَا يَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَرَرُوا أَجْرَهُمْ بِإِخْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الحل: ٩٦]

এক জায়গায় এরশাদ করিয়াছেন,—দুনিয়াতে যাহা কিছু তোমাদের নিকট আছে উহা একদিন শেষ হইয়া যাইবে। আর যেই আমল তোমরা আল্লাহ তায়ালার নিকট পাঠাইয়া দিবে, উহা সবসময় বাকী থাকিবে। আর যাহারা ধৈর্যধারণ করিয়াছে আমরা তাহাদিগকে তাহাদের আমলের উক্ত প্রতিদান দান করিব। (সূরা নাহল)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرِزْقُهُمْ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى - إِنَّمَا تَغْفِلُونَ﴾ [القصص: ٦٠]

এক জায়গায় এরশাদ করিয়াছেন,—এবং দুনিয়াতে যাহাকিছু তোমাদেরকে দেওয়া হইয়াছে, উহা তো শুধু ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জীবন যাপনের আসবাব, এবং এখানকার (ক্ষণস্থায়ী) জাঁকজমক মাত্র। আর যাহা কিছু আল্লাহ তায়ালার নিকট রহিয়াছে উহা উক্ত এবং চিরস্থায়ী। তোমরা কি এই সাধারণ কথাও বুঝ না? (সূরা কাসাস ৬০)

হাদীস শরীফ

١-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ مُبْعِدِينَ، هُلْ تَنْتَظِرُونَ إِلَّا فَقَرَا مُنْسِيًّا، أَوْ غَنِيًّا مَصْلُحِيًّا، أَوْ مَرْضًا مُفْسِدًا، أَوْ هَرَمًا مُفْنِدًا، أَوْ مَوْتًا مُجْهِزًا أَوْ الدَّجَالَ فَشَرُّ غَايِبٍ يُنْتَظِرُ أَوْ السَّاعَةَ؟ فَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَفْرَى. رواه الترمذى و قال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء في المبادرة بالعمل، رقم: ٢٣٠٦ العجامع الصحيح

وهو سنت الترمذى، طبع دار الباز

for more videos visit <http://www.youtube.com/ahmedsalmanbangla>

লাল্লাহান্নুর আলাইহি ওয়াসাল্লাম / এরশাদ করিয়াছেন / সাতটি জিনিস আসার পূর্বেই নেক আমলের প্রতি ধাবিত হও। তোমরা কি এমন অভাবের অপেক্ষায় আছ যাহা সবকিছু ভুলাইয়া দেয়। অথবা এমন প্রাচুর্যের যাহার অবাধ্য বানাইয়া দেয়, অথবা এমন অসুস্থতার যাহা অকর্মণ করিয়া দেয়, অথবা এমন বার্ধক্যের যাহা বিবেক বুদ্ধি ধ্বংস করিয়া দেয়, অথবা এমন মৃত্যুর যাহা হঠাত আসিয়া যায়, (কেননা কোন কোন সময় তওবা করার সুযোগও মিলে না) অথবা দাঙ্গালের আগমনের যাহা ভবিষ্যতের অপ্রকাশিত মন্দসমূহের মধ্যে নিকটস্থ মন্দ? অথবা কেয়ামতের? কেয়ামত তো বড় কঠিন ও অত্যন্ত তিক্ত বিষয়। (তিরিমিয়ী)

ফায়দা ৪ উপরোক্ত হাদীসের উদ্দেশ্য হইল, বর্ণিত সাতটি জিনিসের মধ্য হইতে কোন একটি আসিয়া যাওয়ার পূর্বে নেক আমলের দ্বারা মানুষকে তাহার আখেরাতের প্রস্তুতি লওয়া চাই। এমন যেন না হয় যে, উপরোক্ত বাধাসমূহের মধ্য হইতে কোন বাধা আসিয়া যায়, যাহাতে মানুষ নেক আমল হইতে বাস্তিত হইয়া যায়।

١٧٥-عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
بَشِّعُ الْمَتَّ قَلَّةً: فَيَرْجِعُ النَّاسُ وَيَقْنَى وَاحِدًا، بَعْدَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ
وَعَمَلَهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ وَيَقْنَى عَمَلَهُ۔ رواه مسلم، كتاب البر،

رقم: ٧٤٤

১৭৫. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রায়ঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তিনটি জিনিস মৃত ব্যক্তির সহিত যায়। দুইটি জিনিস ফিরিয়া আসে, আর একটি জিনিস সাথে থাকিয়া যায়। পরিবার-পরিজন, সম্পদ এবং আমল সঙ্গে যায়। অতঃপর পরিবার পরিজন ও সম্পদ ফিরিয়া আসে, আর আমল সাথে থাকিয়া যায়। (মুসলিম)

١٧٦-عَنْ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ
خَطَبَ يَوْمًا فَقَالَ فِي
خُطْبَتِهِ: إِنَّ الدُّنْيَا عَرَضٌ حَاضِرٌ يَأْكُلُ مِنْهَا الْبُرُّ وَالْفَاجِرُ الْأَلَّ
وَإِنَّ الْآخِرَةَ أَجْلٌ صَادِقٌ يَقْضِي فِيهَا مَلِكٌ قَادِرٌ، إِنَّ وَإِنَّ
كُلَّهُ بَعْدَ الْفِتْرَةِ فِي الْجَنَّةِ، إِنَّ الشَّرَّ كُلَّهُ بَعْدَ الْفِتْرَةِ فِي النَّارِ إِنَّ
فَاغْمُلُوا وَأَغْلُمُوا مِنَ اللَّهِ عَلَى حَلْبِرٍ، وَأَغْلُمُوا أَنْتُمْ مَغْرُوبُونَ عَلَى

شَرًّا يُرَأَهُ۔ مُسْنَد الشافعِي / ١٤٨

১৭৬. হযরত আমর (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন খোতবা দিলেন। উহাতে এরশাদ করিলেন, মনোযোগ সহকারে শুন, দুনিয়া একটি সাময়িক পণ্য বিশেষ, (উহার কেন মূল্য নাই অতএব) উহার মধ্যে ভালমন্দ সকলের অংশ রহিয়াছে এবং সকলে উহা হইতে তোগ করে। নিঃসন্দেহে আখেরাত একটি বাস্তুর সত্য যাহা নির্দিষ্ট সময়ে আসিবে এবং উহাতে এক শক্তিশালী বাদশাহ ফয়সালা করিবেন। মনোযোগ সহকারে শুন, সকল প্রকার কল্যাণকর বিষয় জানাতের মধ্যে রহিয়াছে। আর সকল প্রকার মন্দ বিষয় জাহানামের মধ্যে রহিয়াছে। উন্নমরাপে বুঝিয়া লও, যাহাকিছু কর আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করিয়া কর। আরো বুঝিয়া লও, তোমাদেরকে নিজ নিজ আমলের সহিত আল্লাহ তায়ালার দরবারে হাজির করা হইবে। যে ব্যক্তি বালুকণা পরিমাণ কোন নেকী করিয়া থাকিবে সে উহাও দেখিতে পাইবে, আর যে ব্যক্তি বালুকণা পরিমাণ মন্দ করিয়া থাকিবে সে উহাও দেখিতে পাইবে। (মুসলাদে শাফেয়ী)

١٧٧-عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا أَنْلَمَ الْمُنْذَلُ لَهُ حُسْنٌ إِنْسَلَامٌ يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلْفَهَا وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْفَصَاصُ: الْحُسْنَةُ بَعْشَرَ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضَنْفُ وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَتَجَوَّزَ اللَّهُ عَنْهَا. وَوَاه

البخاري، باب حسن إسلام المرأة، رقم: ٤١

১৭৭. হযরত আবু সাঈদ খুদৰী (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন যে, বান্দা যখন ইসলাম গ্রহণ করে এবং ইসলামের সৌন্দর্য তাহার জীবনে আসিয়া যায়, তখন যে সকল মন্দকাজ সে পূর্বে করিয়াছে আল্লাহ তায়ালা ইসলামের বরকতে ঐ সবকিছু ক্ষমা করিয়া দেন। অতঃপর তাহার নেকী ও বদীর হিসাব এইরূপ হয় যে, এক নেকীর কারণে দশ হইতে সাতশত শুণ পর্যন্ত সওয়াব দেওয়া হয়। আর মন্দ কাজ করার কারণে সে ঐ একটি মন্দ কাজেরই শাস্তির উপযুক্ত হয়। অবশ্য আল্লাহ তায়ালা যদি উহাও ক্ষমা করিয়া দেন তবে ডিম কথা। (বোখারী)

ফাহিমাদ জীবনে ইসলামের সৌন্দর্য জাসার অর্থ হইল, অস্তর জীবনের আলোতে আলোকিত হয়, আর শরীর আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের দ্বারা সজ্জিত হয়।

১৭৮- عن عمر رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتوطئ الزكاة، وتصوم رمضان، وتحجج البيت إن استطعت إليه سبيلا.

(وهو جزء من الحديث) رواه مسلم، باب بيان الإيمان والإسلام رقم: ٩٣

১৭৮. হযরত ওমর (রাযঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ইসলাম (এর স্তম্ভসমূহ এই যে, (অস্তর ও মুখে) তুমি এই সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোন ইলাহ নাই (কোন সক্ষা এবাদত ও বন্দেগীর উপযুক্ত নাই) আর এই যে, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার রসূল। এবং নামায আদায় কর, জাকাত আদায় কর, রম্যানের রোয়া রাখ আর যদি তোমার হজ্জ করার ক্ষমতা থাকে তবে হজ্জ কর। (মুসলিম)

১৭৯- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئاً وتقيم الصلوة وتوطئ الزكاة وتصوم رمضان وتحجج البيت، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسلیمک على أهلك فمن اتفق شيناً منه فهو منهم من الإسلام يدْعُه ومن ترکهن كلهن فقد ولى الإسلام ظهره.

الحاكم في المستدرك ١/٢١ و قال: هنا الحديث مثل الأول في الاستفادة

১৭৯. হযরত আবু হোরায়রা (রাযঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ইসলাম এই যে, তুমি আল্লাহ তায়ালার এবাদত কর এবং তাহার সহিত কাহাকেও শরীক করিও না। নামায কায়েম কর, জাকাত আদায় কর, রম্যানের রোয়া রাখ, হজ্জ কর, নেককাজের হুকুম কর, মন্দ কাজ হইতে বাধা প্রদান কর, এবং নিজ পরিবারের লোকদেরকে সালাম কর। যে ব্যক্তি এইগুলির মধ্যে কোন একটি বিষয়ে ক্রটি করিতেছে সে ইসলামের একটি অংশ ছাড়িয়া দিতেছে। আর যে ব্যক্তি এই সবগুলিই ছাড়িয়া দিল সে ইসলাম হইতে মুখ ফিরায়ে নাইয়াছে। (মন্তব্যকে আরোয়া)

١٨٠- عن حَدِيقَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: إِلَسْلَامٌ نَهَايَةُ أَسْهَمِهِ، إِلَسْلَامٌ سَهْمٌ وَالصَّلَاةُ سَهْمٌ وَالزَّكَاةُ سَهْمٌ وَحَجَّ الْبَيْتُ سَهْمٌ وَالصَّيَامُ سَهْمٌ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ فِي سَهْمٍ وَالنَّهُو عَنِ الْمُنْكَرِ سَهْمٌ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَهْمٌ وَقَدْ خَابَ مَنْ لَا سَهْمَ لَهُ. رواه البراء و فيه: بريدة بن عطاء و ثقة أحمد وغيره و ضعفه جماعة و بقية رجاله ثقات.

صحح الروايد ١٩١

١٨٠. ইয়রত হোয়ায়ফা (রায়ি) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ইসলামের (গুরুত্বপূর্ণ) আটটি অংশ রহিয়াছে। ঈমান একটি অংশ, নামায পড়া একটি অংশ, যাকাত দেওয়া একটি অংশ, হজ্জ করা একটি অংশ, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদ করা একটি অংশ, রম্যানের রোয়া রাখা একটি অংশ, নেককাজের হকুম করা একটি অংশ, মন্দ কাজ হইতে বিরত রাখা একটি অংশ। নিঃসন্দেহে ঐ ব্যক্তি ব্যর্থ হইল যাহার (ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলির মধ্য হইতে কোন একটির মধ্যেও) কোন অংশ নাই।

(বায়ার, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

١٨١- عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: إِلَسْلَامٌ أَنْ تُسْلِمَ وَجْهُكَ لِلَّهِ وَتَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّداً عَنْهُ دَوْرُهُ وَتَقْبِيمُ الصَّلَاةِ وَتُؤْمِنُ الزَّكَاةَ. (الحديث) رواه أسد ٣١٩

١٨١. ইবনে আবুবাস (রায়ি) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ইসলাম এই যে, তুমি (বিশ্বাস ও আমলের দিক হইতে নিজেকে আল্লাহ তায়ালার সোপর্দ করিয়া দাও। এবং (অস্তর ও মুখে) তুমি এই সাক্ষ দাও যে, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোন ইলাহ নাই (কোন সক্তি এবাদত ও বন্দেগীর উপযুক্ত নাই।) মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার বান্দা এবং রসূল। নামায কায়েম কর, এবং যাকাত আদায় কর।

(যুসনাদে আহমাদ)

١٨٢- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ أَغْرَى يَا أَنِي النَّبِيِّ قَالَ: ذَلِكَ عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتَهُ دَخَلْتَ الْجَنَّةَ، قَالَ: تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتَقْبِيمُ الصَّلَاةِ الْمُكْتَبَةِ، وَتَرْدِي، الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ،

for more videos <https://youtube.com/annaaba>

**وَتَصُومُ رَمَضَانَ، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهَا لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا، فَلَمَّا
وَلَى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ
فَلَيُنْظُرْ إِلَى هَذَا.** رواه البخاري، باب وجوب الزكاة، رقم: ١٣٩٧

১৮২. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) বলেন, একজন গ্রাম্য ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইল এবং আরজ করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমাকে এমন কোন আমল বলিয়া দিন যাহা করিলে আমি জানাতে প্রবেশ করিব। তিনি এরশাদ করিলেন, আল্লাহ তায়ালার এবাদত করিতে থাক, তাহার সহিত কাহাকেও শরিক করিও না, ফরয নামায পড়িতে থাক, যাকাত আদায করিতে থাক, রম্যানের রোয়া রাখিতে থাক। সে ব্যক্তি আরজ করিল, ঐ যাতের কসম, যাহার হাতে আমার প্রাণ ! (যে সমস্ত আমল আপনি বলিয়া দিয়াছেন তত্ত্বপ করিব) উহাতে কোন কিছু বাঢ়াইব না। অতএব সেই ব্যক্তি চলিয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যে ব্যক্তি কোন জান্নাতীকে দেখিতে চায় সে যেন এই ব্যক্তিকে দেখিয়া লয়।

(বোধার্বী)

১৮৩- عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ، من أهل نجد ثالث الرأس نسمع دوى صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله ﷺ: خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل على غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع، قال رسول الله ﷺ: وصيام رمضان، قال: هل على غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع، قال: وذكر الله رسول الله ﷺ الزكاة، قال: هل على غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع، قال: فاذبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا انقص، قال رسول الله ﷺ: الفلاح إن صدق. رواه البخاري، باب الزكاة من الإسلام، رقم: ٤٦

১৮৩. হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রায়িৎ) বলেন, নাজদবাসীদের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইল, তাহার মাথার চুল এলোমেলো ছিল। আমরা তাহার আওয়াজের গুণ শব্দতো শুনিতেছিলাম/কিন্তু দূরত্বের

(কারণে) তাহার কথা দুবে আসিতেছিলান। অবশেষে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌছিয়া গেল। তখন আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হস্তানামের (আমল) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাহার জওয়াবে) এরশাদ করিলেন, দিবারাত্রি পাঁচ ওয়াক্ত নামায (ফরয)। সে ব্যক্তি আরজ করিল, এই নামাযসমূহ ছাড়াও কোন নামায আমার উপর ফরয আছে কি? তিনি এরশাদ করিলেন, না। কিন্তু তুম যদি নফল পড়িতে চাও তবে পড়িতে পার। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, রম্যানের রোয়া ফরয। সে আরজ করিল, এই রোয়া ছাড়াও কোন রোয়া আমার উপর ফরয আছে কি? তিনি এরশাদ করিলেন, না। কিন্তু নফল সদকা দিতে চাহিলে দিতে পার। অতঃপর সে ব্যক্তি এই বলিতে বলিতে চলিয়া গেল যে, আল্লাহর কসম! আমি এই সকল আমলের মধ্যে না কোন কিছুর বৃক্ষি করিব, আর না কম করিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যদি এই ব্যক্তি সত্যবদী হয় তবে সফলকাম হইয়া গিয়াছে। (বোধ্যবী)

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّابِيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ
وَحَوْلَهُ عَصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: بَأْيُونِي عَلَى الْأَنْتِرِنِيَا بِاللَّهِ
شَيْئاً، وَلَا تُشْرِفُوا، وَلَا تَزْرُنَا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَا تَأْتُوا
بِهِنْجَانَ تَغْرِيْنَاهُ بَيْنَ أَيْدِيْنِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَغْصُوْنِي مَغْرُوبَ،
فَمَنْ دَفَّ فِيْ مِنْكُمْ فَأَجْرِهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً ثُمَّ
فَعُوْقَبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً ثُمَّ
سَرَّهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَيْهِ، إِنْ شَاءَ عَفَاهُ عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ، فَبِأَيْنَاهُ
عَلَى ذَلِكَ. رواه البخاري، كتاب الإنسان، رقم: ۱۸۴

১৮৪. হ্যরত ওবাদা ইবনে সামেত (রায়িহ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার নিকট উপবিষ্ট সাহাবাদের এক জমাতকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমার হাতে এই

বিষয়ের উপর বাইয়াত কর যে, আল্লাহ তায়ালার সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না। চুরি করিবে না, যিনি করিবে না। (অভাবের ভয়ে) নিজ সন্তানকে হত্যা করিবে না, জানিয়া শুনিয়া কাহারে উপর অপবাদ দিবে না এবং শরীয়তের ছক্কমসমূহের অবাধ্যতা করিবে না। যে কেহ তোমাদের মধ্য হইতে এই অঙ্গীকার পূর্ণ করিবে তাহার প্রতিদান আল্লাহ তায়ালার দায়িত্বে। আর যে ব্যক্তি (শিরক ব্যতীত) এইগুলির মধ্য হইতে কোন গুনাহে লিপ্ত হইবে অতঃপর দুনিয়াতে সে উক্ত গুনাহের শাস্তি পাইয়া যায় (যেমন ইসলামী দণ্ডভোগ করে) তবে ঐ শাস্তি তাহার গুনাহের জন্য ক্ষতিপূরণ হইয়া যাইবে। আর যদি আল্লাহ তায়ালা উহা মধ্য হইতে কোন গুনাহকে গোপন করিয়া রাখেন (এবং দুনিয়াতে সে শাস্তি পাইল না) তবে তাহার বিষয় আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে। তিনি চাহিলে (আপন দয়া ও অনুগ্রহে) আখেরাতেও ক্ষমা করিয়া দিবেন, আর চাহিলে শাস্তি দিবেন। (হ্যরত ওবাদা (রায়িৎ) বলেন) আমরা এই বিষয়গুলির উপর তাহার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করিলাম। (বোঝারী)

١٨٥- عن معاذ رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله ﷺ بعشر
كلمات قال: لا تشرك بالله شيئاً وإن قللت وحرفت، ولا تعنق
والديك وإن أمرتك أن تخرج من أهلك وممالك، ولا تترك
صلوة مكتوبه متعيناً، فإن من ترك صلاة مكتوبه متعيناً فقد
برئت منه ذمة الله، ولا تشرب حمرا فانه رأس كل فاحشة،
وابياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله عزوجل، وإياك
والفرار من الرُّحْفَ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ، وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مُوتٌ
وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاتِّبِعْ، وَأَنْفَقْ عَلَى عِبَالِكَ مِنْ طُولِكَ وَلَا ترْفَعْ عَنْهُمْ
عَصَاكَ أَدْبَأْ وَأَخْفَهُمْ فِي اللَّهِ. رواه أحمد: ٢٣٨

১৮৫. হ্যরত মুআয় (রায়িৎ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দশটি বিষয়ে অসিয়ত করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার সহিত কোন কিছুকে শরীক করিবে না, যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় এবং জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। মাতাপিতার অবাধ্যতা করিবে না, যদিও তাহারা তোমাকে এই ছক্কম করে যে, স্ত্রীকে ছাড়িয়া দাও এবং এবং সমস্ত সম্পদ খরচ করিয়া ফেল। জানিয়া বুঝিয়া ফরয নামায ছাড়িবে না, কেননা যে ব্যক্তি জানিয়া বুঝিয়া ফরয নামায ছাড়িয়া দেয়, সে আল্লাহ

for more info: <https://youtube.com/opencha>

তায়ালার জিম্মদারী হইতে বাহির হইয়া যায়। শরাব পান করিবে না, কেননা ইহা সকল অন্যায়ের মূল। আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী করিবে না, কেননা নাফরমানীর কারণে আল্লাহ তায়ালার অসম্ভব অবতীর্ণ হয়। যুদ্ধের ময়দানস্থিতে পলায়ন করিবে না, যদিও তোমার সকল সঙ্গী মরিয়া যায়। যখন লোকদের মধ্যে (মহামারী আকারে) মৃত্যু ব্যাপক হইয়া যায় (যেমন প্লেগ রোগ ইত্যাদি) আর তুমি তাহাদের মধ্যে অবস্থান কর, তখন স্থেখান হইতে পলায়ন করিবে না। পরিবার পরিজনের উপর নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী খরচ করিবে। (শিক্ষার জন্য) তাহাদের উপর হইতে লাঠি সরাইবে না। তাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালার ভয় দেখাইতে থাকিবে। (আহবদ)

ফায়দা : এই হাদীসে মাতাপিতার আনুগত্য সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে, উহা হইল আনুগত্যের সর্বোচ্চ স্তরের বর্ণনা। যেমন এই হাদীসেই ইহা বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালার সহিত কোন কিছুকে শরীক করিবে না যদিও তোমাকে হত্যা করিয়া দেওয়া হয় এবং জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। ইহা ঈমানের উচ্চস্তরের কথা। কেননা এমতাবস্থায় মুখে কুফরী বাক্য বলার সুযোগ রহিয়াছে যখন অন্তর ঈমানের উপর অবিচল থাকে।

(মিরকাত)

١٨٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَفَّاً عَلَى اللَّهِ أَنْ يُذْخِلَهُ الْجَنَّةَ، جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْجُوهِ الْجَنَّةِ وَلَدَ فِيهَا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَفَلَا تُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعْلَاهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفَرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَفَجُّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، رواه البخاري، باب درجات الصحابة في سبيل

الله، رقم: ٢٧٩٠

১৮৬. হ্যরত আবু হোরায়রা (রায়ঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার রসূলের প্রতি ঈমান আনিয়াছে, নামায কায়েম করিয়াছে, এবং রমানের রোয়া / রাখিয়াছে, তাহাকে জান্নাতে দাখিল করা

আল্লাহ তায়ালার দায়িত্বে হইবে। চাহ সে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করিয়াছে অথবা জন্মস্থানেই পড়িয়া রহিয়াছে। অর্থাৎ জেহাদ করে নাই। সাহাবা (রায়িৎ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই সুসংবাদ লোকদেরকে শুনাইয়া দিব কি? তিনি এরশাদ করিলেন, (না) কেননা জান্মাতের মধ্যে একশত শ্রেণী রহিয়াছে। যাহা আল্লাহ তায়ালা তাহার রাস্তায় জেহাদে গমনকারীদের জন্য তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছেন। উহার মধ্যে প্রত্যেক দুই শ্রেণীর মাঝে এই পরিমাণ ব্যবধান রহিয়াছে যেই পরিমাণ আসমান ও জমিনের মাঝে ব্যবধান রহিয়াছে। তোমরা যখন আল্লাহ তায়ালার নিকট জান্মাত চাহিবে তখন জান্মাতুল ফেরদাউস চাহিও। কেননা উহা জান্মাতের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। এবং উহার উপর রহমানের আরশ রহিয়াছে। আর উহা হইতে জান্মাতের ঝর্ণসমহ প্রবাহিত হয়। (বোখারী)

١٨٤-عَنْ أَبِي التَّرْذَادَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَمْسَةٌ مِنْ جَاءَ بِهِنَّ مَعَ إِيمَانٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ. مِنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَاةِ الْخَمْسِ عَلَى وُضُوئِهِنَّ وَرَكُونِهِنَّ وَسُجُودِهِنَّ وَمَوَافِقِهِنَّ وَصَامَ رَمَضَانَ وَحَجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَأَتَى الزَّكَاةَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسَهُ وَأَذْى الْآمَانَةَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا أَدَاءَ الْآمَانَةَ؟ قَالَ: الْفَتْلُ مِنَ الْجَنَّةِ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُنْ أَهْنَ آدَمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ دِينِهِ غَيْرِ هَذَا. رواه الطبراني بإسناد حيد، الترغيب ٢٤١

১৮৭. হ্যরত আবু দারদা (রায়ী) হইতে বর্ণিত আছে যে, সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সহিত
পাঁচটি আমল করিয়া (আল্লাহ তায়ালার দরবারে) আসিবে সে জান্নাতে
প্রবেশ করিবে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায সময়মত গুরুত্বসহকারে এইরূপে পড়ে
উহার অযু এবং ঝুকু ও সেজদা সঠিকভাবে আদায় করে, রম্যান মাসের
রোগা রাখে, হজ্জ করার সামর্থ্য থাকিলে হজ্জ করে, সন্তুষ্টিচিত্তে যাকাত
আদায় করে এবং আমানত আদায় করে। আরজ করা হইল, ইয়া
রাসূলাল্লাহ ! আমানত আদায় করার অর্থ কি ? তিনি এরশাদ করিলেন,
জানাবতের (ফরয) গোসল করা। কেননা আল্লাহ তায়ালা আদম সন্তানের
জানাবতের গোসল ব্যতীত দীনের আর কোন আমলের উপর আস্ত্র স্থাপন
করেন নাই। (কেননা জানাবতের গোসল এমন গোগনীয় আমল যাহা

١٨٨- عن فضاله بن عبيده الأنصاري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم لمَنْ أَمِنَ بِنِي وَأَسْلَمَ وَهَاجَرَ بَيْتَ فِي رَبِيعِ الْجَنَّةِ، وَبَيْتَ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ، وَأَنَا زَعِيمُ لِمَنْ أَمِنَ بِنِي وَأَسْلَمَ وَجَاهَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ بَيْتَ فِي رَبِيعِ الْجَنَّةِ، وَبَيْتَ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَدْعُ لِلنَّفِيرِ مَطْلَباً وَلَا مِنَ الشَّرِّ مُهَرِّبًا يَمْوَثُ حَيْثُ شَاءَ أَنْ يَمْوَثُ.

رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده صحيح ٤٨٠/١٠

১৮৮. হ্যরত ফুয়ালা ইবনে ওবাইদ (রায়ঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি আমার প্রতি ঈমান আনয়ন করে, আনুগত্য গ্রহণ করে, এবং হিজরত করে আমি তাহার জন্য জামাতের কিনারায় একটি ঘরের ও জামাতের মাঝখানে একটি ঘরের জিম্মাদার হইব। আর যে ব্যক্তি আমার প্রতি ঈমান আনয়ন করে আনুগত্য গ্রহণ করে এবং আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদ করে, আমি তাহার জন্য জামাতের কিনারায় একটি ঘর ও মাঝখানে একটি ঘর এবং জামাতের উপরতলায় একটি ঘরের জিম্মাদার হইব। যে এইরূপ করিল, সে সর্বপ্রকার কল্যাণ অর্জন করিল, এবং সকল থ্রকার মন্দ হইতে বাঁচিয়া গেল। এখন তাহার মৃত্যু যেভাবেই আসুক (সে জামাতের উপর্যুক্ত হইয়া গিয়াছে।) (ইবনে হিকান)

١٨٩- عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئاً يُصلّى الخامس ويصوم رمضان غير له.

الحديث (رواه أحمد ٢٢٢)

১৮৯. হ্যরত মুয়ায় ইবনে জাবাল (রায়ঃ) বলেন যে, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সহিত এমতাবস্থায় সাক্ষাৎ করিবে যে, সে তাহার সহিত কাহাকেও শরীক করে না, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে, রমজানের রোমা রাখে, তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে।

for more books <https://youtube.com/gulshanulazizhanda>

١٩٠- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: من لقى الله لا يشرك به شيئاً وأدلى زكاة ماله طيباً بها نفسه مختبئاً وسريع وأطاع فله الجنة. (الحديث) رواه أحمد ٢٦١

১৯০. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সহিত এমতাবস্থায় সাক্ষাৎ করিবে যে, সে আল্লাহ তায়ালার সহিত কাহাকেও শরীক করে নাই, নিজের মালের জাকাত সম্পর্কে আদায় করিয়াছে, এবং (মুসলমানদের) ইমামের কথা শুনিয়া উহা মানিয়াছে, তাহার জন্য জান্নাত রহিয়াছে। (মুসনাদে আহমাদ)

١٩١- عن فضالة بن عبيدة رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: المجاهد من جاهد نفسه. رواه الترمذى وقال: حديث فضالة حديث حسن صحيح، باب ما جاء في فضل من مات مربطاً، رقم: ١٦٢١

১৯১. হযরত আয়েশা (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মোজাহিদ ঐ ব্যক্তি যে তাহার নফসের সহিত জেহাদ করে, অর্থাৎ নফসের খাহেশের বিপরীত চলার চেষ্টা করে। (তিরমিয়ী)

١٩٢- عن عتبة بن عبد رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: لو أن رجلاً يخرج على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت في مرضاته الله عز وجل لحقره يوم القيمة. رواه أحمد والطبراني في الكبير

১৯২. হযরত ওতবা ইবনে আব্দ (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে সম্পর্ক করার জন্য নিজের জন্মের দিন হইতে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত মুখের উপর ভর করিয়া (সেজদায়) পড়িয়া থাকে, তবুও কেয়ামতের দিন সে নিজের এই আমলকেও নগণ্য মনে করিবে।

(মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী, ঘাজমাউয়ে যাওয়ায়েদ)

١٩٣- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهمَا قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: خصلتان من كاتا فيه كجهة الله شاكراً صابراً، ومن لم تكنتا فيه لم يكتبه الله شاكراً ولا صابراً، من نظر في دنياه إلى أدنى فور فرقه فاقدها، ومن نظر في دنياه إلى أعلى

دُونَهُ فَحِمْدَ اللَّهِ عَلَى مَا فَضَّلَهُ بِهِ عَلَيْهِ، كَبَّهُ اللَّهُ شَاكِرًا وَصَابِرًا،
وَمَنْ نَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ
فَأَيْفَ عَلَى مَا فَلَّهُ مِنْهُ، لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ شَاكِرًا وَلَا صَابِرًا. رواه
الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب انظروا إلى من هو أسلف منكم.

১৫১২: رقم

১৯৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রায়িঃ) বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তির মধ্যে দুইটি অভ্যাস থাকে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে শোকরকারী ও সবরকারীদের দলভূক্ত করেন। আর যাহার মধ্যে এই দুইটি অভ্যাস পাওয়া যায় না, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে শোকর ও সবরকারীদের মধ্যে লিখেন না। যে ব্যক্তি দ্বীনের ব্যাপারে নিজের চেয়ে উত্তম লোকদেরকে দেখে এবং তাহাদের অনুসরণ করে, আর দুনিয়ার ব্যাপারে নিজের চেয়ে নিম্ন স্তরের লোকদেরকে দেখে এবং এই ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করে যে, (আল্লাহ তায়ালা আপন দয়া ও অনুগ্রহে) তাহাকে এই সকল লোকদের তুলনায় উত্তম অবস্থায় রাখিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা তাহাকে সবর ও শোকরকারীদের মধ্যে লিখিয়াছেন। আর যে ব্যক্তি দ্বীনের ব্যাপারে নিজের চেয়ে নিম্ন স্তরের লোকদেরকে দেখে, এবং দুনিয়ার ব্যাপারে নিজের চেয়ে উপরের লোকদেরকে দেখে, এবং দুনিয়ার স্বল্পতার উপর আফসোস করে তখন আল্লাহ তায়ালা তাহাকে না সবরকারীদের মধ্যে গণ্য করিবেন, না শোকরকারীদের মধ্যে গণ্য করিবেন। (তিরমিয়ী)

— ١٩٣ —
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْدُّنْيَا
بِخَيْرِ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ. رواه مسلم، باب الدنيا سجن للمؤمن .. .

১৫১৩: رقم

১৯৪. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দুনিয়া মোমেনের জন্য কয়েদখানা আর কাফেরের জন্য জান্মাত। (মুসলিম)

ফায়দা ৪ একজন মোমেনের জন্য জান্মাতে যে সমস্ত নেয়ামত প্রস্তুত তথ্যাছে, সেই হিসাবে এই দুনিয়া মোমেনের জন্য কয়েদখানা।

ফোকাফেরের জন্য ধৈ সমস্ত চিরহায়ী/আজার রহিয়াজে সেই হিসাবে দুনিয়া
তাহার জন্য জান্মাত। (মেরকাত)

١٩٥ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: إذا أتَيْتَ
الْفِنَاءَ دُولَةً، وَالْأَمَانَةَ مَفْنَمًا، وَالرِّزْكَاهَ مَغْرِمًا، وَتَعْلِيمَ الْفَحْرِ الدَّفِينَ،
وَأَطْلَاعَ الرَّجُلِ امْرَأَهُ وَعَقْ أَمْهُ، وَأَذْنَى صَدِيقَهُ وَأَصْنَى أَبَاهُ
وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَسَادَ الْقَبْلَةَ فِي سَقْهُمْ، وَكَانَ
رَعِيْمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، وَأَنْكَرَ الرَّجُلُ مَخَالَفَةَ شَرِّهِ، وَظَهَرَتِ
الْقَبَائِثُ وَالْمَعَازِفُ، وَشُرِبَتِ الْخَمُورُ، وَلَعَنَ آخِرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ
أَوْلَاهَا فَلَيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِبْنَحَا حَمَرَاءَ وَرَلْزَلَةَ وَخَسْفَاً وَمَسْحَا
وَقَدْلَا، وَآيَاتٌ تَابِعُ كَيْنَامَ بَالِ قُطْعَ سِلْكَهُ فَتَابَعَهُ. رواه الترمذى
وقال: هذا حدث غريب، باب ما جاء في علامة حلول المسح والمعف.

رقم: ٢٢١١

১৯৫. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন গনীমতের মালকে ব্যক্তিগত সম্পদ মনে করিতে আরম্ভ করা হইবে, আমানতকে গনীমতের মাল মনে করিতে আরম্ভ করা হইবে অর্থাৎ আমানতকে আদায় করার পরিবর্তে নিজে খরচ করিয়া ফেলে, যাকাতকে জরিমানা মনে করিতে আরম্ভ করা হইবে, অর্থাৎ খুশী মনে দেওয়ার পরিবর্তে অসন্তুষ্টির সহিত দেয়, এলেম দ্বীনের উদ্দেশ্যে নয় বরং দুনিয়ার জন্য অর্জন করিতে আরম্ভ করিবে, মানুষ স্ত্রীর আনুগত্য ও মায়ের অবাধ্যতা করিতে শুরু করিবে, বস্তু বাস্তবদেরকে নিকটে করিবে ও বাপকে দূরে সরাইয়া দিবে, মসজিদসমূহের মধ্যে প্রকাশ্যে শোরগোল করা আরম্ভ হইবে, ফাসেক লোক কওমের নেতৃত্ব দিতে আরম্ভ করিবে, কওমের সর্দার কাওমের নিকৃষ্টতম লোক হইবে, কাহারো অনিষ্ট হইতে বাঁচার জন্য তাহার সম্মান করা হইতে লাগিবে, গায়িকা নারীদের এবং বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন হইবে, ব্যাপকভাবে শরাব পান আরম্ভ করা হইবে এবং উস্মাতের পরবর্তী লোকেরা তাহাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে ঘন্দ বলিতে আরম্ভ করিবে, এমন সময় লালবর্ণের ঝড়, ভূমিকম্প, জমিনে ধসিয়া যাওয়া, মানুষের চেহারা বিকৃত হওয়া, এবং আনন্দানন্দ হইতে পাথর বৰ্ষিত হওয়ার অপেক্ষা করা

উচিত। আর এমন লাগাতার বিপদ আপদসমূহের অপেক্ষা কর, যেমন মালার সুতা ছিড়িয়া গেলে উহার মুক্তাদানাগুলি একের পর এক দ্রুত পড়িতে থাকে। (তিরমিয়ী)

١٩٤- عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: إن مثل الذي يفعل السيئات، ثم يفعل الحسنات، كمثل رجل كانت عليه دزغ ضيقه قد حفته، ثم عمل حسنة فانفك حلقه ثم عمل حسنة أخرى فانفك حلقه أخرى، حتى يخرج إلى الأرض. رواه أحمد ١٢٥

১৯৬. হযরত ওকবা ইবনে আমের (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি গুনাহ করে অতঃপর নেক আমল করিতে থাকে, তাহার দ্রষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির মত যাহার শরীরে একটি আঁটসাঁট লৌহবর্ম রহিয়াছে, যাহা তাহার শ্বাসরূপ করিয়া রাখিয়াছে। অতঃপর সে কোন নেক আমল করে যাহার কারণে ঐ লৌহবর্মের একটি আংটা খুলিয়া যায়, অতঃপর দ্বিতীয় কোন নেক আমল করে যাহার কারণে দ্বিতীয় আংটা খুলিয়া যায় (এমনিভাবে নেক আমল করিতে থাকে আর কড়াসমূহ খুলিতে থাকে) এমনকি সম্পূর্ণ বর্ম খুলিয়া জমিনের উপর আসিয়া পড়ে। (মুসনাদে আহমাদ)

ফায়দা : ইহার অর্থ গুনাহগার গুনাহের বাঁধনে আবদ্ধ থাকে এবং পেরেশান থাকে, নেক কাজ করার কারণে গুনাহের বাঁধন খুলিয়া যায় এবং পেরেশানী দূর হইয়া যায়।

١٩٧- عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهمَا أنه قال: ما ظهر الغلوُّ في قومٍ قطٌ إلا ألقى في قلوبِهم الرُّغْبَ وَلَا فَشَّى الزِّنَّا في قومٍ قطٌ إلا كثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتُ وَلَا نَقْصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالُ وَالْمِيزَانُ إِلَّا قَطْعَ عَنْهُمُ الرِّزْقُ وَلَا حَكْمٌ قَوْمٌ بِغَيْرِ الْحَقِّ إِلَّا فَشَّى فِيهِمُ الدَّمُ وَلَا خَرَقَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ إِلَّا سُلَطَ عَلَيْهِمُ الْعَدُوُّ. رواه الإمام مالك في الموطأ، باب ما جاء في الغلوٍ ص ٤٧٦

১৯৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবাস (রায়িৎ) বলেন, যখন কোন কওমের মধ্যে প্রকাশ্যে গনীমতের মাল খেয়ানত করা হয় তখন তাহাদের অস্ত্রে শক্তির উভঙ্গতি তালিয়া দেওয়া হয়। যখন কোন কওমের মধ্যে

যেনা ব্যভিচার ব্যাপক হইয়া যায়, তখন তাহাদের মধ্যে মৃত্যু ব্যাপক হইয়া যায়। যখন কোন কওম ওজনে কমবেশী করে তখন তাহাদের রিযিক উঠাইয়া লওয়া হয়। অর্থাৎ তাহাদের রিযিকের বরকত খতম করিয়া দেওয়া হয়। যখন কোন কওম বিচারকার্যে জুলুম করে, তখন তাহাদের মধ্যে খুনখারাবী ছড়াইয়া যায়, যখন কোন কওম অঙ্গিকার ভঙ্গ করে তখন তাহাদের উপর শক্র চাপাইয়া দেওয়া হয়।

(মোয়াত্তা ইয়াম মালেক)

١٩٨- عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقول: إن الطالب لا يضر إلا نفسه فقال أبو هريرة رضي الله عنه: بل والله حتى الحبارى تموت في وكرها هزلا لظلم الطالب . رواه البهفى فى شعب الإيمان

٥٤/٦

১৯৮. হ্যরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি এক ব্যক্তিকে বলিতে শুনিলেন যে, জালেম বাস্তি শুধু নিজের ক্ষতি করে। ইহার জওয়াবে হ্যরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) এরশাদ করিলেন, নিজের তো ক্ষতি করেই, আল্লাহর কসম! জালেমের জুলুমের কারণে সুরখাব (পাথী) ও তাহার বাসায় ক্ষীণ ও দুর্বল হইয়া মারা যায়। (বায়হাকী)

ফায়দা ৪: জুলুমের ক্ষতি জালেম পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে না। তাহার জুলুমের কুফল স্বরূপ বিভিন্ন প্রকারের মুসীবত অবর্তীণ হইতে থাকে। বৃষ্টি বন্ধ হইয়া যায়। পাথীরা মাঠে জঙ্গলে শস্যদানা পায় না। শেষ পর্যন্ত ক্ষুধার কারণে নিজেদের বাসায় মরিয়া যায়।

١٩٩- عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغنى بما يكتبه أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ قال: فيقص عليه ما شاء الله أن يقص، وإنما قال ذات غداة إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني وإنهما قالا لي: انطلق، وإنني انطلقت معهما، وإنما أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصرخة وإذا هو يهون بالصخرة لرأسه فيبلغ رأسه فيند هذه الحجر هاهنا، فيتبع الحجر فإذا ذهله فلا يرجع إليه حتى يصبح

for more books <https://5g.muslim>

قال: قلت سُبْحَانَ اللَّهِ، مَا هَذَا؟ قَالَ: قَالًا لِي: انطَلِقْ انطَلِقْ، فَانطَلَقْنَا فَاتَّيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلِقٍ لِفَقَاهُ وَإِذَا آخَرْ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلْوَبٍ مِنْ حَدِيدَةٍ، وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شَفَّافٍ وَجْهَهُ فَيُشَرِّشُرُ شَذَّذَةً إِلَى قَفَاهُ، وَمُنْجَرَةً إِلَى قَفَاهُ، وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ، قَالَ وَرَبِّيَا قَالَ أَبُوزَجَاءِ: فَيُشَقِّ - قَالَ: ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ فَيَفْعُلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الْأَوَّلِ، فَمَا يَفْرَغُ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبِ حَتَّى يَصْبَحَ ذَلِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانَ ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعُلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةِ الْأُولَى، قَالَ: قَلْتُ لَهُمَا: سُبْحَانَ اللَّهِ، مَا هَذَا؟ قَالَ: قَالًا لِي: انطَلِقْ انطَلِقْ، فَانطَلَقْنَا فَاتَّيْنَا عَلَى مِثْلِ الشَّوْرِ - قَالَ وَأَخْبَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ - فَإِذَا فِيهِ لَفْظٌ وَأَصْوَاتٌ، قَالَ: فَاطَّلَقْنَا فِيهِ فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عَرَاءٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيُّهُمْ لَهُبٌ مِنْ أَسْفَلِ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ الْلَّهَبُ ضَوْضَواً، قَالَ: قَلْتُ لَهُمَا: مَا هُوَ لِاءٌ؟ قَالَ: قَالًا لِي: انطَلِقْ انطَلِقْ، قَالَ: فَانطَلَقْنَا فَاتَّيْنَا عَلَى نَهْرٍ - حَيْثُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ - أَخْمَرَ مِثْلَ الدَّمِ، وَإِذَا فِي النَّهْرِ رَجُلٌ سَابِعُ يَسْبَحُ، وَإِذَا عَلَى شَطَّ النَّهْرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً، وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِعُ سَبَحَ مَا سَبَحَ، ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ فَيَفْغِرُ لَهُ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حِجَارَةً فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ، كُلُّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَغَرَ لَهُ فَاهُ فَالْقَمَهُ حِجَارَةً، قَالَ: قَلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَا؟ قَالَ: قَالًا لِي: انطَلِقْ انطَلِقْ، قَالَ: فَانطَلَقْنَا فَاتَّيْنَا عَلَى رَجُلٍ كَرِيمٍ الْمَرْأَةُ كَمَكْرَهٍ مَا أَنْتَ رَاءِ رَجُلًا مَرْأَةً، فَإِذَا عِنْدَهُ نَارٌ يَحْشُها وَيَسْعِي حَوْلَهَا، قَالَ: قَلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَا؟ قَالَ: قَالًا لِي: انطَلِقْ انطَلِقْ، فَانطَلَقْنَا فَاتَّيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُغَنَّمَةٍ فِيهَا مِنْ كُلِّ لَوْنِ الرَّبِيعِ، وَإِذَا بَيْنَ ظَهَرِيِ الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيلٌ لَا أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طَوِيلًا فِي السَّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ الْمَرْءَاتِ رَأَيْتُهُمْ قَطْ، قَالَ: قَلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَا؟ مَا هُوَ لِاءٌ؟ قَالَ: قَالًا لِي: انطَلِقْ انطَلِقْ،

قالَ فَانطَلَقْنَا فَانتَهَيْنَا إِلَى رُوْضَةٍ عَظِيمَةٍ لَمْ أَرْ رُوْضَةً قَطُّ أَغْنَمْ
بِنَهَا وَلَا أَخْسَنَ، قَالَ: قَالَ لِي: ارْزُقْ، فَارْتَقَيْتُ فِيهَا، قَالَ: فَأَرْتَقَنَا
فِيهَا فَانتَهَيْنَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبِينَةٍ بَيْنَ ذَهَبٍ وَلَيْلَ فَضْلَةٍ، فَانْتَهَيْنَا بَابَ
الْمَدِينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَفَتَحَ لَنَا فَدَخَلْنَاهَا فَتَلَقَّا نَا فِيهَا رَجَالٌ شَطَرٌ مِنْ
خَلْقِهِمْ كَأَخْسَنِ مَا أَنْتُ رَأَيْ، وَشَطَرٌ كَأَقْبَعِ مَا أَنْتُ رَأَيْ، قَالَ: قَالَ
لَهُمْ أَذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهَرِ، قَالَ: وَإِذَا نَهَرَ مُغْرِضٌ يَغْرِي
كَأَنَّ مَاءَ الْمَخْضُ مِنَ الْبَيْاضِ، فَلَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا
إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ فَصَارُوا هُنَّ أَخْسَنَ صُورَةً، قَالَ:
قَالَ لِي: هَذِهِ جَنَّةُ عَدْنَ وَهَذَاكَ مَنْزِلُكَ، قَالَ: فَسَمَا بَصَرِي صَعْدَا
فَلَوْا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابِيَّةِ الْبَيْضَاءِ، قَالَ: قَالَ لِي: هَذَاكَ مَنْزِلُكَ، قَالَ:
فَلَتُ لَهُمَا: بَارَكَ اللَّهُ فِيهِمَا، ذَرَانِي فَادْخُلْهُ، قَالَ: أَمَا الْآنَ فَلَا
وَأَنْتَ دَاخِلُهُ، قَالَ: فَلَتُ لَهُمَا: فَلَيْسَ قَدْ رَأَيْتُ مِنْذَ الْلَّيْلَةِ عَجَباً،
فَمَا هَذَا الَّذِي رَأَيْتُ؟ قَالَ: قَالَ لِي: أَمَا إِنَّا سَخَبِرْنَاكَ، أَمَا الرَّجُلُ
الْأَوَّلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُطْلَعُ رَأْسَهُ بِالْحَجَرِ فَلَمَّا الرَّجُلُ يَاخْدُ
الْقُرْآنَ فَيَرْفَضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الْصَّلَاةِ الْمُكْتَبَةِ، وَأَمَا الَّذِي أَتَيْتَ
عَلَيْهِ يُشَرِّشُ بِشَدْقَةٍ إِلَى قَفَاهُ وَمُنْحَرَةٍ إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ فَلَمَّا
الرَّجُلُ يَقْدُمُ مِنْ بَيْتِهِ فَيُكَذِّبُ الْكَذِبَةَ تَلْعُجُ الْآفَاقُ، وَأَمَا الرَّجَالُ
وَالسَّيَّاءُ الْعَرَاءُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ بَنَاءِ التَّشُورِ فَهُمُ الزُّنَادُ وَالزُّوَانِيُّ،
وَأَمَا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبِحُ فِي النَّهَرِ وَيُلْقَمُ الْجَحَاجَرَ كَمَنَّةٍ
أَكْلُ الرِّبَابِ، وَأَمَا الرَّجُلُ الْكَرِيمُ الْمُرَأَةُ الَّذِي عَنْدَ النَّارِ يَحْثُثُهَا
وَيَسْعِي حَوْلَهَا فَلَمَّا مَالَكَ خَازِنَ جَهَنَّمَ، وَأَمَا الرَّجُلُ الطَّوَيْلُ الَّذِي
فِي الرُّؤْضَةِ فَلَمَّا إِبْرَاهِيمَ وَلَدَ وَأَمَا الْوَلَدُانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ
مُؤْلُودٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، قَالَ: فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: وَأَوْلَادُ
الْمُشْرِكِينَ، وَأَمَا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطَرًا مِنْهُمْ حَسَنٌ وَشَطَرًا

مِنْهُمْ قَيْسَرٌ فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ عَلَطُوا عَمَّا صَالَعَا وَأَخْرَى سَيِّئًا تَجَاوِزُ اللَّهُ

عَنْهُمْ رَوَاهُ الْبَحْرَارِيُّ، بَابُ تَعْبِيرِ الرُّؤْيَا بَعْدِ صَلَةِ الصَّبْرِ مَرْفَعٌ: ٧٠٤٧

১৯৯. হযরত সামুরাহ ইবনে জুনদুর (রায়িৎ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় তাহার সাহাবাদেরকে জিজ্ঞাসা করিতেন যে, তোমাদের মধ্যে কেহ কোন স্বপ্ন দেখিয়াছ কি? কেহ স্বপ্ন বর্ণনা করিত। (তিনি উহার ব্যাখ্যা বলিয়া দিতেন) একদিন সকাল বেলায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, রাত্রিবেলায় আমি স্বপ্ন দেখিলাম যে, দুইজন ফেরেশতা আমার নিকট আসিলেন এবং আমাকে উঠাইয়া বলিলেন, আমাদের সাথে চলুন। আমি তাহাদের সহিত চলিলাম। আমরা একজন শায়িত ব্যক্তির নিকট দিয়া গেলাম। তাহার পাশে পাথর হাতে এক ব্যক্তি দাঁড়ানো আছে। সে শায়িত ব্যক্তির মাথার উপর পাথরটি সঙ্গেরে নিষ্কেপ করে। ইহাতে তাহার মাথা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। এবং পাথরটি গড়াইয়া অন্যদিকে চলিয়া যায়। উক্ত ব্যক্তি যাইয়া পাথরটি উঠাইয়া আনে। তাহার ফিরিয়া আসার পূর্বে শায়িত ব্যক্তির মাথা আগের ঘত সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া যায়। পুনরায় সে পাতর নিষ্কেপ করে এবং পরিণতি উহাই হয় যাহা পূর্বে হইয়াছিল। আমি অবাক হইয়া সঙ্গী দুইজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সুবহানাল্লাহ! এই দুই ব্যক্তি কাহারা? (এবং ইহা কি হইতেছে?) তাহারা বলিলেন, চলুন, সামনে চলুন!

আমরা সামনে চলিলাম। আমরা চিৎ হইয়া শায়িত এক ব্যক্তির নিকট দিয়া গেলাম। এবং একব্যক্তি তাহার নিকট লোহার চিমটা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। চিমটাধারী ব্যক্তি শায়িত ব্যক্তির চেহারার এক পাশে আসিয়া তাহার চোয়াল নাক এবং চোখ, মাথার পিছনের অংশ পর্যন্ত চিরিয়া ফেলে। অতঃপর অন্য পাশেও এইরূপ করে। দ্বিতীয় পাশ হইতে অবসর হওয়ার পূর্বেই প্রথম পাশ সম্পূর্ণরূপে ভাল হইয়া যায়। সে ব্যক্তি এইরূপ করিতে থাকে। আমি তাহাদের দুইজনকে বলিলাম। সুবহানাল্লাহ এই দুই ব্যক্তি কাহারা? তাহারা বলিলেন, চলুন, সামনে চলুন। আমরা সামনে চলিলাম। একটি তন্দুরের নিকট পৌছিলাম। উহাতে বড় শোরগোল হইতেছিল। আমরা উকি দিয়া দেখিলাম। উহাতে অনেক উলঙ্গ পুরুষ ও মহিলা রহিয়াছে। তাহাদের নীচের দিক হইতে একটি অগ্নিশিখা আসে। সেই অগ্নিশিখা যখন তাহাদেরকে জড়াইয়া ধরে তখন তাহারা চিৎকার করিতে থাকে। আমি তাহাদের দুইজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম ইহারা

কাহারা? তাহারা বলিলেন, চলুন, সামনে চলুন। আমরা সামনে চলিলাম। একটি নদীর নিকট পৌছিলাম। উহা রক্তের মত লালবর্ণ ছিল। আর উহাতে এক ব্যক্তি সাঁতার কাটিতেছিল। নদীর কিনারায় অপর এক ব্যক্তি ছিল যে অনেকগুলি পাথর জমা করিয়া রাখিয়াছিল। সাঁতার কাটা লোকটি যখন সাঁতরাইয়া পাথর জমাকারী লোকটির নিকট আসে তখন সে নিজের মুখ খুলিয়া দেয়। তখনই কিনারায় অপেক্ষমান ব্যক্তি তাহার মুখের ভিতর পাথর ঢালিয়া দেয়। (ইহাতে সে দূরে) চলিয়া যায়। এবং পুনরায় সাঁতরাইয়া ঐ ব্যক্তির নিকট ফিরিয়া আসে। যখনই এই ব্যক্তি সাঁতরাইয়া কিনারায় অপেক্ষমান লোকটির নিকট আসে তখনই সে মুখ হা করে। আর কিনারায় অপেক্ষমান ব্যক্তি তাহার মুখের ভিতর পাথর ঢালিয়া দেয়। আমি তাহাদের দুইজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই দুই ব্যক্তি কাহারা? তাহারা দুইজন বলিলেন, চলুন, সামনে চলুন।

আমরা সামনে চলিলাম। তোমরা যত কুৎসিত চেহারার মানুষ দেখিয়াছ তাহাদের অপেক্ষা বেশী কুৎসিত চেহারার মানুষের নিকট দিয়া আমরা গেলাম। তাহার নিকট আগুন ঝুলিতেছিল। সে উহাকে আরো প্রজ্জ্বলিত করিতেছিল এবং উহার চতুর্দিকে দৌড়াইতেছিল। আমি তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই ব্যক্তি কে? তাহারা বলিলেন, চলুন সামনে চলুন।

অতঃপর আমরা এমন এক বাগানে পৌছিলাম যাহা ঘন সবুজ ছিল। উহাতে বসন্তকালীন সবরকমের ফুল ছিল। বাগানের মাঝখানে অতি দীর্ঘকায় এক ব্যক্তিকে দেখা গেল। অতি দীর্ঘ হওয়ার কারণে তাহার মাথা দেখা আমার জন্য কষ্টকর ছিল। তাহার চারিপাশে অনেক শিশু ছিল। এত বেশী সংখ্যক শিশু আমি কখনও দেখি নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইনি কে? আর এই শিশুরা কে? তাহারা আমাকে বলিলেন, সামনে চলুন, সামনে চলুন।

আমরা চলিলাম এবং একটি বড় বাগানে পৌছিলাম। আমি এত বড় ও সুন্দর বাগান কখনও দেখি নাই। তাহারা আমাকে বলিলেন, ইহার উপরে চড়ুন। আমরা উহার উপর চড়িলাম এবং এমন এক শহরের নিকট পৌছিলাম, যাহা এমনভাবে তৈরী ছিল যে, উহার একটি ইট সোনার ছিল, একটি ইট রূপার ছিল। আমরা শহরের দরজায় পৌছিলাম। দরজা খুলিতে বলিলে উহা আমাদের জন্য খুলিয়া দেওয়া হইল। আমরা উহার মধ্যে এঞ্চে লোকদের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম, যাহাদের শরীরের অর্ধেক অংশ

এত সুন্দর ছিল যে, তোমরা এমন সুন্দর দেখ নাই আর অর্ধেক আংশ এত কুৎসিং ছিল যে, তোমরা এমন কুৎসিত চেহারা দেখ নাই। এই দুই ফেরেশতা তাহাদিগকে বলিলেন, যাও এই নদীতে ঝাঁপ দাও। আমি দেখিলাম, সামনে একটি প্রশস্ত নদী প্রবাহিত হইতেছে। উহার পানি দুধের মত সাদা। তাহারা উহাতে ঝাঁপাইয়া পড়িল। অতঃপর যখন তাহারা আমাদের নিকট ফিরিয়া আসিল তখন তাহাদের কুৎসিত অবস্থা দূর হইয়া গিয়াছিল, এবং তাহারা অত্যস্ত সুন্দর হইয়া গিয়াছিল। উভয় ফেরেশতা আমাকে বলিলেন, ইহা জানাতে আদন এবং ইহা আপনার ঘর। উপরের দিকে আমার দৃষ্টি পড়িলে দেখিলাম, আমি সাদা মেঘের মত একটি মহল দেখিলাম। তাহারা বলিলেন, ইহাই আপনার ঘর। আমি তাহাদেরকে বলিলাম, আল্লাহ তোমাদেরকে বরকত দান করুন। আমাকে ছাড়িয়া দাও আমি উহার ভিতরে প্রবেশ করিব। তাহারা বলিলেন, এখন নয়, তবে পরে যাইবেন। আমি তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আজ বাতে আশ্চর্য বিষয়সমূহ দেখিয়াছি। ইহার রহস্য কি? তাহারা আমাকে বলিলেন, এখন আমরা আপনাকে বলিতেছি।

প্রথম ব্যক্তি যাহার নিকট দিয়া আপনি অতিক্রম করিয়াছেন, এবং তাহার মাথা পাথর দ্বারা চূণবিচূর্ণ করা হইতেছিল সে হইল যে কুরআন শিক্ষা করে অতঃপর উহাকে ছাড়িয়া দেয় (তেলাওয়াতও করে না, আমলও করে না) আর ফরয নামায ছাড়িয়া ঘুমাইয়া পড়ে। (দ্বিতীয়) এই ব্যক্তি যাহার নিকট দিয়া আপনি অতিক্রম করিয়াছেন, এবং তাহার চোয়াল, নাক, চোখ, মাথার পিছন পর্যন্ত কাটা হইতেছিল। সে এই ব্যক্তি যে সকাল বেলায় ঘর হইতে বাহির হইয়া মিথ্যা কথা বলে এবং সেই মিথ্যা দুনিয়াতে প্রচারিত হইয়া যায়। (তৃতীয়) এই সকল মেয়ে পুরুষ যাহাদেরকে আপনি তন্দুরে জুলিতে দেখিয়াছিলেন। তাহারা হইল যিনাকার (ব্যভিচারী) পুরুষ ও মহিলা। (চতুর্থ) এই ব্যক্তি যাহার নিকট দিয়া আপনি অতিক্রম করিয়াছেন, যে নদীতে সাঁতার কাটিতেছিল এবং তাহার মুখে পাথর নিক্ষেপ করা হইতেছিল, সে সুদখোর। (পঞ্চম) এই কুৎসিত ব্যক্তি যাহার নিকট দিয়া আপনি অতিক্রম করিয়াছিলেন, যিনি আগুন প্রজ্জ্বলিত করিতেছিলেন এবং উহার চারিপার্শ্বে দৌড়াইতেছিলেন, তিনি জাহানামের দারোগা। যাহার নাম মালেক। (ষষ্ঠ) এই ব্যক্তি যিনি বাগানের মধ্যে ছিলেন। তিনি হ্যরত ইবরাহীম (আঃ)। আর যে সকল শিশুরা তাহার চারিপার্শ্বে ছিল, তাহারা শৈশবেই (ইসলামের) স্বভাবের উপর মৃত্যুবরণ করিয়াছে।
 কোন সহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া

রাসূলাল্লাহ ! মুশরিকদের শিশুদের
মুশরিকদের শিশুরাও (তাহারাই) ছিল
ও অর্ধেক শরীর কুৎসিত ছিল তা
আমলের সহিত বদআমলও করিয়া
ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। (বোখারী)

اللَّهُ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللَّهِ
يَا مَائِةً بَيْنَ الْأَمْمٍ، قَالُوا: يَا رَسُولَ

: أَغْرِفْهُمْ يُؤْتَوْنَ كُبُّرُهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ
بِهِمْ مِنْ أَثْرِ السُّجُودِ وَأَغْرِفْهُمْ

حمد

২০০. হযরত আবু যার (রাযঃ) :
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন
উম্মতের মধ্য হইতে আমি আমার
কেরাম (রাযঃ) আরজ করিলেন,
উম্মতকে কিভাবে চিনিবেন ? তিনি
তাহাদের আমলনামা ডানহাতে দেওয়া
তাহাদের চেহারার নূরের কারণে চি
তাহাদের চেহারায় প্রকাশ পাইবে।
(বিশেষ) নূরের কারণে চিনিব যাহা তা

ফায়দা : ইহা প্রত্যেক মোমেনের
ঈমানী শক্তি হিসাবে নূর পাইবে। (কাশ

। তাহিয়েবা
কি হইবে? তিনি এরশাদ করিলেন,
ল। আর যাহাদের অধিক শরীর সুন্দর
যাহারা ঐ সমস্ত লোক যাহারা নেক
ছে। আল্লাহ তায়ালা তাহাদের গুনাহ

٢٠٠ - عَنْ أَبِي ذِرَّةِ وَأَبِي الدُّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
قَالَ: إِنِّي لَا غُرْفَ أَمْتَنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ
إِلَّا وَكَيْفَ تَعْرِفُ أَمْتَنِكُ؟ قَالَ
وَأَغْرِفُهُمْ بِسِنَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ
بِنُورِهِمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ رواهـ

বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
রিয়াছেন, কেয়ামতের দিন সকল
উম্মতকে চিনিয়া লইব। সাহাবায়ে
ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আপনার
এরশাদ করিলেন, আমি তাহাদিগকে
যার কারণে চিনিব এবং তাহাদিগকে
নিব, যাহা অধিক সেজদার কারণে

আর তাহাদিগকে তাহাদের এক
তাহাদের সম্মুখে দৌড়াইতে থাকিবে।

(মুসনাদে আহমাদ)

সেমানের নূর হইবে। প্রত্যেকে তাহার
(ফুর রহমান)

নাম

আল্লাহ তায়ালার
 ফায়দা হাসিল করার উপ
 ইজ্জতের হৃকুমগুলিকে হ
 আলাইহি ওয়াসাল্লামের
 তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরু
 হইল নামায।

ফরয়

কুরআনে

عِنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴿٤٥﴾
 (النکبوت: ٤٥)

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—নি
 কাজ হইতে বিরত রাখে। (আনকাবুত)

سَمِلُوا الصَّلَاحَتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
 بِيَمِّهِمْ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—নি
 নেক আমল করিয়াছে। আর (বিশে
 ষ্ঠ এবং ঘাকুত অদ্যায় করিয়াছে তাহ

নামায

কুদরত হইতে সরাসরি
যায় হইল, আল্লাহ রাকবুল
যরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু
য তরীকায় পূরা করা।
হৃপূর্ণ ও বুনিয়াদী আমল

নামায

র আয়াত

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ

মশয় নামায নির্জন ও অশোভনীয়

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَ

ৰাতুوا الزَّكُورَةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّ

يَعْزَفُونَ﴾ (البقرة: ١٧٧)

মশয় যাহারা সৈমান আনিয়াছে এবং

(ষষ্ঠ ভাবে) নামাযের পাবন্দী করিয়াছে

<https://www.youtube.com>

সংরক্ষিত রহিয়াছে। আর না (তাহাদুর কোন অধিক কা) থাকিবে এবং না
তাহারা চিন্তিত হইবে। (বাকারাহ-২৭৭)

**وَقَالَ تَعَالَى : ﴿فُلْ لِعْبَادَى الَّذِينَ امْنَوا يُقْيِمُوا الصَّلَاةَ وَيَنْفَقُوا
مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا يَبْغُ فِيهِ وَلَا
خَلَالٌ﴾ (ابرہيم: ۳۱)**

আল্লাহ তায়ালা তাহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে
বলিয়াছেন—আমার সৈমানদার বান্দাদিগকে বলিয়া দিন, যেন তাহারা
নামাযের পাবন্দী করে এবং আমি যাহা কিছু তাহাদিগুকে দিয়াছি উহা
হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে দান-খয়রাতও করে—সেইদিন আসিবার পূর্বে
যেদিন না কোন ক্রয়-বিক্রয় থাকিবে (অর্থাৎ কোন জিনিস দিয়া নেক
আমল খরিদ করিয়া লওয়া যাইবে না।) আর না কোন বন্ধুত্ব কাজে
আসিবে। (অর্থাৎ কোন বন্ধু তোমাকে নেক আমল দান করিবে না।)

(সূরা ইবরাহীম-৩১)

**وَقَالَ تَعَالَى : ﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةَ وَمِنْ ذِرَّتِي فِي رَبِّنَا وَتَقْبَلْ
دُعَاءَ﴾ (ابرہيم: ۴۰)**

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম দোয়া করিয়াছেন—হে আমার
রব, আমাকে বিশেষভাবে নামাযের পাবন্দী করনেওয়ালা বানাইয়া দিন
এবং আমার বৎশধরগণের মধ্য হইতেও। হে আমাদের রব, এবং আমার
দোয়া করুন করুন। (সূরা ইবরাহীম-৮০)

**وَقَالَ تَعَالَى : ﴿وَاقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسْقِ اللَّيلِ
وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ (سি. اسرাইل: ۷۸)**

আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে
বলিয়াছেন—সূর্য ঢলিয়া পড়ার পর হইতে রাত্রি অঙ্ককারাঞ্চল হওয়া
পর্যন্ত নামাযগুলি আদায় করিতে থাকুন। (অর্থাৎ জোহর আসর মাগারিব
এশা) আর ফজরের নামাযও আদায় করিতে থাকুন, নিশ্চয় ফজরের
নামায (আমল লেখার কাজে নিয়োজিত) ফেরেশতাদের উপস্থিতির সময়।

(বনি ইসরাইল-৭৮)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوةِهِمْ يَحْفَظُونَ﴾ (السوس: ۵)

আল্লাহ তায়ালা সফলকাম সৈমানদারদের একটি গুণ/ একটি উচ্চে গু

for more videos <https://youtube.com/afaminibha>
করিয়াছেন—আর যাহারা নিজেদের ফরয় নামাযসমূহের পাবন্দী করে।

(সুরা মুমিনুন-৯)

**وَقَالَ تَعَالَى: هُبَا بِهَا الَّذِينَ امْتَنُوا إِذَا نُوَدِّي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ
الْجُمُعَةِ فَامْسَعُوهَا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوهَا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ } [الجمعة: ٩]**

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—হে সৈমানদারগণ, যখন জুমুআর দিনে (জুমুআর) নামাযের জন্য আয়ান দেওয়া হয় তখন তোমরা আল্লাহর যিকির (অর্থাৎ খোতবা ও নামায) এর দিকে তৎক্ষণাত ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় (ও অন্যান্য কাজকর্ম) ত্যাগ কর, ইহা তোমাদের জন্য অধিক উত্তম যদি তোমাদের কিছু জ্ঞান থাকে। (সুরা জুমুআহ-৯)

হাদীস শরীফ

١- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: بُنَيَّ
الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً
رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَالْحُجَّةِ، وَصَوْمُ
رَمَضَانَ. رواه البخاري، باب دعاؤكم إيمانكم ، رقم: ٨

১. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রায়িৎ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ইসলামের ইমারত পাঁচ জিনিসের উপর কায়েম করা হইয়াছে, (এক) লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এর সাক্ষ্য প্রদান। (অর্থাৎ এই সত্য কথার সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ব্যক্তিত আর কেহ এবাদতের উপযুক্ত নাই এবং হ্যরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়ালার বান্দা ও রাসূল।) (২) নামায কায়েম করা। (৩) যাকাত আদায় করা। (৪) হজ্জ করা। (৫) রমধান মাসের রোয়া রাখা। (বোখারী)

٢- عن جعفر بن نمير رحمة الله مرسلاً قال: قال رسول الله ﷺ: مَا
أُرْجِيَ إِلَيَّ أَنْ أَجْمِعَ النَّاسَ، وَأَكُونُ مِنَ النَّاجِرِينَ، وَلَكِنْ أُرْجِيَ
إِلَيَّ أَنْ: سَيِّئَ بِخَمْدَرِكَ وَكُنْ مِنَ الشَّجِيدِينَ، وَأَغْبَذَ رَبِّكَ حَتَّى
يَأْتِيكَ الْبَقْرُ. رواه البخاري في شرح السنة، ششكوة المصاوي، رقم: ٦٠٦

for more books <https://youtube.com/alamin5g>

৩- হযরত জুবাইর ইবনে নুমাইর (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমাকে এই হকুম দেওয়া হয় নাই যে, আমি মাল জমা করি এবং ব্যবসায়ী হই, বরং আমাকে এই হকুম দেওয়া হইয়াছে যে, আপনি আপনার রবের তসবীহ ও প্রশংসা করিতে থাকুন, নামায পাঠকারীদের অস্তর্ভুক্ত থাকুন এবং মত্তু আসা পর্যন্ত আপনার রবের এবাদত করিতে থাকুন।

(শরহে সুমাহ, মেশকাত)

٤- عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ في سؤال جبريل
إيهأ عن الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن
محمدًا رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتنفق الزكوة، وتَعْمَل
البيت، وتغتسل، وتغتیر، وتغتسل من الجنابة، وأن تُقْسِمَ الوضوء، وتتصوّر
رمضان. قال: فإذا فعلت ذلك فاتنا مسلّم؟ قال: نعم، قال:
صَدِقْتَ. رواه ابن حزم بـ ١٤

৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, জিবরাস্ল (আঃ) (একজন অপরিচিত ব্যক্তির বেশে উপস্থিত হইয়া) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি (উত্তরে) বলিলেন, ইসলাম এই যে, ভূমি (অস্তর ও মুখ দ্বারা) এই সাক্ষ্য প্রদান কর যে, আল্লাহ ব্যক্তিত আর কোন মাবুদ নাই এবং (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তায়ালার রাসূল, নামায পড়, যাকাত আদায় কর, হজ্জ ও ওমরা কর, জানাবাত হইতে পাক হওয়ার জন্য গোসল কর, অযুকে পূর্ণ কর এবং রমযানের বোয়া রাখ। হযরত জিবরাস্ল (আঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি এই সকল আমল করিলে কি মুসলমান হইয়া যাইব? এরশাদ করিলেন, হাঁ। হযরত জিবরাস্ল (আঃ) বলিলেন, আপনি সত্য বলিয়াছেন।

(ইবনে খুয়াইয়াহ)

٦- عن قرءة بن داغموص رضي الله عنه قال: الفيتا النبي ﷺ في
حجية الوداع فقلنا: يا رسول الله ما تعهدتنا؟ قال: أعهد
إليكم أن تقيموا الصلاة وتنفقو الزكوة وتحججوا البيت الحرام
وتتصوّروا رمضان فإن فيه ليلة خير من ألف شهر وتحرموا ذم

for more videos <https://youtube.com/annaba>
الْمُسْلِمُ وَمَا لَهُ وَالْمُعاهَدُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَنَصِيبُهُ مَالُهُ وَالظَّاعِنُ بِهِ وَالظَّاعِنُ بِهِ

البيهقي في شعب الإيمان ٤٤٢

৪. হযরত কুররাহ ইবনে দামুস (রায়িঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত বিদায় হজ্জে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। আমরা আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি আমাদিগকে কি কি বিষয়ে অসিয়ত করিতেছেন? তিনি এরশাদ করিলেন, আমি তোমাদিগকে অসিয়ত করিতেছি যে, নামায কায়েম করিবে, যাকাত আদায় করিবে, বাইতুল্লার হজ্জ করিবে এবং রম্যান মাসের বোয়া রাখিবে। এই মাসে এমন একটি রাত্রি রহিয়াছে যাহা হাজার মাস হইতে উত্তম। কোন মুসলমান ও জিঞ্চিকে (অর্থাৎ যাহাদের সহিত মুসলমানদের কোন প্রকার চূক্ষি সম্পাদিত হইয়াছে) কতল করা এবং তাহার মালসম্পদকে নিজের জন্য হারাম মনে করিবে। অবশ্য কোন অপরাধ করিলে তাহাকে আল্লাহ তায়ালার ভকুম অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া হইবে। তোমাদিগকে আরো অসিয়ত করিতেছি যে, তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও তাহার আনুগত্যকে মজবুত করিয়া ধরিয়া থাক। (অর্থাৎ গায়রূপ্লার রাজি নারাজির পরওয়া না করিয়া হিস্মতের সহিত দীনের কাজে লাগিয়া থাক।) (বায়হাকী)

৫- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي ﷺ:
مفتاح الجنة الصلاة وفتح الظهور. رواه أحمد ٣٤٠

৫. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, বেহেশতের চাবি হইল নামায, আর নামাযের চাবি হইল অযু। (মুসনাদে আহমাদ)

৬- عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: جعل قرعة عيني
في الصلاة. (وهو بعض الحديث) رواه النسائي، باب حب النساء، رقم: ٣٣٩١

৬. হযরত আনাস (রায়িঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার চোখের শীতলতা নামাযের মধ্যে রাখা হইয়াছে। (নাসায়ী)

৭- عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: الصلاة عمود
الدين. رواه أبو نعيم في الحلية وهو حديث حسن، العجامع الصغير ١٢٠/٢

৭. হযরত ওমর (রায়িঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

۸- عن عليٍ رضيَ اللهُ عنْهُ قَالَ: كَانَ آخِرُ كَلَامَ رَسُولِ اللهِ ﷺ:
الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ، اتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا مَلَكْتُ أَيْمَانُكُمْ رواه أبو داود، باب في

حق المسلوك، رقم: ۵۱۰۶

৮. হযরত আলী (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ অসিয়ত এই করিয়াছেন যে, নামায, নামায, আপন গোলাম ও অধীনস্থদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় কর। (অর্থাৎ তাহাদের হক আদায় কর।) (আবু দাউদ)

۹- عن أبي أمامة رضيَ اللهُ عنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَفْبَلَ مِنْ خَيْرٍ، وَمَعَهُ غَلَامَانِ، فَقَالَ عَلَىٰ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَخِدْنَا، قَالَ: خُذُّ أَيْمَنَهُمَا شِنْتَ، قَالَ: خُزِ لِي قَالَ: خُذْ هَذَا وَلَا تَضْرِبْهُ، فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ يَصْلَى مَقْفِلَتِنَا مِنْ خَيْرٍ، وَإِنِّي قَدْ نُهِيْتُ عَنْ ضَرْبِ أَهْلِ الْمَسْلَوْرَةِ.

(وهو بعض الحديث) رواه أحمد والطبراني، مجمع الروايات: ۴۳۲

৯. হযরত আবু উমামাহ (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবার হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে দুইটি গোলাম ছিল। হযরত আলী (রায়িঃ) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই দুইজনের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা হয় লইয়া যাও। হযরত আলী (রায়িঃ) আরজ করিলেন, আপনিই পছন্দ করিয়া দিন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজনের প্রতি ইশারা করিয়া বলিলেন, ইহাকে লইয়া যাও। তবে তাহাকে মারধর করিও না, কারণ খাইবার হইতে ফিরিবার পথে আমি তাহাকে নামায পড়িতে দেখিয়াছি। আর আমাকে নামাযীদের মারধর করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

(মুসমাদে আহমাদ, তাবরানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

۱۰- عن عبادة بن الصامت رضيَ اللهُ عنْهُ قَالَ: سَعَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: خَمْسُ حَلَوَاتِ الْغَرَضَهُنَّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ، مَنْ

أَحْسَنْ وَضْوَءُهُنْ وَصَلَافَهُنْ لَوْقِيْهُنْ وَالْمَرْكُوْعِهُنْ وَخَشْوُعِهُنْ،
كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يَفْعُلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ
عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَلَيْهِ رِوَاةُ أَبُو دَاوُدَ، بَابُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى

الصلوات، رقم: ٤٢٥

১০. হ্যরত ওবাদাহ ইবনে সামেত (রায়ঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তায়ালা পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করিয়াছেন। যে ব্যক্তি এই নামাযগুলির জন্য উত্তমরূপে অ্যু করে, উহাকে মুস্তাহাব ওয়াক্তে আদায করে, রুকু (সেজদা) এতমিনানের সহিত করে এবং পরিপূর্ণ খুশুর সহিত পড়ে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে তাহার জন্য এই ওয়াদা যে, তাহাকে অবশ্য মাফ করিয়া দিবেন। আর যে ব্যক্তি এই নামাযগুলিকে সময়মত আদায করে না এবং খুশুর সহিতও পড়ে না তাহার মাগফিরাতের কোন ওয়াদা নাই। ইচ্ছা হইলে মাফ করিবেন, আর না হয় শাস্তি দিবেন।

(আবু দাউদ)

- ১। عن حَنْظَلَةَ الْأَسَيْدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَفَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَفِيفَاتِ عَلَى وَضْوَءِهَا وَمَوَاقِعِهَا وَرُكُونِهَا
وَسُجُودِهَا يَرَاهَا حَفَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ حُرْمَةً عَلَى النَّارِ. رواه احمد ٤٦٧

১১. হ্যরত হানিয়ালা উসাইদী (রায়ঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযকে একুপ পাবন্দীর সহিত আদায করে যে, ওয়ু ও সময়ের এহতেমাম করে, রুকু সেজদা উত্তমরূপে আদায করে এবং এইভাবে নামায আদায করাকে নিজের উপর আল্লাহ তায়ালার হক মনে করে তবে জাহানামের আগনের জন্য তাহাকে হারাম করিয়া দেওয়া হইবে। (মুসনাদে আহমাদ)

- ১২. عن أَبِي قَحَادَةَ بْنِ رِبْعَيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ عَزُّ وَجَلُّ: إِنِّي فَرِضَتُ عَلَى أَمْيَكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ،
وَعَهَدْتُ عِنْدِي عَهْدًا، أَنَّهُ مَنْ جَاءَ يُحَافظُ عَلَيْهِنَّ لَوْقِيْهُنْ أَذْخَلَهُ
الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يُحَافظْ عَلَيْهِنَّ فَلَا عَهْدَ لَهُ عِنْدِيْنِ. رواه أبو داود، باب

الْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ، رقم: ٤٣

for more books <https://youtube.com/afafim5g>

for more videos <https://youtube.com/annaaba>

১২. হযরত আবু কাতাদাহ ইবনে রিবঙ্গ (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন, আমি তোমার উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করিয়াছি এবং আমি এই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছি যে, যে ব্যক্তি এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযকে সময়মত আদায করিবার এহতেমাম করিয়া আমার নিকট আসিবে আমি তাহাকে বেহেশতে প্রবেশ করাইব। আর যে ব্যক্তি নামাযের এহতেমাম করে নাই তাহার জন্য আমার কোন দায়িত্ব নাই। (ইচ্ছা হইলে মাফ করিব, আর না হয় শাস্তি দিব।) (আবু দাউদ)

— ১৩ — عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ عَلِمَ أَنَّ الصَّلَاةَ حَقٌّ وَاجِبٌ دَخُلَ الْجَنَّةَ. رواه عبد الله بن أحمد في زباداته وأبويعلي إلا أنه قال: حَقٌّ مُكْتُوبٌ وَاجِبٌ وَالبِزَارُ بِسْعَوْهِ، ورجاله

موتفقون، مجمع الرواية / ٢

১৩. হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি নামায পড়া জরুরী মনে করিবে সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে।

(বায়ার, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

— ১৪ — عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَرْطَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَوْلُ مَا يُعَاصِبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ. رواه الطبراني في الأوسط ولا

باس بـاستاده إنشاء الله، البرغب / ١

১৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কুরত (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব করা হইবে। যদি নামায ঠিক থাকে তবে বাকি আমলও ঠিক হইবে। আর যদি নামায খারাপ হইয়া থাকে তবে বাকি আমলও খারাপ হইবে। (তাবারানী, তারগীব)

— ১৫ — عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا لَّيْسَ بِهِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ: إِنْ فَلَانًا يُصَلِّي فَإِذَا أَضَبَحَ مَرْقَ. قَالَ: سَيِّئَهَا مَا يَقُولُ. رواه البزار ورجاله

نقاط، مجمع الرواية / ٢

১৫. হযরত জাবির (রায়িঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করাম সাল্লাল্লাহু

ফরয় নামায
for more videos <https://www.youtube.com/annaaba>
 আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরয় করিল, অমুক ব্যক্তি (বাত্রে) নামায পড়ে আবার সকাল হইতেই চুরি করে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহার নামায অতিসত্ত্ব তাহাকে এই খারাপ কাজ হইতে রুখিয়া দিবে। (বায়ার, মাজমা)

- ১৬ - عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَخْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ صَلَّى الصَّلَاةِ الْخَمْسَ، تَعَاهَّثَ خَطَابِاهُ كَمَا يَتَعَاهَّثُ هَذَا الْوَرْقُ، وَقَالَ: وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ طَرَفِيَ النَّهَارِ وَزُلْفَاهُ مِنَ اللَّيلِ إِنَّ الْحَسَنَةَ يُدْهِنُ السَّيْئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرُى لِلْأَدَاءِ كَرِبَنِينَ (مود: ১১৪) (وهو حزء من الحديث) رواه أحمد ৪৩৭.

১৬. হ্যরত সালমান (রায়িহ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুসলমান যখন উত্তমরূপে অযুক্তির পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে তখন তাহার গুণাহসমূহ এমনভাবে ঝরিয়া পড়ে যেমন এই (গাছের) পাতাগুলি ঝরিয়া পড়িতেছে। অতঃপর তিনি কোরআন পাকের এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

“وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ طَرَفِيَ النَّهَارِ وَزُلْفَاهُ مِنَ اللَّيلِ إِنَّ
الْحَسَنَةَ يُدْهِنُ السَّيْئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرُى لِلْأَدَاءِ كَرِبَنِينَ”

অর্থঃ (হে মুহাম্মাদ,) আর আপনি দিনের দুই প্রান্তে ও রাত্রির কিছু অংশে নামাযের পাবন্দী করুন, নিঃসন্দেহে নেক কার্যাবলী মন্দ কার্যসমূহকে দূর করিয়া দেয়, ইহা হইতেছে (পরিপূর্ণ) নসীহত নসীহত মান্যকারীদের জন্য। (মুসনাদে আহমাদ)

ফায়দা : কোন কোন আলেমের মতে দিনের দুই প্রান্তের দ্বারা দিনের দুই অংশ বুঝানো হইয়াছে। অতএব প্রথম অংশ দ্বারা ফজরের নামায ও দ্বিতীয় অংশ দ্বারা জোহর ও আসরের নামায উদ্দেশ্য। রাত্রির কিছু অংশে নামাযের দ্বারা মাগরিব ও এশার নামায আদায় করা উদ্দেশ্য।

(তফসীরে ইবনে কাসীর)

- ১৭ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ:
الصَّلَاةُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى
رَمَضَانَ، مُكَفَّرَاتٌ مَا بَيْتَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرُ. رواه سلم، باب

for more books <https://y00tube.com/jalamin5g>
 الصَّلَاةُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى
 رَمَضَانَ، مُكَفَّرَاتٌ مَا بَيْتَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرُ. رواه سلم، باب

১৭. হ্যরত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও জুমুআর নামায বিগত জুমুআর নামায পর্যন্ত এবং রম্যানের রোয়া বিগত রম্যানের রোয়া পর্যন্ত মধ্যবর্তী সকল গুনাহের জন্য কাফ্ফারা হইবে। যদি এই আমলসমূহ পালনকারী কবিরা গুনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকে। (মুসলিম)

- ১৮ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ حَفِظَ عَلَى هُؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ الْمُكْتُوبَاتِ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ.

(الحديث) رواه ابن عزيمة في صحيحه ١٨٠ / ٢

১৮. হ্যরত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পাবন্দী করে সে আল্লাহ তায়ালার এবাদত হইতে গাফেল ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য হয় না। (ইবনে খুফাইমাহ)

- ১৯ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَفْرَوْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا، فَقَالَ: مَنْ حَفِظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ نُورٌ وَبُرْهَانٌ، وَنَجَاهَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَفِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ، وَلَا نَجَاهَةٌ، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأَبِي بنِ خَلْفٍ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبرَانيُّ فِي الْكِبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَرَجَالُ أَحْمَدَ ثَنَاتٍ،

مجمع الرواية ٤١ / ٢

১৯. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের আলোচনা প্রসঙ্গে এরশাদ করিলেন, যে ব্যক্তি নামাযের এহতেমাম করিবে এই নামায কেয়ামতের দিন তাহার জন্য নূর হইবে, তাহার (কামেল সিমান্দার হওয়ার) দলীল হইবে এবং কেয়ামতের দিন আযাব হইতে বাঁচার উপায হইবে। যে ব্যক্তি নামাযের এহতেমাম করে না তাহার জন্য কেয়ামতের দিন না নূর হইবে, না তাহার (সিমান্দার হওয়ার) কোন দলীল হইবে, আর না আযাব হইতে বাঁচার কোন উপায হইবে। সে কেয়ামতের দিন ফেরআউন, হামান ও উবাই ইবনে খালাফের সহিত থাকিবে।

(মেসনাদে আহমাদ, তাবুকী, মাজাহায়ে যা ওয়ায়েদ)

- ٢٠ - عن أبي مالِكَ الأشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ عَلِمَوْهُ الصَّلَاةَ. رواه الطبراني في الكبير/٨٣٨٠ وفى الحاشية: قال فى المجمع/١: ٢٩٣: رواه الطبراني والبزار ورجاله رجال الصحيح.

২০. হ্যরত আবু মালেক আশজায়ী (রায়ি) তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কেহ মুসলমান হইলে (সাহাবা (রায়ি)) সর্বপ্রথম তাহাকে নামায শিক্ষা দিতেন। (তাবারানী)

- ٢١ - عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله! أئِ الدُّعاءِ مَعْ؟ قال: جَوْفُ الْأَلْبَلِ الْأَخْرُ، وَدُبُرُ الصَّلَوَاتِ الْمُكْحُوبَاتِ.

رواه الترمذى وقال: هنا حديث حسن، باب حديث بنزل ربنا كل ليلة.....

رقم: ٣٤٩٩

২১. হ্যরত আবু উমামা (রায়ি) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল, কোন্ সময় দোয়া বেশী করুল হয়? তিনি বলিলেন, রাত্রির শেষ অংশে এবং ফরয নামাযের পর। (তিরমিয়ী)

- ٢٢ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: الصلوات الخمس كفاره لما يتبناها، ثم قال رسول الله ﷺ: أرأيتم لو أن رجلاً كان يتعمل فكان بين منزله ومغسله خمسة أنهار، فإذا أتي مغسلة عمل فيه ما شاء الله فاصابه الوسم أو العرق فكلما مر بنهر اغسل ما كان ذلك يتحقق من ذرته، فكذلك الصلاة كلما عمل خطيئة قدعا واستغفر غير له ما كان قبلها. رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير وزاد فيه: ثم صلى صلاة استغفر غفر الله له ما كان قبلها وفيه: عبد الله بن قربط ذكره ابن حبان في الثقات، وبقية رجاله رجال الصحيح، مجمع الروايات/٢٢

২২. হ্যরত আবু সাঈদ খুদরী (রায়ি) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি

ৰাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই অরণ্যাদে কবিতে

গুণিয়াছেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায উহার মধ্যবর্তী সময়ের জন্য কাফ্ফারাহ। (অর্থাৎ এক নামায হইতে অপর নামায পর্যন্ত যত সগীরা গুনাহ হয় তাহা নামাযের বরকতে মাফ হইয়া যায়।) অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যদি কোন বাস্তির একটি কারখানা থাকে এবং সে উহাতে কাজকর্ম করে। তাহার কারখানা ও বাড়ীর পথে পাঁচটি নহর পড়ে। সে যখন কারখানায় কাজ করে তখন তাহার শরীরে ময়লা লাগে অথবা তাহার ঘাম বাহির হয়। অতঃপর সে বাড়ী যাওয়ার সময় প্রতিটি নহরে গোসল করিতে করিতে থায়। তাহার (এই বার বার গোসল করার দরবন) শরীরে কোন ময়লা থাকে না। নামাযের উদাহরণও তদ্বপ। যখনই সে কোন গুনাহ করে তখন (নামাযের মধ্যে) দোয়া এন্তেগফার করার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা নামাযের পূর্বে কৃত তাহার সকল গুনাহকে মাফ করিয়া দেন।(বায়িয়ার, তাবারানী, মাজমাউফ যাওয়ায়েদ)

—٢٣— عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أمرنا أن نسبح ذيرو كل صلاة ثلاثاً وثلاثين ونحمدة ثلاثاً وثلاثين ونكيره أربعاء وثلاثين قال: فرأى رجل من الأنصار في المنام، فقال: أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحو في ذيرو كل صلاة ثلاثاً وثلاثين ونحمدوا الله ثلاثاً وثلاثين ونكيروا أربعاء وثلاثين؟ قال: نعم، قال: فاجعلوا خمساً وعشرين واجعلوا التهليل معهن فلذا على النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه فقال: افعلوا. رواه البرمذني وقال: هذا حديث صحيح، باب منه ماجعاء في التشبيح والتكبير والتحميد عند المنام، رقم: ٣٤١٣، الحامع

الصحيح وهو سنن الترمذى، طبع دار الكتب العلمية

২৩. হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রায়িঃ) বলেন, (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হইতে) আমাদিগকে হকুম করা হইয়াছিল যে, আমরা যেন প্রত্যেক নামাযের পর সুবহানাল্লাহ তেব্রিশ বার ও আলহামদুলিল্লাহ তেব্রিশ বার ও আল্লাহ আকবার চৌব্রিশ বার পাঠ করি। একজন আনসারী সাহাবী (রায়িঃ) স্বপ্নে দেখিলেন, কেহ বলিতেছে, তোমাদিগকে কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক নামাযের পর সুবহানাল্লাহ তেব্রিশবার আলহামদুলিল্লাহ তেব্রিশ বার ও আল্লাহ আকবার চৌব্রিশবার পড়িতে হকুম করিয়াছেন? উক্ত সাহাবী বলিলেন, ইহঁ সে বাস্তি বলিল, প্রত্যেকটিকে পঁচিশ বার পড়িয়া উহুরে

সহিত লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঁচশ বার বাড়াইয়া লও। সুতরাং সকল বেলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া উচ্চ সাহাবী স্বপ্নের কথা বর্ণনা করিলে তিনি বলিলেন, এই রকমই পড়। অর্থাৎ স্বপ্ন অনুযায়ী পড়িবার অনুমতি দান করিলেন। (তিরমিয়ী)

٢٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ فَقَرَاءَ الْمَهَاجِرِينَ أَتَوْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالُوا: قَدْ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّنْوَرِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى وَالْتَّعْيِمِ الْمُقْبِمِ، فَقَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا: يُصْلُوُنَ كَمَا نُصَلِّى، وَيَصُومُونَ كَمَا نُصُومُ، وَيَنْصَدِّفُونَ وَلَا تَصَدِّفُ، وَيَغْتَفِلُونَ وَلَا تَغْتِفُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَفَلَا أَعْلَمُكُمْ شَيْئًا تُذَرُّكُوْنَ بِهِ مِنْ سَبَقَكُمْ، وَتَسْبِقُوْنَ بِهِ مِنْ بَعْدِكُمْ؟ وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ. قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: تَسْبِحُوْنَ وَتُكَبِّرُوْنَ وَتَحْمِدُوْنَ فِي دُبْرِ كُلِّ صَلَاةٍ، ثَلَاثًا وَتَلَاثِينَ مَرَّةً، قَالَ أَبُو صَالِحٍ: فَرَجَعَ فَقَرَاءُ الْمَهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا: سَمِعْ إِخْوَانَنَا أَهْلَ الْأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا، فَفَعَلُوا مِثْلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يُشَاءُ. رواه مسلم، باب استحباب

الذكر بعد الصلاة..... رقم: ١٣٤٧

২৪. হ্যরত আবু হোরায়রা (রায়িহ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একবার গরীব মুহাজিরগণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরয করিলেন, ধনীগণ উচ্চ মরতবা ও চিরস্থায়ী নেয়ামতসমূহ লইয়া গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা কিরক্ষে? তাহারা বলিলেন, তাহারা আমাদের ন্যায নামায পড়ে আমাদের ন্যায রোয়া রাখে, উপরন্তু তাহারা সদকা খয়রাত করে আমরা তাহা করিতে পারি না, তাহারা গোলাম আখাদ করে আমরা তাহা করিতে পারি না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমি কি তোমাদিগকে এমন জিনিস বলিয়া দিব না, যাহাতে তোমরা তোমাদের অপেক্ষা অগ্রগামীদের মরতবা হাসিল করিয়া লও এবং তোমাদের অপেক্ষা কম মরতবা ওয়ালাদের উপর অগ্রগামী থাক, আর কেহ তোমাদের অপেক্ষা উত্তম হইবে না যতক্ষণ সে এই আমল না করিবে? তাহারা আরয করিলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ, অবশ্যই বলিয়া দিন। তিনি বলিলেন, প্রত্যেক

নামায়ের পর সুবহানাল্লাহ, আলহামদুল্লাহ ও আলাই আকবার তেত্রিশ তেত্রিশবার করিয়া পড়িয়া লও। (অতএব তাহারা এরপ আমল করিতে আরম্ভ করিলেন। অতঃপর ধনীগণও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদের কথা জানিতে পারিয়া উহার উপর আমল করিতে শুরু করিলেন।) গরীব মুহাজিরগণ পুনরায় খেদমতে হাজির হইয়া আরয করিলেন যে, আমাদের ধনী ভাইরাও জানিতে পারিয়া এই আমল করিতে শুরু করিয়াছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইহা তো আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানী যাহাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন। (মুসলিম)

٤٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَأَلَ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبَرَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَتُلْكَ تِسْعَةً وَتِسْعُونَ، وَقَالَ: تَمَامُ الْمَافَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلُ زَيْدِ الْبَخْرِ. رواه

سلم، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفتة، رقم: ١٣٥٢

২৫. হযরত আবু হোরায়রা (রায়ঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামায়ের পর সুবহানাল্লাহ তেত্রিশবার আলহামদুল্লাহ তেত্রিশবার ও আল্লাহ আকবার তেত্রিশ বার পড়ে। ইহাতে সর্বমোট ৯৯ বার হইল। আর একবার

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ
الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

পড়িয়া একশতবার পূর্ণ করে তাহার গুনাহসমূহ সমুদ্রের ফেনা বরাবর হইলেও তাহা মাফ হইয়া যায়। (মুসলিম)

٤٦ - عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْحَسِينِ الْصَّفْرِيِّ أَنَّ أَمَّ الْحَكْمِ أَوْ ضَبَاعَةً - أَبْشَرَ التَّرْبِيَّ بْنَ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّثَهُ، عَنِ إِخْدَاهُمَا أَنَّهَا قَاتَلَتْ: أَصَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهَبَتْ أَنَا وَأَخْخِنِي وَفَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَرُونَا إِلَيْهِ مَا نَحْنُ فِيهِ وَسَأَلْنَاهُ أَنْ يَأْمُرَ لَنَا بِشَيْءٍ مِنِ النَّبِيِّ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَبَقَكُمْ يَتَّمِي

بَلْ كُنْ سَازِلَكُنْ عَلَىٰ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُنْ مِنْ ذَلِكَ تَكْبِيرُ اللَّهِ
عَلَىٰ إِثْرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَلَاثَةٌ وَتَلَاثَيْنَ تَكْبِيرَةٌ وَتَلَاثَةٌ وَتَلَاثَيْنَ تَسْبِيحةٌ
وَتَلَاثَةٌ وَتَلَاثَيْنَ تَحْمِيدَةٌ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ
الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. رواه أبو داؤد، باب في

مواضع قسم الخامس رقم: ۱۹۸۷

২৬. হ্যরত ফজল ইবনে হাসান যামরী (রাযঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হ্যরত যুবায়ের ইবনে আবদুল মুস্তালিবের সাহেববাদী দ্বয়ের মধ্য হইতে হ্যরত উম্মে হাকাম (রাযঃ) অথবা হ্যরত যুবান্নাহ (রাযঃ) এই ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কয়েকজন কয়েদী আসিল। আমি ও আমার বোন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহেববাদী হ্যরত ফাতেমা (রাযঃ)—আমরা এই তিনজন তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইয়া নিজেদের কষ্টের কথা বলিলাম এবং খেদমতের জন্য কয়েকজন কয়েদী চাহিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, খাদেম পাওয়ার ব্যাপারে বদরের যুদ্ধের এতীমগণ তোমাদের অপেক্ষা অগ্রগণ্য। অতএব আমি তোমাদেরকে খাদেম অপেক্ষা উত্তম জিনিস বলিয়া দিতেছি। প্রত্যেক নামাযের পর সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আকবার এই তিনটি কলেমার প্রত্যেকটিকে তেত্রিশবার করিয়া এবং একবার

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

পড়িয়া লইও। (আবু দাউদ)

٢٧- عَنْ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ:
مَعْقِبَاتٌ لَا يَخِيْبُ قَاتِلُهُنَّ، أَوْ فَاعِلُهُنَّ: تَلَاثَةٌ وَتَلَاثَيْنَ تَسْبِيحةٌ،
وَتَلَاثَةٌ وَتَلَاثَيْنَ تَحْمِيدَةٌ، وَأَزْبَعًا وَتَلَاثَيْنَ تَكْبِيرَةٌ فِي ذَبْرٍ كُلِّ
صَلَاةٍ. رواه مسلم، باب استحباب الذكر بعد الصلاة رقم: ۱۳۵۰.

২৭. হ্যরত কাব' ইবনে উজরা (রাযঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নামাযের পর পড়া হয় কতিপয় কলেমা এমন রহিয়াছে যাহার পাঠকারী কখনও বঞ্চিত হয় না। সেই কলেমাগুলি এই—প্রত্যেক নামাযের পর সুবহানাল্লাহ তেত্রিশবার, আলহামদুলিল্লাহ তেত্রিশবার এবং আল্লাহ আকবার তেত্রিশবার। (মুগলিয়া) <https://youtube.com/alamin5g>

٤٨ - عن السائبِ عن عليٍ رضيَ اللهُ عنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ زَوْجَةً فَاطِمَةَ بَعْثَتْ مَعَهُ بِعِصْمَيْلَةَ، وَوِسَادَةَ مِنْ أَدْمَ حَشُورَهَا لِنَفْ، وَرَحِينَ وَسَفَاءَ، وَجَرَئَينَ، فَقَالَ عَلَيْ رِضَى اللهُ عَنْهُ لِفَاطِمَةَ رِضَى اللهُ عَنْهَا ذَاتَ يَوْمٍ: وَاللهِ لَقَدْ سَنَوْتُ حَتَّى لَقِدْ اشْكَنَتْ صَدْرِيَ، قَالَ: وَلَقَدْ جَاءَ اللَّهُ أَبِيكَ بِسَبِّي فَذَهَبَنِي فَأَسْتَخْدِمُهُ، فَقَالَتْ: وَإِنَّا وَاللهِ لَقَدْ طَحَنَتْ حَتَّى مَجَلَّتْ يَدَاهِي، فَأَتَتِ الَّتِي هَذِهِ فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ أَنَّ بَنَيَّ؟ قَالَتْ: جَئْتُ لِأُسْلِمَ عَلَيْكَ وَأَسْتَخْدِمَ أَنَّ سَالَةَ وَرَجَعَتْ فَقَالَ: مَا فَعَلْتِ، قَالَتْ: أَسْتَخْدِمُ أَنَّ أَسَالَةَ، فَأَتَيْنَاهُ جَيْبِيَا، فَقَالَ عَلَيْ رِضَى اللهُ عَنْهُ: يَا رَسُولَ اللهِ لَقَدْ سَنَوْتُ حَتَّى اشْكَنَتْ صَدْرِيَ، وَقَالَتْ فَاطِمَةُ رِضَى اللهُ عَنْهَا: لَقَدْ طَحَنَتْ لَقَدْ طَحَنَتْ حَتَّى مَجَلَّتْ يَدَاهِي، وَلَقَدْ جَاءَكَ اللَّهُ بِسَبِّي وَسَعْيَةً فَأَخْدِمْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاللهِ لَا أُغْطِيْكُمَا وَأَدْعُ أَهْلَ الصَّفَةِ تُطَوِّيْ بَطْوَنَهُمْ لَا أَجِدُ مَا أَنْفَقُ عَلَيْهِمْ، وَلِكُنْيَةِ ابْنِهِمْ وَأَنْفَقُ عَلَيْهِمْ أَثْمَانَهُمْ، فَرَجَعَتْ فَاتَّاهُمَا الَّتِي هَذِهِ، وَلَقَدْ دَخَلَ فِي قَطْبِنِيهِمَا إِذَا غَطَّيْنَا رُؤُسَهُمَا تَكَشَّفَ الدَّامَهُمَا، وَإِذَا غَطَّيْنَا الدَّامَهُمَا تَكَشَّفَ رُؤُسَهُمَا فَهَارَ، فَقَالَ: مَكَانَكُمَا، ثُمَّ قَالَ: إِلَّا أَخْبَرُكُمَا بِعِبْرِ مَا سَأَلْتُمَانِي؟ قَالَ: بَلَى، فَقَالَ: كَلِمَاتُ عَلَمِنِيهِنْ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: تُسَبِّحَانَ فِي ذِبْرٍ كُلَّ صَلَوةً عَشْرًا، وَتَخْمَدَانِ عَشْرًا، وَتُكَبِّرَانِ عَشْرًا، وَإِذَا أُوْتَهُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا فَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَأَخْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَرَا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ. قَالَ: فَوَاللهِ مَا تَرَكْتُهُنْ مُنْذَ عَلَمِنِيهِنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: فَقَالَ لَهُ أَبْنُ الْكَوَافِرِ: وَلَا لَيْلَةَ صِفَيْنِ، فَقَالَ: فَأَتَلَكُمُ اللَّهُ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ نَعْمُ، وَلَا لَيْلَةَ صِفَيْنِ. رواه أحمد ١٠٦

২৮. হ্যরত সায়েব (রায়ি) বলেন, হ্যরত আলী (রায়ি) বলিয়াছেন, যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সহিত হ্যরত ফাতেমা (রায়ি)কে (বিদাহ দেন). যখন হ্যরত ফাতেমা

(রায়ঃ) এর সঙ্গে একটি চান্দর, একটি চামড়ার ধালিশ ঘাহার ঘধ্যে
 খেজুরের ছাল ভর্তি ছিল, দুইটি যাঁতা, একটি মশক ও দুইটি মটকা
 দিলেন। হযরত আলী (রায়ঃ) বলেন, আমি একদিন হযরত ফাতেমা
 (রায়ঃ)কে বলিলাম, আল্লাহর কসম, কুয়া হইতে বালতি টানিতে
 আমার বুকে ব্যথা হইয়া গিয়াছে, তোমার পিতার নিকট আল্লাহ তায়ালা
 কিছু কয়েদী পাঠাইয়াছেন। তাঁহার খেদমতে যাইয়া একজন খাদেম চাহিয়া
 লও। হযরত ফাতেমা (রায়ঃ) বলিলেন, যাঁতা চালানোর দরুন আমার
 হাতেও গিঁটি পড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
 ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
 ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আমার প্রিয় বেটি, কি মনে করিয়া
 আসিয়াছ? হযরত ফাতেমা (রায়ঃ) বলিলেন, সালাম করিতে আসিয়াছি।
 লজ্জার দরুন প্রয়োজনের কথা বলিতে পারিলেন না। এমনিই ফিরিয়া
 আসিলেন। হযরত আলী (রায়ঃ) বলেন, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা
 করিলাম, কি করিয়াছ? তিনি বলিলেন, লজ্জার দরুন খাদেম চাহিতে
 পারি নাই। অতঃপর আমরা উভয়েই একত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
 আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম। আমি আরজ করিলাম,
 ইয়া রাসূলুল্লাহ কুয়া হইতে পানি টানিতে আমার বুকে ব্যথা
 হইয়া গিয়াছে। হযরত ফাতেমা (রায়ঃ) আরজ করিলেন, যাঁতা ঘুরাইতে
 ঘুরাইতে আমার হাতে গিঁটি পড়িয়া গিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা আপনার
 নিকট কয়েদী পাঠাইয়াছেন এবং কিছু সচ্ছলতা দান করিয়াছেন। কাজেই
 আমাদিগকেও একজন খাদেম দান করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
 ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আল্লাহর কসম, আহলে সুফফার লোকজন
 ক্ষুধার কারণে তাহাদের পেটের চামড়ায় ভাঁজ পড়িয়া রহিয়াছে। তাহাদের
 উপর খরচ করার মত আমার নিকট আর কিছুই নাই, কাজেই এই সকল
 গোলাম বিক্রয় করিয়া উহার মূল্য সুফফার লোকদের উপর ব্যয় করিব।
 ইহা শুনিয়া আমরা উভয়ে ফিরিয়া আসিলাম। রাত্রে আমরা দুইজন ছোট
 একটি কম্বল জড়াইয়া শুইয়াছিলাম। যখন উহা দ্বারা মাথা ঢাকিতাম
 তখন পা খুলিয়া যাইত, আর যখন পা ঢাকিতাম মাথা খুলিয়া যাইত।
 এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট
 আসিলেন। আমরা তাড়াতাড়ি উঠিতে চাহিলাম, কিন্তু রাসূলুল্লাহ
 সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা নিজের জায়গায়
 শুইয়া থাক। তারপর বলিলেন, তোমরা আমার নিকট যে খাদেম
 চাহিয়াছ, তোমাদিগকে উহা হইতে উত্তম জিনিস বলিয়া দিব কিংবা আমরা

আরজ করিলাম, অবশ্যই বলিয়া দিন। এরশাদ করিলেন, এই কয়েকটি কলেমা জিবরাস্তেল (আঃ) আমাকে শিখাইয়াছেন। তোমার উভয়ে প্রত্যেক নামাযের পর দশবার সুবহানাল্লাহ, দশবার আলহামদুল্লাহ, দশবার আল্লাহ আকবার পড়িয়া লইও। আর যখন বিছানায় শুইয়া পড় তখন তেরিশবার সুবহানাল্লাহ, তেরিশবার আলহামদুল্লাহ এবং চৌত্রিশবার আল্লাহ আকবার পড়িও।

হ্যরত আলী (রাযঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, যেদিন হইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এই কলেমাগুলি শিক্ষা দিয়াছেন সেদিন হইতে আমি কখনও উহা ছাড়ি নাই। ইবনে কাওয়া (রহঃ) হ্যরত আলী (রাযঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, সিফফীনের যুদ্ধের রাত্রেও কি আপনি উহা পড়া ছাড়েন নাই? তিনি বলিলেন, হে ইরাকবাসী, তোমার উপর আল্লাহর মার পড়ুক, সিফফীনের রাত্রেও আমি এই কলেমাগুলি ছাড়ি নাই। (মুসনাদে আহমাদ)

—٢٩—
 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَصْلَتَانِ لَا يُخْصِنُهُمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ، هُنَّا يَسِيرُ، وَمَنْ يَعْمَلْ بِهِمَا قَلِيلٌ يُسْبَحُ اللَّهُ ذِبْرٌ كُلَّ صَلَاةٍ عَشْرًا، وَيُخْمَدُهُ عَشْرًا، وَيُكَبِّرُ عَشْرًا قَالَ: فَإِنَّ رَأَيْتُ السَّيِّدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْقُدُهَا بِيَدِهِ، قَالَ: خَمْسُونَ وَمِائَةً بِاللِّسَانِ، وَالْفَ وَخَمْسُونَ مِائَةً بِالْمِيزَانِ، وَإِذَا أَوْى إِلَى فِرَادِهِ سَبَعُ وَحْمَدٌ وَكَبَرٌ مِائَةٌ، فَتِلْكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ، وَالْفَ مِائَةٌ فِي الْمِيزَانِ فَإِنَّكُمْ تَعْمَلُونَ فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ الْفَيْنِ وَخَمْسِينَةٌ سَبَّيْنَ، قَالَ: كَيْفَ لَا يُخْصِنُهُمَا؟ قَالَ: يَأْتِي أَحَدُكُمْ الشَّيْطَانُ، وَهُوَ فِي صَلَاةٍ، فَيَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا، حَتَّى شَفَلَةٌ وَلَعْلَةٌ أَنْ لَا يَفْقَلُ، وَيَأْتِيهِ فِي مَضْجِعِهِ قَلَّا يَزَالْ يَتُوْمَهُ حَتَّى يَتَاهُ. رواه ابن حبان، قال المحقق: حديث صحيح ٥٤٠

২৯. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দুইটি অভ্যাস এমন রহিয়াছে, যে কোন মুসলমান উহার পাবন্দী করিবে সে জান্মাতে অবশ্যই প্রবেশ করিবে। সেই দুইটি অভ্যাস অত্যন্ত সহজ, কিন্তু উহার উপর আচলকারী অভ্যন্তর একটি এই যে, প্রত্যেক নামাযের

for more videos <https://youtube.com/annaaba>

পর দশবার সুবহানাল্লাহ, দশবার আলহামদুলিল্লাহ, দশবার আল্লাহু
আকবার পড়িবে। হ্যরত আবদুল্লাহ (রায়িঃ) বলেন, আমি নবী করীম
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছি যে, নিজ অঙ্গুলীর উপর
তিনি উহা গুণিতেছিলেন। এইভাবে (তিনটি কলেমা প্রতেক নামাযের পর
দশবার করিয়া) পড়ার দ্বারা একশত পঞ্চাশবার হইবে, কিন্তু আমল ওজন
করার পাল্লায় (দশগুণ বৃদ্ধির কারণে) পনের শত হইয়া যাইবে। দ্বিতীয়
অভ্যাস এই যে, যখন শুইবার জন্য বিছানায় যাইবে তখন সুবহানাল্লাহ,
আলহামদুলিল্লাহ এবং আল্লাহু আকবার একশতবার পড়িবে। (অর্থাৎ
সুবহানাল্লাহ তেত্রিশবার, আলহামদুলিল্লাহ তেত্রিশবার এবং আল্লাহু
আকবার চৌত্রিশবার) এরূপে একশত কলেমা পড়া হইলেও সওয়াবের
হিসাবে একহাজার নেকী হইল। (খেন ইহা ও সারা দিনে নামাযের পরের
সংখ্যা মিলাইয়া মোট দুই হাজার পাঁচশত নেকী হইয়া গেল।) নবী করীম
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, সারাদিনে দুই হাজার
পাঁচশত গুনাহ কে করে? অর্থাৎ এই পরিমাণ গুনাহ হয় না অথচ দুই
হাজার পাঁচশত নেকী লেখা হইয়া যায়।

হ্যরত আবদুল্লাহ (রায়িঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই
অভ্যাসগুলির উপর আমলকারী কম হওয়ার কারণ কি? নবী করীম
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, (কারণ এই যে,)
শয়তান নামাযের মধ্যে আসিয়া বলে, অমুক প্রয়োজন বা অমুক কথা
স্মরণ কর। অবশ্যে তাহাকে এই সমস্ত খেয়ালে মশগুল করিয়া দেয়,
যেন এই কলেমাগুলি পড়ার কথা খেয়াল না থাকে। আর শয়তান
বিছানায় আসিয়া তাহাকে ঘূর্ম পাঢ়াইতে থাকে। এইভাবে সে এই
কলেমাগুলি না পড়িয়াই ঘূর্মাইয়া পড়ে। (ইবনে হিবান)

عَنْ مَعَاذِبْ بْنِ جَبَلَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ لَهُ أَخْذَ بِهِ
وَقَالَ: يَا مَعَاذِبْ! وَاللَّهِ إِنِّي لِأَحْبُكَ، فَقَالَ: أَوْصِنِكَ يَا مَعَاذِبْ لَا
تَدْعُنَ فِي دُبْرٍ كُلَّ صَلَةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ
وَحْسِنِ عِبَادَتِكَ، رواه أبو داود، باس في الاستفتار، رقم: ١٥٢٢

৩০. হ্যরত মুআয় ইবনে জাবাল (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার হাত ধরিয়া এরশাদ
করিয়াছেন, হে মুআয়, আল্লাহর কসম, তোমাকে আমি মহবত করি।
অতঃপর বালিনে, আমি তোমাকে অসিয়ত করিতেছি যে, কোন

নামাযের পর ইহা পড়িতে ছাড়িও না—

اللَّهُمَّ أَعِنْنِي عَلَى ذُكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادِكَ

অর্থঃ আয় আল্লাহ, আমাকে সাহায্য করুন, যেন আমি আপনার যিকির করি, আপনার শোক করি এবং উত্তমরূপে আপনার এবাদত করি। (আবু দাউদ)

- ৩১ - عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: من قرأ آية الكرسي في ذيبر كل صلاة مكتوبة، لم يمغفه من دخول الجنة إلا أن يموت. رواه النسائي في عمل اليوم والليلة، رقم: ۱۰۰، وفي رواية: وقل هو الله أحد رواه الطبراني في الكبير والأوسط بأسانيد واحدعا

جيد، مجمع الرواية ۱۰۰

৩১. হযরত আবু উমামা (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পড়িবে তাহার জামাতে প্রবেশ করিতে শুধু ম্তুই বাধা হইয়া রহিয়াছে। এক রেওয়ায়াতে আয়াতুল কুরসীর সহিত সূরা কুল হৃয়াল্লাহু আহাদ পড়ার কথা ও উল্লেখ করা হইয়াছে। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ, আমালুল ইয়াউমে ওয়াল লাইলাহ)

- ৩২ - عن حسن بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: من قرأ آية الكرسي في ذيبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى رواه الطبراني وبإسناد حسن، مجمع الرواية ۱۰۰

৩২. হযরত হাসান ইবনে আলী (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি ফরয নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পড়িয়া লয় সে পরবর্তী নামায পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার হেফাজতে থাকে। (তাবারানী ও মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

- ৩৩ - عن أبي أثيوب رضي الله عنه قال: ما صلئت خلفَ نَبِيِّكُمْ إِلَّا سَمِعْتُهُ يَقُولُ حِينَ يَنْصَرِفُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ خَطَايَايَ وَذَنْبِي ۖ كُلُّهَا، اللَّهُمَّ وَأَنْعَشْنِي وَاجْبِرْنِي وَاهْدِنِي لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ وَالْأَعْلَاقِ، لَا يَهْدِي لِصَالِحِهَا، وَلَا يَضْرِبْ سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ. رواه الطبراني في الصغير

والأوسط بإسناد حميد، مجمع الرواية ۱۰۰

for more videos <https://youtube.com/annaaba>
 ৩৩. হ্যরত আবু আইযুব (রায়িঃ) বলেন, আম যখনই তোমাদের
 নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে নামায পড়িয়াছি, তাহাকে
 নামায শেষ করিয়া এই দোয়া পড়িতে শুনিয়াছি—

اللَّهُمَّ اغْفِرْ خَطَايَايَ وَذُنُوبِنِي كُلَّهَا، اللَّهُمَّ وَانْعُشْنِي وَاجْبِرْنِي وَاهْدِنِي
 إِلَصَالِحَاتِ الْأَغْمَالِ وَالْأَخْلَاقِ، لَا يَهْدِي لِصَالِحِهَا، وَلَا يَضْرِفْ سَيِّئَهَا إِلَّا
 أَنْتَ

অর্থঃ আয় আল্লাহ, আমার সমস্ত ভুল-ভাস্তি ও গুনাহ মাফ করিয়া
 দিন, আয় আল্লাহ, আমাকে উন্নতি দান করুন, আমার ক্রটি-বিচ্যুতি দূর
 করিয়া দিন, এবং আমাকে উন্নত আমল ও উন্নত আখলাকের তৌফিক
 নসীব করুন, কারণ উন্নত আমল ও উন্নত আখলাকের প্রতি হেদায়াত
 আপনি ব্যতীত আর কেহ দিতে পারে না, এবং খারাপ আমল ও খারাপ
 আখলাক আপনি ব্যতীত আর কেহ দূর করিতে পারে না।

(তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٣٢ - عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَلَّى
 الْبَرَدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ. رواه البخاري، باب فضل صلاة الفجر، رقم: ٥٧٤

৩৪. হ্যরত আবু মুসা (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
 আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি দুই ঠাণ্ডার সময়ের
 নামায আদায় করে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। (বোখারী)

ফায়দাৎ দুই ঠাণ্ডার সময়ের নামায বলিতে ফজর ও আসরের নামায
 বুঝানো হইয়াছে। ফজর ঠাণ্ডার সময়ের শেষের দিকে ও আসর ঠাণ্ডার
 সময়ের শুরুতে আদায় করা হয়। এই দুই নামাযকে বিশেষভাবে উল্লেখ
 করার কারণ হইল, ফজরের নামায নিম্নার আধিক্যের কারণে এবং
 আসরের নামায কাজ-কারবারে ব্যস্ততার দরুন আদায় করা কঠিন হইয়া
 যায়। অতএব যে ব্যক্তি এই দুই নামাযের পাবন্দী করিবে সে অবশ্যই বাকি
 তিন নামাযেরও পাবন্দী করিবে। (মেরকাত)

٣٥ - عَنْ رُوَيْةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَنْ
 يَلْجُ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، يَعْنِي
 الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ. رواه مسلم، باب فضل صلاتي الصبح والمساء.....

for more videos <https://youtube.com/annaaba>
 ৩৫. হযরত রুআইবাহ (রায়িঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
 আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি সূর্য
 উদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে নামায আদায় করে—অর্থাৎ ফজর ও
 আসরের নামায, সে জাহানামে প্রবেশ করিবে না। (মুসলিম)

٣٦ - عن أبي ذرٍ رضيَ الله عنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: مَنْ قَالَ فِي
 دُبْرِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَهُوَ ثَانٌ لِرِجْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَكَلِّمَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُخْسِي وَيُبَيِّنُ وَهُوَ
 عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عَشْرَ مَرَاتٍ كَبَيَّثَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَمُحْرَجٍ
 عَنْهُ عَشْرُ سَيَّنَاتٍ وَرَفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَ يَوْمَهُ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي
 جَزْءٍ مِنْ كُلِّ مَكْرُونَهُ وَخَرْمَنَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَلَمْ يَتَبَعَ لِذَنْبٍ أَنْ
 يُذْرِكَهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ إِلَّا الشَّرِيكُ بِاللَّهِ. رواه الترمذى و قال: هذا حديث
 حسن صحيح غريب، باب في ثواب كلمة التوحيد..... رقم: ٣٤٧٤ ورواه
 النباتي في عمل اليوم والليلة، رقم: ١١٧ او ذكر بيده الخير مكان يُخْسِي
 وَيُبَيِّنُ، وزاد فيه: وَكَانَ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ قَالَهَا عَنْقُ رَقْبَةِ، رقم: ١٢٧.
 ورواه النباتي أيضا في عمل اليوم والليلة من حديث معاذ، وزاد فيه: وَمَنْ قَالَهُنَّ
 حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ أَغْطِيَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي لَيْلَتِهِ، رقم: ١٢٦.

৩৬. হযরত আবু যার (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি ফজরের পর (যেভাবে নামাযে বসে সেভাবে) হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া কাহারো সহিত কথা বলার পূর্বে দশবার (নিম্নোক্ত কলেমাণ্ডলি) পড়িয়া লয়। এক রেওয়ায়াতে আছে, আসরের নামাযের পরও দশবার পড়িয়া লয়, তাহার জন্য দশটি নেকী লিখিয়া দেওয়া হয়, দশটি গুনাহ মুছিয়া দেওয়া হয়, দশটি মর্তবা বুলন্দ করিয়া দেওয়া হয়। সারাদিন সে অবাঞ্ছিত ও অপচন্দনীয় জিনিস হইতে নিরাপদ থাকে। এই কলেমাণ্ডলি শয়তান হইতে বাঁচাইবার জন্য পাহারাদারীর কাজ করে এবং সেদিন শিরক ব্যতীত আর কোন গুনাহ তাহাকে ধ্বংস করিতে পারিবে না। এক রেওয়ায়াতে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রত্যেক কলেমা পড়ার বিনিময়ে একটি করিয়া গোলাম আযাদ করার সওয়াব লাভ হয় এবং আসরের পর পড়ার দ্বারা ও
 রাতভর সেরণ সওয়াব লাভ হয় যেরাপে ফজরের পর পড়ার দ্বারা দিনভর

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ

لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُخْبِي وَيُمْبِي وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

এক রেওয়ায়াতে এর পরিবর্তে **إِلَهُ الْخَيْرُ** এর পরিবর্তে **إِلَهُ الْعِزْمُ** আসিয়াছে।

অর্থ : আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোন মাঝুদ নাই, তিনি আপন সন্তা ও গুণাবলীর মধ্যে একক, কেহ তাহার অংশীদার নাই। দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্ত রাজত্ব তাহারই, তাহারই হাতে সকল কল্যাণ। সকল প্রশংসা তাহারই জন্য তিনিই জীবন দান করেন, তিনিই মৃত্যু দান করেন, তিনি সকল জিনিসের উপর ক্ষমতাবান। (তিরমিয়ী)

٣٧- عن جذب الفسقى رضى الله عنه قال: قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته الصبغ فهو في ذمة الله، فلا يطلبكم الله من ذمه بشيء فإنه من يطلبته من ذمه بشيء ينحركه، ثم ينكه على وجهه في نار جهنم، رواه مسلم، باب فضل صلاة العشاء، رقم: ١٤٩٤

৩৭. হযরত জুন্দুর কাসরী (রায়ী) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামায আদায় করে সে আল্লাহ তায়ালার হেফাজতে আসিয়া যায়। (অতএব তাহাকে কষ্ট দিও না) এবং এই ব্যাপারে সতর্ক থাকিও যে, আল্লাহ তায়ালা যাহাকে আপন হেফাজতে লইয়াছেন তাহাকে কষ্ট দেওয়ার কারণে তিনি যেন তোমার নিকট কোন জিনিসের দাবী না করিয়া বসেন, কারণ আল্লাহ তায়ালা যাহাকে আপন হেফাজতে লইয়াছেন, তাহার ব্যাপারে যাহার নিকট কোন প্রকার দাবী করিবেন তাহাকে পাকড়াও করিবেন, অতঃপর তাহাকে উপুড় করিয়া জাহান্নামের আগুনে ফেলিয়া দিবেন। (মুসলিম)

٣٨- عن مسلم بن العارث التميمي رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امر ابيه فقال: إذا اصرفت من صلاة المغرب قبل: اللهم اجزني من النار سبع مرات فإذا قلت ذلك ثم مث في تلبيك كسب لك جواز منها، وإذا صلنت الصبغ فعل كذلك، فإذا مث في يومك كسب لك جواز منها. رواه أبو داود، باب ما يقول إذا

৩৮. হ্যরত মুসলিম ইবনে হারেস তামীমী (রায়িঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে চুপে চুপে বলিলেন, যখন তুমি মাগরিবের নামায হইতে ফারেগ হইয়া যাও তখন সাতবার এই দোয়া পড়িয়া লইও—

اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ

অর্থ ৪ আয় আল্লাহ, আমাকে দোষখ হইতে নিরাপদ রাখিও। যদি তুমি ইহা পড়িয়া লও আর সেই রাত্রে তোমার মৃত্যু আসিয়া যায় তবে দোষখ হইতে নিরাপদ থাকিবে। যদি এই দোয়া সাতবার ফজরের নামাযের পরও পড়িয়া লও, আর সেই দিন তোমার মৃত্যু আসিয়া যায় তবে দোষখ হইতে নিরাপদ থাকিবে। (আবু দাউদ)

ফায়দা ৪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপে চুপে এই জন্য বলিয়াছেন যেন শ্রোতার মনে উহার গুরুত্ব পয়দা হয়। (বজঃ মাজহদ)

٣٩ - عَنْ أَمْ فُروْةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَسْلِيلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَفَ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ فِي أُولِّ وَقْتِهَا. رواه أبو داود، باب

المحافظة على الصلات، رقم: ٤٢٦

৩৯. হ্যরত উম্মে ফারওয়া (রায়িঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইল, সবচেয়ে উত্তম আমল কি? তিনি এরশাদ করিলেন, ওয়াক্তের শুরুতে নামায আদায় করা।

(আবু দাউদ)

٤٠ - عَنْ عَلَيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ! اؤتِرُوا فِي أَنَّ اللَّهَ وَتَرْ يُحِبُّ الْوَقْرَ. رواه أبو داود، باب استحباب الوتر،

رقم: ١٤١٦

৪০. হ্যরত আলী (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হে কুরআনওয়ালাগণ, অর্থাৎ হে মুসলমানগণ, তোমরা বিতর নামায পড়িও। কারণ আল্লাহ তায়ালা বিতর অর্থাৎ বেজোড়। অতএব তিনি বিতর পড়াকে পছন্দ করেন। (আবু দাউদ)

ফায়দা ৫ বিতর বেজোড় সংখ্যাকে বলা হয়। আল্লাহ তায়ালা বিতর হওয়ার অর্থ হইল, তাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই। বিতর পড়াকে পছন্দ করার কারণ ইহাই যে, এই নামাযের রাকাত বেজোড়।

(মাজমায়ে বিহারিল আনওয়ার)

٤٣ - عن خارجة بن حداقة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله تعالى قد أمنكم بصلة، وهي خير لكم من عمر النعم، وهي الوتر، فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر. رواه أبو داود، باب استحباب الوتر، رقم: ١٤١٨

৪১. হযরত খারেজাহ ইবনে হোয়াফা (রায়িহ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট অসিলেন এবং এরশাদ করিলেন যে, আল্লাহ তায়ালা আরেকটি নামায তোমাদিগকে দান করিয়াছেন যাহা তোমাদের জন্য লালবর্ণের উটের পাল হইতে উত্তম। আর তাহা বেতরের নামায। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য উহা আদায়ের সময় এশার নামাযের পর হইতে ফজর পর্যন্ত নির্ধারণ করিয়াছেন। (আবু দাউদ)

ফাযদা : আরবদের নিকট লালবর্ণের উট অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ ঘনে করা হইত।

٤٤ - عن أبي السرداء رضي الله عنه قال: أوصلني خليلي بِلَالٌ بِلَالٌ: بصوم ثلاثة أيام من كل شهر، والوتر قبل النوم، وركع الفجر.

رواه الطبراني في الكبير و رجاله رجال الصحيح، مصحح الرواية / ٤٦٠

৪২. হযরত আবু দারদা (রায়িহ) বলেন, আমাকে আমার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন বিষয়ের অসীয়ত করিয়াছেন, প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোয়া রাখা, শুইবার আগে বেতর পড়িয়া লওয়া এবং ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত আদায় করা।(তোবারানী, মাজহ যাওয়ায়েদ)

ফাযদা : যাহাদের রাত্রে উঠার অভ্যাস আছে তাহাদের জন্য (রাত্রে তাহাজ্জুদের সময়) উঠিয়া বেতর পড়া উত্তম। আর যদি রাত্রে উঠার অভ্যাস না থাকে তবে ঘুমাইবার পূর্বেই বেতর পড়িয়া লওয়া উচিত।

٤٥ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا ينeman لمن لا إمامة له، ولا صلة لمن لا ظهور له، ولا دين لمن لا صلاة له، إنما موضع الصلاة من الدين كموضع الرأس من الجسد. رواه الطبراني في الأوسط والصغير وقال: تفرد به الحسين بن الحكم

for more books <https://youtube.com/alamin5g>

৪৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওয়ার (রায়িহ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমানতদার নহে সে কামেল ঈমানদার নহে। যাহার অযু নাই তাহার নামায আদায় হয় নাই। আর যে ব্যক্তি নামায পড়ে না তাহার কোন দ্বীন নাই। দ্বীনের মধ্যে নামাযের মর্যাদা এমন যেমন শরীরের মধ্যে মাথার মর্যাদা। অর্থাৎ মাথা ব্যতীত যেমন মানুষ জীবিত থাকিতে পারে না তদ্বপ নামায ব্যতীত দ্বীন বাকি থাকিতে পারে না। (তাবারানী, তারগীব)

٤٣ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشَّرِكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ. رواه

مسلم، باب بيان إطلاق اسم الكفر رقم: ٢٤٧

৪৪. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রায়িহ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, নামায ছাড়িয়া দেওয়া মুসলমানকে কুফর ও শিরক পর্যন্ত পৌছাইয়া দেয়।
(মুসলিম)

ফায়দা : ওলামায়ে কেরাম এই হাদীসের কয়েকটি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি এই যে, বেনামাযী গুনাহের কাজে নির্ভীক হইয়া যায়। এই কারণে তাহার কুফরীতে দাখেল হইয়া যাওয়ার আশংকা থাকে। দ্বিতীয় এই যে, বেনামাযীর জন্য বেঙ্গমান হইয়া ম্তুর আশংকা রহিয়াছে। (মেরকাত)

٤٤ - عَنِ ابْنِ عَيَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَرَكَ الصَّلَاةَ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَصْبَانٌ. رواه البزار والطبراني في الكبير،

وفيه: سهل بن محمود ذكره ابن أبي حاتم وقال: روى عنه أحمد بن إبراهيم

الدورقي وسعدان بن يزيد، قلت: وروى عنه محمد بن عبد الله المحرمي ولم يتكلم فيه أحد، وبقية رجال الصحيح، مجمع الروايند

٢/٢٦

৪৫. হযরত ইবনে আবাস (রায়িহ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি নামায ছাড়িয়া দেয় সে আল্লাহর সহিত এমনভাবে সাক্ষাৎ করিবে যে, আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি অত্যাধিক নারাজ থাকিবেন।

(বায়্যার, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

for more books <https://youtube.com/alamin5g>

for more videos <https://youtube.com/annaaba> - ৩৬
عَنْ نُوْفَلِ بْنِ مَعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ، فَكَأْنَمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده

صحیح ۴۳۲

৪৬. হযরত নাওফাল ইবনে মুআবিয়া (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যাহার এক ওয়াক্ত নামায ছুটিয়া গেল তাহার যেন ঘরবাড়ী পরিবার পরিজন ও মালদৌলত সবই ছিনাইয়া লওয়া হইল। (ইবনে হিকান)

- ৩৭ -
عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعْبَنَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مُرُوا أُولَادُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. رواه أبو داود، باب متى يأمر الغلام بالصلوة، رقم: ৪৯০

৪৭. হযরত আমর ইবনে শোআইব তাহার পিতা হইতে এবং তিনি তাহার পিতা (রায়িৎ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিজ সন্তানদিগকে সাত বৎসর বয়সে নামাযের ছকুম কর। দশ বৎসর বয়সে নামায না পড়লে তাহাদেরকে মার এবং এই বয়সে (ভাইবোনের) বিছানা পৃথক করিয়া দাও। (আবু দাউদ)

ফায়দা ৪ মারধর করিতে ইহার খেয়াল রাখিবে যেন, শারীরিক কোন ক্ষতি না হয়।

জামাতের সহিত নামায আদায়

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: هُوَ أَفْسِمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكُورَةَ وَأَرْكَعُوا مَعَ الْرُّكْعَيْنَ [البقرة: ٤٣]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—এবং নামায কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর, আর রুকু করণেওয়ালাদের সঙ্গে রুকু কর অর্থাৎ জামাতের সহিত নামায আদায় কর। (সুরা বাকারাহ)

হাদীস শরীফ

— عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: المؤذن يُنفَرُ لَهُ مَذِي صَوْنِهِ، وَيُشَهَّدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، وَشَاهِدُ الصَّلَاةِ يُكْثَبُ لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ صَلَاةً، وَيُكْفَرُ عَنْهُ مَا بَيْتَهُمَا. رواه أبو داود، باب

رفع الصوت بالأذان، رقم: ٥١٥

৪৮. হ্যরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুয়ায়িনের গুনাহ ঐ স্থান পর্যন্ত মাফ করিয়া দেওয়া হয় যেস্থান পর্যন্ত তাহার আয়ানের আওয়াজ পৌছায়। (অর্থাৎ যদি এত দূর পর্যন্ত জায়গা তাহার গুনাহ দ্বারা ভরিয়া যায় তবুও সমুদয় গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয়) প্রাণী ও নিষ্প্রাণ যাহারাই মুয়ায়িনের আওয়াজ শুনিতে পায় তাহারা সকলেই কেয়ামতের দিন তাহার পক্ষে সাক্ষী দান করিবে। মুয়ায়িনের আওয়াজ শুনিয়া যাহারা নামায পড়িতে আসে তাহাদের জন্য পাঁচশ নামাযের সওয়াব লিখিয়া দেওয়া হয় এবং এক নামায হইতে বিগত নামায পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয়। (আবু দাউদ)

ফায়দা : কোন কোন ওলামাদের মতে পাঁচশ নামাযের সওয়াব মুয়ায়িনের জন্য এবং তাহার এক আযান হইতে বিগত আযান পর্যন্ত মধ্যবর্তী গুনাহসমূহ মাফ হইয়া যায়। (বেলুল মাজুদ)

٤٩ - عَنْ أَبْنَىْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَغْفِرُ
لِلْمُؤْذِنِ مُتْهِنِي أَذْانِهِ، وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ سَمِعَ صَوْنَهُ.
رواه أحمد والطبراني في الكبير والبزار إلا أنه قال: وَيُجْعِيْهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ
ورحالة رجال الصحيح، مجمع الزواد ٨١/٢

৪৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে স্থান পর্যন্ত মুয়ায়িনের আওয়াজ পৌছে, সে স্থান পর্যন্ত তাহার মাগফিরাত করিয়া দেওয়া হয়। প্রত্যেক প্রাণী ও নিষ্প্রাণ যাহারাই তাহার আযান শুনিতে পায় তাহার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করে। এক রেওয়ায়াতে আছে, প্রত্যেক প্রাণী ও নিষ্প্রাণ জিনিস তাহার আযানের জওয়াব দেয়।

(মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী, বাঘ্যার, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٥٠ - عَنْ أَبِي صَفَّعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ أَبُو سَعْيِدٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ: إِذَا كُنْتَ فِي الْبَوَادِي فَارْفَعْ صَوْنَكَ بِالْيَدَيْ فَإِنَّى سَمِعْتَ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَا يَسْمَعُ صَوْنَهُ شَجَرٌ، وَلَا مَدْرَ، وَلَا
حَجَرٌ، وَلَا جَنٌ، وَلَا إِنْسَ إِلَّا شَهَدَ لَهُ رواه ابن حزم ٢٠٣/١

৫০. হযরত আবু সামাআহ (রায়িঃ) বলেন, হযরত আবু সাঈদ (রায়িঃ) (আমাকে) বলিয়াছেন, তুমি যখন ময়দানে থাক তখন উচ্চস্থরে আযান দিও, কারণ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে গাছ, মাটির ঢিলা, পাথর জুন ও ইনসান মুয়ায়িনের আওয়াজ শুনিতে পায় তাহারা সকলে কেয়ামতের দিন মুয়ায়িনের পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। (ইবনে খুয়াইমাহ)

٥١ - عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ
اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلِّوْنَ عَلَى الصَّفَّ الْمُقْدَمِ، وَالْمُؤْذِنُ يَغْفِرُ لَهُ بِمَعْدَةِ
صَوْنِهِ، وَيُصَدِّقُهُ مِنْ سَمِعَةِ مِنْ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، وَلَهُ مِثْلُ أَخْرِيْ مِنْ
صَلَّى مَعْهُ رواه النسائي، باب رفع الصوت بالأذان، رقم: ٦٤٧

৫১. হযরত বারা ইবনে আযেব (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এরশাদ করিয়াছেন,

নিঃসন্দেহে আগ্নাহ তায়ালা প্রথম ক্যাতারে ঘাহারা শরীক হয় তাহাদের উপর রহমত নায়িল করেন, ফেরেশতাগণ তাহাদের জন্য রহমতের দোয়া করেন, এবং মুয়ায়িন যত বেশী তাহাদের আওয়াজকে উচ্চ করে ততবেশী তাহার গুনাহকে মাফ করিয়া দেওয়া হয়। যে সমস্ত প্রাণী বা নিষ্প্রাণ জিনিস তাহার আয়ান শুনে সকলে তাহার সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করে এবং মুয়ায়িন সেই সকল নামায়ীদের সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করে যাহারা তাহার সহিত নামায আদায় করিয়াছে। (নাসায়ী)

ফায়দা ৪ কোন কোন ওলামায়ে কেরাম হাদীসের দ্বিতীয় বাক্যের অর্থ একুণ্ড বর্ণনা করিয়াছেন যে, আযানের স্থান হইতে আযানের আওয়াজ পৌছা পর্যন্ত মধ্যবর্তী স্থানে মুয়ায়িনের যত গুনাহ হইয়াছে সমুদয় গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয়। এক অর্থ ইহাও করা হইয়াছে যে, যেখান পর্যন্ত মুয়ায়িনের আযানের আওয়াজ পৌছে সেখান পর্যন্ত সমস্ত লোকের গুনাহ মুয়ায়িনের সুপারিশের দ্বারা মাফ করিয়া দেওয়া হইবে।

(ব্যলুল মাজহদ)

— عنْ مَعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ٥٢
الْمُؤْذِنُ أَطْلُلُ النَّاسَ أَغْنَافًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه مسلم، باب فضل

الأذان رقم: ٨٥٢

৫২. হ্যবরত মুআবিয়া (রায়িঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, মুয়ায়িন কেয়ামতের দিন সর্বাপেক্ষা লম্বা ঘাড়ওয়ালা হইবে। (মুসলিম)

ফায়দা ৪ ওলামায়ে কেরাম এই হাদীসের কয়েকটি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এক এই যে, যেহেতু মুয়ায়িনের আযান শুনিয়া সকলে নামাযের জন্য মসজিদে যায় সেহেতু নামায়ীগণ অনুসারী ও মুয়ায়িন আসল হইল। আর যে আসল হয় সে সরদার হইয়া থাকে। অতএব মুয়ায়িনের ঘাড় লম্বা হইবে যেন তাহার মাথা সকলের উপরে দেখা যায়। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা এই যে, মুয়ায়িন যেহেতু অনেক বেশী সওয়াব লাভ করিবে সেহেতু সে নিজের অধিক সওয়াবের আগ্রহে বারবার ঘাড় উঠাইয়া দেবিবে। এই কারণে তাহার ঘাড় লম্বা দেখাইবে। তৃতীয় ব্যাখ্যা এই যে, মুয়ায়িনের ঘাড় উন্নত হইবে, কারণ সে নিজ আমলের উপর লজ্জিত হইবে না। যে লজ্জিত হয় তাহার ঘাড় ঝুকানো থাকে। চতুর্থ ব্যাখ্যা এই যে, ঘাড় লম্বা হওয়ার অর্থ হইল, হাশরের ময়দানে মুয়ায়িনকে সকলের চাইতে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী দেখা যাইবে। (কোন কোন ওলামায়ে/কেরামের মতে

হাদীস শরীফের অর্থ এই যে, কেয়ামতের দিন মুয়াখিন প্রক্রিয়াতিতে জামাতের দিকে যাইবে। (নাভাতী)

৫৩- عن ابن عمر رضي الله عنهمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَذْنَ النَّبِيِّ عَشَرَةَ سَنَةً، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَكُبِّلَ لَهُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ بِتَذْكِيرِهِ مِنْعَنْ حَسَنَةٍ وَبِإِقَامَتِهِ تَلَاقُونَ حَسَنَةً. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على

شرط البخاري ووافقه الدهري ٢٠٥/١

৫৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি বার বৎসর আযান দিয়াছে তাহার জন্য জামাত ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে। তাহার জন্য প্রত্যেক আযানের বিনিময়ে ষাট নেকী লেখা হয় এবং প্রত্যেক একামতের বিনিময়ে ত্রিশ নেকী লেখা হয়। (মুসতাদরাকে হাকেম)

৫৪- عن ابن عمر رضي الله عنهمَا قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ثَلَاثَةُ لَا يَهُوُلُهُمُ الْفَرَغُ الْأَكْبَرُ، وَلَا يَنَالُهُمُ الْحِسَابُ، هُمْ عَلَى كُنْبِيبٍ مِنْ مِسْلِكٍ حَتَّى يَفْرَغَ مِنْ حِسَابِ الْخَلَاقِ: رَجُلٌ قَرَا الْقُرْآنَ ابْتِغَاءَ وَجْهَ اللَّهِ، وَأَمَّ بِهِ قَوْمًا وَهُمْ رَاضُونَ بِهِ، وَدَاعٍ يَدْعُونَ إِلَى الصَّلَواتِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، وَعَبْدٌ أَخْسَنَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ وَفِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوْلَاهِهِ. رواه الترمذى بإختصار، وقد رواه الطبرانى في الأوسط والصغرى، وفيه: عبد

৫৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তিন ব্যক্তি এমন আছে যাহাদের জন্য কেয়ামতের কঠিন পেরেশানীর ভয় নাই, তাহাদের কোন হিসাব কিতাব দিতে হইবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত মাখলুক তাহাদের হিসাব কিতাব হইতে অবসর হইবে ততক্ষণ তাহারা মেশকের টিলার উপর ভূমণ করিয়া বেড়াইবে। এক সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য কুরআন পড়িয়াছে এবং এমনভাবে ইমামতী করিয়াছে যে, মুক্তাদীগণ তাহার প্রতি সন্তুষ্ট রহিয়াছে। দ্বিতীয় সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য লোকদেরকে নামাযের জন্য ডাকে। তৃতীয় সেই ব্যক্তি যে নিজের রবের সহিতও ভাল সম্পর্ক রাখিয়াছে এবং নিজ অধীনস্থ লোকদের সহিতও ভাল সম্পর্ক রাখিয়াছে।

for more books <https://t.me/joinchat/AAjJmMAYyAOGYAmE>

for more videos <https://youtube.com/annaaba>

٥٥- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ : ثلاثة على كهان المسنك - أرأه قال - يوم القيمة يغطهم الأولون والآخرون: رجال ينادى بالصلوات الخمس في كل يوم وتلية، ورجل يوم قوماً وهم به راضون، وعبد أدى حق الله وحق مواليه. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب أحاديث في صفة الثلاثة الذين يحبهم الله، رقم: ٤٥٦٦

৫৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তিনি প্রকারের লোক কেয়ামতের দিন মেশকের ঢিলার উপর অবস্থান করিবে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষ তাহাদের প্রতি দৈর্ঘ্যান্বিত হইবে। এক সেই ব্যক্তি যে প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য আযান দিত। দ্বিতীয় সেই ব্যক্তি যে লোকদের এমনভাবে ইমামতী করিয়াছে যে, তাহারা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট রহিয়াছে। তৃতীয় সেই গোলাম যে আল্লাহ তায়ালার হকও আদায় করিয়াছে আবার আপন মনিবের হকও আদায় করিয়াছে। (তিরমিয়ী)

٥٦- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : الإمام ضامنٌ والمعذبون مؤتمنٌ، اللهم! ارشد الآئمة وأغفر للمؤذنين.

رواه أبو داؤد، باب ما يحب على العبد... رقم: ٥١٧

৫৬. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ইমাম একজন দায়িত্বান ব্যক্তি, আর মুয়ায়িনের উপর নির্ভর করা হয়। আয় আল্লাহ, ইমামদের পথ প্রদর্শন করুন, আর মুয়ায়িনদের মাগফিরাত করুন।

(আবু দাউদ)

ফায়দা ৪ ইমাম দায়িত্বান হওয়ার অর্থ এই যে, ইমামের উপর যেমন তাহার নিজের নামাযের দায়িত্ব আছে তেমনি মুক্তাদীদের নামাযেরও দায়িত্ব রহিয়াছে। কাজেই ইমামের জন্য যথাসন্তুষ্ট জাহেরী ও বাতেনীভাবে উত্তমরূপে নামায পড়ার চেষ্টা করা উচিত। এইজনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস শরীকে তাহাদের জন্য দোয়াও করিয়াছেন। ‘মুয়ায়িনের উপর নির্ভর করা হয়’ এর অর্থ এই যে, লোকেরা নামায রোয়ার সময়ের ব্যাপারে তাহার উপর আস্থা রাখিয়াছে। কাজেই মুয়ায়িনের জন্ম সঠিক সময়ে আযান দেওয়া উচিত।

কখনও আয়ানের সময়ের ব্যাপারে ঘূয়া ঘষিবের দ্বারা / ভুল হইবায় সেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করিয়াছেন। (ব্যলুল মাজহুদ)

٥٧- عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي ﷺ يقول: إن الشيطان إذا سمع النساء بالصلوة، ذهب حتى يخون مكان الرؤحاء. قال سليمان رحمة الله: فسألته عن الرؤحاء؟ فقال: هي من المدينة مسْنَة وقللتُونَ ميلًا. رواه مسلم، باب فضل الأذان.....

رقم: ٨٥٤

৫৭. হযরত জাবের (রায়ৎ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, শয়তান যখন নামাযের আযান শোনে তখন সে রাওহা নামক স্থান পর্যন্ত দূরে চলিয়া যায়। হযরত সুলাইমান (রহৎ) বলেন, আমি হযরত জাবের (রায়ৎ) এর নিকট রাওহা নামক স্থান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, উহা মদীনা হইতে ছত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত। (মুসলিম)

٥٨- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: إذا نودى للصلوة أذير الشيطان له ضراط حتى لا يسمع العادفين، فإذا فضى العادفين أقبل، حتى إذا قوب بالصلوة أذير، حتى إذا فضى التربيب قبل، حتى يختظر بين المرة ونفسه يقول له: اذكر كذا، واذكر كذا، بما لم يكن به ذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يذكر كتم صلبي. رواه مسلم، باب فضل الأذان..... رقم: ٨٥٩

৫৮. হযরত আবু হোরায়রা (রায়ৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন নামাযের জন্য আযান দেওয়া হয় তখন শয়তান সশব্দে বায়ু ত্যাগ করিতে করিতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া ভাগিয়া যায়, যেন আযান শুনিতে না হয়। আযান শেষ হইবার পর আবার ফিরিয়া আসে। যখন একামত বলা হয় তখন আবার সে ভাগিয়া যায়। একামত শেষ হইবার পর নামায়ীর অস্তরে ওয়াসওয়াসা দিবার জন্য পুনরায় সে ফিরিয়া আসে। সুতরাং সে নামায়ীকে বলে, এই কথা স্মরণ কর, এই কথা স্মরণ কর। এমন এমন কথা স্মরণ করায় যাহা নামাযের পূর্বে নামায়ীর স্মরণ ছিল না। অবশেষে নামায়ীর ইহাও

٥٩- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في البداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. (موحره من الحديث) رواه البخاري، باب الاستهان في

الأذان، رقم: ٦١٥

৫৯. হযরত আবু হোরায়ারা (রায়িহ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যদি লোকেরা আযান ও প্রথম কাতারে (নামাযে)র সওয়াব জানিত এবং লটারী ব্যতীত আজান ও প্রথম কাতার হাসিল করা সভব না হইত তবে তাহারা অবশ্যই লটারী করিত। (বোখারী)

٦٠- عن سليمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الرجل باز من في فحانت الصلاة فليتعوضا، فإن لم يوجد ماء فليتيمم، فإن أقام صلاته معه ملكاً، وإن أذن وأقام صلاته خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاً. رواه عبد الرزاق في مصنفه ٥١٠

৬০. হযরত সালমান ফারসী (রায়িহ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যদি কেহ মাঠে থাকে আর নামাযের সময় হইয়া যায় তবে অযু করিবে, আর যদি পানি না পায়, তবে তায়াম্মুম করিবে। অতঃপর যখন সে একামত বলিয়া নামায পড়ে তখন তাহার (আমলনামা লেখক) দুই ফেরেশতা তাহার সহিত নামায পড়ে। আর যদি আযান দেয়, তারপর একামত বলিয়া নামায পড়ে তবে তাহার পিছনে আল্লাহ তায়ালার বাহিনী অর্থাৎ ফেরেশতাদের এত বিরাট সংখ্যা নামায আদায় করে যাহার দুই কিনারা দৃষ্টিগোচর হয় না। (মুসামাফে আবদুর রাজাক)

٦١- عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجج ربكم عزوجل من راعي غنم في رأس شظيبة بجبل يوْذن للصلوة ويصلّى، فيقول الله عزوجل: انظروا إلى عبدى هدا يوْذن ويقين للصلوة يخاف مني قد غفرت لعبدى وأدخلته

الجنة. رواه أبو داود، باب الأذان في المسجد، رقم: ٢٣

৬১. হযরত ওকবা ইবনে আমের (রায়িঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, তোমাদের রব সেই বকরীর রাখালের প্রতি অত্যধিক খুশী হন, যে কোন পাহাড়ের চূড়ায় আযান দেয় এবং নামায আদায় করে। আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে বলেন, আমার এই বান্দাকে দেখ, আযান দিয়া নামায আদায় করিতেছে। সে এইসব আমার ভয়ে করিতেছে। আমি আমার বান্দাকে মাফ করিয়া দিলাম এবং তাহার জামাতে প্রবেশ করা সাব্যস্ত করিয়া দিলাম। (আবু দাউদ)

- ২২ عن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّمَا
لَا تُرْدَانُ أَوْ فَلَمَا تُرْدَانَ: الدُّعَاءُ عِنْدَ النَّدَاءِ، وَعِنْدَ الْبَاسِ حِينَ
يُلْحَمُ بَعْضُهُ بَعْضًا. رواه أبو داود، باب الدعاء عند اللقاء، رقم: ٢٥٤٠.

৬২. হযরত সাহল ইবনে সাদ (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দুই সময়ে দোয়া ফেরৎ দেওয়া হয় না। এক আযানের সময়, দ্বিতীয় যখন যুক্ত প্রচণ্ড আকার ধারণ করে। (আবু দাউদ)

- ২৩ عن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤْذِنَ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَنْدَهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيَتْ بِاللَّهِ رَبِّي
وَبِمُحَمَّدِ رَسُولِهِ وَبِالإِسْلَامِ دِينِي، غَيْرُهُ لَهُ ذَنْبِهِ. رَوَاهُ سَلْمَ، بَابُ

استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، رقم: ٨٥١.

৬৩. হযরত সাদ ইবনে আবি ওকাস (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি মুসায়িনের আযান শুনার সময় ইহা বলিবে—

وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَنْدَهُ
وَرَسُولُهُ، رَضِيَتْ بِاللَّهِ رَبِّي وَبِمُحَمَّدِ رَسُولِهِ وَبِالإِسْلَامِ دِينِي

তাহার শুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে।

অর্থঃ আমিও সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাঝুদ নাই, তিনি এক, তাহার কোন শরীক নাই এবং এই সাক্ষ্য দিতেছি যে, (হযরত) মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তায়ালাৰ বান্দু ও

রাসূল এবং আমি আল্লাহ তায়ালাকে রব স্বীকার করার উপর, (হ্যরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে রাসূল স্বীকার করার উপর এবং ইসলামকে দীন স্বীকার করার উপর সন্তুষ্ট আছি। (মুসলিম)

١٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: كَمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ لَهُ، فَقَامَ بِلَالٍ يَنْادِي فَلَمَّا سَكَتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ لَهُ: مَنْ قَالَ مِثْلَ هَذَا يَقِينًا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

رواه الحاكم وقال: هنا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه
هكذا وراقهه النهي ١/٤٠

৬৪. হ্যরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত ছিলাম। হ্যরত বেলাল (রায়িঃ) আযান দেওয়ার জন্য দাঁড়াইলেন। তিনি যখন আযান শেষ করিলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যে ব্যক্তি একান্নের সহিত এই কলেমাণ্ডলি বলিবে যাহা মুয়ায়িন বলিয়াছে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। (মুসতাদরাকে হাকেম)

ফায়দা : এই রেওয়ায়াত দ্বারা বুুধা যায় যে, আযানের জওয়াব দাতা সেই শব্দগুলি পুনরাবৃত্তি করিবে যাহা মুয়ায়িন বলিয়াছে। অবশ্য হ্যরত ওমর (রায়িঃ) এর রেওয়ায়াত দ্বারা বুুধা যায় যে, ও حَيَّ عَلَى الْصَّلْوَةِ وَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ এর জওয়াবে লাহুল ও ফুরাহুল এবং حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলিতে হইবে।
(মুসলিম)

١٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَفْضِلُونَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ لَهُ: فَلْ كَمَا يَقُولُونَ فَإِذَا اتَّهَيْتَ فَسُلْ تُفْلِطُهُ.

رواه أبو داؤد، باب ما يقول بما سمع
الحمد بن عبد العزيز السقري ذكره ابن حبان في الثقات، صحيح الزواد ٢/٨٥

৬৫. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রায়িঃ) বলেন, এক ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, মুয়ায়িনগণ আজর ও সওয়াব হিসাবে আয়াদের অপেক্ষা অগ্রগামী রহিয়াছে। (এমন কোন আমল আছে কি যে আমরা ও মুয়ায়িনের ন্যায় ফজীলত হাসিল করিতে পারি?) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, সেই কলেমাণ্ডলি বল যেগুলি মুয়ায়িন বলে। অতঃপর আযানের জওয়াব শেষ করিয়া দোয়া কর, (যাহা চাহিবে) তাহা দেওয়া হইবে। (আবু দাউদ)

٤٦ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهمما الله سمع
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن، فقولوا مثل ما يقول، ثم
صلوا على صلاته، فإنه من صلَّى على صلاة صلَّى الله عليه بها عشرًا،
ثم سلُّوا الله لي الوسيلة، فإنها متصلة في الجنة لا تتبغى إلا لغير
من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأله لي الوسيلة
حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ. رواه مسلم، باب استحساب القول مثل قول المؤذن لمن

سممه، رقم: ٨٤٩

৬৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত
আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ
করিতে শুনিয়াছেন, যখন মুয়ায়িনের আওয়াজ শুন তখন মুয়ায়িন
যেরূপ বলে সেরূপ তোমরাও বল, অতঃপর আমার প্রতি দরদ পাঠাও। যে
ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরদ পাঠায় আল্লাহ তায়ালা ইহার বিনিময়ে
দশটি রহমত প্রেরণ করেন। অতঃপর আমার জন্য আল্লাহর নিকট
উসীলার দোয়া কর। কারণ উসীলা জামাতে একটি বিশেষ মর্যাদা, যাহা
আল্লাহ তাআলার বান্দাগণের মধ্য হইতে একজনের জন্য নির্ধারণ করা
হইয়াছে। আমি আশা করি সেই বান্দা আমিই হইব। যে ব্যক্তি আমার জন্য
উসীলার দোয়া করিবে সে আমার শাফায়াতের ইকদার হইবে। (মুসলিম)

٤٧ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهمما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة القائمة
والصلوة القائمة، آتِ محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً
مُخْموداً الذي وعدته، حلَّتْ له شفاعتي يوم القيمة. رواه البخاري،
باب الدعاء عند النداء، رقم: ٦١٤ ورواه البيهقي في سنن الكبرى، وزاد في آخره:
إِنَّكَ لَا تُغْلِفُ الْمُعَادَ/٤١٠/

৬৭. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি
আয়ান শুনিয়া এই দোয়া করিবে—

اللهم رب هذه الدعوة القائمة، والصلوة القائمة، آتِ محمداً الوسيلة
والفضيلة، فلما ناداه فلاناً مُخْموداً الذي وعدته، إِنَّكَ لَا تُغْلِفُ الْمُعَادَ

for more videos <https://youtube.com/annaaba>

অর্থ ৪ আয় আল্লাহ, এই পরিপূর্ণ দাওয়াত ও (আযানের পর) আদায়কৃত নামাযের রব, (হ্যরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম)কে উসীলা দান করুন এবং সম্মান দান করুন, এবং তাহাকে সেই মাকামে মাহমুদে পৌছাইয়া দিন যাহার ওয়াদা আপনি তাহার সহিত করিয়াছেন। নিঃসন্দেহে, আপনি ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। (বোধারী, বাহহাকী)

٦٨ - عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: مَنْ قَالَ حِينَ يَنادِي الْمَنَادِي: اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدُّغْوَةِ التَّائِمَةِ، وَالصَّلَاةِ التَّافِعَةِ،
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَارْضِ عَنْهُ رِضاً لَا تَسْخُطْ بَعْدَهُ، اسْتَجَابَ
اللَّهُ لَهُ دُغْوَتَهُ. رواه أحمد ٢٣٧/٣

৬৮. হ্যরত জাবের (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আযান শুনিয়া এই দোয়া করিবে—

اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدُّغْوَةِ التَّائِمَةِ وَالصَّلَاةِ التَّافِعَةِ، صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ، وَارْضِ عَنْهُ رِضاً لَا تَسْخُطْ بَعْدَهُ

আল্লাহ তাহার দোয়া কবুল করিবেন।

অর্থ ৫ আয় আল্লাহ, হে এই পরিপূর্ণ দাওয়াত (আযান) ও উপকারী নামাযের রব, হ্যরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম)এর উপর রহমত নায়িল করুন, আর আপনি তাহার প্রতি এরপ সন্তুষ্ট হইয়া যান যে, উহার পর আর কখনও অসন্তুষ্ট হইবেন না। (মুসনাদে আহমাদ)

٦٩ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
الدُّعَاءُ لَا يُرْدَدُ بَيْنَ الْأَذْانِ وَالإِقَامَةِ قَالُوا: فَمَاذَا تَنْقُولُ يَا رَسُولَ
اللَّهِ؟ قَالَ: سَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. رواه الترمذى وقال:

৬৯. হ্যরত আনাস ইবনে মালেক (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আযান ও একামতের মধ্যবর্তী সময়ে দোয়া রদ হয় না, অর্থাৎ কবুল হইয়া যায়। সাহাবায়ে কেরাম (রায়িঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলল্লাহ, আমরা কি

দোয়া করিব? তিনি এরশাদ করিলেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের আফিয়াত (অর্থাৎ নিরাপত্তা) চাও। (তিরমিয়ী)

٧٠- عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قُوبَ بالصلوة فتحت أبواب السماء وانتجنب الدعاء. رواه أحمد

٢٤٢/٣

৭০. হযরত জাবের (রায়ঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন নামাযের জন্য একামত বলা হয় তখন আসমানের দরজাসমূহ খুলিয়া দেওয়া হয় এবং দোয়া করুল করা হয়। (মুসনাদে আহমাদ)

٧١- عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: من قوضاً فاخيرنَ وضوءه، ثم خرج عامداً إلى الصلاة فإنه في صلاةٍ ما كان يغمد إلى الصلاة، وإنما يمكث لمن يأخذى خطوتين حسنة، ويمنحي عنه بالأخرى سلامة، فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا ينسع، فإن أعظمكم أجرًا أبعدكم ذاراً. قالوا: لم يا آبا هريرة؟ قال: من أجل كثرة العطاء. رواه الإمام مالك في الموطأ، جامع الوضوء، ص ٢٢

৭১. হযরত আবু হোরায়রা (রায়ঃ) বলেন, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযুক্তে, অতঃপর নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদের দিকে যায়, যতক্ষণ সে এই উদ্দেশ্যের উপর কায়েম থাকে ততক্ষণ নামাযের সওয়াব পাইতে থাকে। তাহার এক কদমে একটি নেকী লেখা হয়। অপর কদমে একটি শুনাহ মিটাইয়া দেওয়া হয়। তোমাদের কেহ একামত শুনিয়া দৌড়াইবে না। আর তোমাদের যাহার ঘর মসজিদ হইতে যত দূরে হইবে ততই তাহার সওয়াব বেশী হইবে। হযরত আবু হোরায়রা (রায়ঃ) এর শাগরেদগণ ইহা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবু হোরায়রা, ঘর দূরে হওয়ার কারণে সওয়াব কেন বেশী হইবে? বলিলেন, কদম বেশী হওয়ার কারণে।

٧٢- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إذا قوضاً أحدكم في بيته، ثم أتى المسجدَ كان في صلاةٍ حتى يرجع فلا يقل هكذا، وفبكَ بين أصابعه. رواه الحاكم وقال: هنا حدث صحيح

على شرط الشهادتين وللم بحث هنا: روايته النعيم

৭২. হ্যরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের কেহ যখন ঘর হইতে অযু করিয়া মসজিদে আসে তখন ঘরে ফিরা পর্যন্ত নামাযের সওয়াব পাইতে থাকে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের একহাতের অঙ্গুলিশুলি অপর হাতের অঙ্গুলিসমূহের মধ্যে চুকাইয়া বলিলেন, এরূপ করা উচিত নয়। (মুসতাদরাকে হাকেম)

ফায়দা : অর্থাৎ যেমন নামাযরত অবস্থায় একহাতের অঙ্গুলি অপর হাতের অঙ্গুলির মধ্যে চুকানো দুরস্ত নাই এবং অকারণে এরূপ করা পছন্দনীয় নয় তেমনি যে ব্যক্তি ঘর হইতে অযু করিয়া নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদে আসে তাহার জন্যও এরূপ করা সমীচীন নয়। কারণ নামাযের সওয়াব হাসিল করার কারণে এই ব্যক্তিও ঘেন নামায়ারত রহিয়াছে। যেমন অন্যান্য রেওয়ায়াতে ইহা পরিষ্কারভাবে বুঝানো হইয়াছে।

٤٣- عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَبِّبِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا تَوَضَّأَ أَخْدُوكُمْ فَأَخْسِنُ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، لَمْ يَرْفَعْ قَدْمَهُ أَيْمَنِي إِلَّا كَبَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ حَسَنَةً، وَلَمْ يَرْفَعْ قَدْمَهُ أَيْمَنِي إِلَّا خَطَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ سَيِّئَةً، فَلَيُقْرِبَ أَخْدُوكُمْ أَوْ لَيُبْعَدَ، فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلِّ فِي جَمَاعَةٍ غَيْرِ لَهُ فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَوْا بَعْضًا وَبَقِيَ بَعْضٌ صَلَّى مَا أَذْرَكَ وَلَمْ مَا بَقِيَ، كَانَ كَذَلِكَ، فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَوْا فَلَمْ أَتَمْ الصَّلَاةَ، كَانَ كَذَلِكَ. رَوَاهُ

ابوداؤد، باب ما جاء في الهدى في المسنى إلى الصلاة، رقم: ٥٦٢

৭৩. হ্যরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (রহঃ) একজন আনসারী সাহাবী হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যখন তোমাদের কেহ উত্তমরূপে অযু করিয়া নামাযের উদ্দেশ্যে বাহির হয় তখন প্রত্যেক ডান পা উঠানোর উপর আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য একটি নেকী লিখিয়া দেন এবং প্রত্যেক বাম পা রাখার উপর তাহার একটি গুনাহ মাফ করিয়া দেন। (এখন তাহার ইচ্ছা) ছোট ছোট কদম রাখুক অথবা লম্বা লম্বা কদম রাখুক। যদি এই ব্যক্তি মসজিদে আসিয়া জামাতের সহিত নামায পড়িয়া লয় তবে তাহার মাগাফিরাত করিয়া দেওয়া হয়। আর যদি

মসজিদে আসিয়া দেখে, জামাত হইতেছে এবং লোকেরা নামাযের কিছু অংশ পড়িয়া ফেলিয়াছে আর কিছু বাকি আছে। অতঃপর সে জামাতের সহিত যে পরিমাণ পায় পড়িয়া লয়, অবশিষ্ট নামায নিজে পুরা করিয়া লয় তবুও তাহার মাগফিরাত করিয়া দেওয়া হয়। আর যদি এই ব্যক্তি মসজিদে আসিয়া দেখে যে, লোকেরা নামায পড়িয়া ফেলিয়াছে, অতঃপর সে নিজের নামায পড়িয়া লয় তবুও তাহার মাগফিরাত করিয়া দেওয়া হয়। (আবু দাউদ)

٧٤- عن أبي أَمَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ خَرَجَ
مِنْ بَيْتِهِ مُنْظَهًا إِلَى صَلَاةِ مُكْرَبَةٍ فَأَبْخَرَ الْحَاجَةَ الْمُخْرَمَ،
وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الصُّبْحِ لَا يُنْصَبِّهِ إِلَّا إِيَّاهُ فَأَبْخَرَ
الْمُعْتَمِرَ، وَصَلَاةً عَلَى إِثْرِ صَلَاةٍ لَا لَفْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عَلَيْنِ.

رواه أبو داود، باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلوة، رقم: ٥٥٨

৭৪. হযরত আবু উমামা (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিজের ঘর হইতে উত্তমরূপে অযু করিয়া ফরয নামাযের উদ্দেশ্যে বাহির হয় সে এহারাম বাঁধিয়া হজ্জে গমনকারী ব্যক্তির ন্যায সওয়াব লাভ করে। আর যে ব্যক্তি শুধু চাশতের নামায আদায়ের জন্য কষ্ট করিয়া নিজের জায়গা হইতে বাহির হয় সে ওমরা আদায়কারীর ন্যায সওয়াব লাভ করে। এক নামাযের পর আরেক নামায এইভাবে আদায করা যে মধ্যবর্তী সময়ে কোন অনর্থক কাজ বা অনর্থক কথা না হয়, এই আমল উচ্চ মরতবার আমলের মধ্যে লেখা হয়। (আবু দাউদ)

٧٥- عن أبي هُرَيْثَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَوْمًا
أَحَدُكُمْ فِي حِسْنٍ وَضُرُورَةٍ وَيُسْفِهُ، ثُمَّ يَأْتِيَ الْمَسْجَدَ لَا يُوْمِدُ إِلَّا
الصَّلَاةَ فِيهِ إِلَّا تَبَشَّشَ اللَّهُ إِلَيْهِ كَمَا يَتَبَشَّشُ أَهْلُ الْفَاقِبِ بِطَلَعِهِ.

رواه ابن عزيمة في صحيحه ٢٧٤

৭৫. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযু করে এবং অযুকে পরিপূর্ণরূপে করে। অতঃপর সে শুধু নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদে আসে আল্লাহ তায়ালা সেই বাল্দার উপর

একুপ খুশী হন যেকুপ দূরে চলিয়া যাওয়া কোন আত্মীয় হঠাৎ আগমন করিলে ঘরের লোকেরা খুশী হয়। (ইবনে খুযাইমাহ)

٧٦- عن سُلَيْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ فَإِخْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ، فَهُوَ زَائِرُ اللَّهِ، وَحَقُّ عَلَى الْمَعْزُورِ أَنْ يُكْرِمَ الزَّائِرَ. رواه الطبراني في الكبير وأحد إسناده رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ١٤٩

৭৬. হযরত সালমান (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিজ ঘর হইতে উত্তমরূপে অযু করিয়া মসজিদে আসে সে আল্লাহ তায়ালার মেহমান। (আল্লাহ তায়ালা তাহার মেজবান।) আর মেজবানের দায়িত্ব হইল মেহমানের সম্মান করা। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٧٧- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَلَتِ الْبَقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ، فَأَرَادَ بَنُو سَلِيمَةَ أَنْ يَتَقْلِلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ لَهُمْ: إِنَّمَا يَلْعَنُ أَنْتُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَتَقْلِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ، قَالُوا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَدْ أَرَذَنَا ذَلِكَ. قَالَ: يَا بَنِي سَلِيمَةَ! دِيَارُكُمْ! تُكْبَتُ آثَارُكُمْ، دِيَارُكُمْ! تُكْبَتُ آثَارُكُمْ. رواه مسلم، باب فضل كثرة العطا إلى المساجد، رقم: ١٥١٩

৭৭. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রায়িঃ) বলেন, মসজিদে নাবাবীর আশেপাশে কিছু খালি জমিন পড়িয়াছিল। (মদীনা মুনাওয়ারার একটি গোত্র) বনু সালামা (যাহাদের ঘরগুলি মসজিদ হইতে দূরে ছিল, তাহারা) মসজিদের নিকটবর্তী কোথাও স্থানান্তরিত হইবার ইচ্ছা করিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই সংবাদ পৌছিলে তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, আমি সংবাদ পাইয়াছি যে, তোমরা মসজিদের নিকট স্থানান্তরিত হইতে চাও। তাহারা আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, অবশ্যই আমরা ইহাই চাহিতেছি। তিনি এরশাদ করিলেন, হে বনু সালামা, তোমরা সেখানেই থাক। তোমাদের (মসজিদ পর্যন্ত আসার) সমস্ত কদম লেখা হয়। সেখানেই থাক, তোমাদের (মসজিদ পর্যন্ত আসার) সমস্ত কদম লেখা হয়। (যুসলিম)

for more videos <https://youtube.com/annaba> ٢٨
 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: من حين يخرج أحدكم من منزله إلى مسجده فرجل تكتب له حسنة، ورجل تخط عنده سبعة حتى يرجع. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده صحيح

٥٣/٤

٧٨. হযরত আবু হোরায়রা (রায়ি)⁸ হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের কেহ যখন ঘর হইতে আমার মসজিদের উদ্দেশ্যে বাহির হয় তখন তাহার ঘরে ফিরা পর্যন্ত প্রত্যেক কদমে একটি নেকী লেখা হয় এবং প্রত্যেক দ্বিতীয় কদমে একটি গুনাহ মিটাইয়া দেওয়া হয়। (ইবনে হিবোন)

٧٩- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: كُلْ سَلَامِي مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلُّ يَوْمٍ نَطْلُعُ فِيَ الشَّمْسِ - قَالَ: تَغْدِلُ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ صَدَقَةُ، وَتَعْنَى الرَّجُلُ فِي دَائِبِهِ فَتَخْمِلُهُ عَلَيْهَا، أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَنَاغِهُ، صَدَقَةٌ - قَالَ: وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطْرَقَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَتَبْيَطُ الْأَذَى عَنِ الْطَّرِيقِ صَدَقَةٌ. رواه سلم، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من

المعروف... رقم: ١٣٣٥

٧٩. হযরত আবু হোরায়রা (রায়ি)⁸ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, প্রত্যেক মানুষের উপর জরুরী যে, সূর্য উদয় হয় এমন প্রতিদিন আপন শরীরের প্রতিটি জোড় বা গ্রন্থির পক্ষ হইতে (উহার সুস্থ ও সচল থাকার শোকর হিসাবে) একটি করিয়া সদকা আদায় করে। তোমাদের দুই ব্যক্তির মধ্যে ইনসাফ করিয়া দেওয়া একটি সদকা, কাহাকেও তাহার বাহনের উপর বসাইতে অথবা তাহার সামানপত্র উহার উপর উঠাইতে তাহার সাহায্য করা একটি সদকা, ভাল কথা বলা একটি সদকা, নামাযের জন্য যে কদম উঠাও উহার প্রতিটি এক একটি সদকা, পথ হইতে কষ্টদায়ক জিনিস সরাইয়া দাও, ইহাও একটি সদকা। (মুসলিম)

٨٠- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: إِنَّ اللَّهَ لِيَضْنِي لِلَّذِينَ يَتَعَلَّلُونَ إِلَى الْمَسَاجِدِ فِي الظُّلُمِ بِنُورِ سَاطِعِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. رواه الطبراني في الأوسط وإن شاء جسم: مصحح الروايات ١٤٨/٢

৮০. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যাহারা অঙ্ককারে মসজিদের দিকে যায় কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে (চারিদিক) আলোকিত করে এমন নূর দ্বারা নূরান্বিত করিবেন।

(তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

৮১- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: المسأبون إلى المساجد في الظلم، أو تلك الغواصون في رحمة الله. رواه ابن ماجه وفي إسناده اسماعيل بن رافع تكلم فيه الناس، وقال الترمذى: ضعفه بعض

أهل العلم وسمعت محمدًا يعني البخارى يقول هو ثقة مقارب الحديث،

الترغيب/١

৮১. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, অঙ্ককারে অধিক পরিমাণে মসজিদে যাতায়াতকারী লোকেরাই আল্লাহ তায়ালার রহমতের ভিতর ডুবদানকারী। (ইবনে মাজাহ, তারগীব)

৮২- عن بُرِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: بَشِّرِيَ الْمُشَائِنَ فِي الظُّلُمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالثُّورِ الثَّامِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رَوَاهُ أَبْرَدُودُ، بَابُ مَا جَاءَ

في المتش إلى الصلوة في الظلم، رقم: ٥٦١

৮২. হযরত বুরাইদাহ (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যাহারা অঙ্ককারে অধিক পরিমাণে মসজিদে যাতায়াত করে তাহাদিগকে কেয়ামতের দিন পূর্ণ নূরের সুসংবাদ শুনাইয়া দাও। (আবু দাউদ)

৮৩- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: الا أذلكم على شيء يكفر الخطايا، ويزيد في الحسنات؟ قالوا: بلـى، يا رسول الله، قال: إسباغ الوضوء او الطهور - في المكارـ و وكـرة الخطـا إلى هـذا المسـجد، و الصـلاة بـعد الصـلاة، و ما من أحد يـخرج من بيـته مـطهـرا حتى يـأتـي المسـجد فـيـصلـي مع المـسلـمـين، اـزـ مع الـإـمـامـ، لـمـ يـتـنـظرـ الصـلاـةـ الـتـيـ بـعـدـهاـ، إـلـاـ

قَالَ الْمَلِكُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ۔ (الْحَدِيثُ) رواه ابن

حيان، قال المحقق: إسناده صحيح ١٢٧/٢

৮৩. হ্যরত আবু সাঈদ খুদরী (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি কি তোমাদিগকে এমন জিনিস বলিয়া দিব না, যাহা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা গুনাহসমূহকে মাফ করিয়া দেন এবং নেকীসমূহকে বৃদ্ধি করিয়া দেন? সাহাবা (রায়িৎ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, অবশ্যই বলিয়া দিন। এরশাদ করিলেন, মনের অনিচ্ছা সত্ত্বে (যেমন শীতের মৌসুমে) উত্তমরূপে অযু করা, মসজিদের দিকে অধিক পরিমাণে কদম উঠানো, এক নামাযের পর পরবর্তী নামাযের অপেক্ষায় থাকা। যে ব্যক্তি নিজ ঘর হইতে অযু করিয়া মসজিদে আসে এবং মুসলমানদের সহিত জামাতে নামায আদায় করে। অতঃপর পরবর্তী নামাযের অপেক্ষায় বসিয়া থাকে ফেরেশতাগণ তাহার জন্য দোয়া করিতে থাকেন, আয় আল্লাহ, এই ব্যক্তিকে মাফ করিয়া দিন, আয় আল্লাহ, এই ব্যক্তির উপর রহম করুন। (ইবনে হিবোন)

٨٣ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: إِنَّمَا أَذِلُّكُمْ
عَلَى مَا يَنْهَاكُونَ اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيُرْفَعُ بِهِ الْتَّرَجَاتُ؟ قَالُوا: يَلَى،
يَأْتِيَ رَسُولُ اللهِ قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِي، وَكَثْرَةُ الْخَطَا
إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرَّبَاطُ۔ رواه

مسلم، باب فضل إساغ الوضوء على المسكاره، رقم: ٥٨٧

৮৪. হ্যরত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি কি তোমাদিগকে এমন আমল বলিয়া দিব না যাহা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা গুনাহসমূহকে মিটাইয়া দেন এবং মর্তবাসমূহ বুলন্দ করিয়া দেন? সাহাবা (রায়িৎ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, অবশ্যই বলিয়া দিন। এরশাদ করিলেন, অনিচ্ছা ও কষ্ট হওয়া সত্ত্বে পরিপূর্ণ অযু করা, মসজিদের দিকে অধিক পরিমাণে কদম উঠানো, এক নামাযের পর পরবর্তী নামাযের অপেক্ষায় থাকা, ইহাই প্রকৃত রেবাত। (মুসলিম)

ফায়দা : রেবাতের প্রসিদ্ধ অর্থ হইল, শক্ত হইতে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত হেফাজতের জন্য ছাউনী স্থাপন করা, যাহা অত্যন্ত বিরাট আমল। এই জাদীস শরীফে নরী কর্ম / সাল্লাল্লাহু আলাইহি / ওয়াসাল্লাম এই

আমলগুলিকে সংস্করণ এইজন্য রেবাত বলিয়াছেন যে, যেখন সীমান্তে ছাউনী স্থাপন করিয়া হেফাজত করা হয় তেমনি এই সমস্ত আমল দ্বারা নক্ষ ও শয়তানের আক্রমণ হইতে নিজের হেফাজত করা হয়। (মেরকাত)

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَحْدِثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَطَهَّرَ الرَّجُلُ ثُمَّ أتَى الْمَسْجِدَ يَرْغُى الصَّلَاةَ كَبَّ لَهُ كَاتِبَاهُ أَوْ كَاتِبَهُ بِكُلِّ خُطْرَةٍ يَخْطُونَهَا إِلَى الْمَسْجِدِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَالْقَاعِدُ يَرْغُى الصَّلَاةَ كَالْقَابِتِ، وَيُنْكَبُ مِنَ الْمُصَلَّيْنَ مِنْ حِينٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِ رواهُ أَحْمَدُ ১০৭/৪

৮৫. হযরত ওকবা ইবনে আমের (রায়ঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে অযু করে, অতঃপর মসজিদে আসিয়া নামাযের অপেক্ষায় থাকে তখন তাহার আমল লেখক ফেরেশতাগণ মসজিদের প্রতি তাহার যে কদম উঠিয়াছে প্রত্যেকটির বিনিময়ে দশটি করিয়া নেকী লেখেন। আর নামাযের অপেক্ষায় যে বসিয়া থাকে সে এবাদতকারীর সমতুল্য হয় এবং ঘর হইতে বাহির হওয়ার পর ঘরে ফিরিয়া আসা পর্যন্ত তাহাকে নামায আদায়কারীদের মধ্যে গণ্য করা হয়। (মুসনাদে আহমাদ)

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَالَ اللَّهُ تَعَالَى): يَا مُحَمَّدُ! قُلْتَ: لَيْكَ رَبَّ، قَالَ: فَيْمَ يَخْصِمُ الْمَلَأُ الْأَغْلَى؟ قُلْتَ: فِي الْكُفَّارَاتِ، قَالَ: مَا هُنَّ؟ قُلْتَ: مَشْيُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، وَالْجَلُوسُ فِي الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَإِبْسَاغُ الْوَضُوءِ فِي الْمُكْرُوهَاتِ، قَالَ: ثُمَّ فَيْمَ؟ قُلْتَ: إِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَلَيْسَ الْكَلَامُ، وَالصَّلَاةُ بِاللَّيلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، قَالَ: سَلْ، قُلْتَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْغَيْرَاتِ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَزْخِمْنِي، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوْلِنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، وَأَسْأَلُكَ حُبُّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يَنْرِبُ إِلَى حُبِّكَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهَا حَقٌّ فَادْرُسُوهَا ثُمَّ

تعلّمُوا. (وَهُوَ بَعْضُ الْحَدِيثِ) رواه الترمذى وقال: هنا حديث حسن صحيح.

باب ومن سورة ص، رقم: ٣٢٣٥

৮৬. হযরত মুআয় ইবনে জাবাল (রায়িঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তায়ালা (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নের মাধ্যমে) এরশাদ করিয়াছেন, হে মুহাম্মদ, আমি আরজ করিলাম, হে আমার রব আমি হাজির আছি। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিলেন, নেকট্যুপ্প ফেরেশতাগণ কোন সকল আমল উত্তম হওয়ার ব্যাপারে পরম্পর বিতর্ক করিতেছে? আমি আরজ করিলাম, সেই সকল আমলের ব্যাপারে যাহা গুনাহের কাফফারা হয়। এরশাদ হইল, সেই আমলসমূহ কি? আমি আরজ করিলাম, জামাতের সহিত নামায আদায়ের জন্য পায়ে হাঁটিয়া যাওয়া, এক নামাযের পর পরবর্তী নামাযের অপেক্ষায় বসিয়া থাকা এবং অনিচ্ছা সঙ্গে (যেমন শীতের মৌসুমে) উত্তমরূপে অযু করা। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিলেন, আর কোন আমল উত্তম হওয়ার ব্যাপারে পরম্পর বিতর্ক করিতেছে? আমি বলিলাম, খানা খাওয়ানো, নরম কথা বলা এবং রাত্রে যখন লোকজন ঘুমাইয়া থাকে তখন নামায পড়া। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিলেন, চাও। আমি এই দোয়া করিলাম—

**اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلُكَ فِعْلَ الخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ
الْمَسَاكِينِ وَأَنْ تَفِرِّ لِي وَتَرْحَمْنِي وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتُوقِّنْيَ غَيْرَ
مَفْتَنٍ وَأَسأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقْرَبُ إِلَى حُبِّكَ**

অর্থ ৪ আয় আল্লাহ, আমি আপনার নিকট মেক কাজ করার, খারাপ কাজ ত্যাগ করার এবং মিসকীনদের মহববত করার প্রার্থনা করিতেছি, আর এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি আমাকে মাফ করিয়া দিন, আমার উপর রহম করুন, আর যখন কোন কাওমকে পরীক্ষায় ফেলিবার ও আয়াবে লিপ্ত করিবার ফয়সালা করেন তখন আমাকে পরীক্ষা ব্যতিরেকে নিজের নিকট ডাকিয়া লইবেন। আয় আল্লাহ, আমি আপনার নিকট আপনার মহববত এবং সেই ব্যক্তির মহববত চাহিতেছি যে আপনার সহিত মহববত রাখে এবং সেই আমলের মহববত চাহিতেছি যাহা আমাকে আপনার মহববতের নিকটবর্তী করিয়া দিবে।

for more videos <http://tiny.cc/meyarw> / tiny.cc/meyarw

হক, অতএব এই দোয়া শিখিবাকে উদ্দেশ্যে ধারিবার পড়। (তরিমিয়া)

٨٧- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: أخذْتُمْ في صلاة ما دامت الصلاة تجسّدُه، والعلوكة تقول: اللهم اغفر لَه وارحْمه، ما لم يَقُمْ مِنْ صَلَاتِه أَوْ يُعِدُّه. رواه البخاري، باب إذا قال:

أحمد كرم آمين، رقم: ٣٢٢٩

৮৭. হ্যরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ততক্ষণ নামাযের সওয়াব পাইতে থাকে যতক্ষণ সে নামাযের অপেক্ষায় থাকে। ফেরেশতাগণ তাহার জন্য দোয়া করিতে থাকেন, ইয়া আল্লাহ, এই ব্যক্তিকে মাফ করিয়া দিন, তাহার উপর রহম করুন। (নামায শেষ করিবার পরও) যতক্ষণ সে নামাযের স্থানে অ্যুর সহিত বসিয়া থাকে ততক্ষণ ফেরেশতাগণ তাহার জন্য এই দোয়াই করিতে থাকেন। (বোখারী)

٨٨- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: متضرر الصلاة بعد الصلاة، كفارس اشتدا به فرسه في سبيل الله على كشوجه وهو في الرابط الأثخير. رواه أحمد والطبراني في الأوسط،

وابن سعيد صالح، الترغيب/١

৮৮. হ্যরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি এক নামাযের পর অপর নামাযের অপেক্ষায় বসিয়া থাকে সেই ঘোড়সওয়াবের ন্যায় যাহার ঘোড়া তাহাকে লইয়া দ্রুতগতিতে আল্লাহর রাস্তায় দৌড়ায়। নামাযের অপেক্ষাকারী (নফস ও শয়তানের বিরুদ্ধে) সবচেয়ে বড় আত্মরক্ষা বৃহে অবস্থান করে।

(মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী, তারগীব)

٨٩- عن عرباض بن ماري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ كان يستغفر للضف المقدم، ثلاثاً، وللثانية مرّة. رواه ابن ماجه، باب فضل

الضف المقدم، رقم: ١٩٦

৮৯. হ্যরত ইরবাজ ইবনে সারিয়া (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম কাতার ওয়ালাদের জন্য

তিনবার এবং দ্বিতীয় কাতারওয়ালাদের জন্য একবার মাগফিয়াতের দোয়া
করিতেন। (ইবনে মাজাহ)

٤٠- عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصْلِوُنَ عَلَى الصَّفَّ الْأَوَّلِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَعَلَى
الثَّانِي؟ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصْلِوُنَ عَلَى الصَّفَّ الْأَوَّلِ، قَالُوا:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَعَلَى الثَّانِي؟ قَالَ: وَعَلَى الثَّانِي، وَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: مَوْرُوا صَفْرَلَكُمْ وَحَادُوا بَيْنَ مَنَابِكُمْ، وَلَبُوا لِيْلَى أَيْدِي
إِخْرَانِكُمْ، وَسُلُّوا الْغَلَلَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ فِيمَا يَنْكِمُ مِنْ
الْحَدْفِ -يَعْنِي- أَوْلَادَ الصَّنَاءِ الصِّفَارِ. رواه أحمد والطبراني في الكبير

ورحال أحمد موثقون، مجمع الزوائد ٢٥٢

৯০. হযরত আবু উমামাহ (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা প্রথম কাতারওয়ালাদের উপর রহমত নাফিল করেন এবং তাঁহার ফেরেশতাগণ তাহাদের জন্য রহমতের দোয়া করেন। সাহাবা (রায়িঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, দ্বিতীয় কাতারওয়ালাদের জন্যও কি এই ফর্মালত? তিনি এরশাদ করিলেন, আল্লাহ তায়ালা প্রথম কাতারওয়ালাদের উপর রহমত নাফিল করেন এবং তাঁহার ফেরেশতাগণ তাহাদের জন্য রহমতের দোয়া করেন। সাহাবা (রায়িঃ) (দ্বিতীয়বার) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, দ্বিতীয় কাতারওয়ালাদের জন্যও কি এই ফর্মালত? তিনি এরশাদ করিলেন, দ্বিতীয় কাতারওয়ালাদের জন্যও এই ফর্মালত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাও এরশাদ করিয়াছেন যে, নিজেদের কাতারগুলিকে সোজা রাখ, কাঁধে কাঁধে বরাবর কর। কাতার সোজা করার ব্যাপারে তোমাদের ভাইদের জন্য নরম হইয়া যাও এবং কাতারের মাঝে খালি জায়গাকে পূর্ণ কর, কারণ শয়তান (কাতারের মাঝে খালি জায়গা দেখিয়া) তোমাদের মাঝখানে মেষশাবকের ন্যায় চুকিয়া পড়ে। (মুসনাদে আহমাদ তাবারানী, মজমায়ে যাওয়ায়ে)

ফায়দা : ভাইদের জন্য নরম হইয়া যাওয়ার অর্থ এই যে, যদি কেহ কাতার সোজা করার জন্য তোমার গায়ে হাত রাখিয়া আগপিছ হইতে বলে তবে তাহার কথা মানিয়া লইও।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَفَظَهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُفُوفَ الرِّجَالِ أُولُّهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أُولُّهَا. رواه مسلم، باب تسوية الصنوف رقم: ٩٨٥

১১. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, পুরুষদের কাতারের মধ্যে সর্বাধিক সওয়াব প্রথম কাতারে, আর সর্বাপেক্ষা কম সওয়াব শেষ কাতারে। মেয়েদের কাতারের মধ্যে সর্বাধিক সওয়াব শেষ কাতারে আর সর্বাপেক্ষা কম সওয়াব প্রথম কাতারে। (মুসলিম)

٩٢ - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَلَّلُ الصَّفَّ مِنْ نَاحِيَةِ إِلَى نَاحِيَةٍ، يَمْسَحُ صُدُورَنَا وَمَنَاكِبَنَا وَيَقُولُ: لَا تَخْتَلِفُو فَعَنْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ. وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَائِكَتَهُ يُصْلُونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْأُولَى. رواه أبو داود، باب

تسوية الصنوف، رقم: ٦٦٤

১২. হযরত বারা ইবনে আযেব (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাতারের এক কিনারা হইতে অপর কিনারা পর্যন্ত যাইতেন। আমাদের সিনা ও কাঁধের উপর হাত রাখিয়া কাতারগুলিকে সোজা করিতেন এবং বলিতেন, কাতারে আগপিছ হইও না। যদি এমন হয় তবে তোমাদের অস্তরে একের সহিত অন্যের বিভেদ স্ফটি হইয়া যাইবে। আর ইহাও বলিতেন, আল্লাহ তায়ালা প্রথম কাতারওয়ালাদের উপর রহমত নায়িল করেন এবং ফেরেশতাগণ তাহাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেন। (আবু দাউদ)

٩٣ - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَائِكَتَهُ يُصْلُونَ عَلَى الَّذِينَ يَلُونَ الصُّفُوفَ الْأُولَى، وَمَا مِنْ خُطْرَةٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ خُطْرَةٍ يَمْشِيهَا يَصْلُبُ بِهَا صَفَّاً. رواه أبو داود، باب في الصلوة تمام رقم: ٥٤٣

১৩. হযরত বারা ইবনে আযেব (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা প্রথম কাতারের নিকটবর্তী কাতারওয়ালাদের উপর রহমত/ নায়িল করেন

এবং তাহার ফেরেশতাগণ তাহাদের জন্য দোয়া করেন। আল্লাহ তায়ালার নিকট সেই কদম অপেক্ষা কোন কদম অধিক প্রিয় নয় যাহা কাতারের খালি স্থানকে পুরা করার জন্য মানুষ উঠায়। (আবু দাউদ)

٩٣ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلِّوْنَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ. رواه أبو داود، باب من يستحب

ان يلى الإمام في الصيف . . . رقم: ٦٧٦

১৪. হ্যরত আয়েশা (রায়িহ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা কাতারের ডান দিকে দাঁড়ানো লোকদের উপর রহমত নাযিল করেন এবং ফেরেশতাগণ তাহাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেন। (আবু দাউদ)

٩٤ - عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ عَمَرَ جَانِبَ الْمَسْجِدِ الْأَيْسِرِ لِقَلْبِهِ أَهْلِهِ لَهُ أَجْرًا. رواه الطبراني في
الكتير وفيه: قبة، وهو مدلس وقد عنده ولكن نفاء، مصحح الرواية ٢٠٧

১৫. হ্যরত ইবনে আবুস (রায়িহ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি মসজিদে কাতারের বামদিকে এইজন্য দাঁড়ায় যে, সেখানে লোক কম দাঁড়াইয়াছে তবে সে দুইটি সওয়াব পাইবে। (তাবারানী، যাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

ফায়দা ৪ সাহাবা (রায়িহ) যখন জানিতে পারিলেন যে, কাতারের বাম দিক অপেক্ষা ডান দিকের ফর্মালত বেশী তখন তাহাদের আগ্রহ পয়দা হইল যে, ডান দিকে দাঁড়াইবেন, ফলে বামদিকে জায়গা খালি থাকিতে লাগিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম বাম দিকে দাঁড়াইবার ফর্মালতও এরশাদ করিলেন।

٩٥ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلِّوْنَ عَلَى الَّذِينِ يَصَلِّوْنَ الصُّفُوفَ. رواه الحاكم وقال:

هذا حديث صحيح على شرط سلم ولد بحر جاه وواقفه الذهبي ١/١٤٤

১৬. হ্যরত আয়েশা (রায়িহ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা কাতারের খালি জায়গা পূরণকারীদের উপর রহমত নাযিল করেন, এবং ফেরেশতাগণ তাহাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেন।

for more books <https://youtube.com/alamin5g>

(মুস্তাদরাকে হাকেম)

for more videos <https://youtube.com/annaaba>

٩٧ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: لا يصل
عند صفا إلا رفعة الله به درجة، وذرئت عليه الملائكة من البر.
(وهو بعض الحديث) رواه الطبراني في الأوسط ولا يأس بروايه، الترغيب ١/ ٣٢٢

৯৭. হযরত আবু হোরায়রা (রায়ি)^o হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কাতারকে মিলায় আল্লাহ তায়ালা ইহার দ্বারা তাহার একটি মর্তবা উন্নত করিয়া দেন এবং ফেরেশতাগণ তাহার উপর রহমত ছিটাইয়া দেন। (তাবারানী তরগীব)

٩٨ - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ:
خياركم الذينكم متاكب في الصلوة، وما من خطورة أعظم أجرا
من خطورة مشاهدتها رجل إلى فرجة في الصف فسدتها. رواه البزار
بساد حسن، وابن حبان في صحيحه كلامها بالشطر الأول، ورواه بنسمه الطبراني

في الأوسط، الترغيب ١/ ٣٢٢

৯৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রায়ি)^o হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে সর্বোভগ্ন লোক তাহারা যাহারা নামাযে আপন কাঁধকে নরম রাখে। আর সেই কদম সর্বাধিক সওয়াব দনকারী যাহা মানুষ কাতারের খালি জায়গা পূরণের জন্য উঠায়। (বায়ার, ইবনে হিক্বান, তাবারানী, তরগীব)

ফায়দা ৪ নামাযে আপন কাঁধকে নরম রাখার অর্থ এই যে, যখন কেহ কাতারের মধ্যে ঢুকিতে চায় তখন ডানে বামের নামায়ি তাহার জন্য আপন কাঁধ নরম করিয়া দেয় যেন আগত ব্যক্তি কাতারে ঢুকিতে পারে।

٩٩ - عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: من سد فرجة
في الصف غفر له. رواه البزار وابنده حسن، مجمع الزوائد ٢/ ٤٥١

১০১. হযরত আবু জুহাইফা (রায়ি)^o হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কাতারে খালি জায়গা পূরণ করে তাহার মাগফিরাত করিয়া দেওয়া হয়।

(বায়ার, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٠٠ - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: من وصل
صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. (وهو بعض الحديث) رواه

for more books <https://youtube.com/alanjib5g>

১০০. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে ওয়ার (রায়ঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কাতারকে মিলায় আল্লাহ তায়ালা তাহাকে আপন রহমতের সহিত মিলাইয়া দেন, আর যে ব্যক্তি কাতারকে ভঙ্গ করে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে আপন রহমত হইতে দূরে সরাইয়া দেন। (আবু দাউদ)

ফায়দা : কাতার ভঙ্গ করার অর্থ এই যে, কাতারের মাঝখানে এমন জ্যায়গায় সামানপত্র রাখিয়া দিল যদরূপ কাতার পূরা হইতে পারিল না অথবা কাতারে খালি জ্যায়গা দেখিয়াও উহাকে পূরণ করিল না। (মেরকাত)

١٠١- عن أنس رضي الله عنه عن النبي ﷺ: سُوْرَا صَفَوْفَكُمْ فَإِنْ تَسْوِيَ الصَّفَوْفَ مِنْ إِقْامَةِ الصَّلَاةِ. رواه البخاري، باب إقامة الصاف من

نام الصلاة، رقم: ٧٢٣

১০১. হ্যরত আনাস (রায়ঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কাতারগুলিকে সোজা কর, কারণ উত্তরূপে নামায আদায় করার মধ্যে কাতারসমূহ সোজা করাও শামিল রহিয়াছে। (বোখারী)

١٠٢- عن عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ تَوَمَّا لِلصَّلَاةِ فَأَنْبَغَ الْوَضْرَءَ، ثُمَّ مَسَّ إِلَى الصَّلَاةِ الْمُكْتُوبَةَ، فَصَلَّاهَا مَعَ النَّاسِ، أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ، أَوْ فِي الْمَسْجِدِ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ. رواه مسلم، باب فضل الوضوء والصلوة عقبه، رقم: ٥٤٩

১০২. হ্যরত ওসমান ইবনে আফফান (রায়ঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি পরিপূর্ণরূপে অযু করে, অতঃপর ফরয নামাযের জন্য পায়ে হাঁটিয়া যায় এবং মসজিদে যাইয়া জামাতের সহিত নামায আদায় করে আল্লাহ তায়ালা তাহার গুনাহসমূহকে মাফ করিয়া দেন।

(মুসলিম)

١٠٣- عن عَمَرِ بْنِ الخطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِيَغْحِبُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْجَمَعِ. رواه

أحمد وإسحاق حسن، مجمع الروايد

১০৩. হ্যরত ওমর ইবনে খাতাব (রায়ঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ

for more books <https://youtube.com/alim5g> সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে,
আল্লাহ তায়ালা জামাতের সহিত নামায পড়ার উপর খুশী হন।

(মুসনাদে আহমাদ, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٠٣- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَضْلُ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ عَلَىٰ صَلَاتِهِ وَخَذْهُ بِضَعْ
وَعَشْرُونَ دَرَجَةً... ١٠٣

১০৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, একা নামায পড়া অপেক্ষা জামাতের সহিত নামায পড়া বিশগুণেরও বেশী ফর্মীলত রাখে। (মুসনাদে আহমাদ)

١٠٥- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: صَلَاةُ
الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَىٰ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ
خَمْسًا وَعَشْرِينَ ضَعْفًا. (ال الحديث) رواه البخاري، باب فضل صلوة الجمعة،

রুম ٦٤٧

১০৫. হযরত আবু হোরায়ারা (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষের জামাতের সহিত নামায পড়া তাহার ঘরে এবং বাজারে নামায পড়া অপেক্ষা পঁচিশ গুণ বেশী সওয়াব রাখে। (বোখারী)

١٠٦- عَنْ أَبِي عَمْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: صَلَاةُ
الْجَمَاعَةِ الْفَضْلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَقِيدِ بِسَبْعٍ وَعَشْرِينَ دَرَجَةً. رواه مسلم،

باب فضل صلوة الجمعة - ١٤٧٧، رقم: ٠٠٠٠٠

১০৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জামাতের সহিত নামায আজর ও সওয়াব হিসাবে একা নামায অপেক্ষা সাতাইশ গুণ বেশী। (মুসলিম)

١٠٧- عَنْ قَبَاثِ بْنِ أَشْيَمِ الْتَّبَّانِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: صَلَاةُ الرَّجُلَيْنِ يَوْمَ أَخْذَهُمَا صَاحِبَةٌ أَزْكِنِي عِنْدَ اللَّهِ مِنْ
صَلَاةِ أَرْبَعَةِ ثَنَرٍ، وَصَلَاةُ أَرْبَعَةِ يَرْبُّمْ أَخْذَهُمْ أَزْكِنِي عِنْدَ اللَّهِ مِنْ

صَلَاةٌ لِّمَائِيْةٍ تُرَكَىٰ، وَصَلَاةٌ ثَمَائِيْةٌ يُؤْمِنُ أَذْكُرُهُمْ أَزْكَنِي عَنْهُ اللَّهُ مِنْ مِالَةٍ تُرَكَىٰ رواه البزار والطبراني في الكبير ورجال الطبراني موافقون، مجمع

الرواد ١٦٣/٢

১০৭. হযরত কুবাছ ইবনে আশইয়াম লাইসী (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দুই ব্যক্তির জামাতের নামায, একজন ইমাম হয় অপরজন মুক্তাদী, আল্লাহ তায়ালার নিকট চারজনের পৃথক পৃথক নামায অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয়। এমনিভাবে চারজনের জামাতের নামায আটজনের পৃথক পৃথক নামায অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয় এবং আটজনের জামাতের নামায একশত জনের পৃথক নামায অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয়।

(বায়ার, তাবারানী, মাজমায়ে যা ওয়ায়েদ)

১০৮- عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: إِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَنِي مِنْ صَلَاتِهِ وَخَدْهُ، وَصَلَاةَ مَعِ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَنِي مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. (وهو بعض الحديث) رواه أبو داود، باب في فضل صلوة الجمعة،

رقم: ٥٥٤ سنن أبي داود طبع دار المizar للنشر والتوزيع

১০৮. হযরত উবাই ইবনে কাব (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন এক ব্যক্তির জন্য অপর একজনের সহিত মিলিয়া জামাতে নামায আদায় করা তাহার একা নামায পড়া অপেক্ষা উত্তম এবং তিনজনের জামাতে নামায পড়া দুইজনের জামাতে নামায পড়া অপেক্ষা উত্তম। এমনিভাবে জামাতের মধ্যে যত লোকজন বেশী হয় তত আল্লাহ তায়ালার নিকট অধিক প্রিয় হয়। (আবু দাউদ)

১০৯- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: الصلاة في جماعة تعدل خمساً وعشرين صلاة، فإذا صلأها في ثلاثة فائتم ركوعها وسجودها بلغت خمسمائة صلاة. رواه أبو داود.

১০৯. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জামাতের সহিত নামাযের সওয়াব পাঠশ নামাযের সমান হয়। যখন কেহ মাঠে

for more videos <https://youtube.com/annaaba>
ময়দানে নামায পড়ে এবং উহার রুক্ষ, সেজদা পরিপূর্ণভাবে আদায় করে।
অর্থাৎ তসবীহগুলিকে ধীরস্থিরভাবে পড়ে তখন সেই নামাযের সওয়াব
পঞ্চাশ নামাযের সমান হইয়া যায়। (আবু দাউদ)

١١٠- عن أبي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
يَقُولُ: مَا مِنْ تَلَاقَةٍ فِي قُرْبَةٍ وَلَا بَذْرٍ لَا تَقْعُمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدْ
أَسْتَحْوِذُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذَّنْبَ
الْفَاصِيَّةَ. رواه أبو داؤد، باب التشدید في ترك الحماعة، رقم: ٥٤٧.

১১০. হ্যরত আবু দারদা (রায়িঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে গ্রামে
অথবা মাঠে তিনজন মানুষ থাকে আর সেখানে জামাতে নামায না হয়
তাহাদের উপর সম্পূর্ণরূপে শয়তান বিজয়ী হইয়া যায়। অতএব জামাতের
সহিত নামায পড়াকে জরুরী মনে কর। একা বকরীকে বাঘে খাইয়া ফেলে
(আর মানুষের বাঘ শয়তান)। (আবু দাউদ)

١١١- عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا نَقَلَ النَّبِيُّ
وَجْهَهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ فِي أَنْ يُمْرَضَ فِي بَيْتِي فَأَذْنَ لَهُ فَغَرَّجَ
النَّبِيُّ
بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخْطُّ رِجْلَاهُ فِي الْأَرْضِ. رواه السخاري، باب

الفصل والوضوء في المحيض، رقم: ١٩٨.

১১১. হ্যরত আয়েশা (রায়িঃ) বলেন, যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হইলেন এবং তাঁহার কষ্ট বাঢ়িয়া গেল, তখন
তিনি তাঁহার অন্যান্য বিবিগণের নিকট হইতে অনুমতি লইলেন যেন
তাঁহার অসুস্থতার খেদমত আমার ঘরে করা হয়। বিবিগণ তাঁহাকে এই
ব্যাপারে অনুমতি দিলেন। (অতঃপর যখন নামাযের সময় হইল তখন)
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মসজিদে যাওয়ার জন্য) দুই
ব্যক্তির উপর ভর করিয়া এইভাবে বাহির হইলেন যে, (দুর্বলতার দরুণ)
তাঁহার পা মোবারক মাটির উপর হেঁচড়াইতেছিল। (বোধারী)

١١٢- عن فَضَالَةَ بْنِ عَبْيَدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
كَانَ إِذَا
صَلَّى بِالنَّاسِ يَغْرُرُ وَجْهَهُ مِنْ قَامَتِهِمْ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الْخُصَاصَةِ
وَقُلْمَانُ أَعْتَابِ الْعُصَمَى حَتَّى تَقْرُنَ الْأَغْرَابَ: هُوَ لَا يَمْجَدُ إِنْ أَوْ

مَجَانُونَ، فَإِذَا صَلَى رَسُولُ اللَّهِ مُصْرِفٌ إِلَيْهِمْ، قَالَ: لَوْ
تَعْلَمُونَ مَا لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ لَا خَبِيتُمْ أَنْ تَزَادُوا فَاقْهَةًا وَحَاجَةً، قَالَ
فَضَالَّةً: وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مُصْرِفٍ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث

حسن صحيح، باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي ﷺ، رقم: ۲۳۶۸

۱۱۲. হযরত ফাযালাহ ইবনে ওবায়েদ (রাযঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম যখন নামায পড়াইতেন তখন কাতারে দাঁড়ানো কোন কোন আসহাবে সুফরা অত্যাধিক ক্ষুধার দরুন পড়িয়া যাইতেন। এমনকি বহিরাগত গ্রাম্য লোকেরা তাহাদিগকে দেখিয়া মনে করিত, ইহারা পাগল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম একদিন নামায শেষ করিয়া তাহাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, তোমাদের জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট যে সওয়াব রহিয়াছে তাহা যদি তোমাদের জানা থাকিত তবে ইহা অপেক্ষা আরো অধিক অভাব অন্টনে ও অনাহারে থাকা পছন্দ করিতে। হযরত ফাযালাহ (রাযঃ) বলেন, আমি সেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের সঙ্গে ছিলাম। (তিরমিয়া)

۱۱۳- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مُصْرِفًا
يَقُولُ: مَنْ صَلَى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَانَ مَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ
صَلَى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَانَ مَا صَلَى اللَّيْلَ كُلُّهُ. رواه مسلم، باب
فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة، رقم: ۱۴۹۱

۱۱۴. হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাযঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে এশার নামায জামাতের সহিত পড়ে সে যেন অর্ধরাত্রি এবাদত করিল, আর যে ফজরের নামায ও জামাতের সহিত পড়িয়া লয় সে যেন সারারাত্র এবাদত করিল। (মুসলিম)

۱۱۵- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُصْرِفٌ: إِنَّ أَنْفَلَ
صَلَاةً عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ. (۱۴۸۲) رواه
مسلم، باب فضل صلاة العصابة، رقم: ۱۴۸۲

۱۱۶. হযরত আবু হোৱায়রা (রাযঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুনাফিকদের জন্য

সবাপেক্ষা কঠিন হইল এশা ও ফজরের নামায। (মুসলিম)

١١٥- عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَا سَتَّبُو إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَمَّةِ وَالصُّبْحِ لَا تَوْهُمَا وَلَوْ حَبُوا. (وهو طرف من الحديث) رواه البخاري، باب

الاستهان في الأذان، رقم: ٦١٥

১১৫. হযরত আবু হোরায়রা (রাযঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যদি দ্বিপ্রহরের গরমে জোহরের নামাযের জন্য মসজিদে যাওয়ার ফয়েলত লোকেরা জানিত তবে জোহরের নামাযের জন্য দৌড়াইয়া যাইত। আর যদি তাহারা এশা ও ফজরের নামাযের ফয়েলত জানিত তবে (অসুস্থতার দরুন) হামাগুড়ি দিয়া হইলেও এই নামাযের জন্য মসজিদে যাইত। (বোখারী)

١١٦- عن أبي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَهُوَ فِي دِيْمَةِ اللَّهِ فَمَنْ أَخْفَرَ دِيْمَةَ اللَّهِ فِي النَّارِ لَوْ جَهَهُ.

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، مجمع الروايند ٢٩/٢

১১৬. হযরত আবু বাকরাহ (রাযঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাতের সহিত আদায় করে সে আল্লাহ তায়ালার হেফাজতের মধ্যে থাকে। যে কেহ আল্লাহ তায়ালার হেফাজতভূক্ত ব্যক্তিকে কষ্ট দিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে উপুড় করিয়া আহমামে নিক্ষেপ করিবেন।

(তাবারানী، মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١١٧- عن أنس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى اللَّهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُذْرِكُ التَّكْبِيرَ الْأُولَى كُبَيْثَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِّنَ النَّفَاقِ.

رواہ الترمذی، باب ما جاء، فصل التکبیر الأولى، رقم: ٢٤١

اغلب أحد رفعه إلا ما روى مسلم بن قتيبة بن خصره بن عمرو قال الحمي رحمة الله

ومسلم وطعنة وبقية رواه ثقات، الغريب ١/٦٣

১১৭. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযঃ) বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি চালিশ দিনে

এখনোসের সহিত তকবীরে উল্লার সঙ্গে জামাতে নামায পড়ে সে দুইটি পরওয়ানা লাভ করে। এক পরওয়ানা জাহানাম হইতে মুক্তির, দ্বিতীয় নেফাক (মুনাফেকী) হইতে মুক্তির। (তিরমিয়ী)

١١٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ حَمِّثْتُ أَنْ أَمْرَ بِغَيْرِهِ فَيُخْمَعُ حَزْمًا مِنْ حَطَبٍ ثُمَّ آتَيْتُ قَوْمًا يُصْلَوُنَ فِي بَيْوَتِهِمْ لَيْسَ بِهِمْ عِلْمٌ فَأَخْرِقَهَا عَلَيْهِمْ.

باب الشديد في ترك الحمام، رقم: ٥٤٩

১১৮. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার ইচ্ছা হয় যে, কতিপয় যুবককে বলি যে, তাহারা অনেকগুলি লাকড়ি জোগাড় করিয়া আনে। অতঃপর আমি ঐ সকল লোকদের নিকট যাই যাহারা বিনা ওজরে ঘরে নামায পড়িয়া লয় এবং তাহাদের ঘরগুলিকে জ্বালাইয়া দেই। (আবু দাউদ)

١١٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَخْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ آتَى الْجَمْعَةَ فَاسْتَمْعَ وَأَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَمْعَةِ، وَزِيَادَةً فَلَآتَهُ أَيْمَانُ، وَمَنْ مَسَ الْحَصْنَ فَقَدْ لَعَاهُ.

مسله، باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة، رقم: ١٩٨٨

১১৯. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অ্যু করে, অতঃপর জুমুআর নামাযের জন্য আসে, খুব মনোযোগ দিয়া খোতবা শুনে এবং খোতবার সময় চুপ থাকে তাহার এই জুমুআ হইতে বিগত জুমুআ পর্যন্ত এবং অতিরিক্ত আরও তিনি দিনের গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি পাথরের কঙ্করে হাত লাগাইয়াছে, অর্থাৎ খোতবার সময় উহা দ্বারা খেলিতে রহিয়াছে (অথবা হাত, চাটাই বা কাপড় ইত্যাদি লইয়া খেলা করিতে রহিয়াছে) সে অনর্থক কাজ করিয়াছে (এবং উহার কারণে জুমুআর খাছ সওয়াব নষ্ট করিয়া দিয়াছে)। (মুসলিম)

١٢٠ - عَنْ أَبِي الْيَوبِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا: مَنْ اغْتَسَلَ نَزْمَ الْجَمْعَةِ، وَمَنْ بَرَّ إِنْ كَانَ

عِنْهُ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ الْخَسِيرِ لَيْلَةً ثُمَّ خَرَجَ غَتْنِي إِلَى الْمَعْبُودِ
فَبَرَّ كَعَ إِنْ بَدَا لَهُ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا، ثُمَّ انصَطَّ إِذَا خَرَجَ إِمَامَهُ حَتَّى
يُصَلِّي كَانَتْ كَفَارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجَمْعَةِ الْأُخْرَىٰ . رواه

٤٢٠ / أَحْمَدٌ

১২০. হযরত আবু আইউব আনসারী (রায়িঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি জুমুআর দিন গোসল করে, খুশবু থাকিলে উহা ব্যবহার করে, ভাল কাপড় পরিধান করে এবং তারপর মসজিদে যায়। অতঃপর মসজিদে আসিয়া সময় থাকে তো নফল নামায পড়িয়া লয় এবং কাহাকেও কষ্ট দেয় না, অর্থাৎ লোকদের ঘাড় টপকাইয়া যায় না। তারপর যখন ইমাম খোতবা দেওয়ার জন্য আসেন তখন হইতে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত চুপ থাকে, অর্থাৎ কোন কথাবার্তা না বলে তবে এই আমলসমূহ এই জুমুআর হইতে বিগত জুমুআর পর্যন্ত গুনাহসমূহ মাফ হইয়া যাওয়ার কারণ হইয়া যায়। (মুসনাদে আহমাদ)

١٢١ - عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا
يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجَمْعَةِ وَيَظْهُرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنَ الطُّهُورِ، وَيَدْهُنُ
مِنْ ذَفَنِهِ أَوْ يَمْسُّ مِنْ طِبِّ تَبَيْهٍ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يَعْرِفُ بَيْنَ اثْنَيْنِ،
لَمْ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصَتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا غُفرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ
وَبَيْنَ الْجَمْعَةِ الْأُخْرَىٰ . رواه البخاري، باب الدهر لل الجمعة، رقم: ٨٨٣

১২১. হযরত সালমান ফারসী (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি জুমুআর দিন গোসল করে, যথাস্থিত পাক পরিত্বাতা হাসিল করে। নিজের তৈল লাগায় অথবা নিজ ঘর হইতে খুশবু ব্যবহার করে, অতঃপর মসজিদে যায়। মসজিদে পৌছিয়া এমন দুই ব্যক্তির মাঝখানে বসে না যাহারা পূর্বে হইতে একত্রে বসিয়া আছে, যে পরিমাণ তৌফিক হয় জুমুআর পূর্বে নামায পড়ে। অতঃপর যখন ইমাম খোতবা দেয় উহা মনোযোগ সহকারে চুপ করিয়া শ্রবণ করে তবে এই জুমুআর হইতে বিগত জুমুআর পর্যন্ত সকল গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয়। (বৌখারী)

for more videos <https://youtube.com/annaaba>

١٢٣- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ في جمعة من الجمعة: معاشر المسلمين! إن هذا يوم جعله الله لكم عيدها فاغسلوا وغسلكم بالسواك. رواه الطبراني في الأوسط والصغير ورواه

نفاث، مجمع الرواية/٢٨٨

১২২. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার জুমুআর দিন এরশাদ করিলেন, মুসলমানগণ, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য এই দিনকে সৈদের দিন বানাইয়াছেন। অতএব এই দিনে গোসল করিও, মেসওয়াকের এহতেমাম করিও। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٢٤- عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: إن الفضل يوم الجمعة ليسلُّ الخطايا من أصول الشَّغْرِ اسْتِلَالًا. رواه الطبراني في الكبير ورجاله نفاث، مجمع الرواية/٢٧٧

১২৩. হযরত আবু উমামাহ (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জুমুআর দিনের গোসল চুলের গোড়া হইতে পর্যন্ত গুনাহগুলিকে বাহির করিয়া দেয়। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٢٥- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: إذا كان يوم الجمعة وقف الملاجكة على باب المسجد يكتبون الأولياء، ثم يكتبون الأول، ومثل المهاجر كمثل الذي يهدى بدنه، ثم كالذين يهدى بقرة، ثم كثنا، ثم ذجاجة، ثم بيضة، فإذا خرج الإمام طروا صحفهم ويستعمون الذكر. رواه البخاري، باب الإستاع إلى

الخطبة يوم الجمعة، رقم: ٩٢٩

১২৪. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জুমুআর দিন ফেরেশতাগণ মসজিদের দরজায় দাঁড়াইয়া যান, প্রথম আগমনকারীর নাম প্রথমে তারপর আগমনকারীর নাম তারপরে লিখেন। (এইভাবে আগমনকারীদের নাম তাহাদের আগমনের নিয়মে একের পর এক লিখিতে থাকেন।) যে ব্যক্তি জুমুআর জন্য সকাল গমন করে সে উট সদকা করার সওয়ার লাভ

করে। তারপর আগমনকারী গভী সদকা করার সওয়াব লাভ করে, অতঃপর আগমনকারী দুর্বা সদকা, তারপর আগমনকারী মুরগী সদকা ও তারপর আগমনকারী ডিম সদকা করার সওয়াব লাভ করে। যখন ইমাম খোতবা দেওয়ার জন্য আসেন তখন ফেরেশতাগণ রেজিষ্টার থাতা যাহাতে আগমনকারীদের নাম লেখা হইয়াছে বন্ধ করিয়া ফেলেন এবং খোতবা শুনিতে মশগুল হইয়া যান। (বোধারী)

١٢٥- عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي مَرِيمٍ رَحْمَةُ اللَّهِ قَالَ: لَعِنْتُنِي عَيَّانَةً بْنَ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَحْمَةُ اللَّهِ، وَأَنَا مَاشٌ إِلَى الْجَمْعَةِ فَقَالَ: أَبْشِرْ، فَإِنَّ حُطَّاكَ هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَغْبَرَ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُمَا حَرَامٌ عَلَى النَّارِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، باب ما جاء في فضل من أغبر قدماه في سبيل الله، رقم: ١٦٣٢.

১২৫. হ্যরত ইয়ায়ীদ ইবনে আবু মারযাম (রহঃ) বলেন, আমি জুমুআর জন্য পায়ে হাঁটিয়া যাইতেছিলাম। এমন সময় হ্যরত আবায়াহ ইবনে রাফে' (রহঃ) এর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। তিনি বলিতে লাগিলেন, তোমার জন্য সুসংবাদ, কারণ তোমার কদমগুলি আল্লাহর রাস্তায় আছে। আমি হ্যরত আবু আবস (রায়ঃ) কে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যাহার কদম আল্লাহর রাস্তায় ধুলাযুক্ত হয় তাহার সেই কদম দোষখের আওনের উপর হারাম। (তিরমিয়ী)

١٢٦- عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسِ التَّقِيفِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجَمْعَةِ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى، وَلَمْ يَرْكَبْ، وَدَنَّا مِنَ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْعَ كَانَ لَهُ بَكْلَ خُطْوَةٌ عَمَلَ سَبْتَ أَجْرٍ صِيَامَهَا وَقِيَامَهَا. وَهُوَ أَبْرَدُ دُورَدُونَ. باب في الغسل

تحميم. رقم: ٣٤٢.

১২৬. হ্যরত আওস ইবনে আওস সাকাফী (রায়ঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি জুমুআর দিন খুব উত্তমরূপে গোসল করিয়া অতি প্রত্যুষে মসজিদে যায়, পায়ে হাঁটিয়া যায় সওয়াবীতে আরোহন করে না।

ইমামের নিকটবর্তী হইয়া বসে এবং মনোধোগ সহকারে খোতবা শুরণ করে। খোতবার সময় কোন প্রকার কথা বলে না সে জুমুআর জন্য যত কদম হাঁটিয়া আসে উহার প্রত্যেক কদমের বিনিময়ে এক বৎসরের রোয়ার সওয়াব ও এক বৎসরের রাত্রের এবাদতের সওয়াব লাভ করে।

(ଆବୁ ଦାଉଦ)

١٢-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْمَاقْصِدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
قَالَ: مَنْ غَسَلَ وَأَغْتَسَلَ، وَغَدَا وَابْتَكَرَ، وَذَدَا فَأَقْتَرَبَ، وَاسْتَمْعَ
وَانْصَتَ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ حُكْمٍ يَخْطُرُهَا أَجْزٌ قِيمٌ سَيِّءٌ وَصَيْمَاهَا.

رواه احمد / ۲۰۹

১২৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আসী (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি জুমুআর দিন উজ্জ্মরাপে গোসল করে, অতি প্রত্যুষে জুমুআর জন্য যাই, ইমামের অতি নিকটবর্তী হইয়া বসে, মনোযোগ সহকারে খোতবা শ্রবণ করে, খোতবার সময় চুপ থাকে সে যত কদম হাঁটিয়া মসজিদে আসে উহার প্রত্যেক কদমের বিনিময়ে সারা বৎসরের তাহাজ্জুদ ও সারা বৎসরের রোয়ার সওয়াব লাভ করে। (মুসনাদে আহমাদ)

١٢٨- عن أبي لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: إن يوم الجمعة سيد الأيام، وأعظمها عند الله. وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر. وفيه خمس خلال: خلق الله فيه آدم، وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه تولى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئاً إلا أعطاه ما لم يسائل، حراماً، وفيه تفوح الساعة، ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشيفون من يوم الجمعة. رواه ابن ماجه، باب في فضل الجمعة، رقم ٤٤٦.

১২৮. ইয়েরত আবু লুবাবা ইবনে আবদুল মুন্দির (রায়ী) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জ্যুমার দিন সমস্ত দিনের সরদার, আল্লাহ তায়ালার নিকট সমস্ত দিনের

মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত। এই দিন আল্লাহর নিকট ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের দিন অপেক্ষা অধিক গর্যাদাবান। এই দিনে পাঁচটি জিনিস হইয়াছে। এই দিনে আল্লাহ তায়ালা হ্যরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই দিনেই তাহাকে জমিনে নামাইয়াছেন। এই দিনেই তাহাকে মৃত্যু দিয়াছেন। এই দিনে একটি মুহূর্ত এমন রহিয়াছে যে, বাল্দা সেই মুহূর্তে যাহা চায় আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাহাকে উহা দান করেন, শর্ত হইল কোন হারাম জিনিস না চায়। এই দিনে কেয়ামত কায়েম হইবে। সমস্ত নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ, আসমান, জমিন, হাওয়া, পাহাড়, সমুদ্র সকলেই জুমুআর দিনকে ভয় করে। (কারণ জুমুআর দিনেই কেয়ামত আসিবে।) (ইবনে মাজাহ)

١٢٩ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: لَا تَظْلِمُ
الشَّمْسَ وَلَا تَغْرِبُ عَلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَمَا مِنْ ذَآيَةٍ
إِلَّا وَهِيَ تَفْزَعُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا هَذَيْنِ التَّقْلِيْنِ الْجَنَّ وَالْإِنْسَ.
رواوه.

ابن حبان، قال المحقق: إسناده صحيح ٥/٧

১২৯. হ্যরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে সকল দিনে সূর্য উদয় অস্ত যায় তন্মধ্যে জুমুআর দিন অপেক্ষা কোন দিন উত্তম নয়। অর্থাৎ জুমুআর দিন সকল দিন অপেক্ষা উত্তম। মানুষ ও জিন ব্যক্তিত সকল প্রাণী জুমুআর দিনকে (এইজন্য) ভয় করে (যে, নাজানি কেয়ামত কায়েম হইয়া যায়।) (ইবনে হিবান)

١٣٠ - عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنَّ رَسُولَ
اللهِ قَالَ: إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُرَايقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ بِسَأْلِ
اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا إِلَّا أَغْطَاهُ إِيَّاهُ وَهِيَ بَعْدُ الْعَصْرِ. رواه أحمد، الفتح
برباني ١٣/٦

১৩০. হ্যরত আবু সাইদ খুদরী ও হ্যরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জুমুআর দিনে এমন এক মুহূর্ত রহিয়াছে যে, মুসলমান বাল্দা সেই মুহূর্তে আল্লাহ তায়ালা নিকট যাহা চায় আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাহাকে উহা দান করিয়া দেন। আর সেই মুহূর্ত আসরের পরে হয়।

(মুসনাদে আহমাদ, ফাতহে রাবুনাঈ)

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى يَقُولُ هُنَّ مَا بَيْنَ أَنْ يَعْلَمَ الْإِيمَانُ إِلَى أَنْ تَفْضِيَ الصَّلَاةُ

رواه مسلم، باب في الساعة التي في يوم الجمعة، رقم: ١٩٢٥

১৩১. হযরত আবু মুসা আশআরী (রাযঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জুমুআর (সেই) মুহূর্ত সম্পর্কে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, সেই মুহূর্ত জুমুআর খোতবা আরম্ভ হইতে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়। (মুসলিম)

ফাযদা ৪ জুমুআর দিনে দোয়া করুল হওয়ার সময় নির্ধারণ সম্পর্কে আরো অনেক হাদীস রহিয়াছে। অতএব সম্পূর্ণ দিনেই অধিক পরিমাণে দোয়া ও এবাদতের এহতেমাম করা উচিত। (নাবাবী)

সুন্নাত ও নফল নামায

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمِنَ اللَّيلِ فَتَهَجَّذُ بِهِ نَافِلَةُ لَكَ دُغْسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَخْمُودًا﴾ (بু সরাইল: ১৭৯)

আল্লাহ তায়ালা তাহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,—এবং রাত্রের কিছু অংশে জাগ্রত হইয়া তাহাজুদের নামায পড়ুন, যাহা আপনার জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের অতিরিক্ত একটি নামায। আশা করা যায় যে, এই তাহাজুদ পড়ার কারণে আপনার রব আপনাকে মাকামে মাহমুদে স্থান দিবেন। (বনি ইসরাইল)

ফাযদা ৫ কেয়ামতের দিন যখন সকল মানুষ পেরেশান হইবে তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপারিশের দ্বারা সেই পেরেশানী হইতে নাজাত মিলিবে এবং হিসাব কিতাব আরম্ভ হইবে। এই সুপারিশের হককে মাকামে মাহমুদ বলা হয়। (বায়ানুল কুরআন)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَبْيَعُونَ لِرَبِّهِمْ سُجْدًا وَقِيَامًا﴾ (الفرقان: ١٦٤)

আল্লাহ তায়ালা আপন নেক বান্দাদের একটি গুণ এই বর্ণনা করিয়াছে যে,—তাহারা আপন রবের সামনে সেজদারত হইয়া এবং দাঁড়াইয়া রাত কঠায়। (ফরেকন)

for more video <https://youtube.com/anpaaba>
 وَقَالَ تَعَالَى: هُوَتَحْفَى جِنَوْبِهِمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَذْكُرُونَ رَبِّهِمْ حَوْلَ
 وَطَنِهَا وَمِمَّا رَزَقْتَهُمْ يُنْفِقُونَ ☆ فَلَا تَغْلِمْ نَفْسٌ مَا أَنْفَقَ لَهُمْ مِنْ
 قُرْةِ أَيْمَنٍ وَجَزَّأَمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ☆ (السُّجْدَة: ١٦-١٧)

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে যে,—তাহারা রাত্রে নিজেদের বিছানা হইতে উঠিয়া আয়াবের ভয়ে এবং সওয়াবের আশায় আপন রবকে ডাকে। (অর্থাৎ নামায, যিকির ও দোয়ায় মশগুল থাকে) এবং যাহা কিছু আমরা তাহাদিগকে দান করিয়াছি তাহা হইতে দান করে। এই সকল লোকদের জন্য চক্ষু শীতলকারী যে সমস্ত জিনিস গায়বের খাজানায় রাখিত আছে তাহা কেহই জানে না। ইহা তাহারা সেই সকল আমলের বিনিময়ে পাইবে যাহা তাহারা করিত। (সেজদা)

وَقَالَ تَعَالَى: هُوَإِنَّ الْمُتَقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعَيْنَ☆ إِخْدِينَ مَا اتَّهُمْ
 رَبِّهِمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُخْسِنِينَ☆ كَانُوا فَلِيلًا مِنَ الْأَيْلَ مَا
 يَهْجَعُونَ☆ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَفِرُونَ ☆ (الترثت: ١٥-١٨)

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন,—মুস্তাকী লোকেরা বাগান ও ঝর্ণাসমূহে থাকিবে, তাহাদের রব তাহাদিগকে যে পুরস্কার দান করিবেন তাহা তাহারা আনন্দচিত্তে প্রথম করিতে থাকিবে। তাহারা ইতিপূর্বে (অর্থাৎ দুনিয়াতে) নেক কাজ করিত। তাহারা রাত্রে খুবই কম শয়ান করিত (অর্থাৎ রাত্রের অধিকাংশ এবাদতে মশগুল থাকিত) এবং রাত্রের শেষাংশে এন্টেগফার করিত। (যারিয়াত)

وَقَالَ تَعَالَى: هُبَّإِنَّهَا الْمَرْأَلُ ☆ قُمِ الْأَيْلَ إِلَّا فَلِيلًا☆ نَصْفَهُ أَوِ
 النَّصْفُ مِنْهُ فَلِيلًا☆ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَبِّلَ الْقَرْآنَ فَرِبِيلًا☆ إِنَّ سَلْقَنِي
 عَلَيْكَ قَوْلًا فَلِيلًا☆ إِنَّ نَاسِنَةَ الْأَيْلِ هِيَ أَشَدُ وَطًا وَأَقْوَمُ فَلِيلًا☆ إِنَّ
 لَكَ فِي الْهَيَارِ سَبَّحًا طَوِيلًا☆ (المرمل: ١-١٧)

আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,—হে, চাদরাবৃত, রাত্রে তাহাজ্জুদের নামাযে দাঁড়াইয়া থাকুন, অবশ্য কিছুক্ষণ আরাম করিয়া লউন, অর্থাৎ অর্ধ রাত্র অথবা অর্ধরাত্র হইতে কিছু কম, অথবা অর্ধ রাত্র হইতে কিছু বেশী আরাম করিয়া লউন। আর (এই তাহাজ্জুদ নামাযে) কুরআনে করীমকে থামিয়া থামিয়া পড়ুন (তাহাজ্জুদ নামাযের দ্বিতীয়ের মধ্যে) একটি হেকজত এই যে,

সমাত ও নকল নামায

for more videos <https://youtube.com/annaaba>

রাত্রে উঠার কষ্ট স্বীকার করার দরুণ যেন স্বভাবের মধ্যে কামেলকাপে ভারী কালাম সহ্য করার ক্ষমতা সৃষ্টি হইয়া যায়। কেননা) আমরা অতিসত্ত্বে আপনার উপর ভারী কালাম অর্থাৎ কুরআনে কারীম নাযিল করিব। (দ্বিতীয় হেকমত এই যে,) রাত্রের উঠা নফসকে খুব দুর্বল করে এবং তখন কথা ঠিক ঠিক উচ্চারিত হয়। অর্থাৎ কেরাআত, জিকির ও দোয়ার শব্দগুলি খুবই শাস্তভাবে আদায় হয় এবং আমলের মধ্যে মন লাগে। (তৃতীয় হেকমত এই যে,) দিনের বেলা আপনার অনেক কাজ থাকে (যেমন তবলীগী কাজ) অতএব রাত্রের সময় একাগ্রতার সহিত এবাদতে এলাহীর জন্য হওয়া চাই।) (মুয়াল্লিল)

হাদীস শরীফ

١٣٢-عَنْ أَبِي أَمَّةٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا أَذَنَ اللَّهُ لِعِبْدٍ فِي شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا، وَإِنَّ الْبَرَّ لِيَدُرُّ عَلَى رَأْسِ الْعَبْدِ مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ وَمَا تَقْرَبَ الْعِبَادُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ. رواه الترمذى، باب ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما عرج منه،

رقم: ١٩١١.

১৩২. হযরত আবু উমামা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা কোন বান্দাকে দুই রাকাত নামাযের তৌফিক দিয়া দেন ইহা হইতে উত্তম জিনিস আর কিছু নাই। বান্দা যতক্ষণ নামাযে মশগুল থাকে ততক্ষণ তাহার মাথার উপর কল্যাণসমূহ ছিটানো হয় এবং বান্দা সেই জিনিস হইতে বেশী আর কোন জিনিস দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করিতে পারে না যাহা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার যাত বা সন্তা হইতে বাহিরে হইয়াছে, অর্থাৎ কুরআন শরীফ। (তিরমিয়ী)

কায়দা : উক্ত হাদীস শরীফের অর্থ এই যে, আল্লাহ তায়ালার সবচেয়ে বেশী নৈকট্য কুরআন শরীফের তেলাওয়াত দ্বারা হাসিল হয়।

١٣٣-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِقَبْرٍ فَقَالَ: مَنْ صَاحِبُ هَذَا الْقَبْرَ؟ فَقَالُوا: فَلَانُ فَقَالَ: رَكْعَتَانِ أَحَبُّ إِلَى هَذَا مِنْ بِكَبِيرٍ دَلَيْلًا كُمْ. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات، مصحح الفزادى ٥٦٦٢

۱۳۳. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কবরের নিকট দিয়া যাওয়ার সময় জিজ্ঞাসা করিলেন, এই কবরটি কাহার? সাহাবা (রায়িঃ) আরজ করিলেন, অমুক ব্যক্তির। তিনি এরশাদ করিলেন, এই কবরবাসী লোকটির নিকট দুই রাকাত নামায তোমাদের অবশিষ্ট দুনিয়ার সমস্ত জিনিস অপেক্ষা অধিক প্রিয়। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

ফায়দা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদের উদ্দেশ্য এই যে, দুই রাকাতের মূল্য সমগ্র দুনিয়ার আসবাবপত্র হইতে বেশী। আর ইহা কবরে যাওয়ার পর বুঝে আসিবে।

۱۳۴-عَنْ أَبِي ذِئْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ زَمْنَ الشِّتَاءِ،
وَالْوَرْقَ يَتَهَافَتُ فَأَخْدَى بِعَضِينِ مِنْ شَجَرَةٍ فَجَعَلَ ذَلِكَ الْوَرْقَ
يَتَهَافَتُ، فَقَالَ: يَا أَبَا ذِئْرٍ أَقْلِمْ: لَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ الْغَيْبَةَ
الْمُسْلِمِ لِبَصَلَى الصَّلَاةَ يُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ فَتَهَافَتَ عَنْهُ ذُنُوبُهُ كَمَا
يَتَهَافَتُ هَذَا الْوَرْقُ عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ. رواه أحمد/ ۱۷۹

۱۳۵. হযরত আবু যার (রায়িঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শীতের মৌসুমে বাহিরে আসিলেন। গাছ হইতে পাতা ঝরিয়া পড়িতেছিল। তিনি একটি গাছের দুইটি ডাল হাতে লইলেন। উহার পাতা আরও ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আবু যার! আমি আরজ করিলাম, হাজির আছি ইয়া রাসূলুল্লাহ। তিনি এরশাদ করিলেন, মুসলমান বান্দা যখন আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে নামায পড়ে তখন তাহার গুনাহ এইভাবে তাহার উপর হইতে ঝরিয়া পড়ে যেমন এই গাছ হইতে পাতা ঝরিয়া পড়িতেছে। (মুসলিমে আহমাদ)

۱۳۶-عَنْ غَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ صَابَرَ عَلَى
الثَّقْنَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةَ بَنِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، ارْبَعَا قَبْلَ
الظَّهَرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظَّهَرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ
الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، رواه السناني، باب ثواب من صلى في اليوم

১৩৫. হযরত আয়েশা (রায়িঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন যে, যে ব্যক্তি বার রাকাত পড়ার পাবন্দী করে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য জামাতে মহল তৈয়ার করেন। চার রাকাত জোহরের পূর্বে, দুই রাকাত জোহরের পর, দুই রাকাত মাগরিবের পর, দুই রাকাত এশার পর এবং দুই রাকাত ফজরের পূর্বে।

(নাসায়ী)

١٣٦- عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ لم يكن على شيء من التوافل أشد معاهادة منه على ركعتين قبل الصبح. رواه مسلم، باب

استحباب ركعتي سنة الفجر رقم: ١٦٨٦

১৩৬. হযরত আয়েশা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নকল (ও সুন্নাতের) এর মধ্যে কোন নামাযের এত গুরুত্ব ছিল না যত ফজরের পূর্বে দুই রাকাত সুন্নাত পড়ার গুরুত্ব ছিল। (মুসলিম)

١٣٧- عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي شَانِ الرُّكْعَتَيْنِ عِنْدَ طُلُوزِ الْفَجْرِ: لَهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعاً. رواه مسلم، باب استحباب ركعتي سنة الفجر رقم: ١٦٨٩

১৩৭. হযরত আয়েশা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত সম্পর্কে এরশাদ করিয়াছেন যে, এই দুই রাকাত আমার নিকট সমগ্র দুনিয়া হইতে প্রিয়। (মুসলিম)

١٣٨- عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها قالت: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ حَفَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكْعَاتٍ قَبْلَ الظَّهَرِ وَأَرْبَعَ بَعْدَهَا حَرَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى النَّارِ. رواه النسائي، باب الاختلاف على اسماعيل بن

أبي حaled، رقم: ١٨١٧

১৩৮. হযরত উল্মে হাবীবা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি জোহরের পূর্বে চার রাকাত ও জোহরের পর চার রাকাত নিয়মিত পড়ে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে দোয়খের আগুনের উপর হারাম করিয়া দেন। (নাসায়ী)
ফায়দা : জোহরের পূর্বে চার রাকাত সুন্নাতে মুআক্তাদাহ এবং

for more videos <https://youtube.com/annaaba>
 জোহরের পর চার রাকাতের মধ্যে দুই রাকাত সুন্নাতে মুআকাদাহ ও দুই
 রাকাত নফল।

١٣٩ - عن أم حبيبة رضي الله عنها عن رسول الله ﷺ قال: ما من
 عبد مؤمن يصلني أربع ركعات بعد الظهر فتحمّس وجهه النار أبداً
 إن شاء الله عز وجل. رواه النسائي، باب الاختلاف على اسماعيل بن أبي

حالة، رقم: ١٨٤

১৩৯. হযরত উম্মে হাবিবা (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে কোন মুমিন বান্দা জোহরের পর চার রাকাত পড়ে ইনশাআল্লাহ জাহানামের আগুন তাহাকে কখনও স্পর্শ করিবে না। (নাসায়ী)

١٤٠ - عن عبد الله بن السابِ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ
 يُصْلِّي أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَرْوَلَ الشَّفْرُ قَبْلَ الظَّهَرِ وَقَالَ: إِنَّهَا سَاعَةٌ
 تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَأَحَبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ.

رواه الترمذى وقال: حدیث عبد الله بن السابِ حدیث حسن غرب، باب ما جاء

في الصلاة عند الروال، رقم: ٤٧٨: الحامض الصحيح وهو سنن الترمذى

১৪০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সায়েব (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য ঢলার পর জোহরের পূর্বে চার রাকাত পড়িতেন। তিনি এরশাদ করিয়াছেন, ইহা এমন সময় যখন আসমানের দরজাসমূহ খুলিয়া দেওয়া হয়। এইজন্য আমি চাই যে, এই সময় আমার কোন নেক আশ্ল আসমানের দিকে যাক। (তিরিয়ী)

ফায়দা : জোহরের পূর্বে চার রাকাতের দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, চার রাকাত সুন্নাতে মুআকাদাহ। কোন কোন ওলামায়ে কেরামের নিকট সূর্য ঢলার পর চার রাকাত জোহরের সুন্নাতে মুআকাদা ব্যতীত ভিন্ন নামায।

١٤١ - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله ﷺ:
 أربع قبل الظهر بعد الزوال تغسل بمثليه من صلاة العصر
 قال رسول الله ﷺ: و ليس من شئ إلا وهو يسبح الله بذلك
 السائعة فهم قراراً (يغسل ظالمة عن المؤمن والشيطان مجدداً في

for more videos <https://youtube.com/annaaba>

٣١٤٨- غريب، باب ومن سورة النحل، رقم:

১৪১. হযরত ওমর ইবনে খাস্তাব (রায়িঃ) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, সূর্য চলার পর জোহরের পূর্বে চার রাকাত তাহাজ্জুদের চার রাকাতের সমতুল্য। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এই সময় সমস্ত জিনিস আল্লাহ তায়ালার তসবীহ পাঠ করে, অতঃপর কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করিয়াছেন, যাহার অর্থ এই যে, ছায়াযুক্ত জিনিসসমূহ ও উহাদের ছায়া (সূর্য চলার সময়) বিনয়ের সহিত আল্লাহ তায়ালাকে সেজদা করতঃ কখনও একদিকে কখনও অপরদিকে ঝুকিয়া পড়ে। (তিরমিয়ী)

১৪২- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: رَحْمَةُ اللَّهِ أَمْرًا صَلَى اللَّهُ عَزَّلَهُ مِنْ قَبْلِ الْعَصْرِ أَرْبَعًا. رواه أبو داود، باب الصلاة قبل العصر،

رقم: ١٤٧١

১৪২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যক্তির উপর রহম করুন, যে আসরের পূর্বে চার রাকাত পড়ে। (আবু দাউদ)

১৪৩- عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَأَخْسَابًا غُفرَ لَهُ مَا تَقْدَمَ مِنْ ذَنْبِهِ. رواه البخاري، باب

نطوع قيام رمضان من الإيمان، رقم: ٢٧

১৪৩. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি রম্যানের রাত্রে আল্লাহ তায়ালার ওয়াদার উপর বিশ্বাস করিয়া তাহার আজর ও পুরস্কারের আগ্রহে (তারাবীর) নামায পড়ে, তাহার পিছনের সমস্ত গুনাহ মাফ হইয়া যায়। (বৌখারী)

১৪৪- عن عبد الرحمن رضي الله عنه أنه أتى رسول الله ﷺ ذكر شهر رمضان فقال: شهر حب الله عليككم حيامه، وستنت لكم في أيامه فعن صائمه وفamente إيماناً وأخسياباً خرج من ذنبه كيوم ولدته.

for more books <http://www.almaheen.com> by abu maa'juud bin abu jumaa

১৪৪. হযরত আবদুর রহমান (রায়িঃ) হইতে বণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একবার) রম্যান মাসের আলোচনা প্রসঙ্গে এরশাদ করিলেন, ইহা এমন মাস যাহার রোয়া আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর ফরজ করিয়াছেন এবং আমি তোমাদের জন্য উহার তারাবীহকে সুন্নাত সাব্যস্ত করিয়াছি। যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার ওয়াদার উপর বিশ্বাস করিয়া এবং তাহার আজর ও পূরস্কারের আগ্রহ লইয়া এই মাসের রোয়া রাখে ও তারাবীহ পড়ে সে গুনাহ হইতে এক্ষণ্প পাক হইয়া যায় যেন সে আজই আপন মাত্গৰ্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। (হিনে মাজাহ)

১৪৫. عن أبي فاطمة الأزدي أو الأسدى رضى الله عنه قال: قال لي نبى الله ﷺ: يا أبا فاطمة! إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَلْقَانِي فَأَكْثِرِ السُّجُودَ.

رواہ احمد/۳۲۴

১৪৫. হযরত আবু ফাতেমা (রায়িঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এরশাদ করিয়াছেন, হে আবু ফাতেমা, তুম যদি (আখেরাতে) আমার সহিত মিলিত হইতে চাও তবে বেশী পরিমাণে সেজদা করিও, অর্থাৎ অধিক পরিমাণে নামায পড়িও।

(মুসনাদে আহমাদ)

১৪৬. عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنْ اتَّقَصَ مِنْ فِرِينَضَتِهِ شَيْءٌ، قَالَ الرَّبُّ عَزَّوَجَلَّ: انظُرُوا هُلْ لِعَبْدِنِي مِنْ تَطْوِيعٍ؟ فَيُكَمِّلُ بِهَا مَا اتَّقَصَ مِنَ الْفِرِينَضَةِ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ.

رواہ الترمذی وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيمة الصلاة..... رقم: ۴۱۳.

১৪৬. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, কেয়ামতের দিন মানুষের আমলের মধ্য হইতে সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব করা হইবে। যদি নামায উন্নত হইয়াছে বলিয়া সাব্যস্ত হয় তবে সে ব্যক্তি সফলকাম ও কৃতকার্য হইবে। আর যদি নামায খারাপ হয় তবে সে ব্যক্তি ও অকৃতকার্য হইবে। যদি করয়/নামাযে কোস ত্রুটি হইয়া থাকে তবে

আল্লাহ: তায়ালা এরশাদ করিবেন, দেখ, আমার বান্দার নিকট কিছু নফলও আছে কিনা? যাহা দ্বারা ফরযের ক্রটি পূরণ করা যায়। যদি নফল থাকে তবে আল্লাহ তায়ালা উহা দ্বারা ফরযের ক্রটি পূরণ করিয়া দিবেন। অতঃপর এইভাবে বাকি আমল—রোয়া, যাকাত ইত্যাদির হিসাব হইবে। অর্থাৎ ফরয রোয়ার ক্রটি নফল রোয়ার দ্বারা পূরণ করা হইবে এবং যাকাতের ক্রটি নফল সদকা দ্বারা পূরণ করা হইবে। (তিরমিয়ী)

١٣٧-عَنْ أَبِي أُمَّامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: إِنَّ أَغْبَطَ أُولَئِنَى
عِنِّي لَمْ يُؤْمِنْ خَفِيفُ الْحَادِثِ دُونَ حَظِّ مِنَ الصَّلَاةِ، أَخْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ
وَأَطَاعَهُ فِي السِّرِّ وَكَانَ غَامِضًا فِي النَّاسِ لَا يُشَارِ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ،
وَكَانَ رَزْقُهُ كَفَافٌ فَصَرَّ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ نَفَرَ بِإِضْبَعِيهِ فَقَالَ: عَجِلْتُ
مِنْهُ فَلَمْ يَقُلْ بِوَاحِدِهِ قَلْ تَرَاهُ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن، باب ما

جاء في الكفاف رقم: ٢٤٤٧

১৪৭. হযরত আবু উমামাহ (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার বন্ধুদের মধ্যে আমার নিকট সর্বাপেক্ষা ঈর্ষার পাত্র সে যে হালকা পাতলা হয়। অর্থাৎ দুনিয়ার আসবাবপত্র ও পরিবার পরিজনের বেশী বোঝা না হয়, নামায হইতে অধিক অংশলাভ করিয়াছে। অর্থাৎ নফল বেশী পরিমাণে পড়িয়া থাকে, আপন রবের এবাদত উন্মরাপে করে, আল্লাহ তায়ালাকে (যেমন প্রকাশে মান্য করিয়া থাকে তেমনি) গোপনেও মান্য করে, লোকদের মধ্যে অপরিচিত থাকে, তাহার প্রতি অঙ্গুলি দ্বারা ইঙ্গিত করা হয় না, অর্থাৎ লোকদের মধ্যে প্রসিদ্ধ না হয়, কৃজি শুধু জীবন ধারণ পরিমাণ হয় যাহার উপর সবর করিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়া দেয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের হাত দ্বারা তুড়ি বাজাইলেন (যেমন কোন কাজ তাড়াতাড়ি হইয়া গেলে মানুষ তুড়ি বাজায়) এবং এরশাদ করিলেন, তাড়াতাড়ি তাহার ম্তুয় আসিয়া যায় আর তাহার জন্য না কাঙ্কাটি করার মত কোন মহিলা থাকে আর না তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি বেশী থাকে। (তিরমিয়ী)

١٣٨-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ رَحْمَةُ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ
النَّبِيِّ قَدَّمَهُ حَدَّثَهُ قَالَ: لَمَّا فَتَحْنَا خَيْرَ أَخْرَجْنَا عَنَائِمَهُمْ مِنَ الْمَنَاعِ
وَالْمَنَنِ فَجَعَلْنَا أَكَاسَ يَتَابُخُونَ عَنَائِمَهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ قَالَ

يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَقَدْ رَبَغْتُ رِبْحًا مَا رَبَحَ الْيَوْمَ مِثْلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَنْفُلِ
هَذَا الْوَادِيِّ قَالَ: وَنَحْكُ وَمَا رَبَغْتُ؟ قَالَ: مَا زَلْتُ أَبْيَعُ وَأَبْتَاعُ
حَتَّىٰ رَبَغْتُ ثَلَاثَمَائَةً أَوْ قِبَّةً، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّمَا أَنْبَئْكَ
بِخِيرِ رَجْلٍ رَبَحَ، قَالَ: مَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ
الصَّلَاةِ. رواه أبو داود، باب في التجارة في الغزو، رقم: 2667 مختصر سنن أبي

دارد للسندي

১৪৮. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে সালমান (রহঃ) বলেন, একজন সাহাবী আমাকে বলিয়াছেন যে, আমরা যখন খায়বার জয় করিলাম তখন লোকেরা নিজ নিজ গনীভূতের মাল বাহির করিল। উহাতে বিভিন্ন প্রকার সামানপত্র ও কয়েদী ছিল। বেচাকেনা আরস্ত হইয়া গেল। (অর্থাৎ প্রত্যেকে নিজের প্রয়োজনীয় জিনিস খরিদ করিতে লাগিল এবং অন্যান্য অতিরিক্ত জিনিস বিক্রয় করিতে লাগিল।) ইতিমধ্যে একজন সাহাবী (রায়িঃ) (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আজকের এই ব্যবসায় আমার এত মুনাফা হইয়াছে যে, সমস্ত লোকদের মধ্যে আর কাহারো এত মুনাফা হয় নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কত কামাইয়াছ? তিনি বলিলেন, আমি সামান খরিদ করিতে ও বিক্রয় করিতে থাকিলাম, যাহাতে তিনশত উকিয়া চান্দি মুনাফা হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমি তোমাকে সর্বোত্তম মুনাফা অর্জনকারী ব্যক্তি বলিয়া দিতেছি, তিনি আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, কি সেই মুনাফা (যাহা সেই ব্যক্তি অর্জন করিয়াছে)? এরশাদ করিলেন, ফরজ নামাযের পর দুই রাকাত নফল। (আবু দাউদ)

ফায়দা ১: এক উকিয়া চালিশ দেরহামে হয়। আর এক দেরহামে প্রায় তিন গ্রাম রূপা হয়। এই হিসাবে প্রায় তিন হাজার তোলা রূপা (মুনাফা অর্জন) হইয়াছে।

— ۱۴۹ — عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: يَعْقِدُ
الشَّيْطَانُ عَلَىٰ قَافِيَّةِ زَانِي أَحَدَكُمْ إِذَا هُوَ نَامٌ - ثَلَاثَ عَقْدٍ يَضْرِبُ
كَاهْنَ كَاهْنَىٰ عَنْدَهُ عَانِكَ لَذْلِ طَوْنَلْ فَإِذَا قَدْ فَوْنَ فَوْنَ اسْتَقْبَطَ اللَّذْكَرَ اللَّهُ
for more books <https://youtube.com/annabooks5g>

انحلت عقدة، فإن توڑا انحلت عقدة، فإن صلی انحلت عقدة،
 فأصبح نشيطا طيب النفس وإن أضيَّع خير النفس كسلان.
 رواه أبو داود، باب قيام الليل، رقم: ٦٣٠ وفى رواية أخرى ماجه: فيضُبُّ نشيطا
**طَيِّبُ النَّفْسِ فَذَادَهَا خَيْرًا وَإِنْ لَمْ يَفْعُلْ، أَضَبَّ كَسْلًا خَيْرَهُ
 النَّفْسِ لَمْ يُصْبِبْ خَيْرًا، باب ما جاء فى قيام الليل، رقم: ١٣١٩.**

১৪৯. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের কেহ যখন শয়ন করে তখন শয়তান তাহার ঘাড়ের উপর তিনটি গিরা লাগাইয়া দেয়। প্রত্যেক গিরাতে সে এই বলিয়া ফুঁ দেয় যে, এখনও রাত্রি অনেক বাকি আছে, ঘুমাইতে থাক। মানুষ যদি জাগ্রত হইয়া আল্লাহ তায়ালার নাম উচ্চারণ করে তবে একটি গিরা খুলিয়া যায়। আর যদি অযু করিয়া লয় তবে দ্বিতীয় গিরাও খুলিয়া যায়। অতঃপর যদি তাহজ্জুদ পড়িয়া লয় তবে সমস্ত গিরাগুলি খুলিয়া যায়। অতএব সকালবেলা সে অত্যন্ত সতেজ মন ও হাসিখুশী থাকে। তাহার অনেক বড় কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে। আর যদি তাহজ্জুদ না পড়ে তবে সে অলস ও ভারাক্রান্ত থাকে এবং অনেক বড় কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হইয়া যায়।

(আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

١٥٠ - عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: رجلان من أئمتنا يقوم أحدهما من الليل فيغالج نفسه إلى الطهور، وعليه عقد فيتوحا، فإذا وضأ يدينه انحلت عقدة، وإذا وضأ وجهه انحلت عقدة، وإذا مسح رأسه انحلت عقدة، وإذا رجليه انحلت عقدة، فيقول رب عزوجل للذين وراء الحجاب: انظروا إلى عبدى هذَا يغالج نفسه ما سالنى عبدى هذَا فهو له. رواه أحمد، الفتح الرباني ٢٠٤

১৫০. হযরত ওকবা ইবনে আমের (রায়িঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আমার উম্মতের দুই ব্যক্তির মধ্যে এক ব্যক্তি রাত্রে উঠে এবং অনিষ্ট সঙ্গে নিজেকে অযুর জন্য প্রস্তুত করে, কারণ তাহার উপর শয়তানের ফিগুর লাগিয়া থাকে। যখনসে অযুর ছাধ্য নিজের উভয় হাত ধৌত করে

তখন একটি গিরা খুলিয়া যায়। যখন চেহারা ধোত করে তখন দ্বিতীয় গিরা খুলিয়া যায়, যখন মাথা মাসাহ করে তখন আরও একটি গিরা খুলিয়া যায়, যখন পা ধোত করে তখন আরও একটি গিরা খুলিয়া যায়। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে যাহারা মানুষের দৃষ্টির অস্তরালে রহিয়াছেন, বলেন, আমার এই বান্দাকে দেখ, সে কিরণ কষ্ট সহ্য করিতেছে, আমার এই বান্দা আমার নিকট যাহা চাহিবে তাহা সে পাইবে। (মুসনাদে আহমাদ আল ফাতুর রাক্যানী)

١٥١ - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّابِيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ تَعَاَدَ مِنَ الظَّلَلِ فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، أَوْ دَعَا اسْتَجِيبْ، فَإِنْ تَوَضَّأْ وَصَلَّى قَبْلَتْ صَلَاتِهِ.

رواه البخاري، باب فضل من تمار من الليل فضلي، رقم: ١١٥٤

১৫১. হযরত ওবাদাহ ইবনে সামেত (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যাহার রাতে চোখ খুলিয়া যায়, অতঃপর সে এই দোয়া পড়িয়া লয়—

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،
وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

অতঃপর (আর্থাৎ আয় আল্লাহ আমাকে মাফ করিয়া দিন) বলে, “অথবা আর কোন দোয়া করে তবে উহা কবুল হইয়া যায়। তারপর যদি অবৃ করিয়া নামায পড়িতে লাগিয়া যায় তবে তাহার নামায কবুল করা হয়। (বোখারী)

١٥٢ - عَنْ أَبْنَى عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ فِي السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ
الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ

وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاءَكَ حَقُّ وَقُولُكَ حَقُّ، وَالجَنَّةُ حَقُّ، وَالنَّارُ
حَقُّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقُّ وَمُحَمَّدٌ ﷺ حَقُّ، وَالسَّاعَةُ حَقُّ اللَّهُمَّ لَكَ
أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْتُ، وَبِكَ
خَاصَّتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا فَدَّمْتُ وَمَا أَخْرَى، وَمَا
أَسْرَزْتُ وَمَا أَغْلَى، أَنْتَ الْمُقْدِمُ وَأَنْتَ الْمُؤْخِرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
أَنْتَ لَا إِلَهَ غَيْرُكَ، قَالَ سَفَيَانُ وَزَادَ عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو ابْيَهْ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ
إِلَّا بِاللَّهِ رواه البخاري باب التهجد بالليل، رقم: ١١٢٠

১৫২. হযরত ইবনে আবাস (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রে যখন তাহাঙ্গুদের জন্য
উঠিতেন তখন এই দোয়া পড়িতেন—

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ فِيمُ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ
الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ
الْحَقُّ، وَلِقَاءَكَ حَقُّ وَقُولُكَ حَقُّ، وَالجَنَّةُ حَقُّ، وَالنَّارُ حَقُّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقُّ
وَمُحَمَّدٌ ﷺ حَقُّ، وَالسَّاعَةُ حَقُّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ
تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْتُ، وَبِكَ خَاصَّتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا
فَدَّمْتُ وَمَا أَخْرَى، وَمَا أَسْرَزْتُ وَمَا أَغْلَى، أَنْتَ الْمُقْدِمُ وَأَنْتَ الْمُؤْخِرُ
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

অর্থ : আয় আল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা আপনারই জন্য, আপনি
আসমানসমূহ ও জমিন এবং উহাতে যে সকল মাখলুক আবাদ রহিয়াছে
সকলের রক্ষণাবেক্ষণকারী, সমস্ত প্রশংসা আপনারই জন্য, জমিন
আসমান ও উহার মধ্যে অবস্থিত সকল মাখলুকের উপর আপনারই
রাজত্ব। সমস্ত প্রশংসা আপনারই জন্য, আপনি জমিন-আসমানের আলো
দানকারী, সমস্ত প্রশংসা আপনারই জন্য, আপনি জমিন আসমানের
বাদশাহ, সমস্ত প্রশংসা আপনারই জন্য, প্রকৃত অস্তিত্ব আপনারই,
আপনার ওয়াদা হক (চলিতে পারে না)। আপনার সাক্ষাৎ অবশ্যই শ্রান্ত

হইবে, আপনার ফরমান হক, জাম্বাতৰ অস্তিত্ব হক, জাহাঙ্গামের অস্তিত্ব হক, সমস্ত নবী আলাইহিমুস সালামগণ সত্য, (হযরত) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য (রাসূল), কেয়ামত অবশ্যই আসিবে, আয় আল্লাহ আমি নিজেকে আপনার সোপর্দ করিলাম, আমি আপনাকে অন্তর দ্বারা মানিলাম, আপনারই উপর ভরসা করিলাম, আপনারই দিকে মনোনিবেশ করিলাম, (অস্বীকারকারীদের মধ্য হইতে) যাহার সহিত বিবাদ করিয়াছি তাহা আপনারই সাহায্যে করিয়াছি এবং আপনারই দরবারে ফরিয়াদ পেশ করিয়াছি, অতএব আমার সেই সকল গুনাহ মাফ করিয়া দিন যাহা আমি আজ পর্যন্ত করিয়াছি আর যাহা পরে করিব, আর যে গুনাহ আমি গোপনে করিয়াছি, আর যাহা প্রকাশ্যে করিয়াছি। আপনিই তৌফিক দান করতঃ দ্বীনি আমলের দিকে অগ্রগামী করেন আপনিই তৌফিক ছিনাইয়া লইয়া পশ্চাদগামী করেন। আপনি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই, নেক কাজ করার শক্তি ও বদ কাজ হইতে বাঁচার শক্তি একমাত্র আল্লাহর পক্ষ হইতেই হয়। (বোখারী)

١٥٣-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْفِطْرَةُ أَكْبَرُ، الصَّيَامُ بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللَّهِ الْمُحْرَمُ، وَالْأَفْضَلُ الصَّلَاةُ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ، صَلَاةُ اللَّيْلِ. رواه سلم، باب فضل صوم المحرم، رقم: ١٧٥٥

১৫৩. হযরত আবু হোরায়রা (বাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, রম্যানুল মোবারকের পরে সর্বাপেক্ষা উত্তম রোয়া মাহে মুহাররমের রোয়া। আর ফরয নামাযের পর সর্বাপেক্ষা উত্তম নামায রাত্রের নামায। (মুসলিম)

١٥٤-عَنْ إِيَّاسِ بْنِ مَعَاوِيَةَ الْمُزَنَّى رَجِمَهُ اللَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا يَبْدِئُ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَلَا حَلْبَ شَاةٍ، وَمَا كَانَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فَهُوَ مِنَ اللَّيْلِ. رواه الطبراني في الكبير وفيه: محمد بن اسحاق وهو مدلس وبقية رجال ثقات، مجمع الروايات ٥٢١/٢ وموثقة، مجمع الروايات ١٠/٩٢

১৫৪. হযরত ইয়াস ইবনে মুআবিয়া মুয়ানী (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তাহাজ্জুদ অবশ্যই পড় যদিও বকরীর দুখ দোহন পরিমাণ এত অল্প সময়ের জন্যই হউক না কেন। আর এশার পর যে নামাযই পড়া হইবে তাহা তাহাজ্জুদের ঘণ্ট্যে গণ্য হইবে। (তাবরণী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

for more videos before: <https://youtube.com/c/noman5g>
 ফায়দা : ঘূর্ম হইতে জাগৃত হইবার পর যে নামায পড়া হয় উহাকে
 তাহাজ্জুদ বলে। কোন কোন ওলামায়ে কেরামের নিকট এশার পর
 ঘূর্মাইবার পূর্বে যে নফল পড়িয়া লওয়া হইবে উহাও তাহাজ্জুদ।

(এলাউস সুনাম)

١٥٥-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَضْلٌ
 صَلَاةُ الظَّلِيلِ عَلَى صَلَاةِ الْهَارِ كَفْضٌ صَدَقَةُ السَّرِّ عَلَى صَدَقَةِ
 الْعَلَانِيَةِ. رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ٥١٩/٢

১৫৫. হযরত আবদুল্লাহ (রায়ঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, রাত্রের নফল নামায দিনের নফল নামায হইতে একপ উত্তম যেকোপ গোপন সদকা প্রকাশ্য সদকা হইতে উত্তম। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٥٦-عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهْلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
 عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ الظَّلِيلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ لِّكُمْ إِلَى
 رَبِّكُمْ وَمَخْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ. رواه الحاكم وقال: هذا
 حدث صحيح على شرط البخاري ولم يخر جاه ووافقه النعيم ٤٠٨/١

১৫৬. হযরত আবু উমামা বাহেলী (রায়ঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে,
 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তাহাজ্জুদ
 অবশ্যই পড়িও। উহা তোমাদের পূর্ববর্তী নেক লোকদের তরীকা। আর উহা
 দ্বারা তোমাদের আপন রবের নৈকট্য লাভ হইবে, গুনাহ মাফ হইবে এবং
 গুনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। (মুসতাদুরাকে হাকেম)

١٥٧-عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: تَلَامِثُ بَعْبُثِمْ
 اللَّهُ، وَيَصْحَحُكُ إِلَيْهِمْ وَيَسْتَبْشِرُ بِهِمْ الَّذِي إِذَا انْكَشَّفَ فِتْنَةٍ
 وَرَأَهَا بِنَفْسِهِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنَّمَا أَنْ يُفْعَلُ وَإِنَّمَا أَنْ يُنْصَرَهُ اللَّهُ
 عَزَّ وَجَلَّ وَيَكْفِيهِ، فَيَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِنِي هَذَا كَيْفَ صَبَرَ لِنِ
 بَنْفِسِهِ؟ وَالَّذِي لَهُ أَمْرَأَةٌ حَسَنَةٌ وَفِرَاشٌ لَبَنْ حَسَنٌ، فَيَقُولُونَ مِنَ الظَّلِيلِ
 فَيَقُولُ: يَنْرُ شَهْوَتَهُ وَيَذْكُرُنِي، وَلَوْ شَاءَ رَقَدَ، وَالَّذِي إِذَا كَانَ فِي
 سَفَرٍ وَكَانَ مَعَهُ رَكْبٌ فَسَهَرُوا ثُمَّ هَجَعُوا فَقَامَ مِنَ السُّحْرِ فِي

for more videos <https://youtube.com/annaba>

১৫৭. হযরত আবু দারদা (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তিনি ব্যক্তি এমন আছে যাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা মহবত করেন, এবং তাহাদেরকে দেখিয়া অত্যন্ত খুশী হন, তন্মধ্যে একজন সেই ব্যক্তি যে জেহাদে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য একাই লড়াই করিতে থাকে যখন তাহার সমস্ত সাথী ময়দান ছাড়িয়া চলিয়া যায়। অতঃপর সে হয়ত শহীদ হইয়া যাইবে অথবা আল্লাহ তায়ালা তাহাকে সাহায্য করিবেন এবং তাহাকে জয়যুক্ত করিবেন। আল্লাহ তায়ালা (ফেরেশতাদেরকে) বলেন, আমার এই বান্দাকে দেখ, আমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কিভাবে ময়দানে দৃঢ়পদ রহিয়াছে। দ্বিতীয় সেই ব্যক্তি যাহার পার্শ্বে সুন্দরী স্ত্রী রহিয়াছে এবং উত্তম ও নরম বিছানা রহিয়াছে তথাপি সে (এইসব ছাড়িয়া) তাহাজ্জুদে মশগুল হইয়া যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, দেখ, নিজের খাহেশকে ত্যাগ করিতেছে আর আমাকে স্মরণ করিতেছে। ইচ্ছা করিলে সে ঘুমাইয়া থাকিতে পারিত। তৃতীয় সেই ব্যক্তি যে সফরে কাফেলার সহিত রহিয়াছে। কাফেলার লোকজন অধিক রাত্র জাগ্রত থাকিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, আর এই ব্যক্তি মনের ইচ্ছায় অনিচ্ছায়—সর্বাবস্থায় তাহাজ্জুদের জন্য উঠিয়া দাঁড়ায়। (তাবারানী, তরঙ্গীব)

١٥٨- عن أبي مالِكِ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ فِي
الجَنَّةِ غُرْفَةً يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا، وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا، أَعْدَهَا
اللَّهُ لِمَنِ اطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأَفْسَنَ السَّلَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيلِ وَالنَّاسُ
بِيَامٍ. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده قويٌّ / ٢٦٢

১৫৮. হযরত আবু মালেক আশআরী (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জান্নাতে একুপ বালাখানা রহিয়াছে, যাহার ভিতরের জিনিস বাহির হইতে এবং বাহিরের জিনিস ভিতর হইতে দেখা যায়। এই সকল বালাখানা আল্লাহ তায়ালা ঐ সকল লোকের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন যাহারা লোকদেরকে খানা খাওয়ায়, অধিক পরিমাণে সালাম প্রচার করে এবং রাত্রে এমন সময় নামায পড়ে যখন লোকেরা ঘুমাইয়া থাকে। (ইবনে হিবান)

١٥٩- عن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَيْ
النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! عِنْ مَا شَبَّتْ فِي أَنْوَافِ مَيَاتٍ، وَأَغْمَلَ مَا
for more books <https://youtube.com/alam15g>

**شَتَّىٰ فِيَّكَ مَجْزُئٌ بِهِ، وَأَخْبَرَ مَنْ شِتَّىٰ فِيَّكَ مَفَارِقَهُ، وَأَغْلَمَ أَنَّ
شَرْفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامَ اللَّيلِ، وَعَزَّةُ اسْتِغْنَاءِهِ عَنِ النَّاسِ.** رواه الطبراني

في الأوسط وابناده حسن، الترغيب ٤٣١/١

১৫৯. হযরত সাহল ইবনে সাদ (রায়িৎ) বলেন, হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, তে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনি যতদিনই জীবিত থাকুন না কেন একদিন মৃত্যু আসিবেই। আপনি যাহা ইচ্ছা আমল করুন উহার বদলা বা বিনিময় আপনাকে দেওয়া হইবে। যাহাকে ইচ্ছা মহববত করুন অবশ্যে একদিন পথক হইতে হইবে। জানিয়া রাখুন, মুমিনের বৃষুণী তাহাজ্জুদ পড়ার মধ্যে, আর মুমিনের সম্মান লোকদের হইতে অমুখাপেক্ষী থাকার মধ্যে।

(তাবারানী، তরগীব)

**١٦٠ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لِنِي
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُولُ مِنَ الظَّلَيلِ
فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيلِ.** رواه البخاري، باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه،

رقم: ١١٥٢

১৬০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রায়িৎ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিয়াছেন, আবদুল্লাহ, তুম অমুকের মত হইও না। সে রাত্রে তাহাজ্জুদ পড়িত আবার তাহাজ্জুদ ছাড়িয়া দিল। (বোঝারী)

ফাযদা ৪: অর্থাৎ কোন ওজর ব্যতীত নিজের দৈনন্দিনের দ্বিনী আমলকে ছাড়িয়া দেওয়া ভাল নয়। (মোজাহেরে হক)

**١٦١ - عَنْ الْمُطَلِّبِ بْنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
صَلَاةُ اللَّيلِ مُشْتَىٰ مَشْتَىٰ، وَإِذَا صَلَىٰ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَشَهَّدْ فِي كُلِّ
رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ لِيُلْحِفْ فِي الْمَسْتَلَةِ، ثُمَّ إِذَا ذَعَا فَلْيَتَسْكُنْ وَلْيَتَبَاسْ
وَلْيَتَضَعْفَ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَذَلِكَ الْعِدَاجُ أَوْ كَالْعِدَاجِ.** رواه

احمد ٤/١٦٧

১৬১. হযরত মুতালিব ইবনে রাবীআহ (রায়িৎ) বলেন, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, রাত্রের নামায দুই দুই রাকাত করিয়া। অতএব তোমাদের কেহ যখন নামায পড়িবে তখন প্রতি দুই রাকাতের শেষে তাশাহজ্জদ পড়িবে। অতঃপর দোয়ার মধ্যে মিনতি করিবে, বিনীত ভাব অবলম্বন করিবে, অসহায়তা ও অক্ষমতা প্রকাশ করিবে। যে এরূপ করে নাই তাহার নামায অসম্পূর্ণ রহিয়াছে।

(মুসনাদে আহমাদ)

ফায়দা ৪ তাশাহজ্জদের পর দোয়া করা, নামাযের মধ্যেও এবং সালামের পরও করা যাইতে পারে।

١٤٢ - عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَأَ بِالشَّيْءِ لَيْلَةً وَهُوَ يُصَبِّلَ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْمَدِينَةِ قَالَ: فَقُنْتُ أَصْلَى وَرَاءَهُ يَخْيَلُ إِلَيَّ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ، فَاسْتَفْتَحْ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَقُلْتُ إِذَا جَاءَ مَائَةً آيَةً رَكْعَ، فَجَاءَهَا فَلَمْ يَرْكَعْ، فَقُلْتُ إِذَا جَاءَ مَائَتَيْ آيَةً رَكْعَ، فَجَاءَهَا فَلَمْ يَرْكَعْ، فَقُلْتُ إِذَا خَتَمَهَا رَكْعَ، فَخَتَمْتُ فَلَمْ يَرْكَعْ، فَلَمَّا خَتَمْتُ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، وَتَرَا ثُمَّ اسْتَخَآلْ عِمْرَانَ، فَقُلْتُ إِنِّي خَتَمْتَهَا رَكْعَ، فَخَتَمْتَهَا وَلَمْ يَرْكَعْ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ ثَلَاثَ مَرَاتٍ، ثُمَّ اسْتَخَآلْ سُورَةَ الْمَائِدَةِ، فَقُلْتُ: إِذَا خَتَمْ رَكْعَ، فَخَتَمْهَا فَرَكْعَ، فَسَمِعْتَهُ يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّيِ الْعَظِيمِ، وَبِرَجْعِ شَفَقَتِهِ فَأَغْلَمُ أَنَّهُ يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ، ثُمَّ سَاجَدَ فَسِعْتَهُ يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّيِ الْأَعْلَى، وَبِرَجْعِ شَفَقَتِهِ فَأَغْلَمُ أَنَّهُ يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا أَفْهَمُ غَيْرَهُ ثُمَّ اسْتَخَآلْ سُورَةَ الْأَنْعَامِ فَرَكْعَهُ وَذَهَبَتْ。 رواه عبد الرزاق في

১৪৭/২ مصنف

১৬২. হযরত হোয়াইফা ইবনে ইয়ামান (রায়িৎ) বলেন, আমি এক রাত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দিয়া গেলাম। তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় মসজিদে নামায পড়িতেছিলেন। আমি তাঁহার পিছনে নামায পড়িতে দাঁড়াইয়া গেলাম। আমার ধারণা ছিল যে, তিনি জানেন না যে, আমি তাঁহার পিছনে নামায পড়িতেছি। তিনি সুরা বাকারা আরস্ত করিলেন, আমি মনে মনে বলিলাম, হয়ত একশত আয়াতের পর রুকু করিবেন। কিন্তু তিনি যখন একশত আয়াত পড়িয়া রুকু করিলেন না তখন ভুবিলাম দুইশত আয়াত পড়িয়া রুকু করিবেন। কিন্তু তিনি যখন

দুইশত আয়াত পড়িয়া রুকু করিলেন না তখন আমি ভাবিলাম, হ্যত সূরা শেষ করিয়া রুকু করিবেন। যখন তিনি সূরা শেষ করিলেন তখন তিনবার পড়িলেন। অতঃপর সূরা আলে এমরান আরঙ্গ করিলেন। আমি ধারণা করিলাম যে, ইহা শেষ করিয়া তো রুকু করিবেনই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সূরা শেষ করিলেন, কিন্তু রুকু করিলেন না, বরং তিন বার **اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ** পড়িলেন। অতঃপর সূরা মায়েদাহ আরঙ্গ করিয়া দিলেন। আমি চিন্তা করিলাম, সূরা মায়েদাহ শেষ করিয়া রুকু করিবেন। সুতরাং তিনি সূরা سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ পড়িতে শুনিলাম এবং তিনি নিজের ঠোট মোবারক নাড়াইতেছিলেন। (যাহাতে) আমি বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি উহার সহিত আরও কিছু পড়িতেছেন। অতঃপর তিনি সেজদা করিলেন। আমি তাহাকে সেজদাতে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى পড়িতে শুনিলাম এবং তিনি তাহার ঠোট মোবারক নাড়াইতেছিলেন। যাহাতে আমি বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি উহার সহিত আরও কিছু পড়িতেছেন যাহা আমি বুঝিতে পারিতেছিলাম না। অতঃপর দ্বিতীয় রাকাতে সূরা আনআম আরঙ্গ করিলে আমি তাহাকে নামাযরত অবস্থায় ছাড়িয়া চলিয়া আসিলাম। (কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আর নামায পড়িতে তিম্মত করিতে পারিলাম না!) (মুসারাফে আবদুর রাজ্ঞাক)

١٦٣ - عَنْ أَبْنَى عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَقُولُ لِلَّهَ جِينَ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ
 عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا قَلْبِي، وَتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِي، وَتَلْمِّ بِهَا شَفْعِي،
 وَتُفْلِحُ بِهَا غَائِبِي، وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي، وَتَزْكِي بِهَا عَمْلِي،
 وَتَلْهُمْنِي بِهَا رُشْدِي، وَتَرْدُ بِهَا الْفَتْنَى، وَتَعْصِمْنِي بِهَا مِنْ كُلِّ
 سُوءِ، اللَّهُمَّ اغْطِنِنِي إِيمَانًا وَيَقِنَّا لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ، وَرَحْمَةً أَنَّا بِهَا
 شَرَفٌ كَرَامَتُكَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْفَوْزَ فِي
 الْقَضَاءِ وَنُزُلَ الشَّهَادَةِ وَغَيْشَ السُّعْدَاءِ، وَالنَّصْرَ عَلَى الْأَغْدَاءِ،
 اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْزَلْتُ بِكَ حَاجَتِي وَإِنِّي فَصَرَّ رَأِيَّي وَضَعَفَ عَمْلِي
 الْفَقَرَثُ إِلَى رَحْمَتِكَ، فَأَسْأَلُكَ يَا قَاضِي الْأَمْوَارِ، وَيَا شَافِي
 الصَّدَرِ، كَمَا لَعِبَرَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ أَنْ تُعِزِّزَنِي مِنْ عِذَابِ السَّيِّئِ

وَمِنْ دُغْوَةِ الشَّبُورِ، وَمِنْ فَتْنَةِ الْقُبُوْرِ。 اللَّهُمَّ مَا قَصَرَ عَنِّي رَأَيِّي وَلَمْ
تَبْلُغْهُ يَسْتَغْفِرُ لَمْ تَبْلُغْهُ مَسَائِلِي مِنْ خَيْرٍ، وَعَذَّتْهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ
خَيْرٌ أَنْتَ مُعْطِيهِ أَحَدًا مِنْ عِبَادِكَ فَإِنِّي أَرْغُبُ إِلَيْكَ فِيهِ وَاسْأَلُكَ
بِرَحْمَتِكَ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ ذَا الْجَبْلِ الشَّدِيدِ، وَالْأَمْرِ الرَّشِيدِ،
أَسْأَلُكَ الْأَمْنَ يَوْمَ الْوَعِيدِ، وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْخَلُودِ مَعَ الْمُقْرَبِينَ
الشَّهْوَدِ، الرَّجُمُعُ السُّجُودِ، الْمُؤْفِنُ بِالْعَهْوَدِ، أَنْتَ رَحِيمٌ وَّدُودٌ،
وَإِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تَرِيدُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا هَادِينَ مُهَتَّدِينَ غَيْرَ ضَالِّينَ وَلَا
مُضَلِّلِينَ سَلِّمًا لِأُولَئِكَ وَعَدُوا لِأَعْدَائِكَ نُحْبِبُ بِحُبِّكَ مَنْ أَحْبَبْتَ
وَنُعَادِي بَعْدَ أَهْبَاتِكَ مِنْ خَالِقِكَ، اللَّهُمَّ هَذَا الدُّعَاءُ وَعَلَيْكَ الإِجَابَةُ
وَهَذَا الْجَهْدُ وَعَلَيْكَ التَّكْلِافُ。 اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي نُورًا فِي قَلْبِي
وَنُورًا فِي قَبْرِي وَنُورًا مِنْ بَيْنِ يَدَيِّي، وَنُورًا مِنْ خَلْفِي، وَنُورًا عَنْ
يَمْنِي، وَنُورًا عَنْ شَمَالِي، وَنُورًا مِنْ فَوْقِي، وَنُورًا مِنْ تَحْنِي،
وَنُورًا فِي سَمْعِي، وَنُورًا فِي بَصَرِي، وَنُورًا فِي شَعْرِي، وَنُورًا فِي
بَشَرِي، وَنُورًا فِي لَحْيَيِّي، وَنُورًا فِي دَمِي، وَنُورًا فِي عَظَامِي،
اللَّهُمَّ أَغْظِنْمِ لِي نُورًا وَأَغْطِنْمِ نُورًا وَاجْعَلْ لِي نُورًا، سُبْحَانَ الَّذِي
تَعْطَفُ الْعِزَّ وَقَالَ بِهِ، سُبْحَانَ الَّذِي لَيْسَ الْمَجْدُ وَتَكْرَمُ بِهِ،
سُبْحَانَ الَّذِي لَا يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إِلَّا لَهُ، سُبْحَانَ ذِي الْفَضْلِ
وَالْبَعْثَ، سُبْحَانَ ذِي الْمَجْدِ وَالْكَرْمِ، سُبْحَانَ ذِي الْجَلَالِ
وَالْإِكْرَامِ。 رواه الترمذى وقال: هذا حديث غريب، باب منه دعاء: اللهم إني

أستلوك رحمة من عندك رقم: ٣٤١٩

১৬৩. হযরত ইবনে আবুস (রায়ি) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাত্রে তাহাজুদ নামায শেষ করিবার পর আমি তাহাকে এই দোয়া করিতে শুনিয়াছি—
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا قَلْبِي، وَتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِي،
وَتَلْمِّ بِهَا شَغْفِي، وَتُصْلِحُ بِهَا غَائِبِي، وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي، وَتُرْكِي بِهَا
عَمَّيِ، وَتُنْهِي بِهَا رُشِيدِي، وَتُرْدِي بِهَا أَفْقِنِي، وَتَعْصِمُنِي بِهَا مِنْ كُلِّ

for more videos <https://youtube.com/annaaba>

سُوءِ، اللَّهُمَّ أَعْطِنِي إِيمَانًا وَبِقِيَّاً لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ، وَرَحْمَةً أَنَالَ بِهَا شَرُّ
 كُرَامِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلُكَ الْفَوْزَ فِي الْقِضَاءِ وَتَرْزُّ
 الشَّهِداءِ وَغَيْشَ السُّعَادِ، وَالظَّرَرَ عَلَى الْأَعْذَادِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْزُلُ بِكَ
 حَاجَتِي وَإِنِّي قَصْرٌ رَأَيْنِي وَضَعْفٌ عَمَلِي افْتَرَثْتُ إِلَيْ رَحْمَتِكَ، فَاسأَلْكَ يَا
 فَاضِي الْأُمُورِ، وَيَا شَافِي الصَّدْورِ، كَمَا تَجْزِي بَيْنَ الْبَخْرُورِ، أَنْ تُجْزِيَنِي مِنْ
 عَذَابِ السَّعْيِ، وَمِنْ دُغْوَةِ الشَّيْوَرِ، وَمِنْ فَتْنَةِ الْقَبُورِ. اللَّهُمَّ مَا قَصَرَ عَنِ
 رَأَيِّنِي وَلَمْ تَبْلُغْهُ نِيَّتِي وَلَمْ تَبْلُغْهُ مَسَائِلِي مِنْ خَيْرٍ، وَعَذَّتْهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ
 خَيْرٌ أَنْتَ مُعْطِيهِ أَحَدًا مِنْ عِبَادِكَ فَإِنِّي أَرْغُبُ إِلَيْكَ فِيهِ وَاسأَلْكَهُ بِرَحْمَتِكَ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ ذَا الْجَبَلِ الشَّدِيدِ، وَالْأَمْرِ الرَّشِيدِ، اسأَلْكَ الْأَمْنَ يَوْمَ
 الْوَعِيدِ، وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْخُلُودِ مَعَ الْمُقَرَّبِينَ الشَّهُودِ، الرُّكْعَيْمُ السَّجُودُ،
 الْمُؤْفِنُ بِالْعَهْوُدِ، أَنْتَ رَحِيمٌ وَدُودٌ، وَإِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تُرِيدُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا
 هَادِيْنَ مُهْتَدِيْنَ غَيْرَ ضَالِّيْنَ وَلَا مُضَلِّيْنَ سَلَّمًا لِأُولَائِكَ وَعَدُوًا لِأَعْدَائِكَ
 نُحْبِبُ بِحُبِّكَ مِنْ أَحَبِّكَ وَنُعَادِي بِعَدَاوَاتِكَ مِنْ خَالِقِكَ، اللَّهُمَّ هَذَا الدُّعَاءُ
 وَعَلَيْكَ الْإِجَابَةُ وَهَذَا الْجُهْدُ وَعَلَيْكَ التَّكْلِفُ. اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي نُورًا فِي
 قَلْبِي وَنُورًا فِي قَبْرِي وَنُورًا مِنْ بَيْنِ يَدَيِّ، وَنُورًا مِنْ خَلْفِي، وَنُورًا عَنِ
 يَمِينِي، وَنُورًا عَنْ شِمَالِي، وَنُورًا مِنْ فَوْقِي، وَنُورًا مِنْ تَحْتِي، وَنُورًا فِي
 سَمَاءِي، وَنُورًا فِي بَصَرِي، وَنُورًا فِي شَغْرِي، وَنُورًا فِي بَشَرِيِّ، وَنُورًا فِي
 لَحْيِي، وَنُورًا فِي دَمِي، وَنُورًا فِي عَظَامِي، اللَّهُمَّ أَعْظُمْ لِي نُورًا وَأَعْطِنِي
 نُورًا وَاجْعَلْ لِي نُورًا، سُبْحَانَ الَّذِي تَعْطُفُ الْعِزَّ وَقَالَ بِهِ، سُبْحَانَ الَّذِي
 لَيْسَ الْمَجْدُ وَتَكْرَمُ بِهِ، سُبْحَانَ الَّذِي لَا يَتَبَغِي التَّسْبِيحُ إِلَّا لَهُ، سُبْحَانَ ذِي
 الْفَضْلِ وَالْيَعْمَ، سُبْحَانَ ذِي الْمَجْدِ وَالْكَرَمِ، سُبْحَانَ ذِي الْجَلَالِ
 وَالْإِكْرَامِ

অর্থ : আয় আল্লাহ, আমি আপনার নিকট আপনার খাস রহমত চাহিতেছি, যাহা দ্বারা আপনি আমার দিলকে হেদায়াত নসীব করুন এবং উহু দ্বারা আমার কাজকে সহজ করিব দিন, আর সেই রহমত দ্বারা

আমার পেরেশানীর অবস্থাকে দূর করিয়া দিন এবং আমার অনুপস্থিতির বিষয়গুলির দেখাশুনা করুন, আর যাহা আমার নিকট আছে উহাকে সেই রহমত দ্বারা উন্নতি ও সম্মান নসীব করুন এবং আমার আমলকে সেই রহমত দ্বারা শিরক ও রিয়া) হইতে পাক করিয়া দিন, আর সেই রহমত দ্বারা আমার অন্তরে এমন কথা ঢালিয়া দিন যাহা আমার জন্য সঠিক ও উপযোগী হয় এবং আমি যে জিনিসকে ভালবাসি সেই রহমত দ্বারা আমাকে উহা দান করুন, এবং সেই রহমত দ্বারা আমাকে সর্বপ্রকার খারাবী হইতে হেফাজত করুন। আয় আল্লাহ, আমাকে এমন ঈমান ও একীন নসীব করুন যাহার পর আর কোন প্রকার কুফর না থাকে এবং আমাকে আপনার সেই রহমত দান করুন যাহা দ্বারা আমার দুনিয়া আখেরাতে আপনার পক্ষ হইতে ইজ্জত ও সম্মানজনক স্থান লাভ হইবে। আয় আল্লাহ, আমি আপনার নিকট ফয়সালা বা সিদ্ধান্তের বিশুদ্ধতা এবং আপনার নিকট শহীদগণের ন্যায় মেহমানদারী, ভাগ্যবানদের ন্যায় জীবন এবং শক্তির মোকাবিলায় আপনার সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। আয় আল্লাহ, আমি আপনার নিকট আমার প্রয়োজন পেশ করিতেছি, যদিও আমার বুদ্ধি অসম্পূর্ণ ও আমার আমল দুর্বল, আমি আপনার রহমতের মুখাপেক্ষী। হে কার্যসম্পাদনকারী ও অন্তরসমূহের শেফাদানকারী, যেমন আপনি আপন কুদরত দ্বারা (একই সঙ্গে প্রবাহিত) সমুদ্গুলির একটি হইতে অপরটিকে পৃথক করিয়া রাখেন, (অর্থাৎ লোনাকে মিষ্টি হইতে এবং মিষ্টিকে লোনা হইতে পৃথক রাখেন) তেমনি আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, আমাকে আপনি দোষখের আগুন হইতে এবং সেই আযাব হইতে যাহা দেখিয়া মানুষ হায় হায় (অর্থাৎ মৃত্যু কামনা) করিতে আরম্ভ করে এবং কবরের আযাব হইতে দূরে রাখুন। আয় আল্লাহ, যে কল্যাণ পর্যন্ত আমার আকল বুদ্ধি পৌছিতে পারে নাই এবং আমার আমল উহা অর্জন করার ব্যাপারে দুর্বল রহিয়াছে এবং আমার নিয়তও সেই পর্যন্ত পৌছে নাই এবং আমি আপনার নিকট সেই কল্যাণ সম্পর্কে আবেদনও করি নাই, যাহা আপনি আপনার মাখলুক হইতে কোন বান্দার সঙ্গে ওয়াদা করিয়াছেন অথবা এমন কোন কল্যাণ যাহা আপনি আপনার কোন বান্দাকে দেওয়ার ইচ্ছা করিয়াছেন, হে সমস্ত জগতের পালনকর্তা, আমিও আপনার নিকট সেই কল্যাণ কামনা করি এবং আপনার রহমতের উসিলায় উহা চাহিতেছি। হে দৃঢ় অঙ্গীকারকারী ও নেককাজের মালিক আল্লাহ, আমি আপনার নিকট আযাবের দিন নিরাপত্তা ও কেয়ামতের দিন জানাতে এ সমস্ত লোকদের সঙ্গী হওয়ার প্রার্থনা করিতেছি আহারা

আপনার নেকটপ্রাপ্ত, আপনার দরবারে উপস্থিতি, কুকু সেজদায় পড়িয়া থাকে, অঙ্গীকারকে পালন করে। নিশ্চয় আপনি বড় মেহেরবান ও অত্যন্ত মহবত করনেওয়ালা এবং নিশ্চয় আপনি যাহা চাহেন তাহা করেন। আয় আল্লাহ, আমাদিগকে অন্যদের জন্য সৎপথের প্রদর্শক ও স্বয়ং হেদায়াতপ্রাপ্ত বানাইয়া দিন। এমন করিবেন না যে, নিজেও পথভ্রষ্ট হই এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করি। আপনার দোস্তদের সহিত যেন আমাদের সঁজি হয় আপনার দুশ্মনদের যেন দুশ্মন হই। যে আপনার সহিত মহবত রাখে তাহার সহিত আপনার মহবতের কারণে মহবত করি। আর যে আপনার বিরোধিতা করে তাহার সহিত আপনার দুশ্মনির কারণে যেন দুশ্মনি করি। আয় আল্লাহ, এই দোয়া করা আমার কাজ আর কবুল করা আপনার কাজ, আর ইহা আমার চেষ্টা এবং আপনার যাতের উপর ভরসা রাখি। আয় আল্লাহ, আমার অস্তরে নূর ঢালিয়া দিন, আমার কবরকে নূরানী করিয়া দিন, আমার সামনে নূর, আমার পিছনে নূর, আমার ডানে নূর, আমার বামে নূর, আমার উপরে নূর, আমার নিচে নূর, অর্থাৎ আমার চারিদিকে আপনারই নূর হউক, এবং আমার কানে নূর আমার চোখে নূর, আমার লোমে লোমে নূর, আমার চামড়ায় নূর, আমার গোশতে নূর, আমার রক্তে নূর, আমার হাঁড়ে হাঁড়ে নূরই নূর করিয়া দিন। আয় আল্লাহ, আমার নূরকে বৃদ্ধি করিয়া দিন, আমাকে নূর দান করুন, আমার জন্য নূর নির্ধারিত করিয়া দিন। পবিত্র সেই সন্তা ইজ্জত যাহার চাদর এবং তাহার ফরমান সম্মানিত। পবিত্র সেই সন্তা মহিমা ও মহত্ব যাহার পোশাক ও তাঁহার দান। পবিত্র সেই সন্তা যাহার শানই একমাত্র দোষ হইতে পাক হওয়ার উপযুক্ত। পবিত্র সেই সন্তা যিনি বড় অনুগ্রহ ও নেয়ামতের মালিক। পবিত্র সেই সন্তা, যিনি অত্যন্ত মহিমাময় সম্মানিত। পবিত্র সেই সন্তা যিনি অতীব মর্যাদা ও দয়ার মালিক। (তিরমিয়ী)

١٦٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ صَلَى فِي لَيْلَةٍ بِعِمَائِهِ آتِيهِ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ، وَمَنْ صَلَى فِي لَيْلَةٍ بِعِمَائِهِ آتِيهِ فِإِنَّهُ يُكْتَبْ مِنَ الْقَانِتِينَ الْمُخْلِصِينَ. رواه الحاكم وقال:

صحب على شرط مسلم ووافقه النسفي ٢٠٩ / ١

১৬৪. হযরত আবু হোরায়রা (রায়ঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন গুরুত্বপূর্ণ আয়াত পড়ে, সে এর রাতে আল্লাহর এবাদত

হইতে গাফেল ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য হয় না, আর যে ব্যক্তি কোন রাত্রে নামাযের মধ্যে দুইশত আয়াত পড়ে, সে এই রাত্রে এখলাসের সহিত এবাদতকারীদের মধ্যে গণ্য হয়। (দ্বিতীয়বাকে হাকেম)

١٦٥-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْفَاعِصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَامَ بِعِشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ، وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْفَاقِلِينَ، وَمَنْ قَرَا بِالْفَهْرِيِّ أَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقْنَطِرِينَ. رواه ابن حزم في صحيحه ١٨١/٢

১৬৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাহাজুদে দশ আয়াত পড়িয়া লয় সে ঐ রাত্রে গাফেলীনদের মধ্যে গণ্য হয় না। যে একশত আয়াত পড়িয়া লয় সে এবাদতগুজারদের মধ্যে গণ্য হয়। আর যে একহাজার আয়াত পড়িয়া লয় সে ঐ সকল লোকদের মধ্যে গণ্য হয় যাহারা কিনতার পরিমাণ সওয়াব লাভ করে।

(ইবনে খৃষ্ণাইয়া)

١٦٦-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْقِنْطَارُ اثْنَا عَشَرَ الْفَ أُوْقِيَّةُ، كُلُّ أُوْقِيَّةٍ خَيْرٌ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. رواه

ابن حبان، قال المحقق: إسناده حسن ٢١١/٦

১৬৬. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বার হাজার উকিয়াতে এক কিনতার হয় এবং প্রত্যেক উকিয়া জমিন আসমানের মধ্যবর্তী সমুদয় জিনিস হইতে উত্তম। (ইবনে হিব্রান)

١٦٧-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَجَمَ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ فِي الظَّلَلِ فَصَلَّى ثُمَّ أَيْقَظَ امْرَأَةَ فَصَلَّتْ، فَإِنَّ أَبْتَ نَصَحَّ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، وَرَجَمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ الظَّلَلِ فَصَلَّتْ ثُمَّ أَيْقَظَتْ رَجُلًا فَصَلَّى، فَإِنَّ أَبْتَ نَصَحَّ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ. رواه

السائل، باب الترغيب في فiam الليل، رقم: ١٦١١

১৬৭. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ

তায়ালা সেই ব্যক্তির উপর রহমত নাযিল করুন, যে রাত্রে উঠিয়া তাহাজ্জুদ পড়ে, অতঃপর নিজ শ্বেতকেও জাগ্রত করে এবং সেও নামায পড়ে। আর যদি (যুমের আধিক্যের দরুন) সে না উঠে তবে তাহার মুখের উপর হালকা পানির ছিটা দিয়া জাগ্রত করে। এমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা সেই মহিলার উপর রহমত নাযিল করুন, যে রাত্রে উঠিয়া তাহাজ্জুদ পড়ে, অতঃপর নিজ স্বামীকে জাগ্রত করে এবং সেও নামায পড়ে। আর যদি সে না উঠে তবে তাহার মুখের উপর হালকা পানির ছিটা দিয়া উঠাইয়া দেয়।

(মাসদ্র)

ফায়দা : এই হাদীস সেই স্বামী শ্বেতকেও জন্য যাহারা তাহাজ্জুদের আগ্রহ রাখে এবং এইভাবে একে অপরকে জাগ্রত করার দ্বারা তাহাদের মধ্যে মনমালিন্যতা সৃষ্টি না হয়। (মাআরিফ হাদীস)

١٦٨- عن أبي سعيد وابي هريرة رضي الله عنهمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَبْقَيْتَ الرَّجُلَ أَفْلَهَ مِنَ الظَّلَلِ فَصَلِّ لَهُ أَوْ صَلِّ لَهُ رَكْعَيْنِ جَمِيعًا كُبِّبَ فِي الدَّاِكِرِيْنَ وَالدَّاِكِرَاتِ. رواه أبو داود، باب قيام الليل، رقم: ١٣٩

১৬৮. হ্যরত আবু হোরায়রা ও হ্যরত আবু সাঈদ (রায়ঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষ যখন রাত্রে তাহার পরিবার পরিজনকে জাগ্রত করে এবং স্বামী শ্বেত উভয়ে (কমসে কম) তাহাজ্জুদের দুই রাকাত পড়িয়া লম্ব তখন তাহারা অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকিরকারীদের মধ্যে গণ্য হইয়া যায়। (আবু দাউদ)

١٦٩- عن عطاء رحمة الله قال: قلت لعاشرة: أخبرني باغجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: وأي شأنه لم يكن عجبًا إله أثاني ليلة فدخل معه لحافى ثم قالت: ذرني أتعبد لربى، فقام فوضا ثم قام يصلى، فبكى حتى سالت ذموعه على صدره، ثم ركع فبكى ثم سجد فبكى، ثم رفع رأسه فبكى، فلم يزل كذلك حتى جاء بلال يؤذنه بالصلاه، قلت: يا رسول الله، وما يتكينك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلأ أكون عبدا شكورا، ولم لا أفعل وقد أنزل الله على هذه الليلة هـ

**فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَا يَبْدِي لَأَوْلَى
الْأَلْبَابِ** الآيات۔ اخرجه ابن حبان في صحيحه، إقامة الجمعة ص ۱۱۲

১৬৭. হ্যরত আতা (রহঃ) বলেন, আমি হ্যরত আয়েশা (রাযঃ) এর নিকট আরজ করিলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন আশর্য বিষয় যাহা আপনি দেখিয়াছেন, আমাকে শুনাইয়া দিন। হ্যরত আয়েশা (রাযঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন জিনিস আশর্য ছিল না। এক রাত্রে তিনি আমার নিকট ছিলেন এবং আমার সহিত আমার লেপের ভিতর শয়ন করিলেন। অতঃপর বলিলেন, ছাড়, আমি আমার রবের এবাদত করি। এই বলিয়া তিনি বিছানা হইতে উঠিলেন, অযু করিলেন, অতঃপর নামাযের জন্য দাঁড়াইয়া গেলেন এবং কাঁদিতে লাগিলেন। এমনকি অশু সীনা মোবারকের উপর বহিতে লাগিল। অতঃপর ঝুকু করিলেন, উহাতেও এইভাবে কাঁদিতে থাকিলেন। অতঃপর সেজদা করিলেন, উহাতেও এইভাবে কাঁদিতে থাকিলেন। অতঃপর সেজদা হইতে উঠিলেন এবং এইভাবে কাঁদিতে থাকিলেন। অবশেষে হ্যরত বেলাল (রাযঃ) আসিয়া ফজরের নামাযের জন্য আওয়াজ দিলেন। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আল্লাহ তায়ালা যখন আপনার অগ্র-পশ্চাতের সকল গুনাহ (যদি হইয়াও থাকে) মাফ করিয়া দিয়াছেন তখন আপনি এত কেন কাঁদিতেছেন? তিনি এরশাদ করিলেন, তবে কি আমি শোকরণজার বান্দা হইব না? আর আমি এরূপ কেন করিব না, যখন আজ আমার উপর

**إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
لَا يَبْدِي لَأَوْلَى الْأَلْبَابِ**

হইতে সূরা আলে এমরানের শেষ পর্যন্ত আয়াতসমূহ নাযিল হইয়াছে? (ইবনে হিবান, একামাতুল ইজ্জাত)

١٧٠- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: مَا مِنْ أَمْرٍ إِ
نْ كَوْنُ لَهُ صَلْوَةٌ بِلَيْلٍ فَقَلَمَةٌ عَلَيْهَا نُؤْمِنُ إِلَّا كَفَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرٌ صَلْوَتِهِ
وَكَانَ نُؤْمِنُ صَدَقَةً عَلَيْهِ. رواه النسائي، باب من كان له صلاة بالليل.....

رقم: ١٧٨٥

১৭০. হ্যরত আয়েশা (রাযঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ

সমাত ও নকল নামায
for more videos <https://youtube.com/annaaba>

سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদ
পড়িতে অভ্যস্ত, (কিন্তু কোন রাত্রে) ঘুমের আধিক্যের দরুন চোখ না খুলে,
তবে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য তাহাজ্জুদের সওয়াব লিখিয়া দেন, এবং
তাহার ঘুম আল্লাহর পক্ষ হইতে তাহার জন্য পুরস্কার স্বরূপ। অর্থাৎ
তাহাজ্জুদ পড়া ছাড়াই (সেই রাত্রে) সে তাহাজ্জুদের সওয়াব পাইয়া যায়।

(নাসাই)

١٧١- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَلْعُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَتَى
فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْبُوِي أَنْ يَقُومُ، يُصَلِّي مِنَ اللَّيلِ فَلَبَّيْهِ عَيْنَاهُ حَتَّى
أَضْبَحَ، كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّوْجَلَ.

رواہ السنائی، باب من أتى فراشه وهو ينبوی القيام فتاب، رقم: ۱۷۸۸

১৭১. হ্যরত আবু দারদা (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি রাত্রে
ঘুমাইবার জন্য বিছানায় আসিল আর তাহার তাহাজ্জুদ পড়িবার নিয়ত
ছিল কিন্তু এমনই ঘুমাইল যে, সে সকালে জাগ্রত হইল, সে তাহার
নিয়তের কারণে তাহাজ্জুদের সওয়াব লাভ করিবে আর তাহার ঘুম আল্লাহ
তায়ালার পক্ষ হইতে একটি পুরস্কার স্বরূপ। (নাসাই)

١٧٢- عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسِ الْجَهْنَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
مَنْ قَعَدَ فِي مُصَلَّاهُ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاتِ الصُّبْحِ حَتَّى يَسْمَعَ
رَكْعَتِي الصُّبْحِيِّ لَا يَقُولُ إِلَّا خَيْرًا غَفِرَ لَهُ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ
مِنْ زَيْدِ الْبَحْرِ. رواہ أبو داؤد، باب صلوة الصبح، رقم: ۱۲۸۷

১৭২. হ্যরত মুআয় ইবনে আনাস জুহানী (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে
যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে
ব্যক্তি ফজরের নামায শেষ করিয়া উক্ত জায়গায় বসিয়া থাকে, তাল কথা
ছাড়া কোন কথা না বলে। অতঃপর দুই রাকাত এশরাকের নামায পড়ে
তাহার শুনাহ মাফ হইয়া যায়, যদিও তাহা সমুদ্রের ফেনা হইতে অধিক
হয়। (আবু দাউদ)

١٧٣- عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلَيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَبَقَتْ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى الْغَدَاءَ ثُمَّ ذَكَرَ اللَّهَ عَزَّوْجَلَ حَتَّى تَنْلَعِ
for more books <https://youtube.com/alamin5g>

الشَّمْسُ، لَمْ صَلَى رَكْعَتِينِ أَوْ أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ لَمْ تَمَسْ جِلْدَهُ النَّارُ.

رواہ البیهقی فی شعب الایمان ۲/۴۰

۱۷۳. হযরত হাসান ইবনে আলী (রায়িষ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি ফজরের নামায পড়িয়া সুর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার ধিকিরে মশগুল থাকে। অতঃপর দুই অথবা চার রাকাত (এশরাকের নামায) পড়ে দেওয়ের আগুন তাহার চমত্তা (ও) স্পর্শ করিবে না। (বায়হাকী)

۱۷۴- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى نطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كافر حجوة وعمرة، قال: قال رسول الله ﷺ: قافية قافية قافية. رواه الترمذى و قال: هنا حدیث حسن غريب، باب ما ذكر مما يستحب من الحلوس رقم: ۵۸۶

۱۷۴. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রায়িষ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাতের সহিত আদায় করে। অতঃপর সুর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার ধিকিরে মশগুল থাকে, তারপর দুই রাকাত নফল পড়ে তবে সে হজ্জ ও ওমরার সওয়াব লাভ করে। হযরত আনাস (রায়িষ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি বার এরশাদ করিয়াছেন, পরিপূর্ণ হজ্জ ও ওমরার সওয়াব, পরিপূর্ণ হজ্জ ও ওমরার সওয়াব, পরিপূর্ণ হজ্জ ও ওমরার সওয়াব লাভ করে। (তিরমিয়া)

۱۷۵- عن أبي الدُّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ: إِنَّ آدَمَ لَا تَعْجِزُنَّ مِنْ أَرْبَعِ رَكْعَاتٍ مِنْ أُولَئِكَ الْهَارِ أَكْفِكَ أَخِرَّهُ. رواه أحمد و رحاله ثقات، مجمع الزوادى ۴۹۲/۲

۱۷۵. হযরত আবু দারদা (রায়িষ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে আদমের সন্তান, দিনের শুরুতে চার রাকাত পড়িতে অক্ষম হইও না আমি তোমার সাথে দিনের কাজ সম্পন্ন করিয়া দিব।

সম্মান ও নগদ নামায

for more videos <https://youtube.com/annaaba>

ফারাদা : এই ফরাইলত এশরাক নামাযের জন্য। অথবা ইহার দ্বারা চাশতের নামাযও উদ্দেশ্য হইতে পারে।

١٧٦ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله ﷺ بعثنا فاعظموا الغنيمة، وأشرعوا الكرة، فقال رجل: يا رسول الله، ما رأينا بعثنا قط أسرع كررة ولا أعظم غنيمة من هذا البغث؟ فقال: إلا أخبركم بأسرع كررة منه، وأعظم غنيمة؟ رجل ترضا في بيته فأخشن الوضوء ثم عمد إلى المسجد فصلى فيه الغداة، ثم عقب بصلة الصبح فلذ أسرع الكرة، وأعظم الغنيمة. رواه

ابو بعلی ورجاله رجال الصحيح، مجمع الرواية / ٤٩١

১৭৬. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বাহিনী পাঠাইলেন। যাহারা অতি অল্প সময়ে সমস্ত গনীমতের মাল লইয়া ফিরিয়া আসিল। একজন সাহাবী (রায়িৎ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা এমন বাহিনী দেখি নাই যাহারা এত অল্প সময়ে সমস্ত গনীমতের মাল লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমি কি তোমাদিগকে ইহা অপেক্ষা কর্ম সময়ে এই গনীমতের মাল হইতে অধিক গনীমত অর্জনকারী ব্যক্তির কথা বলিব না! সে ঐ ব্যক্তি যে নিজের ঘর হইতে উন্নমনুপে অযু করিয়া মসজিদে যায়, ফজরের নামায পড়ে। অতঃপর (সুর্যোদয়ের পর) এশরাকের নামায পড়ে। এই ব্যক্তি অতি অল্প সময়ে অনেক বেশী মুনাফা উপার্জনকারী।

(আবু ইয়ালা, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٧٧-عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي ﷺ آنـه قـالـ يـضـيـعـ عـلـىـ كـلـ

سـلـامـيـ منـ أـحـدـكـمـ صـدـقـةـ،ـ فـكـلـ تـسـبـيـخـةـ صـدـقـةـ،ـ وـكـلـ تـعـبـيـدـةـ صـدـقـةـ،ـ وـكـلـ تـهـلـيـلـةـ صـدـقـةـ،ـ وـكـلـ تـكـبـيـرـةـ صـدـقـةـ،ـ وـأـفـرـ بالـمـغـرـفـ فـ صـدـقـةـ،ـ وـنـهـيـ عـنـ الـمـنـكـرـ صـدـقـةـ،ـ وـيـجـزـيـ مـنـ ذـلـكـ رـكـعـاتـ يـرـكـعـهـمـاـ مـنـ الصـحـىـ.ـ رـوـاهـ سـلـمـ،ـ بـابـ اـسـتـحـابـ صـلـةـ الصـحـىـ

রقم: ١٦٧١

১৭৭. হযরত আবু যাব (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের প্রত্যক্ষ

ব্যক্তির উপর অবশ্য কর্তব্য যে, তাহার শরীরের প্রত্যেকটি জোড়ের সুস্থিতার শোকরস্বরূপ প্রত্যহ সকালে একটি করিয়া সদকা করে। প্রতিবার সুবহানাল্লাহ বলা সদকা। প্রতিবার আলহাম্দুলিল্লাহ বলা সদকা, প্রতিবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা সদকা, প্রতিবার আল্লাহ আকবার বলা সদকা, ভাল কাজের হৃকুম করা সদকা, অন্যায় কাজ হইতে বাধা প্রদান করা সদকা এবং প্রত্যেক জোড়ের শোকর আদায়ের জন্য চাশতের সময় দুই রাকাত পড়া যথেষ্ট হইয়া যায়। (মুসলিম)

١٧٨- عنْ بُرِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: فِي الْإِنْسَانِ ثَلَاثَيْنِ وَسَوْطَنِ مَفْصِلٍ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهُ بَصَدَقَةٍ. قَالُوا: وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ قَالَ: الْخَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ تَذَفَّهَا، وَالشَّنِيْءُ تُسْحَبُهُ عَنِ الطَّرِيقِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَرْكَعَةً الصُّبْحِ تُخْرِنَكَ.

الطريق، رقم: ٥٢٤٢

১৭৮. হ্যরত বুরাইদাহ (রায়িঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, মানুষের মধ্যে তিনশত যাটটি জোড় আছে। তাহার উপর অবশ্য কর্তব্য যে, প্রত্যেক জোড়ের সুস্থিতার শোকরস্বরূপ একটি করিয়া সদকা আদায় করে। সাহাবা (রায়িঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এত সদকা কে আদায় করিতে পারে? এরশাদ করিলেন, মসজিদে যদি থুথু পড়িয়া থাকে তবে উহাকে মাটি দ্বারা ঢাকিয়া দেওয়া সদকার সওয়াব রাখে, রাস্তা হইতে কষ্টদায়ক জিনিস সরাইয়া দেওয়াও সদকা, যদি এইসব কাজের সুযোগ না পায়, তবে তোমাদের জন্য এই সকল সদকার বিনিময়ে চাশতের দুই রাকাত নামায পড়া যথেষ্ট হইবে। (আবু দাউদ)

١٧٩- عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَقُولُ: مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفْعَةِ الصُّبْحِ غُفرِثَ لَهُ ذُنُوبُهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَيْدَ الْبَخْرِ.

رواہ ابن ماجہ، باب ماجہ، صلوة الصبح، رقم: ١٣٨٢

১৭৯. হ্যরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে চাশতের দুই রাকাত পড়ার এহতেমাম করে তাহার গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয় যদিও তাহা সমুদ্রের ফেলা সমতুল্য হয়। (ইবনে মাজাহ)

١٨٠- عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: من صلَّى الصُّحْنِ رَكْعَتِينَ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ، وَمَنْ صَلَّى أَرْبَعَا كُبِّيْتَ مِنَ الْعَابِدِينَ، وَمَنْ صَلَّى سِتًا كُبِّيْتَ ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَمَنْ صَلَّى ثَمَانِيًّا كَبَّهُ اللَّهُ مِنَ الْقَانِتِينَ، وَمَنْ صَلَّى ثَنَتِيْنِ عَشَرَةَ بَنَى اللَّهُ لَهُ يَسِّرًا فِي الْجَنَّةِ، وَمَا مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا لِلَّهِ مِنْ يَمْنَنْ بِهِ عَلَى عِبَادِهِ وَصَدَقَةٌ، وَمَا مِنْ اللَّهُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ عِبَادِهِ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ يُلْهِمَهُ ذِكْرَهُ. رواه الطبراني في الكبير وفيه: موسى بن عقبوب الرزاعي، وثنا ابن معين وأبي حياء، وضعفه ابن العديني وغيره، وبقيبة رجاله ثقات، مجمع الروايات ٤٩٤/٢

১৮০. হযরত আবু দারদা (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি চাশতের দুই রাকাত নফল পড়ে সে আল্লাহ তায়ালার এবাদত হইতে গাফেল ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য হয় না। যে চার রাকাত নফল পড়ে তাহাকে এবাদতগুজারদের মধ্যে লেখা হয়। যে ছয় রাকাত নফল পড়ে তাহাকে সেই দিনের কাজকর্মে সাহায্য করা হয়। যে আট রাকাত নফল পড়ে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে অনুগত বান্দাদের মধ্যে লিখিয়া দেন, আর যে বার রাকাত নফল পড়ে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য জামাতে মহল তৈয়ার করিয়া দেন। প্রত্যেক দিনে ও রাত্রে আল্লাহ তায়ালা আপন বান্দাগণের উপর সদকা ও এহসান করিতে থাকেন। আর আপন বান্দার উপর আল্লাহ তায়ালার সবচেয়ে বড় এহসান এই যে, তাহাকে যিকিরের তৌফিক দান করেন। (তাবারানী، মাজমায়ে ফাওয়ায়েদ)

١٨١- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سَبْتَ رَكْعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيمَا بَيْهُنَّ بِسْوَءٍ عَدَلَنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثَنَتِيْنِ عَشَرَةَ سَنَةً. رواه الترمذى وقال: حدثت أبى هريرة حدثت عرب،

باب ما جاء في فضل التطوع ٤٣٥، رقم: ٠٠٠٠٠٠

১৮১. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের নামাযের পর ছয় রাকাত এইভাবে পড়ে যে, উহার মাঝে কোন অনর্থক কথা না বলে তবে তাহার বার বৎসর এবাদতের সম্পরিমাণ সিওয়াব লাভ হয়। (তিরমিয়ী)

এই কলেমাগুলিই দশবার পড়িবেন। চার রাকাত এই নিয়মে পড়িবেন। এই নিয়মে প্রত্যেক রাকাতে এই কলেমাগুলি পঁচাত্তর বার পড়িবেন। (হে আমার চাচা,) যদি আপনার দ্বারা সম্ভব হয় তবে প্রত্যহ একবার এই নামায পড়িবেন। আর যদি প্রত্যহ পড়িতে না পারেন তবে প্রতি জুমুআর দিন পড়িবেন। আর যদি আপনি ইহাও করিতে না পারেন তবে বৎসরে একবার পড়িবেন। আর যদি ইহাও সম্ভব না হয় তবে জীবনে একবার পড়িয়া লইবেন। (আবু দাউদ)

١٨٣- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وجده رسول الله صلى الله عليه وسلم جافر بن أبي طالب إلى بلاد الحبشة فلما قدم اعتنقه، وقبل بين عينيه ثم قال: إلا أحب لك، إلا أبشرك إلا أنسرك إلا أنحرفك؟ قال: نعم يا رسول الله. ثم ذكر نحو ما تقدم، أخرجه الحاكم وقال: هذا إسناد صحيح لا غبار عليه وما يستدل به على صحة هذا الحديث استعمال الآية منتابع التابعين إلى عصرنا هذا إيهام مواطناتهم عليه وتعليمهم الناس منهم عبد الله بن العبارك رحمه الله، قال الذي هي هذا إسناد صحيح لا غبار عليه / ١٢٩

১৮৪. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রায়িঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হ্যরত জাফর ইবনে আবি তালেব (রায়িঃ)কে হাবশায় রওয়ানা করিলেন। যখন তিনি হাবশা হইতে মদীনা তায়িবায় অসিলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সহিত গলাগলি করিলেন এবং তাহার কপালে চুম্বন করিলেন। অতঃপর এরশাদ করিলেন, আমি কি তোমাকে একটি হাদিয়া দিব না? আমি কি তোমাকে একটি সুসংবাদ দিব না? আমি কি তোমাকে একটি তোহফা দিব না? তিনি আরজ করিলেন, অবশ্যই এরশাদ করুন। অতঃপর তিনি সালাতুত তাসবীহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিলেন। (মুসতাদরাকে হাকেম).

١٨٥- عن فضالة بن عبيدة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد إذ دخل رجل فصلى فقال: اللهم اغفر لى وأرحمنى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجلت إليها المصلى! إذا صليت فقلعت فاخمد الله بما هو أهلة وصل على ثم اذعنه، قال: ثم صل على رجل آخر بعد ذلك، فحمد الله وصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أليها

الدعا، رقم: ٣٤٧٦

১৮৫. হযরত ফাযালাহ ইবনে ওবায়েদ (রায়িৎ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসিয়াছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করিয়া নামায পড়িল। অতঃপর এই দোয়া করিল—

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَأَرْحَمْنِي

অর্থ ৪ আয় আল্লাহ, আমাকে মাফ করিয়া দিন, আমার উপর রহম করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযীকে বলিলেন, তুমি দোয়া করিতে তাড়াতড়া করিয়াছ। যখন তুমি নামায শেষ করিয়া বস, তখন প্রথম আল্লাহ তায়ালার শান অনুযায়ী তাঁহার প্রশংসা করিবে এবং আমার উপর দরদ পাঠাইবে, তারপর দোয়া করিবে।

হযরত ফাযালাহ (রায়িৎ) বলেন, অতঃপর অপর এক ব্যক্তি নামায পড়িল। সে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিল এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরদ পাঠাইল। তিনি এই ব্যক্তিকে বলিলেন, এখন তুমি দোয়া কর, কবুল হইবে। (তিরমিয়ী)

١٨٦- عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ مر بأغرايبي، وهو يدعون في صلاتيه، وهو يقول: يا من لا تراه العيون، ولا تخالطه الطيور، ولا يصفه الواصفون، ولا تغيره الحوادث، ولا يخشى الدواين، يعلم مثاقيل الجبال، ومكاييل البحار، وعدة قطر الأمطار، وعدة ورق الأشجار، وعدة ما أظلم عليه الليل، وأشرف عليه النهار، ولا توارى منه سماء سماء، ولا أرض أرض، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وغره، أجعل خير عمرى آخره، وخير عملى خواتيمه، وخير أيامى يوم الفاك فيه، فوكل رسول الله ﷺ بالآغرايبي رحلا فقال: إذا صلى فاتتني به، فلما صلى أناه، وقد كان أهدى لرسول الله ﷺ ذهب من بعض المعادون، فلما آتاه الآغرايبي وهب له الذهب، وقال: مئن أنت يا أغرايبي؟ قال: من بنى عامر بن صبغة يا رسول الله، قال: هل

for more videos <https://youtube.com/annabait>

لَذْرِي لِمْ وَهَبْتُ لَكَ الْدَّهْبَ؟ قَالَ: لِلرَّحْمَمْ بِنَتَا وَبِنَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: إِنَّ لِلرَّحْمَمْ حَقًا، وَلِكِنْ وَهَبْتُ لَكَ الْدَّهْبَ بِخَسْنَ نَاءٍ لَكَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ رِوَاهُ الطَّبرَانِي فِي الْأَوْسَطِ وَرِجَالُ الصَّحِيفَعِ بِغَيْرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَذْرَمِي وَهُوَ ثَقَةٌ، مُجَمَّعٌ

২৪২/১. الرواية.

১৮৬. ইয়রত আনাস (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন গ্রাম্য ব্যক্তির নিকট দিয়া গেলেন। সে নামাযে এইরূপ দোষা করিতেছিল—

يَا مَنْ لَا تَرَاهُ الْعَيْنُ، وَلَا تُخَالِطُهُ الظُّنُونُ، وَلَا يَصْفَهُ
الْوَاصِفُونَ، وَلَا تُغَيِّرُهُ الْحَوَادِثُ، وَلَا يَخْشَى الدَّوَائِرُ، يَعْلَمُ مَا تَقْبِيلَ
الْجَبَلِ، وَمَكَابِيلَ الْبَحَارِ، وَعَدَدَ قَطْرِ الْأَمْطَارِ، وَعَدَدَ وَرَقِ الْأَشْجَارِ،
وَعَدَدَ مَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، وَأَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ، وَلَا تُوازِيرِ مِنْهُ سَمَاءُ
سَمَاءٍ، وَلَا أَرْضٌ أَرْضًا، وَلَا بَخْرٌ مَا فِي قَعْدَهُ، وَلَا جَبَلٌ مَا فِي وَغَرَهُ، اجْعَلْ
خَيْرَ عُمْرِي أَخِرَّهُ، وَخَيْرَ عَمَلِي خَوَاتِيمَهُ، وَخَيْرَ أَيَامِي يَوْمَ الْفَاكِ فِيهِ

অর্থ ৪ হে ঐ যাত যাহাকে চক্ষসমূহ দেখিতে পারে না এবং কাহারো ধারণা যাহার পর্যন্ত পৌছিতে পারে না, আর না কোন প্রশংসাকারী তাহার প্রশংসা করিতে পারে, আর না যামানার মুসীবত তাহার উপর কোন প্রভাব ফেলিতে পারে, আর না তিনি যামানার কোন আপদ বিপদকে ভয় করেন। (হে ঐ যাত) যিনি পাহাড়সমূহের ওজন, সাগরসমূহের পরিমাপ, বারিবিন্দুর সংখ্যা ও বৃক্ষপত্রের সংখ্যা সম্পর্কে জানেন, আর (হে ঐ যাত যিনি) ঐ সকল জিনিসকে জানেন, যাহার উপর রাতের আঁধার ছাইয়া যায় এবং যাহার উপর দিন তাহার আলো বিকিরণ করে, না কোন আসমান অপর আসমানকে তাঁহার নিকট হইতে আড়াল করিতে পারে, আর না কোন জমিন অপর জমিনকে, আর না সমুদ্র ঐ জিনিসকে তাহার নিকট হইতে গোপন করিতে পারে যাহা উহার তলদেশে রহিয়াছে, আর না কোন পাহাড় ঐ জিনিসকে গোপন করিতে পারে যাহা উহার কঠিন স্তরের ভিত্তির রহিয়াছে। আপনি আমার জীবনের শেষাংশকে সর্বোন্নম অংশ বানাইয়া দিন এবং আমার সর্বশেষ আমলকে সর্বোন্নম আমল বানাইয়া দিন এবং সেই দিনকে আমার সর্বোন্নম দিন বানাইয়া দিন যেদিন

আপনার সহিত আমার সামগ্ৰীয়ের হৃষিরে// অৰ্থাৎ মৃত্যুৰ দিন। <http://annaaba.com/annaaba>

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়া বলিলেন যে, এই ব্যক্তি যখন নামায শেষ করিবে তখন তাহাকে আমার নিকট লইয়া আসিবে। অতএব উক্ত ব্যক্তি নামাযের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কোন এক খনি হইতে কিছু স্বৰ্ণ হাদিয়াস্বরূপ আসিয়াছিল। তিনি তাহাকে সেই স্বৰ্ণ হাদিয়াস্বরূপ দান করিলেন। অতঃপর সেই গ্রাম্য লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুম কোন গোত্রের? সে আরজ করিল, ঈয়া রাসূলুল্লাহ! বনু আমের গোত্রের। তিনি এরশাদ করিলেন, আমি তোমাকে এই স্বৰ্ণ কেন হাদিয়া দিলাম, তাহা কি তুমি জান? সে আরজ করিল যে, ঈয়া রাসূলুল্লাহ এই জন্য যে, আপনার সহিত আমাদের আত্মীয়তা রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আত্মীয়তারও হক রহিয়াছে, তবে আমি তোমাকে এই স্বৰ্ণ এইজন্য দিয়াছি যে, তুমি অত্যন্ত সুন্দরভাবে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসন করিয়াছ। (তাবরানী, মাজমায়ে ফাওয়ায়েদ)

ফায়দা ১: নফল নামাযের যে কোন রোকনে এইরূপ দোয়া করা যাইতে পারে:

١٨٧-عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
مَا مِنْ عَبْدٍ يَذَبَّ ذَبْابًا فَيُخِسِّنُ الطَّهُورَ ثُمَّ يَقْرُمُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ،
ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ، ثُمَّ قَرَا هَذِهِ الْآيَةَ: هُوَ الَّذِينَ إِذَا
فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ هُ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ (آل عمران: ١٣٥) [١]

رواية أبو داود، باب في الاستغفار، رقم: ١٥٢١

১৮৭. হ্যুরত আবু বকর (রায়ীঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তির দ্বারা কোন গুনাহ হইয়া যায়, অতঃপর সে উক্তমুরাপে অযু করে এবং উঠিয়া দুই রাকাত পড়ে। তারপর সে আল্লাহ তায়ালার নিকট ক্ষমা চায় আল্লাহ তায়ালা তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন। অতঃপর তিনি এই আয়াত তেলোওয়াত করিলেন—

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ (الآية)

for more এবং সকল রান্ধির (যাহাদের অবস্থা এই ঘে) যথন আহাদের

দ্বারা কোন গুনাহ হইয়া যায় অথবা কোন মন্দ কাজ করিয়া নিজেদের উপর জুলুম করিয়া বসে তখন অতি শীঘ্রই তাহারা আল্লাহকে স্মরণ করে। অতঃপর তাহারা আল্লাহ তায়ালার নিকট আপন গুনাহের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হয়। প্রকৃতই আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কে আছে গুনাহ মাফ করিতে পারে? তাহারা মন্দ কাজের উপর হঠকারিতা করে না এবং তাহারা একীন রাখে (যে, তওবা দ্বারা গুনাহ মাফ হইয়া যায়)।

(আবু দাউদ)

**١٨٨- عن الحسن رَحْمَةُ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا أذَنَّ بِعَذَابٍ
ذَلِكَ لَمْ تَوَضَّأْ فَاخْسِنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى بَرَازٍ مِنَ الْأَرْضِ
فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، وَاسْتَغْفَرَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ الدَّنْبِ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ.**

رواہ البیهقی فی شعب الإيمان ٤٠٢

১৮৮. হযরত হাসান (রহঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন যে, যে ব্যক্তির দ্বারা কোন গুনাহ দুই রাকাত পড়িয়া আল্লাহ তায়ালার নিকট সেই গুনাহ হইতে মাফ চায় আল্লাহ তায়ালা তাহাকে অবশ্যই মাফ করিয়া দেন। (বাইহাকী)

**١٨٩- عن جابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
يَعْلَمُنَا الْإِسْتِخَارَةَ فِي الْأَمْوَارِ كَمَا يَعْلَمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ،
يَقُولُ: إِذَا هُمْ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلَا يُرِكِّعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ،
لَمْ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِرُكَ بِعِلْمِكَ، وَاسْتَغْفِرُكَ بِغَمْرَاتِكَ
وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِيرُ وَلَا أَقْدِيرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا
أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَمُ الْغَيْوَبِ، اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرُ
خَيْرٌ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: عَاجِلٌ أَمْرِي
وَآجِلٌهُ - فَاقْلِرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ
هَذَا الْأَمْرُ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: فِي
عَاجِلٌ أَمْرِي وَآجِلٌهُ - فَاضْرِفْهُ عَنِّي وَاضْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدِرْ لِي
الْغَيْرِ حَيْثُ كَانَ لَمْ أَرْجِعْنِي بِهِ، قَالَ: وَيَسِّرْنِي حَاجَتِهِ.** رواه البخاري.

১৮৯. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রায়ঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে আমাদের কাজকর্মের ব্যাপারে এন্তেখারা করিবার তরীকা এরূপ গুরুত্বসহকারে শিক্ষা দিতেন যেরূপ গুরুত্ব সহকারে আমাদিগকে কুরআন মজীদের কোন সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলিতেন, যখন তোমাদের কেহ কোন কাজ করিবার ইচ্ছা করে (আর সে উহার পরিণতি সম্পর্কে চিন্তিত হয়, তখন তাহার এইভাবে এন্তেখারা করা উচিত যে,) সে প্রথমে দুই রাকাত নফল পড়িয়া লইবে, অতঃপর এইভাবে দোয়া করিবে—

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَغْفِرُكَ

بِقُدْرَتِكَ وَأَنَا لَكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِيرُ وَلَا أَقْدِيرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا
أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَمُ الْغَيْوَبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرُ خَيْرٌ لِّي فِي
دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أُمْرِي، فَافْعُذْنِي لِنِي وَبِسِرَّةِ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ
كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرُ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أُمْرِي، فَاضْرِبْ
عَنِّي وَاضْرِبْنِي عَنْهُ، وَافْعُذْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ازْرِضْنِي بِهِ

অর্থঃ আয় আল্লাহ, আমি আপনার নিকট আপনার এলমের মাধ্যমে কল্যাণ কামনা করি, আপনার কুদরত দ্বারা শক্তি চাই, এবং আপনার নিকট আপনার মহান অনুগ্রহ প্রার্থনা করি। কেননা আপনি প্রত্যেক কাজের কুদরত ও ক্ষমতা রাখেন আর আমি কোন কাজের ক্ষমতা রাখি না। আপনি সবকিছু জানেন, আর আমি কিছুই জানি না এবং আপনিই সমস্ত গোপন বিষয়কে অতি উত্তমরূপে জানেন। আয় আল্লাহ, যদি আপনার এলেম অনুযায়ী এই কাজ আমার দ্বীন, আমার দুনিয়া ও পরিণতি হিসাবে আমার জন্য কল্যাণকর হয় তবে উহা আমার জন্য নির্ধারিত করিয়া দিন এবং সহজ করিয়া দিন, অতঃপর উহার মধ্যে আমার জন্য বরকতও দান করুন। আর যদি আপনার এলেম অনুযায়ী এই কাজ আমার দ্বীন, আমার দুনিয়া ও পরিণতি হিসাবে আমার জন্য কল্যাণকর না হয় তবে এই কাজকে আমার নিকট হইতে পৃথক রাখুন এবং আমাকে উহা হইতে বিরত রাখুন এবং যেখানে যে কাজই আমার জন্য কল্যাণ থাকে তাহা আমাকে নসীব করুন। অতঃপর আমাকে সেই কাজের উপর সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত করিয়া দিন। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাও এরশাদ করিয়াছেন যে, দোয়ায়

মধ্যে নিজের প্রয়োজনের নাম লিহবে। (বোখারী)

ফায়দা ৪: উদাহরণ স্বরূপ সফরের জন্য এস্তখারা করিতে হইলে **هذا النكاح السفر** বলিবে। আর বিবাহের জন্য এস্তখারা করিতে হইলে **هذا النكاح** বলিবে। যদি আরবীতে বলিতে না পারে তবে দোয়ার মধ্যে যখন উভয় স্থানে **هذا الأمر** পর্যন্ত পৌছিবে তখন নিজের যে প্রয়োজনের জন্য এস্তখারা করিতেছে উহার ধ্যান করিবে।

١٩٠- عن أبي بكر رضي الله عنه قال: خسقت الشمس على عهدي
النبي ﷺ فخرج يجعُر داءه حتى انتهى إلى المسجد ونَابَ
الناس إليه فصلَّى بهم ركعتين، فانجلت الشمس فقال: إن
الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا يغيفان لموتِ
أحدٍ، وإذا كان ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بهم،
وذلك أن أبا للنبي ﷺ مات يقال له: إبراهيم. فقال الناس في
ذلك: رواه البخاري، باب الصلاة في كسوف القمر، رقم: ١٠٦٣.

১৯০. হযরত আবু বাকরাহ (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে সূর্যগ্রহণ হইল। তিনি নিজের চাদর হেঁচড়াইয়া (ক্রতগতিতে) মসজিদে পৌছিলেন। সাহাবা (রায়িৎ) তাঁহার নিকট সমবেত হইলেন। তিনি তাহাদিগকে দুই রাকাত নামায পড়াইলেন। ইতিমধ্যে গ্রহণও শেষ হইয়া গেল। অতএব তিনি এরশাদ করিলেন, সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ আল্লাহ তায়ালার কুদরতের নিদর্শন হইতে দুইটি নিদর্শন। কাহারো মত্ত্যুর কারণে গ্রহণ হয় না, (বরং জমিন আসমানের অন্যান্য মাখলুকের ন্যায় তাহাদের উপরও আল্লাহ তায়ালার হৃকুম চলে। তাহাদের আলো ও অঙ্ককার আল্লাহ তায়ালার হাতে) অতএব যখন সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ হয়, তখন নামায ও দোয়ায় মশগুল থাক, যতক্ষণ না উহাদের গ্রহণ শেষ হইয়া যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছাহেবজাদা হযরত ইবরাহীম (রায়িৎ) এর যেহেতু (সেইদিনই) ইস্তেকাল হইয়াছিল, সেহেতু কেহ কেহ বলিতে লাগিয়াছিল যে, এই গ্রহণ তাহার মত্ত্যুর কারণে হইয়াছে। এইজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা এরশাদ করিয়াছেন। (বোখারী)

١٩١ - عن عبد الله بن زيد العازمي رضي الله عنه يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستشفى، وَحَوَّلَ رِداءه حين استقبل القبلة. رواه مسلم، باب صلاة الاستفاء، رقم: ٢٠٧٠.

১৯১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ মায়েনৌ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বষ্টির জন্য দোয়া করিবার উদ্দেশ্যে সৈদগাহতে গেলেন এবং তিনি কেবলার দিকে মুখ করিয়া নিজের চাদর মোবারককে উল্টাইয়া পরিধান করিলেন। (ইহা দ্বারা যেন শুভলক্ষণের প্রতি ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য ছিল যে, এইভাবে আল্লাহ তায়ালা আমাদের অবস্থা পরিবর্তন করিয়া দেন।) (মুসলিম)

١٩٢ - عن حذيفة رضي الله عنه قال: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَّبَةَ أَفْرَصَ صَلَّى. رواه أبو داود، باب وقت فiam النبى ﷺ من الليل، رقم: ١٣١٩.

১৯২. হযরত হোয়াইফা (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়ম ছিল যে, যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থিত হইত তৎক্ষণাতঃ তিনি নামাযে মশগুল হইয়া যাইতেন।

(আবু দাউদ)

١٩٣ - عن مغمر عن رجل من قربنيش قال: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ بَعْضَ الصِّيقِ فِي الرِّزْقِ أَمْرَ أَهْلَهُ بِالصَّلْوةِ ثُمَّ قَرَا هَذِهِ الآيَةَ "وَأَمْرَ أَهْلَكَ بِالصَّلْوةِ" (آلية). إنتحاف السادة المتدين عن مصنف عبد

الرازق وعبد بن حميد ١١/٣

১৯৩. হযরত মামার (রহঃ) একজন কোরাইশী ব্যক্তি হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের উপর যখন খরচপত্রের কোন প্রকার অভাব হইত তখন তিনি তাহাদিগকে নামাযের ছক্কু করিতেন এবং এই আয়াত তেলাওয়াত করিতেন—

﴿وَأَمْرَ أَهْلَكَ بِالصَّلْوةِ وَاضْطَرَبَ عَلَيْهَا لَا تَسْأَلْكَ رِزْقًا
نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَالْعَاقِبةُ لِلشَّفَوْيِ﴾

অর্থ : নিজ পরিবারস্থ লোকদেরকে নামাযের ছক্কু করুন এবং নিজেও নামাযের পাবন্দী করুন। আমরা আপনার নিকট রিযিক চাহি না। রিযিক আপনাকে আমরা দিব। এবং উত্তম পরিণতি তো কেবল প্রয়োগে গারীবাই। (মুসামাফে আবদুর রাজ্ঞাক, ইউহাফুস সাদাহ)

١٩٧ - عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي رضي الله عنهم قال: خرج علينا رسول الله ﷺ فقال: من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من خلقه فليتوصل ول يصل رغبتين ثم ليقل لا إله إلا الله العظيم الكريم سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُؤْجَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَيْمَةَ مِنْ كُلِّ بَرَّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، أَسْأَلُكَ الْأَنْدَعَ لِنِي ذَنَبَ إِلَّا غَفْرَتَهُ وَلَا هَمَّا إِلَّا فَرَجَتَهُ وَلَا حَاجَةَ هِيَ لَكَ رِضا إِلَّا قَضَيْتَهَا لِنِي، ثُمَّ يَسْأَلُ اللَّهُ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ مَا شَاءَ فَإِنَّهُ يُقْدِرُ.

رواه ابن ماجه، باب ماجاه في صلوة الحاجة، رقم: ١٣٤٨ قال البصيري:

قلت: رواه الترمذى من طريق فائد به دون قوله: ثُمَّ يَسْأَلُ اللَّهُ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا إلى آخره ورواه الحاكم فى المستدرك باختصار وزاد بعد قوله: وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَيْمَةَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ. وله شاهد من حديث انس رواه الاصبهاني ورواه أبويعلى الموصلى فى مسنده من طريق فائد به ، ، ، مصباح

الرحاجة/٢٤٦

১৯৪. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা আসলামী (রায়ঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আসিলেন এবং এরশাদ করিলেন, যে কোন ব্যক্তির যে কোন প্রয়োজন দেখা দেয়, উহার সম্পর্ক আল্লাহ তায়ালার সহিত হটক বা মাখলুকের মধ্যে কাহারো সহিত হটক, তাহার উচিত যে, অযু করিয়া দুই রাকাত নামায পড়ে। অতঃপর এইভাবে দোয়া করে—

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُؤْجَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَيْمَةَ مِنْ كُلِّ بَرَّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، أَسْأَلُكَ الْأَنْدَعَ لِنِي ذَنَبَ إِلَّا غَفْرَتَهُ وَلَا هَمَّا إِلَّا فَرَجَتَهُ وَلَا حَاجَةَ هِيَ لَكَ رِضا إِلَّا قَضَيْتَهَا لِنِي "الله تعالى"

অর্থঃ আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। তিনি বড় ধৈর্যশীল অত্যন্ত দয়াবান। আল্লাহ তায়ালা সকল দোষ হইতে পবিত্র, আরশে আয়ীমের মালিক। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি সমস্ত

জনতের পালনকর্ত্তা আয়তাল্লাহ/yামিনাপনার নিকট এই সকল
জিনিস চাহিতেছি যাহা আপনার রহমতকে ওয়াজিব করে এবং যাহা দ্বারা
আপনার মাগফিরাত নিশ্চিত হইয়া যায়। আমি আপনার নিকট সকল
নেক কাজ হইতে অৎশ ও সকল গুনাহ হইতে নিরাপদ থাকার প্রার্থনা
করিতেছি। আমি আপনার নিকট ইহাও চাই যে, আমার এমন কোন
গুনাহ বাকি না রাখেন, যাহা আপনি ক্ষমা করিয়া না দেন, আর না এমন
কোন চিন্তা যাহা আপনি দূর করিয়া না দেন, আর না এমন কোন
প্রয়োজন মিটাইতে বাকি রাখেন যাহাতে আপনার সন্তুষ্টি রহিয়াছে।

এই দোয়ার পর দুনিয়া আখরাত সম্পর্কে যাহা ইচ্ছা চাহিবে, তাহা সে
পাইবে। (ইবনে মাজাহ)

**١٩٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الْبَغْرِينَ فِي
تَجَارَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلِّ رَكْعَتَيْنِ.** رواه الطبراني في الكبير

ورجاله منتفون، مجمع الرواية ٥٧٢/٢

১৯৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রায়িঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নবী
করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ
করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি ব্যবসার উদ্দেশ্যে বাহরাইন যাইতে চাই,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, (সফরের
পূর্বে) দুই রাকাত নফল পড়িয়া লইও। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

**١٩٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ
مَنْزِلَكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَمْنَعَانِكَ مَذْخَلَ السُّوءِ، وَإِذَا خَرَجْتَ مِنْ
مَنْزِلَكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَمْنَعَانِكَ مَخْرَجَ السُّوءِ.** رواه البزار ورجاله

منتفون، مجمع الرواية ٥٧٢/٢

১৯৬. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী
করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন তুম
ঘরে প্রবেশ কর তখন দুই রাকাত নামায পড়িয়া লইও। এই দুই রাকাত
তোমাকে ঘরে প্রবেশের পরের খারাবী হইতে বাঁচাইবে। এমনিভাবে ঘর
হইতে বাহির হওয়ার পূর্বে দুই রাকাত পড়িয়া লইও। এই দুই রাকাত
তোমাকে বাহির হওয়ার পরের খারাবী হইতে বাঁচাইবে।

for more books <https://youtu.be/umnaJyLwmlng> (বয়েবার, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٩٧- عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: كيف تقرأ في الصلاة، فقرأت عليه أم القرآن قال: قال رسول الله ﷺ: والذى نفسى بيده ما أنزل الله فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى الزبور ولا فى القرآن مثلها وإنها للسبعين مثاني.

رواہ أحسد، المفتح الربیعی ٦٥١٨

১৯৭. হযরত উবাই ইবনে কাব (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এরশাদ করিলেন, তুমি নামাযের শুরুতে কি পড়? হযরত কাব (রায়িঃ) বলেন, আমি সূরা ফাতেহা পড়িলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ, আল্লাহ তায়ালা এইরূপ কোন সূরা না তাওরাতে, না সৈঁঞ্জীলে, না যাবুরে, না বাকি কুরআনে নাযিল করিয়াছেন এবং ইহাই সেই (সূরা ফাতেহার) সাত আয়াত যাহা প্রত্যেক নামাযে বার বার পড়া হয়।

(মুসনাদে আহমাদ, ফাতহে রাবৰামী)

١٩٨- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: قال الله تعالى: فسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأله، فإذا قال العبد: ﴿الحمد لله رب العالمين﴾ قال الله تعالى: حمدتني عبدي، وإذا قال: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ قال الله تعالى: أنتي على عبدي، فإذا قال: ﴿مِلِكُ يَوْمَ الدِّين﴾ قال: مجدهني عبدي - وقال مرأة: فوض إلى عبدي - فإذا قال: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَغْفِرُ﴾ قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأله، فإذا قال: ﴿إِنَّا هُدِّنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْهَمْنَا عَلَيْهِمْ غَيْرَ المَفْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِحِينَ﴾ قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأله. (وهو حزء من الحديث) رواه مسلم، باب وحوب

قراءة الفاتحة في كل ركعة رقم: ٨٧٨

১৯৮. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, আল্লাহ

তায়ালা বলেন, আমি সূরা ফাতেহাকে নিজের ও নিজের বান্দার মধ্যে আধা আধি ভাগ করিয়া দিয়াছি। (প্রথমার্ধের সম্পর্ক আমার সহিত, আর দ্বিতীয়ার্ধের সম্পর্ক আমার বান্দার সহিত) আমার বান্দা তাহা পাইবে যাহা সে চাহিবে। যখন বান্দা বলে, —**الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ**—‘সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালা বলেন জন্য যিনি সমস্ত জগতের পালনকর্তা’—তখন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, আমার বান্দা আমার গুণ বর্ণনা করিয়াছে। যখন বান্দা বলে, —**رَحْمَنُ الرَّحِيمِ**—যিনি বড় মেহেরবান অত্যন্ত দয়ালু—তখন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, বান্দা আমার প্রশংসা করিয়াছে। যখন বান্দা বলে, —**مَلِكُ يَوْمِ الدِّينِ**—যিনি পুরস্কার ও শান্তি দিবসের মালিক—তখন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, আমার বান্দা আমার মহত্ব বর্ণনা করিয়াছে। বান্দা যখন বলে, **إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِنُ**, —আমরা আপনারই এবাদত করি আপনারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি—তখন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, ইহা আমার ও আমার বান্দার মধ্যে, অর্থাৎ এবাদত করা আমার জন্য, আর সাহায্য প্রার্থনা করা বান্দার প্রয়োজন এবং আমার বান্দা যাহা চাহিবে তাহাকে দেওয়া হইবে।

যখন বান্দা বলে, **إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ**, —আমাদিগকে সোজা পথে পরিচালনা করুন। ঐ সকল লোকদের পথে যাহাদের উপর আপনি মেহেরবানী করিয়াছেন, তাহাদের পথে নহে যাহাদের উপর আপনার গবব নাযিল হইয়াছে আর না তাহাদের পথে যাহারা পথভৃষ্ট হইয়াছে।—তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন, সূরার এই অংশ কেবল আমার বান্দার জন্য, আর আমার বান্দা যাহা চাহিয়াছে, তাহা সে পাইয়াছে। (মুসলিম)

—**عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ هُنَّغِيرُ الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِحُونَ فَقُولُوا أَمِينٌ فَإِنَّهُ مَنْ وَاقَقَ قَوْلَهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غَيْرَ لَهُ مَا تَقْدِمُ مِنْ ذَنِبِهِ**

البخاري، باب جهر المسأوم بالائمين، رقم: 782

১৯৯. হ্যরত আবু হোরায়রা (বায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন ইমাম (সূরা ফাতেহার শেষে) বলে **غَيْرُ الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِحُونَ** এবং তখন তেওয়া আ-ঝীন ঘূল কারণ যে বাস্তুর আ-ঝীন ফেরেশতাদের

আ-মীনের সহিত মিলিয়া যায় (অর্থাৎ উভয়ের আ-মীন একই সময়ে হয়) তাহার পিছনের সমস্ত গুনাহ মাফ হইয়া যায়। (বোখারী)

٢٠٠- عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (في حديث طوبيل): وإذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا آمين، يعجبكم الله. رواه مسلم، باب الشهد في الصلاة، رقم: ٩٠٤

২০০. হ্যরত আবু মুসা আশআরী (রাযঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন যে, যখন ইমাম গুরি মাঝে বলে তখন আ-মীন বল, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের দোয়া কবুল করিবেন। (মুসলিম)

٢٠١- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكيت أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاثة خلفيات عظام سماان؟ قلنا: نعم، قال: فثلاثة آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاحه، خير له من ثلاثة خلفيات عظام سماان. رواه مسلم، باب فعل

২০১. হ্যরত আবু হোরায়রা (রাযঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের কাহারো কি ইহা পছন্দ হয় যে, যখন সে ঘরে ফিরে তখন সেখানে তিনটি বড় ও মোটা গর্ভবতী উটনী মওজুদ পায়? আমরা আরজ করিলম, নিশ্চয়। তিনি এরশাদ করিলেন, তোমাদের কেহ যে তিনটি আয়াত নামাযে পাঠ করে তাহা এই তিনটি বড় ও মোটা গর্ভবতী উটনী হইতে উত্তম। (মুসলিম)

ফায়দা ৪ আরবদের নিকট যেহেতু উট অত্যন্ত পছন্দনীয় জিনিস ছিল, বিশেষ করিয়া এমন উটনী যাহার কুঁজ অত্যন্ত গোশতপূর্ণ হয় সেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের উদাহরণ দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, নামাযে কুরআনে কারীম পাঠ করা এই পছন্দনীয় সম্পদ হইতেও উত্তম।

٢٠٢- عن أبي ذئر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ركع ركعة أو سجدة، رفع بها ذرجة وحط عنها بها خطينة. رواه كله أحمـد والبـزار بنـهـوـهـ بـأـسـاـيـدـ وـبـعـضـهـ رـحـالـهـ رـجـالـ الصـحـيـحـ

২০৩. হযরত আবু যার (রায়িৎ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি একটি রূকু করে অথবা একটি সেজদা করে তাহার একটি মর্তবা উন্নত করিয়া দেওয়া হয় এবং তাহার একটি গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয়।

(মুসনাদে আহমাদ, বায়বার, তাবারানী মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٠٣-عَنْ رَفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الْوَرْقَيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُلَّا نُصَلِّى يَوْمًا وَرَاءَ السَّبِيلِ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ، قَالَ رَجُلٌ: رَبِّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَبِيبًا مَبَارِكًا فِيهِ، فَلَمَّا انْتَرَفَ قَالَ: مَنِ الْمُنْكَلَمُ؟ قَالَ: أَنَا، قَالَ: رَأَيْتُ بِضَعْةً وَنَلَاثِينَ مَلَكًا يَتَدَرَّوْنَهَا، أَيُّهُمْ يَمْكِبُهَا أَوْلَى. رواه البخاري، كتاب الأذان،

رقم: ٧٩٩

২০৩. হযরত রেফাআহ ইবনে রাফে' যুরাকী (রায়িৎ) বলেন, আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে নামায পড়িতেছিলাম। যখন তিনি রূকু হইতে মাথা উঠাইলেন তখন বলিলেন—، সَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ ইহার উত্তরে এক ব্যক্তি বলিল—

أَرَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَبِيبًا مَبَارِكًا فِيهِ তিনি নামায শেষ করিয়া জিঞ্জাসা করিলেন, কে এই কলেমাণ্ডলি বলিয়াছিল? উক্ত ব্যক্তি আরজ করিল, আমি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমি ত্রিশ জনের অধিক ফেরেশতাকে দেখিয়াছি যে, তাহারা প্রত্যেকে এই কলেমাণ্ডলির সওয়াব লেখার ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করিতেছে যে, কে আগে লিখিবে। (বোখারী)

٢٠٣-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَلَمَّا قَالَ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبِّنَا لَكَ الْحَمْدُ، فَإِنَّهُ مَنْ وَاقَقَ فَوْلَهُ فَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غَيْرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، رَدَّ

مسلم، باب التسبيح والتحميد والتأميم، رقم: ٩١٣

২০৪. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এরশাদ করিয়াছেন, যখন ঈমাম (কুরু হইতে উঠার সময়) سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ বলে, তখন তেমরা

for more videos <https://youtube.com/annaaba>
 ২০৫- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ماجد، فأشروا الدعاء. رواه مسلم، باب ما

يقال في الركوع والسجود، رقم: ١٠٨٣

২০৫. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বান্দা নামাযের মধ্যে সেজদার অবস্থায় আপন রবের সর্বাধিক নিকটবর্তী হয়। অতএব (এই অবস্থায়) খুব দোয়া কর। (মুসলিম)

ফায়দা : নফল নামাযের সেজদায় বিশেষভাবে দোয়ার এহতেমাম করা চাই।

২০৬- عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة، ومحى عنها بها سيئة، وزفع له بها درجة فاشتكيروا من السجود.

رواية ابن ماجه، باب ماجاه في كثرة السجود، رقم: ١٤٤

২০৬. হযরত ওবাদাহ ইবনে সামেত (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন যে, যে কোন বান্দা আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে সেজদা করে আল্লাহ তায়ালা এই কারণে অবশ্যই একটি নেকী লিখিয়া দেন, একটি গুনাহ মাফ করিয়া দেন এবং একটি মর্তবা উন্নত করিয়া দেন। অতএব অধিক পরিমাণে সেজদা কর। অর্থাৎ নামায পড়। (ইবনে মাজাহ)

২০৭- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرأ ابن آدم السجدة فسجد، اغترل الشيطان ين يكنى، يقول: يا وليلي! أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت في النار. رواه مسلم، باب بيان إطلاق اسم الكفر، رقم: ٢٤٤

২০৭. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন আদম সন্তান সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করিয়া সেজদা করিয়া জগ

তখন শয়তান কাদিতে কাদিতে এক পার্শ্বে সরিয়া যায় এবং বলে, হায় আফসোস, আদম স্তনকে সেজদা করার হৃকুম করা হইয়াছে আর সে সেজদা করিয়া জাহানের উপযুক্ত হইয়া গিয়াছে। আর আমাকে সেজদা করার হৃকুম করা হইয়াছে কিন্তু আমি সেজদা করিতে অস্থীকার করিয়া জাহানামের উপযুক্ত হইয়াছি। (মুসলিম)

٤٠٨-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فِي حَدِيثِ طَوْنِيلِ): إِذَا فَرَغَ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ، وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، أَمْرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا - مِئَنْ أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَرْحَمَهُ - مِمَّنْ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَيُغَرِّفُونَهُمْ فِي النَّارِ، يَغْرِفُونَهُمْ بِأَثْرِ السُّجُودِ - تَأْكُلُ النَّارُ مِنْ أَبْنِ آدَمَ إِلَّا أَثْرَ السُّجُودِ - حَرَمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثْرَ السُّجُودِ، فَيُخْرِجُونَ مِنَ النَّارِ. رواه مسلم.

معرفة طريق الرؤيا، رقم: ٤٥١

২০৮. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা যখন বান্দাগণের ফয়সালা হইতে অবসর হইবেন এবং এই এরাদা করিবেন যে, আপন মর্জি অনুসারে যাহাকে ইচ্ছা দোষখ হইতে বাহির করিয়া লইবেন তখন ফেরেশতাগণকে হৃকুম করিবেন যে, যাহারা দুনিয়াতে শির্ক করে নাই এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিয়াছে, তাহাদিগকে দোষখের আগুন হইতে বাহির করিয়া লও। ফেরেশতাগণ তাহাদিগকে সেজদার চিহ্নসমূহের কারণে চিনিতে পারিবেন। আগুন সেজদার চিহ্নসমূহ ব্যতীত সমস্ত শরীরকে জ্বালাইয়া দিবে। কারণ আল্লাহ তায়ালা দোষখের আগুনের উপর সেজদার চিহ্নসমূহকে জ্বালানো হারাম করিয়া দিয়াছেন। এই সমস্ত লোকদিগকে (যাহাদের সম্পর্কে ফেরেশতাদেরকে হৃকুম দেওয়া হইয়াছিল) জাহানামের আগুন হইতে বাহির করিয়া লওয়া হইবে। (মুসলিম)

ফায়দা ৪ সেজদার চিহ্নসমূহ দ্বারা উদ্দেশ্য সেই সপ্ত অঙ্গ যাহার উপর মানুষ সেজদা করে—কপাল, উভয় হাত, উভয় হাঁটু ও উভয় পা। (নাবাবী)

٤٠٩-عَنْ أَبِي عَمَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَمُ

الشَّهُدُ كَمَا يَعْلَمُنَا السُّورَةُ مِنَ الْقُرْآنِ. رواه مسلم، باب الشهاد في

الصلوة، رقم: ٩٠٣

২০৯. হযরত ইবনে আববাস (রায়িৎ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে এমনভাবে তাশাহছদ শিক্ষা দিতেন যেমনভাবে কুরআনে করীমের কোন সূরা শিক্ষা দিতেন। (মুসলিম)

٢١٠ - عن خفافِ بن إيماءِ بن رَحْضَةَ الْغَفارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاةِ يُشَبِّهُ بِإِاضْبَاعِ السَّبَابَةِ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ يَسْحَرُهُ بِهَا، وَكَذَّبُوا وَلِكَنَّهُ التَّوْحِيدُ.

رواه أحمد مطرولا والطبراني في الكبير ورجاله ثقات، مجمع الروايات / ٢٣٣

২১০. হযরত খিফাফ ইবনে সৈমা (রায়িৎ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযের শেষে অর্থাৎ শেষ বৈঠকে বসিতেন তখন নিজ শাহাদত অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করিতেন। মুশরিকরা বলিত, (নাউয়ুবিল্লাহ) ইনি এই ইশারা দ্বারা জাদু করেন। অথচ তাহারা মিথ্যা বলিত। বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা দ্বারা তৌহিদের প্রতি ইঙ্গিত করিতেন। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার এক হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত উদ্দেশ্য হইত। (মুসনাদে আহমদ, তাবারী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢١١ - عن نافع رَحْمَةُ اللَّهِ بْنُ عَمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَيْهِ وَأَشَارَ بِإِاضْبَاعِهِ وَأَتَبَعَهَا بَصَرَهُ ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَهُ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْخَدِيدِ يَغْنِي السَّبَابَةَ.

رواه أحمد / ١١٩

২১১. হযরত নাফে' (রহিত) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রায়িৎ) যখন নামাযে (বৈঠকে) বসিতেন তখন নিজের উভয় হাত আপন উভয় হাঁটুর উপর রাখিয়া (শাহাদাতের) অঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করিতেন এবং দ্বিতীয় অঙ্গুলির উপর রাখিতেন। অতঃপর (নামাযের পর) বলিতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এই (শাহাদাতের অঙ্গুলি) শয়তানের জন্য লোহা হইতে অধিক কঠিন। অর্থাৎ তাশাহছদের অবস্থায় শাহাদাতের অঙ্গুলি দ্বারা আল্লাহ তায়ালার তাওইদের প্রতি ইঙ্গিত করা শয়তানের উপর বর্ণ ইত্যাদি নিক্ষেপ করা অপেক্ষা অধিক কঠিন হয়। (মুসনাদে আহমদ)

খুশি'-খ্যাত

কুরআনের আয়াত

**قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ حَفِظُوكُمْ عَلَى الصَّلَوَتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ
وَقُومُوا إِلَيْهِ قَبْيَنَ ﴾ [البَرَّ: ١٢٨]**

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—সমস্ত নামাযের এবং বিশেষ করিয়া মধ্যবর্তী নামায অর্থাৎ আসরের নামাযের পাবন্দী কর। আর আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে আদব ও বিনয়ের সহিত দণ্ডায়মান থাক। (বাকারাহ)

**وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَمْسَيْتُمُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۖ وَإِنَّهَا لِكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى
الْخَشِعِينَ ﴾ [البَرَّ: ٤٥]**

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—সবর (ধৈর্য) ও নামাযের দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয় এই নামায অবশ্যই দুর্মকর, কিন্তু যাহাদের অন্তরে খুশি' রহিয়াছে তাহাদের জন্য কোনই দুর্মকর নহে। (বাকারাহ)

ফায়দা ৪ সবরের অর্থ এই যে, মানুষ নিজেকে নফসের খাহেশাত হইতে বিরত রাখে এবং আল্লাহ তায়ালার সমস্ত হকুমকে পালন করে। এমনিভাবে কষ্ট সহ্য করাও একপ্রকার সবর বা ধৈর্য। (কাশফুর রহমান)

উক্ত আয়াতের মধ্যে দ্বিমের উপর আমল করার জন্য সবর ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য চাওয়ার হকুম করা হইয়াছে। (ফাতহল মুলহিম)

**وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَمَّا أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۗ ☆ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ
خَشِعُونَ ﴾ [الْمُوْمِنُونَ: ١٢]**

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—নিশ্চয় সেই জীমানদারগণ সফলকাম হইয়াছে যাহারা নিজেদের নামাযে খুশি' খ্যাত করে। (মুমিনুন)

হাদিস শরীফ

٢١٢- عن عُفَّمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا
مِنْ أَمْرٍ إِذَا مُسْلِمٌ تَخْضُرُهُ صَلَةً مَكْتُوبَةً، فَإِخْسَنُ وَضْوَءَهَا
وَخُشُوعُهَا وَرُكُونُهَا، إِلَّا كَانَتْ كَفَارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذَّنْبِ مَا
لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً، وَذَلِكَ التَّهْرِئُ كُلُّهُ. رواه مسلم، باب فضل الوضوء

صحيح مسلم ٤٠٦١ طبع دار إحياء التراث العربي

২১২. হযরত ওসমান (রায়িৎ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে কোন
মুসলমান ফরজ নামাযের সময় হওয়ার পর উহার জন্য উত্তমরূপে অযু
করে। অতঃপর অত্যন্ত খুশু'র সহিত নামায পড়ে, উহাতে রুকু ও
সুন্দরভাবে করে তবে এই নামায তাহার পিছনের গুনাহের জন্য কাফফারা
হইয়া যায়, যতক্ষণ সে কোন কবীরা গুনাহ না করে। আর নামাযের এই
ফটীলত সে সর্বদা পাইতে থাকে। (মুসলিম)

ফায়দা ৪: নামাযের খুশু' এই যে, অন্তরে আল্লাহ তায়ালার আজমত ও
ভয় থাকে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শাস্তি থাকে। ইহা ছাড়া কেয়াম অর্থাৎ দাঁড়ানো
অবস্থায় দৃষ্টি সেজদার জায়গায়, রুকুতে পায়ের অঙ্গুলীসমূহের প্রতি,
সেজদাতে নাকের প্রতি এবং বসা অবস্থায় কোলের উপর থাকাও খুশু'র
মধ্যে শামিল। (বায়ানুল কুরআন, শরহে সুনানে আবি দাউদ—আস্টীনী)

٢١٣- عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجَهْنَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ
تَوَضَّأَ فَأَخْسَنَ وَضْوَءَهُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يَسْهُرُ فِيهِمَا غَيْرُهُ
مَا تَقْدُمُ مِنْ ذَنْبِهِ. رواه أبو داود، باب كراهة الروسنة رقم: ٩٠٥

২১৩. হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে
যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে
ব্যক্তি উত্তমরূপে অযু করে তারপর দুই বাকাত নামায এইভাবে আদায়
করে যে, কোন ভুল করে না, অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার প্রতি পূর্ণ
মনোযোগ রাখে তবে তাহার পিছনের সমস্ত গুনাহ মাফ হইয়া যায়।

(আবু দাউদ)

٢١٤- عَنْ عَفْعَةَ بْنِ عَامِرِ الْجَهْنَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا
مِنْ مُسْلِمٍ يَعْوَذُ بِاللهِ مِنْ بَيْنِ أَيْمَانِهِ وَأَيْمَانِهِ ثُمَّ يَقْرُمُ فِي صَلَاتِهِ فَيَنْلَمُ

for more videos <https://youtube.com/annaiba>
يَقُولُ إِلَى النَّفْلِ كُوْمٌ وَلَدْنَهُ أَمَهُ مِنْ الْخَطْلَابِ لَيْسَ عَلَيْهِ ذَنْبٌ.

(الحديث) رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح وله طرف عن أبي اسحاق ولم

يُعْرَجَهُ وَلَفْقَهُ الْذَّهْنِ ٣٩٩

২১৪. হযরত ওকবা ইবনে আমের জুহানী (রায়িঃ) *নৰী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন যে, যে কোন মুসলমান পরিপূর্ণভাবে অযু করে অতঃপর আপন নামাযে একাপ ধ্যানের সহিত দাঁড়ায় যে, যাহা পড়িতেছে তাহা সে জানে তবে সে যখন নামায শেষ করে তখন তাহার কোন গুনাহ অবশিষ্ট থাকে না। (এমন হইয়া যায়) যেমন সে সেদিন ছিল যেদিন তাহার মা তাহাকে প্রসব করিয়াছিলেন।

(মুসতাদুরাকে হাকেম)

٢١٥- عَنْ حُمَرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دُعَا
 بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَاتٍ، ثُمَّ مَضَمضَ وَاسْتَثْرَ،
 ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيَمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ
 ثَلَاثَ مَرَاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيَسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ،
 ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيَمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَاتٍ ثُمَّ غَسَلَ الْيَسْرَى
 مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُونِي
 هَذَا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى: مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُونِي هَذَا، ثُمَّ قَامَ
 فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفْرَةً لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.
 قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ عُلَمَاءُنَا يَقُولُونَ: هَذَا الْوُضُوءُ أَسْبَغَ مَا
 يَتَوَضَّأُ بِهِ أَحَدٌ لِلصَّلَاةِ. رواه مسلم، باب صفة الوضوء، وكتابه، رقم: ٥٣٨

২১৫. হযরত ওসমান (রায়িঃ) এর আযাদকৃত গোলার্ম হুমরান (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রায়িঃ) অযুর জন্য পানি আনাইলেন এবং অযু করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমে নিজের উভয় হাতকে (কব্জি পর্যন্ত) তিনবার ধৌত করিলেন, অতঃপর কুলি করিলেন, নাক পরিষ্কার করিলেন। তারপর আপন চেহারাকে তিনবার ধৌত করিলেন, তারপর নিজের ডান হাতকে কনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত করিলেন, অতঃপর বাম হাতকেও এমনিভাবে তিনবার ধৌত করিলেন। তারপর মাথা মাসাহ করিলেন। তারপর ডান পা টাখনু পর্যন্ত তিনবার ধৌত করিলেন, গরো ঘাম পাও এইভাবে তিনবার ধৌত করতঃ বলিলেন,

আমি যেভাবে অযু করিয়াছি এইভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অযু করিতে দেখিয়াছি। অযু করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি আমার এই নিয়মে অযু করে, অতঃপর দুই রাকাত নামায এমন ভাবে পড়ে যে, অন্তরে কোন জিনিসের খেয়াল না আনে তবে তাহার পিছনের সমস্ত গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয়। হ্যরত ইবনে শিহাব (রহঃ) বলিয়াছেন, আমাদের ওলামারা বলেন, নামাযের জন্য ইহা সর্বাপেক্ষা পরিপূর্ণ অযু।

(মুসলিম)

٢١٦ - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَخْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَى رَكْعَتَيْنِ أَزْبَعَا شَكْ سَهْلَ - يُخْسِنُ فِيهِمَا الرُّكْنَ وَالْخُشْبَعَ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ عَفْرَلَهُ . رواه أحمد وابن ماجة حسن، مجمع الرواية / ٢٦٤

يَقُولُ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَخْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَى رَكْعَتَيْنِ أَزْبَعَا شَكْ سَهْلَ - يُخْسِنُ فِيهِمَا الرُّكْنَ وَالْخُشْبَعَ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ عَفْرَلَهُ . رواه أحمد وابن ماجة حسن، مجمع الرواية / ٢٦٤

২১৬. হ্যরত আবু দারদা (রাযঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযু করে অতঃপর দুই অথবা চার রাকাত পড়ে। বর্ণনাকারী ইহাতে সন্দেহ করিতেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই রাকাত বলিয়াছিলেন না চার রাকাত বলিয়াছিলেন। উহাতে কুকু ভালভাবে করে, খুশুর সহিতও পড়ে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালার নিকট মাগফিরাত কামনা করে তাহার মাগফিরাত হইয়া যায়।

(মুসনাদে আহমাদ, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢١٧ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجَهْنَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُخْسِنُ الْوُضُوءَ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يُفْلِي بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ عَلَيْهِمَا إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ . رواه أبو داود، باب كرامهة

الموسسة، رقم: ٣٠٦

২১৭. হ্যরত ওকবা ইবনে আমের জুহানী (রাযঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে অযু করে, অতঃপর দুই রাকাত এমনভাবে পড়ে যে, অন্তর নামাযের প্রতি মনোযোগী থাকে এবৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও শাস্ত থাকে তবে নিশ্চয় তাহার জন্য জামাত ও উজাজির হইয়া যায়। (আবু দাউদ)

[for more videos https://youtube.com/annaaba](https://youtube.com/annaaba)

٤٢١٨ - عن جابر رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ
فقال: يا رسول الله أي الصلاة أفضل؟ قال: طول الليل.

ابن حبان، قال المحقق: إسناده صحيح ٥٤٥

২১৮. হযরত জাবের (রায়িহ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, কোন নামায সর্বাপেক্ষা উচ্চম? এরশাদ করিলেন, যে নামাযে দীর্ঘক্ষণ কেয়াম অর্থাৎ দাঁড়াইয়া থাকা হয়। (ইবনে হিবান)

٤٢١٩ - عن مغيرة رضي الله عنه قال: قام النبي ﷺ حتى تورّث قدماه
لقيل له: غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: ألم
أكون عبدًا شكوراً؟ رواه البخاري، باب قوله: ليغفر لك الله ما تقدم من
ذنبك... رقم: ٤٨٣٦

২১৯. হযরত মুগীরাহ (রায়িহ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নামাযে এত দীর্ঘ) কেয়াম করিতেন যে, তাঁহার পা মোবারক ফুলিয়া যাইত। তাঁহার খেদমতে আরজ করা হইল যে, আল্লাহ তায়ালা আপনার অগ্রপশ্চাতের গুনাহ (যদি হইয়াও থাকে তবু) মাফ করিয়া দিয়াছেন। (তারপরও আপনি কেন এত কষ্ট স্বীকার করেন?) এরশাদ করিলেন, (এই কারণে) আমি কি শোকরওজার বান্দা হইব না? (বোধারী)

٤٢٢٠ - عن عمّار بن ياسر رضي الله عنهمما قال: سمعت رسول الله ﷺ
يقول: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاة تسعها
ثم منها سبعها سدّسها خمسها ربّعها ثالثها نصفها. رواه أبو داود، باب

ما جاء في نقصان الصلاة، رقم: ٧٩٦

২২০. হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রায়িহ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, মানুষ নামায শেষ করার পর তাহার জন্য সওয়াবের দশ ভাগের এক ভাগ লেখা হয়, এমনিভাবে কাহারো জন্য নয় ভাগের এক ভাগ, আট ভাগের এক ভাগ, সাত ভাগের এক ভাগ, ছয় ভাগের এক ভাগ, পাঁচ ভাগের এক ভাগ, চার ভাগের এক ভাগ, তিন ভাগের এক ভাগ, অর্ধেক অংশ লেখা হয়। (আবু দাউদ)

ফায়দা : হাদীস শরীফের উদ্দেশ্য এই যে, নামাযের বাহ্যিক বিষয় ও অভ্যন্তরীণ অবস্থা যত সুন্নাত গোতাবেক হয় ততই আজর ও সওয়াব বেশী পাওয়া যায়। (ব্যলুল মাজহুদ)

٢٢١- عن القفضل بن عبيس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة مشى مشى، تشهد في كل ركعتين، وتصرع، وتحشى، وتساكن ثم تفع يديك ترفعهما إلى ربك عزوجل مُستقلاً بيطونهما وجهك تقول: يا رب يا رب ثلاثاً فمن لم يفعل كذلك فهـى خداج. رواه أحمد /٤٦٧

২২১. হ্যরত ফজল ইবনে আবাস (রায়িৎ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নামায দুই দুই রাকাত করিয়া এইভাবে পড় যে, প্রতি দুই রাকাত শেষে তাশাহহুদ পড়। নামাযে বিনয়, শাস্তিভাব ও অপারগতা প্রকাশ কর। নামায শেষ করিয়া আপন দুই হাতকে দোয়ার জন্য আপন রবের সামনে এইভাবে উঠাও যে উভয় হাতের তালু তোমার চেহারার দিকে থাকে। অতঃপর তিনবার ইয়া রব ইয়া রব বলিয়া দেয়া কর। যে একপ করে নাই তাহার নামায (আজর ও সওয়াব হিসাবে) অসম্পূর্ণ রহিল। (মুসনাদে আহমাদ)

٢٢٢- عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مُفْلِلاً على العبد في صَلَاهِ مَا لَمْ يَتَفَثَّ، فَإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ أَنْصَرَفَ عَنْهُ. رواه النسائي، باب التشديد في الالتفات في الصلاة، رقم: ١١٩٦

২২২. হ্যরত আবু যার (রায়িৎ) (বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার প্রতি মনোযোগ নিবন্ধ রাখেন যতক্ষণ সে নামাযের মধ্যে অন্য কোন দিকে মনোযোগ না দেয়। যখন বান্দা নামায হইতে আপন মনোযোগ সরাইয়া লয়, তখন আল্লাহ তায়ালাও আপন মনোযোগ সরাইয়া ফেলেন। (নাসাই)

٢٢٣- عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ يُصْلِي أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ حَتَّى يَنْقِلِبَ أَوْ يُخْدَى حَدَثَ سُورَى.

رواہ ابن ماجہ، باب المصلى يتضخم، رقم: ١٠٢٣

২২৩. হ্যরত হোয়াইফা (রায়িৎ) হইতে বাণিত আছে যে, নবী কর্তৃত

সাল্লাহুজ্জাম আলাইহি ওয়াসল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষ যখন নামায পড়িতে দাঢ়ায় তখন আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দেন, যতক্ষণ সে নামায শেষ না করে অথবা (নামাযের ভিতর) এমন কোন আঘাত করে যাহা নামাযে খুণ্ড'র পরিপন্থী হয়। (ইবনে মাজাহ)

٢٢٣- عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الخصي فإن الرحمة تواجدهم. رواه الترمذى وقال:

^{٣٧٩} حدیث أبی ذر حديث حسن، باب ما جاء في كراهة مسح الحصى ،،،،، رقم: ٤٠٠٠٠

২২৪. হ্যৱত আবু ধার (রাখিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম
সাল্লাম্মাহ আলাইহি ওয়াসল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের কেহ যখন
নামাযের জন্য দাঁড়ায় তখন নামায রত অবস্থায় অথবা হাত দ্বারা কক্ষের
স্পর্শ না করে। কেননা সেই সময় তাহার প্রতি আল্লাহ তায়ালার বিশেষ
রহমত ঘনোযোগী হয়। (তিরমিয়ী)

ফায়দা : ইসলামের প্রাথমিক ঘুণে মসজিদে কাতারের জায়গায় কক্ষ
বিছাইয়া দেওয়া হইত। কখনও কোন কক্ষের হয়ত চোখা হইয়া থাকিত,
ইহাতে সেজদা করা কষ্টকর হইয়া যাইত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বারংবার কক্ষের সরাইতে এইজন্য নিয়েধ করিয়াছেন যে, এই
সময় আল্লাহ তায়ালার বহুমত মনোযোগী হইবার সময়। কক্ষের সরানো
অথবা এ জাতীয় আর কোন কাজে মশগুল হওয়ার কারণে বহুমত হইতে
বাধ্যত হইয়া না যায়।

٤٢٥-عَنْ سَمْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا
فِي الصَّلَاةِ وَرَفَعْنَا رُؤُوسَنَا مِنَ السُّجُودِ أَنْ نَطَمِئْنَ عَلَى الْأَرْضِ
جُلُوسًا وَلَا نَسْتَوِيْزَ عَلَى أَطْرَافِ الْأَقْدَامِ رواه شمامه هكذا الطبراني في
الكبير وباستاده حسن وقد تكلم الأزدي وأiben حزم في بعض رجاله بما لا يقدر،

مجمع الزوائد/٢٤٥

২২৫. হ্যরত সামুরা (রায়িৎ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম আমাদিগকে ছক্ষুম করিতেন, যখন আমরা নামাযে সেজদা হইতে মাথা উঠাইতাম যেন শান্ত হইয়া জমিনের উপর বসি, পায়ের আঙ্গুলের উপর ভর করিয়া না বসি। (তাবাৰানী, মাজমায়ে যাওয়ায়ে)

٤٢٦- عن أبي الدرداء رضي الله عنه حين حضرته الوفاة قال: أخذتكم حديثاً سمعته من رسول الله ﷺ يقول: أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وأعذ نفسك في الموتى، وإياك ودغور المظلوم فإنه تستجاب، ومن استطاع منكم أن يشهد الصالحين العشاء والصبح ولو حبوا فليفعل. رواه الطبراني في الكبير والرجل الذي من النعم لم أحد من ذكره وقد ورد من وجه آخر وسماه حابراً. وفي الحاشية: وله شواعد ينقوى به، مجمع الروايات

٤٢٦. হযরত আবু দারদা (রায়ি)^১ ইন্টেকালের সময় বলিলেন, আমি তোমাদের নিকট একটি হাদীস বর্ণনা করিতেছি যাহা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে শুনিয়াছিলাম। তিনি এরশাদ করিয়াছেন, এমনভাবে আল্লাহ তায়ালার এবাদত কর যেন তুমি তাহাকে দেখিতেছ, আর যদি একপ অবস্থা নসীব না হয় তবে এই ধ্যান রাখ যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে দেখিতেছেন। নিজেকে মৃত লোকদের মধ্যে গণ্য কর (নিজেকে জীবিতদের মধ্যে গণ্য করিও না, তখন না কোন কথায় আনন্দ হইবে, আর না কোন কথায় দুঃখ হইবে।) মজলুমের বদদোয়া হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখ, কেননা উহা তৎক্ষণাত কবুল হইয়া যায়। তোমাদের কেহ যদি এশা ও ফজরের নামাযে শরীক হওয়ার জন্য জমিনে হেঁচড়াইয়াও যাইতে পারে তবে তাহাকে হেঁচড়াইয়া হইলেও জামাতে শরীক হওয়া উচিত। (আবারানী, মজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٤٢٧- عن ابن عمر رضي الله عنهمما قال: قال رسول الله ﷺ: صل صلاة مودع كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك. (الحديث)

রواه أبو محمد الإبراهيمي في كتاب الصلوة وابن التميم عن ابن عمر وهو حديث

حسن، الجامع الصغير ٦٩/٢

٤٢٧. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রায়ি)^১ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এমন ব্যক্তির ন্যায় নামায পড় যে চিরবিদায় হইতেছে, অর্থাৎ এমন লোকের ন্যায় যাহার এই ধারণা যে, ইহা আমার জীবনের শেষ নামায। এমনভাবে নামায পড় যেন তুমি আল্লাহ তায়ালাকে দেখিতেছ। যদি এই অবস্থা সৃষ্টি করা সম্ভব না হয় তার ক্ষমতের জন্য এই অবস্থা যেন অবশ্য হয় যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে দেখিতেছেন। (জামে সগীর)

٤٢٨- عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فيرد علينا، فلما رجعنا من عند العجاشي، سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة، فترد علينا، فقال: إن في الصلاة شغلاً. رواه سلم، باب

تعریف الكلام في الصلاة .٠٠٠٠٠ رقم: ١٢٠١

২২৮. হযরত আবদুল্লাহ (রায়িঃ) বলেন, (ইসলামের প্রথম যুগে) আমরা নামাযরত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করিতাম এবং তিনি আমাদিগকে সালামের উক্তর দিতেন। যখন আমরা নাজাশীর নিকট হইতে ফিরিয়া আসিলাম তখন আমরা (পূর্ব অভ্যাস অনুযায়ী) তাঁহাকে সালাম করিলাম। তিনি আমাদিগকে জওয়াব দিলেন না। আমরা আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, পূর্বে আমরা আপনাকে নামাযরত অবস্থায় সালাম করিতাম আর আপনি আমাদের জওয়াব দিতেন (কিন্তু এইবার আপনি আমাদের জওয়াব দিলেন না।) তিনি এরশাদ করিলেন, নামাযরত অবস্থায় শুধু নামাযের মধ্যেই মশগুল থাকা চাই। (মুসলিম)

٤٢٩- عن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى
وفي صدره أزيز كازين الرحي من المكاء بفتح الكاف. رواه أبو داود، باب
البكاء في الصلاة، رقم: ٩٤

২২৯. হযরত আবদুল্লাহ (রায়িঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামায পড়িতে দেখিয়াছি। তাঁহার সীনা মোবারক হইতে (শ্বাস রুক্ষ হওয়ার দরুন) অনবরত ক্রন্দনের এরূপ আওয়াজ আসিতেছিল যেরূপ জাঁতা ঘোরার আওয়াজ হইয়া থাকে। (আবু দাউদ)

٤٣٠- عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً قال: مثُل الصلاة
المكتوبة كمثل الميزان من أوقفي استغرقى. رواه البيهقي مكتن ورواه

غيره عن الحسن مرسلاً وهو الصواب، الترغيب/١

২৩০. হযরত ইবনে আবাস (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ফরয নামাযের দ্বষ্টান্ত পাল্লার ন্যায়। যে ব্যক্তি নামাযকে পূর্ণরূপে আদায় করে সে পরিপূর্ণ সওয়াব লাভ করেন (বাইহাকী، তরঙ্গীব)

٢٣١- عن عَمَّانَ بْنِ أَبِي دَهْرٍ شَرِيفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُرْسَلًا (قَالَ): لَا يَقْبَلُ

اللَّهُ مِنْ عَبْدٍ عَمَلاً حَتَّى يُحْضِرَ قَلْبَهُ مَعَ بَدْنِهِ، إِنْجَافُ السَّادَةِ، ١١٢/٣

قال المتندرى: رواه محمد بن نصر المروزى فى كتاب الصلاة هكذا مرسلًا ووصله

أبو منصور الديلمى فى مستند الفردوس من حديث أبي بن كعب والمرسل أصح،

الترغيب ٣٤٦/١

২৩১. হযরত ওসমান ইবনে আবি দাহরিশ (রায়ি)^o হইতে বর্ণিত
আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন,
আল্লাহ তায়ালা বান্দার সেই আমলকেই কবুল করেন যাহাতে সে নিজের
শরীরের সহিত দিলকেও মনোযাগী করিয়া রাখে। (ইন্দ্রেহাফ)

٢٣٢- عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الصَّلَاةُ

ثَلَاثَةُ أَنْلَاثٍ: الظُّهُورُ ثُلَاثٌ، وَالرُّكُونُ ثُلَاثٌ، وَالسُّجُودُ ثُلَاثٌ،

فَمَنْ أَذَاهَا بِحَقِّهَا فَبَلَّثَ مِنْهُ، وَقَبِيلَ مِنْهُ سَابِرٌ عَمَلِهِ، وَمَنْ رُدَّثَ

عَلَيْهِ صَلَاتُهُ رُدَّ عَلَيْهِ سَابِرٌ عَمَلِهِ، رواه البرار وقال: لا نعلمه مرفوعا إلا عن

السفيرة بن مسلم، قلت: والمغيرة ثقة وإيساده حسن، مجمع الروايات ٤٥/٢

২৩২. হযরত আবু হোরায়রা (রায়ি)^o হইতে বর্ণিত আছে যে,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নামাযের
তিনটি অংশ রহিয়াছে। অর্থাৎ এই তিনি অংশকে বিশুদ্ধভাবে আদায়
করার দ্বারা নামাযের পূর্ণ সওয়াব লাভ হয়। পবিত্রতা হাসিল করা এক
ত্তীয়াংশ, কুকু এক ত্তীয়াংশ এবং সেজদা এক ত্তীয়াংশ। যে ব্যক্তি
আদবের প্রতি খেয়াল রাখিয়া নামায পড়ে তাহার নামায কবুল করা হয়
এবং তাহার সমস্ত আমলও কবুল করা হয়। যাহার নামায (শুন্দরাপে না
পড়ার দরুণ) কবুল হয় না তাহার অন্যান্য আমলও কবুল হয় না।

(বায়বার, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٣٣- عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى بِنًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

الْعَضْرَ، فَبَصَرَ بِرَجُلٍ يُصْلِيَ، فَقَالَ: يَا فُلَانُ اتَّقِ اللَّهَ، أَخْبِرْ

صَلَاتِكَ لَتَرَوْنَ أَنِّي لَا أَرَاكُمْ، إِنِّي لَأَرَى مِنْ خَلْفِي كَمَا أَرَى مِنْ

بَيْنِ يَدَيِّ، أَخْسِنُوا صَلَاتَكُمْ وَأَتْمُوا رُكُونَكُمْ وَسُجُودَكُمْ، رواه ابن

for more books <https://youtube.com/alamin5g> ١٢٦/١

for more videos <https://youtu.be/1DpXnJLqfjU>

২৩৩. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িহ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে আসরের নামায পড়াইলেন। অতঃপর তিনি এক ব্যক্তিকে নামায পড়িতে দেখিয়া তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, হে অমুক, আল্লাহকে ভয় কর। নামায সুন্দরভাবে পড়। তোমরা কি মনে কর যে, আমি তোমাদিগকে দেখিতে পাই না? আমি আমার পিছনের জিনিসকেও এরাপ দেখিতে পাই যেমন নিজের সম্মুখের জিনিসকে দেখিতে পাই। নিজেদের নামাযকে সুন্দরভাবে পড়। রুকু ও সেজদাকে পরিপূর্ণভাবে আদায় কর। (ইবনে খুয়াইমাহ)

ফায়দা ৪. পিছনের জিনিসকেও দেখিতে পাওয়া ইহা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি মুজেয়া।

عَنْ وَائِلِ بْنِ جَبْرِيلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا

رَكَعَ فَرَأَ أَصَابِعَهُ وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ۔ رواه الطبراني في الكبير

وإسناده حسن، مجمع الروايات ۲۲۵

২৩৪. হযরত ওয়ায়েল ইবনে হিজ্র (রায়িহ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রুকু করিতেন তখন (হাতের) আঙুলসমূহ ফাঁক করিয়া রাখিতেন, আর যখন সেজদা করিতেন তখন আঙুলসমূহ মিলাইয়া লইতেন। (তাবারানী, মাজুমায়ে যাওয়ায়েদ)

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يُمْهَدُ

رَكْوَعَةً وَسُجُودَةً لَمْ يَسْأَلِ اللَّهُ تَعَالَى شَيْئًا إِلَّا غُطِّاهُ عَاجِلًا

أَوْ آجِلًا۔ إتحاف السادة المتفقين عن الطبراني في الكبير ۲۱/۳

২৩৫. হযরত আবু দারদা (রায়িহ) বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি এইভাবে দুই রাকাত পড়ে যে, উহার রুকু ও সেজদা পরিপূর্ণভাবে আদায় করে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালার নিকট যাহাই চায় আল্লাহ তায়ালা তৎক্ষণাত অথবা (কোন কারণে) কিছু পরে অবশ্যই দান করেন। (তাবারানী, ইন্দেহাফ)

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثْلُ الدِّينِ لَا يُعْلَمُ رَكْوَعَهُ وَيَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ مَثْلُ الْجَانِبِ

يَا كُلُّ التَّمَرَّةِ وَالْتَّمَرَتَيْنِ لَا تُغْبَيَانِ عَنْهُ شَيْئًا۔ رواه الطبراني في الكبير

وأبو على وإسناده حسن، مجمع الروايات ۲۰۳

for ২৩৬. হযরত আবু আবদুল্লাহ/আবাবারী (রায়িহ) হইতে বর্ণিত আছে

ঝে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে
ব্যক্তি কুকুর পরিপূর্ণকাপে করে না এবং সেজদায় ও শুধু ঠোকর মারে তাহার
দষ্টান্ত সেই ক্ষুধার্ত ব্যক্তির ন্যায় যে এক দুইটি খেজুর খায় যাহাতে তাহার
ক্ষুধা দূর হয় না। (এমনিভাবে এই নামাযও কোন কাজে আসে না।)

(তাবারানী, আবু ইয়ালা, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

২৩৭-عَنْ أُبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَوْلُ شَيْءٍ يُرْفَعُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْخُشُوعُ حَتَّى لَا تَرَى فِيهَا خَابِسًا. رواه الطبراني

في الكبير وإسناده حسن، مجمع الروايد ২২৬/২

২৩৭. হযরত আবু দারদা (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এই উম্মতের মধ্য হইতে সর্বপ্রথম খুশু' উঠাইয়া লওয়া হইবে। অবশেষে তোমরা উম্মতের মধ্যে একজনও খুশু'ওয়ালা পাইবে না। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

২৩৮-عَنْ أُبِي قَحَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْوَى النَّاسُ سَرْقَةً الَّذِي يَسْرِفُ مِنْ صَلَاحِهِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَسْرِفُ مِنْ صَلَاحِهِ؟ قَالَ: لَا يُتَمَّ رُكُونُهَا وَلَا سُجُودُهَا, أَوْ لَا يَقِيمُ صَلَبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَلَا فِي السُّجُودِ.

رواہ أحمد والطبرانی في الكبير
والأوسط ورجاله رجال الصحيح، مجمع الروايد ৩০০/২

২৩৮. হযরত আবু কাতাদাহ (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিকৃষ্টতম চোর সেই ব্যক্তি যে নামাযের মধ্য হইতে চুরি করে। সাহাবা (রায়িৎ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, নামাযের মধ্য হইতে কিভাবে চুরি করে? এরশাদ করিলেন, উহার কুকুর সেজদা উত্তমকাপে করে না।

(মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

২৩৯-عَنْ أُبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى صَلَاةِ رَجُلٍ لَا يَقِيمُ صَلَبَهُ بَيْنَ رُكُونِهِ وَسُجُودِهِ. رواه
أحمد، الفتح الرباني، ২/১৬৭

২৩৯. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা এমন ব্যক্তির নামাযের প্রতি জ্ঞানেপ্রাপ্ত করেন না, যে কুকুর ও সেজদার

٢٢٠- عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأله رسول الله ﷺ عن الإلتفات في الصلاة قال: هو اختلاس يخليصه الشيطان من صلاة الرجل . رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما ذكر فى الانتفات فى الصلاة، رقم: ٥٩٠

২৪০. হযরত আয়েশা (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, নামাযে এদিক সেদিক দেখা কেমন? এরশাদ করিলেন, ইহা মানুষের নামাযের মধ্য হইতে শয়তানের ছিনতাই করা। (তিরমিয়ী)

٢٢١- عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ . لينتهي أقوام يرتفعون أبصارهم إلى السماء، أو لا ترجع إليهم رواه مسلم، باب النهي عن رفع البصر .، رقم: ١٦٦

২৪১. হযরত জাবের ইবনে সামুরাহ (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যাহারা নামাযের মধ্যে আকাশের দিকে দৃষ্টি উঠাইয়া দেখে তাহারা যেন বিরত হয়। নতুনা তাহাদের দৃষ্টি উপরের দিকেই থাকিয়া যাইবে। (মুসলিম)

٢٢٢- عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرَدَ، فَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلَّى فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فَرَجَعَ فَصَلَّى كَمَا صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلَّى فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، ثَلَاثًا، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعْثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَخِسْنُ غَيْرَهُ، فَعَلِمْتُ، فَقَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكِبِّرْ، ثُمَّ افْرَا مَا تَيْسَرْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَ رَأْكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلْ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمِئِنَ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَ جَالِسًا وَافْعُلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا . رواه البخاري، باب وجوب القراءة للإمام والمساوم في الصلوات

كلها .، رقم: ٢٥٧

for more books <https://youtube.com/alamin5g>

৫৪২ হয়েরত আবু হোরায়রা: (রায়ি)। হইতে বর্ণিত/আছে aha, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে তশরীফ আনিলেন। অপর এক বাস্তিও মসজিদে আসিল এবং নামায পড়িল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করিল। তিনি তাহার সালামের উত্তর দিয়া বলিলেন, যাও, নামায পড়, কারণ তুমি নামায পড় নাই। সে গেল এবং পূর্বে যেরূপ নামায পড়িয়াছিল সেরূপেই নামায পড়িয়া আসিয়া পুনরায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করিল। তিনি এরশাদ করিলেন, যাও, নামায পড়, কারণ তুমি নামায পড় নাই। এইভাবে তিনিবার হইল। লোকটি আরজ করিল, সেই সন্তার কসম, যিনি আপনাকে হক দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, আমি ইহা হইতে উত্তম নামায পড়িতে পারি না, আপনি আমাকে নামায শিখাইয়া দিন। তিনি এরশাদ করিলেন, যখন তুমি নামাযের জন্য দাঁড়াইবে তখন তাকবীর বলিবে। অতঃপর কুরআন মজীদ হইতে যাহা তুমি পড়িতে পার পড়িবে। তারপর যখন রুকুতে যাইবে তখন শান্তভাবে রুকু করিবে, তারপর রুকু হইতে উঠিয়া শান্ত হইয়া দাঁড়াইবে। তারপর সেজদায় যাইয়া শান্তভাবে সেজদা করিবে। তারপর যখন সেজদা হইতে উঠিবে তখন শান্ত হইয়া বসিবে। তুমি সম্পূর্ণ নামাযে এরূপ করিবে। (বোধারী)

অযুর ফায়ায়েল

কুরআনের আয়াত

فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: هَبِّيْلَاهَا الَّذِينَ امْتَنَّا إِذَا فَمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ
فَاغْسِلُوْا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴿٦﴾ [الساده: ٦]

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন,—হে দ্বিমানদারগণ, যখন তোমরা নামাযের জন্য উঠ তখন প্রথমে নিজেদের মুখমণ্ডলকে এবং কনুই পর্যন্ত নিজেদের হাতসমূহকে ধোত কর এবং নিজেদের মন্ত্রকসমূহকে মাসাহ কর এবং টাখনু পর্যন্ত নিজেদের পাসমূহকে ধোত কর। (মায়েদাহ)

وَقَالَ تَعَالَى: هَوَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِيْنَ ﴿٨﴾ [التوبه: ٨]

for প্রবন্ধ দাহারা অন্তর্ভুক্ত পাকিপাবিত্র/ধারে আয়াহ তায়ালা/ তাহাদিগুকে
পছন্দ করেন। (তওবা)

হাদীস শরীফ

٢٢٣-عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
الْعَظِيمُ شَطَرُ الْإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمَلًا الْمِيزَانَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمَلًا -أَوْ تَمَلًا- مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّرْبُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حَجَّةٌ
لَكَ أَوْ عَلَيْكَ. (الحديث) رواه مسلم، باب فضل الموضوع، رقم: ٥٣٤

২৪৩. হ্যরত আবু মালেক আশআরী (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, বাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, অযু ঈমানের অর্ধেক, পরিপূর্ণ করিয়া দেয়, আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী শূন্যস্থানকে (সওয়াব দ্বারা) ভরিয়া দেয়। নামায নূর, সদকা দলীল, সবর করা আলো, আর কুরআন তোমার পক্ষে দলীল অথবা তোমার বিপক্ষে দলীল। অর্থাৎ যদি উহার তেলাওয়াত করিয়া থাক এবং উহার উপর আমল করিয়া থাক তবে তোমার নাজাতের কারণ হইবে, নতুবা তোমার পাকড়াওয়ের কারণ হইবে। (মুসলিম)

ফায়দা : এই হাদীসে অযুকে ঈমানের অর্ধেক এইজন্য বলা হইয়াছে যে, ঈমানের দ্বারা অন্তর হইতে কুফর ও শিরকের নাপাকী দূর হয়। আর অযুর দ্বারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নাপাকী দূর হয়। নামাযের নূর হওয়ার এক অর্থ এই যে, নামায শুনাহ ও নির্লজ্জতা হইতে বিরত রাখে। যেমন নূর অঙ্ককারকে দূর করিয়া দেয়। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, নামাযের দরজন কেয়ামতের দিন নামাযীর চেহারা উজ্জ্বল ও আলোকিত হইবে এবং দুনিয়াতেও নামাযীর চেহারায় সজীবতা হইবে। তৃতীয় অর্থ এই যে, নামায কবর ও কেয়ামতের অঙ্ককারে আলো হইবে। সদকা দলীল হওয়ার অর্থ এই যে, মাল-সম্পদ মানুষের নিকট প্রিয় হইয়া থাকে। আর যখন সে উহা আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় খরচ করে এবং সদকা করে তখন এই সদকা করা তাহার ঈমান সত্য হওয়ার পরিচয় ও প্রমাণ হয়। সবর আলো হওয়ার অর্থ এই যে, সবরকারী ব্যক্তি অর্থাৎ যে আল্লাহ তায়ালার হকুম প্রিয় করেন নাকরসমানী হইতে বিরত থাকে এবং কষ্ট মুসীবতে ধৈর্য ধারণ

(নাভাভী, ঘেরকাত)

٢٣٣-عَنْ أُبْيِ هَرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ خَلِيلَنِي يَقُولُ:
تَبْلُغُ الْجَلْدَ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَتَلَقَّ الْوُضُوءُ. رواه مسلم، باب تبلغ

الحلية..... رقم: ٥٨٦

২৪৪. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) বলেন, আমি আমার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, কেয়ামতের দিন মুমিনের অলঙ্কার ঐ পর্যন্ত পৌছিবে যে পর্যন্ত অযুর পানি পৌছে। অর্থাৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যেখান পর্যন্ত অযুর পানি পৌছিবে সেখান পর্যন্ত অলঙ্কার পরানো হইবে। (মুসলিম)

٢٣٤-عَنْ أُبْيِ هَرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ:
إِنَّ أَمْتَنِي يَدْعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُرَاءً مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ
الْوُضُوءِ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطْبِلَ عَرْتَهُ فَلْيَفْعُلْ. رواه البخاري،
 باب فعل الوضوء والغير المسجلون..... رقم: ١٣٦

২৪৫. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আমার উম্মতকে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় ডাকা হইবে যে, তাহাদের হাত, পা ও চেহারাসমূহ অযুর পানি দ্বারা ধৌত হওয়ার কারণে উজ্জ্বল ও চমকদার হইবে। অতএব যে তাহার উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করিতে চায় সে যেন তাহা বৃদ্ধি করিয়া লয়। (বোখারী)

ফায়দা ৪ অর্থাৎ একুপ যত্ন সহকারে অযু করা উচিত যেন অযুর অঙ্গসমূহের মধ্যে কোন স্থান শুল্ক না থাকে। (মুষাহিরে হক)

٢٣٥-عَنْ غُفَّانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ:
مَنْ تَوَضَّأَ فَأَخْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ
مِنْ قَعْدَتِ أَطْفَارِهِ. رواه مسلم، باب خروج الخطايا..... رقم: ٥٧٨

২৪৬. হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে অযু করে এবং উন্মরাপে করে, অর্থাৎ সুন্নাত আদাব ও মুস্তাহাবসমূহ যত্নসহকারে আদায় করে, তাহার গুনাহসমূহ শৈলীর হইতে বাহির হইয়া

for more videos <https://youtube.com/annaaba>
যায়। এমনকি তাহার নখের নীচ হইতেও বাহির হইয়া যায়।

ফায়দা ৪ ওলামায়ে কেরামের সঠিক সিদ্ধান্ত এই যে, অযু, নামায ইত্যাদি এবাদতের দ্বারা শুধু সগীরা গুনাহ মাফ হয়, কবীরা গুনাহ তওবা ব্যতীত মাফ হয় না। অতএব অযু, নামায ইত্যাদি এবাদতের সঙ্গে সঙ্গে তওবা ও এস্তেগফারেরও এহতেমাম করা চাই। অবশ্য আল্লাহ তায়ালা আপন মেহেরবানীতে কাহারো কবীরা গুনাহও মাফ করিয়া দেন তবে তাহা ভিন্ন কথা। (নাভাতী)

٢٣٧-عَنْ عُفَيْفَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يُسْبِغُ عَبْدُ الْوَضُوءِ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقْدَمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخُرَهُ.

رواه البرار ورجاله موثقون والحديث حسن إن شاء الله، مجمع الرواالت / ٥٤٢

২৪৭. হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রায়ি) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে কোন বাস্তা কামেলরূপে অযু করে, অর্থাৎ প্রত্যেক অঙ্গকে ভালভাবে তিনবার করিয়া ধৌত করে, আল্লাহ তায়ালা তাহার অগ্র পশ্চাতের সকল গুনাহ মাফ করিয়া দেন। (বায়বার, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٣٨-عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيَتَلْعَبُ - أَوْ فَيَسْبِغُ - الْوَضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِلَّا فَتَحَّثَ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الشَّمَائِيلُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيْهَا شَاءَ.

رواية مسلم، باب الذكر المستحب عقب الوضوء، رقم: ٥٥٣، وفي رواية لمسلم عن عقبة بن عامر الجعفري رضي الله عنه: من توضأ فقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله. (ال الحديث) باب الذكر المستحب عقب الوضوء، رقم: ٥٥٤، وفي رواية لابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه: ثم قال ثلاثة مرات ، باب ما يقال بعد الوضوء، رقم: ٤٦٩، وفي رواية لأبي داود عن عقبة رضي الله عنه: فأشحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء، باب ما يقول الرجل إذا توضأ، رقم: ١٧٠، وفي رواية

২৪৮. হ্যরত ওমর ইবনে খাত্বাব (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মুস্তাহব ও আদাবসমূহের প্রতি খেয়াল করিয়া উত্তরণে অযু করে, অতঃপর

أَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

পাঠ করে তাহার জন্য অবশ্যই জানাতের আটটি দরজাই খুলিয়া যায়। যে দরজা দিয়া ইচ্ছা জানাতে প্রবেশ করিতে পারে। হ্যরত ওকবা ইবনে আমের (রায়িঃ) এর রেওয়ায়াতে

أَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

পড়ার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

হ্যরত আনাস ইবনে ঘালেক (রায়িঃ) এর রেওয়ায়াতে এই কলেমাগুলি তিনবার পড়ার কথা উল্লেখিত হইয়াছে। অপর এক রেওয়ায়াতে হ্যরত ওকবা (রায়িঃ) হইতে অযুর পর আকাশের দিকে দৃষ্টি উঠাইয়া এই কলেমাগুলি পড়ার কথা বলা হইয়াছে। অপর আরেকটি রেওয়ায়াতে হ্যরত ওমর ইবনে খাত্বাব (রায়িঃ) হইতে কলেমাগুলি একুপ বর্ণনা করা হইয়াছে—

:أَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ

অর্থঃ আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোন মাদুদ নাই তিনি এক। তাহার কোন অংশীদার নাই এবং আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, (হ্যরত) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার বান্দা ও রাসূল। আয় আল্লাহ! আমাকে এই সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন যাহারা তওবা করে ও পাক পবিত্র থাকে।

٤٢٩-عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْعَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

وَمَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ كُبَّ بِفِي رَقِّ ثُمَّ طَبَعَ بِطَاطِعَ فَلَمْ يُكْسِرْ

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (وهو جزء من الحديث) رواه الحاكم وقال: هذا حديث

صحيح على شرط مسلم ولم يخر جاه ورافقه المعنوي ٥٦٤

for more videos <https://youtube.com/annaaba>
 ২৪৯. হ্যরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি অযু করিবার পর

سَيْحَانِكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

পড়ে তাহার এই কলেমাণ্ডলি একটি কাগজে লিখিয়া উহার উপর মোহর লাগাইয়া দেওয়া হয় যাহা কেয়ামত পর্যন্ত আর খোলা হইবে না। অর্থাৎ উহার সওয়াব আখেরাতের জন্য জমা করিয়া রাখা হইবে।

(মুসতাদরাকে হাকেম)

٢٥٠-عَنْ أَبْنَىٰ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ
 وَاحِدَةً فَذِلْكَ وَظِيفَةُ الْوَضُوءِ الَّتِي لَا يَبْدُ مِنْهَا، وَمَنْ تَوَضَّأَ ثَنِيْنِ
 فَلَهُ كِفْلَانٌ، وَمَنْ تَوَضَّأَ ثَلَاثَةً فَذِلْكَ وَضْنِيْنِ وَوَضْنِيْنِ الْأَنْبِيَاءِ
 قَبْلِيْ. رواه أحمد / ٩٨

২৫০. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি অযুর মধ্যে প্রত্যেক অঙ্কে এক একবার করিয়া ধোত করিল ইহা ফরয়ের পর্যায়ে হইল। আর যে অযুর মধ্যে প্রত্যেক অঙ্কে দুই দুইবার করিয়া ধোত করিল তাহার দ্বিগুণ সওয়াব লাভ হইল, আর যে অযুর মধ্যে প্রত্যেক অঙ্কে তিন তিনবার করিয়া ধোত করিল ইহা আমার ও আমার পূর্বেকার নবীদের অযু হইল। (মুসলিম আহমাদ)

٢٥١-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصَّابِرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
 إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَمَمْضِضَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ فِيهِ، فَإِذَا
 اسْتَثْرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ، فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ
 الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ نَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنِيهِ، فَإِذَا غَسَلَ
 يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ نَحْتِ أَظْفَارِ يَدَيْهِ،
 فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْمِيهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْمِيهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ
 أَذْنِيهِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ
 مِنْ نَحْتِ أَقْلَافِ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ كَانَ مُسْتَهْدِيًّا إِلَى الْحَمَاجِ وَصَلَاحَةً أَفْلَافِ

لَهُ رواه السائني، باب مسح الأذنين مع الرأس .٠٠٠٠٠ رقم: ١٠٣

وَفِي حَدِيثٍ طَوْبِيلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ الْسُّلْمَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَبِهِ مَكَانٌ مَشْيَهٌ إِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلَاتُهُ نَافِلَةٌ فَإِنْ هُوَ قَامٌ فَصَلَى، فَحَمَدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَمَجَدَهُ بِالذِّي هُوَ لَهُ أَهْلٌ، وَفَرَغَ قَلْبُهُ لِلَّهِ، إِلَّا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيبَتِهِ كَهْبِتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. رواه مسلم.

باب إسلام عمرو بن عبس، رقم: ١٩٣٠

২৫১. হযরত আবদুল্লাহ সুনাবিহী (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন মুমিন বাল্দা অঘৃ করে এবং উহার মধ্যে কুলি করে তখন তাহার মুখের সমস্ত গুনাহ ধোত হইয়া যায়। যখন নাক পরিষ্কার করে তখন নাকের সমস্ত গুনাহ ধোত হইয়া যায়, যখন চেহারা ধোত করে তখন চেহারার গুনাহ ধোত হইয়া যায়, এমনকি চোখের পাপড়ির গোড়া হইতেও বাহির হইয়া যায়। যখন উভয় হাত ধোত করে তখন হাতের গুনাহ ধোত হইয়া যায়। এমনকি হাতের নখের নীচ হইতেও বাহির হইয়া যায়। যখন মাথা মাসাহ করে তখন মাথার গুনাহ ধোত হইয়া যায়, এমনকি কান হইতেও বাহির হইয়া যায়। এমনকি পায়ের নখের নীচ হইতে বাহির হইয়া যায়। অতঃপর তাহার মসজিদের দিকে পায়ে হাঁটিয়া যাওয়া এবং নামায পড়া তাহার জন্য অতিরিক্ত (সওয়াবের কারণ) হয়। (নাসাঈ)

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আমর ইবনে আবাসা সুলামী (রায়িৎ) বলেন, যদি অঘৃর পর দাঁড়াইয়া নামায পড়ে এবং উহাতে আল্লাহ তায়ালার একুপ হামদ ও সানা ও বুযুর্গী বর্ণনা করে যাহা তাঁহার শালের উপযুক্ত এবং নিজের দিলকে (সমস্ত চিন্তা ফিকির হইতে) খালি করিয়া আল্লাহ তায়ালার দিকে ঝুঁজু থাকে তবে এই ব্যক্তি নামায শেষ করিবার পর আপন গুনাহ হইতে একুপ পবিত্র হইয়া যায় যেন আজই তাহার মাতাহাকে প্রসব করিয়াছেন। (মুসলিম)

ফায়দা : কোন কোন ওলামায়ে কেরাম প্রথম রেওয়ায়াতের এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন যে, অঘৃর দ্বারা সমস্ত শরীরের গুনাহ মাফ হইয়া যায় এবং নামায পড়ার দ্বারা সমস্ত বাতেনী গুনাহ মাফ হইয়া যায়।

for more books <https://youtube.com/annabablog>

٤٥٢-عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيمَارَ جَلْ

قام إلى وضوءٍ بريءٍ الصلاة، ثم غسل كفيه نزلت خطبته من كفيه مع أول قطرة، فإذا مضمض واستشاق وانصر نزلت خطبته من لسانه وشققته مع أول قطرة، فإذا غسل وجهه نزلت خطبته من سمعه وبصره مع أول قطرة فإذا غسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبتين سليم من كل ذنب هو له ومن كل خطبته كهيتها يوم ولدته أمها، قال: فإذا قام إلى الصلاة رفع الله بها درجة وإن قعد فقد سالمًا. رواه أسمده ١٦٢

২৫২. হযরত আবু উমামা (রায়ি)⁸ হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি নামাযের উদ্দেশ্যে অযু করার জন্য উঠে, অতঃপর আপন উভয় হাত (কঙ্গি পর্যন্ত) ধোত করে তখন পানির প্রথম ফোটার সহিত তাহার হাতের উভয় তালুর গুনাহ ঝরিয়া যায়। তারপর যখন সে কুলি করে, নাকে পানি দেয় ও নাক পরিষ্কার করে তখন পানির প্রথম ফোটার সহিত তাহার জিহবা ও উভয় ঠোঁটের গুনাহ ঝরিয়া যায়। তারপর যখন নিজের চেহারা ধোত করে তখন পানির প্রথম ফোটার সহিত তাহার কান ও চোখের গুনাহ ঝরিয়া যায়। তারপর যখন উভয় হাত কনুই পর্যন্ত এবং উভয় পা টাখনু পর্যন্ত ধোত করে তখন নিজের সমস্ত গুনাহ ও ভুল-ক্রটি হইতে একুশ পবিত্র হইয়া যায় যেন আজই তাহার মা তাহাকে প্রসব করিয়াছে। অতঃপর যখন নামাযের জন্য দাঁড়ায় তখন আল্লাহ তায়ালা সেই নামাযের দ্বারা মর্তবা উচ্চা করিয়া দেন। আর যদি (নামাযে মশগুল না হইয়া শুধু) বসিয়া থাকে তবুও সে গুনাহ হইতে পাকসাফ হইয়া বসিয়া থাকে। (মুসনাদে আহমাদ)

২৫৩-عَنْ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طَهْرٍ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ. رواه أبو داود، باب

الرجل بحدِّ الوضوء، رقم: ٤٤٠٠٠٠

২৫৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রায়ি)⁸ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিতেন, যে ব্যক্তি অযু থাকা সঙ্গেও নতুন অযু করে সে দশ নেকী লাভ করে। (আবু দাউদ)

ফায়দা ৪ ওলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন, অযু থাকা সঙ্গেও নতুন অযু করার শর্ত হইল, প্রথম অযু দ্বারা কোন এবাদত করিয়া লওয়া।

for more books <https://youtube.com/annaba> (বায়লুল মাজত্ব)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَوْلَا أَنْ أَشْفَقَ عَلَى أَمْتَقِنِي لَأُمْرِتُهُمْ بِالسَّوَادِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ. رواه مسلم، باب السوادة.

رقم: ৫৪৯

২৫৪. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী কর্মীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর হইয়া যাইবে, এই খেয়াল না হইলে আমি তাহাদিগকে প্রত্যেক নামাযের জন্য মেসওয়াক করিবার হকুম করিতাম।

(যুসলিয়)

عَنْ أَبِي أَبْيَوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: أَرْبَعُ مِنْ مَنْ مَرْسَلُونَ: الْحَيَاءُ وَالْعَطْرُ وَالسَّوَادُ وَالنَّكَاحُ. رواه الترمذى
وقال: حديث أبي أبیوب حدیث حسن غرب، باب ما جاء في فضل التزویج

والحدث عليه، رقم: ১০৮

২৫৫. হযরত আবু আইউব (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, চারটি জিনিস পয়গাম্বরদের সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। হায়া ও লজ্জা করা, খুশবু লাগানো, মেসওয়াক করা ও বিবাহ করা। (তিরমিয়ী)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: عَشْرُ مِنَ الْفِطْرَةِ: قُصُّ الشَّارِبِ، وَإغْفَاءُ الْمَعْجِيَةِ، وَالسَّوَادُ، وَانْتِشَافُ النَّاءِ، وَقُصُّ الْأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَتَنْفُُ الْإِبْطِ، وَخَلْقُ الْعَانِيَةِ، وَانِقَاصُ الْمَاءِ قَالَ زَكَرِيَّاً: قَالَ مُضْبَطٌ: وَنَسِيْتُ الْعَاشرَةَ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةً. رواه مسلم، باب حصال الفطرة، رقم: ১০৪

২৫৬. হযরত আয়েশা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দশটি জিনিস নবীদের সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত, গেঁফ কাটা, দাঢ়ি লম্বা করা, মেসওয়াক করা, নাকে পানি দিয়া পরিষ্কার করা, নখ কাটা, আঙুলের জোড়াগুলি (এবং এমনিভাবে শরীরের যেখানে যেখানে ময়লা জমিতে পারে, যেমন কান নাকের ছিদ্র ও বগলতলা ইত্যাদি) উত্তমরূপে ধৌত করা, বগলের চুল উৎপাটন করা, নাভীর নিচের চুল মুণ্ডন করা এবং পানি দ্বারা এন্টেজ্ঞা করা। হাদিস বর্ণনাকাৰী হযরত মুসাম্বাৰ (রহঃ) বলেন, দশম জিনিসটি

আমি ভুলিয়া গিয়াছি। আমার ধারণা হয়, দশম জিনিস কুলি করা।

(মুসলিম)

**٤٥٧-عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: السَّوَالُ مُطْهَرٌ
لِلْفَحْمِ مَرْضَاهُ لِلرَّبِّ.** رواه النسائي، باب الترغيب في السواك، رقم: ٥

২৫৭. হ্যরত আয়েশা (রাযঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মেসওয়াক মুখ পরিষ্কার করে এবং আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির কারণ হয়। (নাসায়ী)

**٤٥٨-عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: مَا جَاءَنِي
جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَطُّ إِلَّا أَمْرَنِي بِالسَّوَالِ، لَقَدْ خَيَّبْتُ أَنْ
أَخْفِيَ مُقْدَمَ فَيُ
٢٦٣/ رواه أحمد)**

২৫৮. হ্যরত আবু উমামা (রাযঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জিবরাসৈল আলাইহিস সালাম যখনই আমার নিকট আসিতেন আমাকে মেসওয়াকের তাকীদ করিতেন। এমনকি আমার আশঙ্কা হইতে লাগিল যে, অত্যাধিক মেসওয়াক করার দরুন আমি নিজের মাড়ী ছিলিয়া না ফেলি।

(মুসনাদে আহমাদ)

**٤٥٩-عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ قَالَ كَانَ لَا يَرْفَدُ مِنْ لَيْلٍ وَلَا
نَهَارٍ فَيَسْتَغْفِظُ إِلَّا يَسْرُوكَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَا.** رواه أبو داؤد، باب السواك لمن
قام بالليل، رقم: ٦٧

২৫৯. হ্যরত আয়েশা (রাযঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিনে বা রাত্রে যখনই ঘুম হইতে উঠিতেন, তখনই অ্যু করার পূর্বে মেসওয়াক অবশ্যই করিতেন।

(আবু দাউদ)

**٤٦٠-عَنْ عَلَيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَدِ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا
تَسْرُوكَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى قَامَ الْمَلَكُ خَلْفَهُ فَيَسْتَغْفِعُ لِلْقَرَاءَةِ فَيَذْنُونَ مِنْهُ
أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - حَتَّى يَضْعَفَ فَاهُ عَلَى فِيهِ، فَمَا يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ
شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا صَارَ فِي جَوْفِ الْمَلَكِ، فَطَهَرُوا الْوَاهِمَكُمْ
الْقُرْآنَ.** رواه الزاروبي، جامع الروايات، ج ١/ ١٥٦

২৬০. হযরত আলী (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বাস্তা যখন মেসওয়াক করিয়া নামাযের জন্য দাঁড়ায় তখন ফেরেশতা তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া যায় এবং অত্যস্ত মনোযোগ সহকারে তাহার তেলাওয়াত শুনিতে থাকে। অতঃপর তাহার অত্যস্ত নিকটবর্তী হইয়া যায়। এমনকি তাহার মুখের উপর নিজের মুখ রাখিয়া দেয়। কুরআন পাকের যে কোন শব্দ নামাযীর মুখ হইতে বাহির হয় সোজা ফেরেশতার পেটের ভিতর চলিয়া যায় (এবং এইভাবে সে ফেরেশতাদের নিকট প্রিয় হইয়া যায়।) অতএব কুরআনে করীমের তেলাওয়াতের জন্য তোমরা নিজেদের মুখ পরিষ্কার রাখ। অর্থাৎ মেসওয়াকের এহতেমাম করে।

(বায়ার, মাজমায়ে যাওয়ায়ে)

**٤٦١-عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: رَكْعَانٌ بِسِوَالِكِ
الْأَصْلُ مِنْ سَبْعِينِ رَكْعَةً بِقُبْرِ بِسِوَالِكِ.** رواه البزار ورجاله موثقون، مجمع

الروابط/٢٦٣

২৬১. হযরত আয়েশা (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মেসওয়াক করিয়া দুই রাকাত পড়া মেসওয়াক ব্যতীত সক্তর রাকাত পড়া হইতে উত্তম।

(বায়ার, মাজমায়ে যাওয়ায়ে)

**٤٦٢-عَنْ حُدَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا قَامَ
لِتَهَجَّدَ، يَشْوُخُ فَأَهْبَطُهُ بِالسِّوَاكِ.** رواه سلم، باب السواك، رقم: ٥٩٣

২৬২. হযরত হোয়াইফা (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাহাজুদের জন্য উঠিতেন তখন মেসওয়াক দ্বারা ভালভাবে ধৰ্যিয়া নিজের মুখকে পরিষ্কার করিতেন।

**٤٦٣-عَنْ شُرِيفِ رَحْمَةِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَلَّتْ:
بِإِيمَانِ شَنِيِّ وَكَانَ يَئِدًا النَّبِيِّ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ؟ قَالَتْ: بِالسِّوَاكِ.** (মসলিম)

سلم، باب السواك، رقم: ٥٩٠

২৬৩. হযরত শুরাইহ (রহঃ) বলেন, আমি উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রায়িৎ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘরে আসিতেন তখন সর্বপ্রথম কি কাজ করিতেন? তিনি বলিলেন, সর্বপ্রথম তিনি মেসওয়াক করিতেন। (মসলিম)

٢٦٣-عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجَهْنَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ لِشَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ حَتَّى يَسْتَأْكَ. رَوَاهُ

الطبراني في الكبير و رجاله موثقون، مجمع الروايات ٢٦٦

২৬৪. হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ঘর হইতে নামাযের জন্য ততক্ষণ বাহির হইতেন না যতক্ষণ মেসওয়াক করিয়া না লইতেন। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٦٥-عَنْ أَبِي حَيْثَةَ الصَّبَّاجِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ فِي الْوَقْدَانِ الَّذِينَ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ فَرَوَدَنَا الْأَرَاكَ نَسْنَاكَ بِهِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدَنَا الْجَرِيدَ، وَلِكُنَّا نَقْبِلُ كَرَامَتَكَ وَعَطْيَتَكَ. (الحدث) رواه

الطبراني في الكبير و إسناده حسن، مجمع الروايات ٢٦٨

২৬৫. হযরত আবু খায়রাহ সুবাহী (রায়িৎ) বলেন, আমি সেই প্রতিনিধি দলের মধ্যে শামিল ছিলাম যাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়াছিল। তিনি আমাদিগকে পাথেয় হিসাবে মেসওয়াক করার জন্য আরাক গাছের ডাল দিলেন। আমরা আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাদের নিকট মেসওয়াক করার জন্য খেজুরের ডাল রহিয়াছে, তবে আমরা আপনার এই সম্মানজনক দান ও হাদিয়া কবুল করিতেছি।

(তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

মসজিদের ফর্মীলত ও আমলসমূহ

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿إِنَّمَا يَعْمَلُ مَسْجِدُ اللَّهِ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَأَقامَ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعَ الرَّزْكَوَةَ وَلَمْ يَغْشَ إِلَّا اللَّهُ شَفِعَتِي
أُولَئِنَّكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ [التوبة: ١٨]

আল্লাহ তায়ালার মসজিদসমূহ আবাদ করা ঐ সমস্ত লোকদেরই কাজ যাহারা আল্লাহ তায়ালা ও কেয়ামতের দিনের উপর ঈমান আনিয়াছে এবং নামাযের পাবন্দী করিয়াছে এবং যাকাত প্রদান করিয়াছে এবং (আল্লাহ তায়ালার উপর এরূপ তাওয়াক্কুল করিয়াছে যে,) আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর কাহাকেও ভয় করে না। এরূপ লোকদের ব্যাপারে আশা করা যায় যে, তাহারা হেদায়াতপ্রাপ্ত লোকদের অঙ্গর্গত হইবে। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে হেদায়াত দেওয়ার ওয়াদা করিয়াছেন। (তওবাহ)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿فِي بَيْرُوتِ أَذْنَانِ اللَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيَذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ
يُسَبِّحَ لَهُ فِيهَا بِالْعُدُوِّ وَالْأَصَالِ ☆ رِجَالٌ لَا تُلْهِنُهُمْ بِحَارَةٍ وَلَا
يَتَّبِعُونَ ذِكْرَ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيمَانَ الرَّزْكَوَةِ لَا يَخَافُونَ يَوْمًا
تَقْلُبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ [الثৰ، ٣٧-٣٦]

আল্লাহ তায়ালা হেদায়াতপ্রাপ্তদের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন যে,— তাহারা এমন ঘরে যাইয়া এবাদত করে যাহার সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ইকুম করিয়াছেন যেন উহার আদব করা হয় এবং উহাতে আল্লাহ তায়ালার নাম লওয়া হয়। সেই সকল ঘরে সকাল সন্ধ্যা এমন লোকেরা আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করে যাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালার স্মরণ হইতে, নামায পড়া হইতে এবং যাকাত দেওয়া হইতে না কোন ক্রয় গাফেল করে, না কোন বিক্রয়। তাহারা এমন দিন অর্থাৎ কেয়ামতের দিনকে ভয় করিতে থাকে, যেদিন অনেক দিল ও চোখ উল্টাইয়া যাইবে।

ফায়দা : এমন ঘর দ্বারা উদ্দেশ্য হইল মসজিদসমূহ। আর উহার আদব এই যে, উহাতে জানাবত অর্থাৎ গোসল ফরয অবস্থায প্রবেশ না করা, কোন নাপাক জিনিস উহাতে না ঢুকানো, শোরগোল না করা, দুনিয়াবী কাজ বা দুনিয়াবী কথাবার্তা না বলা, দুর্গন্ধযুক্ত কোন জিনিস খাইয়া স্থানে না যাওয়া। (বয়ানুল কুরআন)

হাদীস শরীফ

২৬৬-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَئِ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: أَحَبُّ
الْبَلَادِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبَلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا.

رواه مسلم، باب فضل الحلوس في مصلاه ١٥٢٨، رقم: ٣٠٠٠٠

২৬৬. হযরত আবু হোরায়রা (রায়ি): হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট সমস্ত স্থান হইতে সর্বাধিক প্রিয় স্থান হইল মসজিদসমূহ, আর সর্বাধিক অপ্রিয় স্থান হইল বাজারসমূহ। (মুসলিম)

২৬৭-عَنْ أَبْنَى عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: الْمَسَاجِدُ بَيْوُثُتُ اللَّهِ فِي
الْأَرْضِ تُضَيِّنُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا تُضَيِّنُ نُجُومُ السَّمَاءِ لِأَهْلِ
الْأَرْضِ. رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون، مجمع الزوائد ١١٠/٢

২৬৭. হযরত ইবনে আবাস (রায়ি) বলেন, মসজিদসমূহ জমিনের বুকে আল্লাহ তায়ালার ঘর। এইগুলি আসমানবাসীদের নিকট একেপ চমকায় যেরূপ জমিনবাসীদের নিকট আসমানের তারকাসমূহ চমকায়।

(তাবারানী، মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

২৬৮-عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ يَقُولُ: مَنْ بَنَى مَسْجِداً يُدْكَرُ فِيهِ اسْمُ اللَّهِ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتاً
فِي الْجَنَّةِ. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده صحيح ٤/٤٨٦

২৬৮. হযরত ওমর ইবনে খাত্বাব (রায়ি) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি এমন কোন মসজিদ বানায়, যাহাতে আল্লাহ তায়ালার নাম লওয়া হয় তবে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য জান্নাতে একটি মহল তৈয়ার করিয়া দেন। (ইবনে হিবান)

٢٦٩- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: من خدا إلى المسجد وراح أغاً لله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. رواه البخاري، باب فضل من غدا إلى المسجد رقم: ٦٦٢

২৬৯. হযরত আবু হোরায়রা (রায়ি) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যা মসজিদে যায় আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য জান্নাতে মেহমানদারীর ব্যবস্থা করেন। সকালে অথবা সন্ধ্যায় যতবার সে মসজিদে যায় ততবারই আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য মেহমানদারীর ব্যবস্থা করেন।

(বোখারী)

٢٧٠- عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: **الغدوة والرواح إلى المسجد من الجهاد في سبيل الله.** رواه الطبراني في

الكبير وفيه: القاسم أبو عبد الرحمن ثقة وفيه اختلاف، مجمع الزوائد / ١٤٧

২৭০. হযরত আবু উমামা (রায়ি) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সকালে ও সন্ধ্যায় মসজিদে যাওয়া আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদ করার অন্তর্ভুক্ত।

(তাবারানী، মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٧١- عن عبد الله بن عمر وبن العاص رضي الله عنهما عن النبي ﷺ
الله كأن إذا دخل المسجد قال: أَعُوذ بالله العظيم وبِرْ جَهَّهِ
الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ، قَالَ
الشَّيْطَانُ: حُفِظْ مِنِي سَابِرَ الْيَوْمِ. رواه أبو داود، باب ما يقول الرجل عند

دخوله المسجد، رقم: ٤٦٦

২৭১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রায়ি) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মসজিদে প্রবেশ করিতেন তখন এই দোয়া পড়িতেন—

أَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ وَبِرْ جَهَّهِ الْكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

অর্থঃ ‘আমি মহান আল্লাহ ও তাঁহার দয়াময় সন্তা ও তাঁহার চিরস্থায়ী বাদশাহীর আশ্রম গ্রহণ করিতেছি বিভাড়িত শরতান হইতে’

খন্ধন এই দোয়া পড়া হয় তখন শয়তান বলে, (এই ব্যক্তি) সারাদিনের জন্ম আমার হাত হইতে নিরাপদ হইয়া গিয়াছে। (আব দাউদ) ٢٧٢-عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْعَدْرَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
مِنْ أَلْفِ الْمَسْجِدِ إِلَهُ اللَّهُ، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ: إِنْ لَهُجَةٍ وَفِيهِ

২৭২. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রায়িহ) ১৩৫/২ ইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি মসজিদের সহিত মহকৃত রাখে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে মহকৃত করেন।
(তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٧٣-عَنْ أَبِي الثَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
يَقُولُ: الْمَسْجِدُ بَيْتٌ كُلِّ نَفْيٍ، وَتَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ كَانَ الْمَسْجِدُ
بَيْتَهُ بِالْوَرْحَةِ وَالرَّحْمَةِ، وَالْجَوَازِ عَلَى الصِّرَاطِ إِلَى رِضْوَانِ اللَّهِ
إِلَى الْجَنَّةِ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكِبِيرِ وَالْأَوْسَطِ وَالبِزَارِ وَقَالَ: إِسْنَادُ حَسْنٍ، قَلْتَ:
وَرَجَالُ البِزَارِ كَلِمُهُمْ رَجَالُ الصَّحِيفَ، مَعْمَلُ الزَّوَادِ ١٣٤/٢

২৭৩. হযরত আবু দারদা (রায়িহ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, মসজিদ মুক্তাকীর ঘর। আর আল্লাহ তায়ালা নিজের দায়িত্বে লইয়াছেন যে, মসজিদ যাহার ঘর হইবে তাহাকে শাস্তি দিব। তাহার উপর রহমত নায়িল করিব, পুলসিরাতের রাস্তা সহজ করিয়া দিব, আপন সন্তুষ্টি দান করিব এবং তাহাকে জামাত দান করিব। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ, বায়ার)

٢٧٤-عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ
الشَّيْطَانَ ذَنَبَ الْإِنْسَانَ، ذَنَبَ النَّمَاءَ يَأْخُذُ الشَّاةَ الْقَاصِيَةَ
وَالنَّاجِيَةَ، فَلَيَأْكُمْ وَالشَّعَابَ، وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَةِ
وَالْمَسْجِدِ. رَوَاهُ أَحْمَدٌ ٢٣٢/٥

২৭৪. হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রায়িহ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, শয়তান মানুষের বাঘ, যেমন বকরীর পালের জন্য বাঘ রহিয়াছে। সে এমন বকরীকেই ধরে যে পাল হইতে দূরে ও আলাদা থাকে। অতএব পাহাড়ী ফাঁটিতে আলাদা অবস্থান করা হইতে বাচ্চিয়া থাক, একত্র হইয়া থাক্কা,

সাধারণ লোকদের মধ্যে অবস্থান করা ও মসজিদ থাকাকে মজবুত করিয়া ধরিয়া রাখ । (মুসনাদে আহমাদ)

২৮৫-عَنْ أَبِي مَعْيَدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَأَتْنَاهُ
الرَّجُلُ يَقْتَادُ الْمَسْجِدَ فَأَشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:
﴿إِنَّمَا يَعْمَرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ أَمْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾. رواه الترمذى

وقال: هنا حديث حسن غريب، باب ومن سورة التوبة، رقم: ۳۰۹۳

২৭৫. হযরত আবু সাউদ (রাযঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন তোমরা কাহাকেও অধিক পরিমাণে মসজিদে আসিতে অভ্যন্ত দেখ তখন তাহার ঈমানদার হওয়ার সাক্ষ্য দাও । আল্লাহ তায়ালার এরশাদ—

إِنَّمَا يَعْمَرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ أَمْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

অর্থ ৪ : মসজিদসমূহকে ঐ সমস্ত লোকেরাই আবাদ করে, যাহারা আল্লাহ তায়ালা ও আখেরাতের দিনের উপর ঈমান রাখে । (তিরমিয়ী)

২৮৬-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَا تَوَطَّنَ رَجُلٌ
مُسْلِمٌ الْمَسَاجِدَ لِلصَّلَاةِ وَالذِّكْرِ، إِلَّا تَبَشَّشَ اللَّهُ لَهُ كَمَا
تَبَشَّشَ أَهْلُ الْفَاقِبِ بِفَاعِلِيهِمْ، إِذَا قَدِمُ عَلَيْهِمْ. رواه ابن ماجه، باب

لروم المساجد وانتظار الصلاة، رقم: ۸۰۰

২৭৬. হযরত আবু হোরায়রা (রাযঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে মুসলমান নামায ও আল্লাহ তায়ালার যিকিরের জন্য মসজিদকে আপন ঠিকানা বানাইয়া লয় আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি এমন খুশী হন যেমন ঘরের লোকেরা তাহাদের কোন ঘরের লোকের ফিরিয়া আসার কারণে খুশী হয় ।

(ইবনে মাজাহ)

ফায়দা : মসজিদসমূহকে ঠিকানা বানাইয়া লওয়ার অর্থ হইল, মসজিদের সহিত বিশেষ সম্পর্ক রাখা ও মসজিদে অধিক পরিমাণ আসা ।

২৮৭-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ
كَانَ يَوْمَنِ فَلَمْ يَأْتِ مَسْجِدًا فَلَمْ يَفْلِحْ أَفْلَمْ أَعْلَمْ، ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ مَا كَانَ إِلَّا

for more videos <https://youtu.be/annaaba>

تَبَشِّبَشُ اللَّهُ إِلَيْهِ كَمَا يَتَبَشِّبُشُ أَهْلُ الْفَجَابِ بِغَائِبِهِمْ إِذَا قَدِمُوا

ابن حزم/١٨٦

২৭৭. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি মসজিদসমূহকে ঠিকানা বানাইয়া লইয়াছিল। অর্থাৎ অধিক পরিমাণে মসজিদে আসা যাওয়া করিত। অতএব কোন কাজে মশগুল হইয়া গিয়াছে অথবা অসুস্থতার দরুন তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তারপর পুনরায় পূর্বের ন্যায় ঠিকানা বানাইয়া লয় তখন আল্লাহ তায়ালা তাহাকে দেখিয়া একুপ খুশী হন, যেরূপ ঘরের লোকেরা তাহাদের কোন ঘরের লোকের ফিরিয়া আসার দ্বারা খুশী হয়। (ইবনে খুয়াইমাহ)

٢٨٨-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: إِنَّ لِلنَّاسِ مَسَاجِدَ
أَوْ تَادَاءَ، الْمَلَائِكَةُ جُلْسَاوْهُمْ، إِنْ غَابُوا يَفْقِدُونَهُمْ، وَإِنْ مَرْضُوا
عَادُوهُمْ، وَإِنْ كَانُوا فِي حَاجَةٍ أَعْانُوهُمْ وَقَالَ: جَلِيلٌ
الْمَسَاجِدُ عَلَى ثَلَاثٍ خَصَّاً: أَخْ مُسْنَفَادٌ، أَزْ كَلِيمَةٌ مُحْكَمَةٌ، أَزْ
رَحْمَةٌ مُنْتَظَرَةٌ. رواه أحمد/٤١٨

২৭৮. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যাহারা অধিক পরিমাণে মসজিদসমূহে সমবেত হইয়া থাকে তাহারা মসজিদের খুটিখুরুপ। ফেরেশতাগণ তাহাদের সহিত বসেন। যদি তাহারা মসজিদে উপস্থিত না থাকে তবে ফেরেশতাগণ তাহাদিগকে তালাশ করেন। যদি তাহারা অসুস্থ হইয়া পড়ে তবে ফেরেশতাগণ তাহাদিগকে দেখিতে যান। যদি তাহারা কোন প্রয়োজনে যায় তবে ফেরেশতাগণ তাহাদিগকে সাহায্য করেন।

তিনি ইহাও এরশাদ করিয়াছেন যে, যাহারা মসজিদে বসে তাহারা তিনটি ফায়েদা হইতে একটি ফায়েদা লাভ করে, এমন কোন ভাইয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া যায় যাহার দ্বারা কোন দ্বিনী ফায়েদা হইয়া যায়, অথবা কোন হেকমতের কথা শুনিতে পারে। অথবা আল্লাহ তায়ালার এমন রহমত লাভ করে, যাহার জন্য প্রত্যেক মুসলমান অপেক্ষায় থাকে।

(মুসনাদে আহমাদ)

**فَالْأَنْتُ: أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِبَنَاءِ
كُلِّ فَلَكْ وَتَطْبِيبٍ.** رواه أبو دود، باب اتحاد

২৭৯. হযরত আয়েশা (রাযঃ) ব
ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক মহল্লায় মসজিদ
এই হুকুম দিয়াছেন যে, মসজিদকে
এবং খুশবু দ্বারা সুবাসিত করা হয়। (১)

**كَانَتْ تَلْقِطُ الْقَذَى مِنَ الْمَسْجِدِ
فِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا مَاتَ
مَنْهَا، وَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُهَا فِي الْجَنَّةِ
مُسْجِلَةً.** رواه الطبراني في الكبير ورجاله

২৮০. হযরত আনাস (রাযঃ) ব
ময়লা উঠাইয়া ফেলিয়া দিতেন। তাহা
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে
নাই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি
তোমাদের কাহারো ইন্দ্রিকাল হইয়া
দিও। তিনি সেই মহিলার জানায়
করিলেন, আমি তাহাকে জান্নাতে
ময়লা উঠাইয়া ফেলিয়া দিত। (তাবার

٢٧٩- عن عائشة رضي الله عنها
المساجد في الدور، وأن تُسَاجِدْ

المساجد في الدور، رقم: ٤٠٣

লেন, রাসূলুল্লাহ মাল্লাল্লাহু আলাইহি
বানাইবার ভকুম করিয়াছেন এবং
যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয়
আবু দাউদ)

٢٨٠- عن أنس رضي الله عنه أن امرأة
لحوالي ثلثة يومن النبي ﷺ بدأ
لهم مبتة لها ذنوبي، وصلى عليه
لما كانت تلقط القذم من الم

حال الصحيح، مجمع الرواية ١١٥/٢

লেন, একজন মহিলা মসজিদ হইতে
গ্রাম ইন্দোকাল হইয়া গেল। নবী করীম
তাহার দাফনের সংবাদ দেওয়া হয়
ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যখন
যায় তখন আমাকে উহার সংবাদ
গ্রাম নামায পড়িলেন এবং এরশাদ
দখিয়াছি, কারণ সে মসজিদ হইতে
ননি, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

wideos <https://youtube.com>

এলেম

এলে

আল্লাহ তায়ালার মুক্তি
ফায়দা হাসিল করার
হৃকুমসমূহকে হ্যবত মুহাম্মদ
ওয়াসাল্লামের তরীকায়
আল্লাহ ওয়ালার এলেম
বিষয়ে ঘাচাই করা যে,
অবস্থায় আমার নিকট কি

কুরআনে

قُلْ لِّلنَّاسِ إِنَّمَا مَنْهِمْ رَسُولٌ مُّبَشِّرٌ وَّمُّؤْنِنٌ

وَالْحِكْمَةُ وَرَيْغَلْمَكْمَنْ مَمْ لَمْ

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—যে
নির্ধারণ করিয়া তোমাদের উপর অ-
(তেমনভাবে) আমরা তোমাদের মাঝে

ও যিকিৱ

লম

হান সত্তা হইতে সরাসৰি
জন্য আল্লাহ তায়ালার
স্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
পালন করার উদ্দেশ্যে
হাসিল করা। অর্থাৎ এই
আল্লাহ তায়ালা বর্তমান
চাহিতেছেন।

র আয়াত

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْتُمْ رَبِيعَ كِتَابٍ وَيَعْلَمُكُمُ الْكِتَابُ تَكُونُوا مُفْلِمُونَ﴾ (البقرة: ١٥١)

মনভাবে আমরা (কা'বাকে কেবলা
পন নেয়ামতকে পরিপূর্ণ করিয়াছি,
ধ্যে একজন (মহান) মুসল প্রেরণ

করিয়াছি। যিনি তোমাদেরই মধ্য হইতে একজন, তিনি তোমাদিগকে আমাদের আয়াতসমূহ পড়িয়া শুনান, তোমাদিগকে নফসের নাপাকী হইতে পাক করেন, তোমাদেরকে কুরআনে কারীমের তালীম দেন, এবং এই কুরআনের ব্যাখ্যা ও আপন সুন্নাত ও তরীকার (ও) তালীম দেন, আর তোমাদিগকে এরূপ (কাজের) কথা শিক্ষা দেন যাহা তোমরা জানিতেও না। (বাকারাহ)

**وَقَالَ تَعَالَى: ﴿هُوَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلِمَكَ مَا لَمْ
تَكُنْ تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ [السَّاء: ١١٣]**

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—আল্লাহ তায়ালা আপনার উপর কিতাব ও জ্ঞানের বিষয় নায়িল করিয়াছেন এবং আপনাকে এমন সকল বিষয় শিক্ষা দিয়াছেন যাহা আপনি জানিতেন না, আর আপনার প্রতি আল্লাহ তায়ালার অসীম অনুগ্রহ রহিয়াছে। (নিসা)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَقُلْ رَبِّ رِزْقِيْ عَلِمَّا﴾ [طه: ١١٤]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—আপনি এই দোয়া করুন যে, হে আমার রব আমার এলেম বৃদ্ধি করিয়া দিন। (তহা)

**وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ أَتَيْنَا دَاؤَدْ وَسَلَيْمَانَ عِلْمَاءَ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ
الَّذِي فَصَلَّنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [السل: ١٥]**

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—নিঃসন্দেহে আমরা দাউদ ও সুলাইমানকে এলেম দান করিয়াছি এবং ইহার উপর তাহারা উভয় নবী বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আমাদিগকে আপন বহু দৈমানদার বান্দাগণের উপর সম্মান দান করিয়াছেন। (নামল)

**وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۚ وَمَا يَغْفِلُهَا إِلَّا
الْعَلِمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٣]**

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—এবং আমরা এই উদাহরণসমূহ লোকদের জন্য বর্ণনা করি, (কিন্ত) জ্ঞানবানরাই উহা বুঝিতে সক্ষম হয়। (আনকাবৃত)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِنَّمَا يَخْشِيُ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعَلِمَةُ﴾ [فاطر: ٤٢]

for more books <https://youtube.com/alamin5g>

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ, <https://www.tululus.net/> আল্লাহ তায়ালাকে আঁহার
ক্ষেত্রে সম্পর্কে জানেন।

وَقَالَ تَعَالَى: ۝فَلَمْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۝ [الزمر: ٩]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামকে সম্বোধন করা হইতেছে
যে,—আপনি বলিয়া দিন, যাহারা জ্ঞানী ও যাহারা অজ্ঞ, তাহারা কি
বরাবর হইতে পারে? (যুমার)

**وَقَالَ تَعَالَى: ۝يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسِّحُوا فِي
الْمَجَlis فَافْسُحُوا يَفْسِحَ اللَّهُ لَكُمْ ۝ وَإِذَا قِيلَ اشْرُوْفَا فَانْشُرُوا
يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ۝ وَالَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَتٌ ۝ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝** [الساجدة: ١١]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—হে ঈমানদারগণ, যখন তোমাদিগকে বলা
হয় যে, মজলিসে অন্যদের জন্য বসার জায়গা করিয়া দাও তখন তোমরা
আগতদের জন্য জায়গা করিয়া দিও, আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে
(জান্নাতে) প্রশংস্ত জায়গা দান করিবেন। আর যখন (কোন প্রয়োজনে)
তোমাদিগকে বলা হয় যে, মজলিস হইতে উঠিয়া যাও, তখন উঠিয়া
যাইও। আল্লাহ তায়ালা (এই হৃকুম ও এমনিভাবে অপরাপর হৃকুম মান্য
করার কারণে) তোমাদের মধ্যে ঈমানদারগণের এবং যাহাদিগকে (বীনের)
এলেম দান করা হইয়াছে তাহাদের মর্তবা উচা করিয়া দিবেন। আর
তোমরা যাহাকিছু কর উহা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা অবগত আছেন।

(মুজাদালাহ)

**وَقَالَ تَعَالَى: ۝وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْنُمُوا الْحَقَّ وَاتَّقُمْ
تَعْلَمُونَ۝** [البقرة: ٤٤]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—সত্যকে আর অসত্যের সহিত মিশ্রিত
করিও না এবং জানিয়া বুঝিয়া সত্য অর্থাৎ শরীয়তের হৃকুম আহকামকে
গোপন করিও না। (বাকারাহ)

**وَقَالَ تَعَالَى: ۝أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْهَوْنَ أَفْسَكَمْ وَأَنْتُمْ
تَتَلَوَّنَ الْكُفَّارَ ۝ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝** [البقرة: ٤٤]

for more books <https://youtube.com/alamin5g>

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,— (কি আশ্চর্য ! যে, তোমরা সোকদেরকে তো নেককাজের হস্তক কর, অথচ নিজের খবর লও না। অথচ তোমরা কিতাব তেলাওয়াত করিয়া থাক। (যাহার চাহিদা এই ছিল যে, তোমরা এলেমের উপর আমল করিতে) তবে কি তোমরা এতটুকুও বুঝ না ?

(বাকারাহ)

وَقَالَ تَعَالَى: هُوَمَا أُرِيدُ أَنْ أُغَافِلَكُمْ إِلَيْ مَا أَنْهَكُمْ عَنْهُ

[৪৪]

হযরত শোআইব আলাইহিস সালাম আপন কাওমকে বলিলেন, (আমি যেমন তোমাদিগকে এই সকল বিষয়ে শিক্ষাদান করিতেছি, নিজেও তো উহার উপর আমল করিতেছি।) এবং আমি ইহা চাই না, যে কাজ হইতে তোমাদিগকে নিষেধ করি স্বয়ং উহা করি। (হস্ত)

হাদীস শরীফ

— ١- عن أبي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَثُلَّ مَا يَعْشَى
اللَّهُ مِنَ الْهَدَىٰ وَالْعِلْمِ كَمَثُلِ الْفَتَنِ الْكَفِيرُ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ
مِنْهَا نَبِيَّةٌ قَبَلَتِ الْمَاءَ فَأَنْتَسَتِ الْكَلَأُ وَالْعَشْبُ الْكَثِيرُ، وَكَانَتِ
مِنْهَا أَجَادِيبٌ أَنْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسُ فَشَرِبُوا وَمَسَغُوا
وَزَرَعُوا، وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةً أَخْرَى، إِنَّمَا هِيَ فِي عَيْنٍ لَا تُنْسِكُ
مَاءً وَلَا تَنْبَتُ كَلَأً، فَذَلِكَ مَثُلُّ مَنْ فَقَهَ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا
يَعْشَى اللَّهُ بِهِ فَعِلْمٌ وَعِلْمٌ، وَمَثُلُّ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ
يَقْبِلْ هَدَى اللَّهِ الَّذِي أَرْسَلْتَ بِهِ، رواه البخاري، باب فضل من علم

وعلم، رقم: ٧٩.

১. হযরত আবু মুসা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে যে এলেম ও হেদায়াতের সহিত প্রেরণ করিয়াছেন, উহার দ্রষ্টান্ত সেই বৃষ্টির ন্যায় যাহা কোন জমিনের উপর মুষলধারে বর্ষিত হয়। (আর যেজমিনের উপর বৃষ্টি বর্ষণ হইল/উহা তিনি প্রকারের ছিল) (১) উহার

এক টুকরা অতি উত্তম ছিল, যাহা পানিকে নিজের ভিতর শোষণ করিয়া লইল ; অতঃপর যথেষ্ট পরিমাণে ঘাস ও শস্য উৎপন্ন করি। (২) জমিনের অপর টুকরা কঠিন ছিল, (যে পানিকে শোষণ তো করিল না, কিন্তু) উহার উপর পানি জমিয়া রহিল। আল্লাহ তায়ালা উহা দ্বারা ও লোকদেরকে উপকৃত করিলেন। তাহারা নিজেরাও পান করিল, পশুদেরকেও পান করাইল এবং ক্ষেত কৃষি করিল। (৩) সেই বৃষ্টি জমিনের এমন টুকরার উপরও বর্ষিত হইল যাহা খোলা ময়দান ছিল, যাহা না পানি জমা করিয়া রাখিল আর না ঘাস উৎপন্ন করিল।

এমনিভাবে (মানুষও তিনি প্রকারের হইয়া থাকে। প্রথম) দ্রষ্টান্ত সেই ব্যক্তির, যে দ্বিনের বুৰু হাসিল করিল এবং যে হেদায়াত সহকারে আল্লাহ তায়ালা আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, উহা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তাহাকে উপকৃত করিলেন। সে নিজেও শিক্ষা করিল এবং অপরকেও শিক্ষা দিল। (দ্বিতীয় দ্রষ্টান্ত সেই ব্যক্তির যে নিজে তো ফায়দা হাসিল করে নাই, কিন্তু অন্যরা তাহার দ্বারা ফায়দা পাইয়াছে।) (তৃতীয় দ্রষ্টান্ত) সেই ব্যক্তির যে উহার প্রতি মাথা উঠাইয়াও দেখিল না, আর না আল্লাহ তায়ালার সেই হেদায়াতকে সে গ্রহণ করিল, যাহার সহিত আল্লাহ তায়ালা আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। (বোধারী)

- ۲ - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: خَيْرُكُمْ مَنْ تَعْلَمَ الْقُرْآنَ وَعَلِمَهُ۔ رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن

صحيح، باب ماجاه في تعليم القرآن، رقم: ۲۹۰۷

২. হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রায়ঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে সর্বোচ্চম ব্যক্তি সে, যে কুরআন শরীফ শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয়।

(তিরিমিয়ী)

- ۳ - عَنْ بُرِيَّةَ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ قَرَا الْقُرْآنَ وَتَعْلَمَهُ وَعَمِلَ بِهِ أَبْسَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَاجًا مِنْ نُورٍ - ضَرُورَةٌ مِثْلُ ضَرُورَةِ الشَّفَاءِ، وَيُكْسِي وَالِّدَنِيهِ حُلَّاتَنَ لَا يَقُولُ بِهِمَا الدُّنْيَا، فَيَقُولُ لَانِ بِمَا كُسِّيْنَا هَذَا؟ فَيَقَالُ يَا أَخْدَى وَلَدَكُمَا الْقُرْآنَ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يعارضه ورافقه

الفهرس / ۵۶۸

for more books visit <http://www.darsanbangla.com>

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কুরআন
শরীফ পড়ে, উহা শিক্ষা করে, উহার উপর আমল করে তাহাকে
কেয়ামতের দিন তাজ (মুকুট) পরানো হইবে, যাহা নূর দ্বারা তৈরী হইবে।
উহার আলো সূর্যের আলোর ন্যায় হইবে। তাহার পিতামাতাকে এমন দুই
জোড়া পোশাক পরানো হইবে যে, সমগ্র দুনিয়া উহার ঘোকাবিলা করিতে
পারে না। তাহারা আরজ করিবেন, আমাদিগকে এই পোশাক কি কারণে
পরানো হইয়াছে? এরশাদ হইবে, তোমাদের সন্তানের কুরআন শরীফ
পড়ার বিনিময়ে। (মুসতাদরাকে হাকেম)

- ৩
عَنْ مَعَاذِ الْجَهْنَمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: مَنْ قَرَا
الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ، أَلْبَسَ وَالَّذَاهَ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ضَوْءُهُ
أَخْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي بَيْتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِينَكُمْ، فَمَا
ظَنَّكُمْ بِالَّذِي عَمِلْتُمْ بِهِلَاً. رواه أبو داود، باب في ثواب قراءة القرآن.

رقم: ١٤٥٣

৪. হযরত মুআয় জুহানী (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ পড়িবে এবং উহার উপর আমল করিবে, তাহার পিতামাতাকে কেয়ামতের দিন এমন এক তাজ (মুকুট) পরানো হইবে যাহার আলো সূর্যের আলো হইতেও অধিক হইবে। অতএব যদি সেই সূর্য তোমাদের ঘরের ভিতর উদয় হয়! (তবে উহা যে পরিমাণে আলো ছড়াইবে সেই তাজের আলো উহা হইতেও অধিক হইবে।) তবে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা, যে স্বয়ং কুরআন শরীফের উপর আমল করিয়াছে? (অর্থাৎ যখন পিতামাতার জন্য এই পুরস্কার, যখন আমলকারীর পুরস্কার তো ইহা হইতে আরো অনেক বেশী হইবে।) (আবু দাউদ)

- ৫
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ قَالَ: مَنْ قَرَا الْقُرْآنَ فَقَدِ اسْتَدْرَجَ النُّبُوَّةَ بَيْنَ جَنَّتَيْهِ غَيْرَ
أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ إِلَيْهِ، لَا يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ أَنْ يَجِدَ مَعَ مَنْ وَجَدَ،
وَلَا يَجْهَلَ مَعَ مَنْ جَهَلَ، وَفِي جَوْفِهِ كَلَامُ اللَّهِ. رواه الحاكم وقال:

صحیح الاستاد، الترغیب ۲۰۲

for more books visit <http://yousufi.com/bangla>

আছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কালামুল্লা শরীফ পড়িয়াছে সে নিজের দুই পাঁজরের মাঝে নবুওতের এলেমসমূহকে ধারণ করিয়াছে। অবশ্য তাহার প্রতি ওহী প্রেরণ করা হয় না। হাফেজে কুরআনের উচ্চিত নয়, যে গোস্বা করে তাহার সহিত সে গোস্বা করিবে অথবা মূর্খের ন্যায় আচরণকারীদের সহিত সে মূর্খের ন্যায় আচরণ করিবে, কারণ সে নিজের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার কালাম ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। (মুস্তাদরাকে হাকেম, তরগীব)

-٦ - عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: العلم علماً: علم في القلب فذاك العلم النافع، وعلم على اللسان فذاك حجّة الله على ابن آدم. رواه الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخه بإسناد حسن،

الرغب ١٠٣

৬. হযরত জাবের (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এলেম দুই প্রকার। এক ত্রি এলেম যাহা অস্তরে প্রবিট হইয়া যায়। ইহাই উপকারী এলেম। দ্বিতীয় ত্রি এলেম যাহা শুধু জিহ্বার উপর থাকে, অর্থাৎ আমল ও এখলাস হইতে খালি হয়। উহা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে মানুষের বিরুদ্ধে (তাহার অপরাধী হওয়ার) প্রমাণ স্বরূপ। (অর্থাৎ এই এলেম তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিবে যে, জানা সত্ত্বেও আমল কেন কর নাই।) (তরগীব)

-٧ - عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله ﷺ ونحن في الصفة فقال: أياكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناتين كوماونين، في غير أيام ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله! نحب ذلك، قال: أفلأيغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أن يقرأ آياتين من كتاب الله عزوجل خير له من نافتين، وتلأت خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل؟ رواه مسلم، باب فضل فراءة القرآن.....

১৮৭৩

৭. হযরত ওকবা ইবনে আমের (রায়িৎ) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তশরীফ আনিলেন। আমরা সুফিয়াতে বসিয়াছিলাম।

তিনি এরশাদ করিলেন, তোমাদের মধ্যে কে ইহা পছন্দ করে যে, প্রত্যহ
সকালে বুতহা অথবা আকীক বাজাবে যাইবে আর কোন গুনাহ (যেমন
চুরি ইত্যাদি) ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন করা ব্যতীত দুইটি অতি উত্তম
উটনী লইয়া আসিবে? আমরা আরজ করিলম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইহা তো
আমাদের প্রত্যেকেই পছন্দ করিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, সকালবেলা মসজিদে যাইয়া তোমাদের
কুরআনের দুইটি আয়াত শিক্ষা করা অথবা পড়া দুই উটনী হইতে, তিনি
আয়াত তিন উটনী হইতে এবং চার আয়াত চার উটনী হইতে উত্তম এবং
উহার সম্পরিমাণ উট হইতে উত্তম। (মুসলিম)

ফায়দা : হাদীস শরীফের অর্থ এই যে, আয়াতের সংখ্যা অনুপাতে
উটনী ও উটের সমষ্টিগত সংখ্যা হইতে উত্তম। যেমন এক আয়াত এক
উটনী ও এক উট উভয় হইতে উত্তম।

- ৮ -
**عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: مَنْ
يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفْقِهُهُ لِلَّهِ الدِّينُ، وَإِنَّمَا أَنَا فَاسِمٌ وَاللَّهُ يَعْطِي.**

(الحديث) رواه البخاري، باب من بر الله به بغير ۱۰۰۰، رقم: ۷۱

৮. হ্যরত মুআবিয়া (রায়ঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ
তায়ালা যে ব্যক্তির সহিত কল্যাণের এরাদা করেন তাহাকে দ্বীনের বুৰা দান
করেন। আমি তো শুধু বন্টনকারী, আল্লাহ তায়ালাই দান করার মালিক।

(বোখারী)

ফায়দা : হাদীস শরীফের দ্বিতীয় বাক্যের অর্থ এই যে, রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেম বন্টনকারী, আর আল্লাহ তায়ালা
সেই এলেমের বুৰা, উহাতে চিন্তা ফিকির ও সে অনুযায়ী আমলের
তৌফিক দেওয়ার মালিক। (মেরকাত)

- ৯ -
**عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ضَمَّنْتِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
وَقَالَ: اللَّهُمَّ عِلْمَهُ الْكِتَابَ . رواه البخاري، باب قول النبي ﷺ اللهم علمه**

الكتاب، رقم: ۷۰

৯. হ্যরত ইবনে আববাস (রায়ঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নিজের বুকের সহিত লাগাইলেন
এবং এই দোয়া দিলেন, আয় আল্লাহ, ইহাকে কুরআনের এলেম দান
করুন। (বোখারী)

١٠- عن أنسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ أَفْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيُثْبَتَ الْجَهْلُ، وَيُشَرَّبَ الْخَمْرُ، وَيُظَهَّرَ الزَّنْقَا. رواه البخاري، باب رفع العلم وظهور الجهل، رقم: ٨٠.

١٠. হযরত আনাস (রায়িৎ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের আলামতসমূহ হইতে একটি এই যে, এলেম উঠাইয়া লওয়া হইবে। অঙ্গতা আসিয়া পড়িবে, (প্রকাশ্য) মদ্যপান করা হইবে এবং ব্যভিচার ছড়াইয়া পড়িবে। (বোখারী)

١١- عَنْ أَبْنِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أَتَيْتُ بِقَدْحٍ لِّبْنِ، فَشَرَبْتُ مِنْهُ حَتَّىٰ لَأْرَى الرَّوْءَ يَخْرُجُ فِي أَطَافِيرِي، ثُمَّ اغْطَيْتُ فَضْلِيَّ يَعْنِي عُمَرَ قَالُوا: فَمَا أُولَئِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الْعِلْمُ. رواه البخاري، باب البن، رقم: ٧٠٠٦.

١١. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রায়িৎ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, একবার ঘূমস্ত অবস্থায় আমার নিকট দুধের পেয়ালা পেশ করা হইল। আমি উহা হইতে এত পরিমাণে পান করিলাম যে, আমি আমার নখ হইতে পর্যন্ত উহার পরিত্বষ্ণ (র আছর) বাহির হইতে অনুভব করিতেছিলাম। অতঃপর বাকি দুধ আমি ওমরকে দিলাম। সাহাবা (রায়িৎ) জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি ইহার কি ব্যাখ্যা করিলেন। এরশাদ করিলেন, ‘এলেম’। অর্থাৎ হযরত ওমর (রায়িৎ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এলেম হইতে পরিপূর্ণ অংশ লাভ করিবেন। (বোখারী)

١٢- عَنْ أَبْنِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَنْ يَشْبَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُهُ حَتَّىٰ يَكُونَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، رقم: ٢٦٨٦.

١٢. হযরত আবু সাউদ খুদরী (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুমিন কল্যাণ (অর্থাৎ এলেম) হইতে কখনও পরিত্বষ্ণ হয়না (সে এলেমের কথা

শুনিয়া শিখিতে থাকে (অবশ্যে তাহার মতু আসিয়া পড়ে) এবং
জানাতে দাখেল হইয়া যায়। (তিরমিয়ী)

— ۱۳ - عَنْ أَبِي ذِرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِنِي رَسُولُ اللَّهِ يَقُولُ: يَا أَبَا ذِرَّا
لَئِنْ تَعْذُرُ فَتَعْلَمَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُصْلِيَ مِائَةً
رَكْعَةً، وَلَا إِنْ تَفْدُرُ فَتَعْلَمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ، عَمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يَعْمَلْ، خَيْرٌ
مِنْ أَنْ تُصْلِيَ الْفَ رَكْعَةً. رواه ابن ماجه، باب فضل من تعلم القرآن وعلمه،

رقم: ۲۱۹

১৩. হযরত আবু যার (রায়িঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম আমাকে এরশাদ করিয়াছেন, হে আবু যার, তুমি যদি
সকালবেলা যাইয়া কালামুল্লাহ শরীফের একটি আয়াত শিখিয়া লও তবে
তাহা একশত রাকাত নফল হইতে উত্তম। আর যদি এলেমের একটি
অধ্যায় শিখিয়া লও, চাই তাহা সেই সময় আমল হউক বা না হউক,
(যেমন তায়ামুমের মাসায়েল) তবে হাজার রাকাত নফল পড়া হইতে
উত্তম। (ইবনে মাঙ্গাহ)

— ۱۴ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ:
مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا، لَمْ يَأْتِهِ إِلَّا لِعَيْرٍ يَتَعَلَّمَهُ أَوْ يَعْلَمُهُ، فَهُوَ
بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ
الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَنَاعِ غَيْرِهِ. رواه ابن ماجه، باب فضل العلماء.....

رقم: ۲۲۷

১৪. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি
আমার এই মসজিদ অর্থাৎ মসজিদে নাবাভীতে কেবল কোন কল্যাণের
কথা শিক্ষা করা অথবা শিক্ষা দেওয়ার জন্য আসিবে সে (সওয়াব হিসাবে)
আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদকারীর সমতুল্য হইবে। আর যে ইহা
ব্যক্তিত অন্য কোন উদ্দেশ্যে আসিবে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে অন্যের
আসবাবপত্র দেখিতেছে। (আর জানা কথা যে, অন্যের জিনিসপত্র দেখার
মধ্যে নিজের কোন ফায়দা নাই।) (ইবনে মাঙ্গাহ)

ফায়দা : উপরোক্ত হৃদীসে বর্ণিত ফায়লত সকল মসজিদের জন্যই।
কারণ সমস্ত মসজিদই মাবাভীর অধীন (হিনজাহন হাজাত)

١٥ - عن أبي هريرة رضي الله عنه بقوله: سمعت أبي القاسم يقول:
يقول: خيركم أحسنتكم أخلاقاً إذا فقهوا. رواه ابن حبان، قال

المحقق: إسناده صحيح على شرط مسلم / ١٩٤

১৫. হযরত আবু হোরায়রা (রাযঃ) বলেন, আমি হযরত আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে যে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম আখলাকের অধিকারী, যদি উহার সাথে সাথে দ্বীনের বুঝও থাকে।

(ইবনে হিব্রান)

١٦ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهمَا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس مقادِنَ كِعَادِنَ الْدُّهُبِ وَالْفُضْلَةِ، فَخَيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خَيَارُهُمْ فِي الإِسْلَامِ إِذَا فَقَهُوا. (الحدث) رواه أحمد / ٥٣٧

১৬. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষ খনির ন্যায়, যেমন স্বর্ণ রূপার খনি হইয়া থাকে। যাহারা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে উত্তম ছিল তাহারা ইসলাম গ্রহণের পরও উত্তম হইবে যদি তাহাদের মধ্যে দ্বীনের বুঝ থাকে। (মুসনাদে আহমাদ)

ফায়দা : এই হাদীসে মানুষকে খনির সহিত তুলনা করা হইয়াছে। যেমন বিভিন্ন খনিতে বিভিন্ন প্রকার খনিজদ্রব্য হয়। কোনটা বেশী দামী যেমন স্বর্ণ, রূপা। কোনটা কম দামী যেমন চুনা, কঁচলা। এমনিভাবে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে বিভিন্ন রকমের অভ্যাস ও গুণাবলী থাকে। যদুরূপে কেহ উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হয় এবং কেহ নিম্ন মর্যাদার হয়। এমনিভাবে স্বর্ণ রূপা যতক্ষণ খনিতে পড়িয়া থাকে ততক্ষণ উহার এরূপ মূল্য হয় না যেরূপ খনি হইতে বাহির হওয়ার পর হয়। তদ্বপ্র মানুষ যতক্ষণ কুফরের অঙ্গকারে আচ্ছাদিত থাকে ততক্ষণ চাই যতই তাহার মধ্যে দানশীলতা ও বিরত্ত থাকুক না কেন তাহার সেই মূল্য হয় না যাহা ইসলাম গ্রহণের পর দ্বীনের বুঝ হাসিল করার দ্বারা হয়। (মাজাহিরে হক)

١٧ - عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عدا إلى المسجد لا يزيد إلا أن يتعلم خيراً، أو يعلمه، كأن له كأجر حاجٍ تمام حاجته. رواه الطبراني في الكبير و رجاله موثقون كلهم، مجمع الرواية

১৭. হযরত আবু উমামা (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি শুধু কল্যাণের কথা শিক্ষা করার জন্য অথবা শিক্ষা দানের জন্য মসজিদে যায় তাহার সওয়াব সেই হাজীর ন্যায় হয় যাহার হজ্জ কামেল হইয়াছে।

(তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

- ১৮ - عَنْ أَبْنِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: عِلْمُوا
وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا . (الحديث) رواه أحمد / ٢٨٣

১৮. হযরত ইবনে আববাস (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, লোকদেরকে (বীন) শিক্ষা দাও, তাহাদের সহিত সহজ ব্যবহার কর এবং কঠিন ব্যবহার করিও না। (মুসনাদে আহমাদ)

- ১৯ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ بِسُوقَ الْمَدِينَةِ فَوَقَفَ عَلَيْهَا
قَالَ: يَا أَهْلَ السُّوقِ مَا أَغْرِزُكُمْ؟ قَالُوا: وَمَا ذَاكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟
قَالَ: ذَاكَ مِيرَاثُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقْسُمُ، وَأَنْتُمْ هُنَّا، إِلَّا تَذَهَّبُونَ
فَتَأْخُذُونَ نَصِيبَكُمْ مِنْهُ؟ قَالُوا: وَأَنَّি هُوَ؟ قَالَ: فِي الْمَسْجِدِ
فَخَرَجُوا سِرَّاً، وَوَقَفَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَهُمْ حَتَّى رَجَعُوا، فَقَالَ لَهُمْ:
مَا لَكُمْ؟ قَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! فَقَدْ أَتَيْنَا الْمَسْجِدَ فَلَدَخَلْنَا فَلَمْ نَرْفِيهِ
شَيْئاً يَقْسُمُ فَقَالَ لَهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَمَا رَأَيْتُمْ فِي الْمَسْجِدِ أَحَدًا؟
قَالُوا: بَلْنَا رَأَيْنَا قَوْمًا يَصْلُوُنَ، وَقَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، وَقَوْمًا
يَتَدَكَّرُونَ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ، فَقَالَ لَهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَنِحْكُمُ فَلَدَكُمْ
مِيرَاثُ مُحَمَّدٍ ﷺ . رواه الطبراني في الأوسط وابناده حسن، مجمع الروايات

٢٢١/١

১৯. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) একবার মদীনার বাজার দিয়া অতিক্রমকালে দাঁড়াইয়া গেলেন এবং বলিলেন, হে বাজারের লোকেরা, তোমাদিগকে কি জিনিস অক্ষম করিয়া দিয়াছে? লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, হে আবু হোরায়রা, কি ব্যাপার? তিনি বলিলেন, তোমরা এখানে বসিয়া আছ, অর্থচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্দন হইতেছে। তোমরা যাইয়া কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হইতে নিজেদের অংশ লাইতে চাও না? লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিত্যক্ত সম্পত্তি কোথায় বন্টন হইতেছে? তিনি বলিলেন, মসজিদে। লোকেরা দৌড়াইয়া মসজিদে গেল। আবু হোরায়রা (রায়িঃ) লোকদের ফিরিয়া আসার অপেক্ষায় সেখানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। লোকেরা ফিরিয়া আসিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইল, তোমরা ফিরিয়া আসিলে কেন? তাহারা আরজ করিল, হে আবু হোরায়রা, আমরা মসজিদে গেলাম। মসজিদে প্রবেশ করার পর আমরা সেখানে কোন জিনিস বন্টন হইতে দেখিলাম না। হ্যরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা মসজিদে কি কাহাকেও দেখ নাই? তাহারা আরজ করিল, জী হাঁ, আমরা কিছু লোককে দেখিলাম তাহারা নামায পড়িতেছিল, কিছু লোক কুরআনে কারীমের তেলাওয়াত করিতেছিল। হ্যরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) বলিলেন, তোমাদের উপর আফসোস! ইহাই তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিত্যক্ত সম্পত্তি। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٤٠ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي أَبْنَى مُشْعُورِدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعْدَ خَيْرًا فَقَهْمَهُ فِي الدِّينِ، وَأَنْهَمَهُ رُشْدَهُ.

رواه البراء الطبراني في الكبير و رجاله موثقون، مجمع الرواية / ٣٢٧

২০. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রায়িঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন আল্লাহ তায়ালা কোন বান্দাৰ সহিত কল্যাণের এৱাদা কৱেন তখন তাহাকে দ্বীনের বুৰু দান কৱেন এবং সঠিক কথা তাহার অস্ত্রে ঢালেন।

(বায়ার, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٤١ - عَنْ أَبِي رَاقِبِ الْيَثِيْيِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَفْلَى ثَلَاثَةُ نَفَرٍ، فَأَفْلَى اثْنَانُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَذَهَبَ وَاحِدٌ، قَالَ: فَوَقَّفَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَائِمًا أَخْدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا، وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَذْبَرَ ذَاهِبًا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَلَا أَخْبِرُكُمْ عَلَى النَّفَرِ الْيَلَاحَةِ؟ أَمَّا أَخْدُهُمْ فَأَوْى

for more books <https://youtube.com/alamin5g>

إِلَى اللَّهِ تَعَالَى قَوَاهُ اللَّهِ إِلَيْهِ، وَأَمَا الْآخَرُ فَأَنْتُخْبَأُ فَأَنْتَخْبَأُ اللَّهَ
مِنْهُ، وَأَمَا الْآخَرُ فَأَغْرَضُ فَأَغْرَضُ اللَّهَ عَنْهُ. رواه البخاري، باب من قعد

حيث ينتهي... المحليس... رقم: ٦٦

২১. হযরত আবু ওয়াকেদ লাইসী (রাযঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে বসিয়াছিলেন এবং লোকেরাও তাহার নিকট উপস্থিত ছিল। এমন সময় তিনি ব্যক্তি আসিল। দুইজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে মনোযোগী হইল, আর একজন চলিয়া গেল। উক্ত দুই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দাঁড়াইয়া গেল, তন্মধ্যে একজন মজলিসের ভিতর থালি জায়গা দেখিয়া সেখানে বসিয়া গেল। দ্বিতীয় ব্যক্তি লোকদের পিছনে বসিয়া গেল। আর তৃতীয় ব্যক্তি (যেমন উপরে বর্ণিত হইয়াছে) পিঠ দিয়া চলিয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মজলিস হইতে অবসর হইলেন তখন এরশাদ করিলেন, আমি কি তোমাদিগকে এই তিনি ব্যক্তি সম্পর্কে বলিব না? একজন তো আল্লাহ তায়ালার নিকট নিজের স্থান করিয়া লইল। অর্থাৎ মজলিসের ভিতর বসিয়া গেল। আল্লাহ তায়ালাও তাহাকে (আপন রহমতের ভিতর) স্থান করিয়া দিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি (মজলিসের ভিতরে বসিতে) লজ্জা অনুভব করিল। আল্লাহ তায়ালাও তাহার সহিত লজ্জাসূলভ ব্যবহার করিলেন। অর্থাৎ আপন রহমত হইতে বঞ্চিত করিলেন না। আর তৃতীয় ব্যক্তি বেপরওয়া ভাব দেখাইল। আল্লাহ তায়ালাও তাহার সহিত বেপরওয়া ব্যবহার করিলেন। (বোখারী)

— ٢٢ —
عَنْ أَبِي هَارُوذَنَ الْعَبْدِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُذَرِيِّ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: يَا أَيُّهُكُمْ رِجَالٌ مِنْ قِبْلِ الْمَشْرِقِ
يَعْلَمُونَ, فَإِذَا جَاؤُوكُمْ فَأَسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا, قَالَ: فَكَانَ
أَبُو سَعِيدٍ إِذَا رَأَنَا قَالَ: مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ قَدَّسَ اللَّهُ عَنْهُ طَهَرَةً. رواه الترمذى.

باب ما جاء في الاستضاءة... رقم: ٦٥١

২২. হযরত আবু হারুন আবদী (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করিয়াছেন যে, তোমাদের নিকট পূর্ব দিক হইতে লোকেরা দ্বিনের এলেম শিক্ষা করিবার জন্য আসিবে। অতএব যখন তাহারা

তোমাদের নিকট আসিবে তোমরা তাহাদের সহিত সন্দ্ববহার করিবে। হযরত আবু সাউদ (রায়িঃ) এর সাগরিদ হযরত আবু হারুন আবদী (রহঃ) বলেন, হযরত আবু সাউদ (রায়িঃ) যখন আমাদিগকে দেখিতেন তখন বলিতেন, ‘খোশ আমদেদ (স্বাগতম) তাহাদিগকে, যাহাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে অসিয়ত করিয়াছেন।’ (তিরিমীয়ী)

٢٣- عن وَاللَّهِ بْنِ الْأَمْقَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ طَلَبَ عِلْمًا فَإِذَا كَمِنَاهُ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ كِفْلَيْنِ مِنَ الْأَخْرِ, وَمَنْ طَلَبَ عِلْمًا فَلَمْ يُذْرِكْهُ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ كِفْلًا مِنَ الْأَخْرِ. رواه الطبراني في الكبير

ورجاله موثقون، مجمع الرواية / ٢٣٠

২৩. হযরত ওয়াসেলা ইবনে আসকা' (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি এলেমের তালাশে লাগে, অতঃপর উহা হাসিল করিয়া লয়, আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য দুইটি সওয়াব লিখিয়া দেন। আর যে ব্যক্তি এলেমের তালেব হয়, কিন্তু উহা হাসিল করিতে না পারে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য একটি সওয়াব লিখিয়া দেন। (তোবারানী, মাজমায়ে যা ওয়ায়েদ)

٢٤- عَنْ صَفَوَانَ بْنِ عَسَّالِ الْمَرَادِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَبْتَ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ مُتَكَبِّرٌ عَلَى بَزِيدَةِ أَخْرَمَ, فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي جَعْتُ أَطْلَبَ الْعِلْمَ, فَقَالَ: مَرْحَبًا بِطَالِبِ الْعِلْمِ, إِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ لَتَحْفَهُ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْيَحَتِهَا, ثُمَّ يُرْكَبُ بِغَضْبِهِمْ بَعْضًا حَتَّى يَلْغُوا السَّمَاءَ الدُّنْيَا مِنْ مَحَبَّتِهِمْ لِمَا يَطْلُبُ. رواه

الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، مجمع الرواية / ٢٤٣

২৪. হযরত সাফওয়ান ইবনে আসসাল মুরাদী (রায়িঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম। তিনি তখন তাঁহার লাল ডোরাযুক্ত চাদরে হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি এলেম হাসিল করিতে আসিয়াছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তালেবে এলেমের জন্য খোশ আমদেদ হউক, তালেবে এলেমকে ফেরেশতাগণ আপনি পাখা দ্বারা বেষ্ট করিয়া লন। অতঃপর এত অধিক

পরিমাণে আসিয়া একের উপর এক সম্বৰত হইতে থাকেন যে, আসমান পর্যন্ত পৌছিয়া যান। তাহারা সেই এলেমের মহববতে একপ করেন যাহা এই তালেবে এলেম হাসিল করিতেছে। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٥ - عن ثعلبة بن الحكم الصحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عزوجل للعلماء يوم القيمة إذا قعد على كرسيه لفضل عباده: إنني لم أجعل عليّي وجلّي فيكم إلا وأنا أريده أن أغفر لكم على ما كان فيكم ولا أبالي.

الكبير ورواه ثقات، الترغيب ١٠١/١

২৫. হযরত সালাবাহ ইবনে হাকাম (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তায়ালা আপন বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য নিজের (শান অনুযায়ী) কুরসীতে উপবেশন করিবেন তখন ওলামাদেরকে বলিবেন, আমি আপন এলেম ও হিল্ম অর্থাৎ নশ্শতা ও ধৈর্য ক্ষমতা হইতে তোমাদিগকে এইজন্য দান করিয়াছিলাম যে, আমি চাহিতেছিলাম, তোমাদের ভুলক্রটি সত্ত্বেও তোমাদিগকে ক্ষমা করিব এবং আমি এই ব্যাপারে কোন পরওয়া করি না। অর্থাৎ তোমরা যত বড় গুনাহগরই হও না কেন তোমাদিগকে ক্ষমা করা আমার নিকট কোন বিরাট ব্যাপার নয়। (তাবারানী, তরঙ্গীব)

٢٦ - عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقاً يطلب فيه علمًا سلك الله به طرقاً من طرق الجنّة، وإن الملائكة لتصفع أجنحةها رضا بطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السموات والأرض والجحثاً في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا ذرهمـا، ورثوا العلم، فمن أحدهـا أخذ بحظه وأفـرـه.

رواہ أبو داؤد، باب فی فضل العلم، رقم: ٣٦٤١

২৬. হযরত আবু দারদা (রায়িৎ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি এলেমে

দ্বীন হাসিল করার উদ্দেশ্যে কোন রাস্তায় চলে আল্লাহ তায়ালা এই কারণে তাহাকে জানাতের রাস্তাসমূহ হইতে এক রাস্তায় চালাইয়া দেন। অর্থাৎ এলেম হাসিল করা তাহার জন্য জানাতে প্রবেশের কারণ হইয়া যায়। ফেরেশতাগণ তালেবে এলেমের সন্তুষ্টির জন্য আপন পাখা বিছাইয়া দেন। আলেমের জন্য আসমান জমিনের সমস্ত মাখলুক এবং মাছ যাহা পানিতে রহিয়াছে সকলেই মাগফিরাতের দোয়া করে। নিঃসন্দেহে আবেদের উপর আলেমের ফয়লত এরপ যেরপ পূর্ণিমার চাঁদের ফয়লত সমস্ত তারকারাজির উপর। নিঃসন্দেহে ওলামায়ে কেরাম আম্বিয়া আলাইহিস সালামদের উত্তরাধিকারী। আর আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম দিনার ও দেরহাম (মালদৌলত) এর উত্তরাধিকারী বানান না। তাহারা তো এলেমের উত্তরাধিকারী বানান। অতএব যে ব্যক্তি এলেমে দ্বীন হাসিল করিল সে (সেই সম্পত্তি হইতে) পরিপূর্ণ অংশ লাভ করিল। (আবু দাউদ)

**٢٧ - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَعَيْتُ رَمْزُولَ اللَّهِ
يَقُولُ: وَمَوْتُ (الْعَالَمِ) مُصِيَّةٌ لَا تُجَبِّرُ وَتَلْمِةٌ لَا تُسْدِّ وَهُوَ نَجْمٌ
طَبِيسٌ، مَوْتُ قَبْلَةٍ أَيْسَرُ مِنْ مَوْتِ عَالَمٍ.** (وهو بعض الحديث) رواه

البيهقي في شعب الإيمان ٢٦٤

২৭. হযরত আবু দারদা (রায়িঃ) বলেন, আমি রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আলেমের মৃত্যু এমন মুসীবত যাহার প্রতিকার হইতে পারে না এবং এমন ক্ষতি যাহা পূরণ হইতে পারে না। আর আলেম এমন এক তারকা যে (মৃত্যুর কারণে) আলোহীন হইয়া গিয়াছে। একজন আলেমের মৃত্যু অপেক্ষা একটি গোত্রের মৃত্যু অতি নগন্য ব্যাপার। (বাইহাকী)

**٢٨ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ
الْعَلَمَاءُ كَمَثْلُ النَّجْمِ فِي السَّمَاءِ يَهْنَدِي بِهَا فِي ظُلْمَاتِ الْبَرِّ
وَالْبَحْرِ، فَإِذَا انْطَمَسَتِ النَّجْمُ اؤْشِكَ أَنْ تَضِلَّ الْهَدَأَ.** رواه

اسعد ١٥٧

২৮. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রায়িঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ওলামাদের দ্রষ্টান্ত এ সমস্ত তারকার ন্যায় যাহাদের দ্বারা স্থলে ও জলের অরুকাবে গথের দিশা

পাওয়া যায়। যখন তারকাসমূহ আলোহিন হইয়া যায় তখন পথচারীর
পথ হারাইবার সন্তান থাকে। (মুসনাদে আহমাদ)

ফায়দা : অর্থাৎ ওলামায়ে কেরাম না থাকিলে লোকজন পথভট্ট হইয়া
যায়।

- ২৯ -
عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَقِيهٌ

أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث غريب،

باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، رقم: ٢٦٨١

২৯. হযরত ইবনে আবাস (রায়ি) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, একজন আলেমে দীন
শয়তানের উপর এক হাজার আবেদ অপেক্ষা কঠিন। (তিরমিয়া)

ফায়দা : হাদীস শরীফের অর্থ হইল, শয়তানের জন্য এক হাজার
আবেদকে ধোকা দেওয়া সহজ। কিন্তু পূর্ণ দীনের বুক রাখে এমন একজন
আলেমকে ধোকা দেওয়া মুশকিল।

- ৩০ -
عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ

رَجُلٌ: أَخْدُهُمَا عَابِدٌ وَالآخَرُ عَالِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَضْلُ

الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِيْنِ عَلَى أَذْنَائِكُمْ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَيْنِ حَتَّى النَّمَلَةَ فِي

جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيَصْلُوْنَ عَلَى مُعْلِمِ النَّاسِ الْخَيْرِ. رواه

الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح، باب ما جاء في فضل الفقه على

العبادة، رقم: ٢٦٨٥

৩০. হযরত আবু উমামাহ বাহেলী (রায়ি) হইতে বর্ণিত আছে যে,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে দুই ব্যক্তির
আলোচনা করা হইল। তন্মধ্যে একজন আবেদ ও অপরজন আলেম
ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন,
আলেমের ফয়লত আবেদের উপর এমন যেমন আমার ফয়লত
তোমাদের মধ্য হইতে একজন সাধারণ ব্যক্তির উপর। অতঃপর নবী করীম
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যাহারা লোকদের ভাল
কথা শিক্ষা দেয় তাহাদের উপর আল্লাহ তায়ালা, তাঁহার ফেরেশতাগণ,
আসমান জমিনের সমস্ত মাখলুক, এমনকি পিপড়া আপন গর্তে এবং
মাছ (পানির ভিতর আপন আপন পদ্ধতিতে) রহমতের দোয়া করে।

for more books <https://youtube.com/alanis9g> (তিরমিয়া)

٣١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إلا إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونَ مَا فِيهَا إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ وَمَا وَالْأَوْلَى
وَغَالِمَ أَوْ مُتَعَلِّمٌ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب منه

حديث إن الدنيا ملعونة، رقم: ٢٣٢٢

৩১. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, মনোযোগ
দিয়া শুন, দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যাহা কিছু আছে সবই আল্লাহ
তায়ালার রহমত হইতে দূরে। অবশ্য আল্লাহ তায়ালার যিকির এবং ঐ
সমস্ত জিনিস যাহা আল্লাহ তায়ালার নিকটবর্তী করে (অর্থাৎ নেক আমল)
এবং আলেম ও তালেবে এলেম। এই সব জিনিস আল্লাহ তায়ালার
রহমত হইতে দূরে নয়। (তিরিয়ী)

٣٢ - عن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت النبي ﷺ يقول: اغدْ
عَالِمًا، أَوْ مُتَعَلِّمًا، أَوْ مُسْتَعِمِّعًا، أَوْ مُجَبِّعًا، وَلَا تَكُنْ الْخَامِسَةَ
فَهَلْكَ وَالْخَامِسَةَ أَنْ تُبْغِضَ الْعِلْمَ وَأَهْلَهُ . رواه الطبراني في ثلاثة
والبزار ورجاله موثقون، مجمع الروايات ٣٢٨/١

৩২. হযরত আবু বাকরাহ (রায়িঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, তুমি হযরত
আলেম হও, অথবা তালেবে এলেম হও, অথবা মনোযোগ সহকারে
এলেম শ্রবণকারী হও অথবা এলেম ও আলেমদের মহবত করনেওয়ালা
হও। (এই চার ব্যতীত) পঞ্চম প্রকার হইও না, নতুনা ধর্ষস হইয়া যাইবে।
পঞ্চম প্রকার এই যে, তুমি এলেম ও আলেমদের সহিত শক্তা পোষণ
কর। (তাবারানী, মাজমায়ে ফাওয়ায়েদ)

٣٣ - عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي ﷺ يقول: لَا
حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَا لَمْ يَسْلُطْهُ عَلَى هَلْكَةِ فِي
الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيَعْلَمُهَا . رواه
البخاري، باب إيفاق العال في حقه، رقم: ٩٤٠

আলাইছি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, দুই ব্যক্তি
ব্যতীত কাহারো সহিত হিংসা করা জায়েয় নাই। অর্থাৎ হিংসা করা যদি
জায়েয় হইত তবে এই দুই ব্যক্তি এমন ছিল যে, তাহাদের সহিত জায়েয়
হইত। এক ঐ ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ তায়ালা ধনসম্পদ দিয়াছেন, আর
সে উহা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির কাজে খরচ করে। দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি
যাহাকে আল্লাহ তায়ালা এলেম দান করিয়াছেন, আর সে সেই এলেম
অনুযায়ী ফয়সালা করে এবং অন্যকে উহা শিক্ষা দেয়। (বোথাবী)

٣٣ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: يَبْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، إِذَا طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدٌ بِيَاضِ الثِّيَابِ،
شَدِيدٌ سَوَادُ الشَّعْرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثْرُ السَّفَرِ، وَلَا يَغْرِفُهُ مِنَ الْأَحَدِ،
حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَدَرَ رُكْبَتِيهِ إِلَى رُكْبَتِيهِ، وَوَضَعَ
كَفَّيْهِ عَلَى كَفَّيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبَرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ؟ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَقْبِيمُ الصَّلَاةِ، وَتَنْوِيَ الزَّكَاةِ، وَتَصْوُمُ رَمَضَانَ،
وَتَحْجُجُ الْبَيْتِ إِنْ أَسْتَطَعْتُ إِلَيْهِ سَيْلًا، قَالَ: حَدَّثْتَ، قَالَ: فَعَجَبْنَا
لَهُ، يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، قَالَ: فَأَخْبَرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ؟ قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ
بِاللَّهِ، وَمَا لَيْكَ بِهِ، وَكُتبِهِ، وَرَسُولِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقُدْرَةِ
عَلَيْهِ وَمَنْرِهِ، قَالَ: حَدَّثْتَ، قَالَ: فَأَخْبَرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ؟ قَالَ:
أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَائِنَكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكُ، قَالَ:
فَأَخْبَرْنِي عَنِ السَّاعَةِ؟ قَالَ: مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ،
قَالَ: فَأَخْبَرْنِي عَنِ امْرَأِهَا؟ قَالَ: أَنْ تَبْلُدَ الْأَمْمَةَ رَبْتَهَا، وَأَنْ تَرَى
الْمُفْدَدَةَ الْمُرَأَةَ، الْحَالَةَ، رِغَاءَ الشَّاءِ، يَتَظَارُلُونَ فِي الْبَيْتَانِ، قَالَ: ثُمَّ
أَنْطَلَقَ، فَلَبِثَ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ لِي: يَا عُمَرًا أَنْذِرِنِي مِنَ السَّائِلِ؟
فَلَمَّا قُلَّتْ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَغْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ، أَتَاكُمْ يَعْلَمُكُمْ
دِينَكُمْ. رواه مسلم، باب بيان الإيمان والإسلام رقم: ٩٣

৩৪. হ্যরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রায়ি) বলেন, একদিন আমরা
যাসুলুল্লাহ আলাইছি ওয়াসাল্লামের খেদমতে বাসিয়াছিলাম।

হয়ৎ এক ব্যক্তি আসিল। যাহার পোশাক অত্যন্ত সাদা এবং চুল অত্যাধিক কাল ছিল। না তাহার বেশভূষায় কোন সফরের চিহ্ন ছিল (যাহা দ্বারা বুঝা যাইত যে, এই ব্যক্তি কোন মুসাফির) আর না আমাদের কেহ তাহাকে চিনিতেছিল (যাহাতে বুঝা যাইত যে, সে মদীনার বাসিন্দা)। যাহাই হোক সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এত নিকটবর্তী হইয়া বসিল যে, নিজের হাঁটু তাহার হাঁটুর সহিত লাগাইয়া দিল এবং নিজের উভয় হাত আপন উভয় উরুর উপর রাখিল। অতঃপর আরজ করিল, হে মুহাম্মাদ, আমাকে বলুন, ইসলাম কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, ইসলাম (এর আরকান) এই যে, তুমি (মুখ ও অন্তর দিয়া) এই সাক্ষ দিবে যে, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর কোন সন্তা এবাদত ও বন্দেগীর উপযুক্ত নাই, এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তায়ালার রাসূল, নামায আদায় করিবে, যাকাত প্রদান করিবে, রম্যান মাসে রোয়া রাখিবে এবং যদি সামর্থ্য থাকে তবে বাইতুল্লার হজ্জ করিবে। ইহা শুনিয়া সে ব্যক্তি বলিল, আপনি সত্য বলিয়াছেন। হযরত ওমর (রায়ঃ) বলেন, আমরা এই ব্যক্তির কথায় আশচর্যবোধ করিলাম, কারণ সে প্রশ্ন করিতেছে (যেন সে জানে না)। আবার সে সত্যায়ন করিতেছে (যেন পূর্ব হইতেই জানে)। তারপর সে ব্যক্তি আরজ করিল, আমাকে বলুন, স্টিমান কি? তিনি এরশাদ করিলেন, স্টিমান এই যে, তুমি আল্লাহ তায়ালাকে তাঁহার ফেরেশতাগণকে, তাঁহার কিতাবসমূহকে, তাঁহার রাসূলগণকে এবং কেয়ামতের দিনকে অন্তর দ্বারা স্বীকার কর এবং ভালমন্দ তকদীরের উপর বিশ্বাস রাখ। সে ব্যক্তি আরজ করিল, আপনি সত্য বলিয়াছেন। পুনরায় সেই ব্যক্তি আরজ করিল, আমাকে বলুন এহসান কি? তিনি এরশাদ করিলেন, এহসান এই যে, তুমি আল্লাহ তায়ালার এবাদত ও বন্দেগী এমনভাবে কর যেন তুমি আল্লাহ তায়ালাকে দেখিতেছ, আর যদি এই অবস্থা নসীর না হয় তবে এতটুকু তো ধ্যান কর যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে দেখিতেছেন। অতঃপর সে ব্যক্তি আরজ করিল, আমাকে কেয়ামত সম্পর্কে বলুন, (যে, কবে আসিবে?)। তিনি এরশাদ করিলেন, এই ব্যাপারে উত্তরদাতা প্রশ়্নকারী অপেক্ষা বেশী জানে না। অর্থাৎ এই ব্যাপারে আমার এলেম তোমার অপেক্ষা বেশী নয়। সে ব্যক্তি আরজ করিল, তবে আমাকে উহার কিছু আলামতই বলিয়া দিন। তিনি এরশাদ করিলেন, (উহার একটি আলামত তো এই যে,) বাঁদী এমন মেয়ে প্রসব করিবে যে তাহার মনিব হইবে আর (দ্বিতীয় আলামত এই যে,) তুমি দেখিবে যে, যাহাদের পায়ে

জুতা নাই, শরীরে কাপড় নাই, গৰীব, বকৰী চৰানেওয়ালা, তাহারা বড় বড় দালান বানানোৰ ব্যাপারে একে অপৰ হইতে অগ্ৰগামী হইবাৰ চেষ্টা কৰিবে। হ্যৱত ওমৰ (ৱায়ঃ) বলেন, অতঃপৰ সে ব্যক্তি চলিয়া গেল। আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা কৱিলাম (এবং আগত ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কৱিলাম না)। তাৰপৰ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই আমাকে জিজ্ঞাসা কৱিলেন, ওমৰ, জান কি, এই প্ৰশ্নকাৰী ব্যক্তি কে ছিল? আমি আৱজ কৱিলাম, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলই ভাল জানেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এৱশাদ কৱিলেন, তিনি জিবৱাস্তল ছিলেন, তোমাদেৱ নিকট তোমাদেৱ দ্বীন শিক্ষা দেওয়াৰ জন্য আসিয়াছিলেন। (মুসলিম)

ফায়দা ৪ হাদীস শৱীকে কেয়ামতেৰ আলামতেৰ মধ্যে ‘বাঁদী এমন মেয়ে প্ৰসব কৱিবে, যে তাহার মনিব হইবে’ বলা হইয়াছে। ইহাৰ এক অৰ্থ এই যে, কেয়ামতেৰ নিকটবৰ্তী সময়ে পিতামাতাৰ নাফৰমানী ব্যাপক হইয়া যাইবে। এমনকি মেয়েৱা যাহাদেৱ স্বভাৱ মায়েৱ আনুগত্য বেশী হইয়া থাকে তাহারাও শুধু মায়েৱ নাফৰমানই হইবে না বৱেৎ উহাৰ বিপৰীত তাহাদেৱ উপৰ এমনভাৱে হকুম চালাইবে যেমনভাৱে একজন মনিব আপন বাঁদীৰ উপৰ চালাইয়া থাকে। এই বিষয়কেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইভাৱে ব্যক্তি কৱিয়াছেন যে, মহিলা এমন মেয়ে প্ৰসব কৱিবে যে তাহার মনিব হইবে। দ্বিতীয় আলামতেৰ অৰ্থ এই যে, কেয়ামতেৰ নিকটবৰ্তী সময়ে মালদৌলত এমন লোকদেৱ হাতে আসিবে যাহারা উহাৰ উপযুক্ত নয়। উচা উচা দালান বানানো তাহাদেৱ অভিৱৰ্চি হইবে এবং উহাতে একে অপৰ হইতে অগ্ৰগামী হইবাৰ চেষ্টা কৱিবে। (মাআৱিকে হাদীস)

٣٥ - عَنْ الْعَسْنِ رَحْمَةً اللَّهُ قَالَ: مُبْلِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى رَجُلَيْنِ
كَبَانَا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَحَدُهُمَا كَانَ عَالِمًا يُصْلِيَ الْمُكْتَرَبَةَ ثُمَّ
يَجْلِسُ فَيَعْلَمُ النَّاسَ الْخَيْرَ، وَالْآخَرُ يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ،
أَيْهُمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: فَضْلُ هَذَا الْعَالِمِ الَّذِي يُصْلِي
الْمُكْتَرَبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيَعْلَمُ النَّاسَ الْخَيْرَ عَلَى الْعَابِدِ الَّذِي يَصُومُ
النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ كَفْضَلِي عَلَى أَذْنَاكُمْ رَجُلًا. رواه الدارمي

৩৫. হযরত হাসান (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বনি ইসরাইলের দুই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, উহাদের মধ্যে কে বেশী উত্তম? উহাদের মধ্যে একজন আলেম ছিল, যে ফরয নামায পড়িয়া লোকদেরকে নেকীর কথা শিক্ষা দিতে বসিয়া যাইত। অপর জন দিনভর রোয়া রাখিত আর রাতভর এবাদত করিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, সেই আলেমের ফযীলত যে ফরয নামায পড়িয়া লোকদেরকে নেকীর কথা শিক্ষা দিতে মশগুল হইয়া যাইত ঐ আবেদের উপর যে দিনে রোয়া রাখিত ও রাত্রে এবাদত করিত এরূপ যেরূপ আমার ফযীলত তোমাদের মধ্য হইতে সর্বনিম্ন ব্যক্তির উপর। (দারামী)

٣٦ - عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: تعلموا القرآن وعلموا الناس وتعلموا العلم وعلموا الناس وتعلموا الفرائض وعلموا الناس فلما أمر مفياً مفياً مفياً وان العلم سيقبض حتى يختلف الرجال في الفريضة لا يجدان من يخبرهما بها.

رواہ البیهقی فی شعب الإيمان ۲۰۵

৩৬. হযরত আবদুল্লাহ (রাযঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কুরআন শিক্ষা কর এবং লোকদেরকে শিক্ষা দাও। এলেম শিক্ষা কর এবং লোকদেরকে শিক্ষা দাও। ফরয আহকাম শিক্ষা কর এবং লোকদেরকে শিক্ষা দাও। কেননা আমাকে দুনিয়া হইতে উঠাইয়া লওয়া হইবে এবং এলেমও অতিসত্ত্ব উঠাইয়া লওয়া হইবে। এমন কি দুই ব্যক্তি একটি ফরয হকুম সম্পর্কে মতভেদ করিবে, আর (এলেম কম হইয়া যাওয়ার কারণে) এমন কোন ব্যক্তি পাইবে না যে, তাহাদিগকে ফরয হকুমের ব্যাপারে সঠিক কথা বলিয়া দিবে।

(বাইহাকী)

٣٧ - عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: يأيها الناس! اخذوا من العلم قبل أن يقبض العلم وقبل أن يرفع العلم. (الحديث) رواه أحمد ٢٦٦

৩৭. হযরত আবু উমামাহ (রাযঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তে লোকেরা, এলেম ফেরৎ লইয়া যাওয়া ও উঠাইয়া লইয়া যাওয়ার পূর্বে এলেম হাসিল

٣٨ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: إِنَّ مِمَّا يُلْعَنُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، عِلْمًا غَلَمَةً وَنَشَرَةً، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُضْعِفًا وَرَثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْنَ لَابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهَرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صَحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، يُلْعَنُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ. رواه ابن ماجه، باب ثواب معلم الناس بالخير،

رقم: ٤٤٢

৩৮. হযরত আবু হোরায়রা (রায়ি) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুমিনের মৃত্যুর পর সে যে সমস্ত আমলের সওয়াব পাইতে থাকে তন্মধ্যে একটি এলেম, যাহা সে কাহাকেও শিখাইয়াছে এবং প্রচার করিয়াছে, দ্বিতীয় নেক সন্তান যাহাকে সে রাখিয়া গিয়াছে। তৃতীয় কুরআন শরীফ যাহা সে পরিত্যক্ত সম্পত্তির মধ্যে রাখিয়া গিয়াছে। চতুর্থ মসজিদ যাহা সে বানাইয়া গিয়াছে। পঞ্চম মুসাফিরখানা যাহা সে তৈয়ার করিয়া গিয়াছে। ষষ্ঠ নহর যাহা সে জ্ঞান করিয়া গিয়াছে। সপ্তম এমন সদকা যাহা সে জীবিত ও সুস্থাবস্থায় এমনভাবে করিয়া গিয়াছে যেন মৃত্যুর পর উহার সওয়াব পাইতে থাকে। (যেমন ওয়াকফের সুরতে সদকা করিয়া গিয়াছে) (ইবনে মাজাহ)

٣٩ - عن أنس رضي الله عنه عن النبي ﷺ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تَفْهَمُهُمْ. (الحديث) رواه البخاري، باب من أعاد الحديث

رقم: ٩٥.....

৩৯. হযরত আনাস (রায়ি) বলেন, নবী কর্যম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন কথা এরশাদ করিতেন তখন তিনবার বলিতেন যেন তাহা বুঝিয়া লওয়া যায়। (বোথারী)

ফায়দা : অর্থাৎ যখন তিনি কোন গুরুত্বপূর্ণ কথা এরশাদ করিতেন তখন উক্ত কথাকে তিনবার বলিতেন যাহাতে লোকেরা ভাল করিয়া বুঝিয়া লয়। (মাজাহিরে হক)

٤٠ - عن عبد الله بن عفرو بن العاص رضي الله عنهمَا قال: سمعتْ رسول الله ﷺ يقول: إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْصُرُ الْعِلْمَ أَنْتَرَاعَاهُ بِتَزْرِعَهُ مِنْ

for more videos <https://youtube.com/annaaba>
 العباد، ولكن يُفْضِيُّ الْعِلْمُ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَنْقُ عَالَمٌ
 اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُسًا جَهَّالًا، فَسُلِّمُوا فَأَغْفَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا
 وَأَضَلُّوا. رواه البخاري، باب كيف يُفْضِيُّ الْعِلْمُ؟ رقم: ١٠٠

৪০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তায়ালা (শেষ জামানায়) এলেমকে এইভাবে উঠাইবেন না যে, লোকদের (দিল-দেমাগ) হইতে সম্পূর্ণ বাহির করিয়া লইবেন, বরং এলেম এইভাবে উঠাইবেন যে, ওলামাদেরকে এক এক করিয়া উঠাইয়া নিতে থাকিবেন। এমনকি যখন কোন আলেম অবশিষ্ট থাকিবে না তখন লোকেরা ওলামাদের পরিবর্তে মূর্খ জাহেলদেরকে সর্দার বানাইয়া লইবে। তাহাদের নিকট মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হইবে, আর তাহারা এলেম ছাড়া ফতওয়া দিবে। পরিণতি এই হইবে যে, নিজে তো পথচারী ছিলই অন্যদেরকেও পথচারী করিবে। (বোখারী)

- ٣١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: إن الله يُفْضِيُّ كُلَّ جَعْظَرِي جَوَاطِ سَعَابٍ بِالْأَسْوَاقِ، جِفْفَةً بِاللَّيْلِ،
 جِمَارَ بِالنَّهَارِ، عَالِمٍ بِأَفْرِ الدُّنْيَا، جَاهِلٍ بِأَفْرِ الْآخِرَةِ. رواه ابن حبان،
 قال المحقق: إسناده صحيح على شرط مسلم / ٢٧٤

৪১. হযরত আবু হোরায়রা (রাযঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তিকে ঘণা করেন যে কঠোর মেজায়ের হয়, অতিমাত্রায় খায়, বাজারে চিৎকার করে, রাত্রে মরার মত পড়িয়া (ধূমাইতে) থাকে, দিনের বেলায় গাধার মত (দুনিয়াবী কাজে আটকিয়া) থাকে, দুনিয়ার বিষয়ে অভিজ্ঞ হয় আর আখেরাতের বিষয়ে অজ্ঞ থাকে। (ইবনে হিবান)

- ٣٢ - عن يَزِيدَ بْنِ سَلَمَةَ الْجَعْفِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ مِنْكَ حِدِيثَنَا كَثِيرًا أَخَافُ أَنْ يُنْسِيَ أُولَئِكَ آخِرَةَ فَحَدَّثَنِي بِكَلِمَةٍ تَكُونُ جِمَاعًا، قَالَ: أَتَقِ اللَّهُ فِيمَا تَعْلَمُ. رواه
 البرمني وقال: هذا حديث ليس بسناده ب Hutchison وهو عندى مرسل، باب ما جاء فى

for more books <https://youtube.com/alamin5g>

৪২. হ্যারত ইয়ায়ীদ ইবনে সালামা জুফী (রায়িৎ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি আপনার নিকট হইতে বহু হাদীস শুনিয়াছি। আমার ভয় হয় যে, শেষের হাদীসগুলি হয়ত আমার স্মরণ থাকিবে, আর পূর্বের হাদীসগুলি ভুলিয়া যাইব। অতএব আমাকে কোন সংক্ষিপ্ত কিঞ্চ অর্থবহুল কথা বলিয়া দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যে সকল বিষয়ে তোমার এলেম রহিয়াছে সে সকল বিষয়ে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করিতে থাক। অর্থাৎ আপন এলেম অনুযায়ী আমল করিতে থাক। (তিরমিয়ী)

٤٣ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا تَعْلَمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوْ بِهِ الْعُلَمَاءُ وَلَا تُمَارِوْ بِهِ السُّفَهَاءُ، وَلَا تُخْبِرُوا بِهِ الْمَجَالِسَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَالنَّارُ النَّارُ. رواه ابن ماجه، باب
الاتفاق بالعلم والعمل به، رقم: ١٥٤

৪৩. হ্যারত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ওলামাদের উপর বড়াই করা ও বেওকুফদের সহিত বগড়া করা (অর্থাৎ মূর্খ সর্বসাধারণের সহিত বচসা করা) ও মজলিস জমানোর উদ্দেশ্যে এলেম হাসিল করিও না। যে ব্যক্তি এরূপ করিবে তাহার জন্য আগুন রহিয়াছে, আগুন। (ইবনে মাজাহ)

ফায়দা : ‘এলেমকে মজলিস জমানোর উদ্দেশ্যে হাসিল করিও না’—এই কথার অর্থ এই যে, এলেমের দ্বারা লোকদেরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করিও না।

٤٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ سُبِّلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَثُمَهُ الْجَمَهُ اللَّهُ يَلْجَاهُ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه أبو داود،
باب كرامية من العلم، رقم: ٦٥٨

৪৪. হ্যারত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যাহার নিকট এলেমের কোন কথা জিজ্ঞাসা করা হয় আর সে উহা (জ্ঞান সত্ত্বেও) গোপন করে, আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তাহার মুখে আগুনের লাগাম পরাইয়া দিবেন।

(আবু দাউদ)

٤٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَثَلُ الَّذِي يَعْلَمُ الْعِلْمَ ثُمَّ لَا يُحَدِّثُ بِهِ كَمَثَلُ الَّذِي يَكْتُبُ الْكُتُرْ ثُمَّ لَا يَنْفَقُ مِنْهُ.

رواه الطبراني في الأوسط وفي إسناده ابن لهيعة، الترغيب / ١٢٢

৪৫. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এমন ব্যক্তির উদাহরণ যে এলেম শিক্ষা করে, অতঃপর লোকদেরকে শিক্ষা দেয় না সেই ব্যক্তির ন্যায় যে ধনভাণ্ডার জমা করে, অতঃপর উহা হইতে খরচ করে না। (তাবারানী, তরঙ্গীব)

٤٦ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَغُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قُلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دُغْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا.

(وهو نقطة من الحديث)

رواه مسلم، باب في الأدعية، رقم: ٦٩٠٦

৪৬. হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া করিতেন—

اللَّهُمَّ إِنِّي أَغُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قُلْبٍ لَا يَخْشَعُ،
وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دُغْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا

অর্থ ৪ আয় আল্লাহ, আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি এমন এলেম হইতে যাহা উপকারে আসে না, এমন দিল হইতে যাহা ভয় করে না, এমন নফস হইতে যাহা ত্প্র হয় না এবং এমন দোয়া হইতে যাহা কবুল হয় না। (মুসলিম)

٤٧ - عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَمْسِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لَا تَرْزُلْ فَلَمَّا عَنِيدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَنْفَقَ،
وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ، وَعَنْ مَا لِهِ مِنْ أَنْكَبَةٍ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِنْسِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ.

رواه الترمذى وقال: هنا حديث حسن صحيح، باب في القيامة، رقم: ٢٤١٧

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন মানুষের উভয় কদম (হিসাবের স্থান হইতে) ততক্ষণ পর্যন্ত সরিতে পারিবে না যতক্ষণ না তাহাকে এই কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে। আপন জিন্দেগী কি কাজে খরচ করিয়াছে? নিজের এলেমের উপর কি পরিমাণ আমল করিয়াছে? মাল কোথা হইতে উপার্জন করিয়াছে এবং কোথায় খরচ করিয়াছে? নিজের শারীরিক শক্তি কি কাজে লাগাইয়াছে?

(তিরমিয়ী)

٤٨- عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَزْدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَثُلُ الْذِي يَعْلَمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَيَنْسِي
نَفْسَهُ كَمَلِ الْبَرَاجِ يُبْصِنِي لِلنَّاسِ وَيَخْرُقُ نَفْسَهُ. رواه الطبراني في

الكبير وإسناده حسن إن شاء الله تعالى، الرغيب ١٢٦/١

৪৮. হযরত জুন্দুব ইবনে আবদুল্লাহ আয়দী (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এমন ব্যক্তির উদাহরণ যে লোকদেরকে নেক কাজের কথা শিক্ষা দেয় আর নিজেকে ভুলিয়া যায় (অর্থাৎ নিজে আমল করে না) সেই চেরাগের ন্যায় যে লোকদের জন্য আলো দেয় কিন্তু নিজেকে জ্বালাইয়া ফেলে।

(তাবারামী, তরঙ্গীব)

٤٩- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: رَبُّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرِ فَقِيهٍ، وَمَنْ لَمْ يَتَفَعَّلْ عِلْمُهُ ضَرَّةٌ
جَهَلُهُ، أَفَرِ الْقُرْآنَ مَا نَهَاكَ، فَإِنْ لَمْ يَنْهَاكَ قُلْنَتْ تَفْرَءَةً. رواه
الطبراني في الكبير وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد وثق، مصحح الروايات

٤٤٠/١

৪৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রায়িৎ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, অনেক এলেমের বাহক এলেমের বুঝ রাখে না। (অর্থাৎ এলেমের সহিত যে জ্ঞান বুঝ হওয়া দরকার তাহা হইতে খালি থাকে।) আর যাহার এলেম তাহার উপকার করে না তাহার অজ্ঞতা তাহার ক্ষতি সাধন করিবে। তোমরা কুরআনে করীমের (প্রকৃত) পাঠকারী তখন গণ্য হইবে যখন এই কুরআন তোমাদিগকে (গুনাহ ও খারাপ কাজ হইতে) বিরত রাখিবে। আর যদি কুরআন তোমাদিগকে বিরত না রাখে তবে তুমি উহার (প্রকৃত) পাঠকারীই নও। (তাবারানী, মাজমায়ে বাওয়ারেদ)

٥٠ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ لَيْلَةً بِمَكَّةَ مِنَ الظَّلَلِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَلْ يَلْفَتُ؟ ثَلَاثَ مَرَاتٍ، فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْعَطَابَ، وَكَانَ أَوَّلَهَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ، وَحَرَضَ وَجَهَدَتْ وَنَصَحَتْ، فَقَالَ: لَيَظْهَرَ الْإِيمَانُ حَتَّى يُرَدَّ الْكُفُرُ إِلَى مَوَاطِنِهِ، وَلَتُخَاضَنَ الْبَحَارُ بِالْإِسْلَامِ، وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَعْلَمُونَ فِيهِ الْقُرْآنَ يَتَعَلَّمُونَهُ وَيَقْرَءُونَهُ وَيَقُولُونَ: قَدْ قَرَأْنَا وَعَلِمْنَا، فَمَنْ ذَا الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْنَا؟ (ثُمَّ قَالَ لِأَضْحَابِهِ) فَهَلْ فِي أُولَئِكَ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ أُولَئِكَ؟ قَالَ: أُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولَئِكَ وَقُوَّادُ النَّارِ. رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات إلا أن هذه بنت الحارث الخثعيبية التابعة لم أر من وتفها ولا حرمتها، مجمع الروايات

١٩١/ طبع مؤسسة المعارف، بيروت. هذه مقبولة، تغريب المذهب

৫০. হ্যারত আবদুল্লাহ ইবনে আকবাস (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা মুকাররমায় এক রাতে দাঁড়াইলেন এবং তিনবার এই এরশাদ করিলেন, আয় আল্লাহ, আমি কি পৌছাইয়া দিয়াছি? হ্যারত ওমর (রায়িঃ) যিনি (আল্লাহ তায়ালার দরবারে অত্যাধিক) কামাকাটি করিতেন, তিনি উঠিয়া আরজ করিলেন, জিঁহু হাঁ। (আমি আল্লাহ তায়ালাকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি যে, আপনি পৌছাইয়া দিয়াছেন।) আপনি লোকদিগকে ইসলামের ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়াছেন এবং উহার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন ও নসীহত করিয়াছেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, ঈমান অবশ্যই এই পরিমাণ বিজয় লাভ করিবে যে, কুফরকে তাহার ঠিকানায় ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। আর নিঃসন্দেহে তোমরা ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে সমুদ্র সফরও করিবে এবং লোকদের উপর অবশ্যই এমন যামানা আসিবে যে লোকেরা কুরআন শিক্ষা করিবে, উহার তেলাওয়াত করিবে, আর বলিবে যে, আমরা পড়িয়া লইয়াছি বুঝিয়া লইয়াছি, এখন আমাদের অপেক্ষা উন্নত কে আছে? (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,) তাহাদের মধ্যে কি কোন কল্যাণ থাকিতে পারে? অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে সামান্যতমও কল্যাণ নাই, অথচ তাহাদের দাবী যে, আমাদের অপেক্ষা উন্নত কে আছে? সাহাবা (রায়িঃ) আরজ করিলেন,

ইয়া রাসূলাল্লাহ ইহারা কাহারা^ص এর শব্দে করিলেন, ইহারা/তোমাদের মধ্য হইতেই হইবে। অর্থাৎ এই উম্মতের মধ্য হইতে হইবে এবং ইহারাই দোষখের ইক্ষন। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

— ৫১ —
 عن أنس رضي الله عنه قال: كنا جلوسًا عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتذاكر يترنح هذا بآية ويتزعر هذا بآية فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يفقأ في وجهه حب الرمان فقال: يا هؤلاء بهذا يعذتم أم بهذه أمرتم؟ لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقباً بعض. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات ثبات، مجمع الروايات

৩৮৭/১

১. হযরত আনাস (রায়ি)^{رض} বর্ণনা করেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরজার নিকট বসিয়া পরস্পর এইভাবে আলোচনা করিতেছিলাম যে, একজন একটি আয়াতকে এবং অপরজন অন্য একটি আয়াতকে নিজের কথার সঙ্গে দলীল হিসাবে পেশ করিতেছিল (এইভাবে বগড়ার রূপ ধারণ করিল)। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিলেন। তাঁহার চেহারা মোবারক (রাগের দরুন) এরূপ রক্তবর্ণ হইতেছিল যেন, তাঁহার চেহারা মোবারকের উপর ডালিমের দানা নিংড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। তিনি এরশাদ করিলেন, হে লোকেরা, তোমাদিগকে কি এই (বগড়ার) জন্য দুনিয়াতে পাঠানো হইয়াছে, আর না তোমাদিগকে ইহার আদেশ করা হইয়াছে? আমার এই দুনিয়া হইতে চলিয়া যাওয়ার পর বগড়ার দরুন তোমরা একে অপরের গর্দান মারিয়া কাফের হইয়া যাইও না। (কারণ এই আমল কুফর পর্যন্ত পৌছাইয়া দেয়।) (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

— ৫২ —
 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن عيسى بن مريم عليه السلام قال: إنما الأمور ثلاثة: أمر تبين لك رشده فاتحة، وامر تبين لك غيه فاجتنبه، وامر اختلف فيه فرده إلى عالمه. رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون، مجمع الروايات

৩৯০/১

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবুআস (রায়ি)^{رض} রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করেন যে, হযরত ঈসা মানাইহিস

গিলাম বলিয়াছেন, **সমস্ত বিষয় তিনি প্রকারের মধ্যেই শীঘ্ৰ বিদ্ধা**। এই যে, উহার সঠিক হওয়া তোমার নিকট স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে, অতএব উহার অনুসরণ কর। দ্বিতীয় এই যে, উহার বেঠিক হওয়া তোমার নিকট স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। অতএব উহা হইতে বাঁচিয়া থাক। তৃতীয় এই যে, উহার সঠিক ও বেঠিক হওয়া স্পষ্ট নয়। অতএব উহার ব্যাপারে যে জানে অর্থাৎ আলেমের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লও। (তাবরানী মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٥٣ - عَنْ أَبْنَى عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا
الْحَدِيثَ عَنِّي إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلَيَبْتَوِّأ
مَقْعِدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلَيَبْتَوِّأ مَقْعِدَهُ مِنَ
النَّارِ۔ رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن، باب ما جاء في الذي يفسر القرآن

برأيه، رقم: ۲۹۰۱

৫৩. হ্যরত ইবনে আববাস (রায়ঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার সহিত সম্পৃক্ত করিয়া হাদীস বর্ণনা করিতে সতর্কতা অবলম্বন করিও। শুধু এই হাদীসই বর্ণনা করিও যাহার হাদীস হওয়া তোমাদের জানা থাকে। যে ব্যক্তি জানিয়া বুঝিয়া আমার সহিত ভুল হাদীস সম্পৃক্ত করিয়াছে সে যেন দোষখের ভিতর আপন ঠিকানা বানাইয়া লয়। যে ব্যক্তি নিজের রায়ের দ্বারা কুরআনে কারীমের তফসীরের ব্যাপারে কিছু বলিয়াছে, সে যেন দোষখের ভিতর আপন ঠিকানা বানাইয়া লয়। (তিরমিয়া)

٥٤ - عَنْ جُنْدُبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ قَالَ فِي
كِتَابِ اللَّهِ بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ، رواه أبو داود، باب الكلام في كتاب
الله بلا علم، رقم: ۳۶۰۲

৫৪. হ্যরত জুন্দুব (রায়ঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কুরআনে কারীমের তফসীরের ব্যাপারে নিজের রায় দ্বারা কিছু বলিয়াছে, আর উহা প্রকৃতপক্ষে শুন্দও হয় তবুও সে ভুল করিয়াছে। (আবু দাউদ)

ফায়দা : অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুরআনে কারীমের তফসীর নিজের জ্ঞানবুদ্ধির দ্বারা করে, আর ঘটনাচক্রে উহা সঠিকও হইয়া যায় তবুও সে ভুল করিয়াছে। কেননা সে এই তফসীরের ব্যাপারে না হাদীসের প্রতি রঞ্জু হইয়াছে আর না ওগোষ্যায়ে কেরামের প্রতি রঞ্জু হইয়াছে। (মাজাহিন রুক্ত)

কুরআনে করীম ও হাদীস শরীফ হইতে আছর গ্রহণ করা

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيَ الرَّسُولِ تَرَىٰ أَغْيَنِهِمْ
تَفِيضُ مِنَ الدَّفْعِ يَمْعَأْ عَرْفُوا مِنَ الْحَقِّ﴾ [الباثة: ٨٣]

আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করিয়া এরশাদ করিয়াছেন,—আর যখন এই সমস্ত লোক সেই কিতাব শ্রবণ করে যাহা রাসূলের উপর নাযিল হইয়াছে তখন আপনি (কুরআনে করীমের আছরের দরুন) তাহাদের চেথে অঙ্গ বহিতে দেখিবেন, এই কারণে যে, তাহারা সত্যকে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। (মায়েদাহ)

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَإِذَا فَرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لِعَلْكُمْ
تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠٤]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ—আর যখন কুরআন পড়া হয় তখন উহা কান লাগাইয়া শুন এবং চুপ থাক, যেন তোমাদের উপর রহম করা হয়।

(আ'রাফ)

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلِنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُخْدِكَ
لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا﴾ [الكهف: ٧٠]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ—সেই বুর্যুর্গ ব্যক্তি হয়রত মুসা আলাইহিস সালামকে বলিলেন, যদি আপনি (এলেম হাসিলের উদ্দেশ্যে) আমার সহিত থাকিতে চান তবে খেয়াল রাখিবেন, যেন কোন বিষয়ে আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা না করেন, যতক্ষণ আমি নিজেই সেই বিষয়ে আপনাকে বলিয়া না দেই। (কাহাফ)

وَقَالَ تَعَالَى: «فَبَشِّرْ عِبَادَ ☆ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقُولَ فَيَبْغُونَ أَخْسَنَهُ ۖ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُوا الْأَلْبَابِ»

[الزمر: ١٨، ١٧]

আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতেছেন,—আপনি আমার সেই সকল বান্দাগণকে সুসংবাদ শুনাইয়া দিন, যাহারা এই কালামে এলাহীকে কান লাগাইয়া শ্রবণ করে, অতঃপর উহার উত্তম কথাগুলির উপর আমল করে। ইহারাই তাহারা যাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা হেদায়াত দান করিয়াছেন, আর ইহারাই জ্ঞানী লোক। (যুমার)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿اللَّهُ تَرْزُلُ أَخْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَثَانِيَ
تَفَسِّرُ مِنْهُ جُلُوذُ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ ۚ ثُمَّ تَلِينُ جُلُوذُهُمْ
وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الزمّر: ١٢٣]

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে—আল্লাহ উৎকৃষ্ট বাণী অর্থাৎ কুরআনে কারীম নায়িল করিয়াছেন, উহা এমন কিতাব যাহার বিষয়াবলী পরম্পর সামঞ্জস্যশীল, বারবার পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে। যাহারা আপন রবকে ভয় করে তাহাদের দেহ এই কিতাব শুনিয়া কাঁপিয়া উঠে। অতঃপর তাহাদের দেহ ও তাহাদের অস্তর কোমল হইয়া আল্লাহ তায়ালার যিকিরের প্রতি মনোনিবেশকারী হইয়া পড়ে। (যুমার)

হাদীস শরীফ

—٥٥— عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْرَا عَلَيَّ، قُلْتَ: أَفْرَا عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْتُ؟ قَالَ: فَإِنِّي أَحِبُّ أَنْ أَسْمِعَهُ مِنْ غَيْرِي، فَقَرَأَتْ عَلَيْهِ سُورَةَ السَّاءِ حَتَّى يَلْفَتْ فَكَيْفَ إِذَا جَنَّا مِنْ كُلِّ أَمْمَةٍ بَشَهِيدٍ وَجَنَّا بِكَ عَلَى هُؤُلَاءِ شَهِيدًا» قَالَ: أَمْسِكْ، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذَرِّقَانِ رواه البخاري، باب فكيف إذا

جنا من كل أمّة بشهيد... الآية، رقم: ٤٥٨٢

৫৫. হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রায়িঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এরশাদ করিলেন, আমাকে কুরআন পড়িয়া শুনাও। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি কি আপনাকে কুরআন পড়িয়া শুনাইব, অথচ আপনার উপর কুরআন নাফিল হইয়াছে? তিনি এরশাদ করিলেন, আমি অপরের নিকট হইতে কুরআন শুনিতে পছন্দ করি। অতএব আমি তাঁহার সম্মুখে সূরা নিসা পড়িলাম। যখন এই আয়াত পর্যন্ত পৌছিলাম—

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هُؤُلَاءِ شَهِيدًا

অর্থ: এই সময় কি অবস্থা হইবে? যখন আমরা প্রত্যেক উম্মত হইতে একজন সাক্ষী উপস্থিত করিব এবং আপনাকে আপনার উম্মতের উপর সাক্ষীরূপে উপস্থিত করিব?

তখন তিনি এরশাদ করিলেন, বাস, এখন থাক। আমি তাঁহার প্রতি চাহিয়া দেখিলাম, তাঁহার চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইতেছে। (বোধারী)

—٥٦—
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَتَلَقَّبُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: إِذَا قُضِيَ اللَّهُ الْأَمْرُ فِي السَّمَاءِ حَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْبَحِهَا حُضُّعَانًا لِقُولِهِ، كَانَهُ سِلْسِلَةً عَلَى صَفَوَانَ، فَإِذَا فَرَغَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا: الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. رواه البخاري، باب قول الله

تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له الآية، رقم: ٧٤٨١

৫৬. হয়রত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা যখন আসমানে কোন হৃকুম জারি করেন তখন ফেরেশতাগণ আল্লাহ তাআলার হৃকুমের আজ্ঞত ও ভয়ে কাঁপিয়া উঠেন এবং আল্লাহ তায়ালার হৃকুমের প্রতি নতি স্বীকার করতঃ আপন পাখাসমূহ নাড়িতে থাকেন। ফেরেশতাগণ আল্লাহ তায়ালার এরশাদ একুপ শুনিতে পান যেরূপ মস্ণ পাথরের উপর শিকল দ্বারা আঘাতের শব্দ হয়। অতঃপর যখন ফেরেশতাদের অঙ্গর হইতে ভয় দূর করিয়া দেওয়া হয় তখন তাহারা একে অপরকে জিজ্ঞাসা করেন তোমাদের পরওয়ারদিগার কি হৃকুম দিয়াছেন? তাহারা বলেন, হক কথার হৃকুম দিয়াছেন, প্রকৃতই তিনি অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদাশীল ও সবার চেয়ে বড়। (বোধারী)

٥٧- عن أبي سَلْمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَجُلَةُ اللَّهِ قَالَ: التَّقْيَى
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
عَلَى الْمَرْأَةِ لَتَعْدِلَنَا ثُمَّ مَضَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرُو وَبَقَى عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ عُمَرَ يَسْكُنُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَا يُنْكِنُكَ يَا أَبا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ:
هَذَا يَعْنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرُو وَزَعْمَ اللَّهِ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ
يَقُولُ: مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالٌ حَبَّةٌ مِنْ كَبَّةِ اللَّهِ لِوَجْهِهِ فِي
النَّارِ. رواه أحمد والطبراني في الكبير و الرجال رجال الصحبة، مجمع الروايات

٢٨٢/١

৫৭. হযরত আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযঃ) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযঃ) উভয়ের পরম্পর মারওয়া (পাহাড়) এর উপর সাক্ষাৎ হইল। তাহারা কিছু সময় পরম্পর কথাবার্তা বলিতে থাকিলেন, তারপর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযঃ) চলিয়া গেলেন, আর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযঃ) সেখানে বসিয়া কাঁদিতে থাকিলেন। এক ব্যক্তি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে আবু আবদুর রহমান, আপনি কেন কাঁদিতেছেন? হযরত ইবনে ওমর (রাযঃ) বলিলেন, এই ব্যক্তি অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযঃ) এখনই বলিয়া গেলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন যে, যাহার অস্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ও অঙ্কুর থাকিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে উপুড় করিয়া আগুনে নিক্ষেপ করিবেন।

(মুসলাদে আহমাদ, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

॥ ॥ ॥

ফিকির

আল্লাহ তায়ালা আমার সামনে আছেন এবং
তিনি আমাকে দেখিতেছেন, এই ধ্যানের সহিত
আল্লাহ তায়ালার হুকুম পালনে মশগুল হওয়া।

কুরআনে কারীমের ফাযায়েল

কুরআনের আয়াত

فَاللَّهُ تَعَالَى : ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم مُّؤْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ
وَشَفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُرْسَلِينَ ﴾ قُلْ بِفَضْلِ
اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلَيَقْرَرُ حَوْاً هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾

[৫৮:৫৭]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ—হে লোকেরা, তোমাদের নিকট তোমাদের
রবের পক্ষ হইতে এমন এক কিতাব আসিয়াছে যাহা সম্পূর্ণ নসীহত ও
অস্তরসমূহের রোগের জন্য শেফা, আর (নেক কর্মশীলদের জন্য এই
কুরআনে) হেদোয়াত এবং (আমলকারী) মুমিনীনদের জন্য রহমত লাভের
উপায় রহিয়াছে। আপনি বলিয়া দিন যে, লোকদেরকে আল্লাহ তায়ালার
এই দান ও মেহেরবনী অর্থাৎ কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার উপর আনন্দিত
হওয়া উচিত। এই কুরআন সেই দুনিয়া হইতে বহু গুণে উত্তম যাহা
তাহারা সংক্ষয় করিতেছে। (ইউনস)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿قُلْ نَرَأَهُ رُوحُ الْقَدْسٍ مِّنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيَبْشِّرَ الَّذِينَ
أَمْنَوْا وَهُدَىٰ وَيُشْرِكُ لِلْمُنْسَكِينَ ﴾

আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করিয়া এরশাদ করেন, আপনি বলিয়া দিন যে, নিঃসন্দেহে এই কুরআনকে রাত্তল কুদ্স অর্থাৎ জিবরাস্তল আপনার রবের পক্ষ হইতে যথাযথভাবে আনিয়াছেন। যেন এই কুরআন ঈমানদারদের ঈমানকে মজবুত করে। আর এই কুরআন মুসলমানদের জন্য হেদায়াত ও সুসংবাদ। (নাহল)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَنَزَّلْ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾۔

(بৃ. اسرابيل: ۸۲)

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ—এই কুরআন যাহা আমরা নাযিল করিতেছি, উহা মুসলমানদের জন্য শেফা ও রহমত। (বনী ইসরাইল)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مِنَ الْكِتَبِ﴾ [السجدة: ۴۰]

আল্লাহ তায়ালা তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিয়াছেন, যে কিতাব আপনার উপর নাযিল করা হইয়াছে আপনি উহা তেলাওয়াত করুন। (আনকাবুত)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتَلَوَّنَ كِتَبَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًا وَغَلَابَةً يَرْجُونَ بِجَارَةَ لَنْ تَبُورَ﴾ [فاطر: ۲۹]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—যাহারা কুরআনে কারীমের তেলাওয়াত করিতে থাকে এবং নামাযের পাবন্দী করে এবং আমরা যাহা কিছু তাহাকে দান করিয়াছি উহা হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে, তাহারা অবশ্যই এমন ব্যবসার আশা করিয়া রহিয়াছে যাহাতে কখনও লোকসান হইবার নহে। অর্থাৎ তাহাদিগকে তাহাদের আমলের পুরাপুরি আজর ও সওয়াব দেওয়া হইবে। (ফাতির)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَلَا أُقِيمُ بِمَوْقِعِ النَّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسْمٌ لَوْتَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَبٍ مَكْتُوبٍ لَا يَمْسِهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْبِهِدَا الْحَدِيثُ أَنْتُمْ مُذْهَنُونَ﴾ [الواقعة: ۷۵-۸۱]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—আমি শপথ করিতেছি নকত্রসমূহের

অস্তগমনেৰ। আৱ যদি তোমৰা বুঝ, তবে ইহা একটি অনেক বড় শপথ। এই কথার উপৰ শপথ কৱিতেছি যে, এই কুৱআন মহাসম্মানিত, যাহা লওহে মাহফুজে লিখিত রহিয়াছে। সেই লওহে মাহফুজকে পাক ফেরেশতাগণ ব্যতীত আৱ কেহ হাত লাগাইতে পাৱে না। এই কুৱআন বিশ্বজগতেৰ প্ৰতিপালকেৰ পক্ষ হইতে প্ৰেৰিত হইয়াছে। তবে কি তোমৰা এই কালামকে সাধাৱণ কথা মনে কৱিতেছ? (ওয়াকেয়া)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاسِعاً مُتَصَدِّقاً عَمَّا فِي حَشْبَةِ اللَّهِ﴾ [العاشر: ۱۱]

আল্লাহ তায়ালার এৱশাদ,—(কুৱআনে কৱীম আপন আজমতেৰ কাৱণে একুপ শান রাখে যে,) যদি আমৰা এই কুৱআনকে কোন পাহাড়েৰ উপৰ অবতীৰ্ণ কৱিতাম (আৱ পাহাড়েৰ মধ্যে জ্ঞান ও বোধ শক্তি থাকিত) তবে আপনি সেই পাহাড়কে দেখিতেন যে, আল্লাহ তায়ালার ভয়ে ধসিয়া যাইত এবং বিদীৰ্ঘ হইয়া যাইত। (হাশৰ)

হাদীস শৱীফ

-
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ عَنِ الْخَرْقَى، وَمَسَأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أَعْطَى السَّائِلِينَ، فَضْلُّ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ. رواه الترمذی وقال: هذا حديث حسن غريب، باب فضائل القرآن، رقم: ۲۹۲۶

১. হ্যৱত আবু সাউদ (রায়িঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীসে কুদসী বৰ্ণনা কৱিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালার এৱশাদ এই যে, যে ব্যক্তি কুৱআন শৱীফে মশগুল থাকাৱ দৱন যিকিৱ ও দোয়া কৱাৰ সুযোগ পায় না আমি তাহাকে দোয়া কৱনেওয়ালাদেৱ চেয়ে বেশী দান কৱি। আৱ আল্লাহ তায়ালার কালামেৰ সম্মান সমস্ত কালামেৰ উপৰ একুপ যেৱপ স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার সম্মান সমস্ত মাখলুকেৰ উপৰ। (তিৱিয়া)

-
عَنْ أَبِي ذِرَ الْقَعْدَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُمْ لَا تَرْجِعُونَ إِلَى اللَّهِ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِمَّا خَرَجَ مِنْهُ يَعْنِي

الْقُرْآنَ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاستاد ولم يصرح به رواه وروافيه

الذهبى / ٥٥٥

২. হযরত আবু যার গিফারী (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা ঐ জিনিস অপেক্ষা আর কোন জিনিস দ্বারা আল্লাহ তায়ালার অধিক নৈকট্য লাভ করিতে পারিবে না যাহা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা হইতে বাহির হইয়াছে। অর্থাৎ কুরআনে করীম। (মুসতাদরাকে হাকেম)

- ৩ - عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْقُرْآنُ مُشَفَّعٌ وَمَا حَلَّ
مُصَدِّقٌ مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَةً قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهِيرَةِ

سَاقَهُ إِلَى النَّارِ. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده حيد / ٢٢١

৩. হযরত জাবের (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কুরআনে করীম এমন শাফায়াতকারী যাহার শাফায়াত কুবল করা হইয়াছে এবং এমন বিবাদকারী যাহার বিবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। যে ব্যক্তি উহাকে সম্মুখে রাখে—অর্থাৎ উহার উপর আমল করে তাহাকে জানাতে পৌছাইয়া দেয়। আর যে উহাকে পিছনে ফেলিয়া দেয়—অর্থাৎ উহার উপর আমল না করে তাহাকে জাহানামে ফেলিয়া দেয়। (ইবনে হিবান)

ফায়দা : ‘কুরআনে করীম এমন বিবাদকারী যে উহার বিবাদ স্বীকৃত হইয়াছে’ এই কথার অর্থ এই যে, উহার পাঠকারী ও উহার উপর আমলকারীর মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য আল্লাহ তায়ালার দরবারে ঝগড়া করে এবং উহার হকের ব্যাপারে উদাসীন লোকদের প্রতি দাবী জানায় যে, আমার হক কেন আদায় করে নাই?

- ৪ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يُشْفَعُانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّيَامُ: أَنِّي
رَبِّ مَنْعَةُ الطَّعَامِ وَالشَّهْرَةُ فَشَفَعْتِي فِيهِ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنْعَةُ
النَّوْمِ بِاللَّيلِ فَشَفَعْتِي فِيهِ، قَالَ: فَيُشْفَعُانِ لَهُ. رواه أحمد والطبراني في

الكبير ورجال الطبراني رجال الصحيح، مجمع الزوائد / ٢/ ٤١٩

৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যোখা ও

কুরআনে করীম উভয়েই কেয়ামতের দিন বাস্তার জন্য শাফায়াত করিবে।
রোগ আরজ করিবে, আয় আমার রব, আমি তাহাকে খাওয়া ও নফসের
খাইশ হইতে বিরত রাখিয়াছি। অতএব তাহার ব্যাপারে আমার শাফায়াত
কবুল করুন। কুরআনে করীম বলিবে, আমি তাহাকে রাত্রের ঘূম হইতে
বিরত রাখিয়াছি। (সে রাত্রে নফল নামাযে আমার তেলাওয়াত করিত।)
অতএব তাহার ব্যাপারে আমার শাফায়াত কবুল করুন। সুতরাং উভয়ে
তাহার জন্য সুপারিশ করিবে।

(মুসলাদে আহমাদ, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

-৫ **عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهِذَا**
الْكِتَابِ أَلْوَامًا وَيَنْهَا بِآخَرِينَ . رواه مسلم، باب فضل من يوم

بالقرآن، رقم: ١٨٩٧

৫. হ্যরত ওমর (রায়ঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা এই কুরআন শরীফের
কারণে বহু লোকের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং অনেকের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়া
দেন। অর্থাৎ যাহারা উহার উপর আমল করে আল্লাহ তায়ালা
দুনিয়া-আখেরাতে তাহাদিগকে সম্মান দান করেন। আর যাহারা উহার
উপর আমল করে না আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে অপমানিত করেন।

(মুসলিম)

-৬ **عَنْ أَبِي ذِئْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (أَبِي ذِئْرٍ):**
عَلَيْكِ بِعِلَّةِ الْقُرْآنِ، وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي هَذِهِ دُنْكَرِ لَكَ فِي
السَّمَاءِ، وَنُورُ لَكَ فِي الْأَرْضِ . (وهو جزء من الحديث) رواه البهقى في

شعب الإيمان/٤٤٢

৬. হ্যরত আবু যার (রায়ঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম আমাকে এরশাদ করিয়াছেন, কুরআনে কারীমের তেলাওয়াত
ও আল্লাহ তায়ালার যিকিরের এহতেমাম করিও। এই আমলের দ্বারা
আসমানে তোমার আলোচনা হইবে, আর এই আমল জমিনে তোমার
জন্য হেদায়াতের নূর হইবে। (বাইহাকী)

-৭ **عَنْ أَبِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا حَسَدَ إِلَّا فِي**
الْفَتْنَةِ، وَلَا حَسَدَ إِلَّا فِي أَنَاءِ اللَّهِ الْغَنَى، فَهُوَ يَنْهَا بِغَنِمَةِ آنَاءِ اللَّهِ الْغَنَى

ورجل أَنَّهُ اللَّهُ مَالًا، فَهُوَ يَنْفَعُهُ أَنَّهُ اللَّيلُ وَأَنَّهُ النَّهَارُ。 رواه مسلم

باب فضل من بقى بالقرآن ١٨٩٤، رقم:

৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রায়ঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দুই ব্যক্তির ব্যাপারেই দোষ করা চাই। এক সেই ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ তায়ালা কুরআন শরীফ দান করিয়াছেন, আর সে দিন-রাত্রি উহার তেলাওয়াতে মশগুল থাকে। দ্বিতীয় সেই ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ তায়ালা সম্পদ দান করিয়াছেন, আর সে দিন-রাত্রি উহাকে খরচ করে। (মুসলিম)

٨- عن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجحة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل المفرأة، لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل العظلة، ليس لها ريح وطعمها مر。 رواه مسلم، باب

فضلة حافظ القرآن، رقم: ١٨٦٠

৮. হযরত আবু মূসা আশআরী (রায়ঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে মুমিন কুরআন শরীফ পাঠ করে তাহার উদাহরণ কমলালেবুর ন্যায়। উহার খুশবুও উত্তম এবং স্বাদও মনোরম। আর যে মুমিন কুরআনে করীম পাঠ করে না তাহার উদাহরণ খেজুরের ন্যায়, যাহার খুশবু তো নাই তবে স্বাদ মিষ্টি। আর যে মোনাফেক কুরআন শরীফ পাঠ করে তাহার উদাহরণ সুগন্ধযুক্ত ফুলের ন্যায়, যাহার খুশবু উত্তম কিন্তু স্বাদ তিক্ত। আর যে মোনাফেক কুরআন শরীফ পাঠ করে না তাহার উদাহরণ মাকাল ফলের ন্যায় যাহার খুশবু মোটেও নাই আবার স্বাদ তিক্ত। (মুসলিম)

ফায়দা : মাকাল খরবুজা জাতীয় ফল বিশেষ, যাহা দেখিতে সুদৃশ্য অথচ স্বাদ অত্যন্ত তিক্ত হয়।

٩- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة -

بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ الْمَ حَرْفٌ وَلِكُنْ أَلْفُ حَرْفٍ وَلَامُ حَرْفٍ

وَمِيمٌ حَرْفٌ. رواه الترمذى، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب

৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রায়ঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কুরআনে করীমের এক হরফ পড়িবে তাহার জন্য এক হরফের বিনিময়ে এক নেকী, আর এক নেকীর সওয়াব দশ নেকীর সমান পাওয়া যায়। আমি ইহা বলি না যে, **الْم** সম্পূর্ণ এক হরফ, বরং আলিফ এক হরফ, লাম এক হরফ এবং মীম এক হরফ। অর্থাৎ এখানে তিন হরফ হইল, উহার বিনিময়ে ত্রিশ নেকী পাওয়া যাইবে। (তিরিয়া)

- ۱۰ -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ، فَإِنْ قَرِئَ عَوْدٌ فَيَأْتِ مِثْلَ الْقُرْآنِ لِمَنْ تَعْلَمَهُ فَقَرَأَهُ وَقَامَ بِهِ كَمَثْلِ جَرَابٍ مَخْشُوْبٍ مِنْكَ يَقْرُجُ رِنْجَهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ، وَمِثْلُ مَنْ تَعْلَمَهُ فَيَرْقُدُ وَهُوَ فِي جَوْفِهِ كَمَثْلِ جَرَابٍ أَوْ كَمَيْ عَلَى مِسْكِبٍ. رواه الترمذى

وقال: هذا حديث حسن، باب ما جاء في سورة البقرة وأية الكرسي، رقم: ۲۸۷۶

১০. হযরত আবু হোরায়রা (রায়ঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কুরআন শরীফ শিক্ষা কর, অতঃপর উহা পাঠ কর। কারণ যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ শিক্ষা করে এবং পাঠ করে আর তাহাজ্জুদে উহা পাঠ করিতে থাকে তাহার উদাহরণ সেই খোলা থলির ন্যায় যাহা মেশক দ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে, যাহার খুশবু সমস্ত ঘরে ছড়াইয়া যায়। আর যে ব্যক্তি কুরআনে কারীম শিক্ষা করিল, অতঃপর কুরআনে করীম তাহার সিনায় থাকা সঙ্গেও সে ঘুমাইয়া থাকে,—অর্থাৎ উহা তাহাজ্জুদে পাঠ করে না, তাহার উদাহরণ সেই মেশকের থলির ন্যায়, যাহার মুখ বক্ষ করিয়া রাখা হইয়াছে। (তিরিয়া)

ফায়দা : কুরআন করীমের উদাহরণ মেশকের ন্যায় এবং হাফেজের সিনা সেই থলির ন্যায় যাহা মেশক দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। অতএব কুরআনে করীমের তেলাওয়াতকারী হাফেজ সেই মেশকের থলির ন্যায় যাহার মুখ খোলা রহিয়াছে। আর যে তেলাওয়াত করে না সে মুখ বক্ষ মেশকের থলির ন্যায়।

- ۱۱ - عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه سيجيء أقوام يقرءون القرآن يسألون به الناس. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن، باب من قرأ القرآن فليسأل الله به، رقم: ۲۹۱۷

۱۱. হ্যরত এমরান ইবনে হসাইন (রাযঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি কুরআন মজীদ পাঠ করে তাহার জন্য উচিত যে, কুরআন দ্বারা আল্লাহ তায়ালার নিকট হইতেই চাহিবে। অতিসত্ত্ব এমন লোক আসিবে যাহারা কুরআন মজীদ পাঠ করিবে এবং উহা দ্বারা লোকদের নিকট হইতে চাহিবে। (তিরমিয়ী)

- ۱۲ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أسميد بن حضير، بينما هو ليله، يقرأ في مربده، إذ جاالت فرمه، فقرأ، ثم جاالت أخرى، فقرأ، ثم جاالت أيضاً، قال أسميد: فخشيت أن تطأ يعنى، فلقت إلينها، فإذا مثل الظللة فوق رأسي، فيها أمثال السرج، عرجت في الجو حتى ما أرآها، قال: فعدوت على رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله! بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي، إذ جاالت فرسى، فقال رسول الله ﷺ: أفرأ ابن حضير! قال: فقرأ، ثم جالت أيضاً فقال رسول الله ﷺ: أفرأ ابن حضير! قال: فقرأ، ثم جالت أيضاً فقال رسول الله ﷺ: أفرأ ابن حضير! قال: فانصرفت، وكان يخفي قريبا منها، خشيت أن تطأ، فرأيت مثل الظللة، فيها أمثال السرج، عرجت في الجو حتى ما أرآها، فقال رسول الله ﷺ: تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولئن قرأت لأضجعت يراها الناس، ما تستر منهم.

রواه مسلم، باب نزول السكينة لقراءة القرآن، رقم: ۱۸۵۹

۱۲. হ্যরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযঃ) বলেন, হ্যরত উসাইদ ইবনে হ্যাইর (রাযঃ) এক রাত্রে আপন ঘরের ভিতর কুরআন মজীদ পড়িতেছিলেন। যাত্র তাহার ঘরী লাফাইতে লাগিল। তিনি আরও

পড়িলেন সেই ঘূড়ী আরও লাফাইতে/লাগিল। তিনি যতই পড়েন ঘূড়ী
 ততই লাফাইতে থাকে। হ্যবত উসাইদ (রায়ঃ) বলেন, আমার আশংকা
 হইল যে, ঘূড়ী আমার ছেলে ইয়াহইয়াকে (যে সেখানে নিকটেই ছিল)
 পদাঘাতে শেষ করিয়া না দেয়। অতএব আমি ঘূড়ীর নিকট যাইয়া
 দাঁড়াইয়া গেলাম। এমন সময় দেখিলাম যে, আমার মাথার উপর মেঘের
 ন্যায় কোন জিনিস যাহার ভিতর চেরাগের ন্যায় উজ্জ্বল কিছু জিনিস
 রহিয়াছে। অতঃপর সেই মেঘের ন্যায় জিনিসটি শুন্যে উঠিয়া যাইতে
 লাগিল। অবশেষে আমার দৃষ্টি হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল। আমি
 সকালবেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে
 উপস্থিত হইয়া আরজ করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমি গত রাত্রে
 আপন ঘরের ভিতর কুরআন শরীফ পড়িতেছিলাম, ইঠাং আমার ঘূড়ী
 লাফাইতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ
 করিলেন, হে ইবনে হ্যাইর, পড়িতে থাকিতে। তিনি আরজ করিলেন,
 আমি পড়িতেছিলাম তখন ঘূড়ী আবার লাফাইয়া উঠিল। রাসূলুল্লাহ
 সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, হে ইবনে হ্যাইর,
 পড়িতে থাকিতে। তিনি আরজ করিলেন, আমি পড়িতে থাকিলাম,
 তারপরও ঘূড়ী লাফাইতে থাকিল। তিনি এরশাদ করিলেন, হে ইবনে
 হ্যাইর, পড়িতে থাকিতে। তিনি আরজ করিলেন, তারপর আমি উঠিয়া
 গেলাম, কারণ আমার ছেলে ইয়াহইয়া ঘূড়ীর নিকটেই ছিল। আমার
 আশংকা হইল যে, ঘূড়ী ইয়াহইয়াকে পদাঘাতে না শেষ করিয়া দেয়।
 এমন সময় দেখিলাম যে, মেঘের ন্যায় কোন জিনিস যাহার ভিতর
 চেরাগের ন্যায় উজ্জ্বল কিছু জিনিস রহিয়াছে। অতঃপর উহা শুন্যে উঠিয়া
 চলিয়া গেল। অবশেষে আমার দৃষ্টি হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল। রাসূলুল্লাহ
 সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তাহারা ফেরেশতা
 ছিল, তোমার কুরআন শুনিবার জন্য আসিয়াছিল। যদি তুমি সকাল
 পর্যন্ত পড়িতে থাকিতে তবে অন্যান্যরাও তাহাদিগকে দেখিতে পাইত। সেই
 ফেরেশতাগণ তাহাদের নিকট হইতে আত্মগোপন করিত না। (মুসলিম)

١٣ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَلَسْتُ فِي عَصَابَةِ
 مِنْ ضُعَفَاءِ الْمُهَاجِرِينَ، وَإِنْ بَعْضُهُمْ لَيَسْتَرُ بِغَضْبٍ مِنَ الْغُرْبَىِ
 وَقَارِئٌ يَقْرَأُ عَلَيْنَا إِذْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ عَلَيْنَا، فَلَمَّا قَامَ

رسول الله ﷺ سَكَتِ الْفَارِئِ فَلَمْ قَالَ: مَا كُنْتُ تَضْعُونِي؟
 قَلَّا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ قَارِئًا لَنَا يَقْرَأُ عَلَيْنَا فَكُنَّا نَسْمَعُ إِلَى
 كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
 جَعَلَ مِنْ أَمْيَنِي مِنْ أَمْرِنِي أَنْ أَصْبِرَ نَفْسِي مَعْهُمْ قَالَ: فَجَلَسَ
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَسَطَنَا يُغَدِّلُ بِنَفْسِهِ فِينَا، ثُمَّ قَالَ بِنَدِيْهِ هَكَذَا،
 فَخَلَقُوا وَبَرَزَتْ وُجُوهُهُمْ لَهُ قَالَ: فَمَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
 عَرَفَ مِنْهُمْ أَحَدًا غَيْرِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَبْشِرُوا يَا مَغْسِرَ
 صَعَالِيْكُمُ الْمُهَاجِرِينَ بِالنُّورِ التَّامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَذَلَّلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ
 أَغْنِيَاءِ النَّاسِ بِنَصْفِ يَوْمٍ، وَذَلِكَ خَمْسُ مِائَةٍ سَنَةٍ. رواه أبو داود، باب

في الفصل، رقم: ٣٦٦

১৩. হয়রত আবু সাঈদ খুদরী (রায়িঃ) বলেন, আমি গরীব মুহাজিরদের এক জামাতের সহিত বসিয়াছিলাম। (তাহাদের নিকট এত পরিমাণ কাপড়ও ছিল না যে, উহা দ্বারা সমস্ত শরীর ঢাকিবেন।) তাহারা একে অন্যের আড়াল গ্রহণ করিয়া বসিয়াছিলেন। আর একজন সাহাবী কুরআন শরীফ পড়িতেছিলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করিলেন এবং একেবারে আমাদের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনে তেলাওয়াতকারী সাহাবী চুপ হইয়া গেলেন। তিনি সালাম দিলেন। অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি করিতেছিলে। আমরা আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, একজন তেলাওয়াতকারী আমাদের সম্মুখে তেলাওয়াত করিতেছিল। আমরা আল্লাহর কিতাবের তেলাওয়াত মনোযোগ সহকারে শুনিতেছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক বানাইয়াছেন যে, তাহাদের সহিত আমাকে অবস্থান করিবার হৃকুম দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝখানে বসিয়া গেলেন যাহাতে সকলের সহিত সমান দূরত্ব থাকে (কাহারো নিকটে, কাহারো হইতে দূরে না হয়)। অতঃপর সকলকে নিজের হাত মোবারক দ্বারা গোলাকার হইয়া বসিতে হৃকুম করিলেন। সকলেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে মুখ করিয়া গোলাকার হইয়া বসিলেন।

হয়েরত আবু সাঈদ খুদরী (রায়িঃ) বলেন, আমি দেখিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মজলিসের লোকদের মধ্যে আমাকে ব্যতীত আর কাহাকেও চিনিলেন না। তিনি এরশাদ করিলেন, হে গরীব মুহাজিরদের জমাত, কেয়ামতের দিন তোমাদের জন্য পূর্ণ নূরের সুসংবাদ, আর এই সুসংবাদও যে, তোমরা ধনীদের অপেক্ষা অধিদিন পূর্বে জাগ্রাতে প্রবেশ করিবে। আর এই অধিদিন পাঁচশত বৎসরের হইবে। (আবু দাউদ)

ফায়দা : হয়েরত আবু সাঈদ খুদরী (রায়িঃ)কে শুধু চিনিতে পারা অন্যাদেরকে চিনিতে না পারার কারণ হয়ত এই হইবে যে, রাতের অঙ্কার ছিল। আর হয়েরত আবু সাঈদ খুদরী (রায়িঃ) যেহেতু তাঁহার নিকটে ছিলেন, এই জন্য তিনি তাহাকে চিনিতে পারিয়াছেন।

(বজলুল মাজলদ)

- ১৩ -
عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ نَزَلَ بِحَزْنٍ فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ فَابْكُوْا، فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَبَأْكُوا، وَتَفَعَّلْوَا بِهِ فَمَنْ يَعْنِي بِهِ فَلِئِسْ مِنْهُ. رواه ابن

ماجمد، باب في حسن الصوت بالقرآن، رقم: ١٣٣٧

14. হয়েরত সাদ ইবনে আবি ওয়াকাস (রায়িঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, এই কুরআনে করীম চিন্তা ও অস্থিরতা (পয়দা করার) জন্য নায়িল হইয়াছে। তোমরা যখন উহা পড় তখন কাঁদিও। যদি কান্না না আসে তবে ক্রন্দনকারীদের ন্যায় চেহারা বানাইও। আর কুরআন শরীফকে সুমিষ্ট আওয়াজে পড়িও। কারণ যে ব্যক্তি উহাকে সুমিষ্ট আওয়াজে না পড়ে সে আমাদের মধ্য হইতে নয়। অর্থাৎ—আমাদের পরিপূর্ণ অনুসারীদের অস্তর্ভুক্ত নয়। (ইবনে মাজাহ)

ফায়দা : ওলামায়ে কেরাম এই হাদীসের অপর একটি অর্থ এই লিখিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি কুরআনে করীমের বরকতে লোকদের নিকট হইতে বেনেয়াজ অর্থাৎ অমুখাপেক্ষী না হয় সে আমাদের অস্তর্ভুক্ত নয়।

- ১৫ -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَقُولُ: مَا أَذْنَ اللَّهُ لِشَنِيءٍ مَا أَذْنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَفَعَّلْنَى بِالْقُرْآنِ. رواه مسلم،

باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن، رقم: ١٨٤٥

for more books <https://youtube.com/alamsojog>

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা কাহারো প্রতি এত মনোযোগ দেন না যত সেই নবীর আওয়াজকে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেন যিনি কুরআনে করীমকে সুমিষ্ট সুরে পড়েন। (মুসলিম)

١٦ - عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: زَيَّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْفُرْقَانَ حُسْنًا.

الحاكم / ٥٧٥

১৬. হ্যরত বারা (রাযঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন যে, সুন্দর আওয়াজের দ্বারা কুরআন শরীফকে সুসজ্জিত কর। কেননা সুন্দর আওয়াজ কুরআনে করীমের সৌন্দর্য বৃক্ষি করিয়া দেয়। (মুসতাদরাকে হাকেম)

١٧ - عَنْ عَفْعَةِ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُسِيرُ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِيرِ بِالصَّدَقَةِ.

رواه الترمذى و قال: هنا حديث حسن غريب، باب من فرآ

১৭. হ্যরত ওকবা ইবনে আমের (রাযঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, সশব্দে কুরআনে করীম পাঠকারীর সওয়াব প্রকাশে সদকাকারীর ন্যায়।

ফায়দা ৪ এই হাদীস শরীফের দ্বারা নিঃশব্দে পড়ার ফয়লত বুঝা যায়। ইহা এমন অবস্থায় যখন রিয়া হইবার ধারণা হয় যদি রিয়া হইবার ধারণা বা অন্যের কষ্ট হইবার আশংকা না হয় তবে অন্যান্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী উচ্চ আওয়াজে পড়া উচ্চম। কারণ ইহা অন্যদের জন্য উৎসাহের কারণ হইবে। (শরহে তীবী)

١٨ - عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَبْنِي مُوسَى: لَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا أُسْتَمِعُ قِرَاءَتِكَ الْبَارِحةَ لَقَدْ أُزِيقْتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ إِلَيْ دَارُودِ.

رواه مسلم، باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن، رقم:

১৮. হ্যরত আবু মুসা (রাযঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে এর রুদ্দ করিয়াছেন, যদি তুমি/আমা করে গত
রাত্রে দেখিতে পাইতে যখন আমি তোমার কুরআন মনোযোগ সহকারে
শুনিতেছিলাম (তবে নিশ্চয় আনন্দিত হইতে)। তুমি দাউদ আলাইহিস
সালামের সুমিট সুর হইতে অংশ লাভ করিয়াছ। (মুসলিম)

١٩ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: يُقَاتَلُ
يَعْنِي لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ أَفْرَا وَارِقَ وَرَتَلَ كَمَا كُنْتَ تُرَتَلُ فِي
الْدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْ تَرَكَكَ عِنْدَ آخِرٍ آتِيَةً تَقْرَأُ بِهَا. رواه الترمذى وقال: هذا
 الحديث حسن صحيح، باب إن الذي ليس في جوفه من القرآن...، رقم: ٢٩١٤

১৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে,
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন,
(কেয়ামতের দিন) কুরআন ওয়ালাকে বলা হইবে, কুরআন শরীফ পড়িতে
থাক আর জানাতের মর্তবাসমূহে আরোহন করিতে থাক এবং থামিয়া
থামিয়া পড়, যেমন তুমি দুনিয়াতে থামিয়া থামিয়া থামিয়া পড়িতে। তোমার স্থান
সেখানেই হইবে যেখানে তোমার শেষ আয়াতের তেলাওয়াত খতম হইবে।

(তিরমিয়ী)

ফায়দা : কুরআন ওয়ালা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল হাফেজে কুরআন অথবা
অত্যাধিক তেলাওয়াতকারী অথবা অর্থের প্রতি খেয়াল করিয়া কুরআনে
করীমের উপর আমলকারী। (তারীখ, মেরকাত)

٢٠ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: الْمَاهِرُ
بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكَرَامِ الْبَرَّةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَسْتَعْنُ
فِيهِ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، لَهُ أَجْرٌ. رواه مسلم، باب فضل الماهر بالقرآن

والذى يستعن فيه، رقم: ١٨٦٢

২০. হযরত আয়েশা (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সেই হাফেজে কুরআন যাহার
ইয়াদে খুব ভাল এবং পড়েও সে ভাল করিয়া, কেয়ামতের দিন তাহার
হাশের সেই সকল সম্মানিত ও অনুগত ফেরেশতাদের সহিত হইবে যাহারা
লওহে মাহফুজ হইতে কুরআন শরীফকে নকল করেন। আর যে ব্যক্তি
কুরআন শরীফকে টেকিয়া টেকিয়া পড়ে এবং কষ্ট করিয়া পড়ে তাহার
জন্য দুইটি আজর বা সওয়াব রহিয়াছে। (মুসলিম)

ফায়দা ৪: ঠেকিয়া ঠেকিয়া পাঠকারীর দ্বারা উদ্দেশ্য সেই হাফেজ যাহার কুরআন শরীফ ভাল ইয়াদ নাই, কিন্তু সে ইয়াদ করার চেষ্টায় লাগিয়া থাকে। এমনিভাবে সেই দেখিয়া পাঠকারীও হইতে পারে যে দেখিয়া পড়িতেও আটকিয়া যায়, কিন্তু সহীহভাবে পড়ার চেষ্টা করিতেছে। এরপ ব্যক্তির জন্য দুইটি আজর বা সওয়াব রহিয়াছে। এক আজর তেলাওয়াত করার। দ্বিতীয় আজর বারবার ঠেকিয়া যাওয়ার দরক্ষ কষ্ট সহ্য করার।

(তৈরী, মেরকাত)

- ২১ -
 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: يجئ صاحب
 القرآن يوم القيمة فيقول: يا رب حلبي فيلبس تاج الكرامة، ثم
 يقول: يا رب زده، فيلبس خلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارض
 عنه، فيرضى عنه فيقال له: أفرأ وارق ويزاد بكل آية حسنة. رواه
 الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب أن الذى ليس فى حوفه من القرآن

كالبيت العرب، رقم: ٢٩١٥

২১. হ্যবত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদের করিয়াছেন, কুরআন ওয়ালা কেয়ামতের দিন (আল্লাহ তায়ালার দরবারে) আসিবে। কুরআন শরীফ আল্লাহ তায়ালার নিকট আরজ করিবে, এই ব্যক্তিকে পোশাক দান করুন। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে তাহাকে সম্মানের তাজ বা মুকুট পরানো হইবে। কুরআন শরীফ পুনরায় দরখাস্ত করিবে, হে আমার রব, আরো দান করুন। তখন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে তাহাকে সম্মানের পরিপূর্ণ পোশাক পরানো হইবে। সে আবার দরখাস্ত করিবে, হে আমার রব, এই ব্যক্তির প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া যান, তখন আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া যাইবেন। অতঃপর তাহাকে বলা হইবে, কুরআন শরীফ পড়িতে থাক, আর জানাতের মর্তবাসমূহে আরোহণ করিতে থাক এবং তাহার জন্য প্রত্যেক আয়াতের বিনিময়ে একটি করিয়া নেকী বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইবে। (তিরমিয়ী)

- ২২ -
 عن بُرِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ الْقُرْآنَ يَلْقَى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يَنْشُقُ
 عَنْهُ قِبْرَهُ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ فَيَقُولُ لَهُ: هَلْ تَعْرِفُنِي؟ فَيَقُولُ: مَا
 أَغْرِفُكَ، فَيَقُولُ لَهُ: هَلْ تَنْزِفُ فِي ظِفَرٍ؟ فَيَقُولُ: مَا أَغْرِلُكَ فِي ظِفَرٍ: أَلَا

صَاحِبُ الْقُرْآنَ الَّذِي أَظْهَانَكَ فِي الْهَوَاجِرِ وَأَسْهَرَتْ لَيْلَكَ،
وَإِنْ كُلُّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَتِهِ وَإِنَّكَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تِجَارَةٍ
فَيَغْطِي الْمُلْكَ بِسَمْنَيْهِ وَالْخَلْدُ بِشَمَائِلِهِ وَيُؤْرِضُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ
الْوَقَارِ وَيُكَسِّي وَالْدَّاهَ حُلُّتَيْنِ لَا يَقُومُ لَهُمَا أَهْلُ الدُّنْيَا فَيَقُولُانِ: بَمْ
كُسِينَا هَذِهِ؟ فَيَقُولُ: بِأَنْدِرْ وَلِدْ كَمَا الْقُرْآنَ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: أَفْرَا
وَاصْعَدْ فِي دَرَجَةِ الْجَنَّةِ وَغُرْفَهَا فَهُوَ فِي صُعُودِ مَادَامْ يَقْرَأُ هَذَا
كَانَ أَوْ تَرْتِيلًا. رواهُ أَحْمَدُ، الْفَتْحُ الرَّبَانِيُّ ۖ ۱۸/۱۹

২২. হ্যুরত বুরাইদাহ (রায়িৎ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, কেয়ামতের দিন যখন কুরআন ওয়ালা আপন কবর হইতে বাহির হইবে তখন কুরআন তাহার সহিত এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করিবে যেমন দুর্বলতার দরুন মানুষের রং বিবর্ণ হইয়া যায় এবং কুরআন পাঠকারীকে জিজ্ঞাসা করিবে, তুমি কি আমাকে চিনিতে পার? সে বলিবে, আমি তোমাকে চিনি না। কুরআন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিবে, তুমি কি আমাকে চিনিতে পার? সে বলিবে, আমি তোমাকে চিনি না। কুরআন বলিবে, আমি তোমার সঙ্গী—সেই কুরআন, যে তোমাকে কঠিন গরমের দ্বিপ্রহরে ত্বক্ষার্ত রাখিয়াছি এবং রাত্রে জাগাইয়াছি। (অর্থাৎ কুরআনের ছক্কুমের উপর আমল করার কারণে তুমি দিনে রোয়া রাখিয়াছ এবং রাত্রে কুরআনের তেলাওয়াত করিয়াছ।) প্রত্যেক ব্যবসায়ী আপন ব্যবসার দ্বারা লাভ হাসিল করিতে চায়। আজ তুমি আপন ব্যবসার দ্বারা সর্বাপেক্ষা অধিক লাভ হাসিল করিবে। অতঃপর কুরআন ওয়ালাকে ডান হাতে বাদশাহী দেওয়া হইবে। আর বাম হাতে (জান্নাতে) চিরস্থায়ী থাকার পরওয়ানা দেওয়া হইবে। তাহার মাথায় সম্মানের তাজ রাখা হইবে এবং তাহার পিতামাতাকে এমন দুই জোড়া পোশাক পরিধান করানো হইবে দুনিয়াবাসী যাহার মূল্য ধার্য করিতে পারে না। পিতামাতা বলিবেন, আমাদিগকে এই জোড়া পোশাক কি কারণে পরিধান করানো হইয়াছে। তাহাদিগকে বলা হইবে, তোমাদের সন্তানের কুরআন হেফজ করার কারণে। অতঃপর কুরআন ওয়ালাকে বলা হইবে, কুরআন পড়িতে থাক, আর জান্নাতের মর্তবা ও বালাখানাসমূহে আরোহণ করিতে থাক। অতএব যতক্ষণ কুরআন পড়িতে থাকিবে—চাই সে দ্রুত পড়ুক, চাই সে থামিয়া থামিয়া পড়ুক, সে (জান্নাতের মর্তবা ও বালাখানাসমূহে) আরোহণ করিতে

থাকিবে। (মুসনাদে আহমাদ, ফাতহে রাববানী)

ফায়দা ৪ কুরআনে করীমের দুর্বলতার দরজন রং বিবর্ণ মানুষের ন্যায় কুরআন ওয়ালার সম্মুখে আসা অক্তপক্ষে স্বয়ং কুরআন ওয়ালার প্রতিচ্ছবি। কারণ সে রাত্রে কুরআনে করীমের তেলাওয়াত এবং দিনের বেলা উহার হকুমসমূহের উপর আমল করিয়া নিজেকে এরপ দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছিল। (ইনজাহল হাজাত)

٢٣ - عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِنَّ لِلَّهِ أَهْلَيْنَ مِنَ النَّاسِ قَالُوا: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَهْلُ الْقُرْآنِ هُمْ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ. رواه الحاكم، وقال الذهبي: روى من ثلاثة أوجه عن أنس

هذا أحاديثها ٥٥٦

২৩. হযরত আনাস (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার এমন কিছু লোক আছেন যেমন কাহারো ঘরের বিশেষ লোক হইয়া থাকে। সাহাবা (রায়িঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, তাহারা কাহারা? এরশাদ করিলেন, কুরআন শরীফ ওয়ালারা। তাহারা আল্লাহ তায়ালার ঘরওয়ালা এবং তাঁহার বিশেষ লোক। (মুসতাদরাকে হাকেম)

٢٤ - عَنْ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِّنَ الْقُرْآنِ كَانَ بَيْتُ الْغَرْبِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب أن الذى ليس في جوفه من

القرآن رقم: ١٩١٣

২৪. হযরত ইবনে আবাস (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যাহার অস্তরে কুরআনে করীমের কোন অংশই রাখিত নাই উহা জনশূন্য ঘরের ন্যায়। অর্থাৎ যেমন ঘরের সৌন্দর্য ও আবাদী বসবাসকারীদের দ্বারা হইয়া থাকে তেমনি মানুষের অস্তরের সৌন্দর্য ও আবাদী কুরআনে করীমকে ইয়াদ করার দ্বারা হয়। (তিরিয়ি)

٢٥ - عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: مَا مِنْ أُمَرَىٰ يَكْفِرُ الْقُرْآنَ ثُمَّ يَسْأَهُ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْذَمَ

رواہ أبو داؤد، باب التشديد فی سن حفظ القرآن، رقم: ٤٧٤

২৫. হ্যরত সাদ ইবনে ওবাদাহ (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ পড়িয়া ভুলিয়া যায় সে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার নিকট এমন অবস্থায় আসিবে যে, কুষ্ঠ রোগের দরুণ তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঝরিয়া গিয়া থাকিবে। (আবু দাউদ)

ফায়দা : কুরআনকে ভুলিয়া যাওয়ার কয়েকটি অর্থ করা হইয়াছে। এক এই যে, দেখিয়াও পড়িতে পারে না। দ্বিতীয় এই যে, মুখস্ত পড়িতে পারে না। তৃতীয় এই যে, উহার তেলাওয়াতে গাফলতী করে। চতুর্থ এই যে, কুরআনের অকুমসমূহ জানার পর উহার উপর আমল করে না।

(বজলুল মাজহদ, শরহে সুনানে আবি দাউদ-আইনী)

- ২৬ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقْلَى مِنْ ثَلَاثٍ۔ رواه أبو داود، باب

تحريم القرآن، رقم: ١٣٩٤

২৬. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কুরআনে করীমকে তিন দিনের কমে খতম করনেওয়ালা ভালভাবে বুঝিতে পারে না। (আবু দাউদ)

ফায়দা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদ সাধারণ লোকদের জন্য। নতুন কোন কোন সাহাবা (রায়িঃ) সম্পর্কে তিন দিনের কম সময়ে খতম করাও প্রমাণিত আছে। (শরহে তীবী)

- ২৭ - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ قَرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ أَوْلِ الْكَهْفِ عَصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ۔ رواه الترمذى وقال: هذا

حدث حسن صحيح، باب ما جاء في فضل سورة الكهف، رقم: ٢٨٨٦

২৭. হ্যরত আবু দারদা (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে সূরা কাহাফের প্রথম তিন আয়াত পড়িয়া লইয়াছে তাহাকে দাজ্জালের ফেতনা হইতে বাঁচাইয়া লওয়া হইয়াছে। (তিরমিয়ী)

- ২৮ - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوْلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عَصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَفِي رَوَايَةِ مِنْ

آخر الكهف: بَلَى، أَنَّ الْأَنْفَلَ سُورَةَ الْكَهْفِ وَآيَةَ الْكَرْمَ، وَأَنَّ

২৮. হযরত আবু দারদা (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াত ইয়াদ করিয়া লইয়াছে সে দাজ্জালের ফেতনা হইতে নিরাপদ হইয়া গিয়াছে। এক বেওয়ায়াতে সূরা কাহাফের শেষ দশ আয়াত ইয়াদ করার কথা উল্লেখ আছে। (মুসলিম)

٢٩ - عنْ فَوْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ قَرَا الْعَشْرَ الْأَوَّلَيْنَ مِنْ سُورَةِ الْكَهْفِ فَإِنَّهُ عِصْمَةٌ لَهُ مِنَ الدَّجَالِ. رواه النسائي

في عمل اليوم والليلة، رقم: ٩٤٨ قال المحقق: هذا الاستناد رجال ثقات

২৯. হযরত সওবান (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের শেষ দশ আয়াত পড়িয়া লয়, এই পড়া তাহার জন্য দাজ্জালের ফেতনা হইতে পরিত্রাণ হইবে। (আমলুল ইয়াওয়ে ওল্লাইলাহ)

٣٠ - عَنْ عَلَيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: مَنْ قَرَا سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجَمِيعَةِ فَهُوَ مَغْصُومٌ إِلَى ثَمَانِيَّةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ فَسْتَةٍ، وَإِنْ خَرَجَ الدَّجَالُ عَصِيمٌ مِنْهُ. التفسير لابن كثير عن المختار للحافظ الضياء المقدسي

৩০. হযরত আলী (রায়িৎ) বলেন, রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি জুমুআর দিন সূরা কাহাফ পড়িয়া লয় সে আট দিন পর্যন্ত—অর্থাৎ আগামী জুমুআ পর্যন্ত সর্বপ্রকার ফেতনা হইতে নিরাপদ থাকিবে। আর যদি এই সময়ের মধ্যে দাজ্জাল বাহির হইয়া আসে তবে সে তাহার ফেতনা হইতেও নিরাপদ থাকিবে।

(তফসীরে ইবনে কাসীর)

٣١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: سُورَةُ الْبَقْرَةِ فِيهَا آيَةٌ سَيِّدَةُ آيَاتِ الْقُرْآنِ لَا تَقْرَأُهُ فِي بَيْتٍ وَفِيهِ شَيْطَانٌ إِلَّا خَرَجَ مِنْهُ، آيَةُ الْكَرْمِيَّ. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد، الترغيب

৩১. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সূরা বাকারার মধ্যে একটি আয়াত রহিয়াছে যাহা কুরআন শরীফের সমস্ত আয়াতের সর্দার। সেই আয়াত যখনই কোন ঘরে পড়া হয়, আর সেখানে শয়তান থাকে তবে তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া যায়,—উহা আয়াতুল কুরসী।

for more books https://youtube.com/alaminsgs

(মুসলিমদ্বারাকে হাকেম, তারিখ)

٣٢ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وَكُلْنِي رَسُولُ اللَّهِ بِحَفْظِ زَكْوَةِ رَمَضَانَ، فَلَمَّا نَبَغَلَ يَخْتُونَ مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخْدَثَهُ وَقَلَّتْ: لَا رَفَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ بِحَفْظِهِ، قَالَ: إِنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٍ وَلِيَ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ، قَالَ: فَعَلَيْتُ إِنْهُ، فَاضْبَخَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ بِحَفْظِهِ: يَا أَبَا هَرِيرَةَ، مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحةَ؟ قَالَ: قَلَّتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ شَكَ حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالًا فَرَجَحْتُ فَخَلَيْتُ سَيْلَهُ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ، فَعَرَفَ أَنَّهُ سَيَعُودُ لِقُولِ رَسُولِ اللَّهِ بِحَفْظِهِ: "إِنَّهُ سَيَعُودُ" فَرَصَدَهُ، فَجَعَلَ يَخْتُونَ مِنَ الطَّعَامِ فَأَخْدَثَهُ فَقَلَّتْ: لَا رَفَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ بِحَفْظِهِ، قَالَ: دَعْنِي فَلَمَّا فَخَلَيْتُ سَيْلَهُ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ، فَرَصَدَهُ ثَالِثَةً فَجَعَلَ يَخْتُونَ مِنَ الطَّعَامِ فَأَخْدَثَهُ، فَقَلَّتْ: لَا رَفَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ بِحَفْظِهِ وَهَذَا آخِرُ ثَلَاثَتِ مَرَابِتِ أَنْكَ تَزَعَّمُ لَا تَعُودُ ثُمَّ تَعُودُ، قَالَ: دَعْنِي أَعْلَمُكَ كَلِمَاتِ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهَا، قَلَّتْ: مَا هُنَّ؟ قَالَ: إِذَا أَوْتَتِ إِلَيْكَ فِرَاشَكَ فَافْرَا آيَةَ الْكُرْبَسِيَّ "اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيُّومُ" (البقرة: ٢٥٥) حَتَّى تَعْتِمَ الْأَيَّةُ، فَإِنَّكَ لَنْ يَرَأَلَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرِبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُضْبَحَ، فَخَلَيْتُ سَيْلَهُ، فَاضْبَخَهُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ بِحَفْظِهِ: مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحةَ؟ قَلَّتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَعَمَ أَنَّهُ يُعْلَمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهَا فَخَلَيْتُ سَيْلَهُ، قَالَ: مَا هِيَ؟ قَلَّتْ: قَالَ لِي: إِذَا أَوْتَتِ إِلَيْكَ فِرَاشَكَ فَافْرَا آيَةَ الْكُرْبَسِيَّ مِنْ أَوْلَاهَا حَتَّى تَعْتِمَ الْأَيَّةُ "اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيُّومُ" وَقَالَ لِي: لَنْ يَرَأَلَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرِبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُضْبَحَ، وَكَانُوا أَخْرَصُ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ بِحَفْظِهِ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ

صَدِقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ، تَعْلَمُ مِنْ تُخَاطِبُ مُذْ ثَلَاثَ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: ذَاكَ شَيْطَانٌ. رواه البخاري، باب إذا وكل رجلا

منك الوكيل شيئاً..... رقم: ٢٣١١

دُفِي روایة الترمذی عن أبي أيوب الأنصاری رضی الله عنه اقر أهـا فـی
شـیـطـان فـلـا يـقـرـبـكـ شـیـطـانـ وـلـاـ غـیرـهـ. رقم: ٢٨٨٠

৩২. হ্যরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম সদকায়ে ফেতরের দেখাশুনা করার জন্য আমাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এক ব্যক্তি আসিল এবং উভয় হাত ভরিয়া শস্য লইতে লাগিল। আমি তাহাকে ধরিয়া ফেলিলাম এবং বলিলাম, আমি তোমাকে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের খেদমতে লইয়া যাইব। সে বলিল, আমি একজন গরীব লোক, আমার উপর আমার পরিবার পরিজনের বোঝা রহিয়াছে এবং আমি অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত। হ্যরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) বলেন, আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম। সকালবেলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম আমাকে বলিলেন, আবু হোরায়রা, তোমার কয়েদী গত রাত্রে কি করিয়াছে। (আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে এই ঘটনার সংবাদ দিয়াছিলেন।) আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, সে তাহার অত্যন্ত অভাবগ্রস্ততা ও পরিবার পরিজনের বোঝার অভিযোগ করিল। এই কারণে তাহার প্রতি আমার দয়া হইল এবং তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম। তিনি বলিলেন, সাবধানে থাকিও। সে তোমার সহিত মিথ্যা বলিয়াছে, সে আবার আসিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের এরশাদের কারণে আমার দৃঢ়বিশ্বাস হইয়া গেল যে, সে আবার আসিবে। সুতরাং আমি তাহার অপেক্ষায় রহিলাম। (সে আসিল এবং) দুই হাতে শস্য ভরিতে লাগিল। আমি তাহাকে ধরিয়া বলিলাম, তোমাকে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের নিকট লইয়া যাইব। সে বলিল, আমাকে ছাড়িয়া দিন, আমি অভাবগ্রস্ত, আমার উপর আমার পরিবার পরিজনের বোঝা রহিয়াছে। আগমীতে আর আসিব না। আমার তাহার প্রতি দয়া হইল এবং তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম। সকালবেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম আমাকে বলিলেন, আবু হোরায়রা! তোমার কয়েদীর কি হইল? আর্মি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে তাহার কঠিন প্রয়োজন ও পরিবার পরিজনের বোঝার অভিযোগ করিল, এইজন্য তাহার প্রতি আমার দয়া হইল এবং তাহাকে

ছাড়িয়া দিলাম। তিনি এরশাদ করিলেন, সাবধানে থাকিও। সে মিথ্যা বলিয়াছে, আবার আসিবে। সুতরাং আমি আবার তাকে রহিলাম। সে (আসিল এবং) উভয় হাতে শস্য ভরিতে লাগিল। আমি তাহাকে ধরিয়া বলিলাম, আমি অবশ্যই তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লইয়া যাইব। এই তৃতীয় বার এবং শেষ সুযোগ। তুমি বলিয়াছিলে, আগামীতে আসিবে না, কিন্তু আবার আসিয়াছ। সে বলিল, আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি তোমাকে এমন কিছু কলেমা শিখাইয়া দিব যাহা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তোমার উপকার করিবেন। আমি বলিলাম, সেই কলেমাগুলি কি? সে বলিল, যখন তুমি নিজের বিছানায় ঘুমাইতে যাও তখন আয়াতুল কুরসী পড়িয়া লইও। তোমার জন্য আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে একজন হেফাজতকারী নিযুক্ত থাকিবে এবং সকাল পর্যন্ত কোন শয়তান তোমার নিকট আসিবে না। সকালবেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, তোমার কয়েদীর কি হইল? আমি আরজ করিলাম, সে বলিয়াছিল যে, আমাকে এমন কয়েকটি কলেমা শিখাইয়া দিবে যাহা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা আমার উপকার করিবেন। অতএব আমি তাহাকে এইবারও ছাড়িয়া দিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সেই কলেমাগুলি কি ছিল? আমি বলিলাম, সে এই বলিয়া গিয়াছে যে, যখন তুমি বিছানায় ঘুমাইতে যাও তখন আয়াতুল কুরসী পড়িয়া লইও। তোমার জন্য আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে একজন হেফাজতকারী নিযুক্ত থাকিবে এবং সকাল পর্যন্ত কোন শয়তান তোমার নিকট আসিবে না। বর্ণনাকারী বলেন, সাহাবা (রায়িঃ) নেক কাজের প্রতি অত্যন্ত লালায়িত ছিলেন। (এইজন্য শেষবার নেককাজের কথা শুনিয়া ছাড়িয়া দিলেন।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, মনোযোগ সহকারে শুন! যদিও সে মিথ্যাবাদী, কিন্তু তোমার সহিত সত্য কথা বলিয়া গিয়াছে। হে আবু হোরায়রা! তুমি কি জান, তিনি রাত্রি যাবৎ তুমি কাহার সহিত কথা বলিতেছিলে? আমি বলিলাম, না। তিনি এরশাদ করিলেন, সে শয়তান ছিল। (এইভাবে ধোকা দিয়া সদকার মাল কমাইয়া দিতে আসিয়াছিল।)

(বোধারী)

হয়রত আবু আইউব আনসারী (রায়িঃ) এর রেওয়ায়াতে আছে যে, শয়তান এই বলিল যে, তুমি নিজের ঘরে আয়াতুল কুরসী পড়িও, তোমার নিকট কোন শয়তান, জীন ইত্যাদি আসিবে না। (তিরমিয়ি)
for more books <https://youtube.com/alamin5g>

for more videos <https://youtube.com/annaaba>

٣٣ - عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: يا أبا المُنذِّرِ! أتذرني أئِي آيةٍ منْ كِتابِ اللهِ مَعَكَ أَغْظَمُ؟ قال: قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَغْلَمُ، قال: يا أبا المُنذِّرِ! أتذرني أئِي آيةٍ منْ كِتابِ اللهِ مَعَكَ أَغْلَمُ؟ قال: قُلْتُ: "اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيْوُمُ" قال: فَضَرَبَ فِي صَدْرِي وَقَالَ: وَاللَّهِ لِيَهِكَ الْعِلْمُ أَبَا المُنذِّرِ.

رواه مسلم، باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي، رقم: ١٨٨٥، وفي رواية:
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ لَهَا لِسَانًا وَشَفَّيْنِ تَقْلِيسُ الْمَلِكِ عِنْدَ سَاقِ
الْعَرْشِ. قُلْتُ: هو في الصحيح باختصار رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح،
مجمع الروايات ٢٩/٧٤

৩৩. হ্যৱত উবাই ইবনে কাব (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এরশাদ করিয়াছেন, হে আবুল মুনয়ির ! ইহা হ্যৱত উবাই ইবনে কাব (রায়িৎ) এর উপনাম। তোমার জনা আছে কি, তোমার নিকট কিতাবুল্লার সর্বাপেক্ষা মর্যাদাসম্পন্ন আয়াত কোনটি ? আমি আরজ করিলাম, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলই সর্বাপেক্ষা বেশী জানেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করিলেন, আবুল মুনয়ির ! তোমার জনা আছে কি, কিতাবুল্লার সর্বাপেক্ষা মর্যাদাসম্পন্ন আয়াত তোমার নিকট কোনটি ? আমি আরজ করিলাম লাল্লه لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيْوُمُ (আয়াতুল কুরসী)। তিনি আমার সিনার উপর হাত মারিলেন (যেন এইরূপ উন্নরের কারণে শাবাশ দিলেন) এবং এরশাদ করিলেন, হে আবুল মুনয়ির ! তোমার জন্য এলেম মোবারক হটক। (মুসলিম)

এক বেওয়ায়াতে আয়াতুল কুরসী সম্পর্কে এরশাদ করিয়াছেন, সেই পাক যাতের কসম, যাহার হাতে আমার প্রাণ, এই আয়াতের একটি জিহ্বা ও দুইটি ঠোঁট রহিয়াছে, ইহা আরশের পায়ার নিকট আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করে। (মুসনাদে আহমাদ, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٣٤ - عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لِكُلِّ
شَيْءٍ سَنَامٌ وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقْرَةِ، وَفِيهَا آيَةٌ هِيَ سَيِّدَةُ
آيِ الْقُرْآنِ هِيَ آيَةُ الْكُرْسِيِّ. رواه الترمذى و قال: هذا حديث غريب. باب

ما جاء في سورة البقرة و آية الكرسي، رقم: ٢٨٧٨

for more books <https://youtube.com/alamin5g>

৩৪. হ্যরত আবু হোয়ায়রা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, প্রত্যেক জিনিসের একটি চূড়া হয় (যাহা সবার উপরে ও সর্বোচ্চে থাকে)। কুরআনে করীমের চূড়া হইল সূরা বাকারাহ। উহাতে একটি আয়াত এমন আছে যাহা কুরআন শরীফের সমস্ত আয়াতের সর্দার,—আর তাহা আয়াতুল কুরসী।

(তিরিয়ী)

٣٥ - عَنِ التَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَفَّ بِكَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْفَنِّيْ غَامَ، أَنْزَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ خَتَّمَ بِهِمَا سُورَةَ الْبَقْرَةِ، وَلَا يُقْرَأُ آنِ فِي دَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ لِبَقْرَبِهَا شَيْطَانٌ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن عريب، باب ما جاء في

آخر سورة البقرة، رقم: ٤٨٨٢

৩৫. হ্যরত নোমান ইবনে বশীর (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আসমান ও জমিন সৃষ্টির দুই হাজার বৎসর পূর্বে আল্লাহ তায়ালা একটি কিতাব লিখিয়াছেন। উক্ত কিতাব হইতে দুইটি আয়াত নাযিল করিয়াছেন যাহার উপর আল্লাহ তায়ালা সূরা বাকারাহ শেষ করিয়াছেন। এই আয়াত দ্বয় একাধারে তিন রাত্রি যে ঘরে পড়া হয়, শয়তান উহার নিকটেও আসে না।

(তিরিয়ী)

٣٦ - عَنِ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ قَرَأَ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقْرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَّاهُ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء في آخر سورة البقرة،

৩৬. হ্যরত আবু মাসউদ আনসারী (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন রাত্রে সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পড়িয়া লইবে তবে এই দুই আয়াত তাহার জন্য যথেষ্ট হইয়া যাইবে। (তিরিয়ী)

ফায়দা : দুই আয়াতের যথেষ্ট হওয়ার দুই অর্থ—এক এই যে, উহার পাঠকারী সেই রাত্রে সকল খারাবী হইতে নিরাপদ থাকিবে। দ্বিতীয় এই যে, এই দুই আয়াত তাহাজুদের স্থলে হইয়া যাইবে। (নাভাসী)

for more videos <https://youtube.com/annaaba> - ৩৭
 ৩৭ - عن فضالة بن عبيدة ومجيم الداري رضي الله عنهما عن النبي ﷺ:
 قال: من قرأ عشر آيات في ليلة كتب له قطار، والقطار خير
 من الدنيا وما فيها. (الحديث) رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه: اسماعيل
 بن عباس ولكنها من روايته عن الشاميين وهي مقبولة، مجمع الروايات ٤٧/٢

৩৭. হযরত ফায়লা ইবনে ওবায়েদ ও হযরত তামীম দারী (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন রাত্রে দশ আয়াত তেলাওয়াত করে তাহার জন্য এক কিন্তার লেখা হয়। আর এক কিন্তার দুনিয়া ও দুনিয়াতে যাহা কিছু আছে সমুদয় বস্তু হইতে উত্তম।

(তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

৩৮ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: من قرأ
 عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين. رواه الحاكم وقال: هذا
 حديث صحيح على شرط سلم ووافقه الذهبي ٥٥٥/١

৩৮. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি রাত্রে দশ আয়াত তেলাওয়াত করিবে সে উক্ত রাত্রে আল্লাহ তায়লার এবাদত হইতে গাফেল লোকদের মধ্যে গণ্য হইবে না। (মুসতাদরাকে হাকেম)

৩৯ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: من قرأ
 في ليلة مائة آية كتب من الغافلين. (وهو بعض الحديث) رواه الحاكم
 وقال: هذا حديث صحيح على شرط السبعين ولم يخرجه ووافقه الذهبي ٢٠٨/١

৩৯. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি রাত্রে একশত আয়াত তেলাওয়াত করিবে সে উক্ত রাত্রে এবাদতকারীদের মধ্যে গণ্য হইয়া যাইবে। (মুসতাদরাকে হাকেম)

৪ - عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: إِنَّ
 لَا يَغْفِرُ أَصْوَاتَ رُفْقَةِ الْأَشْعَرِيَّينَ بِالْقُرْآنِ جِبِيلَ يَذْخُلُونَ بِاللَّيْلِ،
 وَأَغْفِرُ مَنَازِلَهُمْ مِنْ أَصْوَاتِهِمْ بِالْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ، وَإِنْ كُنْتَ لَمْ أَزِ

الأشعريين رضي الله عنهم، رقم: ٦٤٠٧

৪০. হযরত আবু মুসা (রায়ি)^o হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আশুআর কওমের সফরসঙ্গীরা যখন আপন কাজকর্ম হইতে ফিরিয়া নিজ নিজ অবস্থান স্থলে কুরআন শরীফ পড়ে তখন আমি তাহাদের কুরআনে করীম পড়ার আওয়াজকে চিনিতে পারি। আর রাত্রে তাহাদের কুরআন মজীদ পড়ার আওয়াজ দ্বারা তাহাদের অবস্থানস্থল সম্পর্কেও জানিতে পারি। যদিও আমি তাহাদিগকে দিনের বেলা তাহাদের অবস্থানস্থলে অবতরণ করিতে দেখি নাই। (মুসলিম)

٤ - عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ خَشِيَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَسْتِيقْظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلَيُوْقِرْ مِنْ أُولِيهِ، وَمَنْ طَمِعَ مِنْكُمْ أَنْ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلَيُوْقِرْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ، وَهِيَ أَفْضَلُ۔ رواه الترمذى، باب ما جاء في كراهة

النوم قبل الور، رقم: ٤٠٥

৪১. হযরত জাবের (রায়ি)^o হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যাহার এই আশংকা হয় যে, সে রাত্রের শেষাংশে উঠিতে পারিবে না, তাহার জন্য প্রথম রাত্রে (ঘুমাইবার পূর্বে) বিতর পড়িয়া লওয়া চাই। আর যাহার রাত্রের শেষাংশে উঠিবার আশা হয় তাহার জন্য শেষ রাত্রে বিতর পড়া চাই। কেননা রাত্রের শেষাংশে কুরআনে করীমের তেলাওয়াতের সময় ফেরেশতাগণ উপস্থিত হন এবং ঐ সময়েই তেলাওয়াত করা উচ্চম। (তিরিমী)

٤٢ - عَنْ شَدَادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَأْخُذُ مَضْجَعَهُ يَقْرَأُ سُورَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا وَكَلَّ اللَّهُ مَلَكًا فَلَا يَقْرَبُهُ شَيْءٌ يُؤْذِنُهُ حَتَّى يَهْبَتْ مَتَى هَبَّ۔ رواه الترمذى، كتاب الدعوات، رقم: ٢٤٠٧

৪২. হযরত শান্দাদ ইবনে আওস (রায়ি)^o বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে কোন মুসলমান বিছানায় যাওয়ার পর কুরআনে করীমের যে কোন সর্ব পড়িয়া লয়

আল্লাহ তায়ালা তাহার হেয়াজতের জন্য একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করিয়া দেন। অতঃপর যখনই সে ঘূম হইতে জাগ্রত হউক না কেন তাহার জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত কোন কষ্টদায়ক জিনিস তাহার নিকট আসিতে পারে না।

(তিরমিয়ী)

٤٣ عن وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَغْطِثُ مَكَانَ التَّرَاقِ السَّبْعَ وَأَغْطِثُ مَكَانَ الزَّبْرُ الْمَبْيَنَ وَأَغْطِثُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِي وَفَضِّلْتُ بِالْمُفَصِّلِ. رواه أحمد ١٠٧.

৪৩. হ্যরত ওয়াসেলা ইবনে আসকা' (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমাকে তাওরাতের পরিবর্তে কুরআনে করীমের প্রথম সাতটি সূরা এবং যাবুরের পরিবর্তে 'মিসন'—অর্থাৎ উক্ত সাত সূরার পরবর্তী এগারটি সূরা এবং ইঞ্জিলের পরিবর্তে 'মাছানী'—অর্থাৎ উক্ত এগার সূরার পরবর্তী বিশটি সূরা দেওয়া হইয়াছে। আর উহার পর হইতে কুরআনের শেষ পর্যন্ত মুফাসসাল সূরাগুলি আমাকে বিশেষভাবে দান করা হইয়াছে। (মুসনাদে আহমাদ)

٤- عن أَبْنَى عَبْيَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَ جَنَّتَيْنِ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، سَمِعَ نَفِضاً مِنْ فَوْقِهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، لَقَالَ: هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فَتَحَّى الْيَوْمَ، لَمْ يُفْتَحْ قُطُّ إِلَّا الْيَوْمَ، لَنْزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ لَقَالَ: هَذَا مَلَكٌ لَنْزَلَ إِلَى الْأَرْضِ لَمْ يَنْزَلْ قُطُّ إِلَّا الْيَوْمَ، فَسَلَّمَ وَقَالَ: أَبِشِرْ بِتُورَنِ أُوتِنِهِمَا، لَمْ يُؤْتِهِمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ، فَاتْحَّةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَنْ تَفْرَأْ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلَّا أَغْطِثْتَهُمْ. رواه سلم، باب فضل الثالثة، رقم: ١٨٧٧.

৪৪. হ্যরত ইবনে আবুস (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একবার জিবরাইল আলাইহিস সালাম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসিয়াছিলেন, এমন সময় আসমান হইতে কড় কড় আওয়াজ শুনা গেল। তিনি মাথা উঠাইলেন এবং বলিলেন, আসমানের একটি দরজা খুলিল যাহা আজকের পূর্বে কখনও খুলে নাই। এই দরজা দিয়া একজন ফেরেশতা অবতরণ করিয়াছেন। এই ফেরেশতা আজকের পূর্বে কোনদিন জমিনে আসেন নাই। সেই ফেরেশতা খেদমতে উপস্থিত হইয়া সালাম করিলেন এবং আরজ করিলেন, সুসংবাদ হউক, আপনাকে দুইটি নুর দেওয়া হইয়াছে যাহা আপনার পূর্বে কোন নবীকে দেওয়া হয়

নাই। একটি সূরা ফাতেহা (<https://www.youtube.com/watch?v=agmzAATuIw>) দ্বারা আয়াত।
আপনি উহা হইতে যে কোন বাক্য পড়িবেন তাহা আপনাকে দেওয়া
হইবে। (মুসলিম)

ফায়দা : অর্থাৎ যদি প্রশংসামূলক বাক্য হয়, তবে প্রশংসা করার
সওয়াব পাইবেন, আর যদি দোয়ার বাক্য হয় তবে দোয়া কবুল করা
হইবে।

٤٥ عن عبد الملك بن عمير رحمة الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في فاتحة الكتاب: شفاعة من كل ذا علم. رواه الدارمي / ٥٣٨

৪৫. হযরত আবদুল মালিক ইবনে ওমায়ের (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সূরা ফাতেহার মধ্যে
সমস্ত রোগের শেফা (আরোগ্য) রহিয়াছে। (দারামী)

٤٦ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم: أمين، و قال الملائكة في السماء: أمين، فوافقت إحداهما الأخرى، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري، باب فضل الناس، رقم: ٧٨١

৪৬. হযরত আবু হোরায়রা (রাযঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন তোমাদের কেহ (সূরা ফাতেহার শেষে) আমীন বলে, তৎক্ষণাৎ আসমানে ফেরেশতাগণ আমীন বলেন। যদি ঐ ব্যক্তির আমীন ফেরেশতাদের আমীনের সহিত মিলিয়া যায় তবে তাহার পিছনের সমস্ত গুনাহ মাফ হইয়া যায়।

(বোখারী)

٤٧ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيواتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم، باب استحباب صلاة النافلة في بيته، رقم: ١٨٢٤

৪৭. হযরত আবু হোরায়রা (রাযঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিজেদের ঘরগুলিকে
কবরস্থান বানাইও না, অর্থাৎ ঘরগুলিকে আল্লাহ তায়ালার যিকিরের দ্বারা
আবাদ রাখ। যে ঘরে সূরা বাকারাহ পড়া হয় সে ঘর হইতে শয়তান
পালাইয়া যায়। (মুসলিম)

٤٨ - عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

لَهُوَ الْفَوْزُ الْقَرآنِ فَإِنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَهْلِ مَعَايِدِ
أَفْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ: الْبَقَرَةُ وَسُورَةُ آلِ عِمَرَانَ، فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ، كَانُهُمَا غَيْمَاتَانِ، أَوْ كَانُهُمَا غَيَّابَاتَانِ، أَوْ كَانُهُمَا فِرْقَانِ
مِنْ طَيْرِ صَوَافِ، تُحَاجِجَانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، أَفْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ،
فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلَا يَسْتَطِعُهَا الْبَطْلَةُ، قَالَ
مَعاوِيَةَ: بَلَغَنِي أَنَّ الْبَطْلَةَ السَّجَرَةُ، رواه مسلم، باب سورة البقرة، رقم: ۱۸۷۴

৪৮. হযরত আবু উমারাহ বাহেলী (রায়ৎ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, কুরআন মজীদ পড়, কেননা, কেয়ামতের দিন উহা আপন পাঠকারীর জন্য সুপারিশকারী হইয়া আসিবে। সূরা বাকারাহ ও সূরা আলে এমরান দুইটি উজ্জ্বল সূরা (বিশেষভাবে) পড়, কেননা এই দুই সূরা কেয়ামতের দিন আপন পাঠকারীকে নিজ ছব্বিশায়ার লইয়া এমনভাবে আসিবে যেমন মেঘের দুইটি টুকরা হয় অথবা দুইটি শামিয়ানা হয় অথবা সারিবন্ধ দুইটি পাখীর বাঁক হয়। ইহারা উভয়ে আপন পাঠকারীর জন্য সুপারিশ করিবে। আর বিশেষভাবে সূরা বাকারাহ পড়। কেননা উহা পাঠ করা, ইয়াদ করা এবং বুঝা বরকতের কারণ হয় এবং উহা ছাড়িয়া দেওয়া আফসোসের কারণ হয়। আর এই দুই সূরা দ্বারা বাতেল লোকেরা ফায়েদা উঠাইতে পারে না।

মুআবিয়া ইবনে সালাম (রহঃ) বলেন, আমার নিকট এই সংবাদ পৌছিয়াছে যে, বাতেল লোকদের দ্বারা উদ্দেশ্য হইল জাদুকর। অর্থাৎ সূরা বাকারাহ তেলাওয়াতে অভ্যন্তর ব্যক্তির উপর কোন জাদু চলিবে না। (মসলিয়)

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَقَرَةُ
سَنَامُ الْقُرْآنِ وَدُرُوتُهُ، نَزَّلَ مَعَ كُلِّ آيَةٍ مِنْهَا ثَمَانُونَ مَلِكًا،
وَاسْتَخْرَجَتْ "اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْغَيْمُ" مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ،
فَوَصَّلَتْ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَ"يَسْ" قَلْبُ الْقُرْآنِ لَا يَقْرَأُهَا رَجُلٌ
يُوْنَدُ اللَّهَ -بَارَكَ اللَّهُ وَتَعَالَى- وَاللَّذَّارُ الْآخِرَةِ إِلَّا غَفْرَانُهُ وَأَفْرُوهُمَا
عَلَى مَوْتَائِكُمْ، رواه أحمد ۲/۶

৪৯. হযরত মাকেল ইবনে ইয়াসার (রায়ৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কুরআনে করীমের চূড়া অর্থাৎ সর্বোচ্চ অংশ হইল সূরা বাকারাহ। উহার প্রত্যেকের

সহিত আশিজন ফেরেগতা অবরুদ্ধরণ / কৃয়িয়াছেন এবং আয়াতুল কুরুসী আরশের নীচ হইতে বাহির করা হইয়াছে। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার বিশেষ খাজানা হইতে নায়িল হইয়াছে। অতঃপর উহাকে সূরা বাকারার সহিত মিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে,—অর্থাৎ উহার মধ্যে শামিল করা হইয়াছে। সূরা ইয়াসীন কুরআনে করীমের দিল। যে ব্যক্তি উহাকে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন ও আখেরাতের নিয়তে পড়িবে অবশ্যই তাহার মাগফিরাত করিয়া দেওয়া হইবে। অতএব এই সূরাকে নিজেদের মরণাপন্ন লোকদের নিকট পাঠ কর (যেন রাহ বাহির হইতে সহজ হয়)। (মুসনাদে আহমাদ)

ফায়দা ৪ হাদীস শরীফে সূরা বাকারাকে কুরআনে করীমের চূড়া সন্তুষ্টিতৎ এইজন্য বলা হইয়াছে যে, ইসলামের বুনিয়াদী উসূল, আকীদাসমূহ ও শরীয়তের ত্বকুমসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা যেরাপ সূরা বাকারাতে করা হইয়া এই পরিমাণ ও এরূপ কুরআনে করীমের আর কোন সূরায় করা হয় নাই। (মাআরিফে হাদীস)

٥٠ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْعُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ قَرَا سُورَةَ الْكَهْفِ كَمَا أُنْزِلَتْ كَانَتْ لَهُ نُورًا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ مَقَامِهِ إِلَى مَكَّةَ وَمَنْ قَرَا عَشْرَ آيَاتٍ مِّنْ آخِرِهِا ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْهِ الْدَّجَالُ لَمْ يُسْلِطْ عَلَيْهِ. (ال الحديث) رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط

مسلم وواقفه الذهبي ١/٦٤

৫০. হ্যরত আবু সান্দ খুদরী (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহাফ অক্রমসমূহের সঠিক উচ্চারণের সহিত এমনভাবে পাঠ করিয়াছে যেমনভাবে উহা নায়িল করা হইয়াছে, তবে এই সূরা উহার পাঠকারীর জন্য কেয়ামতের দিন তাহার বসবাসের স্থান হইতে মক্কা মুকাররমা পর্যন্ত নূর হইয়া যাইবে। যে ব্যক্তি এই সূরার শেষ দশ আয়াত তেলাওয়াত করিল, তারপর দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটিল, তাহার উপর দাজ্জালের কোন শক্তি কার্যকর হইবে না। (মুসতাদুরাকে হাকেম)

٥١ - عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَنْامُ حَتَّى يَفْرَأَ الْمَنَاجِلَ، وَتَبَارَكَ الدِّينُ بِيَدِهِ الْمُلْكُ. رواه الترمذى، باب ما جاء في فضل

سورة الملك، رقم: ٢٨٩٢

৫১. হ্যরত জাবের (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ for more books https://youtube.com/alammmbg

for more videos <https://youtube.com/annaaba>

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তত্ক্ষণ পর্যন্ত ঘূমাইতেন না যত্ক্ষণ
পর্যন্ত সূরা আলিফ লাম মীম সেজদাহ (যাহা একুশ পারায় রহিয়াছে) এবং
'তাবারাকাল্লায়ী বিয়াদিহিল মুলক' না পড়িয়া লইতেন। (তিরমিয়ী)

- ৫২ - عَنْ جُنْدِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ قَرَأَ يَسْ
فِي لَيْلَةٍ أَبْتَغَاهُ وَجْهَ اللَّهِ عَفْرَ لَهُ. رواه ابن حباد، قال المحقق: رجال
٢١٢/١ ثقات

৫২. হ্যরত জুন্দুব (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য কোন রাতে সূরা ইয়াসীন পড়ে তাহার মাগফিরাত করিয়া দেওয়া হয়। (ইবনে হিবান)

- ৫৩ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ قَرَأَ الْوَاقِعَةَ كُلَّ لَيْلَةٍ لَمْ يَغْفِرْ. رواه البيهقي في
شعب الإيمان ٤٩١/٢

৫৩. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রায়িৎ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা ওয়াকেয়া পড়িবে তাহার উপর অভাব আসিবে না। (বাইহাকী)

- ৫৪ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ سُورَةَ مِنَ
الْقُرْآنِ تَلَاثُونَ آيَةً شَفَعْتُ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفرَ لَهُ وَهِيَ سُورَةُ تَبَارِكَ
الَّذِي بَيَّدَهُ الْمُلْكُ. رواه الترمذি وقال: هذا حديث حسن، باب ما جاء في

فصل سورة الملوك، رقم: ٢٨٩١

৫৪. হ্যরত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কুরআনে কারীমে ত্রিশ আয়াতের এমন একটি সূরা রহিয়াছে যে উহা আপন পাঠকারীর জন্য সুপারিশ করিতে থাকে যত্ক্ষণ না তাহাদের মাগফিরাত করিয়া দেওয়া হয়—উহা সূরা তাবারাকাল্লায়ী। (তিরমিয়ী)

- ৫৫ - عَنْ أَبْنَى عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ضَرَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ
النَّبِيِّ ﷺ خِبَاءَهُ عَلَى قَبْرٍ وَهُوَ لَا يَخْسِبُ أَنَّهُ قَبْرٌ، فَإِذَا فَيْرَ
for more books <https://youtube.com/alamin5g>

إِنْسَانٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْمُلْكِ حَتَّىٰ خَتَمَهَا، فَأَتَىَ النَّبِيَّ قَالَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي صَرَبْتُ حِبَابِي وَأَنَا لَا أَخْسِبُ أَنَّهُ قَبْرٌ فَإِذَا فِيهِ
إِنْسَانٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْمُلْكِ حَتَّىٰ خَتَمَهَا، قَالَ النَّبِيُّ قَالَ: هُوَ
الْمَانِعُ، هُوَ الْمُنْجِيُّ تَجْيِيْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. رواه الترمذى وقال: هنا

حدیث حسن غریب، باب ما جاء في فضل سورۃ الملک، رقم: ۲۸۹۰

৫৫. হয়রত ইবনে আবাস (রায়িশ) হইতে বণিত আছে যে, কোন এক সাহাবী (রায়িশ) একটি কবরের উপর তাঁবু টানাইলেন। তাহার জানা ছিল না যে, সেখানে কবর রহিয়াছে। হঠাৎ সেখানে কাহাকেও সূরা তাবারাকাল্লায়ী পাঠ করিতে শুনিলেন। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া আরজ করিলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি এক জায়গায় তাঁবু লাগাইয়াছিলাম। আমার জানা ছিল না যে, সেখানে কবর রহিয়াছে। হঠাৎ আমি সেখানে কাহাকেও সূরা তাবারাকাল্লায়ী শেষ পর্যন্ত পড়িতে শুনিলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, এই সূরা আল্লাহ তায়ালার আযাবকে বাধাদানকারী এবং কবরের আযাব হইতে নাজাতদানকারী।

(তিরঘিয়ী)

٥٦ - عَنْ أَبْنِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يُؤْتَى الرَّجُلُ فِي قَبْرِهِ، فَتُرْتَبِّطُ
رِجْلَاهُ، فَتُقْوَلُ رِجْلَاهُ لَيْسَ لَكُمْ عَلَىٰ مَا قُبْلَنِي سَبِيلٌ، كَانَ يَقُولُمْ
يَقْرَأُ بَيْنِ سُورَةَ الْمُلْكِ، ثُمَّ يُؤْتَى مِنْ قَبْلِ صَدْرِهِ أَوْ قَالَ بَعْلَبِي فَيُقْوَلُ
لَيْسَ لَكُمْ عَلَىٰ مَا قُبْلَنِي سَبِيلٌ، كَانَ يَقْرَأُ بَيْنِ سُورَةَ الْمُلْكِ، ثُمَّ
يُؤْتَى رَأْسَهُ فَيُقْوَلُ لَيْسَ لَكُمْ عَلَىٰ مَا قُبْلَنِي سَبِيلٌ، كَانَ يَقْرَأُ بَيْنِ
سُورَةَ الْمُلْكِ، فَهِيَ الْمَانِعَةُ تَمْنَعُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَهِيَ فِي التَّوْرَاةِ
سُورَةَ الْمُلْكِ، مَنْ قَرَأَهَا فِي لَيْلَةٍ فَقَدْ أَكْثَرَ وَأَطْبَعَ. رواه الحاكم

ونقل: هذا حدیث صحيح الإسناد ولم يخر جاه وافقه الذمی ٤٩٨/٢

৫৬. হয়রত ইবনে মাসউদ (রায়িশ) বলেন, কবরে মানুষের নিকট পায়ের দিক হইতে আযাব আসে তখন তাহার পা বলে আমার দিক হইতে আসার কোন রাস্তা নেই, কেননা এই ব্যক্তি সূরা মূলক পাঠ করিত। অতঃপর আযাব সিনা অথবা পেটের দিক হইতে আসে তখন সিনা অথবা পেট বলে, আমার দিক হইতে তোমার আসার কোন রাস্তা নাই, কেননা এই ব্যক্তি সূরা মূলক পাঠ করিত। অতঃপর আযাব আসার দিক হইতে g

ଆসେ ତଥନ ମାଥା ବଲେ, ତୋମାର ଜନ୍ୟ ଆମାର ଦିକ ହିଁତେ କୋଣ ରାଷ୍ଟା ନାହିଁ, କେନନା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ସୂରା ମୂଳକ ପାଠ କରିତ । (ହୟରତ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନ୍ ମାସୁଦ (ରାୟଃ) ବଲେନ,) ଏହି ସୂରା କବରେ ଆଯାବକେ ବାଧା ପ୍ରଦାନକାରୀ । ତାଓରାତେ ଇହାର ନାମ ସୂରା ମୂଳକ । ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି କୋଣ ରାତ୍ରେ ଉହା ପାଠ କରିଲ ମେ ଅନେକ ବେଶୀ ସଂଘାବ ଉପାର୍ଜନ କରିଲ । (ମୁସତାଦରାକେ ହାକେମ)

٥٧ - عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله ﷺ: من سرّه أن ينظر إلى يوم القيمة كأنه رأى عين فليقرأ: "إذا الشمس كورث" و"إذا السماء انفطرت" و"إذا السماء انشقت". . .

الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ومن سورة "إذا الشمس، كورت".

۳۳۴۳

৫৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রায়িহ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যাহার এই আগ্রহ হয় যে, কেয়ামতের দৃশ্য যেন নিজের চোখে দেখিয়া লইবে তাহার উচিত সূরা কুরুত, এবং স্মা এন্ফোর্ট, এবং স্মা এন্ষেফ। (তিরমিয়ী) পড়া। (কেননা এই সুরাগুলিতে কেয়ামতের বর্ণনা রহিয়াছে।)

٥٨- عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زلزلت تعدل بنصف القرآن، وقل هو الله أَحَدْ تعدل ثلث القرآن، وقل يتأييها الكفرون تعدل ربع القرآن. رواه الترمذى وقال:

هذا حديث غريب، باب ما جاء في إذا زلت، رقم: ٢٨٩٤

৫৮. হ্যরত ইবনে আববাস (রায়িশ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, **সূরা** **إِذَا رُزِّلَتْ**
অর্ধেক কুরআনের সমান। **سُورা** **قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ** কুরআনের এক
ত্রৈয়াৎশের সমান এবং **سُورা** **قُلْ يَأَيُّهَا الْكَفِرُونَ** কুরআনের এক
চতৃষ্ঠাংশের সমান। (তিরয়িশ)

ফায়দা : কুরআনে করীমের মধ্যে মানুষের দুনিয়া ও আখেরাতের যিদেগী বর্ণনা করা হইয়াছে। আর সূরা রুলত এর মধ্যে আখেরাতের যিদেগী হৃদয়স্পর্শীভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এইজন্য উহা অর্ধেক কুরআনের সমান। সূরা হু-রুল্লাহ কে কুরআনের এক তত্ত্বাবধির সমান এইজন্য বলিয়াছেন যে, কুরআনে করীমে মৌলিক পর্যায়ে তিন প্রকারের

বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। —ঘটনাবলী, হকুম আহকাম, তওহীদ। **قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ** সূরায় অত্যন্ত উত্তম উপায়ে তওহীদের বর্ণনা করা হইয়াছে। সূরা **يَأَيُّهَا الْكَفَرُونَ** কুরআনের চতুর্থাংশের সমান এইভাবে যে, যদি কুরআনে করীমের মধ্যে তওহীদ, নবুওত, আহকাম ও ঘটনাবলী—এই চারটি বিষয় ধরা হয় তবে এই সূরায় তওহীদের অতি উচ্চমানের বর্ণনা রাখিয়াছে।

কোন কোন ওল্লামায়ে কেরামের মতে এই সূরাগুলি কুরআনে করীমের অর্ধেক, তৃতীয়াংশ ও চতুর্থাংশের সমান হওয়ার অর্থ এই যে, এই সূরাগুলি তেলাওয়াতের দ্বারা কুরআনে করীমের অর্ধেক, তৃতীয়াংশ ও চতুর্থাংশ তেলাওয়াতের সমান সওয়াব পাওয়া যাইবে। (মাজাহিরে হক)

٤٩ عَنْ أَبْنَىٰ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّمَا يَسْتَطِعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَفْرَأِ الْفَآتِيَةَ فِي كُلِّ يَوْمٍ، قَالُوا: وَمَنْ يَسْتَطِعُ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَمَا يَسْتَطِعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَفْرَأِ الْهَامِكُ التَّكَاثُرَ.

رواه الحاكم وقال: رواة هذا الحديث كلهم ثقات وعقبة هذا غير مشهور ووافقه
الذهبي ١٥٧٧

৫৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রায়ঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের কেহ কি ইহার শক্তি রাখে না যে, প্রত্যহ কুরআন শরীফের এক হাজার আয়াত পড়িয়া লইবে। সাহাবা (রায়ঃ) আরজ করিলেন, কাহার এই শক্তি আছে যে, প্রত্যহ একহাজার আয়াত পড়িবে? এরশাদ করিলেন, তোমাদের কেহ কি এইটুকু করিতে পারে না যে, প্রত্যহ একহাজার আয়াতের সমান। (কারণ ইহার সওয়াব এক হাজার আয়াতের সমান।)

(মুসতাদরাকে হাকেম)

٦٠ عَنْ تَوْفِيقٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِتَوْفِيقٍ: إِفْرَا "قُلْ يَأَيُّهَا الْكَفَرُونَ" ثُمَّ نَمْ عَلَىٰ خَاتِمَتْهَا فَإِنَّهَا بِرَاءَةٌ مِّنَ الشَّرِّ. رَوَاهُ أَبُو دَاؤدٍ،

باب. ما يقول عند النوم، رقم: ٥٥٥

৬০. হযরত নওফল (রায়ঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এরশাদ করিয়াছেন, সূরা **قُلْ يَأَيُّهَا الْكَفَرُونَ** পড়ার পর কাহারে সহিত কথা না বলিয়া যুমাইয়া পড়িও। কারণ এই সূরায় শিরকের সহিত নিঃসম্পর্কের স্বীকারোক্তি রাখিয়াছে। (আবু দাউদ)

— ১। — عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ: هَلْ تَرَوْجُتْ يَا فُلَانُ؟ قَالَ: لَا، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا عِنْدِي مَا أَتَرَوْجُ بِهِ قَالَ: أَلَيْسَ مَعَكَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: ثُلُكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: أَلَيْسَ مَعَكَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفُتْحُ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: رُبُعُ الْقُرْآنَ، قَالَ: أَلَيْسَ مَعَكَ قُلْ يَأْيَهَا الْكَفَرُونَ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: رُبُعُ الْقُرْآنَ، قَالَ: أَلَيْسَ مَعَكَ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: رُبُعُ الْقُرْآنَ، قَالَ: تَرَوْجُ تَرَوْجَ.

رواه الترمذی وقال: هذا حديث حسن، باب ما جاء في إذا زلزلت، رقم: ۲۸۹۵

৬১. হয়েরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন সাহাবা (রাযিঃ)দের মধ্য হইতে কোন এক সাহাবী (রাযিঃ)কে বলিয়াছেন, হে অমুক, তুমি কি বিবাহ করিয়াছ? তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, বিবাহ করি নাই, আর না আমার নিকট এই পরিমাণ মালসম্পদ আছে যে, বিবাহ করিতে পারি। অর্থাৎ আমি গরীব মানুষ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি সূরা এখলাস মুখ্যস্ত নাই? আরজ করিলেন, জিৰি, মুখ্যস্ত আছে। এরশাদ করিলেন, ইহা (সওয়াব হিসাবে) কুরআনের এক তত্ত্বীয়াৎশ (এর সমান)। জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি সূরা **إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفُتْحُ** মুখ্যস্ত নাই? আরজ করিলেন, জিৰি মুখ্যস্ত আছে। এরশাদ করিলেন, ইহা (সওয়াব হিসাবে) কুরআনের চতুর্থাংশ (এর সমান)। জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি সূরা **إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ** মুখ্যস্ত নাই? আরজ করিলেন, জিৰি মুখ্যস্ত আছে? এরশাদ করিলেন, ইহা (সওয়াব হিসাবে) কুরআনের এক চতুর্থাংশ (এর সমান)। জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি সূরা **إِذَا رَأَيْتَ الْكَفَرُونَ قُلْ يَأْيَهَا** মুখ্যস্ত নাই? আরজ করিলেন, জিৰি মুখ্যস্ত আছে। এরশাদ করিলেন, ইহা (সওয়াব হিসাবে) কুরআনের এক চতুর্থাংশ (এর সমান)। বিবাহ করিয়া লও, বিবাহ করিয়া লও। (তিব্বিমিয়ী)

ফায়দা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদের উদ্দেশ্য এই যে, তোমার যখন এই সকল সূরা মুখ্যস্ত রহিয়াছে, তবে তুমি গরীব নও, বরং তুমি ধনী। অতএব তোমার বিবাহ করা উচিত।

(আরেয়াতুল আহওয়ায়ী)

٤٢ - عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: أتيتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتْ، فَسَأَلْتُهُ: مَاذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الْجَنَّةُ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْهَبَ إِلَى الرَّجُلِ فَابْتَشِرْهُ ثُمَّ فَرَقْتُ أَنْ يَفْوَتِنِي الْغَدَاءُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَثْرَتِ الْغَدَاءُ، ثُمَّ ذَهَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ فَوَجَدْتُهُ قَدْ ذَهَبَ. رواه الإمام مالك، ماجاه في فرقاء قاتل الله

احد حص

৬২. হ্যরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তিনি এক ব্যক্তিকে কুল পড়িতে শুনিয়া এরশাদ করিলেন, ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, কি ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে? এরশাদ করিলেন, জানাত ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে। হ্যরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) বলেন, আমি চাহিলাম সেই ব্যক্তিকে যাইয়া এই সুসংবাদ শুনাইয়া দিব, আবার আশৎকা হইল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত দুপুরের খাওয়া ছুটিয়া না যায়। অতএব আমি খাওয়াকে অগ্রাধিকার দিলাম। (কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত খাওয়া সৌভাগ্যের বিষয়।) তারপর সেই ব্যক্তির উদ্দেশ্যে যাইয়া দেখিলাম, সে চলিয়া গিয়াছে। (মালেক)

٤٣ - عن أبي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيْفَعْزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِي لَيْلَةِ ثَلَاثَةِ الْقُرْآنِ؟ قَالُوا: وَكَيْفَ يَقْرَأُ ثَلَاثَةِ الْقُرْآنِ؟ قَالَ "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ" يَعْدِلُ ثَلَاثَةِ الْقُرْآنِ. رواه مسلم، باب فضل قراءة قل هو الله أحد، رقم: ١٨٨٦

৬৩. হ্যরত আবু দারদা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের কেহ কি এই বিষয়ে অক্ষম যে, এক রাত্রে কুরআনের এক ত্তীয়াৎশ পড়িয়া লইবে? সাহাবা (রায়িঃ) আরজ করিলেন, কেহ এক রাত্রে কুরআনের এক ত্তীয়াৎশ কি করিয়া পড়িতে পারে? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, কোরআনের এক ত্তীয়াৎশের সমান। (মুসলিম)

٤٣ - عن معاذ بن أبي الجهمي رضى الله عنه صاحب النبي ﷺ عن النبي ﷺ قال: من فرما "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ" حتى يختمها عشر مرات بني الله له فصرًا في الجنة، فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: إذا استكثر يا رسول الله! فقال رسول الله ﷺ: الله أكثـر وأطـيـب. رواه أحمد / ٤٢٧

৬৪. হ্যরত মুআয ইবনে আনাস জুহানী (রায়ি) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি দশবার সূরা قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ পড়িবে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য জানাতে একটি মহল বানাইয়া দিবেন। হ্যরত ওমর (রায়ি) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, তবে তো আমি অনেক বেশী পরিমাণে পড়িব। রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আল্লাহ তায়ালা অনেক বেশী ও বহু উত্তম সওয়াব দানকারী। (মুসনাদে আহমাদ)

٤٥ - عن عائشة رضى الله عنها أن النبي ﷺ بعث رجلا على سرية وكأن يقرأ لأصحابه في صالحه فيختتم بـ "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ" فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي ﷺ فقال: سلوه لأي شيء يضع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، وأننا أحبت أن أقرأ بها، فقال النبي ﷺ: أخبروه أن الله يحبه. رواه البخاري، باب ما جاء في دعاء النبي ﷺ، رقم: ٧٣٧٥

৬৫. হ্যরত আয়েশা (রায়ি) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে লশকরের আমীর বানাইয়া পাঠাইলেন। সে নিজের সাথীদের নামায পড়াইত এবং (যে কোন সূরা পড়িত, উহার সহিত) শেষে قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ পড়িত। তাহারা যখন ফিরিয়া আসিলেন তখন তাহারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই বিষয়ে আলোচনা করিলেন। তিনি এরশাদ করিলেন, তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, সে এরূপ কেন করিত? লোকেরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর দিল যে, এই সূরায় যেহেতু রহমানের গুণাবলীর বর্ণনা রহিয়াছে সেহেতু আমি উহা অধিক পরিমাণে পড়িতে ভালবাসি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তাহাকে বলিয়া দাও যে আল্লাহ তায়ালা ও তাহাকে ভালবাসেন। (www.alamin5g.com)

- ২২ - عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفنه ثم نفث فيهما فقرًا فيهما: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وَقُلْ إِنَّمَا أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، وَقُلْ إِنَّمَا أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات. رواه أبو داود.

باب ما يقول عند النوم، رقم: ٥٠٥٦

৬৬. হযরত আয়েশা (রায়ি)^১ হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল যে, রাত্রে যখন ঘুমাইবার জন্য শয়ন করিতেন তখন উভয় হাতকে মিলাইতেন এবং قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ^২ পড়িয়া হাতের উপর ফু দিতেন। অতঃপর যে পর্যন্ত তাহার হাত মোবারক পৌছিতে পারে উহা শরীর মোবারকের উপর বুলাইতেন। প্রথমে মাথা এবং চেহারা এবং শরীরের সামনের অংশে বুলাইতেন। এই আমল তিনবার করিতেন। (আবু দাউদ)

- ২৩ - عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله ﷺ: قُلْ، فَلَمْ أَقْلُ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: قُلْ، فَلَمْ أَقْلُ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: قُلْ، فَقُلْتُ: مَا أَقْلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْمَعْوَذَاتِينَ، حِينَ تُمْسِي وَحِينَ تُضْبِحُ، ثَلَاثَ مَرَاتٍ، تَكْفِيكٌ من كُلِّ شَيْءٍ، رواه أبو داود، باب ما يقول إذا أصبح، رقم: ٥٠٨٢

৬৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে খুবাইব (রায়ি)^৩ বর্ণনা করেন যে, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, বল। আমি চুপ রহিলাম। পুনরায় বলিলেন, বল। আমি চুপ রহিলাম। আবার বলিলেন, বল। আমি তারজ করিলাম, কি বলিব? এরশাদ করিলেন, সকাল বিকাল তিনবার, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، قُلْ إِنَّمَا أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، قُلْ إِنَّمَا أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ^৪ পড়িয়া লইও। এই সূরাগুলি প্রত্যেক (কষ্টদায়ক) জিনিস হইতে তোমার হেফাজত করিবে। (আবু দাউদ)

ফায়দা ৩ কোন কোন ওলামায়ে কেবামের মতে হাদীস শরীফের উদ্দেশ্য এই যে, যাহারা বেশী পড়িতে না পারে তাহারা যদি কমসেকম সকাল বিকাল এই তিনটি সূরা পড়িয়া নয় তবে ইনশাল্লাহ যথেষ্ট হইবে।

٤٨ - عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ياعقبة بن عامرا إنك لن تقرأ سوره أحب إلى الله، ولا أبلغ عنده، من أن تقرأ "قل أعوذ بربِّ الفلق" فإن استطعت أن لا تفوتك في صلاة فافعل. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده قويٌّ / ١٥٠

৬৮. হ্যরত ওকবা ইবনে আমের (রায়িৎ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম আমাকে বলিলেন, হে ওকবা ইবনে আমের, তুমি আল্লাহ তায়ালার নিকট কবুল হওয়ার মত আর কোন সূরা পড়িতে পার না। অতএব তুমি যথাসন্ত্ব নামাযে এই সূরা পড়িতে ছাড়িও না।

(ইবনে হিবান)

٤٩ - عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط؟ "قل أعوذ بربِّ الفلق، قل أعوذ بربِّ الناس". رواه مسلم، باب فضل فرادة المعوذتين، رقم: ١٨٩١

৬৯. হ্যরত ওকবা ইবনে আমের (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমার কি জানা নাই যে, আজ রাত্রে আমার উপর যে আয়াতসমূহ নাযিল হইয়াছে (উহা এরূপ নজিরবিহীন যে,) উহার ন্যায় আয়াত আর দেখা যায় নাই। উহা সূরা মুসলিম। قل أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ

٧٠ - عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: بينما أنا أسيء مع رسول الله ﷺ بين الجحفة والأنواء إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة، فجعل رسول الله ﷺ يصعد بي "أعوذ بربِّ الفلق" و "أعوذ بربِّ الناس" وهو يقول: يا عقبة! تَعَوَّذُ بِهِمَا، فَمَا تَعَوَّذُ مُتَعَوِّذًا بِمِثْلِهِمَا قال: وَسَمِعْتُهُ يَزُوْمَنَا بِيهِمَا فِي الصَّلَاةِ. رواه أبو داود، باب في المعوذتين،

رقم: ١٤٦٣

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত জুহফা ও আবওয়া নামক স্থানের মাঝামাঝি চলিতেছিলেন। হঠাৎ তুফান ও কঠিন অঙ্ককার আমাদেরকে ঘিরিয়া ফেলিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ পড়িয়া আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় চাহিতে লাগিলেন এবং আমাকে বলিতে লাগিলেন, তুমও এই দুই সূরা পড়িয়া আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় লও। কোন আশ্রয় গ্রহণকারী এই সূরার ন্যায় কোন জিনিসের দ্বারা আশ্রয় গ্রহণ করে নাই। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় গ্রহণ করিতে এমন কোন দোয়া নাই যাহা এই দুই সূরার সমতুল্য হচ্ছে পারে। ইহা এই দুই সূরার অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য। হ্যরত ওকবা ইবনে আমের (রায়ঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইমামতীর সময় এই দুই সূরা পড়িতে শুনিয়াছি। (আবু দাউদ)

ফায়দা : জুহফা ও আবওয়া মক্কা ও মদীনার পথে দুইটি প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। (বজলুল মাজহুদ)

٧١ - عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْكَلَابِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ السَّيِّدَ نَبِيَّكَ يَقُولُ: يُؤْتَى بِالْفُرْقَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ، تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقْرَةِ وَآلُّ عِمْرَانَ. (ال الحديث) رواه مسلم،

باب فضل فراءة القرآن وسورة البقرة، رقم: ١٨٧٦

৭১. হ্যরত নাওয়াস ইবনে সামআন কেলাবী (রায়ঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, কেয়ামতের দিন কুরআন মজীদকে আনা হইবে এবং ঐ সমস্ত লোকদেরকেও আনা হইবে যাহারা উহার উপর আমল করিত। সূরা বাকারাহ ও সূরা আলে এমরান (যাহা কুরআনের প্রথম দুইটি সূরা) সবার আগে আগে থাকিবে। (মুসলিম)

॥ ॥ ॥

আল্লাহ তায়ালার যিকিরের ফায়ায়েল

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَإِذْ كُرُونِي أَذْكُرْ كُمْ﴾ [البقرة: ١٥٤]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—তোমরা আমাকে স্মরণ রাখ আমি তোমাদিগকে স্মরণ রাখিব।

অর্থাৎ দুনিয়া ও আখেরাতে আমার দান ও এহসান তোমাদের সঙ্গে থাকিবে। (বাকারাহ)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ كَرِّرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَلَّ إِلَيْهِ تَبَثِّلَ﴾ [الزمل: ٨]

আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিয়াছেন,—আপনি আপনার রবের নাম স্মরণ করিতে থাকুন এবং সবদিক হইতে নিঃসম্পর্ক হইয়া তাঁহারই দিকে মনোযোগী হইয়া থাকুন।

(মুয়াল্লিমল)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: ٢٨]

এক জায়গায় এরশাদ করিয়াছেন,—ভাল করিয়া বুঝিয়া লও, আল্লাহ তায়ালার যিকিরের দ্বারাই অস্তরসমূহ শান্ত হইয়া থাকে। (রাদ)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلِذِكْرِ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [العنکبوت: ٤٥]

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে,—এবং আল্লাহ তায়ালার যিকির অনেক বড় জিনিস। (আনকাবুত)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿أَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قَبْلًا وَقَعْدًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ﴾

[آل عمران: ١٩١]

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে,—জ্ঞানবান লোক তাহারাই যাহারা দাঁড়াইয়া, বসিয়া, শয়ন করিয়া—সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করিয়া থাকে। (আলে এমরান)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ أَبْيَاءً كُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا﴾

[البقرة: ٢٠٠]

অপৰ জায়গায় এৱশাদ হইয়াছে,—তোমৰা আল্লাহ তায়ালাকে এমনভাবে স্মরণ কৰ যেমনভাবে তোমৰা নিজেদেৱ বাপদাদাকে স্মরণ কৰ, বৰং আল্লাহ তায়ালার যিকিৰ উহা অপেক্ষা বেশী কৱিয়া কৰ।

(বাকারাহ)

**وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضْرِغُ عَوْجِيقَةً وَدُزْنَى
الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْفَدْوِ وَالْأَصَابِ لَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾**

[الأعراف: ٢٠٥]

আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিয়াছেন,—এবং সকাল সন্ধ্যা মনে মনে, বিনয়, ভয় ও নিম্নুন্বৰে কুৱানে কৱীম পড়িয়া অথবা তসবীহ পড়াৰ মাধ্যমে আপন রবকে স্মরণ কৱিতে থাকুন এবং গাফেল থাকিবে না। (আ'রাফ)

**وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَانٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ
وَلَا تَعْمَلُونَ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ
فِيهِ﴾ [بুন: ٦٦]**

আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিয়াছেন,—আৱ আপনি যে অবস্থায়ই থাকুন অথবা কুৱান হইতে যাহা কিছু পাঠ কৱল অথবা তোমৰা যে কান কাজ কৰ, আমৰা তোমাদেৱ সামনে থাকি যখন তোমৰা সেই কাজে মশগুল হও। (ইউনুস)

**وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ☆ الَّذِي يَرَكَ حِينَ
تَقُومُ ☆ وَتَقْلِبَكَ فِي السُّجَدَيْنِ ☆ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾**

[الشعراء: ٢١٧- ٢٢٠]

আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিয়াছেন,—আৱ আপনি সেই সর্বক্ষমতাবান দয়াময়েৱ উপৰ ভৱসা রাখুন, যিনি আপনাকে ত্ৰি সময়ও দেখেন যখন আপনি তাহাজুদ নামায়েৱ জন্য দণ্ডায়মান হন এবং ত্ৰি সময়ও আপনার উঠাবসাকে দেখেন যখন আপনি নামাযীদেৱ সহিত থাকেন, নিঃসন্দেহে তিনি অতিশয় শ্ৰবণকাৰী ও অতিশয় জ্ঞানী। (শুজারা)

وقال تعالى: «وَهُوَ مَعْكُمْ أَيْنَا مَا كُتِبَ» [الم الحديد: ١٤]

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে,—এবৎ আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সহিত আছেন, তোমরা যেখানেই থাক। (হাদীস)

**وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَقْسُطْ عَنِ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقْبِلُ لَهُ شَيْئًا فَلَهُ
لَهُ قَرْبَانٍ﴾ [الزُّخْرُف: ٣٦]**

অপৰ এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে,—আৱ যে আল্লাহ তায়ালার স্মৰণ হইতে গাফেল হয় আমৰা তাহার উপৰ একটি শয়তান বলৱৎ কৰিয়া দেই, অতঃপৰ সে সৰ্বদা তাহার সহিত থাকে। (যুখৱুফ)

وَقَالَ تَعَالَى: «فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ☆ لَلَّبَّكَ فِي بَطْرَبَةِ
إِلَى يَوْمِ يَبْعَثُونَ» [الصافات: ١٤٤٨-٤٣]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—যদি ইউনুস আলাইহিস সালাম মাছের পেটেও এবং মাছের পেটে যাওয়ার পূর্বেও অধিক পরিমাণে আল্লাহ তায়ালার তসবীহ পাঠকারী না হইতেন তবে কেয়ামত পর্যন্ত মাছের পেট হইতে বাহির হওয়া ভাগ্যে জুটিত না।

(অর্থাৎ মাছের খাদ্যে পরিণত হইয়া যাইতেন। মাছের পেটে ইউনুস আলাইহিস সালামের তসবীহ কুরআনের অন্তর্ভুক্ত ছিল।) (সাফল্যত)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَسُبْخَنَ اللَّهُ حِينَ تَمْسُونَ وَحِينَ تُضْبَحُونَ﴾

(الردم: ١)

অপৰ এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে,—অতএব সর্বদা আল্লাহ
তায়ালার তসবীহ পাঠ কর, বিশেষ করিয়া সন্ধ্যার সময় ও সকালবেলা।

(ବ୍ୟାଖ୍ୟାତିରେ)

وَقَالَ تَعَالَى: هُبَايْهَا الَّذِينَ آمَنُوا أذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا
وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا لَهُ [الأحزاب: ٤٢، ٤١]

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে, হে সৈমান্দারগণ, আল্লাহ তায়ালাকে অধিক পরিমাণে শ্মরণ কর এবং সকাল সন্ধ্যা তাঁহার পবিত্রতা বর্ণনা কর।

(ଆହ୍ୟାବ)

**وَقَالَ تَعَالَى: هُنَّا اللَّهُ وَمَلِئْكَتَهُ يَصْلُونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
أَمْنَوْا أَصْلُوْا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا ﴿الْأَحْرَاب: ٥٦﴾**

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে,—নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা এবং তাহার ফেরেশতাগণ নবীর উপর রহমত প্রেরণ করেন, হে সুমানদারগণ, তোমরা ও তাহার উপর দর্কন পাঠাইতে থাক এবং অধিক পরিমাণে সালাম পাঠাইতে থাক।

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা আপন নবীকে নিজের বিশেষ রহমত দান করেন এবং এই বিশেষ রহমত প্রেরণের জন্য ফেরেশতাগণ আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করেন। অতএব, মুসলমানগণ, তোমরা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য বিশেষ রহমত নায়িল হওয়ার দোয়া করিতে থাক এবং তাহার উপর অধিক পরিমাণে সালাম পাঠাইতে থাক। (আহ্যাবা)

**وَقَالَ تَعَالَى: هُوَ الَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفَسَهُمْ
ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتغفَرُوا لِذَنْبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذَّنْبَ إِلَّا اللَّهُ
وَلَمْ يَصْرُوْا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ☆ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ
مُّغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْيَاهَا الْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا
وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ ﴿آل عمران: ١٣٦، ١٣٥﴾**

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—তাকওয়া ওয়ালাদের গুণাবলী হইতে একটি এই যে, তাহারা যখন প্রকাশে কোন নির্লজ্জ কাজ করিয়া বসে অথবা আর কোন অন্যায় কাজ করিয়া বিশেষভাবে নিজের ক্ষতি করিয়া বসে তৎক্ষণাত আল্লাহ তায়ালার আজমত ও আযাখকে স্মরণ করে, অতঃপর আপন গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিয়া যায়। আর প্রকৃত কথা ইহাই যে, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কে গুনাহ মাফ করিতে পারে? আর তাহারা অন্যায় কাজের উপর হঠকারিতা করে না এবং তাহারা একীন রাখে (যে, তওবা দ্বারা গুনাহ মাফ হইয়া যায়)। ইহারাই ঐ সমস্ত লোক যাহাদের পুরস্কার হইবে তাহাদের রবের পক্ষ হইতে ক্ষমা এবং একপ উদ্যান যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত রহিয়াছে। তাহারা ঐ সকল উদ্যানে অনঙ্কাল অবস্থান করিবে এবং আমলকারীদের জন্য কতই না উত্তম প্রতিদান। (আলে এমরান)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿هُوَ مَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [الأنفال: ٣٣]

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে,—এবং আল্লাহ তায়ালার ইহা শানই নয় যে, লোকেরা ক্ষমা প্রার্থনা করিবে আর তিনি তাহাদিগকে আযাব দিবেন। (আনফাল)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿هُنَّمَّ إِنْ رَبُّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِحَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْهُ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْهُ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

[التحل: ١١٩]

আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিয়াছেন,—অতঃপর নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক ঐ সকল লোকদের জন্য যাহারা মূর্খতাবশতঃ মন্দ কাজ করিয়া ফেলিয়াছে আবার উহার পরে তওবা করিয়াছে এবং নিজেদের আমল সংশোধন করিয়াছে, নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক ঐ তওবার পরে অতিশয় ক্ষমশীল, পরম দয়ালু।

(নাহল)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿لَوْلَا قَسْتَغْفِرُونَ اللَّهُ لَعْلَمْكُمْ تُرْخَمُونَ﴾ [الزل: ٤٦]

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে,—তোমরা আল্লাহ তায়ালার নিকট কেন ক্ষমা প্রার্থনা কর না, যেন তোমাদের উপর দয়া করা হয়। (নামল)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيْهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعْلَمْكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: ٣١]

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে,—হে ঈমানদারগণ, তোমরা সকলে আল্লাহ তায়ালার নিকট তওবা করে, যেন তোমরা কল্যাণ লাভ কর।

(নূর)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿هَيَّاهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصْوَحَاهُ

[الثحرير: ٨]

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে,—হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ তায়ালার নিকট খাঁটি দিলে তওবা কর (যেন দিলের ভিতর সেই গুনাহের খেয়াল পর্যন্ত না থাকে)। (তাহরীম)

হাদীস শরীফ

٤٢ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهمَا رفعه إلى النبي ﷺ قال: ما عمل أدمي عملاً أنجى له من العذاب من ذكر الله تعالى، قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يضر بسيفه حتى يتقطع. رواه الطبراني في الصغير والأوسط

ورحاليهما رجال الصبح، مجمع الرواية . ٧١/١

৭২. হযরত জাবের (রায়িৎ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালার যিকির অপেক্ষা মানুষের আর কোন আমল কবরের আযাব হইতে অধিক নাজাতদানকারী নাই। আরজ করা হইল, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদও নয় কি? তিনি এরশাদ করিলেন, জেহাদও আল্লাহ তায়ালার যিকির অপেক্ষা আল্লাহ তায়ালার আযাব হইতে অধিক নাজাতদানকারী নয়। তবে কেহ যদি একুপ বীরত্বের সহিত জেহাদ করে যে, তরবারী চালাইতে চালাইতে উহা ভাসিয়া যায় তবে এই আমলও যিকিরের ন্যায় আযাব হইতে রক্ষাকারী হইতে পারে। (তাৰারামী, মাজমায়ে যাওয়ায়ে)

٤٣ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَكُمْ عَبْدِنِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرْتَنِي، فَإِنْ ذَكَرْتَنِي فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرْتَنِي فِي مِلْءِ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقْرَبَ إِلَيَّ شَبَرًا تَقْرَبَتْ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقْرَبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقْرَبَتْ إِلَيْهِ بَاغًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرَوْلَةً. رواه البخاري، باب قول الله تعالى وبعثركم الله نفسه ٦٩٤ طبع دار ابن كثير

بیروت

৭৩. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি বান্দাৰ সহিত ঐকুপ ব্যবহার কৰি যেৱেপ সে আমাৰ প্ৰতি ধাৰণা পোৰণ কৰে। যখন সে আমাকে স্মৰণ কৰে তখন আমি তাহাৰ সঙ্গে থাকি। যদি সে আমাকে আপন মনে স্মৰণ কৰে তবে আমিও তাহাকে আপন মনে স্মৰণ কৰি। অৱি যদি সে মজলিসে আমাৰ স্মৰণ কৰে তবে আমি সেই মজলিস

হইতে উভয় অথাবা ফেরেশতাদের মজলিসে তাহার আলোচনা করিব। যদি বান্দা আমার প্রতি এক বিঘত অগ্রসর হয় তবে আমি একহাত তাহার প্রতি অগ্রসর হই। যদি সে আমার প্রতি এক হাত অগ্রসর হয় তবে আমি তাহার প্রতি দুই হাত অগ্রসর হই। যদি সে আমার প্রতি হাঁটিয়া আসে তবে আমি তাহার প্রতি দোড়াইয়া আসি। (বোথারী)

ফায়দা : অর্থাৎ যে ব্যক্তি নেক আমল দ্বারা যত বেশী আমার নৈকট্য হাসিল করে, আমি উহা অপেক্ষা বেশী আপন রহমত ও সাহায্য সহ তাহার প্রতি অগ্রসর হই।

٧٤- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ أَنَا مَعَ عَبْدِي إِذَا هُوَ ذَكَرْنِي وَتَحْرِكْتَ بِي شَفَاتَهُ رواه ابن

ماجه، باب فضل الذكر، رقم: ٣٧٩٢

৭৪. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার এরশাদ, যখন আমার বান্দা আমাকে স্মরণ করে এবং তাহার ঠোট আমার স্মরণে নড়াচড়া করিতে থাকে তখন আমি তাহার সঙ্গে থাকি।

(ইবনে মাজাহ)

٧٥- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُشَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قُدْ كَثُرَتْ عَلَىِّ فَأَخِيرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشْبِئُ بِهِ قَالَ لَا يَبْرُأُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ رواه الترمذى وقال: هذا حديث

حسن غريب، باب ما جاء في فضل الذكر، رقم: ٣٣٧٥

৭৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুস্র (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক সাহাবী আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, শরীয়তের ছকুম তো অনেক রহিয়াছে (যাহার উপর আমল করা জরুরী, কিন্তু) আমাকে এমন কোন আমল বলিয়া দিন যাহা আমি নিজের অযীফা বানাইয়া লইব। তিনি এরশাদ করিলেন, তোমার জিহ্বা যেন সর্বদা আল্লাহ তায়ালার ফিকিরে সিঞ্চ থাকে। (তিরমিয়ী)

٧٦- عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَخِيرُ كَلْمَةٍ فَارْفَعْتُ عَلَيْهَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَلَمَّا قُلَّتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخِيرُنِي بِأَحَبِّ الْأَغْمَالِ إِلَيِّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ أَنْ تَمُوتَ وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى

كشف الأستار ونفعه: قُلْتَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِأَفْضَلِ الْأَعْمَالِ

^{٧٤} /١- مجمع الزوائد، إسناده في حسن الہیضی، الحديث...، أقربها إلى الله...، الحدیث، وحسن الہیضی، إسناده في مجمع الزوائد.

৭৬. হ্যরত মুআয় ইবনে জাবাল (রায়িৎ) বলেন, বিদায়কালে
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আমার শেষ কথাবার্তা
যাহা হইয়াছিল তাহা এই ছিল যে, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সমস্ত
আমলের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় আমল কি? এক
রেওয়ায়াতে আছে, হ্যরত মুআয় (রায়িৎ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামকে বলিলেন, আমাকে সর্বাপেক্ষা উত্তম আমল এবং সর্বাপেক্ষা
আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য দানকারী আমল বলিয়া দিন। এরশাদ করিলেন,
এমন অবস্থায় তোমার মৃত্যু আসে যে, তোমার জিস্তা আল্লাহ তায়ালার
যিকিরে সিক্ত থাকে। (আর ইহা তখনই সম্ভব হইতে পারে যখন
জিন্দেগীতে যিকিরের এহতাম থাকিবে।)

(ଆମ୍ବଲୁଳ ଇଯାଓମେ ଓଜ୍ଜ୍ଵାଇଲାହ, ବାୟ୍ୟାର, ମାଜମାୟେ ଯାଓସ୍ୟାଯେଦ)

ଫାୟଦା ୧ ବିଦ୍ୟାଯକାଳେର ଅର୍ଥ ହଇଲ, ରାସୁଲୁମ୍ବାହ ସାନ୍ତାନ୍ତାହ ଆଲାଇହି ଓ ଯାସାନ୍ତାମ ହ୍ୟରତ ମୁଆୟ (ରାଯିଃ)କେ ଇୟାମାନେର ଆମୀର ନିୟନ୍ତ୍ର କରିଯା ପାଠାଇଯାଛିଲେନ । ସେହି ସମୟ ଏହି କଥାବାର୍ତ୍ତ ହଇଯାଛିଲ ।

٧٧- عن أبي التربادِ رضيَ اللهُ عنه قالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا أَبْشَكُمْ
بِخَيْرٍ اغْمَدُوكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَأَرْفَعُهَا لِيَ فَرَجَاهُكُمْ،
وَخَيْرُكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الدَّهْبِ وَالْوَرْقِ، وَخَيْرُكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا
عَذَابَكُمْ فَسَطِّرُوهَا أَغْنَاهُمْ وَيَسْتَرُوهَا أَغْنَاهُمْ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ:

ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى و رواه الترمذى، باب منه كتاب الدعوات، رقم: ٣٢٧٧

৭৭. হ্যরত আবু দারদা (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি কি তোমাদিগকে এমন
আমল বলিয়া দিব না, যাহা তোমাদের আমলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম,
তোমাদের মালিকের নিকট সর্বাপেক্ষা পরিত, তোমাদের মর্যাদাকে
সর্বাপেক্ষা উন্নতকরী, সোনারূপ আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় খরচ করা
অপেক্ষাও উত্তম এবং জেহাদে তোমরা শক্তকে কতল করিবে আর তাহারা
তোমাদিগকে কতল করে ইহা হইতেও উত্তম হয়? সাহাবা (রায়িঃ) আরজ
করিলেন, অবশ্যই বলিয়া দিন। তিনি এরশাদ করিলেন, তাহা হইল,
আল্লাহ তায়ালার যিকির (ত্রিমিয়ী) / youtube.com/alamin5g

٤٧٨ - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: أربع من أغطيهم فقد أعطى خير الدنيا والآخرة: قلبًا شاكراً، ولساناً ذاكراً، ويدنا على البلاء صابراً، وزوجة لا تبغىه خوناً في نفسها ولا مالية. رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجال الأوسط رجال الصحيح.

مجمع الروايات ٥٠٢

৭৮. হযরত ইবনে আববাস (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, চারটি জিনিস এমন রহিয়াছে, যে উহা পাইয়া গেল সে দুনিয়া আখেরাতের সকল কল্যাণ পাইয়া গেল। শোকরকারী দিল, যিকিরকারী জিহ্বা, মুসীবতের উপর সবরকারী শরীর এবং এমন স্ত্রী যে না নিজের ব্যাপারে খেয়ানত করে, অর্থাৎ চরিত্রকে পাক রাখে, আর না স্বামীর অর্থ সম্পদে খেয়ানত করে।

(তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٤٧٩ - عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ما من يوم وليلة إلا لله من يعنده به على عباده وصدقه، وما من اللهم على أحد من عباده الفضل من أن يلهمه ذكره. (وهو جزء من الحديث) رواه الطبراني في الكبير، وفيه: موسى بن عقبوب الرمعي، ونفه ابن معن وابن حبان، وضفه ابن الصدقي وغيره، وبقية رجاله ثقات، مجمع الروايات ٤٩٤/٢

৭৯. হযরত আবু দারদা (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে প্রতিদিন বান্দাগণের উপর দয়া ও সদকা হইতে থাকে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা কাহাকেও আপন যিকিরের তোফিক নসীব করেন ইহা অপেক্ষা বড় কোন দয়া বান্দার উপর হইতে পারে না।

(তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٤٨٠ - عن حنظلة الأمسيدى رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: والذى نفسى بيدها إن لؤلؤة مون على ما تكونون عندي، وفي الذكر، لصافحتكم الملائكة على فرشكم، وفي طرقكم، ولكن، يا حنظلة! ساعة وساعة ثلاثة موارد. رواه مسلم، باب فضل دوام

৮০. হ্যরত হানযালা উসাইদী (রায়ঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সেই সত্ত্বার কসম যাঁহার হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের অবস্থা যদি ঐরূপ থাকে যেরূপ আমার নিকট থাকা অবস্থায় থাকে এবং তোমরা সর্বদা আল্লাহ তায়ালার যিকিরে মশগুল থাক তবে ফেরেশতাগণ তোমাদের বিছানার উপর এবং তোমাদের রাস্তায় তোমাদের সহিত মুসাফাহা করিতে আবস্থ করিবে। কিন্তু হানযালা, কথা হইল, এই অবস্থা কখনও কখনও হইয়া থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা তিনবার বলিলেন। অর্থাৎ মানুষের একই রকম অবস্থা সর্বদা বিদ্যমান থাকে না, বরং অবস্থা হিসাবে পরিবর্তন হইতে থাকে। (মুসলিম)

- ৮১ - عَنْ مَعَاذِبْنِ جَلَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَيْسَ
يَتَحَسَّرُ أَفْلَى الْجَنَّةِ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا عَلَى سَاعَةٍ مَرَأَتْ بِهِمْ لَمْ يَذْكُرُوا
اللَّهَ عَزَّوَجَلَ فِيهَا. رواه الطبراني في الكبير والبيهقي في شعب الإيمان وهو

حدیث حسن، الحجامع الصغير ১/৪৬

৮১. হ্যরত মুআয় ইবনে জাবাল (রায়ঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জান্নাতীদের জান্নাতে যাওয়ার পর দুনিয়ার কোন জিনিসের জন্য আফসোস হইবে না। শুধু এ সময়ের জন্য আফসোস হইবে যাহা দুনিয়াতে আল্লাহ তায়ালার যিকির ব্যতীত অতিবাহিত হইয়াছে। (তাবারানী, বাইহাকী, জামে সংগীর)

- ৮২ - عَنْ سَهْلِ بْنِ خَنْبِيرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَدْوَا حَقَّ
الْمَجَالِسِ: أَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. (الحدیث) رواه الطبراني في الكبير وهو

حدیث حسن، الحجامع الصغير ১/৫৬

৮২. হ্যরত সাহল ইবনে তনাইফ (রায়ঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মজলিসসমূহের হক আদায় কর। (তন্মধ্যে একটি এই যে,) উহাতে অধিক পরিমাণে আল্লাহ তায়ালার যিকির কর। (তাবারানী, জামে সংগীর)

- ৮৩ - عَنْ عَقْبَةِ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا مِنْ
رَأِكَبْ يَخْلُو فِي مَسِيرِهِ بِاللَّهِ وَذِكْرِهِ إِلَّا رَدَفَهُ مَلَكٌ، وَلَا
يَخْلُو بِشَغْرٍ وَنَعْوَةٍ إِلَّا رَدَفَهُ شَيْطَانٌ. رواه الطبراني وابن ساده حسن.

for more books <https://youtube.com/1amin5g>

৮৩. হ্যরত ওকবা ইবনে জামের (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে আরোহী আপন সফরে দিলকে দুনিয়ার কথাবার্তা হইতে সরাইয়া আল্লাহ তায়ালার প্রতি ধ্যান রাখে, ফেরেশতা তাহার সঙ্গী হইয়া যায়। আর যে ব্যক্তি বাজে কবিতা বা অন্য কোন অনর্থক কাজে লাগিয়া থাকে, শয়তান তাহার সঙ্গী হইয়া যায়। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

**عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَثْلُ الدِّينِ
يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالدِّينُ لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثْلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ.**
مَثْلُ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ، رَقْ: ٦٤٠٧، وَفِي رِوَايَةِ لَسْلِيمٍ: مَثْلُ الْبَيْتِ الدِّينِ
يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهِ وَالْبَيْتُ الدِّينِ لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهِ مَثْلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ.

باب استعياب صلاة تناقله في بيته رقم: ١٨٢٣

৮৪. হ্যরত আবু মুসা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার যিকির করে আর যে যিকির করে না, তাহাদের উভয়ের উদাহরণ জীবিত ও মৃত্যের ন্যায়। যিকিরকারী জীবিত ও যে যিকির করে না সে মৃত। এক রেওয়ায়াতে ইহাও আছে যে, সেই ঘরের উদাহরণ যাহাতে আল্লাহ তায়ালার যিকির করা হয় জীবিত ব্যক্তির ন্যায়, অর্থাৎ উহা আবাদ। আর যে ঘরে আল্লাহ তায়ালার যিকির হয় না উহা মৃত ব্যক্তির ন্যায়। অর্থাৎ অনাবাদ। (বোধারী, মুসলিম)

**عَنْ مَعَاذِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ:
أَئِ الْجَهَادُ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ: أَكْثَرُهُمْ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ذِكْرُهُ
قَالَ: فَأَئِ الصَّائِمُونَ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ: أَكْثَرُهُمْ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
ذِكْرُهُمْ ذِكْرُ لَهَا الصَّلَاةُ وَالرُّكُوُّ وَالْحَجَّ وَالصَّدَقَةُ كُلُّ ذِكْرٍ
وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: أَكْثَرُهُمْ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ذِكْرُهُ
أَبُوبَكْرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِعُمْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَا أَبَا حَفْصٍ اذْهَبْ
الَّذِينَ كُرُونَ بِكُلِّ خَيْرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَجْلٌ رَوَاهُ أَحْمَدٌ ٤٨٢/٢**

৮৫. হ্যরত মুআয় (রাযিঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিল, কোন জেহাদের সওয়াব

সবচেয়ে বেশী? এরশাদ করিলেন, যে জেহাদে আল্লাহ তায়ালার যিকির সবচেয়ে বেশী করা হয়। জিঞ্জসা করিল, রোযাদারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সওয়াব কে পাইবে? এরশাদ করিলেন, যে আল্লাহ তায়ালার যিকির সবচেয়ে বেশী করিবে। এমনিভাবে নামায, যাকাত, হজ্জ এবং সদকা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন যে, সেই নামায, যাকাত, হজ্জ এবং সদকা সবচেয়ে উত্তম হইবে যাহাতে আল্লাহ তায়ালার যিকির বেশী হইবে। হ্যরত আবু বকর (রায়িৎ) হ্যরত ওমর (রায়িৎ)কে বলিলেন, হে আবু হাফস, যিকিরকারীগণ সমস্ত ভালাই ও কল্যাণ লইয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, একেবারে ঠিক কথা বলিয়াছ। (মুসনাদে আহমাদ)

ফায়দা ৪ আবু হাফস হ্যরত ওমর (রায়িৎ)এর কুনিয়াত বা উপনাম।

عَنْ أَبِي هُرَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَبْقَى الْمُفْرَدُونَ، قَالُوا: وَمَا الْمُفْرَدُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الْمُسْتَهْزَئُونَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ بَصُرُّ الدِّرْكَ عَنْهُمْ افْتَأْلَمُهُمْ فَيَأْتُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خَفَافًاً。 رواه الترمذى و قال: هنا حدث حسن غريب، باب سب

المفردات ٢٥٩٦، رقم: ٥٠٠٠٠

৮৬. হ্যরত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুফারিদগণ অনেক অগ্রগামী হইয়া গিয়াছে। সাহাবা (রায়িৎ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, মুফারিদ কাহারা? এরশাদ করিলেন, আল্লাহ তায়ালার যিকিরের উপর আত্মোৎসর্গকারী। যিকির তাহাদের বোঝাকে হালকা করিয়া দিবে। সুতরাং তাহারা কেয়ামতের দিন হালকা ও ভারহীন অবস্থায় আসিবে। (তিরিয়ী)

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَنْ أَنْ زَجْلًا فِي جَنَّةِ دَرَاهِمْ يُقْسِمُهَا، وَآخَرُ يَذْكُرُ اللَّهُ كَانَ ذِكْرُ اللَّهِ أَفْضَلَ。 رواه الطبراني في الأوسط و رجاله و ثقاته، مجمع الزوائد ١٠/٧٢

৮৭. হ্যরত আবু মুসা (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যদি এক ব্যক্তির নিকট অনেক টাকা পয়সা থাকে আর সে উহা বন্টন করিতেছে আর অপর এক ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার যিকিরে মশওল থাকে তবে আল্লাহ তায়ালার যিকির (কারী) উত্তম। (তাবরানী, মাজুত ও খাওয়ায়দে)

-٨٨ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: من أتى ذكر الله فقد برأ من النفاق. رواه الطبراني في الصغير وهو حديث

صحب، الحادى الصغير / ٦٧٩

৮৮. হ্যরত আবু হোরায়রা (রায়ি) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার যিকির অধিক পরিমাণে করে সে মোনাফেকী হইতে মুক্ত।

(তাবারানী، জামে সগীর)

-٨٩ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: ليدُكُنَ اللَّهُ قَوْمٌ عَلَى الْفَرْشِ الْمُمَهَّدَةِ يُذْخِلُهُمُ الْجَنَّاتِ الْعُلَىِ

رواہ أبو بعلی وابنادہ حسن، مجمع الروايات ١٠/٨٠

৮৯. হ্যরত আবু সাঈদ খুদরী (রায়ি) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বহু লোক এমন রহিয়াছে যাহারা নরম নরম বিছানার উপর আল্লাহ তায়ালার যিকির করে। আল্লাহ তায়ালা সেই যিকিরের বরকতে তাহাদিগকে জান্নাতের উচ্চ মর্যাদায় পৌছাইয়া দেন। (আবু ইয়ালা, মাজমায়ে যাওয়ায়ে)

-٩٠ - عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كأن النبي ﷺ إذا صلَّى الفجر تربع في مجيسيه حتى تطلع الشمس حسناً. رواه أبو داود.

باب في الرجل ب مجلس متربعاً، رقم: ٤٨٥

৯০. হ্যরত জাবের ইবনে সামুরাহ (রায়ি) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায শেষ করিয়া ভালভাবে সূর্যোদয় হওয়া পর্যন্ত আসন করিয়া বসিয়া থাকিতেন। (আবু দাউদ)

-٩١ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: لأنَّ الفُدَدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ صَلَاةِ الْفَدَاءِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيْيَّ مِنْ أَنْ أَغْبِقَ أَرْبَعَةَ مِنْ وَلْدِ إِسْمَاعِيلَ، وَلَأَنَّ الفُدَدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَيْيَّ أَنْ تَغْرِبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيْيَّ مِنْ أَنْ أَغْبِقَ أَرْبَعَةَ رواه أبو داود، باب في القصص،

رقم: ٣٦٦٧

৯১. হ্যরত আমান ইবনে মালেক (রায়ি) হইতে বর্ণিত আছে যে,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি ফজরের নামাযের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত এমন এক জামাতের সহিত বসিয়া থাকি যাহারা আল্লাহ তায়ালার যিকিরে মশগুল রহিয়াছে, ইহা আমার নিকট হ্যরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বৎশের চারজন গোলাম আযাদ করা হইতে অধিক পছন্দনীয়। এমনিভাবে আসরের নামাযের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত এমন জামাতের সহিত বসিয়া থাকি যাহারা আল্লাহ তায়ালার যিকিরে মশগুল রহিয়াছে, ইহা আমার নিকট হ্যরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বৎশের চারজন গোলাম আযাদ করা হইতে অধিক প্রিয়। (আবু দাউদ)

ফায়দা : হ্যরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বৎশের গোলামের উল্লেখ এইজন্য করিয়াছেন যে, তাহারা আরবদের মধ্যে উত্তম ও সম্ভাস্ত হওয়ার কারণে বেশী মূল্যবান।

- ১ -
 عن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَةٌ يَطْوِفُونَ فِي الْطَّرِيقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الدُّجَرِ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا هَلْمُوا إِلَى حَاجِتِكُمْ، فَيَحْفَوْنَهُمْ بِأَجْبَحِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّجَرِيَّةِ، قَالَ: فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ عَزَّوْ جَلَّ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ: مَا يَقُولُ عِبَادِي؟ فَيَقُولُ: يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ، وَيُخْمَدُونَكَ، وَيُمَجِّدُونَكَ فَيَقُولُ: هَلْ رَأَوْنِي؟ فَيَقُولُونَ: لَا، وَاللَّهِ مَا رَأَوْكَ، فَيَقُولُ: كَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي؟ فَيَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْكَ كَانُوا أَشَدُ لَكَ عِبَادَةً، وَأَشَدُ لَكَ تَمْجِيدًا، وَأَكْثَرُ لَكَ تَسْبِيحًا، فَيَقُولُ: فَمَا يَسْأَلُونِي؟ قَالَ: يَسْأَلُونِكَ الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ: وَهُلْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لَا، وَاللَّهِ يَارَبِّ مَا رَأَوْهَا، فَيَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ آتَهُمْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لَوْ آتَهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدُ عَلَيْهَا حِرْصًا وَأَشَدُ لَهَا طَلْبًا وَأَغْظَمُ فِيهَا رَغْبَةً، قَالَ: قَمِّمْ يَعْوَذُونَ؟ فَيَقُولُونَ: مِنَ النَّارِ، فَيَقُولُ: وَهُلْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لَا، وَاللَّهِ يَارَبِّ مَا رَأَوْهَا، فَيَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدُ مِنْهَا فِرَارًا وَأَشَدُ لَهَا مَخَافَةً، فَيَقُولُ: فَأَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفِرْتَ لَهُمْ يَقُولُ مَلَكُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ:

**فِيهِمْ فَلَانْ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ قَالَ: هُمُ الْجُلَسَاءُ لَا
يَشْفَى جَلِيلُهُمْ رواه البخاري، باب فضل ذكر الله عزوجل، رقم: ٦٤٠٨**

১২. হযরত আবু হোরায়রা (রায়ঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ফেরেশতাদের একটি জামাত রহিয়াছে যাহারা আল্লাহ তায়ালার যিকিরকারীদের তালাশে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ান। যখন তাহারা এরূপ কোন জামাত পান যাহারা আল্লাহ তায়ালার যিকিরে মশগুল আছে তখন একে অপরকে ডাকিয়া বলেন, আস, এখানে তোমাদের আকাঞ্চিত জিনিস রহিয়াছে। অতঃপর সেই সমস্ত ফেরেশতাগণ সমবেত হইয়া দুনিয়ার আসমান পর্যন্ত সেই সকল লোকদেরকে আপন পাখা দ্বারা ঘিরিয়া ফেলেন। আল্লাহ তায়ালা সেই ফেরেশতাগণকে জিজ্ঞাসা করেন, অথচ আল্লাহ তায়ালা সেই ফেরেশতাগণ হইতে অধিক জানেন, আমার বাল্দাগণ কি বলিতেছে? ফেরেশতাগণ উন্নরে বলেন, তাহারা আপনার পবিত্রতা, বড়ত্ব, প্রশংসা ও মহস্তের আলোচনায় মশগুল রহিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা পুনরায় ফেরেশতাগণকে জিজ্ঞাসা করেন, তাহারা কি আমাকে দেখিয়াছে? ফেরেশতাগণ বলেন, আল্লাহর কসম, তাহারা আপনাকে দেখে নাই। এরশাদ হয় যে, যদি তাহারা আমাকে দেখিত তবে কি অবস্থা হইত? ফেরেশতাগণ আরজ করেন, যদি তাহারা আপনাকে দেখিতে পাইত তবে আরো বেশী এবাদতে মশগুল হইত এবং ইহা অপেক্ষা আরো বেশী আপনার পবিত্রতা ও প্রশংসা করিত। অতঃপর আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে এরশাদ হয় যে, তাহারা আমার নিকট কি প্রার্থনা করিতেছে? ফেরেশতাগণ আরজ করেন, তাহারা আপনার নিকট জামাত চাহিতেছে। এরশাদ হয়, তাহারা কি জামাত দেখিয়াছে? ফেরেশতাগণ আরজ করেন, যদি তাহারা জামাত দেখে নাই। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে এরশাদ হয়, যদি তাহারা জামাত দেখিত তবে তাহাদের কি অবস্থা হইত? ফেরেশতাগণ আরজ করেন, যদি তাহারা জামাত দেখিত তবে তাহারা ইহা হইতে অধিক জামাতের আশ্রয় ও আকাঙ্ক্ষা করিত এবং উহার চেষ্টায় লাগিয়া যাইত। অতঃপর আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে এরশাদ হয়, কোন জিনিস হইতে আশ্রয় চাহিতেছে? ফেরেশতাগণ আরজ করেন, তাহারা জাহানাম হইতে আশ্রয় চাহিতেছে? আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে এরশাদ হয়, তাহারা জাহানাম দেখিয়াছে? ফেরেশতাগণ আরজ করেন, আল্লাহর কসম, হে পরওয়ারদিগার, তাহারা

for more videos <https://www.youtube.com/annaaba>
 দেখে নাই। এরশাদ হয়, যদি দেখিত তবে কি অবস্থা হইত? ফেরেশতাগণ
 আরজ করেন, যদি দেখিত তবে আরো বেশী উহাকে ভয় করিত এবং উহা
 হইতে পলায়নের চেষ্টা করিত। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে এরশাদ হয়,
 আচ্ছা, তোমরা সাক্ষী থাক, আমি সেই মজলিসের সকলকে মাফ করিয়া
 দিলাম। এক ফেরেশতা এক ব্যক্তি সম্পর্কে আরজ করেন যে, উক্ত ব্যক্তি
 আল্লাহ তায়ালার যিকিরকারীদের মধ্যে শামিল ছিল না, বরং নিজের
 কোন প্রয়োজনে মজলিসে আসিয়াছিল (এবং তাহাদের সহিত বসিয়া
 গিয়াছিল)। এরশাদ হয়, ইহারা এমন মজলিসওয়ালা যে, তাহাদের সহিত
 যে বসে সেও (আল্লাহ তায়ালার রহমত হইতে) বক্ষিত হয় না। (বোখারী)

٩٣ - عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ سَيَّارَةً مِنَ
 الْمَلَائِكَةِ يَطْلُبُونَ حِلْقَ الدَّجْرِ، فَإِذَا أَتَوْا عَلَيْهِمْ وَحَفَّوْا بِهِمْ، ثُمَّ
 بَعْثُوا رَانِدَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ إِلَى رَبِّ الْعِزَّةِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَيَقُولُونَ:
 رَبَّنَا أَتَيْنَا عَلَى عِبَادِكَ يَعْظِمُونَ آلَاءَكَ، وَيَتَلَوُنَ كِتَابَكَ،
 وَيُصْلُوْنَ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدَ، وَيَسْأَلُونَكَ لِآخِرَتِهِمْ وَدُنْيَاِهِمْ،
 فَيَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: غَشُّهُمْ رَحْمَتِي، فَيَقُولُونَ يَا رَبِّ، إِنَّ فِيهِمْ
 قَلَّاتِ الْخَطَّاءِ إِنَّمَا اغْتَثَقُهُمْ اغْتَثَاقًا، فَيَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: غَشُّهُمْ
 رَحْمَتِي، فَهُمْ الْجَلَسَاءُ لَا يَشْفَى بِهِمْ جَلِسُهُمْ. رواه البزار من طريق
 زائدة بن أبي الرقاد، عن زياد التميمي، وكلاهما وثق على ضعفه، فعاد هذا إسناده
 حسن، مجمع الروايات ٧٧/١.

৯৩. হযরত আনাস (রায়ঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি
 ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তায়ালার ফেরেশতাদের
 মধ্যে একটি জামাত রহিয়াছে যাহারা যিকিরের হালকাসমূহের তালাশে
 ঘুরিয়া বেড়ান। যখন তাহারা যিকিরের হালকার নিকট পৌছেন এবং
 উহাকে ঘেরাও করিয়া লন তখন (পয়গাম সহকারে) নিজেদের একজন
 প্রতিনিধি আল্লাহ তায়ালার নিকট আসমানে প্রেরণ করেন। তিনি সকলের
 পক্ষ হইতে আরজ করেন, হে আমাদের পরওয়ারদিগার, আমরা আপনার
 ত্রি সকল বান্দাগণের নিকট হইতে আসিয়াছি, যাহারা আপনার
 নেয়ামতসমূহ (কুরআন, সুরাম, ইসলাম)এর মহত্ব বর্ণনা করিতেছে,
 আপনার কিতাবের তেলাওয়াত করিতেছে, আপনার নবী মুহাম্মদ
 সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দর্দন পাঠাইতেছে এবং নিজেদের
 আবেরাত ও দুনিয়ার কল্যাণ আপনার নিকট চাহিতেছে আল্লাহ তায়ালার

এরশাদ করেন, তাহাদিগকে আমার রহমত দ্বারা ঢাকিয়া দাও। ফেরেশতাগণ বলেন, হে আমাদের পরওয়ারদিগার, তাহাদের সঙ্গে একজন গুনাহগার বান্দাও রহিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, তাহাদের সকলকে আমার রহমত দ্বারা ঢাকিয়া দাও। কারণ ইহা এমন লোকদের মজলিস যে, তাহাদের সহিত উপবেশনকারীও (আল্লাহ তায়ালার রহমত হইতে) বঞ্চিত হয় না। (বায়ার, মাজমায়ে ফাওয়ায়েদ)

٩٣ - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ: مَا مِنْ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ إِلَّا وَجْهَهُ إِلَّا نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ قَوْمًا مَفْقُورًا لِكُمْ، فَقَدْ بَدَأْتُمْ سِيَّئَاتَكُمْ حَسَنَاتِ رواهُ أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى وَالبَزَارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ: مِيمُونُ الْمَرْتَنِيُّ، وَنَفَهُ حَسَاعَةُ، وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَبَقِيَّةُ رِحَالِ أَحْمَدٍ رِحَالُ الصَّحْبِيِّ

مجمع الروايات ٧٥/١٠

৯৪. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রায়ি)⁸ হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে সকল লোক আল্লাহ তায়ালার যিকিরের জন্য সমবেত হয় এবং আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভ করাই তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়। এমতাবস্থায় (উক্ত মজলিস শেষ হওয়ার পর আল্লাহ তায়ালার হৃকুমে) আসমান হইতে একজন ফেরেশতা ঘোষণা করেন যে, ক্ষমাপ্রাপ্ত হইয়া উঠিয়া যাও। তোমাদের গুনাহগুলিকে নেকী দ্বারা পরিবর্তন করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

(মুসমাদে আহমদ, তাবাৰানী, আবু ইয়ালা, বায়ার, মাজমায়ে ফাওয়ায়েদ)

٩٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا شَهَداَ عَلَى النَّبِيِّ قَالَ: لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا حَفَّتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَغَشِّيَّتُهُمُ الرَّحْمَةُ، وَنَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ رواه مسلم، باب فضل الامتناع على ثلاثة

القرآن ٦٨٥٥، رقم:

৯৫. হযরত আবু হোরায়রা (রায়ি)⁸ ও হযরত আবু সাউদ খুদরী (রায়ি)⁸ তাহারা উভয়ে এই কথার সাক্ষ্য দেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে জামাত আল্লাহ তায়ালার যিকিরে মশগুল হয় ফেরেশতাগণ উক্ত জামাতকে ফিরিয়া দেন, রহমত

ওলোক ও যিকির
for more videos <https://youtube.com/annaaba>
তাহাদিগকে ঢাকিয়া লয়। তাহাদের উপর সকীনা নাযিল হয় এবং আল্লাহ
তায়ালা ফেরেশতাদের মজলিসে তাহাদের আলোচনা করেন। (মুসলিম)

٩٦ - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَيَعْنَى
اللَّهُ أَفْوَامَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي وُجُوهِهِمُ التُّورُ عَلَى مَنَابِرِ الْقُوَّلُونِ،
يَبْطِئُهُمُ النَّاسُ، لَيُسُوا بَأْنِيَاءَ وَلَا شَهِدَاءَ. قَالَ: فَجَنَّا أَغْرَابِيَ عَلَى
رُكْبَتِيهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ حَلَّمْنِي لَنَا نَغْرِفُهُمْ، قَالَ: هُمُ
الْمُتَحَاوِبُونَ فِي اللَّهِ، مِنْ قَبَائِلَ شَتِّي وَبِلَادِ شَتِّي يَجْتَمِعُونَ عَلَى
ذِكْرِ اللَّهِ يَذْكُرُونَهُ. رواه الطبراني وإسناده حسن، مجمع الزوائد ١٠، ٧٧/١.

৯৬. হযরত আবু দারদা (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা কোন কোন লোকের হাশর এরূপভাবে করিবেন যে, তাহাদের চেহারায় নূর চমকাইতে থাকিবে। তাহারা মতির মিস্বারে বসিয়া থাকিবেন। লোকেরা তাহাদেরকে দৰ্শা করিবে। তাহারা নবী ও শহীদ হইবেন না। একজন গ্রাম্য সাহাবী হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, তাহাদের অবস্থা বর্ণনা করিয়া দিন যাহাতে আমরা তাহাদিগকে চিনিতে পারি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তাহারা এমন লোক হইবে, যাহারা আল্লাহ তায়ালার মহৱতে বিভিন্ন খান্দান হইতে, বিভিন্ন জায়গা হইতে আসিয়া এক জায়গায় সমবেত হইয়াছে এবং আল্লাহ তায়ালার যিকিরে মশগুল হইয়াছে। (তাবারানী, মাজুমায়ে যাওয়ায়েদ)

٩٧ - عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
يَقُولُ: عَنْ يَعْنِي الرَّحْمَنِ - وَكُلُّنَا يَدْعُي يَعْنِي - رِجَالٌ لَيُسُوا بَأْنِيَاءَ
وَلَا شَهِدَاءَ، يَغْشَى بَيْاضُ وُجُوهِهِمُ نَظَرُ النَّاطِرِينَ، يَبْطِئُهُمُ
الْبَيْوَنُ وَالشَّهِدَاءُ بِمَقْعِدِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِنَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ، قَبْلَ
يَارَسُولِ اللَّهِ مَنْ هُمْ؟ قَالَ: هُمْ جَمَاعٌ مِنْ نَوَازِعِ الْقَبَائِلِ،
يَجْتَمِعُونَ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ، فَيَتَّفَقُونَ أَطْبَابَ الْكَلَامِ كَمَا يَتَّفَقُنَّ أَكْلُ
الثَّغْرِ أَطْبَابَهُ. رواه الطبراني ورجله موتفون، مجمع الزوائد ١١، ٧٨/١.

৯৭. হযরত আমর ইবনে আবাসাহ (রায়িৎ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে

রহমানের ডান দিকে—আর তাহার উভয় হাতই ডান—এমন কিছু লোক থাকিবে, যাহারা না নবী হইবেন, না শহীদ হইবেন। তাহাদের চেহারার নূরানিয়াত দর্শকদের মনোযোগ তাহাদের দিকে নিবন্ধ করিয়া রাখিবে। তাহাদের উচ্চ মর্যাদা এবং আল্লাহ তায়ালার নিকটবর্তী হওয়ার কারণে নবী শহীদগণও তাহাদিগকে দীর্ঘ করিবেন। জিঞ্জাসা করা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, তাহারা কোন লোক হইবে? এরশাদ করিলেন, ইহারা ঐ সমস্ত লোক হইবে যাহারা বিভিন্ন খান্দান হইতে আপন পরিবার পরিজন ও আত্মীয় স্বজন হইতে দূরে যাইয়া আল্লাহ তায়ালার যিকিরের জন্য (এক জায়গায়) সমবেত হইত এবং তাহারা এমনভাবে বাছিয়া বাছিয়া ভাল কথা বলিত যেমন ঐ ব্যক্তি যে খেজুর খায় সে (খেজুরের স্তূপ হইতে) ভাল ভাল খেজুর বাছিয়া লইতে থাকে।

ফায়দা : হাদীস শরীফে বর্ণিত রহমানের ডান দিকের দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তায়ালার নিকট তাহাদের বিশেষ মর্যাদা হইবে। ‘রহমানের উভয় হাত ডান’ এর অর্থ হইল, ডান হাত যেমন অনেক গুণের অধিকারী হয় তেমনি আল্লাহ তায়ালার সস্তা গুণেরই আধার। তাহাদের প্রতি নবী ও শহীদগণের দীর্ঘান্বিত হওয়া তাহাদের সেই বিশেষ আগলের কারণে হইবে। যদিও নবী ও শহীদগণের মর্যাদা তাহাদের তুলনায় অনেক বেশী হইবে।

(মাজমায়ে বিহারিল আনোয়ার)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ بْنِ خُبَيْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَزَّلَتْ
هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي بَعْضِ آيَاتِهِ ۝ وَأَضِيرُ نَفْسَكَ
مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدُوَّةِ وَالْعَشَّيِ ۝، خَرَجَ يَلْتَمِسُ فَوْجَدَ
قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، مِنْهُمْ ثَابِرُ الرَّأْسِ، وَحَافُ الْجَلْدِ، وَذُو التَّوْبِ
الْوَاحِدِ، فَلَمَّا رَأَاهُمْ جَلَسَ مَعَهُمْ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ
لِي أَمْتَنِي مَنْ أَمْرَنِي أَنْ أَضِيرَ نَفْسِي مَعَهُمْ. رواه الطبراني و رحاله رجال

الصحيح، مجمع الزواد ٨٩/٧

১৮. হ্যরত আবদুর রহমান ইবনে সাহল ইবনে হনাইফ (রায়িঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ ঘরে ছিলেন, এমন সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হইল—

﴿وَأَضِيرُ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدُوَّةِ وَالْعَشَّيِ ۝﴾

করুন যাহারা সকাল সন্ধ্যা আপন রবকে ডাকে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর এই সকল লোকদের তালাশে বাহির হইলেন। এক জামাতকে দেখিলেন যে, তাহারা আল্লাহ তায়ালার যিকিরে মশগুল আছে। তাহাদের মধ্যে কিছুলোক এমন রহিয়াছে যাহাদের চুল এলোমেলো, চামড়া শুক্র এবং পরিধানে শুধু একটি মাত্র কাপড় রহিয়াছে (অর্থাৎ তাহার নিকট শুধু একটি লুঙ্গি রহিয়াছে)। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে দেখিয়া তাহাদের নিকট বসিয়া গেলেন এবং এরশাদ করিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালারই জন্য যিনি আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাদের নিকট স্বয়ং আমাকে বসিবার আদেশ করিয়াছেন। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

- ٩٩ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا غَنِيَّمَةُ مَجَالِسِ الذِّكْرِ؟ قَالَ: غَنِيَّمَةُ مَجَالِسِ الذِّكْرِ الْجَنَّةُ.

الجنة. رواه أحمد والطبراني وابن سعيد وأبي حمزة، مجمع الزوائد ١/٧٨

১৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রায়িঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, যিকিরের মজলিসের সওয়াব ও পূর্স্কার কি? তিনি এরশাদ করিলেন, যিকিরের মজলিসের সওয়াব ও পূর্স্কার হইল জান্নাত, জান্নাত। (মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

- ١٠٠ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْعَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: سَيَقْلِمُ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنْ أَهْلَ الْكَرَمِ، فَقِيلَ: وَمَنْ أَهْلُ الْكَرَمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: مَجَالِسُ الذِّكْرِ فِي الْمَسَاجِدِ.

المسجد. رواه أحمد وابن سعيد وأبي حمزة وأبي عبيدة كذلك، مجمع الزوائد ١/٧٥

১০০. হযরত আবু সাউদ খুদরী (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করিবেন, আজ কেয়ামতের ময়দানে সমবেত লোকেরা জানিতে পারিবে যে, সম্মানী ও মর্যাদাবান লোক কাহারা? আরজ করা হইল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই সম্মানী ও মর্যাদাবান লোক কাহারা হইবেন? এরশাদ করিলেন, মসজিদে যিকিরের মজলিস উয়ালাগণ। (মুসনাদে আহমাদ, আবু ইয়ালা, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

- ١٠١ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا
مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا، قَالُوا: وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: حَلْقَةُ
الْدُّكْرِ. رواه الترمذى، وقال: هذا حديث حسن غريب، باب حديث في أسماء الله
الحسنى، رقم: ٣٥١٠

101. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন জামাতের বাগানের উপর দিয়া অতিক্রম কর তখন খুব চারিয়া লইও। সাহাবা (রায়িঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, জামাতের বাগান কি? এরশাদ করিলেন, যিকিরের হালকা (বা মজলিস)। (তিরমিয়ী)

- ١٠٢ - عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى
حَلْقَةِ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: مَا أَجْلَسْتُكُمْ؟ قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ
وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلإِسْلَامِ، وَمَنْ بِهِ عَلَيْنَا، قَالَ: أَللَّهُ مَا
أَجْلَسْتُكُمْ إِلَّا ذَلِكَ؟ قَالُوا: وَاللَّهِ مَا أَجْلَسْنَا إِلَّا ذَلِكَ، قَالَ: أَمَا إِنِّي
لَمْ أَسْتَخْلِفْكُمْ تَهْمَةً لَكُمْ، وَلَكِنَّهُ أَنَّنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ
فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَاهِي بِكُمُ الْمُلَائِكَةُ. رواه مسلم، باب فضل

الاجتماع على نلاوة القرآن وعلى الذكر، رقم: ٦٨٥٧

102. হযরত মুআবিয়া (রায়িঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা (রায়িঃ)দের একটি হালকার নিকট গেলেন এবং তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা এখানে কেন বসিয়াছ? তাহারা আরজ করিলেন, আমরা আল্লাহ তায়ালার যিকির ও এই ব্যাপারে শোকর আদায় করিবার জন্য বসিয়াছি যে, আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে ইসলামের প্রতি হেদয়াত দান করিয়া আমাদের উপর মেহেরবানী করিয়াছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আল্লাহর কসম, তোমরা কি শুধু এইজন্যই বসিয়াছ? সাহাবা (রায়িঃ) আরজ করিলেন, আল্লাহর কসম, শুধু এইজন্যই বসিয়াছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমি তোমাদিগকে মিথ্যাবাদী মনে করিয়া কসম লই নাই, বরং ব্যাপার এই যে, জিবরাসুল আলাইহিস সালাম আমার নিকট আসিয়াছিলেন এবং এই সংবাদ শুনাইয়া গেলেন যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে লইয়া ফেরেশতাদের

١٠٣- عن أبي رَزِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ: إِذَا اذْلَكَ مِلَائِكَةً هَذَا الْأَمْرُ الَّذِي تُصِيبُ بِهِ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ؟ عَلَيْكَ بِمَعْجَالِيْسِ أَهْلِ الدُّنْكِ، وَإِذَا خَلَوْتَ فَحَرِّكْ لِسَانَكَ مَا اسْتَطَعْتَ بِهِ ذِكْرُ اللَّهِ، (الْحَدِيثُ رواه البیهقی في شعب الإيمان، مشکورة المصایح،

٠٠٣٥:

১০৩. হ্যুরত আবু রায়ীন (রাবিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদিগকে কি দীনের
বুনিয়াদী জিনিস বলিয়া দিব না, যাহা দ্বারা তোমরা দুনিয়া আখেরাতের
কল্যাণ হাসিল করিবে? আল্লাহ তায়ালার যিকিরে নিজের জিহ্বাকে
নাড়াইতে থাক। (বাইহাকী, মেশকাত)

١٠٣ - عَنْ أَبْنَىْ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَبْلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَ
جُلَسَانَا خَيْرٌ؟ قَالَ: مَنْ ذَكَرَكُمُ اللَّهُ رَوْيَتْهُ وَزَادَ فِي عَمَلِكُمْ
مَنْطَقَهُ، وَذَكَرَكُمْ بِالآخِرَةِ عَمَلُهُ۔ روایہ ابوبیعلی و فیہ مبارک بن حسان، وقد
وثق وبقیۃ رجال الصحيح، مجمع الزوائد. ٣٨٩ / ١

وثق وبقية رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد . ١/٢٨٩

১০৮. হ্যৱত ইবনে আবুস (রায়িঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসল্লামের নিকট আরজ করা হইল যে, আমাদের জন্য কোন
ব্যক্তির নিকট বসা উত্তম হইবে? তিনি এরশাদ করিলেন, যাহাকে দেখিলে
তোমাদের আল্লাহ তায়ালার কথা স্মরণ হয়, যাহার কথায় তোমাদের
আমলের মধ্যে উন্নতি হয়, এবং যাহার আমলের দ্বারা তোমাদের
আখেরাতের কথা স্মরণ হইয়া যায়। (আবু ইয়ালা, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٤٥- عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذكر الله ففلا ينفعه من خشية الله حتى يصيب الأرض من دموعه لم يعذبه الله تعالى يوم القيمة. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاستاد

٤/ الذهبي و رافقه بحراجة ولم

১০৫. হ্যৰত আনাস ইবনে মালেক (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী কর্যম সাল্লাল্লাহু আলাইহি শুল্লাসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি

আল্লাহ তায়ালার ধিকির করেন এবং আল্লাহ তায়ালার ভয়ে তাহার তোখ
হইতে কিছু পানি জমিনে গড়াইয়া পড়ে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা
তাহাকে আয়াব দিবেন না। (মুসতাদরাকে হাকেম)

١٠٦ - عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: لَيْسَ فِيَءَ أَحَبُّ
إِلَى اللَّهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَأَثْرَيْنِ: قَطْرَةٌ مِنْ دُمْوَعٍ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ،
وَقَطْرَةٌ دَمٌ تُهْرَاثٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَثْرٌ الْأَثْرَانِ فَأَثْرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَثْرٌ فِي فَرِيقَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن

غريب، باب ما جاء في فضل العرابطة، رقم: ١٦٦٩

১০৬. হযরত আবু উমামাহ (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী
করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ
তায়ালার নিকট দুই ফোটা ও দুই চিহ্ন অপেক্ষা কোন জিনিস অধিক প্রিয়
নাই। এক—অশুর ফোটা যাহা আল্লাহ তায়ালার ভয়ে বাহির হয়।
দ্বিতীয়—রক্তের ফোটা যাহা আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় প্রবাহিত হয়। আর
দুই চিহ্ন হইতে একটি আল্লাহ তায়ালার রাস্তার কোন চিহ্ন (যেমন জখম,
অথবা ধূলাবালি অথবা আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় চলার পদচিহ্ন)। আর
অপর চিহ্ন হইল যাহা আল্লাহ তায়ালার কোন ফরজ হৃকুম আদায়ের
কারণে হইয়াছে (যেমন সেজদার চিহ্ন অথবা হজের সফরের কোন চিহ্ন)।

(তিরমিয়ী)

١٠٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: سَبْعَةُ يُظَاهِّئُهُمْ
اللَّهُ فِي ظَلَمِهِ يَوْمَ لَا ظَلَلَ إِلَّا ظَلَلَ: إِمَامٌ عَذَلٌ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ
اللَّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مَعْلَقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلٌ تَحَاجَبَ فِي اللَّهِ،
اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ
وَجَمَالٌ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا
حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَائِلَهُ مَا تَنْفَقُ بِمِنْهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ حَالِي فَفَاضَ
عِيَاهُ. رواه البخاري، باب الصدقة باليمين، رقم: ١٤٢٣

১০৭. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী
করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সাত ব্যক্তি
যাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা এমন দিনে আপন রহমতের ছায়ায় স্থান
দিবেন যেদিন তাঁহার ছায়া ব্যক্তি আর কোন ছায়া থাকিবে না।

১—ন্যায়পরামরণ বাদশাহা ২—সেই যুক্ত যে ঘোষনে আল্লাহ তায়ালার এবাদত করে। ৩—সেই ব্যক্তি যাহারা অন্তর সর্বদা মসজিদের সহিত লাগিয়া থাকে। ৪—এমন দুই ব্যক্তি যাহারা আল্লাহ তায়ালার জন্য পরম্পর মহবত রাখে, ইহার ভিত্তিতেই তাহারা মিলিত হয় এবং পৃথক হয়। ৫—সেই ব্যক্তি যাহাকে কোন উচ্চ বংশীয়া সুন্দরী মহিলা নিজের দিকে আকৃষ্ট করে আর সে বলিয়া দেয় যে, আমি আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করি। ৬—সেই ব্যক্তি যে এমন গোপনে সদকা করে যে, তাহার বাম হাতও জানে না যে, ডান হাত কি খরচ করিল। ৭—সেই ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহ তায়ালার যিকির করে আর অশ্রু প্রবাহিত হইতে থাকে। (বোখারী)

١٠٨- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ وَلَمْ يَصْلُوَا عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ بَرَّةٌ فَإِنْ شَاءَ عَذَّبُهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ. رواه البرمني وقال: هذا حديث

حسن صحيح، باب ما جاء في القوم يجلسون ولا يذكرون الله، رقم: ٢٣٨.

১০৮. হ্যরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে সকল লোক এমন কোন মজলিসে বসিল যেখানে তাহারা না আল্লাহ তায়ালার যিকির করিল, আর না আপন নবীর উপর দরুদ পাঠাইল, কেয়ামতের দিন উচ্চ মজলিস তাহাদের জন্য লোকসানের কারণ হইবে। আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে আযাব দিবেন, ইচ্ছা করিলে মাফ করিয়া দিবেন। (তিরমিয়ী)

١٠٩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَعَدَ مَقْعِدًا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ بَرَّةٌ وَمَنْ اضطَجَعَ تَضَجَّعًا لَا يَذْكُرِ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ بَرَّةٌ. رواه أبو داود، باب

كرامة أن يقوم الرجل من محله ولا يذكر الله، رقم: ٤٨٥٦.

১০৯. হ্যরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি এমন কোন মজলিসে বসিল যেখানে আল্লাহ তায়ালার যিকির করিল না। উচ্চ মজলিস তাহার জন্য ক্ষতিকর হইবে। আর যে শয়ন করিবার সময় আল্লাহ তায়ালার যিকির করিল না, এই শয়নও তাহার জন্য ক্ষতিকর

— ১১০. عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعِدًا لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيهِ وَيَصْلُوْنَ عَلَى النَّبِيِّ، إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنْ أَدْخَلُوا الْجَنَّةَ لِلثُّوَابِ، رواه ابن حبان، قال

المحقق: استاده صحيح ٣٥٢ / ٢

১১০. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে সমস্ত লোক এমন কোন মজলিসে বসে যেখানে না তাহারা আল্লাহ তায়ালার যিকির করে আর না নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ পাঠায় কেয়ামতের দিন (যিকির ও দরুদ শরীফের) সওয়াব দেখিয়া তাহাদের আফসোস হইবে। যদিও তাহারা (নিজেদের অন্যান্য নেকীর কারণে) জামাতে যায়। (ইবনে হিবান)

— ১১১. عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيهِ إِلَّا قَامُوا عَنْ مِثْلِ جِفْنِيْهِ جِمَارٍ وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةٌ، رواه أبو داؤد، باب كراهة أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله، رقم: ٤٨٥٥

১১১. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে সমস্ত লোক কোন এমন মজলিস হইতে উঠে যেখানে তাহারা আল্লাহ তায়ালার যিকির করে নাই তাহারা যেন (দুর্গৰ্ভময়) মত গাধার নিকট হইতে উঠিয়াছে। আর এই মজলিস কেয়ামতের দিন তাহাদের জন্য আফসোসের কারণ হইবে।

(আবু দাউদ)

ফায়দা : আফসোসের কারণ এই জন্য হইবে যে, মজলিসে সাধারণতঃ অনর্থক কথাবার্তা হইয়াই যায়, যাহা পাকড়াওয়ের কারণ হইতে পারে। অবশ্য যদি উহাতে আল্লাহ তায়ালার যিকির করিয়া লওয়া হয় তবে উহা পাকড়াও হইতে বাঁচার কারণ হইয়া যাইবে। (বজলুল মাজহদ)

— ১১২. عن سَعْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُلُّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ:

أَيْغَرْزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْبِسَ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ

جلساتة: كِيفَ يَكْبِبُ أَحَدُنَا الْفَ حَسَنَةً؟ قَالَ: يَسْبِعُ مِائَةَ تَسْبِيحةً فَيُكَتَّبُ لَهُ الْفَ جَسَنَةً، وَتُحَطُّ عَنْهُ الْفَ حَطِينَةً، رواه

مسلم، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، رقم: ٦٨٥٢

১১২. হযরত সাদ (রায়িৎ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে বসিয়া ছিলাম। তিনি এরশাদ করিলেন, তোমাদের মধ্য হইতে কেহ কি দৈনিক একহাজার নেকী উপার্জন করিতে অক্ষম? তাহার নিকট বসিয়া থাকা লোকদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের মধ্য হইতে কেহ দৈনিক এক হাজার নেকী কিভাবে উপার্জন করিতে পারে? তিনি এরশাদ করিলেন, সুবহানাল্লাহ একশতবার পড়িলে তাহার জন্য একহাজার নেকী লিখিয়া দেওয়া হইবে এবং তাহার একহাজার গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে। (মুসলিম)

**١١٣- عَنْ التَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ مِمَّا تَذَكَّرُونَ مِنْ جَلَالِ اللَّهِ، التَّسْبِيحُ وَالتَّهْلِيلُ وَالتَّحْمِيدُ
يَنْعَطِفُنَ حَوْلَ الْعَرْشِ، لَهُنَّ دُوَّيْ كَذَوَى النَّخْلِ، تَذَكَّرُ بِصَاحِبِهِ،
أَمَا يَحْبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُ، أَوْ لَا يَزَالَ لَهُ، مَنْ يَذَكَّرُ بِهِ؟ رواه ابن**

ماجه، باب فضل التسبیح، رقم: ٢٨٠٩

১১৩. হযরত নোমান ইবনে বশীর (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন—

سُبْحَانَ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ

ঐ সমস্ত জিনিসের মধ্য হইতে যাহা দ্বারা তোমরা আল্লাহ তায়ালার মহত্ব বর্ণনা কর। এই কলেমাণ্ডলি আরশের চারিদিকে ঘুরিতে থাকে। মৌমাছির ন্যায় উহা হইতে ভন ভন আওয়াজ হইতে থাকে। এই কলেমাণ্ডলি এইভাবে আল্লাহ তায়ালার নিকট উহার পাঠকারীর আলোচনা করিতে থাকে। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তায়ালার দরবারে সর্বদা কেহ তোমাদের আলোচনা করিতে থাকুক? (ইবনে মাজাহ)

**١١٤- عَنْ يُسَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: عَلَيْكُنَّ
بِالْتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّقْدِيسِ وَأَغْفِدُنَّ بِالْأَنَاءِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْؤُلَاتٍ
مُسْتَطْفَاتٍ وَلَا تَغْفَلُنَ فَتَسْبِيْنَ الرَّحْمَةَ، رواه الترمذى وقال: هذا حديث**

for ১১৪. হ্�যরত ইস্টাইরাহ: (রায়ি)⁸ বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে বলিয়াছেন, তোমরা তসবীহ (অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ পড়া) ও তাহলীল (অর্থাৎ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়া) ও তাকদীস (অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করা, যেমন—**سُبْحَانَ الْمُلْكِ الْقَدُّوسِ** পড়া)কে নিজের উপর জরুরী করিয়া লও এবং আঙ্গুলের দ্বারা গণনা কর। কেননা আঙ্গুলসমূহকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, (যে, উহা দ্বারা কি আমল করিয়াছ? এবং উত্তরের জন্য উহাদিগকে) কথা বলার শক্তি দেওয়া হইবে। আর আল্লাহ তায়ালার যিকির হইতে গাফেল হইও না। নতুবা তোমরা নিজেদেরকে আল্লাহ তায়ালার রহমত হইতে বঞ্চিত করিবে। (তিরমিয়ী)

١١٥ - عَنْ أَبِي ذِئْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ مَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ غَرِبَتْ لَهُ نَعْلَةُ فِي الْجَنَّةِ. رواه البراء وإسناده حميد، مجمع الروايات، ١١١/١

১১৫. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রায়ি)⁸ বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সুবহান ল্লাহ ও ব্যক্তি পাঠ করে তাহার জন্য জামাতে একটি খেজুর গাছ লাগাইয়া দেওয়া হয়। (বায়ারা, মাজামায়ে যাওয়ায়েদ)

١١٦ - عَنْ أَبِي ذِئْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَّلَ أَيُّ الْكَلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَا اضْطَفَاهُ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ أَوْ لِعِبَادِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ. رواه مسلم، باب فضل سبحان الله وبحمده، رقم: ٦٩٢٥

১১৬. হ্যরত আবু যার (রায়ি)⁸ হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল যে, কোন কালাম সর্বাপেক্ষা উত্তম? তিনি এরশাদ করিলেন, সর্বাপেক্ষা উত্তম কালাম উহা যাহা আল্লাহ তায়ালা আপন ফেরেশতা বা বান্দাদের জন্য পছন্দ করিয়াছেন। উহা হইল **سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ** (মুসলিম)

١١٧ - عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ أَوْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةُ مَرَّةٍ كَثَبَ اللَّهُ لَهُ مِائَةُ الْفِ حَسَنَةٍ وَأَرْبَعَ مَائَةُ الْفِ حَسَنَةٍ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِذَا لَا يَهْلِكُ مَنَا أَحَدٌ؟

قَالَ يَلْمِى بْنُ أَعْدَكُمُ الْيَجِيءُ / بِالْحَسَنَتِ تُؤْتَى وَبِسُوءِهِ جَنَاحُ
أَنْفُلَتْ، ثُمَّ تَجِيءُ الْيَعْمُ فَذَهَبَ بِيَنْكَ، ثُمَّ يَطَّاولُ الرَّبُّ بَغْدَ ذَلِكَ
بِرَحْمَتِهِ. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد، البرغيب ٤٢١/٢

১১৭. হযরত আবু তালহা (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে বাজি একশতবার বলে তাহার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হইয়া যায়। যে বাজি একশতবার লেখা হয়। সাহাবা (রায়িৎ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এরশাদ করিলেন, (কিছু লোক তারপরও ধৰ্ষণ হইবে, কারণ) তোমাদের মধ্য হইতে একজন এই পরিমাণ নেকী লহয়া আসিবে যে, যদি পাহাড়ের উপর রাখিয়া দেওয়া হয় তবে উহা চাপা পড়িয়া যাইবে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতসমূহের মোকাবেলায় ঐ সমস্ত নেকী নিঃশেষ হইয়া যাইবে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আপন রহমত দ্বারা যাহাকে চাহিবেন সাহায্য করিবেন এবং ধৰ্ষণ হইতে বাঁচাইয়া লইবেন।

(মুসতাদরাকে হাকেম, তরগীব)

١١٨- عَنْ أَبِي ذَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّمَا أَخْبَرَكُ
بِأَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَخْبَرْتَنِي بِأَحَبِّ
الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ، فَقَالَ: إِنَّ أَحَبَّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ: سُبْحَانَ اللَّهِ
وَبِحَمْدِهِ. رواه مسلم، باب فضل سبحان الله وبحمده، رقم: ٦٩٢٦، والترمذى
إِنَّمَا قَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيْ وَبِحَمْدِهِ وَقَالَ: هَذَا حِدْثَ حَسْنٍ صَحِيفٍ، بَابُ أَيِّ
الْكَلَامِ أَحَبٌ إِلَى اللَّهِ، رقم: ٣٥٩٣ ۔

১১৮. হযরত আবু যার (রায়িৎ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি কি তোমাকে বলিব না যে, আল্লাহ তায়ালার নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় কালাম কি? আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম কি? এরশাদ করিলেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় কালাম হইল, আল্লাহ তায়ালার সুব্হানَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ (মুসলিম)
অপর রেওয়ায়াতে আছে, সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় কালাম হইল—

। سُبْحَانَ رَبِّيْ وَبِحَمْدِهِ (তিরমিয়ী)

for more books <https://www.youtube.com/alamim5g> ١١٩

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ

الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ تَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ. رواه الترمذى وقال: هذا

حديث حسن غريب، باب في فضائل سبحان الله وبحمده ۱۰۰۰، رقم: ۳۴۹۵

১১৯. হযরত জাবের (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন—

যে ব্যক্তি বলে তাহার জন্য জানাতে একটি খেজুর গাছ লাগাইয়া দেওয়া হয়। (তিরমিয়ী)

১২০- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: كَلِمَاتُ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ خَفِيفَتَانِ عَلَى الْلِّسَانِ ثَقِيلَاتَانِ فِي الْمَيْزَانِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ، رواه البخاري، باب قول الله

تعالى ونضع الموارizin القسط ليوم القيمة، رقم: ٧٥٦٣

১২০. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দুইটি কলেমা এমন আছে যাহা আল্লাহ তায়ালার নিকট অত্যস্ত প্রিয়, জিহ্বায় অতি হালকা এবং পাত্রায় অত্যস্ত ভারী। সেই কলেমা দুইটি এই—

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

(বোথারী)

১২১- عَنْ صَفِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ يَدَيْ أَرْبَعَةِ آلَافِ نَوَافِرَةٍ أَسْبَحَ بِهِنَّ فَقَالَ: يَا بُنْتَ حُسَيْنٍ مَا هَذَا؟ قَلَتْ: أَسْبَحَ بِهِنَّ، قَالَ: قَدْ سَبَحْتُ مِنْذُ قَمَتْ عَلَى رَأْسِكَ أَنْكَرْ مِنْ هَذَا، قَلَتْ: عَلِمْنِي قَالَ: قُولِي "سُبْحَانَ اللَّهِ عَزَّ ذِي حَلْقَ مِنْ شَيْءٍ"؛ رواه الحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح ولم يخر جاه ورافقه

الذهبي ٥٤٧

১২১. হযরত সফিয়াহ (রায়িৎ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আসিলেন। আমার সম্মুখে চার হাজার খেজুরের দানা রাখা ছিল, যাহা দ্বারা আমি তসবীহ পড়িতেছিলাম। তিনি এরশাদ করিলেন, ইহাইয়ের বেটি (সফিয়াহ) ইহা কি? আমি আরজ করিলাম যে, এই দানাগুলি দ্বারা তসবীহ পড়িতেছি। এরশাদ করিলেন,

আমি বখন হইতে জ্যোর নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়াছি ইহার/জ্যোরের
তসবীহ পড়িয়া ফেলিয়াছি। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলল্লাহ, উহা
আমাকে শিখাইয়া দিন। এরশাদ করিলেন—

سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ مِنْ شَيْءٍ

পড়। অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা যত জিনিস সৃষ্টি করিয়াছেন উহার
সংখ্যা পরিমাণ আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা। (মুসতাদরাকে হাকেম)

١٢٢- عن جُوبِرِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بِكُرْبَرَةٍ
جِينَ صَلَى الصُّبْحَ، وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى،
وَهِيَ جَالِسَةٌ، فَقَالَ: مَا زِلتُ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكُمْ عَلَيْهَا؟
فَأَلَّا: نَعَمْ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَقَدْ قُلْتَ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ، ثَلَاثَ
مَوَابَتٍ، لَوْ رَوَزْتَ بِمَا قُلْتَ مِنْذَ الْيَوْمِ لَوْرَتَهُنَّ: سُبْحَانَ اللَّهِ
وَبِحَمْدِهِ عَدَدُ خَلْقِهِ وَرِضاً نَفْسِيهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادُ كَلِمَاتِهِ。 رواه

مسلم، باب التسبيح أول النهار وعد اليوم، رقم: ٦٩١٣-

১২২. হ্যরত জুআইরিয়া (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযের সময় তাহার নিকট হইতে গেলেন, আর তিনি আপন নামাযের স্থানে বসিয়া যিকিরে মশগুল (রহিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাশতের নামাযের পর ফিরিয়া আসিলেন। তখনও তিনি একই অবস্থায় বসিয়া ছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি ঐ অবস্থায়ই আছ, যে অবস্থায় আমি রাখিয়া গিয়াছিলাম? তিনি আরজ করিলেন, জু হাঁ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমি তোমার নিকট হইতে পৃথক হওয়ার পর চারটি কলেমা তিনবার পড়িয়াছি। যদি সেই কলেমাগুলিকে ঐ সমস্তের মোকাবেলায় ওজন করা হয় যাহা তুমি সকাল হইতে এ যাবৎ পড়িয়াছ তবে সেই কলেমাগুলি ভারী হইয়া যাইবে। সেই কলেমাগুলি এই—

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدُ خَلْقِهِ وَرِضاً نَفْسِيهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادُ كَلِمَاتِهِ

অর্থঃ আমি আল্লাহ তায়ালার তসবীহ ও প্রশংসা বর্ণনা করিতেছি
তাহার সমস্ত মাখলকের সংখ্যা পরিমাণ, তাহার সন্তুষ্টি পরিমাণ, তাহার

আরশের ওজন পরিমাণ এবং তাহার কলেমাসমূহ লেখার কালি
সমপরিমাণ। (মুসলিম)

١٢٣ - عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوْمٌ لَا زَوْجٌ حَضِيرٌ - تُسَبِّحُ بِهِ فَقَالَ:
أَخْبِرْنِكَ بِمَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكَ مِنْ هَذَا أَزْ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ
عَدَدُ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاوَاتِ وَمُنْسَبْحَانَ اللَّهِ عَدَدُ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ،
وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدُ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذَلِكَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدُ مَا هُوَ
خَالِقٌ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ مِثْلُ ذَلِكَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلَا خَوْلٌ وَلَا قُوَّةٌ إِلَّا بِاللَّهِ مِثْلُ ذَلِكَ. رواه أبو داود،

باب التسبيح بالحصى، رقم: ١٥٠٠

১২৩. হযরত সাদ ইবনে আবি ওকাস (রায়ঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহিত একজন মহিলা সাহাবী (রায়ঃ) এর নিকট গেলাম। তাহার সম্মুখে অনেকগুলি খেজুরের দানা অথবা কঙ্কর রাখা ছিল। তিনি উহা দ্বারা তসবীহ পড়িতেছিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমি কি তোমাকে এমন কিছু কলেমা বলিব না যাহা তোমার জন্য এই আমল অপেক্ষা সহজ? অতঃপর এই কলেমাগুলি বলিলেন—

سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدُ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاوَاتِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدُ مَا خَلَقَ
فِي الْأَرْضِ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدُ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذَلِكَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ
عَدَدُ مَا هُوَ خَالِقٌ

অর্থঃ আমি আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি ঐ সমস্ত জিনিসের সংখ্যা পরিমাণ যাহা তিনি আসমানে সৃষ্টি করিয়াছেন। আমি আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি ঐ সমস্ত জিনিসের সংখ্যা পরিমাণ যাহা তিনি আসমান ও জমিনের মাঝে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমি আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি ঐ সমস্ত জিনিসের সংখ্যা পরিমাণ যাহা তিনি আগামীতে সৃষ্টি করিবেন।

তারপর বলিলেন, এইভাবে এবং **الحمد لله أَكْبَر**, এইভাবে এবং **لَا** **عَدَدٌ مَا بَيْنَ أَرْضٍ وَسَمَاءٍ** এইভাবে পড়। অর্থাৎ এই কলেমাণ্ডলির শেষেও **عَدَدٌ مَا بَيْنَ أَرْضٍ وَسَمَاءٍ** এবং **عَدَدٌ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ** মিলাইয়া লও। (আবু দাউদ)

١٢٣- عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس أحرك شفتي فقال: بم تحرك شفتيك؟ قلت: اذكر الله يا رسول الله قال: أفلأ أحررك شفتي إذا قلته ثم ذات الليل والنهار لم تبلغه؟ قلت: بلى، قال: تقول: الحمد لله عدَّ ما أخصى كتابة، والحمد لله عدَّ ما في كتابة، والحمد لله عدَّ ما أخصى خلقه، والحمد لله ملء ما في خلقه، والحمد لله ملء سمواته وأرضيه، والحمد لله عدَّ كُلَّ شَيْءٍ، والحمد لله على كُلَّ شَيْءٍ، وتسبح مثل ذلك، وتُكَبِّر مثل ذلك. رواه الطبراني من طرقين وإسناد أحد هما حسن، مجمع الرواية ١٠٩/١٠٩

১২৪. হযরত আবু উমামাহ বাহলী (রায়িহ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিলেন। আমি বসিয়া ঠেঁট নাড়িতেছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার ঠেঁট কেন নাড়িতেছ? আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আল্লাহ তায়ালার যিকির করিতেছি। তিনি এরশাদ করিলেন, আমি কি তোমাকে ঐ কলেমাণ্ডলি বলিয়া দিব না যে, যদি তুমি উহা বল তবে তোমার রাত্রিদিনের অনবরত যিকির ও উহার সওয়াব পর্যন্ত পৌছিতে পারিবে না? আমি আরজ করিলাম, অবশ্যই বলিয়া দিন। এরশাদ করিলেন, এই কলেমাণ্ডলি পড়—

الحمد لله عدَّ ما أخصى كتابة، والحمد لله عدَّ ما في كتابة، والحمد لله عدَّ ما أخصى خلقه، والحمد لله ملء ما في خلقه، والحمد لله ملء سمواته وأرضيه، والحمد لله عدَّ كُلَّ شَيْءٍ، والحمد لله على كُلَّ شَيْءٍ

এমনিভাবে **الله أَكْبَر** و **سُبْحَانَ الله** এর সহিত এই কলেমাণ্ডলি পড়—
for more books <https://youtube.com/alamin5g>

سُبْحَانَ اللَّهِ

عَدَدَ مَا أَخْضَى كِتَابَهُ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا فِي كِتَابِهِ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا أَخْضَى خَلْقَهُ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ مِنْهُ مَا فِي خَلْقِهِ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ مِنْهُ شَيْءٌ سَمْوَاتِهِ وَأَرْضِهِ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، إِلَهُ أَكْبَرُ عَدَدَ مَا أَخْضَى كِتَابَهُ، وَإِلَهُ أَكْبَرُ عَدَدَ مَا فِي كِتَابِهِ، وَإِلَهُ أَكْبَرُ عَدَدَ مَا أَخْضَى خَلْقَهُ، وَإِلَهُ أَكْبَرُ مِنْهُ مَا فِي خَلْقِهِ، وَإِلَهُ أَكْبَرُ مِنْهُ شَيْءٌ سَمْوَاتِهِ وَأَرْضِهِ، وَإِلَهُ أَكْبَرُ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَهُ أَكْبَرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ۔

অর্থ : আল্লাহ তায়ালার জন্য সকল প্রশংসা এই সমস্ত জিনিসের সংখ্যা পরিমাণ যাহা তাহার কিতাব গণনা করিয়াছি। আল্লাহ তায়ালার জন্য সকল প্রশংসা এই সমস্ত জিনিসের সংখ্যা পরিমাণ যাহা তাহার কিতাবে আছে। আল্লাহ তায়ালার জন্য সকল প্রশংসা এই সমস্ত জিনিসের সংখ্যা পরিমাণ যাহা তাহার মাখলুক গণনা করিয়াছে। আল্লাহ তায়ালার সকল প্রশংসা এই সমস্ত জিনিসের পূর্ণতা পরিমাণ যাহা মাখলুকাতের মধ্যে আছে। আল্লাহ তায়ালার জন্য সকল প্রশংসা আসমান জমিনের মধ্যবর্তী শূন্যস্থান পূর্ণ করিয়া দেওয়া পরিমাণ। আল্লাহ তায়ালার জন্য সকল প্রশংসা সমস্ত জিনিসের সংখ্যা পরিমাণ। আল্লাহ তায়ালার জন্য সকল প্রশংসা প্রতিটি জিনিসের উপর।

আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা এই সমস্ত জিনিসের সংখ্যা পরিমাণ যাহা তাঁহার কিতাব গণনা করিয়াছে। আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা এই সমস্ত জিনিসের সংখ্যা পরিমাণ যাহা তাঁহার কিতাবে আছে। আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা এই সমস্ত জিনিসের সংখ্যা পরিমাণ যাহা তাঁহার মাখলুক গণনা করিয়াছে। আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা এই সমস্ত জিনিসের পূর্ণতা পরিমাণ যাহা মাখলুকাতের মধ্যে আছে। আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা আসমান জমিনের মধ্যবর্তী শূন্যস্থান পূর্ণ করিয়া দেওয়া পরিমাণ। আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা সমস্ত জিনিসের সংখ্যা পরিমাণ। আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা প্রতিটি জিনিসের উপর।

আল্লাহ তায়ালার বড়ত্ব এই সমস্ত জিনিসের সংখ্যা পরিমাণ যাহা তাঁহার কিতাব গণনা করিয়াছে। আল্লাহ তায়ালার বড়ত্ব এই সমস্ত জিনিসের সংখ্যা পরিমাণ যাহা তাঁহার কিতাবে আছে। আল্লাহ তায়ালার বড়ত্ব এই সমস্ত জিনিসের সংখ্যা পরিমাণ যাহা তাঁহার মাখলুক গণনা করিয়াছে। আল্লাহ তায়ালার বড়ত্ব এই সমস্ত জিনিসের সংখ্যা পরিমাণ যাহা তাঁহার মাখলুকাতের মধ্যে আছে। আল্লাহ তায়ালার বড়ত্ব আসমান জমিনের মধ্যবর্তী শূন্যস্থান পূর্ণ করিয়া দেওয়া পরিমাণ। আল্লাহ তায়ালার করিয়াছে। আল্লাহ তায়ালার বড়ত্ব এই সমস্ত জিনিসের পূর্ণতা পরিমাণ

যাহা মাখলুকাতের মধ্যে আছে। আল্লাহ তায়ালার বড়ত্ব আসমান জমিনের মধ্যবর্তী শূন্যস্থান পূর্ণ করিয়া দেওয়া পরিমাণ, আল্লাহ তায়ালার বড়ত্ব সমস্ত জিনিসের সংখ্যা পরিমাণ। আল্লাহ তায়ালার বড়ত্ব প্রতিটি জিনিসের উপর। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েত)

١٢٥ - عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَوْلَى
مَنْ يُذْعَنِي إِلَى الْجَنَّةِ الَّذِينَ يَحْمَدُونَ اللَّهَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَاءِ.

رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخر جاه وافقه الذهبي ٥٠٢/١

১২৫. হযরত ইবনে আববাস (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সর্বপ্রথম যাহাদিগকে জানাতের দিকে ডাকা হইবে তাহারা ঐ সমস্ত লোক হইবে যাহারা সচ্ছলতায় ও অভাব অনটনে (উভয় অবস্থায়) আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করে। (মুসতাদরাকে হাকেম)

١٢٦ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ
اللَّهَ لَيَرْضِي عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَاكُلَ الْأَكْلَةَ فِي حَمْدَةِ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ
الشَّرْبَةَ فِي حَمْدَةِ عَلَيْهَا. رواه مسلم، باب استحباب حمد الله تعالى بعد
 الأكل والشرب، رقم: ١٩٣٢

১২৬. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা ঐ বান্দার উপর অত্যন্ত খুশী হন যে একটি লোকমা খায় আর উহার উপর আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করে, এক ঢেক পানি পান করে আর উহার উপর আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করে। (মুসলিম)

١٢٧ - عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَعَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
يَقُولُ: كَلِمَتَانِ إِخْدَاهُمَا تَيْسِ لَهَا نَاهِيَةً دُونَ الْعَرْشِ، وَالْأُخْرَى
تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ. رواه
 الطبراني ورواته إلى معاذ بن عبد الله ثقة سوى ابن لهيعة ول الحديث هذا شواهد،
 الترغيب ٤٢٤/٢

১২৭. হযরত মুআয় ইবনে জাবাল (রায়িৎ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ for more books <https://youtube.com/alamin5g>

for more videos <https://youtube.com/annabah>

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** দুই কলেম। এই দুইটি হইতে একটি **اللَّهُ أَكْبَرُ** (الله أكابر) তো আরশে পৌছার পূর্বে কোথায়ও থামে না, আর দ্বিতীয়টি **اللَّهُ أَكْبَرُ** (الله أكابر) জমিন আসমানের মধ্যবর্তী শূন্যস্থানকে (নূর বা সওয়াব দ্বারা) ভরিয়া দেয়। (তাবারানী, তরগীব)

١٢٨ - عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِي سَلَيْمٍ قَالَ: عَذْهَنْ رَسُولُ اللَّهِ فِي يَدِي - أَوْ فِي يَدِهِ - التَّسْبِيحُ نِصْفُ الْمِيزَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ يَمْلُؤُهُ وَالْتَّكْبِيرُ يَمْلُأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. (الحديث) رواه الترمذى وقال: حديث

حسن، باب فيه حديث أن التسبيح نصف الميزان، رقم: ٩١٥٣

১২৮. বনু সুলাইম গোত্রীয় এক সাহাবী (রায়িৎ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথাগুলি আমার হাতে অথবা নিজ হাতে গণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, **سُبْحَانَ اللَّهِ** বলা অর্ধেক পাল্লাকে ভরিয়া দেয় এবং **الْحَمْدُ لِلَّهِ** বলা সম্পূর্ণ পাল্লাকে সওয়াব দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া দেয় এবং **اللَّهُ أَكْبَرُ** এর সওয়াব জমিন আসমানের মধ্যবর্তী শূন্যস্থানকে ভরপূর করিয়া দেয়। (তিরমিয়ী)

١٢٩ - عَنْ سَعِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِلَا أَذْلَكَ عَلَى بَابِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ؟ قُلْتُ: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما ولم يخر جاه ووافقه

الذهبى: ٢٩٠

১২৯. হ্যরত সাদ (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদিগকে কি জাগ্রাতের দরজাসমূহ হইতে একটি দরজার কথা বলিব না? আমি আরজ করিলাম, **لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ**। তিনি এরশাদ করিলেন, সেই দরজা হইল, **لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ**। (মুসতাদুরাকে হাকেম)

١٣٠ - عَنْ أَبِي أَبْيَوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَلْتَمِسُ أَسْرَى بِهِ مَرْءَى عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: يَا جِبْرِيلُ مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ, **قَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَرْأُوكَ فَلَبِّيْكُمْثِرُوا**

for more books <https://youtube.com/alamin5g>

مِنْ غِرَاسِ الْجَنَّةِ فَلَأَ تُرْبَعُهَا طَيْبَةً، وَأَزْضَنَهَا وَاسِعَةً قَالَ: وَمَا
غِرَاسُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. رواه أحمد و رحال إِحْمَد
رواحل الصحبي غير عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو

نَفْةٌ لَمْ يَكُلُّمْ فِيهِ أَخْدُو وَنَفْهَةِ ابْنِ حِبْنَ، مُحَمَّدُ الرَّوَانِدُ ١٠١٩/١١٩

১৩০. হযরত আবু আইউব আনসারী (রায়ঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেরাজের রাত্রে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের নিকট দিয়া অতিক্রম কালে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জিবরাসিল, তোমার সহিত ইনি কে? জিবরাসিল আলাইহিস সালাম আরজ করিলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বলিলেন, আপনি আপনার উশ্মতকে বলিবেন যে, তাহারা যেন অধিক পরিমাণে জান্নাতের চারা লাগায়। কারণ জান্নাতের মাটি অতি উত্তম এবং উহার জুমিন প্রশংসন। জিজ্ঞাসা করিলেন, জান্নাতের চারা কি? এরশাদ করিলেন, **لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ**।

(মুসনাদে আহমাদ, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٣١- عن سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَبُّ الْكَلَامَ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، لَا يَصُرُّكَ بِإِيمَانِهِنَّ بَدَأُتَ. (وهو جزء من الحديث) رواه:
مسلم باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة رقم: ٥٦٠١، وزاد أحمد:
أَفْضَلُ الْكَلَامِ بَعْدَ الْقُرْآنِ أَرْبَعٌ وَهِيَ مِنَ الْقُرْآنِ

১৩১. হযরত সামুরা ইবনে জুন্দুব (রায়ঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, চারটি কলেমা **سُبْحَانَ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ** যে কোন কলেমা ইচ্ছা হয় প্রথমে পড়। (আর যে কলেমা ইচ্ছা হয় পরে পড়িতে পার, কোন অসুবিধা নাই। (মুসলিম)

এক বেওয়ায়াতে আছে, এই চারটি কলেমাই কুরআন মজীদের পর সর্বাপেক্ষা উত্তম এবং এইগুলি কুরআন মজীদেরই কলেমা। (মুসঃ আহমাদ)

١٣٢- عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَأَنْ
أَفْوَلَ سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ،
أَنْجُلُ إِلَيْيَ وَمَعَهُ طَائِفٌ عَلَيْهِ الشَّفَعُونَ، وَالصَّيْحَ وَالدُّعَاءُ، رقم: ٤٧

১৩২. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার নিকট **سُبْحَانَ اللَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ**
অধিক প্রিয় যাহার উপর সূর্য উদয় হয়। (কারণ এইগুলির আজর ও
সওয়াব বাকী থাকিবে, আর দুনিয়া আপন সমস্ত আসবাবপত্রসহ শেষ
হইয়া যাইবে।) (মুসলিম)

١٣٣- عن أبي سلمى رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: يَعْبُدُ بَنَى بِخَفْسٍ مَا أَقْلَهُنَّ فِي الْمِيزَانِ: سُبْحَانَ اللَّهِ،
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ يَتَوَفَّى
لِلْمُسْلِمِ فِي خَيْرِهِ. رواه العاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وافقه

الذهبى / ١١٠

১৩৩. হযরত আবু সালমা (রায়িঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, বাহ, বাহ!
পাঁচটি জিনিস আমলনামার পাল্লায় কত বেশী ভারী, ১—**لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،**
২—**وَالْحَمْدُ لِلَّهِ،** ৩—**وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،** ৪—**وَاللهُ أَكْبَرُ**—৫—**سُبْحَانَ اللَّهِ**
নেক ছেলের ইন্দ্রিকাল হইয়া যায় আর সে সওয়াবের আশায় সবর করে।
(মুসতাদুরাকে হাকেম)

١٣٤- عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من قال: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللهُ
أَكْبَرُ، كَبِّلَ لَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرَ حَسَنَاتٍ. (وهو حرف من الحديث) رواه
الطبراني في الكبير والأوسط ورجالهما رجال الصحيح غير محمد بن مصمر
الطرسى وهو ثقة، مجمع الروايات . ١٠٦/١

১৩৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শুনিয়াছি
যে, যে ব্যক্তি **سُبْحَانَ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ** পড়িবে
তাহার আমলনামায় প্রত্যেক হরফের বিনিময়ে দশ নেকী লিখিয়া দেওয়া
হইবে। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٣٥- عن أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: مَرْبُنِي رَسُولُ اللَّهِ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَلَّتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَدْ كَبَرْتُ وَضَعَفْتُ، أَوْ كَمَا قَالَتْ: قَعْدَنِي بِعَمَلٍ أَغْمَلُ وَأَنَا جَائِسَةٌ؟ قَالَ: سَبِّحِي اللَّهَ مِائَةً تَسْبِيْحَةً، فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ مِائَةً رَقْبَةً تُعْتَقِنَهَا مِنْ وَلْدِ إِسْمَاعِيلَ، وَأَخْمَدِي اللَّهَ مِائَةً تَحْمِيدَةً، فَإِنَّهَا تَعْدِلُ مِائَةً فَرْسَ مُسْرَجَةً مُلْجَمَةً تَحْمِلُّنِي عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَكَبَرِيَ اللَّهُ مِائَةً تَكْبِيرَةً، فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ مِائَةً بَدَنَةً مُقْلَدَةً مُتَقْبَلَةً، وَهَلَّلِي اللَّهُ مِائَةً، قَالَ ابْنُ حَلْفٍ: أَخْسِبَهُ قَالَ: تَمَلِّأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَلَا يُرْفَعُ يَوْمَئِذٍ لِأَحَدٍ عَمَلٌ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِمِثْلِ مَا أَتَيْتَ. قلت: رواه ابن ماجه باختصار رواه أحمد والطبراني في الكبير ولم يقل أخسيبه رواه في الأوسط إلا أنه قال فيه: قَلَّتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَبَرْتُ بَنِي، وَرَقَ عَظِيمٌ فَذَلِكَنِي عَلَى عَمَلٍ يَدْخُلُنِي الْجَنَّةَ، فَقَالَ: بَخْ بَخْ، لَقَدْ سَأَلْتَ، وَقَالَ خَيْرٌ لَكِ مِنْ مِائَةٍ بَدَنَةٍ مُقْلَدَةٍ مُجَلَّلَةٍ تُهَدِّنِيهَا إِلَى بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى: وَقُولَنِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مِائَةٌ مَرَّةٌ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكِ مِمَّا أَطْبَقْتَ عَلَيْهِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، وَلَا يُرْفَعُ يَوْمَئِذٍ لِأَحَدٍ عَمَلٌ أَفْضَلُ مِمَّا رَفَعَ لَكِ إِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قُلْتَ أَوْ زَادَ، وَأَسَابِيدهُمْ حَسَنَةٌ، مَحْمُومُ الرِّوَانِدِ ١٠٨/١
ورواه الحاكم وقال: قُولَنِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا تَرُكُ ذَنْبًا، وَلَا يُشَبِّهُهَا عَمَلٌ، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافق الذهبي ٥١٤/١

১৩৫. হ্যরত উম্মে হানী (বায়িহ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আসিলেন। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি বৃক্ষ হইয়া গিয়াছি, দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি, এমন কোন আশল বলিয়া দিন যেন বসিয়া বসিয়া করিতে থাকি। তিনি এরশাদ করিলেন, একশতবার করিয়া পড়িতে থাক। উহার সওয়াব এমন যেন তুমি ইসমাইল, আলাইহিস সালামের বৎশধর হইতে একশত গোলাম আযাদ করিলে। একশত বার করিয়া পড়িতে থাক। ইহার সওয়াব জিন ও লাগামসহ একশত ঘোড়া আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় আরোহণের জন্য দেওয়ার সমতুল্য আল্লাহ অক্বর একশত বার করিয়া পড়িতে থাক। ইহার সওয়াব গদানে কুরবানার মালা

পরানো এমন একশত উট জবাই করার সমত্বে যাহার কোরানী আল্লাহ তায়ালার নিকট কবুল হইয়াছে। **اللَّهُ أَكْبَرُ** একশতবার করিয়া পড়িতে থাক। ইহার সওয়াব তো আসমান জমিনের মধ্যবর্তী স্থানকে ভরিয়া দেয়। আর সেদিন তোমার আমল অপেক্ষা আর কাহারো কোন আমল আল্লাহ তায়ালার নিকট অধিক কবুল হওয়ার যোগ্য হইবে না। অবশ্য যে ব্যক্তি তোমার ন্যায় আমল করিয়াছে তাহার আমল অধিক যোগ্য হইতে পারে।

এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হ্যরত উস্মে হানী (রায়িঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছি এবং আমার হাড়গুলি দুর্বল হইয়া গিয়াছে, এমন কোন আমল বলিয়া দিন যাহা আমাকে জান্নাতে দাখিল করিয়া দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** একশত বার করিয়া পড়িতে থাক। ইহা তোমার জন্য একপ একশত উট হইতে উস্ম যাহাদের গর্দানে কুরবানীর মালা পরানো হইয়াছে, বুল পরানো হইয়াছে এবং উহা মকায় জবাই করা হয়। একশতবার করিয়া পড়িতে থাক। ইহা তোমার জন্য এই সমুদয় জিনিস হইতে উস্ম যাহাকে আসমান ও জমিন ঢাকিয়া রাখিয়াছে। আর সেদিন তোমার আমল অপেক্ষা আর কাহারো কোন আমল আল্লাহ তায়ালার নিকট অধিক কবুল হওয়ার যোগ্য হইবে না। অবশ্য সেই ব্যক্তির আমল অধিক কবুল হওয়ার যোগ্য হইতে পারে যে এই কলেমাগুলি এই পরিমাণ অথবা ইহা হইতে অধিক পরিমাণে পড়িয়াছে।

(তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

এক রেওয়ায়াতে আছে যে, **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** পড়িতে থাক। ইহা কোন গুনাহকে ছাড়ে না, আর ইহার ন্যায় কোন আমল নাই।

(বুসতাদরাকে হাকেম)

١٣٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْرِسُ غَرَسًا، فَقَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا الَّذِي تَفْرِسُ؟ قَالَ: غِرَاسًا لِي، قَالَ: أَلَا أَذْلِكَ عَلَى غِرَاسٍ خَيْرٌ لَكَ مِنْ هَذَا؟ قَالَ: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: فُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، يَغْرِسُ لَكَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ شَجَرَةً فِي الْجَنَّةِ. رواه ابن ماجة، باب

فضل التسبيح، رقم: ٢٨٠٧

১৩৬. হ্যরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াস্লাম আমার নিকট/ দিয়া গেলেন, আমি / তখন চারা
লাগাইতে ছিলাম। বলিলেন, আবু হোরায়রা, কি লাগাইতেছ? আমি
আরজ করিলাম, নিজের জন্য চারা লাগাইতেছি। এরশাদ করিলেন, আমি
কি তোমাকে ইহা হইতে উত্তম চারার কথা বলিয়া দিব না? سُبْحَانَ اللَّهِ،
الْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ
বল। ইহার প্রত্যেক কলেমার
বিনিময়ে তোমার জন্য জান্মাতে একটি গাছ লাগাইয়া দেওয়া হইবে।

(ইবনে মাজাহ)

١٣٧-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
فَقَالَ: خُلُوا جُنُّتُكُمْ، فَلَنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْنَ عَذَوْ حَاضِرٌ؟ فَقَالَ:
خُلُوا جُنُّتُكُمْ مِنَ النَّارِ، قُولُوا: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، فَإِنَّمَا يَأْتِينَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ مُسْتَحْدِمَاتِ، وَمُسْتَأْخِرَاتِ، وَمُنْجَاهَاتِ وَمُجْبَياتِ وَهُنَّ
الْأَبِيَّاتُ الصَّالِحَاتُ . مجمع البحرين في زوايد المصحابين ٢٢٩/٧، قال
الشخص: أخرجه الطبراني في الصغير، وقال الهيثمي في المجمع: ورجالة رجال
الصحيح غير داود بن بلال وهو ثقة

১৩৭. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াস্লাম আমাদের নিকট আসিলেন এবং এরশাদ করিলেন, দেখ, নিজের বাঁচার জন্য ঢাল লইয়া লও। সাহাবায়ে কেরাম (রায়িৎ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন দুশ্মন আসিয়া গিয়াছে কি? তিনি এরশাদ করিলেন, জাহানামের আগুন হইতে বাঁচিবার জন্য ঢাল লইয়া লও। سُبْحَانَ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؛ اللَّهُ أَكْبَرُ
পড়। কেননা এই কলেমাণ্ডলি কেয়ামতের দিন আপনি পাঠকারীর সামনে, পিছন, ডান ও বাম দিক হইতে আসিবে এবং তাহাদের জন্য নাজাতদানকারী হইবে এবং এইগুলিই সেই নেক আমল যাহার সওয়া চিরকাল মিলিতে থাকিবে। (মাজমায়ে বাহরাইন)

ফায়দা : 'এই কলেমাণ্ডলি পাঠকারীর সামনের দিক হইতে আসিবে' হাদীস শরীফে বর্ণিত এই কথার উদ্দেশ্য এই যে, কেয়ামতের দিন এই কলেমাণ্ডলি অগ্রসর হইয়া আপনি পাঠকারীর জন্য সুপারিশ করিবে। আর ডান বাম ও পিছনের দিক হইতে আসার অর্থ হইল, আপনি পাঠকারীকে আয়াব হইতে বক্ষা করিবে।

for more videos <https://youtube.com/annaaba>

١٣٨- عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال إن سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرْ تَفَضُّلُ الْعَطَابِيَا كَمَا تَفَضُّلُ الشَّجَرَةِ وَرَقَهَا. رواه أحمد ٢/١٥٢

১৩৮. হযরত আনাস (রাযঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, লাَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ، বলার দ্বারা গুনাহ এমনভাবে বারিয়া যায় যেমন (শীতের মৌসুমে) গাছ হইতে পাতা বারিয়া যায়। (মুসনাদে আহমাদ)

١٣٩- عن عمرو بن حفصين - يعني: ابن حفصين - رضي الله عنهما قال: قال: رسول الله ﷺ: أما يَسْتَطِعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَعْمَلَ كُلَّ يَوْمٍ مِثْلَ أَحَدِ عَمَلَ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَنْ يَسْتَطِعُ أَنْ يَعْمَلَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِثْلَ أَحَدِ عَمَلَ؟ قَالَ: كُلُّكُمْ يَسْتَطِعُهُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَاذَا؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ أَحَدٍ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ أَعْظَمُ مِنْ أَحَدٍ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَعْظَمُ مِنْ أَحَدٍ، وَاللَّهُ أَكْبَرْ أَعْظَمُ مِنْ أَحَدٍ. رواه الطبراني

والبزار ورجالها رجال الصبح، صحيح الروايد ١/١٠٥

১৩৯. হযরত এমরান ইবনে হুসাইন (রাযঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে কেহ কি দৈনিক ওহুদ পাহাড় পরিমাণ আমল করিতে পারে না? সাহাবা (রাযঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ওহুদ পাহাড় পরিমাণ কে আমল করিতে পারে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তোমাদের প্রত্যেকেই করিতে পারে। সাহাবা (রাযঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! উহা কোনুন আমল? এরশাদ করিলেন, এর সওয়াব ওহুদ হইতে বড়। এর সওয়াব ওহুদ হইতে বড় সুব্�hanَ اللَّهِ، এর সওয়াব ওহুদ হইতে বড় অَكْبَرْ، এর সওয়াব ওহুদ হইতে বড়। (তাবারানী, বাঘ্যার, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٤٠- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: إذا مَرَأْتُم بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: الْمَسَاجِدُ قُلْتُ: وَمَا الرَّئْعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:

for more books <https://youtube.com/alamin5g>

لَبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ رَوَاهُ الْأَسْمَادِي

وقال: حديث حسن غريب، باب حديث في أسماء الله الحسنى مع ذكرها تماماً، رقم: ٣٥٠٩.

১৪০. হ্যরত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন তোমরা
জান্মাতের বাগানের উপর দিয়া যাও তখন খুব বিচরণ কর। আমি আরজ
করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, জান্মাতের বাগান কি? এরশাদ করিলেন,
মসজিদসমূহ। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, বিচরণের কি
অর্থ? এরশাদ করিলেন, **سُبْحَانَ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ**
পাঠ করা। (তিরমিয়া)

١٣١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَضَطَفَنِي مِنَ الْكَلَامِ أَرْبَعًا: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، فَمَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ كُتِبَ لَهُ عِشْرُونَ حَسَنَةً، وَحُكِّتَ عَنْهُ عِشْرُونَ سَيِّئَةً، وَمَنْ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ فَمِثْلُ ذَلِكَ، وَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمِثْلُ ذَلِكَ، وَمَنْ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مِنْ قَبْلِ نَفْسِهِ كُتِبَتْ لَهُ تِلْاهُونَ حَسَنَةً وَحُكِّتَ عَنْهُ تِلْاهُونَ سَيِّئَةً. رواه النسائي في عمل اليوم والليلة،

۸۴۰

১৪১. হ্যরত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) ও হ্যরত আবু সাদিদ খুদরী (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা আপন কালাম হইতে চারটি কলেমা বাছাই করিয়াছেন—**سُبْحَانَ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَكْبَرُ**—যে ব্যক্তি একবার **سُبْحَانَ اللَّهِ** বলে তাহার জন্য বিশটি নেকী লিখিয়া দেওয়া হয়, তাহার বিশটি গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَكْبَرُ** বলে তাহার জন্য এই একই সওয়াব। যে ব্যক্তি **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَكْبَرُ** তাহার জন্যও এই একই সওয়াব! যে ব্যক্তি অস্তরের গভীর হইতে **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** বলে তাহার জন্য ত্রিশ নেকী লিখিয়া দেওয়া হয় এবং ত্রিশটি গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয়। (আশালুল ইয়াওয়ে ওয়াল্লাহ লাইলাহ)

١٣٢- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

أَسْتَكِنُوا مِنَ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ قَيْلَ: وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟
قَالَ: الْمِلَّةُ، قَيْلَ وَمَا هِيَ؟ قَالَ: التَّكْبِيرُ وَالْتَّهْلِيلُ، وَالْتَّسْبِيحُ،
وَالْتَّعْمِيدُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. رواه الحاكم وقال: هذا أصح

إسناد المصريين ووافقه النهي ١٤٢/٥

১৪২. হযরত আবু সাউদ খুদরী (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বাকিয়াতে সালেহাত অধিক পরিমাণে কর। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, উহু কি জিনিস? এরশাদ করিলেন, উহু দ্বীনের বুনিয়াদ বা ভিত্তিসমূহ। আরজ করা হইল, সেই বুনিয়াদ বা ভিত্তিসমূহ কি? এরশাদ করিলেন, তকবীর (الله أَكْبَرُ), বলা), তাহলীল (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ), তসবীহ (سُبْحَانَ اللهِ), তাহমীদ (الْحَمْدُ لِلَّهِ) এবং বলা।

(মুসতাদরাকে হাকেম)

ফায়দা ৪ বাকিয়াতে সালেহাতের দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ সমস্ত নেক আমল যাহার সওয়াব অনন্তকাল পাওয়া যাইতে থাকে। (ফাতহে রাব্বানী)

١٤٣-عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قُلْ
سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ
وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، فَإِنَّهُنَّ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتُ، وَهُنَّ يَخْطُفُنَّ
الْخَطَايَا كَمَا تَحْطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَاهَا، وَهُنَّ مِنْ كُفُورِ الْجَنَّةِ. رواه
الطبراني بإسنادين في أحدهما: عمر بن راشد البصامي، وقد وُثِّقَ على ضعفه وبقية

رجالة رجال الصحيح، مجمع الروايد ١٠٤/١.

১৪৩. হযরত আবু দারদা (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ পড়। এইগুলি বাকিয়াতে সালেহাত এবং এইগুলি গুনাহকে এমনভাবে ঝরাইয়া দেয় যেমন (শীতের মৌসুমে) গাছের পাতা ঝরিয়া যায়। আর এই কলেমগুলি জান্নাতের খাজানা হইতে আসিয়াছে।

(তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

for more books <https://youtube.com/alamin5g>

١٣٣- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: ما على الأرض أحد يقول: لا إله إلا الله وأكبر ولا حول ولا قوّة إلا بالله إلا كفرت عنه خطایه ولو كانت مثل زيد البحري. رواه الترمذى وقال: هنا حديث حسن غريب، باب ما جاء فى فضل النسب والتكبير والتحميد، رقم: ٣٤٦٠ وزاد الحاكم: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ: حاتم نقاء، وزياسته مقبولة ٥٠٢/١

১৪৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জমিনের উপর যে ব্যক্তি হি **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِلَّا كَفَرَتْ** শুনান মাফ হইয়া যায়। যদিও তাহার শুনান সমুদ্রের ফেনা সমতুল্য হয়। (তিরিমিয়ী)

এক রেওয়ায়াতে **سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ** সহকারে এই ফর্মালত উল্লেখ করা হইয়াছে। (মুসতাদরাকে হাকেম)

١٣٤- عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي ﷺ يقول: من قال:
سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ
وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، فَاللَّهُ أَكْبَرُ عَبْدِي وَأَسْتَسْلِمُ. رواه الحاكم
 وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي ٥٠٢/١

১৪৫. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি (অন্তর হইতে) **سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا** বলে, আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমার বান্দা ফরমাবরদার (অনুগত) হইয়া গিয়াছে এবং নিজেকে আমার সোপন্দ করিয়া দিয়াছে। (মুসতাদরাকে হাকেম)

١٣٥- عن أبي سعيد وابن هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدتا على
 النبي ﷺ أنه قال: من قال: **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، صَدَقَهُ رَبُّهُ**
 وقال: **لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَأَنَا أَكْبَرُ**, وإذا قال: **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ**
 قال: **يَقْزِلُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَأَنَا وَخْدِي**, وإذا قال: **لَا إِلَهَ إِلَّا**

الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، قَالَ اللَّهُ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدَنِي لَا شَرِيكَ لِنِي، وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، قَالَ اللَّهُ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا لِي الْمُلْكُ وَلِي الْحَمْدُ، وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، قَالَ اللَّهُ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِنِي، وَكَانَ يَقُولُ: مَنْ فَالَّهَا فِي مَرْضِيهِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَعْفَمْهُ النَّارُ.

رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء ما يقول العبد إذا

مرض، رقم: ٤٤٣

১৪৬. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (বাযিঃ) ও হযরত আবু হোরায়রা (বাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন কেহ বলে, **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ**, অর্থাৎ, ‘আল্লাহ তায়ালা ব্যক্তীত কোন মাবুদ নাই এবং আল্লাহ তায়ালা সবার চেয়ে বড়’—তখন আল্লাহ তায়ালা তাহার সত্যতার সমর্থন করেন এবং বলেন, **لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَأَنَا أَكْبَرُ**—অর্থাৎ আমি ব্যক্তীত কোন মাবুদ নাই এবং আমি সবার চেয়ে বড়। আর যখন সে বলে, **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ**, —অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ব্যক্তীত কোন মাবুদ নাই, তিনি একা,—তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন, **لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَأَنَا وَحْدَنِي**—অর্থাৎ আমি ব্যক্তীত কোন মাবুদ নাই। আমি একা। আর যখন সে বলে, **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَهُ شَرِيكٌ لَّهُ**—অর্থাৎ ‘আল্লাহ তায়ালা ব্যক্তীত কোন মাবুদ নাই, তিনি একা, তাঁহার কোন অংশীদার নাই’—তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন, **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَهُ شَرِيكٌ لِّي**—অর্থাৎ আমি ব্যক্তীত কোন মাবুদ নাই, আমি একা আমার কোন অংশীদার নাই। আর যখন সে বলে, **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ**—অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ব্যক্তীত কোন মাবুদ নাই, তাহারই জন্য বাদশাহী এবং সমস্ত প্রশংসা তাহারই জন্য,—তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন, **لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا لِي الْمُلْكُ وَلِي الْحَمْدُ**, —অর্থাৎ আমি ব্যক্তীত কোন মাবুদ নাই, আমার জন্যই বাদশাহী এবং আমার জন্যই সুমস্ত প্রশংসা। আর যখন সে বলে, **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ**, অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ব্যক্তীত কোন মাবুদ নাই এবং গুরুত্ব

for more videos <https://youtube.com/annaaba>
 হইতে রক্ষা করার ও নেক কাজে লাগাইবার শক্তি একমাত্র আল্লাহ
 তায়ালারই, — তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন, **لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَلَا حُوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِي** — অর্থাৎ আমি ব্যক্তিত কোন মাদুর নাই এবং গুণাহ হইতে
 রক্ষা করার ও নেক কাজে লাগাইবার শক্তি একমাত্র আমারই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি
 অসুস্থাবস্থায় উক্ত কলেগাণ্ডলি অর্থাৎ

**لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، لَا
 إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، لَا إِلَهَ
 إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ**

পড়িবে এবং মৃত্যুবরণ করিবে জাহানামের আগুন তাহাকে চাখিবেও
 না। (তিরমিয়ী)

١٧-عَنْ يَقْوُبَ بْنِ عَاصِمٍ رَحْمَةُ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ : مَا قَالَ عَنْدَ قَطْ : لَا
 إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى
 كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، مُخْلِصًا بِهَا رُوحَهُ، مُصَدِّقًا بِهَا قَلْبَهُ لِسَانَهُ إِلَّا فِي
 لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ حَتَّى يَنْظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ فَأَتَاهَا وَحْقُ لِعْنَدِ نَظَرِ اللَّهِ
 إِلَيْهِ أَنْ يُفْطِيهِ سُؤْلَهُ . رواه النسائي في عمل البر والبلة، رقم: ٢٨

১৪৭. হযরত ইয়াকুব ইবনে আসেম (রহঃ) দুইজন সাহাবী (রায়ঃ)
 হইতে বর্ণনা করেন যে, তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
 ওয়াসল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন, যে বান্দা
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 ও শর্করাকে আল্লাহ তায়ালা রহমতের দৃষ্টিতে দেখেন। আর যে
 বান্দার প্রতি আল্লাহ তায়ালা রহমতের দৃষ্টি পড়িয়া যায় সে এই উপযুক্ত
 হইয়া যায় যে, সে আল্লাহ তায়ালার নিকট যাহা চাহিবে আল্লাহ তায়ালা
 তাহাকে দান করিবেন। (আমলুল ইয়াওয়ে ওয়াল লাইলাহ)

—١٣٨— عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما فلث أنا وأسيون من قيلني: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قادر. رواه الترمذى وقال: هذا حديث

حسن غريب، باب في دعاء يوم عرفة، رقم: ٣٥٨٥

—١٤٨— হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে আমার (রায়ি) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সর্বাপেক্ষা উচ্চম দোয়া আরাফাতের দিনের দোয়া এবং সর্বাপেক্ষা উচ্চম কলেমা যাহা আমি ও আমার পূর্ববর্তী নবী আলাইহিমুস সালামগণ বলিয়াছেন। উহা এই—

”لا إله إلا الله وحده

لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قادر“— (ترمذى)
(তিরিয়া)

—١٤٩— روى عن النبي ﷺ أنه قال: من صلى على عشر صلوات صلى الله عليه بها عشر وكتب له بها عشر حسنات. رواه الترمذى، باب ما جاء في

فضل الصلاة على النبي ﷺ، رقم: ٤٨٤

—١٤٩— এক রেওয়ায়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি একবার আমার উপর দরুদ পাঠায় আল্লাহ তায়ালা উহার বিনিময়ে তাহার উপর দশটি বহুমত নাযিল করেন এবং তাহার জন্য দশটি নেকী লিখিয়া দেন। (তিরিয়া)

—١٥٠— عن عمير الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: من صلى على من أمنته صلاة مخلصاً من قلبه، صلى الله عليه بها عشر صلوات، ورفعت بها عشر درجات، وكتب له بها عشر حسنات، ومحى عنه عشر سيئات. رواه النسائي في عمل اليوم والليلة،

رقم: ٦٤

—١٥٠— হয়রত ওমায়ের আনসারী (রায়ি) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার উচ্চমতের মধ্য হইতে যে ব্যক্তি অন্তরের এখলাসের সহিত আমার উপর দরুদ পাঠায় আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর দশটি বহুমত নাযিল করেন, উহার বিনিময়ে

তাহার দশটি মর্তবা উন্নত করিয়া দেন, তাহার জন্য দশটি নেকী লিখিয়া দেন এবং তাহার দশটি গুনাহ মিটাইয়া দেন।

(আমালুল ইয়াওমে ওয়াল লাইলাহ)

١٥١ - عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلٌ آتِنَا عَنْ رَبِّهِ عَزَّوَجَلَ لِقَاءً مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ مُسْلِمٍ يُصَلِّي عَلَيْكُمْ مَرْءَةٌ وَاحِدَةٌ إِلَّا صَلَبْتُ أَنَا وَمَلَائِكَتِي عَلَيْهِ عَشْرًا. رواه الطبراني عن أبي ظلال عنه، وأبوظلال ونبي.

ولا يضر في المتابعتين، الترغيب ٤٩٨/٢

১৫১. হযরত আনাস (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জুমুআর দিন অধিক পরিমাণে আমার উপর দরদ পাঠাও। কেননা জিবরাইল আলাইহিস সালাম আপন রবের নিকট হইতে এখনই আমার নিকট এই পয়গাম লইয়া আসিয়াছিলেন যে, জমিনের বুকে যে কোন মুসলিম আপনার উপর একবার দরদ পাঠাইবে আমি তাহার উপর দশটি রহমত নাযিল করিব এবং আমার ফেরেশতাগণ তাহার জন্য দশবার মাগফেরাতের দোয়া করিবে। (তোবারানী, তরগীব)

١٥٢ - عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَكْثِرُوا عَلَى مِنَ الصَّلَاةِ فِي كُلِّ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّ صَلَاةَ أَمَّنِي تَغْرِبُ عَلَى فِي كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ، فَمَنْ كَانَ أَكْثَرَهُمْ عَلَى صَلَاةِ كَانَ أَفْرَبَهُمْ مِنْتَهِيَ مَنْزِلَةٍ. رواه البهقى بإسناد حسن إلا أن مصححولا قبل: لم يسمع من أبي

أمامـة، الترغيب ٥٠٣/٢

১৫২. হযরত আবু উমামাহ (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, প্রত্যেক জুমুআর দিন আমার উপর অধিক পরিমাণে দরদ পাঠাও। কারণ আমার উন্মত্তের দরদ প্রত্যেক জুমুআয় আমার নিকট পেশ করা হয়। অতএব যে ব্যক্তি যত বেশী আমার উপর দরদ পাঠাইবে সে (কেয়ামতের দিন) মর্তবা হিসাবে ততই আমার নিকটবর্তী হইবে। (বাইহাকী, তরগীব)

for more videos <https://youtube.com/annaaba> ١٥٣
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَلَ:

أَوْلَى النَّاسِ بِنِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَىٰ صَلَاةً. رواه الترمذى وقال:

هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي ﷺ، رقم: ٤٨٤

١٥٣. হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন আমার অতি নিকটবর্তী আমার সেই উম্মতী হইবে, যে আমার উপর অধিক পরিমাণে দরুদ পাঠাইবে। (তিরিমিয়ী)

١٥٤- عنْ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ قَدَّسَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا ذَهَبَ ثُلُثًا
اللَّيْلِ قَامَ فَقَالَ: يَنْأِيَهَا النَّاسُ اذْكُرُوا اللَّهَ اذْكُرُوا اللَّهَ، جَاءَتِ
الْوَاجِفَةُ تَبْعَهَا الرَّادِفَةُ، جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ،
قَالَ أَبِي فَقْلُتَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ فَكُمْ أَجْعَلُ
لَكَ مِنْ صَلَاتِي؟ قَالَ: مَا شِئْتَ، قَالَ فَقْلُتَ: الرُّبْعُ؟ قَالَ: مَا شِئْتَ،
فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، قَلْتُ: فَالنِّصْفُ؟ قَالَ: مَا شِئْتَ، وَإِنْ
زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، قَالَ: قَلْتُ: فَالثُّلُثَيْنِ؟ قَالَ: مَا شِئْتَ فَإِنْ
زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، قَلْتُ: أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلُّهَا؟ قَالَ: إِذَا
تُكْفِيْ هَمْكَ وَيَغْفِرُ لَكَ ذَنْبُكَ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن

١٥٤. হয়রত কাব (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, যখন রাত্রি দুই ত্রৈয়াণ্শ অতিবাহিত হইয়া যাইত তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাহাজুদের জন্য) উঠিতেন এবং বলিতেন, লোকেরা, আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ কর, আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ কর, কম্পন সৃষ্টিকারী বস্তু আসিয়া পড়িয়াছে, যাহার পর আর এক পশ্চাদগামী বস্তু আসিয়া পৌছিয়াছে। (অর্থাৎ প্রথম শিঙ্গা এবং উহার পর দ্বিতীয় শিঙ্গা ফুৎকারের সময় নিকটবর্তী হইয়া গিয়াছে।) মৃত্যু তাহার সমস্ত ভয়াবহতার সহিত আসিয়া গিয়াছে। মৃত্যু তাহার সমস্ত ভয়াবহতার সহিত আসিয়া গিয়াছে। হয়রত উবাই ইবনে কাব (রায়িঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি আপনার উপর অধিক পরিমাণে দরুদ পাঠাইতে চাই, কাজেই আমি আমার দোয়া ও ধিকিরের সময় হইতে দরুদ শরীফের জন্য কত সময় নির্ধারণ করিব? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবশাদ করিলেন, যত তোমার মনে চায়। আমি আরজ

করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এক চতুর্থাংশ সময়? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যত তোমার ইচ্ছা হয়, আর যদি বেশী কর তবে তোমার জন্য উত্তম হইবে। আমি আরজ করিলাম, অর্ধেক করি? তিনি এরশাদ করিলেন, তুম যে পরিমাণ চাও, আর যদি বেশী কর তবে তোমার জন্য উত্তম হইবে। আমি আরজ করিলাম দুই তৃতীয়াংশ করি? তিনি এরশাদ করিলেন, তুম যে পরিমাণ চাও, আর যদি বেশী কর তবে তোমার জন্য উত্তম হইবে। আমি আরজ করিলাম, তবে আমি আমার সম্পূর্ণ সময় আপনার উপর দরাদের জন্য নির্দিষ্ট করিতেছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যদি একপ কর তবে আল্লাহ তায়ালা তোমার সমস্ত চিন্তা শেষ করিয়া দিবেন এবং তোমার গুণাহও মাফ করিয়া দেওয়া হইবে। (তিরিয়ী)

ফায়দা ৪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার ভয় দেখাইয়াছেন, যেন মানুষ আখেরাতের স্মরণ হইতে গাফেল না থাকে।

١٥٥ - عَنْ رَوِيقِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ صَلَى عَلَى مُحَمَّدٍ وَقَالَ: اللَّهُمَّ أَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقْرَبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي . رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير

وأسانيدهم حسنة، مجمع الروايات ٢٥٤/١٠.

১৫৫. হঘরত কুআইফি' ইবনে সাবেত (বাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এইভাবে দরদ পাঠাইবে، **اللَّهُمَّ أَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقْرَبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ**
তাহার জন্য আমার শাফায়াত জরুরী হইয়া যাইবে।

অর্থ ৪ আয় আল্লাহ, আপনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেয়ামতের দিন আপনার নিকট বিশেষ নৈকট্যের স্থানে অধিষ্ঠিত করুন। (বায়ার, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٥٦ - عَنْ كَعْبِ بْنِ عَبْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْبَيْتِ؟ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلِمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ، قَالَ: فَوْلُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

for more videos <https://youtube.com/annaaha>
 محمدٌ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ
 مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ
 عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. رواه البخاري.

১৫৬. হ্যরত কাব ইবনে উজরাহ (রায়ঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা আপনার ও আপনার পরিবার পরিজনের উপর কিভাবে দরদ পাঠাইব? আল্লাহ তায়ালা সালাম পাঠাইবার নিয়ম তো (আপনার দ্বারা) আমাদিগকে স্বয�়ং শিখাইয়া দিয়াছেন। (অর্থাৎ তাশহুদের মধ্যে আমরা যেন **السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيَّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَرَكَاتُهُ** বলিয়া আপনার উপর সালাম পাঠাই।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, এইভাবে বল—

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى:

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى
إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

অর্থ ৪ আয় আল্লাহ, হ্যরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এবং হ্যরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারবর্গের উপর রহমত নাযিল করুন যেমন আপনি হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের উপর এবং হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পরিবারবর্গের উপর রহমত নাযিল করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে আপনি প্রশংসার উপযুক্ত ও সম্মানিত। আয় আল্লাহ, হ্যরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এবং হ্যরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারবর্গের উপর বরকত নাযিল করুন, যেমন আপনি হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের উপর এবং হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পরিবারবর্গের উপর বরকত নাযিল করিয়াছেন। নিঃসন্দেহে আপনি প্রশংসার উপযুক্ত ও সম্মানিত। (বোখারী)

১৫৭ - ০. عَنْ أَبِي حَمِيدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
 كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ

for more videos <https://youtube.com/annaaba>
 عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذَرِيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ،
 وَبَارَكْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذَرِيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ
 إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ۔ رواه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء،

১৫৭. হযরত আবু হুমাইদ সায়েদী (রাযঃ) বর্ণনা করেন যে, সাহাবা (রাযঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলল্লাহ, আমরা আপনার উপর কিভাবে দরুদ পাঠাইব? তিনি এরশাদ করিলেন, এইভাবে বল—

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذَرِيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ،
 وَبَارَكْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذَرِيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ
 حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

অর্থ ৪ আয় আল্লাহ, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এবং তাঁহার বিবিগণের উপর এবং তাঁহার বৎশধরগণের উপর রহমত নাযিল করুন, যেমন আপনি ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পরিবারবর্গের উপর রহমত নাযিল করিয়াছেন, আর হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এবং তাঁহার বিবিগণের উপর এবং বৎশধরগণের উপর বরকত নাযিল করুন, যেমন আপনি হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পরিবারবর্গের উপর বরকত নাযিল করিয়াছেন। নিঃসন্দেহে আপনি সমস্ত প্রশংসার উপরুক্ত ও সম্মানিত।

(বোখারী)

١٥٨-عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ
 هَذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي؟ قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
 مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارَكْتَ عَلَى
 مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ.

رواہ البخاری، باب الصلاة على النبي ﷺ، رقم: ٦٣٥٨

১৫৮. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযঃ) বলেন, আমরা আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলল্লাহ, আপনার উপর সালাম পাঠাইবার নিয়ম তো আমাদের জানা হইয়াছে (যে আমরা তাশাহহুদের মধ্যে ... বলিয়া আপনার উপর সালাম পাঠাই।) এখন আমাদিগকে ইহাও বলিয়া দিন যে, আমরা আপনার উপর দরুদ কিভাবে পাঠাইব? তিনি এরশাদ করিলেন, এইভাবে বল—

for more books <https://youtube.com/alamin5g>

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ.

অর্থ ৪ আয় আল্লাহ, আপনার বান্দা ও আপনার রাসূল মুহাম্মদ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর রহমত নাযিল করুন, যেমন
আপনি হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের উপর রহমত নাযিল
করিয়াছেন। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এবং
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারবর্গের উপর বরকত
নাযিল করুন, যেমন আপনি হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের উপর
এবং হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পরিবারবর্গের উপর বরকত
নাযিল করিয়াছেন। (বোখারী)

٥٩-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ
يُكَتَّلَ بِالْمِكْيَالِ الْأَوْفِيِّ إِذَا صَلَّى عَلَيْنَا أَهْلُ الْبَيْتِ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَأَزْوَاجِهِ أَمْهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَذَرِّيَّهِ وَأَهْلِ
بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. رواه أبو داود.

باب الصلاة على النبي ﷺ بعد الشهد، رقم: ١٨٢

১৫৯. হ্যরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন যে, যাহার ইহা পছন্দ হয় যে, যখন
সে আমার পরিবারবর্গের উপর দরুদ পাঠ করে তখন উহার সওয়াব বড়
পাত্রে মাপা হউক তবে সে যেন এই শব্দগুলি দ্বারা দরুদ শরীফ পাঠ
করে—

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَأَزْوَاجِهِ أَمْهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَذَرِّيَّهِ وَأَهْلِ
بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

অর্থ ৪ আয় আল্লাহ, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
উপর এবং তাঁহার বিবিগণ—যাহারা মুমিনীনদের মা এবং তাঁহার
বৎশধরগণের উপর এবং তাঁহার সকল পরিবারবর্গের উপর রহমত নাযিল
করুন, যেমন আপনি হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পরিবারবর্গের
উপর রহমত নাযিল করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে আপনি প্রশংসার উপযুক্ত ও
সম্মানিত। (আবু দাউদ)

١٦٠- عَنْ أَبِي ذِئْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: يَا عَبْدِنِي مَا عَبَدْتَنِي وَرَجُونِي فَإِنِّي غَافِرٌ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِينَكَ، وَيَا عَبْدِنِي إِنَّ لَقِيَتِنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةً مَا لَمْ تُشْرِكْ بِي لِقِيَتِكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً. (الحديث) رواه أحمد/ ١٥٤

১৬০. হযরত আবু যাব (রায়িহ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে আমার বান্দা ! নিশ্চয় যতক্ষণ তুমি আমার এবাদত করিতে থাকিবে এবং আমার নিকট (মাগফেরাতের) আশা রাখিবে আমি তোমাকে মাফ করিতে থাকিব, চাই তোমার মধ্যে যতই দোষ থাকুক না কেন। হে আমার বান্দা ! যদি তুমি জমিনভরা গুনাহ লইয়া আমার সহিত এগনভাবে মিলিত হও যে, আমার সহিত কাহাকেও শরীক কর নাই তবে আমি ও জমিনভরা মাগফেরাত লইয়া তোমার সহিত মিলিত হইব। অর্থাৎ সম্পূর্ণ মাফ করিয়া দিব। (মুসনাদে আহমাদ)

١٦١- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجُونِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِينَكَ وَلَا أَبْلَغْتُكَ عَنَّا السَّمَاءَ، ثُمَّ اسْتَغْفِرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أَبْلَغْتُكَ عَنَّا السَّمَاءَ. (ال الحديث) رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب الحديث القدسى: يا

ابن آدم إبك ما دعوني ، رقم: ٣٥٤٠

১৬১. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রায়িহ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, হে আদমের সন্তান ! নিশ্চয় তুমি যতক্ষণ আমার নিকট দোয়া করিতে থাকিবে এবং (মাগফেরাতের) আশা রাখিবে আমি তোমাকে মাফ করিতে থাকিব। চাই তোমার গুনাহ যত বেশীই হউক না কেন, আমি উহার পরওয়া করিব না ! অর্থাৎ তুমি যত বড় গুনাহগারই হও না কেন, তোমাকে মাফ করা আমার নিকট কোন বড় ব্যাপার নয়। হে আদমের সন্তান ! তোমার গুনাহ যদি আসমানের উচ্চতা পর্যন্তও পৌছাইয়া যায়, আর তুমি আমার নিকট মাফ চাও তবে আমি তোমাকে মাফ করিয়া দিব এবং আমি উহুর কেন্দ্র পরওয়া করিব না। (তিরমিমী)

١٦٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ عَنْدَ أَصَابَ ذَنْبًا فَقَالَ: رَبِّ اذْنَبْتَ ذَنْبًا فَاغْفِرْ لِي، فَقَالَ رَبِّهِ: أَعْلَمُ عَنِّي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَاخْذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَنِّي، ثُمَّ مَكَّ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَصَابَ ذَنْبًا فَقَالَ: رَبِّ اذْنَبْتَ آخَرَ فَاغْفِرْهُ، فَقَالَ: أَعْلَمُ عَنِّي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَاخْذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَنِّي، ثُمَّ مَكَّ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ اذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ: رَبِّ اذْنَبْتَ آخَرَ فَاغْفِرْهُ، فَقَالَ: أَعْلَمُ عَنِّي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَاخْذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَنِّي ثُلَاثًا فَلَيَعْمَلْ مَا شَاءَ. رواه البخاري، باب قول الله تعالى

بريدون أن يدلوا كلام الله، رقم: ٧٥٠٧

১৬২. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িহ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, কোন বান্দা যখন গুনাহ করিয়া বসে, অতঃপর (লজ্জিত হইয়া) বলে, হে আমার রব, আমি তো গুনাহ করিয়া বসিয়াছি, এখন আপনি আমাকে মাফ করিয়া দিন। আল্লাহ তায়ালা (ফেরেশতাদের সম্মুখে) বলেন, আমার বান্দা কি জানে যে, তাহার কোন রব আছেন, যিনি তাহার গুনাহসমূহকে ক্ষমা করেন এবং উহার উপর ধরপাকড়ও করিতে পারেন? শুনিয়া রাখ, আমি আমার বান্দাকে মাফ করিয়া দিলাম। অতঃপর সেই বান্দা যতক্ষণ আল্লাহ তায়ালা চাহেন গুনাহ হইতে বিরত থাকে। তারপর আবার কোন গুনাহ করিয়া বসে। তখন সে (লজ্জিত হইয়া) বলে, হে আমার রব, আমি তো আরো একটি গুনাহ করিয়া বসিয়াছি। আপনি ইহাও মাফ করিয়া দিন। আল্লাহ তায়ালা (ফেরেশতাদেরকে) বলেন, আমার বান্দা কি জানে যে, তাহার কোন রব আছেন, যিনি গুনাহ মাফ করেন এবং উহার উপর ধরপাকড়ও করিতে পারেন? শুনিয়া রাখ, আমি আমার বান্দাকে মাফ করিয়া দিলাম। অতঃপর সেই বান্দা যতক্ষণ আল্লাহ তায়ালা চাহেন, গুনাহ হইতে বিরত থাকে। তারপর আবার কোন গুনাহ করিয়া বসে। তখন (লজ্জিত হইয়া) বলে, হে আমার রব, আমি তো আরো একটি গুনাহ করিয়া বসিয়াছি। আপনি ইহাও মাফ করিয়া দিন। আল্লাহ তায়ালা (ফেরেশতাদেরকে) বলেন, আমার বান্দা কি জানে যে, তাহার কোন রব আছেন, যিনি গুনাহ ফোরান্ন করেন এবং উহার উপর ধরপাকড়ও করিতে পারেন? শুনিয়া রাখ,

١٦٣- عن أم عضمة العووصية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: ما من مسلم يعمل ذاته إلا وقف الملك المؤكل بخاصمه ذنبه ثلاثة ساعات فإن استغفر الله من ذنبه ذلك في شيء من تلك الساعات لم يزوجه عليه، ولم يعذب يوم القيمة.

رواه الحاكم وقال: هنا حديث صحيح الإسناد ولم يخر جاه ووافقه الذهبي ٤/٢٦٢

১৬৩. হ্যৱত উম্মে ইসমাহ আওসিয়াহ (রায়ঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন মুসলমান গুনাহ করে তখন যে ফেরেশতা গুনাহ লেখার উপর নিযুক্ত আছেন তিনি সেই গুনাহ লিখিতে তিনি মুহূর্ত অর্থাৎ কিছু সময়ের জন্য থামিয়া যান। যদি সে এই তিনি মুহূর্তের কোন সময়ে আল্লাহ তায়ালার নিকট নিজের সেই গুনাহের জন্য মাফ চাহিয়া লয় তবে উক্ত ফেরেশতা আখেরাতে তাহাকে সেই গুনাহের ব্যাপারে জানাইবে না এবং কেয়ামতের দিন (সেই গুনাহের কারণে) তাহাকে আবাব দেওয়া হইবে না।

(মুসতাদরাকে হাকেম)

١٦٣ - عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن صاحب الشمال ليرفع القلم بست ساعات عن العبد المسلم المخطيء أو المسيء، فإن ندم واستغفر الله منها القاهها، وإن لا سُكِّبَتْ واحدة، رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدهما وتقوا، مجمع الروايات، ٢٤٦١.

১৬৪. হ্যরত আবু উমামাহ (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে বাম দিকের ফেরেশতা গুনাহগার মুসলমানদের জন্য ছয় মুহূর্ত (কিছু সময়) গুনাহ লেখা হইতে কলমকে উঠাইয়া রাখে। (অর্থাৎ লেখে না।) অতঃপর যদি এই গুনাহগার বান্দা লজ্জিত হয় এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট গুনাহের জন্য মাফ চাহিয়া লয় তবে ফেরেশতা সেই গুনাহকে লেখে না। নতুবা একটি গুনাহ লিখিয়া দেওয়া হয়। (তাবারানী, মাজুমায়ে যা-ওয়ায়েদ)

١٦٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ الْعَذَابَ إِذَا أَخْطَأَ حَاطِينَةً نُكَثَتْ فِي قَلْبِهِ نُكَثَّةٌ سَوْدَاءُ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبَهُ، وَإِنْ عَادَ زِيدٌ فِيهَا حَتَّى تَفْلُو قَلْبَهُ، وَهُوَ الرَّأْنُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ كَلَّا بَلْ سَكَرَانٌ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ [المطففين: ١٤] . رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح،

باب ومن سورة وباب للمطففين، رقم: ٣٣٣

১৬৫. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বান্দা যখন কোন গুনাহ করে তখন তাহার অন্তরে একটি কালো দাগ লাগিয়া যায়। তারপর যদি সে উক্ত গুনাহকে ছাড়িয়া দেয় এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট মাফ চাহিয়া লয় এবং তওবা করিয়া লয় তবে (সেই কালো দাগ মুছিয়া) অন্তর পরিষ্কার হইয়া যায়। আর যদি গুনাহের পর তওবা ও মাফ চাওয়ার পরিবর্তে আরো গুনাহ করে তবে অন্তরের কালিমা আরো বাঢ়িয়া যায়। অবশ্যে সমস্ত অন্তর ছাইয়া ফেলে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ইহাই সেই মরিচা যাহা আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতে বলিয়াছেন—

كَلَّا بَلْ سَكَرَانٌ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

(তিরমিয়ী)

١٦٦ - عَنْ أَبِي بَكْرِ الصَّدِيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: مَا أَصَرَّ مَنْ اسْتَغْفَرَ وَإِنْ عَادَ لِهِ الْيَوْمَ سَبْعِينَ مَرَّةً. رواه أبو داود، باب في

الاستغفار، رقم: ١٥١٤.

১৬৬. হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি এন্টেগফার করিতে থাকে সে গুনাহের উপর হটকারীদের মধ্যে গণ্য হয় না, যদিও দিনে সত্ত্বরবার গুনাহ করে। (আবু দাউদ)

কায়দা : অর্থাৎ যে গুনাহের পর লজ্জা হয় এবং আগামীতে সেই গুনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকার পাকা এরাদা হয় উহা ক্ষমার উপযুক্ত হয়, যদিও সেই গুনাহ বারবার সংঘটিত হয়। (বজ্জুল মাজহুদ)

١٦٧ - عَنْ أَبْنَىٰ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ لَرَمَ الْإِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ صِنْقِ مَخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هُمْ فَرَجًا وَرَزْقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. رواه أبو داود، باب في الاستغفار،

رقم: ١٥١٨

১৬৭. হযরত ইবনে আকবাস (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি পাবন্দীর সহিত ইস্তেগফার করিতে থাকে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য প্রত্যেক অসুবিধায় মুক্তির পথ করিয়া দেন। প্রত্যেক দুশিচ্ছা হইতে মাজাত দান করেন এবং তাহাকে এমন জায়গা হইতে রুজী দান করেন যেখান হইতে তাহার ধারণা থাকে না। (আবু দাউদ)

١٦٨ - عَنِ الزُّبَيرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ تَسْرُّهُ صَحِيفَتُهُ فَلْيُكْثِرْ فِيهَا مِنِ الْإِسْتِغْفَارِ. رواه الطبراني في الأوسط

ورجاله ثقات، مجمع الرواية / ١٠٢٤

১৬৮. হযরত যুবাইর (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি চায় যে, (কেয়ামতের দিন) তাহার আমলনামা তাহাকে আনন্দিত করুক, তাহার অধিক পরিমাণে এস্তেগফার করিতে থাকা উচিত।

(তাবারানী، মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٦٩ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُشِّيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: طَوْبَىٰ لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيرًا. رواه ابن ماجه، باب الاستغفار،

رقم: ٣٨١٨

১৬৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুস্র (রায়িঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, সুসংবাদ সেই ব্যক্তির জন্য যে (কেয়ামতের দিন) আপন আমলনামায় অধিক পরিমাণে এস্তেগফার পায়। (ইবনে মাজাহ)

١٧٠ - عَنْ أَبِي ذِئْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: يَا عَبَادِي كُلُّكُمْ مُذْنِبٌ إِلَّا مَنْ عَافَتْ فَاسْتَلْوَنَى الْمَغْفِرَةَ فَاغْفِرْ لَكُمْ وَمَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ أَنِّي ذُو فَدْرَةٍ عَلَى الْمَغْفِرَةِ

for more books <https://youtube.com/alamin5g>

فَاسْتَغْفِرُنِي بِقُدْرَتِي غُفْرُتْ لَهُ وَكُلُّكُمْ ضَالٌ إِلَّا مَنْ هَدَى
 فَسْلُونِي الْهَدَى أَهْدِكُمْ وَكُلُّكُمْ فَقِيرٌ إِلَّا مَنْ أَغْنَيْتُ . فَسَلُونِي
 أَرْزَقُكُمْ وَلَوْ أَنْ حَيَّكُمْ وَمِيتَكُمْ وَأَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَرَطَبَكُمْ
 وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا فَكَانُوا عَلَى قُلُوبِهِمْ عَنْدِي مِنْ عِبَادِي - لَمْ
 يَرِدْ فِي مُلْكِي جَنَاحٌ بَعْوَضَةٍ وَلَا جَمِيعُوا فَكَانُوا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَشْفَقُ
 عَنْدِي مِنْ عِبَادِي - لَمْ يَنْفَضِّ مِنْ مُلْكِي جَنَاحٌ بَعْوَضَةٍ وَلَوْ أَنْ
 حَيَّكُمْ وَمِيتَكُمْ وَأَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَرَطَبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا ،
 فَسَأْلُ كُلُّ سَائِلٍ مِنْهُمْ مَا بَلَغَتْ أَفْئِيَتُهُ ، مَا نَفَضَ مِنْ مُلْكِي إِلَّا كَمَا
 لَوْ أَنْ أَحَدَكُمْ مَرَّ بِشَفَةِ الْبَحْرِ ، فَقَمَسَ فِيهَا إِبْرَةٌ ثُمَّ نَزَعَهَا . ذَلِكَ
 يَأْتِي جَوَادُ مَاجِدٍ عَطَانِي كَلَامٌ ، إِذَا أَرَدْتُ شَيْئًا ، فَإِنَّمَا أَقُولُ لَهُ:
 كُنْ ، فَيَكُونُ . رواه ابن ماجه، باب ذكر التربية، رقم: ٤٢٥٧

১৭০. হ্যরত আবু যার (রায়িৎ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে আমার বান্দাগণ, তোমাদের প্রত্যেকেই গুনাহগার সে ব্যতীত যাহাকে আমি বাঁচাইয়া লই। সুতরাং আমার নিকট মাফ চাও, আমি তোমাদিগকে মাফ করিয়া দিব। আর যে ব্যক্তি এই কথা জানিয়া যে, আমি মাফ করিবার ক্ষমতা রাখি, আমার নিকট মাফ চায় আমি তাহাকে মাফ করিয়া দেই। আর তোমরা সকলেই পথভর্ট সেই ব্যক্তি ব্যতীত যাহাকে আমি হেদায়াত দান করি। অতএব আমার নিকট হেদায়াত চাও, আমি তোমাদিগকে হেদায়াত দিব। আর তোমরা সকলেই ফকির সেই ব্যক্তি ব্যতীত যাহাকে আমি ধনী করিয়া দেই। অতএব আমার নিকট চাও, আমি তোমাদিগকে রুজী দিব। যদি তোমাদের জীবিত-মৃত, পূর্ব-পরের, সমস্ত উদ্দিদ ও সমস্ত জড়বন্ধ (ও মানুষ হইয়া) সমবেত হয়। অতঃপর ইহারা সকলে সেই ব্যক্তির ন্যায় হইয়া যায়, যে সর্বাপেক্ষা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে তবে ইহা আমার বাদশাহীতে মশার পাখা পরিমাণও বৃদ্ধি করিতে পারিবে না। আর যদি ইহারা সকলে একত্রিত হইয়া কোন এমন ব্যক্তির ন্যায় হইয়া যায়, যে সর্বাপেক্ষা গুনাহগার তবে ইহাও আমার বাদশাহীতে মশার পাখা পরিমাণ কম করিতে পারিবে না। যদি তোমাদের জীবিত-মৃত, পূর্ব-পরের, সমস্ত উদ্দিদ, সমস্ত জড়বন্ধ (ও মানুষ হইয়া) একত্রিত হয় এবং তাহাদের প্রত্যেক প্রার্থী আপন খাহেশের শেষ সীমা পর্যন্ত প্রার্থনা

করে তবে আমার খাজনায় এতটুকুও কম হইবে না যতটুকু তোমাদের কেহ সমুদ্রের কিনারা দিয়া অতিক্রমকালে উহাতে সুই ডুবাইয়া বাহির করিয়া লয়। ইহা এইজন্য যে, আমি অত্যন্ত দানশীল, সম্মানে অধিকারী। আমার দান শুধু বলিয়া দেওয়া। আমি যখন কোন জিনিসের এরাদা করি তখন সেই জিনিসকে বলিয়া দেই যে, হইয়া যাও, তৎক্ষণাত তাহা হইয়া যায়। (ইবনে মাজাহ)

١٧١- عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات، كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. رواه الطبراني و إسناده جيد، مجمع الزوائد

٢٥١/١

১৭১. হ্যরত ওবাদাহ ইবনে সামেত (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি মুমিন পুরুষ ও মহিলাদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য প্রত্যেক মুমিন পুরুষ ও মহিলার বিনিময়ে একটি করিয়া নেকী লিখিয়া দেন। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٧٢- عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمدوا الله واستغفرا لهما. رواه أبو داود، باب في المصالحة، رقم: ٥٢١١

১৭২. হ্যরত বারা ইবনে আযেব (রায়িঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন দুইজন মুসলমান সাক্ষাতের সময় মুসাফাহা করে এবং আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করে এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট মাগফেরাত চায় (যেমন **الْحَمْدُ لِلّٰهِ**. يغفرُ لَهُمْ) বলে তাহাদের মাগফেরাত করিয়া দেওয়া হয়। (আবু দাউদ)

١٧٣- عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تقولون بفرح رجال افلقت منه زاحفة، تجر زمامها باز من قفر ليس بها طعام ولا شراب، وعليها له طعام وشراب، فطلبها حتى شق عليها، ثم مرث بجذل شجرة، فتعلق زمامها، فوجعلها متعلقة به؟ قلنا: شدیدا، يا رسول الله! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما،

إِنَّهُ وَاللَّهِ أَشَدُ فَرْحًا بِتَوْبَةِ عَبْدٍ، مِنَ الرَّجُلِ بِرَاحْلَتِهِ۔ رواه مسلم

باب في الحض على التوبة والفرح بها، رقم: ١٩٥٩

১৭৩. হ্যরত বারা ইবনে আয়েব (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা এই ব্যক্তির আনন্দ সম্পর্কে কি বল, যাহার উটনী আপন লাগামের রশি টানিয়া এবং কোন জনমানবহীন ময়দানে পালাইয়া যায়। যেখানে না খাবার আছে, না পানি আছে। আর উটনীর উপর সেই ব্যক্তির খাবার ও পানি রহিয়াছে এবং সে উটনীকে তালশি করিতে করিতে ক্লাস্ট হইয়া পড়ে। অতঃপর সেই উটনী একটি গাছের কাণ্ডের নিকট দিয়া অতিক্রমকালে উহার লাগাম গাছের কাণ্ডের সহিত আটকাইয়া যায় এবং সেই ব্যক্তি উক্ত কাণ্ডের সহিত আটকাইয়া থাকা উটনীকে পাইয়া যায়? আমরা আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, শোন, আল্লাহর কসম, (এক্ষণে কঠিন অবস্থায় নিরাশ হইবার পর) বাহন পাওয়ার দরুন এই ব্যক্তির যে পরিমাণ খুশী ও আনন্দ হইয়াছে আল্লাহ তায়ালা আপন বান্দার তওবার উপর এই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক খুশী হন। (মুসলিম)

١٧٤-عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَشَدُ فَرْحًا بِتَوْبَةِ عَبْدٍ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحْلَتِهِ بِأَرْضِ قَلَّا، فَانفَلَّتْ مِنْهُ، وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَأَيْسَ مِنْهَا، فَاتَّى شَجَرَةً، فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا، قَدْ أَيْسَ مِنْ رَاحْلَتِهِ، فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ هُوَ بِهَا، قَاتَمَةً عِنْدَهُ، فَأَخَدَ بِخَطَابِهَا، ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ، أَخْطَأُ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ

رواه مسلم، باب في الحض على التوبة والفرح بها، رقم: ١٩٦٠

১৭৪. হ্যরত আনাস ইবনে মালেক (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা আপন বান্দার তওবার দ্বারা তোমাদের কাহারো এই সময়ের খুশী অপেক্ষা অধিক খুশী হন যখন সে আপন বাহন সহ কোন বিজ্ঞ ময়দানে থাকে, আর বাহন তাহার নিকট হইতে ছুটিয়া চলিয়া যায়। উহার উপর তাহার খানা-পানিও রহিয়াছে। অতঃপর সে আপন বাহন পাওয়ার ফিল্মগতে নিরাশ হইয়া রোপ গাছের ছায়ায় আসিয়া শুইয়া পড়ে। যখন সে

আপন বাহন পাওয়াৰ ব্যাপাৰে একেবাৰেই নিৱাশ হইয়া গিয়াছিল তখন
হঠাতে সে উক্ত বাহনকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিতে পায় এবং সে তৎক্ষণাৎ
উহার লাগাম ধৰিয়া ফেলে এবং আনন্দের আতিশয়ে ভুল কৰিয়া একপ
বলিয়া বসে যে, আয় আল্লাহ, আপনি আমাৰ বান্দা এবং আমি আপনাৰ
ৱৰ। (মুসলিম)

١٧٥-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

لَهُ أَشَدُ فَرَحًا بِتُوبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَجُلٍ فِي أَرْضٍ دَوِيَّةٍ مَهْلِكَةٍ
مَفْعَةٌ رَاجِلَتُهُ، عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَإِنَّمَا فَاسْتِيقْظَ وَقَدْ ذَهَبَتِ
فَطَلَّبَهَا حَتَّى أَذْرَكَهُ الْعَطْشُ ثُمَّ قَالَ: أَرْجِعْ إِلَى مَكَانِي الَّذِي كُنْتُ
فِيهِ، فَأَنَّمَا حَتَّى أَمْوَاتَ، فَوَرَّضَ رَأْسَهُ عَلَى سَاعِدِهِ لِيَمُوتَ فَاسْتِيقْظَ
وَعِنْدَهُ رَاجِلَتُهُ، عَلَيْهَا زَادَهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَاللَّهُ أَشَدُ فَرَحًا بِتُوبَةِ
الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذَا بِرَاجِلَتِهِ وَزَادِهِ. رواه مسلم، باب في الحضر على

التوبة والفرح بها، رقم: ٦٩٥٥

১৭৫. হ্যৱত আবদুল্লাহ (রায়িঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ কৰিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ
তায়ালা আপন মুমিন বান্দাৰ তওবাৰ উপৰ ঐ ব্যক্তি হইতেও বেশী খুশী
হন যে ব্যক্তি কোন ধৰ্মসাত্ত্বক ময়দানে এমন বাহনেৰ উপৰ চলিতেছে
যাহার উপৰ তাহার খানাপিনাৰ জিনিস রহিয়াছে এবং সে (বাহন হইতে
নামিয়া) দুমাইয়া পড়ে। যখন তাহার চোখ খুলে তখন দেখে যে, বাহন
কোথাও চলিয়া গিয়াছে। সে উহা তালাশ কৰিতে থাকে। অবশেষে যখন
তাহার (কঠিন) পিপাসা লাগে তখন বলে, আমি সেই জায়গায় ফিরিয়া
যাইব যেখানে প্ৰথম ছিলাম এবং মৃত্যু আসা পৰ্যন্ত আমি সেখানে শুইয়া
থাকিব। সুতৰাং সে মৃত্যুৰ জন্য প্ৰস্তুত হইয়া বাজৰ উপৰ মাথা রাখিয়া
শুইয়া পড়ে। পুনৰায় সে যখন জাগৃত হয় তখন বাহন তাহার নিকট
উপস্থিত দেখিতে পায় যাহার উপৰ তাহার পাথেয় ও খানাপিনাৰ সামান
রহিয়াছে। (নিৱাশ হওয়াৰ পৰ) আপন বাহন ও পাথেয় পাওয়াৰ কাৰণে
এই ব্যক্তি যে পৱিমাণ খুশী হইয়াছে, আল্লাহ তায়ালা মুমিন বান্দাৰ
তওবাৰ উপৰ ইহা অপেক্ষা অধিক খুশী হন। (মুসলিম)

١٧٦- عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَسْطُطُ يَدَهُ بِاللَّيلِ لِيُتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَسْطُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيُتُوبَ مُسِيءُ اللَّيلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا. رواه مسلم، باب

قبول التوبة من الذنوب رقم: ٦٩٨٩

১৭৬. হযরত আবু মূসা (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা রাত্রিতের আপন রহমতের হাত প্রসারিত করিয়া রাখেন, যেন দিনের গুনাহগার রাত্রে তওবা করিয়া লয় এবং দিনভর আপন রহমতের হাত প্রসারিত করিয়া রাখেন, যেন রাত্রের গুনাহগার দিনে তওবা করিয়া লয়। (আর এই নিয়ম চলিতে থাকিবে) যতদিন পর্যন্ত সূর্য পশ্চিম দিক হইতে উদয় না হইবে। (উহার পর তওবা করুণ হইবে না।) (মুসলিম)

١٧٧- عن صفوان بن عسail رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ بِالْمَغْرِبِ بَابًا عَرْضَهُ مَسِيرَةُ سَبْعِينَ عَامًا لِلتَّوْبَةِ لَا يُفْلِقُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ قِبَلِهِ. (وهو قطعة من الحديث) رواه الترمذى

وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء في فضل التوبة، رقم: ٣٥٣٦

১৭৭. হযরত সাফওয়ান ইবনে আসসাল (রায়িৎ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তায়ালা পশ্চিম দিকে তওবার একটি দরজা বানাইয়াছেন। (উহার দৈর্ঘ্যের কথা আর কি বলিব) উহার প্রস্থ সত্তর বৎসরের দূরত্বের সমান। উহা কখনও বন্ধ হইবে না, যতক্ষণ না পশ্চিম দিক হইতে সূর্য উদয় হইবে। (পশ্চিম দিক হইতে সূর্য উদয়ের সময় কেয়ামত নিকটবর্তী হইবে এবং তওবার দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।) (তিরিয়া)

١٧٨- عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: إِنَّ اللَّهَ يَقْبِلُ تَوْبَةَ الْمُبْدِئِ مَا لَمْ يَعْرِفْ غَرْبًا. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب
إِنَّ اللَّهَ يَقْبِلُ تَوْبَةَ الْمُبْدِئِ رقم: ٣٥٣٧

১৭৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা বান্দার তওবা তত্ত্বগত পর্যন্ত করেন যতক্ষণ গৱণযাহ অর্থাৎ

মৃত্যুর অবস্থা আরম্ভ না হইয়া যায়। (তিরমিয়ী)

ফায়দা : মৃত্যুর সময় যখন বাস্দার রহ দেহ হইতে বাহির হইতে আরম্ভ করে তখন গলার নালীর ভিতর এক প্রকার আওয়াজ হয়, যাহাকে গরগারাহ বলে। ইহার পর আর জীবনের আশা থাকে না, ইহা মৃত্যুর শেষ এবং নিশ্চিত আলামত। অতএব এই আলামত প্রকাশ হইবার পর তওবা ও ঈমান আনা গ্রহণযোগ্য হয় না।

١٧٩- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: من تاب قبل موته بعام ثيب عليه حتى قال بشهر حتى قال بجمعة، حتى قال بيوم، حتى قال بساعة، حتى قال بفوات

١٥٨- رواه الحاكم

১৭৯. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আপন মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে তওবা করিয়া লয়, বরং মাস, সপ্তাহ, একদিন, এক ঘন্টা এবং উটনীর দুধ একবার দোহনের পর দ্বিতীয় বার দোহনের মধ্যবর্তী যে সামান্য সময় হয়, মৃত্যুর এই পরিমাণ পূর্বেও তওবা করিয়া লয় তাহার তওবা কবুল হইয়া যায়। (মুসতাদরাকে হাকেম)

١٨٠- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: من أخطأ خطيئة أو اذنب ذنبًا ثم نادم فهُوَ كفارته. رواه البيهقي في شب

٢٨٧/٥ جلد

১৮০. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন ভুল করিয়াছে অথবা কোন গুনাহ করিয়াছে; অতঃপর লজ্জিত হইয়াছে। তাহার লজ্জিত হওয়া তাহার গুনাহের জন্য কাফকারাস্বরূপ। (বাইহাকী)

١٨١- عن أنس رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَأ، وَخَيْرُ الْخَطَائِينَ التَّوَابُونَ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث غريب، باب في

استعظام المعلوم ذنبه رقم: ٤٤٩٩

১৮১. হ্যরত আনাস (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, প্রত্যেক আদমসন্তান গুনাহগার। আর উন্নতম গুনাহগার তাহারা যাহারা তওবা করে।

for more books <https://youtube.com/alsojig> (তিরমিয়ী)g

١٨٢- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله يقول: إن من سعادة المرأة أن يطول عمرها، ويزقه الله الإنابة. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه

الذهبى / ٤٤٠

১৮২. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রায়িৎ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, মানুষের সৌভাগ্যের মধ্য হইতে ইহাও একটি যে, তাহার যিন্দেগী দীর্ঘ হয়, আর আল্লাহ তায়ালা তাহাকে নিজের দিকে (আল্লাহ তায়ালার প্রতি) রঞ্জু হওয়ার তোফিক দান করেন। (মুসতাদরাকে হাকেম)

١٨٣- عن الأغْرِيَّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس! توبوا إلى الله، فإني أتوب إلى الله - في اليوم - مائة مرّة. رواه مسلم.

باب استجواب الاستفخار رقم: ٦٨٥٩

১৮৩. হযরত আগারুর (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হে লোকেরা, আল্লাহ তায়ালার নিকট তওবা কর। কেননা আমি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার নিকট দিনে একশতবার তওবা করি। (মসলিম)

١٨٣- عن ابن الزبير رضي الله عنهما يقول: يا أيها الناس إني أتوب إلى الله كل يوم. كأن يقول: لو أن ابن آدم أغطى وأديبا ميلاً من ذهب، أحب إليه ثانية، ولو أغطى ثانية أحب إليه ثالثاً، ولا يُسُد جوف ابن آدم إلا التراب، ويَتُوب الله على من تاب. رواه البخاري، باب ما ينقى من فتنه

المال، رقم: ٦٤٣٨

১৮৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রায়িৎ) বলেন, হে লোকেরা ! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিতেন, যদি মানুষ স্বর্ণ দ্বারা পরিপূর্ণ একটি ময়দান পাইয়া যায় তবে দ্বিতীয় অপর একটির খাহেশ করিবে। আর যদি দ্বিতীয়টি পাইয়া যায় তবে তৃতীয়টির খাহেশ করিবে। মানুষের পেট তো একমাত্র কবরের মাটিই ভরিতে পারে। (অর্থাৎ কবরের মাটিতে যাইয়াই সে তাহার এই মাল বাঢ়াইবার খাহেশ হইতে বিরত হইতে পারে।) অবশ্য আল্লাহ তায়ালা সেই বান্দার উপর দয়া করেন যে আপন দিলকে দুনিয়ার দৌলতের পরিবর্তে আল্লাহ তায়ালার দিকে রঞ্জু করিয়া নাই। (আল্লাহ তায়ালা তাহাকে দুনিয়াজ্ঞে দিলের শাস্তি নন্মীব

করেন এবং মাল বাড়াইবার লোভ হইতে তাহাকে হেফাজত করেন।)

(বোধারী)

১৮৫- عن زيد رضي الله عنه أنه سمع النبي ﷺ يقول: من قال: أستغفرُ
الله الذي لا إله إلا هو الحَقِيقُوم وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ غُفْرَانَهُ، وإن
كان فَرِّيْ من الزَّحْفِ. رواه أبو داود، باب في الاستغفار، رقم: ১০১৭ ورواه
الحاكم من حديث ابن مسعود وقال: صحيح على شرط مسلم إلا أنه قال: يَقُولُهَا
ثَلَاثَةً. ووافقه النَّهْجَيُّ / ٢

১৮৫. হযরত যায়েদ (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন যে,
أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقِيقُوم وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ
বলিবে তাহার মাগফেরাত করিয়া দেওয়া হইবে। যদিও সে জেহাদের
ময়দান হইতে পলায়ন করে।

এক রেওয়ায়াতে এই কলেমাগুলি তিনি বার পড়ার কথা উল্লেখ
রহিয়াছে।

অর্থঃ আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট মাগফেরাত চাহিতেছি, যিনি
ব্যতীত কোন মাঝুদ নাই, তিনি চিরঙ্গীব, সৎরক্ষণকারী এবং তাহারই
নিকট তওবা করিতেছি। (আবু দাউদ, মুসতাদরাকে হাকেম)

১৮৬- عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: وَادْعُونِيَّاهُ وَادْعُونِيَّاهُ، فَقَالَ هَذَا الْقَوْلُ مَرَّتَيْنِ أَوْ
ثَلَاثَيْنِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُلْ: اللَّهُمَّ مَنْفِرْتُكَ أَوْسَعُ مِنْ
ذُنُوبِيِّ وَرَحْمَتُكَ أَرْجِيِّ عِنْدِيِّ مِنْ عَمَلِيِّ، فَقَالَهَا ثَمَّ قَالَ: عَذْ
فَعَادَ، ثَمَّ قَالَ: عَذْ فَعَادَ، فَقَالَ: فَمَقْدَ غَفْرَانِ اللَّهِ تَعَالَى. رواه الحاكم
وقال: حديث رواه عن اخوه مدين بن سعيد لا يعرف واحد منهم بحر ولم

يخر جاه ووافقه النَّهْجَيُّ / ١

১৮৬. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রায়িঃ) বলেন, এক ব্যক্তি
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া
বলিতে লাগিল, হায় আমার গুনাহ! হায় আমার গুনাহ! সে এই কথা
দুই তিনবার বলিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে
বলিলেন, তুমি বল—

اللَّهُمَّ مَنْفِرْتُكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِيِّ وَرَحْمَتُكَ أَرْجِيِّ عِنْدِيِّ مِنْ عَمَلِيِّ
for more books <https://youtube.com/alainm5g>

অৰ্থাৎ, আয় আল্লাহ! আপনাৰ মাগফেৰাত আমাৰ গুনাহ হইতে অনেক বেশী প্ৰশংস্ত এবং আমি আমাৰ আমল হইতে আপনাৰ রহমতেৰ অধিক আশা কৰি। সেই ব্যক্তি এই কলেমাণ্ডলি বলিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এৱশাদ কৰিলেন, আবাৰ বল। সে আবাৰ বলিল। তিনি এৱশাদ কৰিলেন, আবাৰ বল। তৃতীয়বাৰও এই কলেমাণ্ডলি বলিল। অতঃপৰ তিনি এৱশাদ কৰিলেন, উঠিয়া যাও, আল্লাহ তায়ালা মাগফেৰাত কৰিয়া দিয়াছেন। (মুসতাদুৱাকে হাকেম)

١٨٧-عَنْ سَلْمَىٰ أَمْ بْنِ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أন্থা কাল: যা رَسُولَ اللَّهِ أَخْبَرَنِي بِكَلِمَاتٍ وَلَا تُكَثِّرْ عَلَيَّ، قَالَ:
قُولِي: اللَّهُ أَكْبَرُ عَشْرَ مَرَّاتٍ، يَقُولُ اللَّهُ: هَذَا لِي، وَقُولِي: سُبْحَانَ
اللَّهِ عَشْرَ مَرَّاتٍ، يَقُولُ اللَّهُ: هَذَا لِي، وَقُولِي: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي،
يَقُولُ: فَدَ فَعَلْتُ: فَقُولِيْنَ عَشْرَ مَرَّارٍ، يَقُولُ: فَدَ فَعَلْتُ. رواه

الطبراني ورجاله رجال الصحيح، مجمع الرواية، ١٠٩/١٠

১৮৭. হ্যৱত সালমা (রায়ঃ) হইতে বৰ্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি আৱজ কৰিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাকে কয়েকটি কলেমা বলিয়া দিন, কিঞ্চ যেন বেশী না হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এৱশাদ কৰিলেন, দশবাৰ আল্লাহ আল্লাহ অক্বিৰ বল, আল্লাহ তায়ালা বলেন, ইহা আমাৰ জন্য। দশবাৰ আল্লাহ আল্লাহ তায়ালা বলেন, ইহা আমাৰ জন্য এবং বল—আর্থাৎ, আয় আল্লাহ, আমাকে মাফ কৰিয়া দিন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি মাফ কৰিয়া দিয়াছি। তুমি ইহা দশবাৰ বল। আল্লাহ তায়ালা প্ৰত্যেকবাৰ বলেন, আমি মাফ কৰিয়া দিয়াছি। (তাৰানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

**١٨٨-عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ أَغْرَابِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: عَلِمْتِنِي كَلَامًا أَفْوَلَهُ، قَالَ: قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَبِيرًا
وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ
الْحَكِيمِ قَالَ: فَهُوَ لَاءُ لِرَبِّنِي، فَمَا لِي؟ قَالَ: قُلْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي
وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي. رواه مسلم، رقم: ٦٨٤٨، وزاد من حدثت أني**

مالك وَعَافِيَ وَقَالَ فِي رَوْاْيَةِ قَبْلَهُ هَذِلْأَءِ تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخْرَتَكَ.

رواه مسلم، باب فضل التهليل والتسبيح والدعا، رقم: ٦٨٥٠-٦٨٥١

১৮৮. হযরত সাদ ইবনে আবি ওকাস (রায়ঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একজন গ্রাম্য ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিল, আমাকে কোন এমন কালাম শিখাইয়া দিন যাহা আমি পড়িতে থাকিব। তিনি এরশাদ করিলেন, ইহা বল—

**لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، الَّلَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَبِيرًا
وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ**

অর্থঃ আল্লাহ তায়ালা ব্যক্তিত কোন মাবুদ নাই, তিনি একা তাঁহার কোন শরীক নাই। আল্লাহ তায়ালা অনেক বড়, আল্লাহ তায়ালার জন্য অনেক প্রশংসা। আল্লাহ তায়ালা সকল দোষ হইতে পবিত্র, যিনি সমস্ত জগতের পালনকর্তা। গুনাহ হইতে বাঁচার শক্তি এবং নেক কাজের শক্তি একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সাহায্যে হইয়া থাকে, যিনি মহাপরাক্রান্ত প্রভাময়।

উক্ত গ্রাম্য লোকটি আরজ করিল, এই কলেমাগুলি আমার রবকে স্মরণ করার জন্য হইল। আমার জন্য কি কলেমা হইবে (যাহার দ্বারা আমি নিজের জন্য দোয়া করিব)? তিনি এরশাদ করিলেন, এই ভাবে দোয়া কর—

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي

অর্থাতঃ আয় আল্লাহ, আমাকে মাফ করিয়া দিন, আমার উপর রহম করুন, আমাকে হেদয়াত দান করুন, আমাকে রুজী দান করুন এবং আমাকে নিরাপত্তা দান করুন।

এক রেওয়ায়াতে আছে, তিনি এরশাদ করিয়াছেন, এই কলেমাগুলি তোমার জন্য দুনিয়া আধেরাতের কল্যাণ একত্র করিয়া দিবে। (মসলিম)

١٨٩- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرِئُ التَّسْبِيحَ بِيَدِهِ. رواه الترمذى وقال: هنا حديث حسن غريب، باب تما جاء

في عقد التسبیح باليد، رقم: ٣٤٨٦

১৮৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রায়ঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আপন হাত মোবারকের অঙ্গুলীসমূহের উপর তসবীহ গণনা করিতে দেখিয়াছি। (তরিমী)

রাসূলস্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত যিকির ও দোয়াসমূহ

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّيْ فَلَيْسَ قَرِيبٌ مُجِيبٌ
دَغْوَةُ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ [البرة: ١٨٦]

আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করিয়া এরশাদ করিয়াছেন, যখন আপনার নিকট আমার বাদ্দাগণ আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে (যে, আমি নিকটে না দূরে?) তখন আপনি বলিয়া দিন যে, আমি নিকটেই আছি। দোয়া করনেও যালার দোয়া কবুল করি, যখন সে আমার নিকট দোয়া করে। (বাকারাহ)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿فَلْ مَا يَعْبُرُ بِكُمْ رَبِّيْ لَوْلَا دَعَاؤُكُمْ﴾ [الفرqan: ٧٧]

আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করিয়া এরশাদ করিয়াছেন, আপনি বলিয়া দিন, যদি তোমরা দোয়া না কর তবে আমার রবও তোমাদের কোন পরওয়া করিবেন না।

(ফুরকান)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿أَذْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْفَيْهً﴾ [الأعراف: ٥٥]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ, হে লোকসকল, আপন রবের নিকট বিনীতভাবে এবং চুপিচুপি দোয়া কর। (আরাফ)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿وَأَذْعُوْهُ خَوْفًا وَطَمْعًا﴾ [الأعراف: ٥٦]

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে, আল্লাহ তায়ালার নিকট ভীত হইয়া এবং রহমতের আশা লইয়া দোয়া করিতে থাক। (আরাফ)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَوْلَهُ الْأَنْسَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾ [الأعراف: ١٨٠]

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে, এবং আল্লাহরই জন্য ভাল ভাল নামসমূহ রহিয়াছে। সুতরাং সেই নামসমূহ দ্বারাই আল্লাহ তায়ালাকে ডাক। (আরাফ)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿أَمْنٌ يُجِيبُ الْمُضْطَرَ إِذَا دَعَاهُ وَيُكَشِّفُ السُّوءَ﴾

[النمل: ٦٢]

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে (আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত)কে আছে, যে বিপন্নের দোয়া কবুল করে, যখন সেই বিপন্ন তাহাকে ডাকে এবং কে আছে, যে কষ্ট ও বিপদ দূর করিয়া দেয়। (নাম্ল)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿هُوَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ إِنَّ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَإِنَّكُمْ هُمُ الْمُمْهَدُونَ﴾ [البقرة: ١٥٧، ١٥٦]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ (সবরকারী তাহাদের অভ্যাস এই যে,) যখন তাহাদের উপর কোন প্রকার মুসীবত আসে তখন (অন্তর দ্বারা বুঝিয়া একুশে) বলে যে, আমরা তো (মাল আওলাদ সহ প্রকৃতপক্ষে) আল্লাহ তায়ালারই মালিকানাধীন। (আর প্রকৃত মালিকের আপন জিনিসের ব্যাপারে সর্বপ্রকার স্বাধীনতা থাকে। অতএব বান্দার জন্য মুসীবতে পেরেশান হওয়ার প্রয়োজন নাই।) এবং আমরা সকলে (দুনিয়া হইতে) আল্লাহ তায়ালার নিকটই প্রত্যাবর্তনকারী। (সুতরাং এখানকার ক্ষতির বদলা সেখানে মিলিবেই।) ইহারাই এমন লোক যাহাদের উপর তাহাদের রবের পক্ষ হইতে বিশেষ বিশেষ রহমত রহিয়াছে (যাহা শুধু তাহাদেরই উপর হইবে) এবং সাধারণ রহমতও হইবে (যাহা সকলের উপর হইয়া থাকে) এবং ইহারাই হেদয়াতপ্রাপ্ত। (বাকারাহ)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ فَقَالَ رَبِّ اشْرَخْ لِنِي صَدْرِيٰ وَبَسِرْ لِنِي أَمْرِيٰ وَأَخْلُنْ غُفْدَةً مِّنْ لِسَانِيٰ يَقْفَهُوا قَوْنِيٰ وَاجْعَلْ لِنِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِيٰ هَرُونَ أَخْرِيٰ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِيٰ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِيٰ كَمْ نُسْبِحُكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا﴾ [طه: ١٣٤-١٣٥]

আল্লাহ তায়ালা হ্যরত মুসা আলাইহিস সালামকে বলিয়াছেন, ফেরআউনের নিকট যান। কেননা সে অনেক সীমা অতিক্রম করিয়াছে। মুসা আলাইহিস সালাম দরখাস্ত করিলেন, আমার রব, আমার হিম্মত বাড়াইয়া দিন, আমার (তবলীগী) কাজকে সহজ করিয়া দিন এবং আমার জিহ্বা হইতে জড়তা দূর করিয়া দিন, যাহাতে লোকেরা আমার কথা বুঝিতে পারে, এবং আমার পরিজন হইতে আমার জন্য একজন সাহায্যকারী নিযুক্ত করিয়া দিন। সেই সাহায্যকারী হারুনকে বানাইয়া দিন, যিনি আমার ভাই। তাহার দ্বারা আমার হিম্মতের কোমরকে মজবুত করিয়া দিন এবং তাহাকে আমার (তবলীগের) কাজে শরীক করিয়া দিন, যাহাতে আমরা উভয়ে মিলিয়া অধিক পরিমাণে আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করিতে পারি, আর যেন আপনার যিকির অধিক পরিমাণে করিতে পারি।

(তহা)

হাদীস শরীফ

١٩٠ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الدُّعَاءُ مُخْلِفٌ لِلْعِبَادَةِ. رواه الترمذى وقال: هنا حديث غريب، باب منه الدعاء من العادة

رقم: ٣٢٧١

১৯০. হ্যরত আনাস ইবনে মালেক (রায়িৎ) হইতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত আছে যে, দোয়া এবাদতের মগজ। (তিরমিয়ী)

١٩١ - عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بشيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ، ثُمَّ قَالَ: هُوَ قَالَ رَبُّكُمْ اذْعُونَنِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دُخْرِيْفِينَ. رواه الترمذى وقال: هنا حديث حسن صحيح، باب ومن سورة

العنون، رقم: ٣٢٤٧

১৯১. হ্যরত নো'মান ইবনে বশীর (রায়িৎ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, দোয়া এবাদতের মধ্যেই শামিল। অতঃপর তিনি (প্রমাণ হিসাবে) কুরআনে করীমের এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

وَقَالَ رَبُّكُمْ أَذْعُونِي اسْتِجِبْ

لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِنِي سَيَذْهَلُونَ جَهَنَّمَ دِرْحِمٌ

অর্থ : এবং তোমাদের রব এরশাদ করিয়াছেন, আমার নিকট দোয়া কর আমি তোমাদের দোয়া কবুল করিব। নিঃসন্দেহে যাহারা আমার এবাদত করিতে অহংকার করে তাহারা অতিসত্ত্ব জাহানামে প্রবেশ করিবে। (তিরিয়ী)

١٩٢- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: سُلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعِبُّ أَنْ يُسْأَلُ، وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ انتِظَارُ الْفَرْجِ رواه الترمذى، باب فى انتظار الفرج، رقم: ٣٧١

১৯২. হযরত আবদুল্লাহ (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট তাহার দয়া চাও। কেননা আল্লাহ তায়ালা ইহা পছন্দ করেন যে, তাহার নিকট চাওয়া হউক। আর সচ্ছলতার (জন্য দোয়ার পর সচ্ছলতার) অপেক্ষা করা উত্তম এবাদত। (তিরিয়ী)

ফায়দা : সচ্ছলতার অপেক্ষার অর্থ এই যে, যে রহমত, হেদায়াত কল্যাণের জন্য দোয়া করা হইতেছে উহার ব্যাপারে এই আশা রাখা যে, ইনশাআল্লাহ অবশ্যই উহা হাসিল হইবে।

١٩٣- عَنْ ثُوبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يُؤْدِي الْفَدْرَ إِلَّا الدُّعَاءُ، وَلَا يُزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْبُرُّ وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيَخْرُمُ الرِّزْقَ بِاللَّذِنِ يُصْبِيُهُ. رواه الحاكم وقال: هنا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه
ووافقه النعى / ٤٩٣

১৯৩. হযরত সওবান (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দোয়া ব্যতীত কোন জিনিস তকদীরের ফয়সালাকে টুলাইতে পারে না এবং নেকী ব্যতীত আর কোন জিনিস বয়স বৃদ্ধি করিতে পারে না এবং মানুষ (অনেক সময়) কোন গুনাহ করার কারণে ক্রজ্জী হইতে বাধ্যিত হয়। (মুসতদরাকে হাকেম)

ফায়দা : হাদীস শরীফের অর্থ এই যে, আল্লাহ তায়ালার নিকট ইহা নির্ধারিত থাকে যে, এই ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করিবে এবং যাহা সে চাহিবে তাহা সে পাইবে। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে

এমনিভাবে আল্লাহ তায়ালার নিকট ইহা নির্ধারিত থাকে যে, এই ব্যক্তির বয়স উদাহরণ স্বরূপ মাটি বৎসর, কিন্তু সে হজ্জ করিবে, আর এই কারণে তাহার বয়স বিশ বৎসর বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইবে এবং সে আশি বৎসর দুনিয়াতে জীবিত থাকিবে। (মেরকাত)

١٩٣- عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّابِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا

**عَلَى الْأَرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُو اللَّهَ تَعَالَى بِدُعْوَةٍ إِلَّا آتَاهَا أَوْ
صَرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا مَا لَمْ يَدْعُ بِعَائِمٍ أَوْ فَطَيْفَةٍ رَّحْمٍ،
فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ إِذَا نَكَرُوا: إِذَا نَكَرُوا: اللَّهُ أَكْثَرُ.** رواه الترمذى وقال: هذا

حدث غريب صحيح، باب انتظار الفرج وغير ذلك، رقم: ٣٥٧٣ ورواه الحاكم

وزاد فيه: أَوْ يَدْعُ خَيْرَ لَهُ مِنَ الْأَخْرَى مِثْلَهَا وقال: هذا حديث صحيح الإسناد

ووافقه النسبي ٤٩٣/١

১৯৪. হ্যরত ওবাদাহ ইবনে সামেত (রায়িঃ) ইহতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলজ্ঞাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জমিনের বুকে যে কোন মুসলমান আল্লাহ তায়ালার নিকট এমন কোন দোয়া করে যাহাতে কোনপ্রকার গুনাহ বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল করার বিষয় থাকে না, আল্লাহ তায়ালা হ্যত তাহাকে উহাই দান করেন যাহা সে চাহিয়াছে অথবা উক্ত দোয়া অনুপাতে কোন কষ্ট তাহার উপর ইহতে দূর করিয়া দেন অথবা সেই দোয়া পরিমাণ সওয়াব তাহার জন্য জমা করিয়া রাখেন। এক ব্যক্তি আরজ করিল, ব্যাপার যখন এমনই (যে, দোয়া অবশ্যই কবুল হইয়া থাকে এবং উহার বিনিময়ে কিছু না কিছু অবশ্যই পাওয়া যায়) তবে আমরা অনেক বেশী পরিমাণে দোয়া করিব। রাসুলজ্ঞাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আল্লাহ তায়ালাও অনেক বেশী দানকারী। (তিরিয়ী, মুসতাদরাকে হাকেম)

١٩٥- عَنْ سَلْمَانَ الْفَارَسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ

حَسِينُ كَرِيمٍ يَسْتَخْرِجُ إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَهُ أَنْ يَرْدَهُمَا صِفْرًا

خَاتِمَيْنِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب باب إِنَّ اللَّهَ حَسِ

িরِيمٍ بِدْرٍ، رقم: ٣٥٥٦

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালার যাতের মধ্যে অনেক বেশী হায়া বা শরমের গুণ রহিয়াছে। তিনি বিনা চাওয়ায় অনেক বেশী দানকারী। যখন মানুষ চাওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালার সামনে হাত উঠায় তখন সেই হাতগুলিকে খালি ও ব্যর্থ ফিরাইয়া দিতে তাঁহার লজ্জা হয়। (অতএব তিনি অবশ্যই দান করার ফয়সালা করেন।) (তিরমিয়ী)

١٩٦- عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ

يَقُولُ: أَنَا عِنْدَ طَنْ عَبْدِيِّ بْنِي، وَأَنَا مَعْهُ إِذَا دَعَاهُ. رواه مسلم، باب

فضل الذكر والدعاء، رقم: ٦٨٢٩

১৯৬. হ্যরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, আমি আমার বান্দার সহিত তেমনি ব্যবহার করি যেমন সে আমার প্রতি ধারণা রাখে। আর যখন সে আমার নিকট দোয়া করে তখন আমি তাহার সাথে থাকি। (মুসলিম)

١٩٧- عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَيْسَ شَيْءًا أَكْرَمَ

عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الدُّعَاءِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب،

باب ما جاء في فضل الدعاء، رقم: ٣٣٧٠

১৯৭. হ্যরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া অপেক্ষা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কোন বস্তু নাই। (তিরমিয়ী)

١٩٨- عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ سَرَّهُ

أَنْ يَسْتَجِيبَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَالْكُرَبِ فَلَيُكْثِرْ الدُّعَاءَ فِي

الرُّخَايَاءِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء أن دعوة

ال المسلم مستحبة، رقم: ٣٣٨٢

১৯৮. হ্যরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি ইহা চায় যে, কষ্ট ও পেরেশানীর সময় আল্লাহ তায়ালা তাহার দোয়া কবুল করেন সে যেন সচ্ছলতার সময় বেশী পরিমাণে দোয়া করে। (তিরমিয়ী)

for more books <https://youtube.com/alamin5g>

١٩٩- عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: الدُّعَاءُ سَلَاحٌ
الْمُؤْمِنِ، وَعِمَادُ الدِّينِ، وَنُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. رواه الحاكم
وقال: هذا حديث صحيح وافقه النعمى / ٤٢١

১৯৯. হযরত আলী (রাযঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দোয়া মুমিনের হাতিয়ার,
দীনের স্তুতি, জমিন আসমানের নূর। (মুসতাদরাকে হাকেম)

٢٠٠- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: لا يزال
يُستجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَذْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطْعَةً رَحْمٍ، مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ،
قَيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِنْسِعْجَالُ؟ قَالَ: يَكُونُ: قَدْ دَعَوْتُ، وَلَذِ
دَعَوْتُ، فَلَمْ أَرْ يَسْتَجِبُ لِي، فَيَسْتَخِرُ عِنْدَ ذَلِكَ، وَيَدْعُ
الْدُّعَاءَ. رواه مسلم، باب بيان أنه يستجاب للداعي رقم: ٦٩٣٦

২০০. হযরত আবু হোরায়রা (রাযঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী
করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বান্দা যতক্ষণ
গুনাহ ও আত্মীয়তা ছিল করার দোয়া না করে ততক্ষণ দোয়া কবুল হইতে
থাকে। শর্ত হইল, তাড়াতড়া না করেন। জিজ্ঞাসা করা হইল, ইয়া
রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি অর্থ? এরশাদ করিলেন, বান্দা বলে, আমি
দোয়া করিয়াছি, পুনরায় দোয়া করিয়াছি, কিন্তু আমি তো কবুল হইতে
দেখিতেছি না। অতএপর বিরক্ত হইয়া দোয়া করা ছাড়িয়া দেয়। (মুসলিম)

٢٠١- عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَيَتَهْمِئُ
أَفْوَامُ عَنْ رَفِعِهِمْ أَبْصَارُهُمْ عِنْ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ، أَوْ
لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ. رواه مسلم، باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في
الصلوة، صحيح مسلم / ٣٢١، طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت

২০১. হযরত আবু হোরায়রা (রাযঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে,
রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, লোকেরা
নামায়ের মধ্যে দোয়ার সময় আসমানের দিকে দৃষ্টি উঠানো হইতে বিরত
হইবে। নতুনা তাহাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনাইয়া লওয়া হইবে। (মুসলিম)

ফায়দা : নামায়ের মধ্যে দোয়ার সময় আসমানের দিকে দৃষ্টি উঠাইতে
fবিশেষভাবে এইজন্য নিষেধ করা হইয়াছে যে, দোয়ার সময় আসমানের

দিকে দৃষ্টি অনিচ্ছাকৃতভাবে উঠিয়া যায় (ফাতেহল মুলহিন)

٢٠٢- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: اذعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وأعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه. رواه الترمذى وقال: هذا حديث غريب، كتاب الدعوات،

رقم: ٣٤٧٩

২০২. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে দোয়া কবুল হওয়ার একীনের সহিত দোয়াকর। আর এই কথা বুঝিয়া লও যে, আল্লাহ তায়ালা সেই বাস্তির দোয়া কবুল করেন না যাহার অস্তর (দোয়া করার সময়) আল্লাহ তায়ালা হইতে গাফেল থাকে, গায়রজ্জ্বাহর সহিত মশগুল থাকে। (তিরমিয়ী)

٢٠٣- عن حبيب بن مسلمة الفهرى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا يختبئ ملؤ فيذغز بغضهم ويؤمن البعض إلا أجيالهم الله. رواه الحاكم

٣٤٧/٣

২০৩. হযরত হাবীব ইবনে মাসলামা ফিহরী (রায়িঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে কোন জামাত এক জায়গায় সমবেত হয় এবং তাহাদের মধ্য হইতে একজন দোয়া করে আর অন্যান্যরা আমীন বলে আল্লাহ তায়ালা তাহাদের দোয়া অবশ্যই কবুল করেন। (মুসতাদরাকে হাকেম)

٢٠٤- عن زقير التميري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ ذات ليلة، فأتينا على رجل قد أتى في المسنة، فوقف النبي ﷺ يستمع منه فقال النبي ﷺ: أوجب إني ختم، فقال رجل من القوم: بآي شئ ويختم، فقال: بآمين، فإنه إني ختم بآمين فقد أوجب، فانصرف الرجل الذي سأله النبي ﷺ، فاتى الرجل فقال: اختم يا فلان بآمين وابشر. رواه أبو داود، باب التامين وراء الإمام،

رقم: ٩٣٨

২০৪. হযরত যুহাইর নুমাইরী (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, আমরা এক রাত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত বাইরে হইলাম

এবং এক ব্যক্তির নিকট দোয়া অতিক্রম করিলাম, যে অত্যন্ত বিনয়ের সহিত দোয়ায় মশগুল ছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার দোয়া শুনার জন্য দাঁড়াইয়া গেলেন এবং এরশাদ করিলেন, এই ব্যক্তি দোয়া কবুল করাইয়া লইবে যদি উহার উপর মোহর লাগাইয়া দেয়। লোকদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি আরজ করিল, কি জিনিসের দ্বারা মোহর লাগাইবে? তিনি এরশাদ করিলেন, ‘আমীন’ দ্বারা। নিঃসন্দেহে সে যদি ‘আমীন’ দ্বারা মোহর লাগাইয়া দেয়—অর্থাৎ দোয়ার শেষে ‘আমীন’ বলিয়া দেয় তবে সে দোয়া কবুল করাইয়া লইয়াছে। অতঃপর যে ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মোহর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, সেই (দোয়া করনেওয়ালা) ব্যক্তিকে যাইয়া বলিল, হে অমুক, আমীনের সহিত দোয়া শেষ কর এবং দোয়া কবুল হওয়ার সংবাদ গ্রহণ কর। (আবু দাউদ)

٢٠٥-عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَسْتَحْبِطُ
الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ وَيَدْعُ مَا يَسْوَى ذَلِكَ. رواه أبو داود، باب الدعاء،

رقم: ١٤٨٢

২০৫. হযরত আয়েশা (রায়িহ) বলেন, রাসূলজ্ঞাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘জামে’ দোয়াসমূহ পচ্ছন্দ করিতেন। ইহা ছাড়া অন্যান্য দোয়া ছাড়িয়া দিতেন। (আবু দাউদ)

ফায়দা : ‘জামে’ দোয়ার দ্বারা ঐ সমস্ত দোয়া উদ্দেশ্য যাহাতে শব্দ সংক্ষিপ্ত হয় এবং অর্থের মধ্যে ব্যাপকতা থাকে, অথবা ঐ সমস্ত দোয়া উদ্দেশ্য যাহাতে দুনিয়া-আখেরাতের কল্যাণ কামনা করা হইয়াছে অথবা ঐ সমস্ত দোয়া উদ্দেশ্য যাহাতে সমস্ত মুমিনদিগকে শামিল করা হইয়াছে। যেমন রাসূলজ্ঞাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অধিকাংশ সময় এই দোয়া বর্ণিত হইয়াছে—

رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقَنَا عَذَابَ النَّارِ. (بند المجهود)

(বজ্রুল মাজুত্তদ)

٢٠٦-عَنْ أَبِي سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْنِي أَبِي وَلَانِي أَفْوَزُ: اللَّهُمَّ
إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، وَتَعْيِمَهَا وَبَهْجَتَهَا، وَكَذَا وَكَذَا، وَأَعُوذُ بِكَ
مِنَ النَّارِ وَسَاسِبَاهَا، وَاغْلَالِهَا وَكَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: يَا بْنِي! إِنِّي

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: سَيُكُونُ قَوْمٌ يَغْتَدُونَ فِي الدُّعَاءِ، فَإِنَّكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ، إِنَّكَ إِنْ أَغْطَيْتَ الْجَنَّةَ أَغْطَيْتَهَا وَمَا فِيهَا مِنْ الْخَيْرِ، وَإِنْ أَعْذَتَ مِنَ النَّارِ أَعْذَتَ مِنْهَا وَمَا فِيهَا مِنَ الشَّرِّ. رواه أبو داود، باب الدعاء، رقم: ١٤٨٠

২০৬. হযরত সাদ (রায়ঃ) এর ছেলে বলেন, একবার আমি দোয়ার মধ্যে একপ বলিতেছিলাম, আয় আল্লাহ, আমি আপনার নিকট জান্নাত এবং উহার নেয়ামতসমূহ ও উহার মনোরোম জিনিস ও অমুক অমুক জিনিসের প্রার্থনা করিতেছি, আর জাহান্নাম ও উহার শিকল, হাতকড়া ও অমুক অমুক প্রকারের আয়াব হইতে আশ্রয় চাহিতেছি। আমার পিতা হযরত সাদ (রায়ঃ) এই দোয়া শুনিয়া বলিলেন, আমার প্রিয় বেটা, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, অতিসত্ত্ব এমন লোক আসিবে যাহারা দোয়ার মধ্যে অতিরঞ্জিত করিবে। তুমি সেই সকল লোকদের মধ্যে শামিল হইও না। তুমি যদি জান্নাত পাইয়া যাও তবে জান্নাতের সমস্ত নেয়ামত পাইয়া যাইবে। আর যদি তুমি জাহান্নাম হইতে নাজাত পাও তবে জাহান্নামের সমস্ত কষ্ট হইতে নাজাত পাইয়া যাইবে। (অতএব দোয়ার মধ্যে একপ বিস্তারিত বলার প্রয়োজন নাই, বরং জান্নাত চাওয়া ও দোয়খ হইতে পানাহ চাওয়াই যথেষ্ট।) (আবু দাউদ)

٢٠٧-عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ فِي الْلَّيلِ لِسَاعَةً، لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنْ أَنْفُسِ الْأَنْفُسِ وَالآخِرَةِ، إِلَّا أَغْطَاهُ إِيمَانُهُ، وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ. رواه مسلم، باب في

الليل ساعة مستحباب فيها الدعاء، رقم: ١٧٧٠

২০৭. হযরত জাবের (রায়ঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, প্রত্যেক রাতে একটি মুহূর্ত এমন থাকে যে, সেই মুহূর্তে কোন মুসলমান বান্দা দুনিয়া ও আখেরাতের যে কোন কল্যাণ চায় আল্লাহ তায়ালা তাহাকে অবশ্যই দান করেন। (মুসলিম)

٢٠٨- عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: يَنْزِلُ رَبُّنَا
تَبَارِكَ وَتَعَالَى كُلَّ نَعْلَمٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَقْنَى ثُلُثَ الْأَيَّلِ
الْآخِرِ يَقُولُ: مَنْ يَذْعُونِي فَإِنْسِجِبْ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلِنِي فَاغْطِيهُ؟ مَنْ
يَسْتَفِرْنِي فَأَغْفِرْ لَهُ؟ رواه البخاري، باب الدعاء والصلوة من آخر الليل،

রুম: ۱۱۴۰

২০৮. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন রাত্রের এক তৃতীয়াৎ অবশিষ্ট থাকে তখন আমাদের রব দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং এরশাদ করেন, কে আছে আমার নিকট দোয়া করিবে আমি তাহার দোয়া কবুল করিব? কে আছে, যে আমার নিকট চাহিবে, আমি তাহাকে দান করিব? কে আছে, যে আমার নিকট মাগফেরাত চাহিবে আমি তাহাকে মাফ করিয়া দিব? (বোখারী)

٢٠٩- عن معاوِيَة بن أبي سُفَيْفَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ قَالَ يَقُولُ: مَنْ دَعَا بِهِرْلَاءِ الْكَلِمَاتِ الْخَمْسِ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ
شَيْئًا إِلَّا أَغْطَاهُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. رواه الطبراني في الكبير والأوسط

২০৯. হযরত মুআবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান (রায়িঃ) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে কোন ব্যক্তিই এই পাঁচটি কলেমার দ্বারা আল্লাহ তায়ালার নিকট কোন জিনিস চায় আল্লাহ তায়ালা তাহাকে অবশ্য দান করেন—

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

وَاللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ
الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. (طবরানী)

(তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

مُحْمَّدُ الرَّوَافِدُ

٤١٠ - عن ربيعة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت النبي ﷺ يقول:
أَلْطَّوَا بِيَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح
 الإسناد ولم يخر جاه ووقفته النحوي ٤٩٩

২১০. হযরত রাবীআহ ইবনে আমের (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, দোয়ার মধ্যে **أَلْطَّوَا بِيَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ** এর দ্বারা কাকুতি মিনতি কর। অর্থাৎ এই শব্দকে দোয়ার মধ্যে বারব্বার বল। (মুসতাদরাকে হাকেম)

٤١١ - عن مسلمة بن الأشحوع الأسلمي رضي الله عنه قال: ما سمعت
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دعاء إلا استفتحه بسبحان ربِّي العلى
الْأَعْلَى الْوَهَابِ. رواه أحمد والطبراني بسنده، وفيه: عمر بن راشد البصري وقفه
 غير واحد وبقية رجال الصحيح، مجمع الزوائد ١٤٠ / ١

২১১. হযরত সালামা ইবনে আকওয়া আসলামী (রায়িঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন কোন দোয়া করিতে শুনি নাই যাহাতে তিনি এই কলেমাণ্ডলি দ্বারা দোয়া আরস্ত না করিয়াছেন। অর্থাৎ প্রত্যেক দোয়ার শুরুতে তিনি এই কলেমাণ্ডলি বলিতেন—

سُبْحَانَ رَبِّيِّ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى الْوَهَابِ

অর্থ ৪ আমার রব সকল দোষ হইতে পবিত্র, সর্বোচ্চ, সর্বাপেক্ষা দানকারী। (মুসনাদে আহমাদ, তাবরানী, মাজমায়ে ফাওয়ায়েদ)

٤١٢ - عن بُرِيْنَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ:
**اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْتَ أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَعْلَى
 الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ فَقَالَ: لَقَدْ
 سَأَلَتِ الْأَنْسُ بِالإِسْمِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَغْطَى وَإِذَا ذُعِنَ بِهِ أَجَابَ.**
 رواه أبو داؤد، باب الدعاء، رقم: ١٤٩٣

২১২. হযরত বুরাইদাহ (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে এই দোয়া করিতে শুনিলেন
 more books <https://youtube.com/alamin5g>

اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت

الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ

ରାସୁଲୁମ୍ବାହ ସାଙ୍ଗାଙ୍ଗାହ ଆଲାଇହି ଓୟାସାଙ୍ଗାମ ଏରଶାଦ କରିଲେନ, ତୁମ୍ଭାହ ତାୟାଲାର ନିକଟ ସେଇ ନାମ ଦ୍ୱାରା ଚାହିୟାଛ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଯେ କୋନ କିଛୁ ଚାଓଯା ହ୍ୟ ତିନି ଉହା ଦାନ କରେନ ଏବେ ଯେ କୋନ ଦୋଯା କରା ହ୍ୟ ତିନି ଉହା କବୁଳ କରେନ ।

অর্থ : আয় আল্লাহ, আমি আপনার নিকট এই কথার উসীলায় চাহিতেছি যে, আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনিই আল্লাহ, আপনি ব্যতীত কোন ঘাবুদ নাই, আপনি একা, অমুখাপেক্ষী সকলেই আপনার সন্তার মুখাপেক্ষী, যে সন্তা হইতে না কেহ জন্মগ্রহণ করিয়াছে, আর না তিনি কাহারো হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আর না তাঁহার সমতুল্য কেহ আছে। (আবু দাউদ)

٤٢١- عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: أسم الله الأعظم في هاتين الآيتين «وإلهكم إله وواحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم» (البقرة: ١٦٣) وفاتحة آل عمران «الله لا إله إلا هو الحي القيوم» (آل عمران: ٢٠١). رواه الترمذى وقال:

هذا حديث حسن صحيح، باب في إيقاع الدعاء بتقديم الحمد والثناء رقم: ٣٤٧٨

২১৩. হ্যরত আসমা বিনতে ইয়াবীদ (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ইস্মে আজগ এই দুই আয়াতের মধ্যে রহিয়াছে, (সূরা বাকারার আয়াত ১৫১-১৫২) এবং (সূরা আলে এমরানের প্রথম আয়াত) أَللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (তিরমিয়ী)

٤٢١٣ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي ﷺ في حلقة
ورجل قائم يصلّى، فلما رأى وسجدة تشهد ودعا فقال في
دعائه: اللهم إيني أسألك بآئتك الحمد لا إله إلا أنت بدين
السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حبي يا قيوم، فقال

الْيَتَمُّونَ: لَقَدْ دَعَا بِاسْمِ اللَّهِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ

وإِذَا سُئلَ بِهِ أَغْطِيٌّ رواهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيفٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ

وَلَمْ يَخْرُجْهُ وَوَاقِفَهُ الذَّهْبِيُّ ٥٠٣ / ١

২১৪. হ্যরত আনাস ইবনে মালেক (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত এক মজলিসে বসিয়াছিলাম। এক ব্যক্তি নামায পড়িতেছিল। সে যখন কুকু সেজদা ও তাশাহহুদ হইতে অবসর হইল তখন দোয়ার মধ্যে এরপ বলিল—

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ بِدِينِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ،
يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا حَنِّيْ يَا قَيْوُمُ

অর্থ ৪ আয় আল্লাহ, আমি আপনার নিকট আপনার সমস্ত প্রশংসার উসীলায় চাহিতেছি, আপনি ব্যতীত কোন মাঝুদ নাই, আপনি পূর্ব নমুনা ব্যতীত আসমান জমিনের সৃষ্টিকর্তা। হে আজমত ও জালাল এবং পুরস্কার ও দয়ার মালিক, হে চিরঞ্জীব, হে সকলের রক্ষাকর্তা।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, এই ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সেই ইসমে আজমের সহিত দোয়া করিয়াছে যাহার মাধ্যমে যখনই দোয়া করা হয় আল্লাহ তায়ালা কবুল করেন এবং যখনই চাওয়া হয় আল্লাহ তায়ালা তাহা পূরণ করিয়া দেন।

(মুসতাদরাকে হাকেম)

٢١٥ - عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: هَلْ أَذْلَكُمْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَّ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَّ بِهِ أَغْطِيٌّ، الدَّغْوَةُ الَّتِي دَعَاهَا يُونُسُ حِينَ نَادَاهُ فِي الْكَلْمَاتِ الْثَلَاثِ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سَبْعَانِكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الطَّالِبِينَ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلْ كَانَتْ لِيُونُسَ خَاصَّةً أُمَّ لِلْمُؤْمِنِينَ عَامَةً؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ "وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْفَمِ وَكَذَلِكَ نَجِيَ الْمُؤْمِنِينَ" وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيْمَانًا مُسْلِمٍ دَعَاهَا فِي مَرْضِهِ أَرْبَعِينَ مَرَّةً لَعَمَاتٍ فِي مَرْضِهِ ذَلِكَ، أَغْطِي أَجْرَ شَهِيدٍ وَإِنْ بَرَا بِرَا وَفَدْ غَفْرَ لَهُ جَمِيعُ ذَنْبِهِ. رواهُ الحاكمُ وَوَاقِفُهُ الذَّهْبِيُّ ٥٠٦ / ١

for more video <https://youtube.com/afnanahe>
 ৪৫. হ্�যরত সাদ ইবনে মালেক (রায়িঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আমি কি তোমাদিগকে আল্লাহ তায়ালার ইসমে আ'জম বলিয়া দিব না ? যাহার দ্বারা দোয়া করিলে তিনি কবুল করেন, এবং চাওয়া হইলে তাহা তিনি পূরণ করিয়া দেন। উহা সেই দোয়া যাহা দ্বারা হ্যরত ইউনুস আলাইহিস সালাম আল্লাহ তায়ালাকে তিনি অঙ্ককারের ভিতর হইতে ডাকিয়াছিলেন—

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

অর্থাৎ, আপনি ব্যতীত কোন মাঝুদ নাই, আপনি সমস্ত দোষ হইতে পবিত্র, নিঃসন্দেহে আমিই অপরাধী। (তিনি অঙ্ককার দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, রাত্ৰি, সমুদ্র ও মাছের পেটের অঙ্ককার।) এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! এই দোয়া কি বিশেষভাবে হ্যরত ইউনুস আলাইহিস সালামের জন্যই না সাধারণভাবে সমস্ত ঈমানদারদের জন্য ? তিনি এরশাদ করিলেন, তুমি কি আল্লাহ তায়ালার এরশাদ মোবারক শুন নাই

وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْفَمِ وَكَذَلِكَ نُسْجِي الْمُؤْمِنِينَ

অর্থাৎ আমি ইউনুস আলাইহিস সালামকে মুসীবত হইতে নাজাত দিয়াছি এবং আমি এইভাবে ঈমানদারদেরকে নাজাত দিয়া থাকি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এরশাদ করিলেন, যে কোন মুসলমান আপন অসুস্থতায় এই দোয়া চল্লিশ বার পড়িবে যদি সেই অসুস্থতায় সে মৃত্যুবরণ করে তবে তাহাকে শহীদের সওয়াব দেওয়া হইবে। আর যদি সেই অসুস্থতা হইতে সে শেফা লাভ করে তবে সেই শেফার (রোগ মুক্তি) সহিত তাহার সমস্ত গুনাহ মাফ হইয়া যাইবে। (মুসতাদরাকে হাকেম)

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: حَفْنَ
 دَعْوَاتٍ يُسْتَجَابُ لَهُنْ: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ حَتَّىٰ يَتَصَرَّ، وَدَعْوَةُ
 الْحَاجِ حَتَّىٰ يَضْدَرَ، وَدَعْوَةُ الْمُجَاهِدِ حَتَّىٰ يَقْفَلَ، وَدَعْوَةُ
 الْمَرِيضِ حَتَّىٰ يَبْرُءَ، وَدَعْوَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ بِظَهَرِ الْغَيْبِ ثُمَّ قَالَ:
 وَأَنْرِعْ هَذِهِ الدَّعْوَاتِ إِجَابَةً دَعْوَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ بِظَهَرِ الْغَيْبِ رَوَاهُ

البيهقي في الدعوات الكبير، مشكاة المصايم، رقم: ٢٢٦٠

for ২১৬. হ্যরত ইবনে আবু সাম (রায়ি) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, পাঁচ প্রকারের দোয়া বিশেষভাবে কবুল করা হয়। মজলুমের দোয়া, যতক্ষণ সে ঘরে ফিরিয়া না আসে। মুজাহিদের দোয়া, যতক্ষণ সে ফিরিয়া না আসে। অসুস্থের দোয়া, যতক্ষণ সে সুস্থ না হয়, আর এক ভাইয়ের জন্য তাহার অনুপস্থিতিতে অপর ভাইয়ের দোয়া। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, এই সমস্ত দোয়ার মধ্যে সেই দোয়া ক্রত কবুল হয় যাহা নিজের কোন ভাইয়ের জন্য তাহার অনুপস্থিতিতে করা হয়। (শেখকাত)

**عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: ثَلَاثْ دُعَوَاتٍ
مُسْتَجَابَاتٍ لَا شَكَ فِيهِنَّ: دُعْوَةُ الْوَالِدِ، وَدُعْوَةُ الْمَسَافِرِ، وَدُعْوَةُ
الْمَظْلُومِ.** رواه أبو داود، باب الدعاء بظهور الغيب، رقم: ١٥٣٦

২১৭. হ্যরত আবু হোরায়রা (রায়ি) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তিনটি দোয়া বিশেষভাবে কবুল করা হয়—যাহা কবুল হওয়ার মধ্যে কোন সন্দেহ নাই। (স্তানের জন্য) পিতার দোয়া, মুসাফিরের দোয়া এবং মজলুমের দোয়া। (আবু দাউদ)

**عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: لَا أَفْعُدُ
أَذْكُرُ اللَّهَ، وَأَكْبِرُهُ، وَأَخْمَدُهُ، وَأَسْبِحُهُ، وَأَهْلِلُهُ حَتَّى تَطْلُعَ
الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَغْبِقَ رَقَبَيْنِي أَوْ أَكْثُرَ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ،
وَمَنْ بَعْدِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرِبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَغْبِقَ أَرْبَعَ
رِقَابٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ.** رواه أسد ৫/৫/১০০

২১৮. হ্যরত আবু উমামাহ (রায়ি) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি ফজরের নামাযের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার যিকির তাঁহার বড়স্ব, তাঁহার প্রশংসা, তাঁহার পবিত্রতা বর্ণনা করায় এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের আওলাদ হইতে দুইজন অথবা ততধিক গোলাম মুক্ত করা অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয়। এমনিভাবে আসরের নামাযের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত এই আমলগুলিতে মশগুল থাকি ইহা আমার নিকট হ্যরত

ইসমাইল আলাইহিস সালামের আওলাদ হইতে চারজন গোলাম মুক্ত করা
অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয়। (মুসনাদে আহমাদ)

٢١٩- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: من بات طاهراً، بات في شعارة ملك، فلم يستيقظ إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان، فإنه بات طاهراً. رواه ابن حبان، قال الحافظ: إسناده

حسن/٢

২১৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি অযু অবস্থায় রাত্রে ঘুমায় ফেরেশতা তাহার শরীরের সহিত লাগিয়া রাত্রি যাপন করে। যখনই সে ঘুম হইতে জাগ্রত হয় তখন তাহার জন্য ফেরেশতা দোয়া করে যে, আয় আল্লাহ, আপনার এই বাস্তাকে মাফ করিয়া দিন, কেননা সে অযু অবস্থায় ঘুমাইয়াছে। (ইবনে হিবাব)

٢٢٠- عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: ما من مسلم
يبيت على ذكر طاهراً فيغار من الليل فيسأل الله خيراً من الدنيا
والأخوة إلا أعطاه إيماناً. رواه أبو داود، باب في النوم على طهارة، رقم: ٥٠٤٢

২২০. হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে কোন ব্যক্তি রাত্রে অযু অবস্থায় যিকিরি করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়ে। তারপর রাত্রে যে কোন সময় তাহার চোখ খুলে এবং সে আল্লাহ তায়ালার নিকট দুনিয়া আখেরাতের যে কোন কল্যাণ কামনা করে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে অবশাই উহা দান করেন। (আবু দাউদ)

٢٢١- عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال لي رسول الله ﷺ: إن
القرب ما يُكونُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ جَوْفَ اللَّيلِ الْآخِرِ، فَإِنْ اسْتَطَعْتَ
أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهُ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَকُنْ. رواه الحاكم وقال:

هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخر جاه وواقفه الذهبي ١/٣٠٩

২২১. হযরত আমর ইবনে আবাসাহ (রায়িঃ) বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা রাত্রের শেষাংশে বাস্তার অতি নিকটবর্তী হন। তোমার দ্বারা সম্ভব

হইলে মেইসময় আলাইহু তায়ানাৰ যিকিবু কুরিও। (ধূসত্তদৰাকে হাকেম) *alimaba*

۲۲۲- عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله ﷺ:
من نام عن جزبه، أو عن شيء منه، فقراءة فيما بين صلاة الفجر
وصلاة الظهر، كسب له كائنا قراءة من الليل. رواه مسلم، باب حامٍ
صلوة الليل رقم: ۱۷۴۵

২২২. হযরত ওমর ইবনে খান্দাব (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি রাত্রে ঘুমাইয়া পড়ে এবং তাহার নিয়মিত আমল অথবা উহার কিছু অংশ আদায় করিতে না পারে, অতঃপর সে উহা পরদিন ফজর ও জোহরের মধ্যবর্তী সময়ে আদায় করিয়া লয়, তবে উহা তাহার রাত্রের আমল হিসাবেই লেখা হইবে। (মুসলিম)

۲۲۳- عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: من قال
إذا أصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله
الحمد وهو على كل شيء قدير، عشر مرات، كسب له بهذه عشر
عشر حسناً، ومحى بهذه عشرة عشر سيئات، ورفع له بهذه عشر
درجات، وكُنَّ له عذل عناية أربعين رقاب، وكُنَّ له خمساً من
الشيطان حتى يُمسى، ومن قالهُنَّ إذا صلَى المغرب ذُبَرَ صلاته
فِيمَثُ دُلُكَ حَتَّى يُضْبَعَ. رواه ابن حبان، قال المحقق: سند حسن ۵/۶۱۹

২২৩. হযরত আবু আইউব (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সকালবেলা দশবার

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ
الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

পড়িবে তাহার জন্য দশটি নেকী লিখিয়া দেওয়া হইবে, তাহার দশটি গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে, তাহার দশটি মর্তবা উন্নত করিয়া দেওয়া হইবে, চারজন গোলাম আযাদ করার সমান সওয়াব হইবে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তান হইতে তাহাকে হেফাজত করা হইবে। আর যে ব্যক্তি মাগরিবের নামায়ের পর এই কলেমাগুলি পড়িবে সে সকাল পর্যন্ত এই সমস্ত পৰম্পকার লাভ করিবে। (ইবনে ইব্রাহিম)

٤٢٢- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: من قال حين يضريح و حين يُمسى: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مائة مرة، لم يأت أحد يوم القيمة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال، أو زاد عليه. رواه مسلم، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، رقم: ٦٨٤٣ و عدد أبي داؤد: سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ باب ما يقول إذا أصبح، رقم: ٥٩١

٤٢٤. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িহ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা একশত বার পড়িয়াছে, কেয়ামতের দিন তাহার অপেক্ষা উক্তম আমল লইয়া কেহ আসিবে না, সেই ব্যক্তি ব্যতীত যে তাহার সম পরিমাণ অথবা তাহার অপেক্ষা বেশী পড়িয়াছে।

এক রেওয়ায়াতে এই ফয়লত সম্পর্কে সুব্�hanu llahe al-azzeewi وَبِحَمْدِهِ আসিয়াছে। (মুসলিম, আবু দাউদ)

٤٢٥- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الله سمع النبي ﷺ يقول: من قال إذا أصبح مائة مرة، وإذا أمنى مائة مرة: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ غُفرت ذنبه، وإن كانت أكثر من زيد البخر. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يعرجاه وافقه الذهبي ١/٥١٨

٤٢٥. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িহ) বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা একশত বার পড়িবে তাহার গুনাহ মাফ হইয়া যাইবে, যদিও উহা সমুদ্রের ফেনা হইতেও বেশী হয়। (মুসতাদরাকে হাকেম)

٤٢٦- عن رجلٍ من أصحاب النبي ﷺ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من قال إذا أصبح وإذا أمنى: رضينا بالله ربنا وبالإسلام ديننا وبمحمد رسولنا، إلا كان حقاً على الله أن يرضيه. رواه أبو داؤد، باب ما يقول إذا أصبح، رقم: ٥٧٤ و عدد أحاديث الله يقول ذلك ثلاث مرات، حين يُمسى و حين يُضريح ٤/٣٧

٤٢٦. এক সাহবী (রায়িহ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

for more videos <https://youtube.com/annaaba>
 آل‌اہی‌ہی ویسا لامکے اسی ارشاد کریتے گئے ہیں، یہ بختی
 سکال-سکھیا پرِ اللہ رَبِّا وَ بِالإِسْلَامِ دِينًا وَ مُحَمَّدٌ رَسُولًا پڑی،
 آنکھاں تاہلیاں اپر جو کرنی ہیں ہے، تاہاکے (کے یا ماتھے دن) سکھتے
 کرئے۔ **رَضِيَّنَا بِاللَّهِ رَبِّا وَ بِالإِسْلَامِ دِينًا وَ بِمُحَمَّدٍ رَسُولًا**

ارٹھ: آمرا را آنکھاں کے روند ویسا لامکے دین اور موسیٰ ماد
 سکھا لیا ہے آل‌اہی‌ہی ویسا لامکے راسوں سوکار کرائے اپر سکھتے آئے۔

اپر رے ویا یا تھے اسی دویا تینوں پڑاں کھاں ٹھلے خ کرائے
 ہیں ہے۔ (آبُو داؤد، موسیٰ ماد آہماد)

۲۲۷-عَنْ أَبِي التَّرْذَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضِيقُ عَشْرًا، وَجِينَ يَنْفَسِي عَشْرًا اذْرَكَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه الطبراني بأسانيد وابن حميد، ورجاه
 ونحوه، مجمع الرواية، ۱/۱۶۳

۲۲۷. ہیرات آبُو داردا (رایہ) بچنے کرئے ہے، راسوں لامکے
 سکھا لیا ہے آل‌اہی‌ہی ویسا لامکے ارشاد کریا ہے، یہ بختی
 سکال-سکھیا آماں اپر دشوار داردا شریف پڑی، سے کے یا ماتھے دن
 آماں شاہزادیاں لائے کریا۔ (تاہارانی، ماجماہی رے ویا یا تھے)

۲۲۸-عَنْ الْحَسَنِ رَجِمَةِ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ سَمْرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا أَحَدَّنِكَ حَبِيبَنَا سَمِيعَتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِرَارًا وَمِنْ أَنِّي بَكَرْتُ مِرَارًا وَمِنْ عُمْرِ مِرَارًا، قَلَّتْ: بَلِي، قَالَ: مَنْ قَالَ إِذَا أَضَبَحَ وَإِذَا أَنْفَسَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي، وَأَنْتَ تَهْلِيَنِي، وَأَنْتَ تَطْعَمُنِي، وَأَنْتَ تَسْقِيَنِي، وَأَنْتَ تُؤْمِنُنِي، وَأَنْتَ تُخْبِنِي لَمْ يَسْأَلِ اللَّهُ شَيْنًا إِلَّا أَغْطَاهُ إِيَّاهُ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامَ: كَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَذْعُونَ بِهِنَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعَ مِرَارٍ، فَلَا يَسْأَلُ اللَّهُ شَيْنًا إِلَّا أَغْطَاهُ إِيَّاهُ. رواه الطبراني في الأوسط بأسانيد حسن، مجمع الرواية، ۱/۱۶۰

۲۲۸. ہیرات سامُوہ (رایہ) بچنے، ہیرات سامُوہ (رایہ) بچنے، آمی کی تو ماکے ارمان ساندھیاں نا یا ہا
 آمی راسوں لامکے سکھا لیا ہے آل‌اہی‌ہی ویسا لامکے نیکٹے
 کچکے بار شنیا ہی اور ہیرات آبُو بکر (رایہ) و ہیرات ومر
 (رایہ) ہتھتے و کچکے بار شنیا ہی؟ آمی آر ج کرلائی، اور شاہی

**اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي، وَأَنْتَ تَهْدِنِي، وَأَنْتَ تُطْعِمْنِي،
وَأَنْتَ تَسْقِنِي، وَأَنْتَ تُمْسِنِي، وَأَنْتَ تُغْسِنِي**

(অর্থাৎ, আয় আল্লাহ, আপনিই আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, আপনিই আমাকে হেদয়াত দান করিবেন, আপনিই আমাকে খাওয়ান, আপনিই আমাকে পান করান, আপনিই আমাকে মৃত্যু দান করিবেন, আপনিই আমাকে জীবিত করিবেন।)

পাঠ করিবে, আল্লাহ তায়ালার নিকট যাহা সে চাহিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে উহা অবশ্যই দান করিবেন।

হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রায়ঃ) বলেন, হ্যরত মুসা আলাইহিস সালাম প্রত্যহ সাতবার এই কলেমাগুলির সহিত দোয়া করিতেন এবং যাহাই আল্লাহ তায়ালার নিকট চাহিতেন আল্লাহ তায়ালা তাহাকে উহা দান করিতেন। (তাবারনী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

—٢٢٩—**عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَنَّامَ الْبَيَاضِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ**

قَالَ: مَنْ قَالَ حِينَ يُضْبَحُ: اللَّهُمَّ! مَا أَضَبَحَ بِنِي مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ

وَخَدْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ، فَقَدْ أَذْى شُكْرِ

يَوْمِهِ، وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ حِينَ يُمْسِي فَقَدْ أَذْى شُكْرَ لَيْلِهِ رَوَاهُ

ابُو دَاؤدُ، بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أُضَبِحَ، رَفِ: ٥٠، ٧٣، وَفِي رِوَايَةِ الْمَسَايِّ بِرِيَادَةٍ: أَوْ بِأَحَدٍ

مِنْ خَلْقِكَ بِدُونِ ذِكْرِ الْمَسَاءِ فِي عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، رَفِ: ٧

২২৯. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে গান্নাম বায়ায়ী (রায়ঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সকালবেলা এই দোয়া পড়িবে—

اللَّهُمَّ! مَا أَضَبَحَ بِنِي مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ

مِنْ خَلْقِكَ وَخَدْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ

‘অর্থাৎ আয় আল্লাহ, আজ সকালে আমি অথবা আপনার কোন মাখলুক যে কোন নেয়ামত লাভ করিয়াছি উহা এক আপনারই পক্ষ হইতে দানকৃত, আপনার কোন শরীক নাই, আপনারই জন্য সমস্ত প্রশংসা, এবং আপনারই জন্য সমস্ত শোকর।’

সে সেই দিনের সমস্ত নেয়ামতের শোকর আদায় করিয়াছে এবং যে

for more videos <https://youtube.com/annaaba>
 সন্ধ্যার সময় এই দোয়া পড়িয়াছে সে সেই রাত্রের সমস্ত নেয়ামতের শোকের
 আদায় করিয়াছে। নাসায়ী শরীফের রেওয়ায়াত সহকারে বর্ণিত হইয়াছে।
 (আবু দাউদ, আমলুল ইয়াওমে ওয়াল্লাহিলাহ)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ
 قَالَ حِينَ يُضْبِحُ أَوْ يُغْسِي: اللَّهُمَّ إِنِّي أَضْبَخْتُ أَشْهِدُكَ، وَأَشْهَدُ
 حَمْلَةً غَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ، وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنِّي أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ
 إِلَّا أَنْتَ وَأَنْ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، أَغْفِقُ اللَّهَ رُبْعَةً مِنَ النَّارِ،
 فَمَنْ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَغْفِقُ اللَّهَ بِضَفْفَةِ، وَمَنْ قَالَهَا ثَلَاثَةً، أَغْفِقُ اللَّهَ ثَلَاثَةَ
 أَرْبَاعَهُ، فَإِنْ قَالَهَا أَرْبَعًا أَغْفِقُ اللَّهَ مِنَ النَّارِ. رواه أبو داؤد، باب ما ينقول
 إذا أصبح، رقم: ٥٠٦٩

২৩০. হ্যবরত আনাস ইবনে মালেক (বাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি
 সকালে অথবা সন্ধ্যায় একবার এই কলেমাণ্ডলি পড়িয়া লয়—

اللَّهُمَّ إِنِّي أَضْبَخْتُ
 أَشْهِدُكَ، وَأَشْهَدُ حَمْلَةً غَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ، وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنِّي أَنْتَ اللَّهُ
 لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَأَنْ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ

‘অর্থাৎ আয় আল্লাহ, আমি এই অবস্থায় সকাল করিয়াছি যে, আমি
 আপনাকে সাক্ষী বানাইতেছি এবং আপনার আরশ বহনকারীদেরকে,
 আপনার ফেরেশতাদেরকে এবং আপনার সমস্ত মাখলুককে সাক্ষী
 বানাইতেছি যে, আপনিই আল্লাহ, আপনি ব্যতীত কোন মাঝুদ নাই, এবং
 মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার বান্দা ও আপনার
 রাসূল।’

আল্লাহ তায়ালা তাহার এক চতুর্থাংশকে জাহানামের আগুন হইতে
 মুক্ত করিয়া দেন। যে দুই বার পড়ে আল্লাহ তায়ালা তাহার অর্ধাংশকে
 দোষখের আগুন হইতে মুক্ত করিয়া দেন। আর যে ব্যক্তি তিনবার পড়ে
 আল্লাহ তায়ালা তাহার তিন চতুর্থাংশকে দোষখের আগুন হইতে মুক্ত
 করিয়া দেন। (আর যে ব্যক্তি চারবার পড়ে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে
 সম্পূর্ণ দোষখের আগুন হইতে মুক্ত করিয়া দেন। (আবু দাউদ)

٢٣١- عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله ﷺ لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به إن تقولني إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حسبي يا قيوم برحمتك استغثت أصلح لى شأني كلة ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشعدين ولم يعرجاه ووافقه

الذهبى / ٥٤٥

২৩১. হ্যরত আনাস ইবনে মালেক (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হ্যরত ফাতেমা (রায়িঃ)কে বলিলেন, আমার নসীহত মনোযোগ দিয়া শুন, তুমি সকালে ও সন্ধ্যায় (এই দোয়া) পড়িও—

يا حسبي يا قيوم برحمتك استغثت أصلح لى شأني كلة ولا تكلني إلى نفسي
طرفة عين

অর্থাৎ, হে চিরঙ্গীব, হে জমিন আসমান ও সমস্ত মাখলুকের রক্ষাকারী, আমি আপনার বহমতের উসীলায় ফরিয়াদ করিতেছি যে, আমার সমস্ত কাজ দুরস্ত করিয়া দিন এবং আমাকে এক পলকের জন্যও আমার নক্সের সোপান করিবেন না। (মুসতাদরাকে হাকেম)

٢٣٢- عن أبي هريرة رضي الله عنه أنة قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله! ما لقيت من غرب لدعنتي البارحة؟ قال:
أما لقيت حين أمسيت: أغوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. رواه مسلم، باب في التعوذ من سوء القضاء.....

رقم: ٦٨٨

২৩২. হ্যরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইল এবং আরজ করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, রাত্রে বিছুর কামড়ে আমার খুব কষ্ট হইয়াছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যদি তুমি সন্ধ্যায় এই কলেমাগুলি পড়িয়া লইতে

أغوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق

for more books <https://youtube.com/alamin5g>

‘অর্থাৎ আমি আল্লাহ তায়ালার সমস্ত (উপকরী ও শেফাদানকারী) কলেমা দ্বারা তাহার সমস্ত মাখলুকের অনিষ্ট হইতে আশ্রয় চাহিতেছি।’

তবে বিছু কখনও তোমার কোন ক্ষতি করিতে পারিত না। (মুসলিম)

ফায়দা : কোন কোন ওলামায়ে কেরাম বলেন, ‘আল্লাহ তায়ালার সমস্ত কলেমা’ দ্বারা কুরআনে করীম উদ্দেশ্য। (মেরকাত)

٢٣٣- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: من قال حين يُنسى ثلاث مرات: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّائِمَاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرْهُ حَمَةُ تِلْكَ الْتَّيْلَةِ. قال سهيل رحمة الله: فَكَانَ أَهْلُ تَعْلِمُوهَا فَكَانُوا يَقُولُونَهَا كُلُّ لَيْلَةٍ فَلَدِغَتْ جَارِيَةٌ مِنْهُمْ فَلَمْ تَجِدْ لَهَا وَجْهًا. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن، باب دعاء أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّائِمَاتِ

النامات رقم: ٣٦٤

২৩৩. হ্যরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সক্ষ্যার সময় তিনবার এই কলেমাগুলি বলিবে—

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّائِمَاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

সেই রাত্রে কোন প্রকার বিষ তাহার ক্ষতি করিতে পারিবে না। হ্যরত সুহাইল (রায়িঃ) বলেন, আমাদের পরিবারের লোকেরা এই দোয়া মুখস্ত করিয়া রাখিয়াছিল। তাহারা প্রতি রাত্রে উহা পড়িয়া লইত। এক রাত্রে এক মেয়েকে কোন বিধাক্ত প্রাণী দৎশন করিলে সে কোন প্রকার কষ্ট অনুভব করে নাই। (তিরমিয়ী)

٢٣٤- عن مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: مَنْ قَالَ حِينَ يُنسَى تِلْكَ الْتَّيْلَةَ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَفَرَأَ تِلْكَ آيَاتِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْحَسْرَةِ وَكُلَّ اللَّهِ بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يَصْلُوُنَ عَلَيْهِ خَلِيَّ يَنْسِيَ وَإِنْ مَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمَ مَاتَ شَهِيدًا، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُنسَى كَانَ بِتِلْكَ الْمُنْزَلَةِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب في فضل قراءة آخر سورة الحشر،

رقم: ٣٩٤

২৩৫. হ্যরত মাঝেকেল ইবনে ইয়াসার (রায়িঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু

আলাইছি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন যে, যে ব্যক্তি সকালে তিনবার পাঠ করিয়া **أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ** সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পড়িয়া লয় আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করেন যাহারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তাহার উপর রহমত পাঠাইতে থাকে। আর যদি সেই দিন মৃত্যু বরণ করে তবে শহীদ হিসাবে মৃত্যুবরণ করিবে। যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় পড়ে তাহার জন্য আল্লাহ তায়ালা সত্তর হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করেন, যাহারা সকাল পর্যন্ত তাহার উপর রহমত পাঠাইতে থাকে। আর যদি সেই রাত্রে মৃত্যুবরণ করে তবে শহীদ হিসাবে মৃত্যুবরণ করিবে। (তিরমিয়া)

٢٣٥-عَنْ عُثْمَانَ يَعْنِي ابْنِ عَفَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: مَنْ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَبْصُرُ مَعَ اسْمِهِ شَيْءًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلَاثَ مَرَاتٍ، لَمْ تُصِبْهُ فَجَاهَةٌ بَلَاءٌ حَتَّى يُضَيَّعَ، وَمَنْ قَالَهَا جِئْنَ يُضَبِّحُ ثَلَاثَ مَرَاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجَاهَةٌ بَلَاءٌ حَتَّى يُمْسِيَ.

রুম: ১০৪৪

২৩৫. হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রায়িঃ) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইছি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, কেহ এই কলেমাগুলি সন্ধ্যায় তিনবার পাঠ করিলে সকাল পর্যন্ত এবং সকালে তিনবার পাঠ করিলে সন্ধ্যা পর্যন্ত হঠাতে কোন মুসীবত তাহার উপর আসিব না। (কলেমাগুলি এই)

**بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَبْصُرُ مَعَ اسْمِهِ شَيْءًا فِي الْأَرْضِ
وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ**

অর্থাৎ—সেই আল্লাহর নামে (আমি সকাল অথবা সন্ধ্যা করিলাম) যাহার নামের সহিত জমিন আসমানের জিনিস ক্ষতি করে না এবং তিনি (সব কিছু) শুনেন ও জানেন। (আবু দাউদ)

**٢٣٦-عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَنْ قَالَ إِذَا أَضَبَحَ وَإِذَا
أَمْسَى: حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوْكِيدٌ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ
الْعَظِيمِ سَبْعَ مَرَاتٍ، كَفَاهُ اللَّهُ مَا أَهْمَمَهُ، صَادِقًا كَانَ بِهَا أَوْ كَاذِبًا.**

حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوْكِيدٌ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

সত্য দিলে (অর্থাৎ ফয়েলতের প্রতি একীন রাখিয়া) বলিবে, অথবা ফয়েলতের প্রতি একীন ছাড়া এমনিই বলিবে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে (দুনিয়া আখেরাতের) সমস্ত চিন্তা হইতে হেফজত করিবেন।

অর্থঃ ‘আমার জন্য আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই, তাহারই উপর আমি ভরসা করিলাম, তিনিই আরশে আজীমের মালিক।’ (আবু দাউদ)

٢٣٧-عَنْ أَبْنَىٰ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ يَدْعُ
هُؤُلَاءِ الدُّعَوَاتِ حِينَ يُمْسِيَ وَحِينَ يُضْبِحُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ
الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي
دِينِي وَذُنُبِّيِّ وَأَهْلِيِّ وَمَالِيِّ، اللَّهُمَّ اسْتَرْ عَوْرَاتِنِي وَآمِنْ رُؤْعَاتِنِي،
اللَّهُمَّ اخْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيِّ وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَائِلِي
وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أَغْتَالَ مِنْ تَخْفِيَ.

بقول إذا أصبح، رقم: ٥٠٧٤

২৩৭. হ্যৰত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রায়ঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকাল বিকাল কখনও এই দোয়া পড়িতে ছাড়িতেন না।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ

فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَذُنُبِّيِّ وَأَهْلِيِّ
وَمَالِيِّ، اللَّهُمَّ اسْتَرْ عَوْرَاتِنِي وَآمِنْ رُؤْعَاتِنِي، اللَّهُمَّ اخْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيِّ وَمِنْ
خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَائِلِي وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أَغْتَالَ مِنْ
تَخْفِي.

অর্থঃ আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট দুনিয়া আখেরাতের নিরাপত্তা চাহিতেছি। হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি। এবং আপন দীন, দুনিয়া, পরিবার পরিজন ও মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা ও শান্তি চাহিতেছি। আয় আল্লাহ, আপনি আমার দোষসমূহকে ঢাকিয়া রাখুন। আবেদ আমাকে ভয় দ্রুতির জিনিস হইতে নিরাপত্তা দান করুন।

আয় আল্লাহ আপনি আমাকে অগ্র-পশ্চাত ডান-বাম ও উপরদিক হইতে হেফাজত করুন এবং আমাকে নিচের দিক হইতে অতক্রিতে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হয়, ইহা হইতে আপনার আজমতের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।

(আবু দাউদ)

عَنْ شَدَادِ بْنِ أُوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ السَّيِّدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي تَالِ: سَيِّدُ الْإِسْتِفَارِ
أَنْ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا
عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَغْزُدُ بَكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ،
أَبْوَءُ لَكَ بِعِمَّتِكَ عَلَىٰ وَأَبْوَءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ
إِلَّا أَنْتَ، قَالَ: وَمَنْ قَاتَهَا مِنَ النَّهَارِ مُؤْفَنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ
أَنْ يُمْسِيَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَاتَهَا مِنَ اللَّيْلِ، وَهُوَ مُؤْقَنٌ
بِهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُضْبَحَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. رواه البخاري، باب

أفضل الاستفارة، رقم: ٦٣٠

২৩৮. হ্যরত সাদাদ ইবনে আওস (রায়িহ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সাইয়েদুল এস্তেগফার (অর্থাৎ মাগফেরাত চাওয়ার সর্বোত্তম তরীকা) এই যে, এইভাবে বলিবে—

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ
وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَغْزُدُ بَكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبْوَءُ لَكَ بِعِمَّتِكَ
عَلَىٰ، وَأَبْوَءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.

‘অর্থঃ আয় আল্লাহ, আপনিই আমার রব, আপনি ব্যতীত কোন মাঝুদ নাই, আপনিই আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আমি আপনার বান্দা, আমি সামর্থ্যানুযায়ী আপনার সহিত কৃত অঙ্গীকার ও ওয়াদার উপর কায়েম আছি, আমি আমার কৃত খারাপ আমল হইতে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। আমার উপর আপনার যে সমস্ত নেয়ামত রহিয়াছে উহা স্বীকার করিতেছি এবং আপন গুনাহেরও স্বীকারেক্ষি করিতেছি। অতএব আমাকে মাফ করিয়া দিন। কেননা আপনি ব্যতীত কেহ গুনাহসমূহ মাফ করিতে পারে না।’

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি দিলের একীনের সহিত দিনের যে কোন অংশে এই কলেমাগুলি সিদ্ধিরাছে এবং সেইদিন সন্ধ্যার পূর্বে তাহার মৃত্যু হইয়া গিয়াছে সে

জান্মাতীদের মধ্য হইতে হইবে। এমনিভাবে যদি কেহ দিলের একৌনের সহিত রাত্রের কোন অংশে এই কলেমাগুলি পড়িয়াছে এবং সকাল হওয়ার পূর্বে তাহার মৃত্যু হইয়া গিয়াছে সে জান্মাতীদের মধ্য হইতে হইবে।

(বোখারী)

٤٣٩ - عن ابن عباس رضي الله عنهمَا عن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حِينَ يُضْبَحُ "فَسُبْخَنَ اللَّهُ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُضْبَحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعِيشَيَا وَحِينَ تُظَهَرُونَ" إِلَى وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ (فروم: ١٧-١٩)، أذْرَكَ مَا فَاتَهُ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ وَمَنْ قَاتَهُنَّ حِينَ يُمْسِي أذْرَكَ مَا فَاتَهُ فِي لَيْلَتِهِ. رواه أبو داود، باب ما

يقول إذا أصبح، رقم: ٥٧٦

২৩৯. হ্যবরত ইবনে আববাস (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সকালে (একুশ পারায় সূরা রোমের) এই তিনটি আয়াত

فَسُبْخَنَ اللَّهُ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُضْبَحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعِيشَيَا وَحِينَ تُظَهَرُونَ سَعَيْدَ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ

পড়িয়া লইবে তাহার সেই দিনের (নিয়মিত আমল ইত্যাদি) যাহা ছুটিয়া যাইবে উহার সওয়াব সে পাইয়া যাইবে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এই আয়াতগুলি পড়িয়া লইবে তাহার সেই রাত্রের (নিয়মিত আমল) যাহা ছুটিয়া যাইবে সে উহার সওয়াব পাইয়া যাইবে।

অর্থঃ তোমরা যখন সন্ধ্যা কর এবং যখন সকাল কর তখন আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা কর, এবং সমস্ত আসমান ও জমিনে তাহারই প্রশংসা হয় এবং তোমরা দিনের তৃতীয় প্রহরে ও জোহরের সময়ে (ও আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা কর) তিনি জীবিতকে মৃত হইতে বাহির করেন, এবং মৃতকে জীবিত হইতে বাহির করেন, এবং জমিনকে উহার মৃত অর্থাৎ শুষ্ক হওয়ার পর জীবিত অর্থাৎ সঙ্গীব করিয়া তোলেন। এবং এইভাবেই তোমাদিগকে (কেয়ামতের দিন কবর হইতে) বাহির করা হইবে।

(আবু দাউদ)

٤٤٠ - عن أبي مالِكِ الْأَشْعَرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وَلَحَ الْأَجْوَلُ بِتَهْ لِلْقَلْبِ إِنَّمَا يَنْلَاكُ خَيْرُ الْمَوْلَعِ وَمُنْزَلُ

**المَخْرَجُ، بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا، وَبِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا، وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا
تَوَكَّلْنَا، ثُمَّ لِيُسْلِمْ عَلَى أَهْلِهِ.** رواه أبو داود، باب ما يقول الرجل إذا دخل

بيته، رقم: ০৭৬

২৪০. হযরত আবু মালেক আশআরী (রাযঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন কোন ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করে তখন এই দোয়া পড়িবে—

**اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَعِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ، بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا،
وَبِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا، وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا.**

অর্থ ৪ ‘আয় আল্লাহ, আমি আপনার নিকট ঘরে প্রবেশের ও ঘর হইতে বাহির হওয়ার কল্যাণ কামনা করি। অর্থাৎ আমার ঘরে প্রবেশ করা ও ঘর হইতে বাহির হওয়া আমার জন্য কল্যাণকর হয়। আল্লাহ তায়ালারই নামে ঘরে প্রবেশ করিলাম এবং আল্লাহ তায়ালার নামে ঘর হইতে বাহির হইলাম এবং আল্লাহ তায়ালারই উপর যিনি আমাদের রব আমরা ভরসা করিলাম।’

অতঃপর আপন ঘরওয়ালাদেরকে সালাম করিবে। (আবু দাউদ)

٢٣١- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الله سمع النبي ﷺ يقلّل: إذا دخل الرجل بيته، فذكر الله عز وجل عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا ميت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله، قال الشيطان: أذركم الميت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه، قال: أذركم الميت والعشاء. رواه مسلم، باب أداب الطعام والشراب وأحكامهما، رقم: ٥٦٢

২৪১. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন যে, যখন মানুষ নিজের ঘরে প্রবেশ করে এবং প্রবেশের সময় ও খাওয়ার সময় আল্লাহ তায়ালার যিকির করে তখন শয়তান (তাহার সঙ্গীদেরকে) বলে, এখানে তোমাদের জন্য না রাত্রিযাপনের জায়গা আছে না রাত্রের খাবার আছে। আর যখন মানুষ ঘরে প্রবেশ করে এবং প্রবেশের সময় আল্লাহ তায়ালার যিকির করে না তখন শয়তান (তাহার সঙ্গীদেরকে) বলে, এখানে তোমরা রাত্রিযাপনের জায়গা পাইয়া গিয়াছ।

আব যখন খাওয়ার সময় ও আল্লাহ তায়ালার ধিকির করেন না তখন
শয়তান (তাহার সঙ্গীদেরকে) বলে, এখনে তোমরা রাত্রিযাপনের জায়গা
এবং খাবারও পাইয়া গিয়াছ। (মুসলিম)

—٢٢٢—
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ: مَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ
بَيْتِنِي فَطَ إِلَّا رَفِعَ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَغُوذُ بِكَ أَنْ
أَصْلِ أَوْ أَصْلَ أَوْ أَزْلِ أَوْ أَزْلَ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أَظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يَجْهَلَ
عَلَيَّ. رواه أبو داود، باب ما يقول إذا خرج من بيته، رقم: ٥٠٩٤

২৪২. হযরত উম্মে সালামা (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই আমার ঘর হইতে বাহির হইতেন আসমানের দিকে দৃষ্টি উঠাইয়া এই দোয়া পড়িতেন—

اللَّهُمَّ إِنِّي أَغُوذُ بِكَ أَنْ أَصْلِ أَوْ أَصْلَ أَوْ أَزْلِ أَوْ أَزْلَ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ
أَجْهَلَ أَوْ يَجْهَلَ عَلَيَّ.

অর্থ : আয় আল্লাহ, আমি আপনার নিকট এই ব্যাপারে পানাহ চাহিতেছি যে, আমি পথভষ্ট হইয়া যাই অথবা আমাকে পথভষ্ট করা হয় অথবা সরলপথ হইতে পদম্বলিত হই বা পিছলাইয়া যাই অথবা আমাকে পদম্বলিত করা হয় বা পিছলাইয়া দেওয়া হয় অথবা আমি জুলুম করি অথবা আমার উপর জুলুম করা হয় অথবা আমি অজ্ঞতাবশতঃ খারাপ আচরণ করি অথবা আমার সহিত অজ্ঞতাবশতঃ খারাপ আচরণ করা হয়।

(আবু দাউদ)

—٢٢٣—
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ
قَالَ يَعْنِي إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ: بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، لَا حَوْلَ
وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ يُقَالُ لَهُ: كُفِّيْتَ وَوُقِيْتَ وَتَعَلَّمَتَ عَنَّهُ الشَّيْطَانُ.
باب ما جاء ما يقول الرجل إذا خرج من بيته، رقم: ٣٤٢٦ وابن داود وفيه يُقال
جَنَّبْتُكُمْ: هُدِينَتْ وَكُفِّيْتَ وَوُقِيْتَ فَسَخَّنَ لَهُ الشَّيَاطِينُ، فَيَقُولُ
شَيَاطِينُ آخَرُ: كَيْفَ لَكَ بِرَجْلٍ فَذَ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ. باب ما يقول

إذا خرج من بيته، رقم: ٥٠٩٥

২৪৩. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শাদ করিয়াছেন, যখন

بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

‘অর্থাৎ আমি আল্লাহর নামে বাহির হইতেছি, আল্লাহর উপরই আমার ভরসা, কোন কল্যাণ হাসিল করা অথবা কোন অকল্যাণ হইতে বাঁচার ব্যাপারে সফলকাম হওয়া একমাত্র আল্লাহর হুকুমেই সম্ভব হইতে পারে।’

তখন তাহাকে বলা হয় অর্থাৎ ফেরেশতা বলেন, তোমার কাজ সম্পাদন করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তোমাকে সমস্ত অকল্যাণ হইতে হেফাজত করা হইয়াছে। শয়তান (ব্যর্থ হইয়া) তাহার নিকট হইতে দূর হইয়া যায়। (তিরমিয়ী)

এক রেওয়ায়াতে একুপ বর্ণিত হইয়াছে যে, তখন (অর্থাৎ এই দোয়া পড়ার পর) তাহাকে বলা হয়, তোমাকে পূর্ণরূপে পথ দেখানো হইয়াছে, তোমার কাজ সম্পাদন করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তোমার হেফাজত করা হইয়াছে। সুতরাং শয়তান তাহার নিকট হইতে দূর হইয়া যায়। অপর এক শয়তান প্রথম শয়তানকে বলে, তুমি ঐ ব্যক্তিকে কিভাবে আয়ত্তে আনিতে পার, যাহাকে পথ দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে, যাহার কাজ সম্পাদন করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং যাহার হেফাজত করা হইয়াছে?

(আবু দাউদ)

٢٤٣-عَنْ أَبْنَىٰ عَبَّاسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ
عِنْدَ الْكَرْبِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ
الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ
وَرَبُّ الْعِزْمِ الْكَرِيمِ. رواه البخاري، باب الدعاء عند الكرب، رقم: ٦٤٦

২৪৪. হযরত ইবনে আববাস (বায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেরেশানীর সময় এই দোয়া পড়িতেন—

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعِزْمِ الْكَرِيمِ.

অর্থঃ আল্লাহ তায়ালা ব্যক্তিত কোন মাঝুদ নাই, যিনি অত্যন্ত বড় এবং ধৈর্যশীল, (গুনাহের উপর সঙ্গে সঙ্গে ধরপাকড় করেন না।) আল্লাহ তায়ালা ব্যক্তিত কোন মাঝুদ নাই/ যিনি আরণে আজীবন ব্রহ্ম আল্লাহ

তায়ালা ব্যতীত কোন মাদুদ নাই, যিনি আসমান ও জামিনসমূহের এবং
সম্মানিত আরশের রব। (বোধারী)

২২৫-عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: دَعَوَاتُ
الْمُكْرُوبِ: اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلَا تَكْلِنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةِ
عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَانِي كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. رواه أبو داود، باب ما يقول
إذا أصبح، رقم: ৫০৯০

২৪৫. হযরত আবু বাকরাহ (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি মুসীবতে পতিত হয় সে যেন এই দোয়া পড়ে—

اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلَا تَكْلِنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةِ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي
شَانِي كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

অর্থঃ আয় আল্লাহহ, আমি আপনার রহমতের আশা করি, আমাকে চোখের পলকের জন্যও আমার নফসের সোপন্দ করিবেন না আমার সমস্ত অবস্থা ঠিক করিয়া দিন, আপনি ব্যতীত কোন মাদুদ নাই। (আবু দাউদ)

২২৬-عَنْ أَمِ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ: سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ
وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أَجْزِنِي فِي مُصِيبَتِي وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا
إِلَّا أَجْرَاهُ اللَّهُ فِي مُصِيبَتِي، وَاخْلُفْ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا. قَالَتْ: فَلَمَّا تُؤْتَيَ
أَبْوَسَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَلَّتْ كَمَا أَمْرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،
فَاخْلُفَ اللَّهُ لِي خَيْرًا مِنْهُ، رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. رواه مسلم، باب ما يقال عند

الصَّيْمَةِ، رقم: ১১২৭

২৪৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হযরত উম্মে সালামাহ (রায়িঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে বান্দার উপর কোন মুসীবত আসে এবং সে এই দোয়া পড়িয়া লয়—

إِنَّ اللَّهَ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ،

اللَّهُمَّ أَجْزِنِي فِي مُصِيبَتِي وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا

অর্থঃ নিঃসন্দেহে আমরা আল্লাহ তায়ালারই জন্য এবং আল্লাহ তায়ালারই দিকে ফিরিয়া যাইব, আয় আল্লাহ, আমাকে আমার মুসীবতের উপর সওয়াব দান করুন, আর যে জিনিস আপনি আমার নিকট হইতে লইয়া গিয়াছেন উহা হইতে উত্তম জিনিস আমাকে দান করুন।

আল্লাহ তায়ালা তাহাকে উক্ত মুসীবতে সওয়াব দান করেন এবং হারানো জিনিসের বিনিময়ে উহা অপেক্ষা উত্তম জিনিস দান করেন।

হ্যরত উম্মে সালামাহ (রায়িৎ) বলেন, যখন হ্যরত আবু সালামাহ (রায়িৎ) এর ইন্দ্রিকাল হইয়া গেল তখন আমি এঙ্গভাবে দোয়া করিলাম যেভাবে রাসুলপ্রভাষ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এই দোয়ার ছকুম দিয়াছিলেন। আল্লাহ তায়ালা আমাকে আবু সালামাহ হইতে উত্তম বদল দান করিলেন। অর্থাৎ রাসুলপ্রভাষ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার স্বামী বানাইয়া দিলেন। (মুসলিম)

٢٣٧-عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَيْدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ (فِي)
رَجُلٍ غَصِيبٍ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ) لَوْ قَالَ: أَغُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ،
ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَمْحُدُ. (وهو بعض الحديث) رواه البخاري، باب قصة إبليس

وحنوده، رقم: ٣٢٨٢

২৪৭. হ্যরত সুলাইমান ইবনে সুরাদ (রায়িৎ) বলেন, রাসুলপ্রভাষ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এক ব্যক্তির ব্যাপারে যে অন্য একজনের উপর রাগান্বিত হইতেছিল) এরশাদ করিলেন, যদি এই ব্যক্তি

أَغُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ

পড়িয়া লয় তবে তাহার রাগ দূর হইয়া যাইবে। (বোখারী)

٢٣٨-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
مَنْ نَزَّلَتْ بِهِ فَلَقَّةً فَلَاقَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسْدِ فَاقْتُهُ، وَمَنْ نَزَّلَتْ بِهِ فَلَقَّةً
فَلَاقَهَا بِاللَّهِ تَبَارَكَ اللَّهُ تَبَارَكَ بِهِ بِرْزِقٌ عَاجِلٌ أَوْ آجِيلٌ. رواه الترمذি وقال:
هذا حديث حسن صحيح غريب، باب ما جاء في الهم في الدنيا ونجها،

رقم: ٢٣٦

২৪৮. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলপ্রভাষ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যাহার

উপর অভাবের অবস্থা আসিয়া পড়ে আর সে উহা দূর করার জন্য লোকদের নিকট চায় তাহার অভাব দূর হইবে না। আর যে ব্যক্তির উপর অভাবের অবস্থা আসিয়া পড়ে, আর সে উহা দূর করার জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট চায়, আল্লাহ তায়ালা দ্রুত তাহার রূজীর ব্যবস্থা করিয়া দেন। সঙ্গে সঙ্গে পাইয়া যাইবে অথবা কিছু পরে পাইবে। (তিরিয়া)

٣٧٩-عَنْ أَبِي وَأَنْدَلِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَنْ عَلَيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ مُكَاتِبًا جَاءَهُ
فَقَالَ: إِنِّي قَدْ عَجَزْتُ عَنْ كِتَابِي فَأَعْغِنِنِي، قَالَ: أَلَا أَعْلَمُكَ
كَلِمَاتٍ عَلِمْتِيهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ جَعَلَهُنَّ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلٍ صِيرَ
ذِيَّا أَذَاهَ اللَّهُ عَنْكَ، قَالَ: قُلْ اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ،
وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن

غريب، أحاديث شتى من أبواب الدعوات، رقم: ٣٦٣

২৪৯. হযরত আবু ওয়ায়েল (রহঃ) বলেন, একজন মুকাতাব (মুক্তিপণ আদায়ের শর্তে আযাদকৃত গোলাম) হযরত আলী (রায়ঃ) এর খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিল, আমি (মুক্তিপনের নির্ধারিত) মাল আদায় করিতে পারিতেছি না। এই ব্যাপারে আপনি আমাকে সাহায্য করুন। হযরত আলী (রায়ঃ) বলিলেন, আমি কি তোমাকে সেই কলেমাণ্ডলি শিখাইয়া দিব না যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে শিখাইয়াছিলেন? যদি তোমার উপর (ইয়ামানের) সীর পাহাড় সমতুল্য ঝগও হয় তবে আল্লাহ তায়ালা সেই ঝগকে আদায় করিয়া দিবেন। তুমি এই দোয়া পড়—

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

অর্থঃ আয় আল্লাহ, আমাকে আপনার হালাল রূজী দান করিয়া হারাম হইতে বাঁচাইয়া নিন এবং আপনার ফজল ও মেহেরবানীর দ্বারা আপনি ব্যতীত অন্যদের হইতে অমুখাপেক্ষী করিয়া দিন। (তিরিয়া)

ফায়দা ৪ মুকাতাব সেই গোলামকে বলা হয় যাহাকে তাহার মনিব বলিয়াছে যে, যদি তুমি এত মাল এত সময়ের ভিত্তির আদায় করিয়া দিতে পার তবে তুমি আযাদ হইয়া যাইবে। যে মাল নির্ধারিত হয় উহাকে ‘বদলে কিতাবাত’ বা মুক্তিপণ বলা হয়।

٤٥٠-عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْعَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
ذَاتَ يَوْمٍ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ يَقُولُ لَهُ أَبُو أَمَامَةَ،
فَقَالَ: يَا أَبَا أَمَامَةَ مَا لَنِي أَرَكَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فِي غَيْرِ وَقْتٍ
الصَّلَاةِ؟ قَالَ: هُمُومٌ لَرَمَتْنِي وَدُبُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: أَفَلَا
أَعْلَمُكَ كَلَامًا إِذَا قُلْتَهُ أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَكَ وَقَضَى عَنْكَ ذَنْبَكَ؟
قَالَ: قُلْتُ: يَاهُ, يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: قُلْ إِذَا أَضَبَخْتَ وَإِذَا
أَمْسَيْتَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَغُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَأَغُوذُ بِكَ مِنَ
الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ، وَأَغُوذُ بِكَ مِنَ الْجُنُنِ وَالْبَخْلِ وَأَغُوذُ بِكَ مِنْ
غَلْبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ، قَالَ: فَفَعَلْتَ ذَلِكَ فَأَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّيْنِ
وَقَضَى عَنِي ذَنْبِي. رواه أبو داود، باب في الاستعاذه، رقم: ١٥٥٥

২৫০. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযঃ) বর্ণনা করেন যে, একদিন
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে আসিলেন। তাহার
দৃষ্টি একজন আনসারী ব্যক্তির উপর পড়িল, যাহার নাম আবু উমামাহ
ছিল। তিনি এরশাদ করিলেন, আবু উমামাহ! কি ব্যাপার আমি তোমাকে
নামাযের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে মসজিদে (পৃথকভাবে) বসিয়া থাকিতে
দেখিতেছি? হযরত আবু উমামাহ (রাযঃ) আরজ করিলেন, ইয়া
রাসূলুল্লাহ! দুশ্চিন্তা ও ঝগ আমাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। তিনি এরশাদ
করিলেন, আমি কি তোমাকে একটি দোয়া শিখাইয়া দিব না? যখন তুমি
উহা পাঠ করিবে আল্লাহ তায়ালা তোমার দুশ্চিন্তা দূর করিয়া দিবেন এবং
তোমার ঝগ পরিশোধ করিয়া দিবেন। হযরত আবু উমামাহ (রাযঃ)
আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, অবশ্যই শিখাইয়া দিন। তিনি এরশাদ
করিলেন, সকাল-বিকাল এই দোয়া পড়—

اللَّهُمَّ إِنِّي أَغُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَأَغُوذُ بِكَ مِنَ
الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ،
وَأَغُوذُ بِكَ مِنَ الْجُنُنِ وَالْبَخْلِ وَأَغُوذُ بِكَ مِنْ
غَلْبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ.

‘অর্থঃ’ আয় আল্লাহ, আমি ফিকির ও চিন্তা হইতে আপনার আশ্রয়
গ্রহণ করিতেছি এবং আমি অসহায়তা ও অলসতা হইতে আপনার আশ্রয়
গ্রহণ করিতেছি, অবহৃত কৃপণতা ও কাপুরণতা হইতে আপনার আশ্রয় গ্রহণ

করিতেছি। এবং আমি ঝাগের ভাবে ভারগ্রস্ত হওয়া হইতে এবং আমার উপর লোকদের চাপ সৃষ্টি হইতে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।'

হযরত আবু উমামাহ (রায়িৎ) বলেন, আমি সকাল-বিকাল এই দোয়া পড়িলাম। আল্লাহ তায়ালা আমার চিন্তা দূর করিয়া দিলেন এবং আমার সমস্ত ঝগড়া পরিশোধ করাইয়া দিলেন। (আবু দাউদ)

٢٥١-عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ: قَبْضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟

فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: قَبْضْتُمْ نَعْرَةً فُرَادِيَّ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ:

مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: حَمِيدَكَ وَامْتَرَجَعَ، فَيَقُولُ اللَّهُ: ابْنُوا

لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْخَمْدَلِ. رواه الترمذى وقال: هنا

حديث حسن غريب، باب فضل العصبية إذا احتسب، رقم: ١٠٢١

২৫১. হযরত আবু মুসা আশআরী (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন কাহারও শিশু সন্তান মারা যায় তখন আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা আমার বান্দার সন্তানকে লইয়া আসিয়াছ? তাহারা আরজ করেন, জু হাঁ। আল্লাহ তায়ালা বলেন, তোমরা আমার বান্দার কলিজার টুকরাকে লইয়া আসিয়াছ? তাহারা আরজ করেন, জু হাঁ। আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞাসা করেন, আমার বান্দা ইহার উপর কি বলিয়াছে? তাহারা আরজ করেন, আপনার প্রশংসা করিয়াছে এবং আইনের পরিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদিগকে ছর্কুম করেন যে, আমার বান্দার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈয়ার কর এবং উহার নাম ‘বাইতুল হামদ’ অর্থাৎ প্রশংসন ঘর রাখ। (তিরমিয়ী)

٢٥٢-عَنْ بُرِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَمُهُمْ إِذَا

خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ، فَكَانَ قَاتِلُهُمْ يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَفَلَ

النَّيَارُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَلَاقِهُنَّ

أَنَّاسُ اللَّهِ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةِ. رواه مسلم، باب ما يقال عند دخول القبور

والدعا لأهلها، رقم: ٢٢٥٧

২৫২. হযরত বুরাইদাহ (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা (রায়িৎ)দিগকে শিখাইতেন যে, যখন তাহারা কবরগুহামে যায় তখন যেন প্রতিভাবে বলে—

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَفْلَى النِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ،

وَإِنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَلأَحْقُونَ، أَشَاءَ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمُ الْعَلِيَّةُ .

অর্থ : ‘এই বক্তিতে বসবাসকারী মুমিনীন ও মুসলিমীন, তোমাদের উপর সালাম হউক, নিঃসন্দেহে আমরাও তোমাদের সহিত অতিসুস্থর ইনশাআল্লাহ মিলিত হইব। আমরা আল্লাহ তায়ালার নিকট নিজেদের ও তোমাদের জন্য নিরাপত্তা কামনা করিতেছি।’ (মুসলিম)

٢٥٣-عَنْ عُمَرَ بْنِ الخطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: مَنْ دَخَلَ السُّوقَ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُخْبِرُ وَيُبَيِّنُ وَهُوَ حَقٌّ لَا يَمْزُغُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تَكَبَّرَ اللَّهُ لَهُ الْفَ الْفِ حَسَنَةٌ وَمَعَاهُ عَنْهُ الْفَ الْفِ سَيِّنَةٌ وَرَفِعَ لَهُ الْفَ الْفِ ذَرَجَةٍ. رواه الترمذى وقال: هنا حدث غريب، باب ما يقول إذا دخل السوق، رقم: ٣٤٢٨ و قال الترمذى في رواية له مكان ”ورفع له الف الف ذرجة“، ”وبئى له بيتاً في الجنة“،

رقم: ٣٤٢٩

২৫৩. হযরত ওমর ইবনে খাতাব (রায়ি) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশ করিয়া এই দোয়া পড়ে—

**لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُخْبِرُ وَيُبَيِّنُ
وَهُوَ حَقٌّ لَا يَمْزُغُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،**

আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য দশ লক্ষ নেকী লিখিয়া দেন এবং তাহার দশ লক্ষ গুনাহ মিটাইয়া দেন এবং তাহার দশ লক্ষ মর্তবা উন্নত করিয়া দেন। এক রেওয়ায়াতে দশ লক্ষ মর্তবা উন্নত করার পরিবর্তে জামাতে একটি মহল তৈয়ার করিয়া দেওয়া কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। (তিরমিয়ী)

٢٥٤-عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْنَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ

يَقُولُ بِآخِرَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ مِنَ الْمَجْلِسِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ

وَبِحَمْدِكَ، اشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، اسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ،

فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ لَتَقُولُ فَوْلًا مَا كُنْتَ تَقُولُهُ فِيمَا

مَضِي؟ قَالَ: كَفَارَةً لِمَا يَكُونُ فِي الْمَجْلِسِ. رواه أبو داود، باب في
كَفَارَةِ الْمَحْلِسِ، رقم: ٤٨٥

২৫৪. হযরত আবু বারযাহ আসলামী (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ বয়সে এই অভ্যাস ছিল যে, যখন মজলিস হট্টে উঠিবার এরাদা করিতেন তখন

**سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ،
أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ**

পড়িতেন। এক ব্যক্তি আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আজকাল আপনি একটি দোয়া পাঠ করেন যাহা পূর্বে করিতেন না। তিনি এরশাদ করিলেন, এই দোয়া মজলিসের (ভুল ভ্রান্তির জন্য) কাফকারা স্বরূপ।

অর্থঃ আয় আল্লাহ! আপনি পবিত্র, আমি আপনার প্রশংসা করিতেছি, আমি সাক্ষ দিতেছি যে, আপনি ব্যতীত কোন মাঝুদ নাই, আমি আপনার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি এবং আপনার নিকট তওবা করিতেছি। (আবু দাউদ)

২৫৫-عَنْ جُبِيرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ، فَقَالَهَا فِي مَجْلِسٍ ذِكْرِ كَانَتْ كَالْطَّابِعِ يُطْبَعُ عَلَيْهِ، وَمَنْ قَالَهَا فِي مَجْلِسٍ لَغْوٍ كَانَتْ كَفَارَةً لَهُ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم ينحرجا
ووافقه الذهبي ١/٥٣٧

২৫৫. হযরত জুবাইর ইবনে মুতাইম (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি যিকিরের মজলিসের (শেষে) এই দোয়া পড়িল—

**سُبْحَانَكَ اللَّهُ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ،
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ،**

এই দোয়া সেই যিকিরের মজলিসের জন্য এরূপ, যেরূপ (গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রের উপর) মোহর লাগাইয়া দেওয়া হয়। অর্থাৎ এই মজলিস আল্লাহ তায়ালার নিকট কবুল হইয়া থায় এবং উহার আজর ও সওয়াব

রাসুলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণিত ফিরিকুর ও দোয়াসমূহ।
আল্লাহ তায়ালার নিকট বর্কত হইয়া যাই। আর যদি এই দোয়া এমন
মজলিসে পড়া হয় যেখানে অথবা কথাবার্তা বলা হইয়াছে তবে এই দোয়া
উক্ত মজলিসের কাফফারা হইয়া যাইবে। (মুসতাদরাকে হাকেম)

٢٥٦-عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَهْدَيْتِ لِرَسُولِ اللَّهِ شَاةً فَقَالَ: أَفْسِينِيهَا، وَكَانَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِذَا رَجَعَتِ
الْخَادِمُ تَقُولُ: مَا قَالُوا؟ تَقُولُ الْخَادِمُ: قَالُوا: بَارَكَ اللَّهُ فِيمُكُمْ،
تَقُولُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: وَفِيهِمْ بَارَكَ اللَّهُ، نَرَدُ عَلَيْهِمْ مِثْلَ مَا
قَالُوا وَيَقْبَلُ أَجْرُنَا لَنَا. الرَّابِلُ الصَّيْبُ مِنَ الْكَلْمِ الطَّيْبِ قَالَ السُّعْدِيُّ: إِسْنَادُهُ

صحيح من ١٨٢

২৫৬. হ্যরত আয়েশা (রায়ি)^১ বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একটি বকরী হাদিয়া স্বরূপ আসিল। তিনি
এরশাদ করিলেন, আয়েশা, ইহাকে বন্টন করিয়া দাও। খাদেমা যখন
লোকদের মধ্যে গোশত বন্টন করিয়া ফিরিয়া আসিত তখন হ্যরত
আয়েশা (রায়ি)^১ জিজ্ঞাসা করিতেন, লোকেরা কি বলিয়াছে? খাদেমা
বলিত, লোকেরা বারَكَ اللَّهُ فِيمُكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে
বরকত দান করুন' বলিয়াছে। হ্যরত আয়েশা (রায়ি)^১ বলিতেন,
‘আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে বর্কত দান
করুন।’ আমরা তাহাদিগকে সেই দোয়া দিয়াছি যে দোয়া তাহারা
আমাদিগকে দিয়াছে। (দোয়া দেওয়ার ব্যাপারে আমরা উভয়ে সমান হইয়া
গিয়াছি।) এখন গোশত বন্টনের সওয়াব আমাদের জন্য অতিরিক্ত রহিয়া
গেল। (ওয়াবেলস সাইয়েব)

٢٥٧-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يُؤْتِي بِأَوْلِ
الثَّمَرِ فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَفِي ثِمَارِنَا، وَفِي مُدَنَّا
وَفِي صَاعِنَا، بَرَكَةً مَعَ بَرَكَةٍ، ثُمَّ يُعْطِيهِ أَضْفَرٌ مَنْ يَخْضُرُهُ مِنْ
الْوَلْدَانِ.

رواه مسلم، باب فضل المدينة..... رقم: ٣٣٥

২৫৭. হ্যরত আবু হোরায়রা (রায়ি)^১ হইতে বর্ণিত আছে যে, যখন
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে মৌসুমের নতুন
ফল পেশ করা হইত তিনি এই দোয়া পড়িতেন—

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَفِي ثِمَارِنَا، وَفِي مُدَنَّا

for more books <https://youtube.com/annaaba> <https://www.youtube.com/alamin5g>

অর্থঃ ‘আয় আল্লাহ, আপনি আমাদের মদীনা শহরে, আমাদের ফলে, আমাদের মুদ্দে, আমাদের সায়ে খুব করিয়া বরকত দান করুন।’

অতঃপর তিনি সেই সময় যে সকল বাচ্চা উপস্থিত থাকিত তাহাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট বাচ্চাকে সেই ফল দিয়া দিতেন। (মুসলিম)

ফায়দা : মুদ্দ মাপার ছোট পাত্র, যাহাতে প্রায় এক কেজি পরিমাণ ধরে। সা' মাপার বড় পাত্র, যাহাতে প্রায় চার কেজি পরিমাণ ধরে।

২৫৮-عَنْ وَخْشِيِّ بْنِ حَرْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبُعُ، قَالَ: فَلَعْلَكُمْ تَفْرَقُونَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَبْارَكُ لَكُمْ فِيهِ. رواه أبو داود، باب في الاعتساف على الطعام، رقم: ٣٧٦٤

২৫৮. হ্যরত ওয়াহশী ইবনে জাবের (রায়িহ) বর্ণনা করেন যে, কতিপয় সাহাবা (রায়িহ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা খানা খাই কিন্তু আমাদের পেট ভরে না। তিনি এরশাদ করিলেন, তোমরা বোধহয় পৃথক পৃথক খাও? তাহারা আরজ করিলেন, জিন্দ হাঁ। তিনি এরশাদ করিলেন, তোমরা এক জায়গায় একত্রিত হইয়া আল্লাহ তায়ালার নাম লইয়া খাও। তোমাদের খানায় বরকত হইবে। (আবু দাউদ)

২৫৯-عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ أَكَلَ طَعَاماً لَمْ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِي مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ، غَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخَرَ، قَالَ: وَمَنْ لَبِسَ ثُوبَيَا فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا الثَّوْبُ وَرَزَقَنِي مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ، غَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخَرَ. رواه أبو داود، باب ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً، رقم: ٤٠٢٣

২৫৯. হ্যরত আনাস (রায়িহ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি খানা খাইয়া এই দোয়া পড়িল—

**الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِي مِنْ غَيْرِ
حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ.**

অর্থঃ সমস্ত প্রশংসন আল্লাহ তায়ালার জন্ম মিনি/আমাকে এই খানা

শ্বাওয়াইয়াছেন এবং আমার চেষ্টা ও সামর্থ্য ছাড়া আমাকে ইহা নসীব
করিয়াছেন।'

তাহার অতীত ও ভবিষ্যতের গুনাহ মাফ হইয়া যায়। আর যে ব্যক্তি
কাপড় পরিধান করিয়া এই দোয়া পড়িল—

**الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا التُّوبَ وَرَزَقَنِي مِنْ غَيْرِ
حُوْلٍ مَّا يَمْتَهِنُ وَلَا قُوَّةٌ**

‘অর্থঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আমাকে এই
কাপড় পরিধান করাইয়াছেন এবং আমার চেষ্টা ও সামর্থ্য ছাড়া আমাকে
ইহা নসীব করিয়াছেন।’

তাহার অতীত ও ভবিষ্যতের গুনাহ মাফ হইয়া যায়। (আবু দাউদ)

ফায়দা : ভবিষ্যতের গুনাহ মাফ হইয়া যাওয়ার অর্থ এই যে,
আগামীতে আল্লাহ তায়ালা আপন এই বান্দাকে গুনাহ হইতে হেফাজত
করিবেন। (বজ্রুল মাজহুদ)

٢٦٠- عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ليس توبناً جديداً فقل: الحمد لله الذي كسانى ما أوارى به عورتني وأتعجل به في حياتي، ثم عمد إلى التوب الذي أخلق فقصد بي كأن هي كتف الله وهي حفظ الله وهي ستر الله حيناً وميتاً. رواه الترمذى وقال: هنا حديث غريب، أحاديث شئ من أبواب الدعوات، رقم: ٣٥٦٠

২৬০. হ্যরত ওমর ইবনে খাতাব (রায়িৎ) বলেন, আমি রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে
ব্যক্তি নতুন কাপড় পরিধান করিয়া এই দোয়া পড়ে—

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوارِي بِهِ عَوْرَتِي وَأَتَعْجَلُ بِهِ فِي حَيَاْتِي

‘অর্থঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আমাকে কাপড়
পরিধান করাইয়াছেন, এই কাপড় দ্বারা আমি আমার ছতর ঢাকি এবং
আপন যিন্দেগীতে উহা দ্বারা সাজসজ্জা হাসিল করি।’

অতঃপর পুরাতন কাপড় সদকা করিয়া দেয় সে জীবনে ও মরনের
পরে সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার হেফাজত ও নিরাপত্তায় থাকিবে এবং
তাহার গুনাহের উপর আল্লাহ তায়ালা পর্দা ফেলিয়া রাখিবেন। (তিরমিয়ী)

for more videos <https://youtube.com/annaaba>
 ২৬১. হ্�যরত আবু হোয়ায়রা (রায়িহ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন তোমরা মুরগীর ডাক শুন তখন আল্লাহ তায়ালার নিকট তাঁহার মেহেরবানী কামনা কর কেননা সে ফেরেশতা দেখিয়া ডাক দেয়। আর যখন গাধার আওয়াজ শুন তখন আল্লাহ তায়ালার নিকট শয়তান হইতে পানাহ চাও। কেননা সে শয়তান দেখিয়া চিন্কার করে। (বোখারী)

٢٦٢-عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ: اللَّهُمَّ أَهْلِهِ عَلَيْنَا بِالْيَمِينِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، رَبِّنَا وَرَبِّكَ اللَّهُ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب;

باب ما يقول عند رؤية الهلال، الجامع الصحيح للترمذى، رقم: ٣٤٥١

২৬২. হ্যরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রায়িহ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নতুন চাঁদ দেখিতেন তখন এই দোয়া পড়িতেন—

اللَّهُمَّ أَهْلِهِ عَلَيْنَا بِالْيَمِينِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، رَبِّنَا وَرَبِّكَ اللَّهُ.

অর্থ : আয় আল্লাহ, এই চাঁদকে আমাদের উপর বরকত, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের সহিত উদ্দিত করুন, হে চাঁদ, আমার ও তোমার রব আল্লাহ তায়ালা। (তিরমিয়ী)

٢٦٣-عَنْ فَتَاهَةِ رَجِمَةِ اللَّهِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ: هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ، هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ، هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ، أَمْنَتْ بِالَّذِي خَلَقَكَ، ثَلَاثَ مَرَاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ذَهَبَ بِشَهْرٍ كَذَا وَجَاءَ بِشَهْرٍ كَذَا. رواه أبو داود، باب ما يقول الرجل إذا

رأى الهلال، رقم: ٥٠٩٢

২৬৩. হ্যরত কাতাদাহ (রায়িহ) বলেন, আমার নিকট এই হাদীস পৌছিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নতুন চাঁদ দেখিতেন তখন তিনবার এই দোয়া পড়িতেন—

هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ، هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ،

هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ، أَمْنَتْ بِالَّذِي خَلَقَكَ

রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণিত যিকির ও দোয়াসমহ
for more videos <https://youtube.com/annaba>
অর্থঃ ইহা কল্যাণ হেদয়াতের চাঁদ হউক, ইহা কল্যাণ ও হেদয়াতের
চাঁদ হউক, ইহা কল্যাণ ও হেদয়াতের চাঁদ হউক, আমি আল্লাহ তায়ালার
উপর ঈগান আনিলাম, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

অতঃপর বলিতেন—

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ذَهَبَ بِشَهْرِ كَدْأَ وَجَاءَ بِشَهْرٍ

অর্থাঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি অমুক মাস শেষ
করিয়াছেন এবং অমুক মাস আরম্ভ করিয়াছেন। (আবু দাউদ)

ফায়দা ৪ এই দোয়া পড়ার সময় ১৩ এর স্তৱে মাসের নাম উল্লেখ
করিবে।

٢٦٣-عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ رَأَى صَاحِبَ
بَلَاءً فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ، وَفَضَّلَنِي عَلَى
كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْصِيلًا، إِلَّا عُزُوفٍ مِّنْ ذَلِكَ الْبَلَاءِ كَانَنَا مَا كَانَ،
مَا عَاهَشَ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث غريب، باب ما جاء ما يقول إذا رأى

মন্ত্রী، رقم: ٣٤٣।

২৬৪. হযরত ওমর (রায়ি) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্তকে দেখিয়া এই দোয়া পড়িয়া লয়—

**الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ، وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ
مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْصِيلًا.**

উক্ত দোয়া পাঠকারী সারাজীবন সেই বিপদ হইতে নিরাপদ থাকিবে,
চাই সে বিপদ যেমনই হউক না কেন।

অর্থ ৪ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আমাকে সেই
অবস্থা হইতে রক্ষা করিয়াছেন যাহাতে তোমাকে লিপ্ত করিয়াছেন, এবং
তিনি আমাকে তাহার অনেক মাখলুকের উপর সম্মান দান করিয়াছেন।

(তিরমিয়ী)

ফায়দা ৫ হযরত জাফর (রায়ি) বলেন, এই দোয়া মনে মনে পড়িবে
বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে শুনাইয়া পড়িবে না। (তিরমিয়ী)

٢٤٥- عن حُدَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَخْدَى مَضْجَعَهُ مِنَ الظَّلَلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِهِ ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَخْرِيَ وَإِذَا اسْتَيقَظَ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَخْيَانَاهُ بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ الشُّورُ. رواه البخاري، باب وضع البد تحت الخد اليمني، رقم: ٦٣٤

২৬৫. ইয়রত হোয়াইফা (বায়িঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাতে আপন বিছানায় শয়ন করিতেন তখন নিজের হাত গালের নীচে রাখিতেন এবং এই দোয়া পড়িতেন—

اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَخْرِيَ

অর্থাৎ আর আল্লাহ, আমি আপনার নামে মৃত্যুবরণ করি—অর্থাৎ ঘূমাই এবং জীবিত হই—অর্থাৎ জাগ্রত হই।

আর যখন জাগ্রত হইতেন তখন এই দোয়া পড়িতেন—

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَخْيَانَاهُ بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ الشُّورُ

অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আমাকে মৃত্যুর পর জীবন দান করিয়াছেন এবং আমাদিগকে কবর হইতে উঠিয়া তাহারই দিকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। (বোধারী)

٢٦٦- عن البراء بن غازب رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله ﷺ: إذا أتيت مضمونك فتوضاً ووضعوك للصلاة ثم أضطجع على شفتك ال اليمنى وقل: اللهم! أسلمنت وجهي إليك، وفوضت أمرى إليك، والجاحث ظهرى إليك، رهبة ورغبة إليك، لا ملجا ولا منجا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت، قال: فَإِنْ مُتْ مُتْ عَلَى الْفَطْرَةِ، واجعلهم آخر ما تقول، قال البراء: فقلت أنت ذكرهن، فقلت: وبرسولك الذي أرسلت، قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. رواه أبو داود، باب ما يقول عند النوم، رقم: ٤٦٥، وزاد مسلم: وإن أصبحت أصبت خيراً، باب الدعاء عند

النوم، رقم: ٦٨٨٥

১৬৬. ইয়রত রাবা ইবনে আযেব (বায়িঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এরশাদ করিয়াছেন, যখন তুমি (ঘূমাইবার জন্য) বিছানায় আসিতে ইচ্ছা কর তখন অযু করিয়া লও এবং ডান কাত হইয়া শুইয়া এই দোয়া পড়—

اللَّهُمَّ أَسْلِمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَالْجَانُثُ ظَهَرَى
إِلَيْكَ، رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأٌ وَلَا مَنْجَأٌ إِلَّا إِلَيْكَ، آتَنْتَ
بِكَعَابَكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَنَيْكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ.

অর্থ : ‘আয় আল্লাহ, আমি আমার জান আপনার কাছে সমর্পণ করিলাম এবং আমার বিষয় আপনার সোপন্দ করিলাম এবং আপনাকে ভয় করিয়া আপনারই প্রতি আগ্রহান্বিত হইয়া আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম, আপনার সত্তা ব্যতীত কোন আশ্রয়স্থল ও নাজাতের স্থান নাই এবং আপনি যে কিতাব নাযিল করিয়াছেন উহার উপর ঈমান আনিলাম এবং যে নবী প্রেরণ করিয়াছেন তাহার উপরও ঈমান আনিলাম।’

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হ্যরত বারা (রায়িঃ)কে বলিলেন, যদি (এই দোয়া পাঠ করিয়া ঘূমাইয়া পড়) অতঃপর সেই রাত্রে তোমার মৃত্যু হয় তবে ইসলামের উপর তোমার মৃত্যু হইবে। আর যদি সকালে জাগ্রত হও তবে বহু কল্যাণ লাভ করিবে। এই দোয়া পড়ার পর আর কোন কথা বলিও না (বরং ঘূমাইয়া পড়)।

হ্যরত বারা (রায়িঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখেই এই দোয়া মুখ্যত করিতে লাগিলাম এবং আমি وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ (শেষ বাক্য) এর হলে বিস্তৃত হইবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, না, (বরং) وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ (বল)। (আবু দাউদ, মুসলিম)

٢٦٤-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا آتَى
أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفَضِ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةٍ إِزَارَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَذْرُنَى مَا
خَلْفَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ: بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعْتُهُ،
إِنْ أَمْسَكْتُ نَفْسِي فَأَرْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتُهَا فَأَخْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ
عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ. رواه البخاري، كتاب الدعوات، رقم: ١٣٢٠

২৬৭. হ্যরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের কেহ যখন আপন বিছানায় আসে তখন বিছানাকে নিজের লুঙ্গির কিনারা দারা তিনবার

বাড়িয়া লইবে। কেননা তাহার জানা নাই যে, তাহার বিছানায় তাহার অনুপস্থিতিতে কি জিনিস আসিয়া পড়িয়াছে। (অর্থাৎ হয়ত তাহার অনুপস্থিতিতে বিছানার মধ্যে কোন বিষাক্ত প্রাণী আসিয়া লুকাইয়াছে।) অতঃপর বলিবে—

بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي
فَأَزْحَمْنَاهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاخْفَظْهَا بِمَا تَخْفِظُ بِهِ عِبَادُكَ الصَّالِحِينَ.

অর্থঃ ‘আয় আমার রব, আমি আপনার নামে আমার পার্শ্বদেশ বিছানায় রাখিলাম এবং আপনার নামে উহা উঠাইব। যদি ঘূমস্ত অবস্থায় আপনি আমার রুহ কবজ করিয়া লন তবে উহার উপর দয়া করুন। আর যদি উহা জীবিত রাখেন তবে উহাকে এমনভাবে হেফাজত করুন যেমনভাবে আপনি আপনার নেক কান্দাদের হেফাজত করেন।’ (বোখারী)

٢٦٨-عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ ابْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْقُدْ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ، ثُمَّ يَقُولُ:
اللَّهُمَّ قَنِ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. رواه أبو داود،

باب ما يقول عند النوم، رقم: ٤٥٠

২৬৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিতা স্ত্রী হ্যরত হাফসা (বায়িঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘূমাইবার এরাদা করিতেন তখন আপন ডান হাত আপন ডান গালের নিচে রাখিতেন এবং তিনবার এই দোয়া পড়িতেন—

اللَّهُمَّ قَنِ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ

অর্থঃ ‘আয় আল্লাহ, আমাকে আপন আয়াব হইতে সেইদিন রক্ষা করুন যেদিন আপনি আপন বান্দাদিগকে কবর হইতে উঠাইবেন।’

(আবু দাউদ)

٢٦٩-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ الرَّبِيعُ
أَخْدِنْهُمْ يَقُولُ جِنْ جِنْ يَأْتِي أَهْلَهُ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ حَبِّيْنِي الشَّيْطَانَ
وَجَبِّ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقَنَا، ثُمَّ لَغُورِيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ أَوْ فَضِّيَّ وَلَدَ
لَمْ يَضُرْهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا. رواه البخاري، باب ما يقول إذا أتي أهله، رقم: ١٦٥

২৬৯। হযরত ইবনে আবুস রায়িশ (রায়িশ) বলেন, নবী কর্যম সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন : যখন কেহ নিজ স্ত্রীর নিকট
আসে এবং এই দোয়া পড়ে—

بِسْمِ اللَّهِ، الَّلَّهُمَّ جَبَّنْتِي الشَّيْطَانَ وَ جَنَّبْتِي الشَّيْطَانَ مَا رَأَفْتَنَا

অতঃপর ঐ সময়ের সহবাসে যদি তাহাদের সন্তান পয়দা হয়, তবে
শয়তান কখনও তাহার ক্ষতি করিতে পারিবে না। অর্থাৎ শয়তান ঐ
বাচ্চাকে গোমরাহ করার ব্যাপারে কখনও কামিয়াব হইতে পারিবে না।

দোয়ার অর্থ—আল্লাহর নামে এই কাজ করিতেছি। হে আল্লাহ!
আমাকে শয়তান হইতে রক্ষা করুন এবং আপনি যে সন্তান আমাদিগকে
দান করিবেন তাহাদিগকেও শয়তান হইতে রক্ষা করুন। (বুখারী)

عَنْ عَمْرُو بْنِ شَعْبِيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا فَرَغَ أَخْدُوكُمْ فِي النَّوْمِ فَلَيَقُلُّ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّائِمَاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَخْضُرُونَ، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ. قَالَ: فَكَانَ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرُو يَعْلَمُهَا مَنْ بَلَغَ مِنْ وَلَدِهِ، وَمَنْ لَمْ يَتَلَغَّ مِنْهُمْ كَتَبَهَا فِي صَكْرٍ ثُمَّ عَلَقَهَا فِي عَنْقِهِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن

غريب، باب دعاء الفزع في النوم، رقم: ٣٥٢٨.

২৭০। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রায়িশ) হইতে বর্ণিত আছে যে,
রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন
তোমাদের মধ্য হইতে কোন ব্যক্তি ঘূমন্ত অবস্থায় ঘাবড়াইয়া যায় তখন
এই কালেমাণ্ডলি পড়িবে—

**أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّائِمَاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ
وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَخْضُرُونَ.**

‘আমি আল্লাহ তায়ালার পরিপূর্ণ ও সর্বপ্রকার দোষ-ক্রটি হইতে পবিত্র
কুরআনী কালেমাসমূহের ওসীলায় তাহার গোস্বা হইতে, তাঁহার আয়ার
হইতে, তাঁহার বাল্দাদের অনিষ্ট হইতে, শয়তানের ওয়াসওয়াসা হইতে
এবং এই বিষয় হইতে যে, শয়তান আমার নিকট আসিবে পানাহ
চাহিতেছি।’ উক্ত কালেমাণ্ডলি পড়িলে সেই স্বপ্ন তাহার কোন ক্ষতি
করিবে না।

হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রায়িঃ) (নিজ খান্দানের) যে সমস্ত
বাচ্চা সামান্য বুঝামান হইয়া যাইত তাহাদিগকে উক্ত দোয়া শিখাইয়া
দিতেন আর অবুৰ বাচ্চাদের জন্য এই দোয়া কাগজে লিখিয়া তাহাদের
গলায় ঝুলাইয়া দিতেন। (তিরিয়ী)

٢٧١-عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْعُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ :
إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْبَى يُجْهِبُهَا فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللَّهِ فَلَيَخْمِدَ اللَّهُ
عَلَيْهَا وَلَيَحْدِثَ بِمَا رَأَى، وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُهُ فَإِنَّمَا
هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلَيَسْتَعِدُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا وَلَا يَدْكُرُهَا لَا يَحْدِثَ فِيهَا
لَا تَضُرُّهُ۔ رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن عريب صحيح، باب ما يقول إذا

رَأَى رُؤْبًا يَكْرَهُهَا، رقم: ٣٤٥٣

২৭১। হয়রত আবু সাউদ খুদৱী (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি নবী
করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন,
যখন তোমাদের মধ্য হইতে কোন ব্যক্তি ভাল স্বপ্ন দেখে তবে উহা
আল্লাহর পক্ষ হইতে, অতএব উহার উপর আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা
করিবে এবং উহা বর্ণনা করিবে। আর যদি খারাপ স্বপ্ন দেখে তবে ইহা
শয়তানের পক্ষ হইতে; তাহার উচিত সে যেন এই স্বপ্নের ক্ষতি হইতে
আল্লাহ তায়ালার পানাহ চায় এবং কাহারও সামনে ইহা বর্ণনা না করে।
এইরূপ করিলে খারাপ স্বপ্ন তাহার ক্ষতি করিবে না।

ফায়দা ৪: আল্লাহ তায়ালার পানাহ চাহিবার জন্য ‘আউয়ু বিল্লাহি মিন
শার্’রিহা’ বলিবে। অর্থ ৪: আমি এই স্বপ্নের খারাবি হইতে আল্লাহ তায়ালার
পানাহ চাহিতেছি। (তিরিয়ী)

٢٧٢-عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ :
الرُّؤْبَى مِنَ اللَّهِ، وَالْحَلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْئًا
يَكْرَهُهُ فَلَيَنْفِثْ جِنْ يَسْتَقِظُ ثَلَاثَ مَرَاتٍ، وَيَتَعَوَّذُ مِنْ شَرِّهَا
فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ۔ رواه البخاري، باب النفت في الرقة، رقم: ٥٧٤٧

২৭২। হয়রত আবু কাতাদা (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি নবী করীম
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, ভাল স্বপ্ন
আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে আর খারাপ স্বপ্ন (যাহাতে ঘাবড়াইয়া যাওয়া
হয় উহা) শয়তানের পক্ষ হইতে। যদি তোমাদের মধ্য হইতে কেহি স্বপ্নের

মধ্যে অপচন্দনায় জিনিস দেখে তবে যখন জাগ্রত হইবে তখন (নিজের বাম দিকে) তিনবার থুথু দিবে এবং এই স্বপ্নের খারাবি হইতে আল্লাহ তায়ালার পানাহ চাহিবে। এইরূপ করিলে উক্ত স্বপ্ন সেই ব্যক্তিকে ক্ষতি করিবে না। (বুখারী)

٢٧٣-عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أُوْتِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَادِهِ، ابْتَدَأَهُ مَلَكٌ وَشَيْطَانٌ، يَقُولُ الشَّيْطَانُ: أَخْتِمْ بِشَرٍّ، وَيَقُولُ الْمَلَكُ: أَخْتِمْ بِخَيْرٍ، فَإِنْ ذَكَرَ اللَّهَ ذَهَبَ الشَّيْطَانُ وَبَاتَ الْمَلَكُ يَكْلَمُهُ، وَإِذَا اسْتَيقَظَ ابْتَدَأَهُ مَلَكٌ وَشَيْطَانٌ، يَقُولُ الشَّيْطَانُ: افْتَحْ بِشَرٍّ وَيَقُولُ الْمَلَكُ: افْتَحْ بِخَيْرٍ، فَإِنْ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَ إِلَيَّ نَفْسِي بَعْدَ مَوْتِهَا وَلَمْ يُمْتَهِنْ فِي مَنَامِهَا، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقْعُدَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُخْبِي الْمَوْتَنِي وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فَإِنْ خَرَّ مِنْ ذَائِبَةِ مَاتَ شَهِيدًا، وَإِنْ قَامَ فَصَلَّى صَلَّى فِي الْفَضَائِلِ۔ رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم
وَلَمْ يَنْرِجْهَا وَوَاقِفَهُ النَّعْمَى ٥٤٨/

২৭৩। হযরত জাবের (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন তোমাদের মধ্য হইতে কেহ নিজ বিছানায় শুইবার জন্য আসে তৎক্ষণাত্ এক ফেরেশতা ও এক শয়তান তাহার নিকট আসে। শয়তান বলে, ‘তোমার জাগরণের সময়কে’ খারাবির উপর শেষ কর। আর ফেরেশতা বলে, উহাকে ভাল কাজের উপর শেষ কর। যদি সেই ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার যিকির করিয়া ঘুমাইয়া থাকে তবে শয়তান তাহার নিকট হইতে চলিয়া যায় এবং সারারাত্র একজন ফেরেশতা তাহাকে হেফাজত করে। অতঃপর সে যখন জাগ্রত হয় তখন এক ফেরেশতা ও এক শয়তান তৎক্ষণাত্ তাহার নিকট আসে। শয়তান তাহাকে বলে, তোমার জাগরণের সময়কে খারাবি দ্বারা শুরু কর। আর ফেরেশতা বলে, ভাল কাজ দ্বারা শুরু কর। তখন সে যদি এই দোয়া পড়িয়া লয়—

الْحَمْدُ
لِلَّهِ الَّذِي رَدَ إِلَيَّ نَفْسِي بَعْدَ مَوْتِهَا وَلَمْ يُمْتَهِنْ فِي مَنَامِهَا، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقْعُدَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ،
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُخْبِي الْمَوْتَنِي وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

অতঃপর কোন জানোয়ার হইতে পড়িয়া মারা ঘায় (অথবা অন্য কোন কারণে তাহার মৃত্যু হয়), তবে সে শাহাদতের মৃত্যু লাভ করে। আর যদি সে বাঁচিয়া থাকে এবং দাঁড়াইয়া নামায পড়ে তবে এই নামাযের উপর তাহার বড় বড় মর্যাদা হাসিল হয়।

দোয়ার অর্থ—সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি আমার জান আমাকে ফিরাইয়া দিয়াছেন এবং ঘূর্মস্ত অবস্থায় আমাকে মৃত্যু দেন নাই। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি আসমানকে নিজের অনুমতি ব্যতীত জমিনের পতিত হইতে নিয়ন্ত্রণ করিয়া রাখিয়াছেন। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা লোকদের উপর বড় দয়ালু ও মেহেরবান। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি মৃতদিগকে যিন্দা করেন ; তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান। (মুসতাদরাক হাকেম)

٢٧٣-عَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ

لأبي: يا حصين! كم تعبد اليوم إلهًا؟ قال أبي: سبعة: ستة في الأرض، وواحداً في السماء، قال: فاليهم تعلّم لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء، قال: يا حصين! أما إنك لو أسلمت علّمتك كلامتين تفعانيك، قال: فلما أسلم حصين قال: يا رسول الله! علمني الكلمتين اللتين واغتنى، فقال: فلن: اللهم الهمني رشدي، وأعذني من شر نفسي. رواه الترمذى، وقال: هذا حديث حسن

غريب، باب قصة تعليم دعاء . . . رقم: ٢٤٨٣

২৭৪। হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রায়ঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কতজন মাবুদের এবাদত কর? আমার পিতা জবাব দিলেন, সাতজন মাবুদের এবাদত করি ; ছয়জন জমিনে আছেন আর একজন আসমানে আছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তুমি আশা ও ভয়ের অবস্থায় কাহাকে ডাক? তিনি আরজ করিলেন, ঐ মাবুদকে যিনি আসমানে আছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, হুসাইন! তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ কর তবে আমি তোমাকে দুইটি কালেমা শিক্ষা দিব যাহা তোমাকে উপকার করিবে। যখন হযরত হুসাইন (রায়ঃ) মুসলমান হইয়া গেলেন, তখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিলেন ইয়া বাসূলাল্লাহু! আপনি আমাকে ঐ দুইটি কালেমা

রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণিত ধ্যানির ও দোয়াসমূহ
শিখাইয়া দিন যাহার ওয়াদা আপনি আমার সহিত করিয়াছিলেন।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, বল—

اللَّهُمَّ أَهْمِنِي رُشْدِي وَأَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي.

“হে আল্লাহ ! আমার ভালাই আমার অন্তরে ঢালিয়া দিন এবং আমার
মফসের খারাবি হইতে আমাকে বক্ষা করুন।” (তিরঞ্জিফী)

٢٧٥-عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهَا أَنْ تَدْعُو
بِهَذَا الدُّعَاءِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ
مَا عِلِّمْتَ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ
وَآجِلِهِ مَا عِلِّمْتَ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَبَ إِلَيْهَا
مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ
عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا سَأَلْتَكَ عَنْدَكَ وَرَسُولَكَ مُحَمَّدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ
بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ بِكَ عَنْهُ عَنْدَكَ وَرَسُولَكَ مُحَمَّدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ
وَأَسْأَلُكَ مَا قَضَيْتَ لِي مِنْ أَفْرَادِ أَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهُ رُشْدًا۔ رواه الحاكم

وقال: هذا حديث صحيح الأساد ولم يحرجاه ووافقه الذهبي / ٥٢٢

২৭৫। হ্যরত আয়েশা (রায়ি)⁸ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিয়াছেন, তুমি এই শব্দগুলির দ্বারা দোয়া কর—

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ
مَا عِلِّمْتَ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عِلِّمْتَ
مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَعُوذُ بِكَ
مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا سَأَلْتَكَ عَنْدَكَ
وَرَسُولَكَ مُحَمَّدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ بِكَ عَنْهُ عَنْدَكَ وَرَسُولَكَ
مُحَمَّدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ، وَأَسْأَلُكَ مَا قَضَيْتَ لِي مِنْ أَفْرَادِ أَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهُ رُشْدًا۔

অর্থ : হে আল্লাহ ! আমি সর্বপ্রকার কল্যাণ যাহা শীত্র লাভ হয়, যাহা
দেরীতে লাভ হয়, যাহা আমি জানি ও যাহা আমি জানিনা এই সবকিছু
আপনার নিকট চাহিতেছি। আর আমি সর্বপ্রকার মন্দ যাহা শীত্র অথবা
দেরীতে আগমন করে, যাহা আমি জানি এবং যাহা আমি জানিনা এই
সবকিছু হইতে আপনার প্রশংসন চাহিতেছি। আমি আপনার নিকট জড়িত

এবং প্রত্যেক এই কথা ও কাজের
নিকটবর্তী করিয়া দেয়। আমি আপ
প্রত্যেক এই কথা ও কাজ হইতে প
নিকটবর্তী করিয়া দেয়। আমি আপনা
যেগুলি আপনার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মদ
চাহিয়াছেন। আমি আপনার নিকট প্র
চাহিতেছি যাহা হইতে আপনার ব
আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানাহ চাহিয়া
করিতেছি যে, যাহা কিছু আপনি আ
পরিণাম আমার জন্য ভাল করিয়া দিন

**ثُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا رَأَى
بِنْعَمَتِهِ تَيْمَ الصَّالِحَاتِ، وَإِذَا رَأَى
كُلَّ حَالٍ.** رواه ابن ماجه، باب فضل

২৭৬। হ্যরত আয়েশা (রায়িৎ) বৎসর
আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন
বলিতেন—

عِنْمَتِهِ تَيْمَ الصَّالِحَاتِ.

“সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার
কাজ পূর্ণ হয়।” আর যখন অপছন্দ
বলিতেন—

وَعَلَى كُلِّ حَالٍ.

“সমস্ত প্রশংসা সর্বাবস্থায় আল্লাহ

সওয়াল করিতেছি যাহা জাহানের
নার নিকট জাহানাম হইতে এবং
জানাহ চাহিতেছি যাহা জাহানামের
র নিকট ঐ সমস্ত কল্যাণ চাহিতেছি
স্মদ্স সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
ত্যেক ঐ মন্দ বিষয় হইতে পানাহ
ান্দা ও রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু
হন। আমি আপনার নিকট দরখাস্ত
মার বিষয়ে ফয়সালা করেন উহার
। (মুস্তাঃ হাকেম)

٢٧٦-عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ
مَا يُحِبُّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
مَا يَكْرَهُ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى

الحمدلين، رقم: ٣٨٠

র্না করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
পছন্দনীয় বিষয় দেখিতেন তখন

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِ

জন্য, যাঁহার অনুগ্রহে সমস্ত নেক
নীয় কোন বিষয় দেখিতেন তখন

الْحَمْدُ لِلَّهِ

তায়ালারই জন্য।” (ইবনে মাজা)

একর্ম

মুসলিমাদে

আল্লাহ তায়ালার
আল্লাহ তায়ালার হকুমস
আলাইহি ওয়াসাল্লামের
পুরা করা এবং উহাতে মু
প্রতি খেয়াল রাখা।

কুরআন

﴿خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكٍ وَّلَوْ أَغْبَجْكُمْ﴾

আল্লাহ তায়ালা বলেন,—নিঃ
আযাদ মুশরেক পুরুষ হইতে অ
তোমাদের নিকট কতই না ভাল মনে

عَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ

سَبِّخَارَجَ مِنْهَا ﴿الأنعام: ١٢٢﴾

আল্লাহ তায়ালা বলেন,—যে ব

জীবিত করিয়াছি এবং তাহাকে এক

মুসলিম

নর মর্যাদা

মানদের সহিত সম্পর্কিত
মূহকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
তরীকার পাবন্দি সহকারে
সলমানদের বিশেষ মর্যাদার

বার আয়াত

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿وَلَعِنَّدَ مُؤْمِنٍ

[البقرة: ١٢١]

চয় একজন মুমেন গোলাম একজন
নেক উত্তম ; যদিও মুশরেক পুরুষ
হয়। (সূরা বাকারা)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مِنْ أَفْظَعِ
فِي النَّاسِ كَمَنْ مُثْلُهُ فِي الظُّلْمِتِ لَيْ

কি মৃত ছিল অতঃপর আমি তাহাকে

কটি নূর দান করিয়াছি, যাহা লইয়া সে

একরামে মুসলিম

for more videos <https://youtube.com/annaaba>

লোকদের মধ্যে চলাফেরা করে—সেকি এই ব্যক্তির মত হইতে পারে যে
বিভিন্ন অঙ্ককারে নিমজ্জিত এবং এই অঙ্ককার হইতে সে বাহির হইতে
পারিবে না। (অর্থাৎ মুসলমান কি কাফেরের সমান হইতে পারে?)

(আনআম)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿أَفَمِنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمْنَ كَانَ فَامْقَاطْ لَا يَسْتَوْئُنَ﴾

[السجدة: ١٨]

আল্লাহ তায়ালা বলেন,—যে ব্যক্তি মুমিন সেকি এই ব্যক্তির মত হইয়া
যাইবে যে অবাধ্য (অর্থাৎ কাফের)। (না ; তাহারা একে অপরের সমান
হইতে পারে না। (সিজদাহ)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿شَمَ أَوْرَثْنَا الْكِبْرَى اضْطَفَنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾

[فاطر: ٣٢]

আল্লাহ তায়ালা বলেন,—অতঃপর এই কিতাব আমি এই সমস্ত
লোকের হাতে পৌছাইয়াছি, যাহাদিগকে আমি আমার (সারা জাহানের)
বান্দাদের মধ্য হইতে (সীমানের দিক দিয়া) বাছাই করিয়াছি। (ইহা দ্বারা এই
সমস্ত মুসলমানকে বুঝানো হইয়াছে, যাহারা সীমানের দিক হইতে সমস্ত
দুনিয়াবাসীর মধ্যে আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রিয় ও মকবুল।) (ফাতির)

হাদীস শরীফ

١- عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
نزل الناس منازلهم رواه مسلم في مقدمة صحيحه

১। হযরত আয়েশা (রায়িহ) বলেন, আমাদিগকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বিষয়ে ছক্ষু করিয়াছেন যে, আমরা যেন
মানুষের সহিত তাহাদের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আচরণ করি।

(মুকাদ্দিমা সহীহ মুসলিম)

٢- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى
الكعبية فقال: لا إله إلا الله ما أطيف وأطيب ريحك، وأعظم
حرّمتك، وألمؤمن أعظم حرّمة منك، إن الله تعالى جعل لك
حراماً، وحرّم من المؤمن ماله ودمه وعرضه، وأن نظن به ظنا
سيئاً. رواه الطبراني في الكبير وفيه: الحسن بن أبي حنفه وهو ضعيف وقد دنق،

for more books <https://youtube.com/alamin5g>

مجمع الروايات

for more videos <https://youtube.com/annaaba>

২. হযরত ইবনে আববাস (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁবার দিকে লক্ষ্য করিয়া (শওক ও আনন্দের আতিশয়ে) এরশাদ করিয়াছেন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, (হে কাবা !) তুমি কতই না পবিত্র, তোমার খোশবু কতই উত্তম এবং তুমি কতই না মর্যাদার যোগ্য ; (কিন্ত) মুমিনের মর্যাদা ও সম্মান তোমার চাইতেও বেশী। আল্লাহ তায়ালা তোমাকে মর্যাদার যোগ্য বানাইয়াছেন। (এমনিভাবে) মুমিনের মাল, রক্ত ও ইজ্জত আবরকেও মর্যাদার যোগ্য বানাইয়াছেন। আর (এই মর্যাদার কারণেই) এই বিষয়ে হারাম করিয়া দিয়াছেন যে, আমরা কোন মুমিনের ব্যাপারে সামান্যতমও খারাপ ধারণা করি। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

- ৩
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: يَذْخُلُ فَقْرَاءَ الْمُسْلِمِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَاهُمْ بِأَرْبَعِينَ حَرِيقَةً. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن، باب ما جاء أن فقراء المهاجرين

রুম: ১৩০০

৩. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুসলমান দরিদ্রগণ মুসলমান ধনীদের চল্লিশ বৎসর পূর্বে জান্মাতে প্রবেশ করিবে।

(তিরমিয়ী)

- ৪
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: يَذْخُلُ الْفَقْرَاءَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِخَمْسٍ مِائَةٍ عَامٍ, نِصْفٍ يَوْمٍ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء أن فقراء المهاجرين

রুম: ১২০৩

৪. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দরিদ্ররা ধনীদের আধা দিন পূর্বে জান্মাতে প্রবেশ করিবে আর ঐ আধা দিনের পরিমাণ পাঁচশত বৎসর হইবে। (তিরমিয়ী)

ফায়দা : পূর্ববর্তী হাদীসে বলা হইয়াছে, দরিদ্র ধনীর তুলনায় চল্লিশ বৎসর আগে জান্মাতে প্রবেশ করিবে। ইহা হইল ঐ অবস্থায় যখন ধনী ও দরিদ্র উভয়ের মধ্যে মালের প্রতি আগ্রহ থাকে। আর এই হাদীসের গুরু-

ইহিয়াছে পাঁচশত বৎসর আগে জারাতে যাইবে—ইহাংৰি জৰুষালাম ধৰ্মন
দৰিদ্ৰের মধ্যে মালের প্ৰতি আগ্ৰহ থাকিবে না। (জামেউল উসূল, ইবনে আছীর)

-٥ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال:
تَجْمَعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ: أَيْنَ لِفَرَاءُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَمَا كَيْنَاهَا؟
قَالَ: فَيَقُولُونَ، فَيَقُولُ لَهُمْ: مَاذَا عَمِلْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا ابْتَلَنَا
فَصَبَرْنَا، وَآتَنَا الْأَمْوَالَ وَالسُّلْطَانَ غَيْرَنَا، فَيَقُولُ اللَّهُ: صَدَقْتُمْ،
قَالَ: فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ النَّاسِ، وَيَقْنَى شِدَّةُ الْحِسَابِ عَلَى
فُوْدِ الْأَمْوَالِ وَالسُّلْطَانِ. (الحدیث) رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده

حسن/١٦

৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন যখন তোমরা জমা হইবে তখন ঘোষণা দেওয়া হইবে যে, এই উন্মত্তের দরিদ্র ও গরীব লোকেরা কোথায়? (এই ঘোষণার পর) তাহারা দাঁড়াইয়া যাইবে। অতঃপর তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তোমরা কি আমল করিয়াছিলে? তাহারা বলিবে, হে আমাদের রব! আপনি আমাদিগকে পরীক্ষা করিয়াছেন আমরা ছবর করিয়াছি; আপনি আমাদের ব্যক্তিত অন্য লোকদেরকে মাল ও রাজত্ব দান করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, তোমরা সত্য বলিতেছ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সুতরাং ঐ সমস্ত লোক সাধারণ লোকদের আগে জান্নাতে দাখেল হইয়া যাইবে আর হিসাব কিতাবের কঠোরতা মালদার ও শাসকদের জন্য থাকিয়া যাইবে। (ইবনে হিব্রান)

-٦ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله ﷺ الله
قال: هَلْ تَذَرُونَ مَنْ أَوْلَى مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ؟ قَالُوا:
اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: أَوْلَى مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ
الْفُقَرَاءُ الْمُهَاجِرُونَ الَّذِينَ يُسَدِّدُ بِهِمُ التَّغْوِيرُ، وَتَعْقِي بِهِمُ الْمَكَارَةُ،
وَيَمْوَثُ أَحْدَهُمْ وَحَاجَتَهُ فِي صَدْرِهِ لَا يَسْتَطِعُ لَهَا قَضاءً، فَيَقُولُ
اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ مَلَائِكَتِهِ: ابْتُرُوهُمْ لَعْنَوْهُمْ، فَيَقُولُ الْمَلَائِكَةُ:
رَبَّنَا نَحْنُ سُكَّانُ سَمَوَاتِكَ وَخَيْرُكَ مِنْ خَلْقِكَ، أَفَتَأْمَرُنَا أَنْ نَأْتِي

هُوَلَاءِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: إِنَّهُمْ كَانُوا عِبَادًا يَعْبُدُونِي لَا
يُشَرِّكُونَ بِنِي شَيْئًا، وَتَسْدُّ بِهِمُ التُّغْوُرُ، وَتَقْنِي بِهِمُ الْمَكَارَةُ،
وَيَمْوَثُ أَحَدُهُمْ وَخَاجَتَهُ فِي صَدْرِهِ لَا يَسْتَطِعُ لَهَا قَضَاءٌ، قَالَ:
فَتَأْتِيهِمُ الْمُلَائِكَةُ إِنْذَ ذَلِكَ، فَيَذْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ: سَلَامٌ
عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَيَقُولُمْ عَفْيَ الدَّارِ، رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده

صحيح

٤٣٨/١٦

৬. হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রায়িহ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা কি জান যে, আল্লাহ তায়ালার মখলুকের মধ্য হইতে সর্বপ্রথম কাহারা জানাতে প্রবেশ করিবে? সাহাবায়ে কেরাম (রায়িহ) আরজ করিলেন, আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁহার রাসূলই অধিক জানেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যে সমস্ত লোক সর্বপ্রথম জানাতে প্রবেশ করিবে তাহারা হইলেন দরিদ্র মুহাজিরগণ। যাহাদের মাধ্যমে সীমান্ত রক্ষা করা হয় এবং কঠিন ও কষ্টকর কাজে (তাহাদিগকে সম্মুখে রাখিয়া) তাহাদের মাধ্যমে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। তাহাদের মধ্যে যাহার মৃত্যু আসে (সে এমন অবস্থায় মারা যায় যে) তাহার আশা আকাঞ্চ্ছা তাহার অস্তরেই থাকিয়া যায়। যে আশা সে পূরণ করিতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা (কেয়ামতের দিন) ফেরেশতাদের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা আদেশ করিবেন, তোমরা তাহাদের কাছে যাও এবং তাহাদিগকে সালাম দাও। ফেরেশতারা (আশ্চর্য হইয়া) আরজ করিবে, হে আমাদের রব! আমরা তো আপনার আসমানের অধিবাসী ও আপনার শ্রেষ্ঠ মখলুক, (ইহা সঙ্গেও) তাহাদিগকে সালাম করিবার আদেশ করিতেছেন (ইহার কারণ কি)? আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, (ইহার কারণ হইল) ইহারা আমার এমন বাস্ত্ব ছিল যাহারা একমাত্র আমারই এবাদত করিত, আমার সহিত অন্য কাহাকেও শরীক করিত না, তাহাদের মাধ্যমেই সীমান্ত রক্ষা করা হইত, মুশকিল কাজে (তাহাদিগকে সম্মুখে রাখিয়া) তাহাদের মাধ্যমেই অপহৃত্যনীয় হইতে আত্মরক্ষার কাজ লওয়া হইত। তাহাদের মধ্য হইতে যাহার মৃত্যু আসিয়া যাইত তাহার মনের আশা মনেই রহিয়া যাইত; সে উহা পূরণ করিতে পারিত না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তখন ফেরেশতারা তাহাদের নিকট প্রত্যেক দরজা দিয়া এই কথা বলিতে বলিতে প্রবেশ করিবে যে, তোমাদের ছবর করার কারণে তোমাদের প্রতি সালাম ও শাস্তি/বর্ণিত হউক। এই জন্মতে তোমাদের

পরিণাম করতই না উচ্চম ! (ইবনে হিকোন)

٧- عن عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: سَيَأْتِيَ النَّاسُ مِنْ أَمْتَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ نُورُهُمْ كَضَرِءٍ الشَّمْسِ، فَلَمَّا مَرَّ الْمَرْءُ بِهِ قَالَ: لَمْ يَرَهُ إِلَّا مَرَّ بِهِ الْمَرْءُ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ تُعْنَى بِهِمُ الْمَكَارَةُ يَمُوتُ أَخْدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ يُخْشَرُونَ مِنْ أَفْطَارِ الْأَرْضِ. رواه أحمد ١٧٧

৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রায়িহ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন আমার উল্লম্বতের কিছু লোক এমন অবস্থায় আসিবে যে, তাহাদের নূর সূর্যের আলোর ন্যায় হইবে। আমরা আরজ করিলাম, হে আল্লাহর রসূল ! ঐ সমস্ত লোক কাহারা হইবে ? এরশাদ করিলেন, তাহারা দরিদ্র মুহাজির হইবে, যাহাদিগকে মুশকিল কাজে আগে রাখিয়া তাহাদের মাধ্যমে আত্মুরক্ষার ব্যবস্থা করা হইত। তাহাদের কাহারো মৃত্যু এমতাবস্থায় হইত যে, তাহার আশা তাহার অস্তরেই থাকিয়া যাইত। তাহাদিগকে জমিনের বিভিন্ন স্থান হইতে আনিয়া একত্র করা হইবে।

(মুসনাদে আহমদ)

٨- عن أبي سعيد رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَخِينِي مِنْكِنِي، وَتَوْكِنِي مِنْكِنِي، وَاخْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ. (ال الحديث) رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخر جاه ووافقه الذهبي؛ ٣٢٢

৮. হযরত আবু সাউদ (রায়িহ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, হে আল্লাহ ! আমাকে মিসকীন-(স্বভাব) বানাইয়া জীবিত রাখুন, মিসকীন অবস্থায় দুনিয়া হইতে উঠান এবং মিসকীনদের দলভূক্ত করিয়া আমার হাশর করুন। (হাকেম)

٩- عن سعيد بن أبي سعيد رحمة الله أن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه شكا إلى رسول الله ﷺ حاجته، فقال رسول الله ﷺ: اضربي أبي سعيد، فإن الفقر إلى من يجعشه منكم أسرع من الشبل

مِنْ أَغْلَى الْوَادِيِّ، وَمِنْ أَغْلَى الْجَبَلِ إِلَى أَنْفُلِهِ. رواه أحمد ورجاله

رجال الصحيح إلا أنه شبه المرسل، مجمع الرواية .٤٨٦/١

৯. সাঈদ ইবনে আবু সাঈদ (রহঃ) বলেন, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে নিজের (অভাব ও) প্রয়োজনের কথা প্রকাশ করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, হে আবু সাঈদ! ছবর কর। কেননা আমাকে যে মহবত করে তাহার দিকে দরিদ্রতা এবং প্রতিতে আসে যেকোপ উচু মাঠ ও উচু পাহাড় হইতে ঢলের পানি নীচের দিকে দ্রুতগতিতে আসে। (মুসনাদে আহমদ)

- ١٠ - عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيفَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا أَحَبَّ اللَّهَ - غَرَّ وَجْلَ - عَبْدًا حَمَاءَ الدُّنْيَا كَمَا يَظْلِمُ أَحَدُكُمْ يَخْبِي

سَقِيمَةَ الْمَاءِ. رواه الطبراني وإسناده حسن، مجمع الرواية .٥٠٨/١

১০. হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রাযঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা যখন কোন বাস্তুকে ভালবাসেন তখন তাহাকে দুনিয়া হইতে এমনভাবে বাঁচাইয়া রাখেন যেমন তোমাদের কেহ রোগীকে পানি হইতে বাঁচাইয়া রাখে। (তাবারানী)

- ١١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَحِبُّوا الْفَقَرَاءَ وَجَالِسُوهُمْ وَأَحِبُّ الْعَرَبَ مِنْ قَلْبِكَ وَلَرَدَّ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِنْ قَلْبِكَ. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي .٤/٣٢

১১. হযরত আবু হোরায়রা (রাযঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা গরীব লোকদেরকে ভালবাস, তাহাদের নিকট বস এবং আরবদেরকে অন্তর দিয়া ভালবাস। আর যে দোষ-ক্ষতি তোমাদের মধ্যে আছে উহা যেন অন্যদেরকে দোষারোপ করা হইতে তোমাদেরকে ফিরাইয়া রাখে। (হাকেম)

- ١٢ - عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: رَبُّ أَشْفَعَ أَغْبَرَ ذِي طَمْرَتِنْ مُصَفِّحَ عَنْ أَبْوَابِ النَّاسِ، لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبْرَأَهُ. رواه الطبراني في الأوسط وفيه: عبد الله بن موسى التميمي، وقد

ونهى، وبقيه رجال الصحيح، مجمع الرواية .١/٤٦٦

১২. হ্যরত আনাস (রায়িঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, বহু এলোমেলো চুলওয়ালা ধূলি ধূসরিত, পুরাতন চাদরওয়ালা, মানুষের দরজা হইতে বিতাড়িত এমন লোক রহিয়াছে, যদি তাহারা আল্লাহর উপর (ভরসা করিয়া) কোন কসম করিয়া বসে তবে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাহার কসমকে পূরণ করিয়া দেন। (তাবারানী, মজমায়ে যাওয়ায়েদ)

ফায়দা : এই হাদীসের উদ্দেশ্য হইল, আল্লাহ তায়ালার কোন বান্দাকে এলোমেলো চুলওয়ালা এবং ময়লাযুক্ত দেখিয়া নিজের চাইতে নিকট মনে করিবে না। কেননা এই অবস্থার অনেক লোক আল্লাহ তায়ালার খাছ বান্দাদের অস্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে। তবে এই কথা যেন স্পষ্ট থাকে যে, হাদীসের উদ্দেশ্য ময়লা ও দুর্গম্বস্য থাকার প্রতি উৎসাহিত করা নয়।

(মাআরিফুল হাদীস)

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: مَرْ رَجُلٌ
عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسٍ: مَا رَأَيْتَ فِي هَذَا؟
فَقَالَ: رَجُلٌ مِنْ اشْرَافِ النَّاسِ، هَذَا وَاللَّهُ حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ
يُنْكِحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفِّعَ، قَالَ: فَسَكَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ مَرَّ
رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا رَأَيْتَ فِي هَذَا؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ! هَذَا رَجُلٌ مِنْ قُرَاءِ الْمُسْلِمِينَ، هَذَا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لَا
يُنْكِحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشَفِّعَ، وَإِنْ قَالَ أَنْ لَا يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ مِثْلِ هَذَا. رواه البخاري،

باب فضل الفقر، رقم: ٦٤٤٧

১৩. হ্যরত সাহল ইবনে সায়েদী (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখ দিয়া গেল। ত্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকটে বসা এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই লোকটির ব্যাপারে তোমার কি অভিমত? সে আরজ করিল, সম্ভাস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন, আল্লাহ তায়ালার কসম, সে তো এমন ব্যক্তি যে, যদি কোথাও বিবাহের প্রস্তাব দেয় তবে তাহার প্রস্তাব কবৃল করা হইবে, যদি সুপারিশ করে তবে তাহার সুপারিশ কবৃল করা হইবে। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু না বলিয়া নিরব রহিলেন। ইহুর পর আরেক ব্যক্তি সম্মুখ দিয়া গে, ত্যুর

অসলমানের মুক্তি

for more videos <https://youtube.com/annaaba>

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কি অভিমত? সেই ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রাসূলল্লাহ! এই ব্যক্তি একজন গরীব মুসলমান। সে তো এমন যে, যদি কোথাও বিবাহের প্রস্তাব দেয় তবে তাহার প্রস্তাব কবুল করা হইবে না, যদি সুপারিশ করে তবে তাহার সুপারিশ কবুল করা হইবে না। আর যদি কোন কথা বলে তবে তাহার কথা শোনা হইবে না। রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, প্রথমেক্ষণে ব্যক্তির ন্যায় লোকদের দ্বারা যদি সমস্ত দুনিয়া ভরিয়া যায় তবু এই দ্বিতীয় প্রকার ব্যক্তি তাহাদের সকলের চাহিতে উক্তম। (বুখারী)

**١٤- عن مصعب بن سعيد رضي الله عنه قال: رأى سعداً رضي الله عنه
أنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَى مَنْ دُونَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: هَلْ تَنْصُرُونَ
وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعْفَانِكُمْ؟ رواه البخاري، باب من استعاد بالضعفاء**

رقم: ٢٨٩٦

১৪. হযরত মুসআব ইবনে সাদ (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, (তাহার পিতা) হযরত সাদ-এর ধারণা ছিল তিনি ঐ সমস্ত সাহাবাদের তুলনায় অধিক মর্যাদাবান যাহারা (ধনসম্পদ ও বীরত্বের কারণে) তাহার তুলনায় নিম্নস্থরের। তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাহার সংশোধনের জন্য) বলিলেন, তোমাদের দুর্বল ও অসহায়দের বরকতে তোমাদিগকে সাহায্য করা হয় এবং তোমাদিগকে রিযিক দান করা হয়। (বুখারী)

**١٥- عن أبي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
يَقُولُ: أَبْغُونِي الْمُضْعَفَاءَ فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتَنْصُرُونَ بِضُعْفَانِكُمْ، رواه
أبو داؤد، باب في الانتصار ، رقم: ٢٥٩٤**

১৫. হযরত আবু দারদা (রায়িৎ) বলেন, আমি রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, আমাকে দুর্বলদের মধ্যে তালাশ কর। কেননা দুর্বলদের কারণেই তোমাদিগকে রিযিক দান করা হয় এবং তোমাদিগকে সাহায্য করা হয়। (আবু দাউদ)

**١٦- عن حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ
يَقُولُ: أَلَا أَذْلُكُمْ عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَرِّبٌ لِأَفْئِمْ**

عَلَى اللَّهِ لَا يَرْبُو، وَأَهْلُ النَّارِ كُلُّ جَوَاطِ عَلِلٍ مُسْتَكِبِرٍ. رواه البخاري،

باب قول الله تعالى وَأَنْسَمُوا بِاللَّهِ رقم: ٦٦٥٧

১৬. হযরত হারেছা ইবনে ওয়াহ্ব (রায়িৎ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, আমি কি তোমাদিগকে জাহান্তী কাহারা এই কথা বলিব না? (অতঃপর নিজেই এরশাদ করিলেন,) জাহান্তী হইল প্রত্যেক দুর্বল ব্যক্তি অর্থাৎ আচার-আচরণের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি বিনয়ী ও নম্ম হয়; কঠোর হয় না আর লোকেরাও তাহাকে দুর্বল মনে করে। (আল্লাহ তাআলার সহিত তাহার এমন সম্পর্ক রহিয়াছে যে,) সে যদি সে কোন বিষয়ে আল্লাহ তায়ালার কসম করে (যে, অমুক বিষয়টি এইরূপ হইবে) তবে আল্লাহ তায়ালা তাহার কসম (-এর লাজ রাখিয়া তাহার কথাকে) অবশ্যই পূর্ণ করেন। আর আমি কি তোমাদিগকে জাহান্নামী কাহারা এই কথা বলিব না? (অতঃপর ভ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই এরশাদ করিলেন) জাহান্নামী হইল প্রত্যেক মাল সঞ্চয়কারী বথীল, কঠোর মেজাজ ও অহংকারী। (বুখারী)

١٧- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عِنْدَ ذِكْرِ النَّارِ: أَهْلُ النَّارِ كُلُّ جَفَّطَرِي جَوَاطِ مُسْتَكِبِرٍ جَمِيعًا مَنْاعَ وَأَهْلُ الْجَنَّةِ الصُّعَقَاءُ الْمَغْلُوبُونَ. رواه أحمد

ورجاله رجال الصحيح، مجمع الروايات

১৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রায়িৎ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহান্নামের আলোচনার সময় এরশাদ করিলেন, জাহান্নামী হইতেছে প্রত্যেক কঠোর মেজাজ, মোটাসোটা, দস্তভরে হাঁটে, অহংকারী, ধন-সম্পদ অধিক সঞ্চয়কারী, তদুপরি সেই ধন-সম্পদ (আল্লাহর পথে গরীব-দুঃখীদেরকে দান না করিয়া) কুক্ষিগতকারী। আর জাহান্তী লোক হইতেছে, যাহারা দুর্বল হয় অর্থাৎ লোকদের সহিত বিনয়ের আচরণ করে, তাহাদিগকে দাবাইয়া রাখা হয় অর্থাৎ লোকেরা তাহাদিগকে দুর্বল মনে করিয়া চাপের মধ্যে রাখে।

(মুসলাদে আহমদ, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

- ۱۸- عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ نَشَرٌ اللَّهُ عَلَيْهِ كَفَّةٌ وَأَذْخَلَهُ الْجَنَّةَ: رِفْقٌ بِالْمُضِيْفِ، وَالشَّفَقَةُ عَلَى الْوَالِدِينِ، وَالإِحْسَانُ إِلَى الْمَمْلُوكِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب به أربعة أحاديث رقم: ۲۴۹۴

১৮. হযরত জাবের (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তিনটি গুণ যাহার মধ্যে পাওয়া যাইবে আল্লাহ তায়ালা (কেয়ামতের দিন) তাহাকে আপন রহমতের ছায়াতলে স্থান দিবেন এবং তাহাকে জানাতে প্রবেশ করাইবেন। (সেই তিনটি গুণ হইল) দুর্বলদের সহিত নরম ব্যবহার করা, পিতামাতার সহিত সদয় আচরণ করা এবং গোলামের সহিত ভাল ব্যবহার করা।

(তিরমিয়ি)

- ۱۹- عَنْ أَبْنَى عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يُؤْتَى بِالْشَّهِيدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُنْصَبُ لِلْحِسَابِ، ثُمَّ يُؤْتَى بِالْمُتَصْدِقِ فَيُنْصَبُ لِلْحِسَابِ، ثُمَّ يُؤْتَى بِاَهْلِ الْبَلَاءِ فَلَا يُنْصَبُ لَهُمْ مِيزَانٌ، وَلَا يُنْصَبُ لَهُمْ دِيْوَانٌ، فَيُقْسَطُ عَلَيْهِمُ الْأَجْرُ صَبًّا حَتَّى إِنْ أَفْلَعَ الْعَافِيَةَ لِيَتَمَوَّأَ أَئْ أَجْسَادُهُمْ فَرِضَتْ بِالْمَقَارِيْضِ مِنْ حُسْنِ ثَوَابِ اللَّهِ لَهُمْ. رواه الطبراني في الكبير وفيه: معاذ بن الربيع ونحوه أَحْمَد وضعفه الدارقطني، مجمع الزوائد ۲/۲۰۸، طبع موسسة المعارف

১৯. হযরত ইবনে আবাস (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন শহীদকে আনা হইবে এবং তাহাকে হিসাব-কিতাবের জন্য দাঁড় করানো হইবে, অতঃপর সদকাকারীকে আনা হইবে এবং তাহাকেও হিসাবের জন্য দাঁড় করানো হইবে, অতঃপর ঐ সমস্ত লোকদিগকে আনা হইবে যাহারা দুনিয়াতে বিভিন্ন মুসীবতে গ্রেফতার ছিল। তাহাদের জন্য কোন মীঘান (পাল্লা) ও স্থাপন করা হইবে না কোন আদালতও কায়েম করা হইবে না। অতঃপর তাহাদের উপর এত ছওয়াব ও নেয়ামত বর্ষণ করা হইবে যে, যাহারা দুনিয়াতে নিরাপদে ছিল তাহারা এই (উত্তম সওয়াব ও পুরস্কার) দেখিয়া আকেজখা করিতে থাকিবে (যাহা দুনিয়াতে) /আগামের চামড়া

for more videos <https://www.youtube.com/annaaba>
যদি কাঁচি দ্বারা কাটা হইত (এবং ইহার উপর তাহারা ছবর করিত) !

(তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٤٠ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَيْبِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِذَا
أَحَبَّ اللَّهَ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ صَبَرَ فَلَهُ الصَّبْرُ وَمَنْ جَرِعَ فَلَهُ
الْجَرِعَ
الجزع، رواه أحمد ورجاله ثقات، مجمع الروايد ٣/١١

২০. হযরত মাহমুদ ইবনে লবীদ (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা যখন কোন সম্প্রদায়কে ভালবাসেন তখন তাহাদিগকে (মুসীবতে ফেলিয়া) পরীক্ষা করেন। অতঃপর যে ছবর করে তাহার জন্য ছবরের ছওয়াব লেখা হয় আর যে ছবর করে না, তাহার জন্য বেছবরী লেখা হয়। (অতঃপর সে আফসোসই আফসোস করিতে থাকে।)

(মুসনাদে আহমদ, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٤١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ
الرَّجُلَ لَيَكُونُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ الْمُنْزَلَةَ فَمَا يَلْعَفُهَا بِعَمَلِهِ، فَمَا يَرَأُ اللَّهُ
يَتَلَقَّهُ بِمَا يَكْرَهُ حَتَّى يَلْعَفَهَا. رواه أبو بعلى وفي رواية له: يَكُونُ لَهُ عِنْدَ
اللَّهِ الْمُنْزَلَةَ الرَّفِيعَةَ.
الرفيعة، رواه ثقات، مجمع الروايد ٣/١٢

২১. হযরত আবু হুরায়রা (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট এক ব্যক্তির জন্য একটি উক্ত মর্যাদা নির্ধারিত থাকে (কিন্ত) সে নিজের আমলের মাধ্যমে উক্ত মর্যাদায় পৌছিতে পারে না। তখন আল্লাহ তায়ালা তাহাকে এমন এমন জিনিসের মধ্যে আক্রান্ত করিতে থাকেন যাহা তাহার জন্য অপচন্দনীয় ও কষ্টকর হয় (যেমন রোগ-শোক, পেরেশানী ইত্যাদি), অবশেষে সে এইসব পেরেশানীর ওসীলায় উক্ত মর্যাদায় পৌছিয়া যায়। (আবু ইয়ালা, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٤٢ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ
النَّبِيِّ قَالَ: مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا فَمَ
وَلَا حَزَنٍ وَلَا أَذْيَ وَلَا غَمٍّ - حَتَّى الشَّوْكَةَ يُشَاكُهَا. إِلَّا كَفَرَ اللَّهُ
بِهَا مِنْ خُطَايَاهُ.
خطاياه، رواه البخاري، باب ما جاء في كفاره المرض، رقم: ٥٦٤।

২২. হযরত আবু সাঈদ খুদরী ও হযরত আবু হুরায়রা (রায়িৎ) হইতে
বর্ণিত আছে যে, নবী কর্যালয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ

for more videos <http://www.annabaabe.com/annaaba>
করিয়াছেন, মুসলমান যখনই কোন ঝুঁতি, রোগ, চিপ্তা, কষ্ট ও পেরেশানীতে পতিত হয় ; এমনকি যদি কোন একটি কাঁটাও ফুটে তবে ইহার দরুন আল্লাহ তায়ালা তাহার গুনাহসমূহ মাফ করিয়া দেন। (বুখারী)

- ২৩ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها، إلا كثيّر له بها درجة، ومجيئه عنده بها خطينة. رواه مسلم، باب ثواب المؤمن فيما يصبه من

مرض رقم: ١٥٦١

২৩. হ্যরত আয়েশা (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যখন কোন মুসলমান কাঁটাবিন্দ হয় অথবা ইহার চাইতেও কম কষ্ট পায়, উহার দরুন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে তাহার জন্য একটি মর্যাদা লিখিয়া দেওয়া হয় এবং একটি গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয়। (মুসলিম)

- ২৪ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقي الله وما عليه خطينة. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء

في العبر على البلاء، رقم: ١٣٩٧

২৪. হ্যরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন কোন স্মানদার বান্দা ও স্মানদার বান্দীর উপর আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে বিভিন্ন মুসীবত ও দুঃটিনা আসিতে থাকে। কখনও তাহার জানের উপর, কখনও তাহার সন্তান-সন্তির উপর, কখনও তাহার সম্পদের উপর। (ইহার ফলস্বরূপ তাহার গুনাহ ঝরিয়া যাইতে থাকে।) অবশেষে যখন তাহার মৃত্যু হয় তখন সে আল্লাহ তায়ালার সহিত এমতাবস্থায় মিলিত হয় যে তাহার কোন গুনাহ বাকী থাকে না। (তিরিয়ী)

- ২৫ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ابتلى الله عزوجل عبد المسلمين ببلاء في جسده، قال الله عزوجل لملكت: اكتب له صالح عمله الذي كان يعمله، فإن شفاه، غسله وطهره، وإن قبضه غفر له ورحمة. رواه أبو يعلى وأحمد

for more books <https://youtu.be/5g5m5g5g5g> | دواليب نافع | مجمع الراجحي

২৫. হ্যরত আনাস ইবনে মাল্কে (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা যখন কোন বান্দাকে শারীরিক অসুস্থতায় আক্রান্ত করেন তখন আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাকে হকুম করেন যে, এই বান্দার ঐ সমস্ত নেক আমল লিখিতে থাক যাহা সে সুস্থ অবস্থায় করিত। অতঃপর যদি তাহাকে আরোগ্য দান করেন তবে তাহাকে (গুনাহ হইতে) ধোত করিয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া দেন। আর যদি তাহার রুহ কবজ করিয়া নেন তবে তাহাকে মাফ করেন ও তাহার প্রতি রহম করেন। (মুসনাদে আহমদ)

٢٦ - عن شَدَّادِ بْنِ أُوسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: إِذَا ابْتَلَيْتَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنِي مُؤْمِنًا، فَخَمِدَنِي
عَلَى مَا ابْتَلَيْتَهُ فَاجْرُوا لَهُ كَمَا كُنْتُمْ تُجْرِوْنَ لَهُ وَهُوَ صَحِيقٌ. رواه
أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانيُّ فِي الْكِبِيرِ وَالْأَوْسَطِ كُلَّهُمْ مِنْ رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ رَاشِدِ
الصَّنْعَانِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ فِي غَيْرِ الشَّافِعِينَ، وَفِي الْحَاشِيَةِ: رَاشِدُ بْنُ دَاؤِدَ شَامِيُّ فِي رِوَايَةِ
إِسْمَاعِيلِ عَنْهُ صَحِيقَةٌ، مُحْمَّلُ الرَّوْاْدَدِ ٣/٢٣

২৬. হ্যরত শান্দাদ ইবনে আউস (রায়িঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে হাদীসে কুদসীর মধ্যে আপন রবের এই এরশাদ বর্ণনা করেন যে, আমি যখন আমার বান্দাদের মধ্য হইতে কোন মুমেন বান্দাকে (কোন মুসীবত, পেরেশানী, রোগ ইত্যাদিতে) আক্রান্ত করি আর সে আমার পক্ষ হইতে পাঠানো এই পেরেশানীতে (সন্তুষ্ট থাকিয়া) আমার প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করে তখন (আমি ফেরেশতাদেরকে হকুম করি যে,) তোমরা তাহার আমলনামায় ঐ সমস্ত নেক আমলের সওয়াব ঐরূপই লিখিতে থাক যেরূপ তাহার সুস্থ অবস্থায় লিখিতে।

(মুসনাদে আহমদ, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٧ - عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
لَا يَزَالُ
الْمُلِيلَةُ وَالصَّدَاعُ بِالْعَبْدِ وَالْأَمْمَةِ وَإِنْ عَلِيَّهُمَا مِنَ الْغَطَّابِيَا مِثْلَ
أَحَدٍ، فَمَا يَدْعُهُمَا وَعَلِيَّهُمَا مِثْقَالُ خَرَذَلَةٍ. رواه أبو بعلى ورجاله ثقات،

مُحْمَّلُ الرَّوْاْدَدِ ٣/٢٩

২৭. হ্যরত আবু হুরায়রা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন মুসলিম মান

বান্দা অথবা বান্দী অনবরত ভিতরগত জুর ও মাথাব্যথায় আক্রান্ত হইলে এইগুলি তাহাদের গুনাহ এমনভাবে মিটাইয়া দেয় যে, সরিষার দানা পরিমাণ গুনাহও বাকী রাখে না ; যদিও তাহাদের গুনাহ উহুদ পাহাড়ের সমান হয়। (আবু ইয়ালা, মাজমায়ে ঘাওয়ায়েদ)

٢٨ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
صَدَاعُ الْمُؤْمِنِ وَشُوَكَّهُ يُشَاكُهَا أَوْ شَنِءَ يُؤْذِنِيهِ يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ دَرْجَةً، وَيُكَفِّرُ عَنْهُ بِهَا ذُنُوبَهُ. رواه ابن أبي الدنيا ورواه ثقات،

الترغيب ٢٩٧

২৮. হ্যরত আবু সাউদ খুদরী (রায়ঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুমেনের মাথা ব্যথা এবং যে কাটা তাহার শরীরে বিদ্ধ হয় অথবা অন্য কোন জিনিস যাহা তাহাকে কষ্ট দেয় এইগুলির দরুন কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা সেই মুমেনের মর্যাদার একটি স্তর বুলন্দ করিবেন এবং এই কষ্টের কারণে তাহার গুনাহসমূহ মাফ করিয়া দিবেন। (ইবনে আবিদ দুন্যা, তারগীব)

٢٩ - عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد تضرع من مرض إلا يعف عنه الله منه ظاهراً. رواه الطبراني في

الكبير ورجاله ثقات، مجمع الروايات ٣/١

২৯. হ্যরত আবু উমায়া বাহেলী (রায়ঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে কোন বান্দা কোন রোগের কারণে (আল্লাহ তায়ালা তায়ালার দিকে রুজু হইয়া) কান্নাকাটি করে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে রোগ হইতে এই অবস্থায় আরোগ্য দান করেন যে, সে গুনাহ হইতে সম্পূর্ণ পাক-সাফ হইয়া যায়। (তাবারানী)

٣٠ - عن الحسن رحمة الله مرسلاً مرفوعاً قال: إِنَّ اللَّهَ لَبَكَفِيرٍ عَنِ الْمُؤْمِنِ خَطَايَاهُ كُلَّهَا بِحُسْنِ لَيْلَةٍ. رواه ابن أبي الدنيا وقال ابن الصبار عقب رواية له أنه من حميد الحديث ثم قال: وشوادده كثيرة يوكد بعضها ببعض،

اتحاف ٩/٥

৩০. হ্যরত হাসান (রহঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তায়ালা একরাতের জুরে

মুঘেনের সমস্ত গুনাহ মাফ করিয়া দেন। (হ্যান্ড ডুনয়া) / annaabah.com

٣١ - عَنْ أَبِي مُؤْسِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا
مَرَضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُجَبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَفْعَلُ مُقْبِلًا صَحِيفَةً.

رواہ البخاری، باب يكتب للمسافر، رقم: ٢٩٩٦

٣١. হ্যান্ড আবু মুসা আশ'আরী (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন বান্দা যখন অসুস্থ হয় অথবা সফর করে তখন তাহার জন্য ঐ রকম আমলের সওয়াব ও নেকী লেখা হয় যাহা সে সুস্থ অবস্থায় অথবা ঘরে থাকা অবস্থায় করিত (কিন্তু এখন রোগ বা সফরের কারণে উহা করিতে পারে না)। (বোথারী)

٣٢ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْأَجْرَ الصَّدُوقُ
الْأَمِينُ، مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهِداءِ. رواه الترمذى وقال: هذا

حديث حسن، باب ما جاء في التحوار، رقم: ١٢٠٩

٣٢. হ্যান্ড আবু সাঈদ খুদুরী (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সত্যবাদী ও আমানতদার ব্যবসায়ী নবীগণ, সিদ্ধীকগণ ও শহীদগণের সহিত থাকিবে।

(তিরমিয়ী)

٣٣ - عَنْ رَفَاعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْتَّجَارَ يَبْعَثُونَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ فِي جَارٍ، إِلَّا مَنِ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ. رواه الترمذى وقال: هذا

الحديث حسن صحيح، باب ما جاء في التحوار، رقم: ١٢١٠

٣٣. হ্যান্ড রিফাআ (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ব্যবসায়ী লোকগণকে কেয়ামতের দিন গুনাহগার অবস্থায় উঠানো হইবে ; শুধুমাত্র ঐ সমস্ত ব্যবসায়ীগণ ছাড়া যাহারা নিজেদের ব্যবসায়ে পরহেজগারী অবনম্বন করিয়াছে অর্থাৎ খেয়ানত ও ধোকাবাজিতে লিপ্ত হয় নাই এবং নেককাজ করিয়াছে অর্থাৎ নিজেদের ব্যবসায়িক লেন-দেনে মানুষের সহিত ভাল ব্যবহার করিয়াছে ও সত্ত্বের উপর কায়েম রহিয়াছে। (তিরমিয়ী)

٣٤ - عَنْ أَمَّمَ عَمَارَةَ أَبْنِيَةَ كَفَبِ الْأَنْصَارِيَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ
ذَخَلَ عَلَيْهَا فَقَدِمَتْ إِلَيْهِ طَعَاماً، فَقَالَ: كُلِّي، فَقَالَتْ: إِنِّي صَائِمَةُ،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ الصَّائِمَ تَصْلِي عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ إِذَا أَكَلَ

for more videos <https://youtube.com/annaaba>
عِنْهُ يَقْرَأُونَهُ وَرَبُّهُمَا قَالَ: حَتَّىٰ يَسْبِغُوا. رَوَاهُ التَّرمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا

حدیث حسن صحيح، باب ما جاء في فضل الصائم إذا أكل عنده، رقم: ٧٨٥

৩৪. হযরত কা'ব (রায়িহ) এর কন্যা উম্মে উমারা আনসারিয়া (রায়িহ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার নিকট তশরীফ আনিলেন। তিনি তাঁহার খেদমতে খানা পেশ করিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, তুমি ও খাও। উম্মে উমারা (রায়িহ) আরজ করিলেন, আমি রোধা রাখিয়াছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, রোধাদারের সম্মুখে যখন খানা খাওয়া হয়, তখন খানেওয়ালাগণ খানা খাইতে ফারেগ হওয়া পর্যন্ত ফেরেশতারা রোধাদারের জন্য রহমতের দোয়া করিতে থাকে। (তিরমিয়া)

١٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنْ شَجَرَةً كَانَتْ تُزَرِّدِي الْمُسْلِمِينَ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَطَعَهَا، فَدَخَلَ الْجَنَّةَ. رَوَاهُ

مسلم، باب فضل إبرة الأدى عن الطريق، رقم: ٦٧٢

৩৫. হযরত আবু হুরায়রা (রায়িহ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, একটি গাছ দ্বারা মুসলিমানগণ কষ্ট পাইত। এক ব্যক্তি আসিয়া গাছটি কাটিয়া ফেলিল। অতঃপর সে (এই আমলের ওসীলায়) জামাতে দাখেল হইয়া গেল।

(মুসলিম)

١٣ - عَنْ أَبِي ذِئْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: انْظِرْ فَإِنَّكَ لَنْتَ بِخَيْرٍ مِّنْ أَخْمَرٍ وَلَا أَسْوَدَ إِلَّا أَنْ تَفْصِلَهُ بِتَحْوِيَهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ/ ١٥٨

৩৬. হযরত আবু যর (রায়িহ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে এরশাদ করিলেন, দেখ, তুমি কোন সাদা মানুষ হইতে বা কোন কাল মানুষ হইতে উত্তম নও, অবশ্য তুমি তাকওয়ার কারণে উত্তম হইতে পার। (মুসনাদে আহমদ)

١٤ - عَنْ قَوْبَائَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ مَنْ أَمْتَنَى مِنْ لَوْجَاءَ أَحَدَكُمْ يَسْأَلُهُ دِينَارًا لَمْ يُعْطِهِ، وَلَوْ سَالَهُ دِرْهَمًا لَمْ يُعْطِهِ، وَلَوْ سَالَهُ فِلْسًا لَمْ يُعْطِهِ، وَلَوْ سَأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ أَغْطَاهُ إِيَاهَا،

for more books <https://youtube.com/alamin5g>

ذُنْيٌ طَفْرِينَ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبْرَهُ. رواه الطبراني في

الأوسط و رجال الصحيح، مجمع الرواية ١٠٦٦/١

৩৭. হযরত ছাওবান (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার উম্মতের মধ্যে কিছু
লোক এমন রহিয়াছে যে, যদি তাহাদের মধ্য হইতে কেহ তোমাদের
কাহারো কাছে একটি দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) চাহিতে আসে তবে সে তাহাকে
দিবে না, যদি একটি দেরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) চায় তবুও দিবে না, যদি একটি
পয়সা চায় তবু একটি পয়সাও তাহাকে দিবে না, (কিন্তু আল্লাহ তায়ালার
নিকট তাহার মর্যাদা এই যে,) সে যদি আল্লাহ তায়ালার নিকট জান্নাত
চায় তবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে জান্নাত দিয়া দিবেন। (ঐ ব্যক্তির
শরীরে শুধু) দুইটি পুরাতন চাদর রহিয়াছে ‘তাহার কোন পরোয়া করা হয়
না ; (কিন্তু) সে যদি আল্লাহ তায়ালার (উপর ভরসা করিয়া তাহার) নামে
কসম করিয়া বসে তবে আল্লাহ তায়ালা তাহার কসম অবশ্যই পূরণ
করিবেন। (তাবারানী, মাজমায়ে ষাওয়ায়েদ)

উত্তম চরিত্র

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الحجر: ٨٨]

আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে
সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, ঈমানওয়ালাদের জন্য আপন বাহু ঝুকাইয়া
রাখুন অর্থাৎ মুসলমানদের সহিত সদয় ব্যবহার করুন। (হিজ্র)

**وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَاحَةٍ عَرْضُهَا
السَّمُونُتُ وَالْأَرْضُ إِذْ أَعْدَثْتُ لِلْمُغْفِرَةِ الْدِيْنَ يَنْفَعُونَ فِي السَّرَّاءِ
وَالضَّرَّاءِ وَالْكَظِيمَيْنِ الْفَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ
الْمُخْسِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٤، ١٣٥]**

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—আর তোমরা আপন বেবের ক্ষমার দিকে দৌড় এবং ঐ জামাতের দিকে যাহার প্রশংসন আসমান-জমিনের প্রশংসন মত যাহা আল্লাহ তায়ালাকে ভয়কারীদের জন্য তৈয়ার করা হইয়াছে। (অর্থাৎ সেই উচ্চ স্তরের মুসলমানদের জন্য) যাহারা সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতা সর্বাবস্থায় নেক কাজে খরচ করিতে থাকে, গোস্বা নিয়ন্ত্রণকারী এবং মানুষকে ক্ষমাকারী। আর আল্লাহ তায়ালা একুপ নেককারদিগকে পছন্দ করেন। (আলি ইমরান)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُنَّا هُنَّا﴾

[الفرقان: ١٣]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—রাহমানের (খাচ) বাল্দা তাহারা যাহারা জমিনের উপর বিনয়ের সহিত চলে। (ফুরকান)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿وَجَزِّرُوا مَسِيَّةً مِثْلَهَا فَمَنْ عَفَا وَأَضْلَعَ فَأَخْرِجْهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ [الشورى: ٤٠]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—(এবং সমান সমান বদলা লওয়ার জন্য আমি অনুমতি দিয়া রাখিয়াছি যে,) মন্দের বদলা তো অনুরূপ মন্দই, (তবে ইহা সত্ত্বেও) যে ব্যক্তি ক্ষমা করিয়া দেয় এবং (পরম্পরের বিষয়) সংশোধন করিয়া লয় (যাহার ফলে শক্তা নিঃশেষ হইয়া যায় ও বন্ধুত্ব হইয়া যায়, কেননা ইহা ক্ষমা হইতেও উত্তম।) তবে ইহার ছওয়াব আল্লাহ তায়ালার জিম্মায়। (আর যে ব্যক্তি বদলা লওয়ার ব্যাপারে সীমালংঘন করে সে শুনিয়া লওক যে, নিশ্চয়) আল্লাহ তায়ালা জালেমদেরকে পছন্দ করেন না। (শূরা)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿وَإِذَا مَا غَصِّبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ﴾ [الشورى: ٣٧]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—আর যখন তাহারা রাগান্বিত হয় তখন মাফ করিয়া দেয়। (শূরা)

وَقَالَ تَعَالَى حَكَائِهَ عَنْ قَوْلِ لَفْنَنْ : ﴿وَلَا تُصْبِرْ حَدْكَ لِلْنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحَاطًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ☆ وَأَقْسِدُ فِي مَشِيكَ وَأَغْضُضُ مِنْ صَوْتِكَ ‌إِنَّ الْكَرْ أَلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾ [لفن: ١٨-١٩]

for more books <https://youtube.com/annalamin5g>

for more videos <https://youtube.com/annaha>

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,— (হযরত লোকমান আপন ছেলেকে উপদেশ প্রদান করেন, হে বৎস !) মানুষের সহিত অবজ্ঞাসূচক ব্যবহার করিও না এবং জগিনের উপর দন্তভরে চলিও না। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা দাঙ্গিক ও অহংকারীকে পছন্দ করেন না। আর তুমি নিজ চলনে মধ্যপদ্ধা অবলম্বন কর এবং (কথা বলিতে) নিম্নস্থরে বল অর্থাৎ শোরগোল করিও না। (উচ্চ আওয়াজে কথা বলা যদি কোন ভাল শুণ হইত তবে গাধার আওয়াজ ভাল হইত ; অথচ) সমস্ত আওয়াজের মধ্যে সবচাইতে খারাপ আওয়াজ হইতেছে গাধার আওয়াজ। (লোকমান)

হাদীস শরীফ

٣٨ عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله يقول: إِنَّ الْمُؤْمِنَ مَنْ لَيَذِرُكُ بِخُسْنِ خَلْقِهِ ذَرَجَةً الصَّانِيمِ. رواه أبو داود.

باب في حسن الخلق، رقم: ٤٧٩

৩৮. হযরত আয়েশা (রায়িৎ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, মুমেন আপন সচরিত্র দ্বারা রোযাদার এবং রাত্রিতকারীর মর্যাদা লাভ করিয়া লয়।

(আবু দাউদ)

٣٩ عن أبي هُرَيْثَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: أَكْمَلَ الْمُؤْمِنِ إِيمَانًا أَخْسَنَهُمْ خُلُقًا وَخَيْرُكُمْ خِيَارُكُمْ لِيْسَ أَنْكَفُمْ. رواه أحمد.

٤٧٢

৩৯. হযরত আবু হুরায়রা (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঈমানওয়ালাদের মধ্যে সবচাইতে পরিপূর্ণ মুমেন ঐ ব্যক্তি যাহার চরিত্র সবচাইতে ভাল ; আর তোমাদের মধ্যে সবচাইতে উন্নত ঐ সমস্ত লোক যাহারা আপন স্ত্রীদের সহিত (আচার-ব্যবহারে) সবচাইতে ভাল। (মুসনাদে আহমাদ)

٤٠ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله: إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِ إِيمَانًا أَخْسَنَهُمْ خُلُقًا وَأَطْفَلُهُمْ بِأَهْلِهِ. رواه الترمذى

وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب في استكمال الإيمان رقم: ٢٦١٢

৪০. হযরত আয়েশা (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

for more videos <https://youtube.com/annaaba>
 আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সবচাইতে পরিপূর্ণ
 সৈমানওয়ালাদের অস্তভুক্ত ঐ ব্যক্তি যাহার চরিত্র সবচাইতে ভাল এবং যে
 আপন পরিবার-পরিজনের সহিত সবচাইতে বেশী নম্বৰ আচরণকারী।

(তিরমিয়ী)

٤٩ - عَنْ أَبْنَىْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: عَجِبْتُ لِمَنْ يَشْرِي الْمَمَالِكَ بِمَا لِهِ ثُمَّ يَعْقِلُهُمْ، كَيْفَ لَا يَشْرِي الْأَخْرَارَ بِمَغْرُوفِهِ؟ فَهُوَ أَعْظَمُ ثُوَابًا. رواه أبو الفتايم التوسسي في فضاء

الحواجح وهو حديث حسن، الحامع الصغير/٢

৪১. হযরত ইবনে উমর (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি আশ্চর্যবোধ করি ঐ ব্যক্তির উপর যে নিজের মাল দ্বারা তো গোলাম খরিদ করিয়া তাহাদিগকে আযাদ করিতেছে কিন্তু উত্তম আচরণ করিয়া সে আযাদ লোকদিগকে কেন খরিদ করিতেছে না? অথচ উহার ছওয়াব অনেক বেশী। অর্থাৎ যখন লোকদের সহিত উত্তম আচরণ করিবে তখন লোকেরা গোলাম হইয়া যাইবে। (কাজাউল হাওয়াইয়, জামে সঙ্গীর)

٤٩ - عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنَا زَعِيمُ بَيْتٍ فِي رَبِيعِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحْقَفًا، وَبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَلْبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، وَبَيْتٍ فِي أَغْلِيِ الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسِنَ خُلُقَهُ. رواه أبو داود، باب في حسن العلق، رقم: ٤٨٠٠

৪২. হযরত আবু উমামা (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি ঐ ব্যক্তির জন্য জান্মাতের কিনারায় একটি ঘরের জিম্মাদারী লইতেছি, যে হকের উপর থাকিয়াও বাগড়া ছাড়িয়া দেয়, ঐ ব্যক্তির জন্য জান্মাতের মধ্যখানে একটি ঘরের জিম্মাদারী লইতেছি যে ঠাট্টা-বিজ্ঞপ্তের মধ্যেও মিথ্যা কথা না বলে আর ঐ ব্যক্তির জন্য জান্মাতের সর্বোচ্চ শ্রেণে একটি ঘরের জিম্মাদারী লইতেছি যে নিজের চরিত্রকে ভাল বানাইয়া লয়। (আবু দাউদ)

٤٩ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ لَفَّ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ بِمَا يُحِبُّ اللَّهُ لِيَسِرَّهُ بِذَلِكَ سَرَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

৪৩. হযরত আনাস (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিজের কোন
মুসলমান ভাইকে খুশী করার জন্য এইভাবে সাক্ষাৎ করে যেতাবে আল্লাহ
তায়ালা পছন্দ করেন (যেমন হাসিগুখে), কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা
তাহাকে খুশী করিবেন। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٤٤ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَفْرَوْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْمُسْلِمَ الْمُسَدِّدَ لِيَذْرُكَ دَرَجَةً الصَّوَامِ الْفَوَامِ
بِإِيمَانِ اللَّهِ بِحُسْنِ خَلْقِهِ وَكَرَمِ ضَرِبِيْتِهِ. رواه أحمد ١٧٧/٢

৪৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে
শুনিয়াছি, যে মুসলমান শরীয়তের উপর আমলকারী হয় সে নিজের ভদ্র
স্বভাব ও উত্তম চরিত্রের কারণে এই ব্যক্তির মর্যাদা লাভ করিয়া ফেলে, যে
রাত্রে নামাযে অনেক বেশী পরিমাণ কুরআন পাঠ করে এবং অনেক বেশী
রোষ্য রাখে। (মুসনাদে আহমাদ)

٤٥ - عَنْ أَبِي الثَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ شَيْءٍ
أَنْقَلَ فِي الْمِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخَلْقِ. رواه أبو داود، باب في حسن الخلق

رقم: ٤٧٩٩

৪৫. হযরত আবু দারদা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, (কেয়ামতের দিন)
মুমিনের পাল্লায় সচরিত্রের চাইতে বেশী ভারী কোন জিনিস হইবে না।

(আবু দাউদ)

٤٦ - عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَخْرُجْ مَا أَوْصَانِي بِهِ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وَصَفْتُ رَجُلًا فِي الْغَرْزِ أَنْ قَالَ لِي: أَخْسِنْ خَلْقَكَ
لِلنَّاسِ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ. رواه الإمام مالك في الموطأ، ما جاء في حسن الخلق

ص ٢٠٤

৪৬. হযরত মুয়ায় ইবনে জাবাল (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সর্বশেষ যে নসীহত
করিয়াছেন যখন আমি সওয়ারীর রিকাবে (পা রাখার স্থানে) পা রাখিয়া
ফেলিয়াছিলাম—তাহা এই ছিল, হে মুয়ায়! মানুষের জন্য তোমার
চরিত্রিকে উত্তর বানাও। ([গুয়াত্তা ইমামে/মালিক](http://www.youtube.com/alamin5g))

٤٧- عن مالك رَحْمَةُ اللَّهِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: بَعْثَتُ لِأَتِيمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ. رواه الإمام مالك في الموطأ، ما جاء في حسن الخلق

ص ٢٠٥

৪৭. হযরত মালেক (রহঃ) বলেন, আমার কাছে এই হাদীস পৌছিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি উন্নম চরিত্রকে পরিপূর্ণ করার জন্য প্রেরিত হইয়াছি।

(মুয়াজ্ঞা ইমাম মালেক)

٤٨- عن جابر رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ مِنْ أَحْبَبِكُمْ إِلَيَّ وَأَفْرِبِكُمْ مِنْيَ مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَادِيثُكُمْ أَخْلَاقًا. (الحديث)

رواہ الترمذی و قال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء في معالى الأُخْلَاقِ،

رقم: ٢٠١٨

৪৮. হযরত জাবের (রাযঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের সকলের মধ্যে আমার নিকট সবচাইতে প্রিয় এবং কেয়ামতের দিন আমার সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী ঐ সমস্ত লোক হইবে যাহারা তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উন্নম চরিত্রের অধিকারী হইবে। (তিরমিয়ী)

٤٩- عن النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ قَدَّرْتُ عَنِ الْبَرِّ وَالْإِثْمِ؟ فَقَالَ: الْبُرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَالَكَ فِي صَدِيرَكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطْلُعَ عَلَيْهِ النَّاسُ. رواه مسلم، باب

تفسير البر والإثم، رقم: ٦٥٦

৫৯. হযরত নাউয়াস ইবনে সামআন আনসারী (রাযঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নেকী ও গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, নেকী হইল ভাল চরিত্রের নাম আর গুনাহ হইল ঐ বিষয় যে বিষয়ে তোমার অস্তরে খটকা লাগে এবং মানুষের কাছে যাহা প্রকাশ পাওয়া তোমার কাছে খারাপ লাগে। (মুসলিম)

৫০ - عَنْ مُحَمَّدٍ رَّجِلَهُ الْمُؤْمِنُونَ
هُنَّوْنَ لَيْسُونَ كَالْجَمِيلِ الْأَيْفِ إِنْ قَبْدَ اقْنَادَ، وَإِنْ أَبْنَغَ عَلَى صَخْرَةٍ
اسْتَنَغَ، رواه الترمذى مرسلًا، مشكورة المصايخ، رقم: ٥٠٨٦

৫০. হযরত মাকহুল (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দৈমানওয়ালা লোকেরা আঞ্চাহ তায়ালার ছকুম খুব পালনকারী হয় ও অত্যন্ত নম্রস্বভাব হয়। যেমন অনুগত উট যেদিকেই টানিয়া নেওয়া হয় এই দিকেই যায়, যদি উহাকে কোন পাথরের উপর বসাইয়া দেওয়া হয় তবে উহারই উপর বসিয়া যায়।

(তিরমিয়ী, মিশকাত)

ফায়দা : অর্থাৎ পাথরের উপর বসা অনেক কঠিন ; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও সে নিজের মালিকের কথা মানিয়া উহার উপর বসিয়া যায়।

(মাজমাউল আনওয়ার)

৫১ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
الْأَنْجَرُ كُمْ بِمَنْ يَخْرُمُ عَلَى النَّارِ، وَبِمَنْ تَخْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ؟ عَلَى
كُلِّ فَرِيقٍ هَيْنَ سَهْلٌ، رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب

فضل كل فريق ممن سهل، رقم: ٤٨٨

৫১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি কি তোমাদিগকে এই ব্যক্তি সম্বন্ধে বলিব না, যে আগুনের উপর হারাম হইবে এবং যাহার উপর আগুন হারাম হইবে? (শোন আমি বলিতেছি,) জাহানামের আগুন প্রত্যেক এইরূপ ব্যক্তির উপর হারাম হইবে যে মানুষের নিকটবর্তী, অত্যন্ত নম্রস্বভাব ও বিনয়ী হয়। (তিরমিয়ী)

ফায়দা : মানুষের নিকটবর্তী হওয়ার অর্থ হইতেছে, সে নম্র স্বভাবের হওয়ার কারণে মানুষের সহিত বেশ মিলিয়া মিশিয়া চলে আর মানুষও তাহার ভাল স্বভাবের কারণে তাহার সহিত মুক্ত মনে মহববতের সহিত মিলিয়া মিশিয়া চলে। (মারেফুল হাদীস)

৫২ - عَنْ عَيَاضِ بْنِ جَمَارِ أَخِي بَنْيِ مُجَاشِعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضِعُوا حَتَّى لا يَقْعُرَ
أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، (وهو جزء من الحديث) رواه

for more videos <https://youtube.com/annaaba>
 ৫২. বনি মুজাশে' গোত্রের ইয়াজ ইবনে হিমার (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা আমার প্রতি এই বিষয়ে ওহী পাঠাইয়াছেন যে, তোমরা এই পরিমাণ বিনয় অবলম্বন কর যে, কেহ কাহারো উপর গর্ব না করে এবং কেহ কাহারো উপর জুলুম না করে। (মুসলিম)

٥٣ - عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفْعَةً اللَّهُ، فَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ وَفِي النَّاسِ عَظِيمٌ، وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ، فَهُوَ فِي أَغْيَنِ النَّاسِ صَغِيرٌ وَفِي نَفْسِهِ كَبِيرٌ حَتَّى لَهُ أَهْوَانٌ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ أُزْخِنْزِيرٍ. رواه البيهقي

في شعب الإيمان / ٦٧٦

৫৩. হ্যরত উমর (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার (সন্তুষ্টি হাসিলের) উদ্দেশ্যে বিনয় অবলম্বন করে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে উচু করেন। (ফলে) সে নিজের চোখে ও নিজের ধারণায় তো ছোট হয় কিন্তু মানুষের চোখে উচু হয়। আর যে অহংকার করে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে নীচু করিয়া দেন। (ফলে) সে মানুষের চোখে ছোট হইয়া যায় ; যদিও সে নিজে ধারণায় বড় হয়। এমনকি সে মানুষের দৃষ্টিতে কুকুর এবং শূকরের চাইতেও নিকৃষ্ট হইয়া যায়। (বায়হাকী)

٥٤ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَذْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ بِمَقْدَارٍ ذَرَّةٍ مِنْ كَبْرٍ. رواه مسلم، باب تحريم الكبر وباه.

৫৪. হ্যরত আবদুল্লাহ (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তির অঙ্গে অণু পরিমাণ অহংকার থাকিবে সে জাগ্রাতে যাইবে না। (মুসলিম)

٥٥ - عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْمَلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلَيَبْتُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن، باب ما جاء في كراهة قيام الرجل للرجل،

৫৫. হযরত মুআবিয়া (রায়িৎ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি ইহা
পছন্দ করে যে, মানুষ তাহার (সম্মানের) জন্য দাঁড়াইয়া থাকুক, সে যেন
নিজের ঠিকানা জাহাজামে বানাইয়া লয়। (তিরমিয়ী)

ফাযদা : উপরোক্ত ছিংশিয়ারী ঐ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যখন কোন ব্যক্তি
নিজে ইহা চায় যে, মানুষ তাহার সম্মানের জন্য দাঁড়াইয়া যাক। আর
যদি কেহ নিজে একেবারে না চায়, কিন্তু অন্যান্য লোক সম্মান ও
মহবতের জজ্বায় তাহার জন্য দাঁড়াইয়া যায় তবে ইহা ভিন্ন কথা।

(মারেফুল হাদীস)

- ৫৬ - عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ
رَسُولِ اللَّهِ، قَالَ: وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُولُوا إِلَيْهِمْ مَا يَعْلَمُونَ مِنْ
كَوْا هِبَتْهُ لِذَلِكَ، رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، باب ما

جاء في كراهة قيام الرجل للرجل، رقم: ٢٧٥٤

৫৬. হযরত আনাস (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, সাহাবায়ে
কেরামের নিকট কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
চাহিতে বেশী প্রিয় ছিল না। ইহা সত্ত্বেও তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়া দাঁড়াইতেন না। কেননা, তাহারা
জানিতেন যে, তিনি ইহা অপছন্দ করেন। (তিরমিয়ী)

- ৫৭ - عَنْ أَبِي الْمُرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
يَقُولُ: مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِشَنْيَاءٍ فِي جَسَدِهِ فَيَصْدَقُ بِهِ إِلَّا رَفَعَهُ
اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهِ خَطِيبَتَهُ، رواه الترمذى وقال: هذا حديث غريب،
باب ما جاء في العفو، رقم: ١٣٩٣

৫৭. হযরত আবু দারদা (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আমি
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে
শুনিয়াছি, কোন ব্যক্তি যদি (অন্য কাহারও দ্বারা) শারীরিক কষ্ট পায়,
অতঃপর সে তাহাকে মাফ করিয়া দেয়, তবে আল্লাহ তায়ালা ইহার কারণে
একটি মর্যাদা বুলন্দ করিয়া দেন ও একটি গুনাহ মাফ করিয়া দেন।

(তিরমিয়ী)

for more books <https://youtube.com/alamin5g>

৫৮- عن جرذان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: من اغتر
إلى أخيه بمعنده، فلم يقبلها، كان عليه مثل خطيئة صاحب
مكش، رواه ابن ماجه، باب العاذير، رقم: ٣٧١٨

৫৮. হযরত জাওদান (রায়ঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আপন মুসলমান
ভাইয়ের সামনে ওজর পেশ করে এবং সে তাহার ওজর কবুল না করে,
তবে তাহার এইরূপ গুনাহ হইবে যেকোপ অন্যায়ভাবে ট্যাঙ্ক উসুলকারীর
গুনাহ হইয়া থাকে। (ইন্নে মাজাহ)

৫৯- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: قال
مؤنس بن عمراً عليه السلام يا رب! من أغرت عبادك عنك؟
قال: من إذا قدر غفر. رواه البيهقي في شعب الإيمان ٦١٩

৫৯. হযরত আবু হোরায়রা (রায়ঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হযরত মুসা ইবনে
ইমরান আলাইহিস সালাম আল্লাহ তায়ালার দরবারে আরজ করিলেন, হে
আমার রব ! আপনার বান্দাগণের মধ্যে আপনার নিকট বেশী
ইজ্জতওয়ালা কে ? আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিলেন, ঐ বান্দা, যে
প্রতিশোধ লইতে পারে তবু সে মাফ করিয়া দেয়। (বায়হাকী)

৬০- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى
النبي ﷺ فقال: يا رسول الله! كم أغفو عن الخادم؟ فصمت عنه
النبي ﷺ، ثم قال: يا رسول الله! كم أغفو عن الخادم؟ قال: كل
يوم سبعين مرة. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء في

৬০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রায়ঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে,
এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির
হইল এবং আরজ করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি (আমার) খাদেমের
ভুল-ক্রটি কতবার ক্ষমা করিব ? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম চুপ রহিলেন। ঐ ব্যক্তি পুনরায় উহা আরজ করিল : ইয়া
রাসূলুল্লাহ ! আমি (আমার) খাদেমকে কতবার ক্ষমা করিব ? নবী করীম
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, দৈনিক স্তর বার।

٤١ - عن حَدِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ رَجُلًا كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَتَاهُ الْمَلَكُ لِيَقْبَضَ رُوحَهُ فَقَبِيلَ لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: مَا أَعْلَمُ، قَبِيلَ لَهُ افْتَرَ، قَالَ: مَا أَعْلَمُ شَيْئًا غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ أَبَيِّعُ النَّاسَ فِي الدِّينِيْ وَأَجَازَنِيهِمْ فَأَنْظِرْ الْمُؤْسِرَ وَأَنْجَوْرَ عَنِ الْمُغْسِرِ، فَأَذْخُلْهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ. رواه البخاري، باب ما ذكر

عن بنى اسرائيل، رقم: ٣٤٥١

৬১. হযরত হোয়ায়ফ (রায়ঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, তোমাদের পূর্বে কোন উম্মতের ঘণ্টে এক ব্যক্তি ছিল, যখন মওতের ফেরেশতা তাহার রুহ কবজ করার জন্য আসিল (এবং রুহ কবজ হওয়ার পর সেই ব্যক্তি এই দুনিয়া হইতে অন্য জগতে চলিয়া গেল) তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তুমি কি দুনিয়াতে কোন নেক আমল করিয়াছিলে? সে আরজ করিল, আমার জানা মতে (এইরূপ) কোন আমল আমার নাই। তাহাকে বলা হইল, (তোমার জীবনের উপর) দৃষ্টি কর (এবং চিন্তা করিয়া দেখ)। সে আবার আরজ করিল, আমার জানামতে আমার (এইরূপ) কোন আমল নাই; শুধুমাত্র ইহা ছাড়া যে, আমি দুনিয়াতে মানুষের সহিত বেচাকেনা ও লেনদেনের কাজ করিতাম, ইহাতে আমি ধনীদেরকে সময়-সুযোগ দিতাম আর গরীবদেরকে মাফ করিয়া দিতাম। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা এই ব্যক্তিকে জানাতে দাখেল করিয়া দিলেন। (বোধারী)

٤٢ - عَنْ أَبِي قَاتَدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَ اللَّهُ مِنْ كُورِبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلِيَقْبَضْ عَنِ مُغْسِرٍ أَوْ يَضْعِغْ عَنْهُ. رواه مسلم، باب فضل إنظار المعر .. رقم: ٤٠٠٠

৬২. হযরত আবু কাতাদাহ (রায়ঃ) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি ইহা চায় যে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে কিয়ামতের দিনের কষ্ট হইতে রক্ষা করুন তবে তাহার উচিত, সে যেন গরীবকে (যাহার উপর তাহার করজ ইত্যাদি রহিয়াছে) সময়-সুযোগ দিয়া দেয় অথবা (নিজের সম্পূর্ণ পাওনা কিংবা উহার কিছু অংশ) মাফ করিয়া দেয়। (মুসলিম)

٤٣ - عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَدَمْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَشْرَ سِنِينَ بِالْمَدِينَةِ وَأَنَا غَلَامٌ لَيْسَ كُلُّ اغْرِيَّ كَمَا يَشَاءُنِي صَاحِبِي أَنْ يَكُونُ عَلَيْهِ، مَا قَالَ لِي فِيهَا أَقْطُ، وَمَا قَالَ لِي لَمْ فَعَلْتَ هَذَا، أَمْ أَلَا فَعَلْتَ هَذَا؟ رواه أبو داود، باب في الحلم وأخلاق النبي ﷺ، رقم: ٤٧٧٤

৬৩. হযরত আনাস (রাযঃ) বলেন, আমি মদীনায় দশ বৎসর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করিয়াছি। আমি কম বয়সের বালক ছিলাম এইজন্য আমার সমস্ত কাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্জি মোতাবেক হইতে পারিত না। অর্থাৎ বয়স কম হওয়ার কারণে আনেক সময় ত্রুটি-বিচ্যুতিও হইয়া যাইত। (কিন্তু দশ বৎসরের এই সময়ের মধ্যে) কখনও তিনি আমাকে ‘উফ’ পর্যন্ত বলেন নাই এবং কখনও ইহাও বলেন নাই যে, তুমি অমুক কাজ কেন করিলে বা অমুক কাজ কেন করিলে না। (আবু দাউদ)

٤٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَوْصِنِي، قَالَ: لَا تَغْضِبْ، فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ: لَا تَغْضِبْ. رواه البخاري، باب

الحدر من الغضب، رقم: ٦١٦

৬৪. হযরত আবু হোরায়রা (রাযঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিল, আমাকে কোন ওসিয়ত করিয়া দিন। তিনি এরশাদ করিলেন, গোস্বা করিও না। সেই ব্যক্তি নিজের (ঐ) দরখাস্ত কয়েকবার দোহরাইল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক বার ইহাই এরশাদ করিলেন যে, গোস্বা করিও না। (বোখারী)

٤٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الدُّنْيَى يَمْلُكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْفَضْبِ.

رواہ البخاری، باب الحدر من الغضب، رقم: ٦١٤

৬৫. হযরত আবু হোরায়রা (রাযঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, শক্তিশালী সে নয়, যে (নিজের প্রতিপক্ষকে) ধরাশায়ী করিয়া দেয়। বরং শক্তিশালী ঐ ব্যক্তি যে গোস্বার সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। (বোখারী)

٤٧٤ - عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن رسول الله ﷺ قال لَنَا: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنك الغضب وإنما يُغضطِّجع. رواه أبو داود، باب ما يقال عند الغضب، رقم: ٤٧٨٤

৬৬. হযরত আবু যর (রায়িহ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন তোমাদের মধ্য হইতে কাহারও গোম্বা আসে এবং সে দাঁড়ানো অবস্থায় থাকে, তখন তাহার উচিত, সে যেন বসিয়া পড়ে। বসিয়া পড়িলে যদি গোম্বা চলিয়া যায় তবে ভাল কথা। নচেৎ তাহার উচিত, সে যেন শুইয়া পড়ে।

(আবু দাউদ)

ফায়দা : হাদীসের অর্থ এই যে, যে অবস্থার পরিবর্তনের দ্বারা মানসিক অবস্থায় ধীর-স্থিরতা আসে ঐ অবস্থাকে অবলম্বন করা চাই। যাহাতে গোম্বার ক্ষতি তুলনামূলক কম হয়। দাঁড়ানো অবস্থার তুলনায় বসা অবস্থায় এবং বসা অবস্থার তুলনায় শোয়া অবস্থায় ক্ষতির সম্ভাবনা কম।

(মাজাহরে হক)

٤٧٥ - عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: علموا وبشروا ولا تغسروا، وإذا غضب أحدكم فليسترك. رواه أسد ٤٣٩

৬৭. হযরত ইবনে আবুস (রায়িহ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, লোকদেরকে (ধীন) শিখাও, সুসংবাদ শুনাও, কঠোরতা পয়দা করিও না। যখন তোমাদের মধ্যে কাহারও গোম্বা আসে তখন তাহার উচিত সে যেন চুপ থাকে।

٤٧٦ - عن عطية رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان حلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليسترك. رواه أبو داود، باب ما يقال عند الغضب، رقم: ٤٧٨٤

৬৮. হযরত আতিয়া (রায়িহ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, গোম্বা শয়তানের আছরে হইয়া থাকে। শয়তানের সৃষ্টি আগুন হইতে, আর আগুনকে পানি দ্বারা নিভানো হয়। অতএব তোমাদের মধ্যে যখন কাহারও গোম্বা আসে, তখন তাহার উচিতজ সে যেন ওজু করিয়া নয়। (আবু দাউদ) <https://youtube.com/alamin5g>

٤٧٩ - عَنْ أَبْنَىْ نُعْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ لَهُ: مَا تَجْرِعُ عَنْهُ جُرْعَةً أَفْضَلَ عِنْهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ جُرْعَةٍ غَيْظٍ يُكَظِّمُهَا ابْتِغَاءُ وَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى، رواه أحمد / ١٢٨

৬৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বাস্তু এমন কোন ঢেক পান করে না যাহা আল্লাহ তায়ালার নিকট গোস্বার ঢেক পান করা অপেক্ষা বেশী উত্তম, যাহা শুধু আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করার জন্য সে পান করে থাকে। (মুসনাদে আহমদ)

٤٠ - عَنْ مَعَاذِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ لَهُ قَالَ: مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْقِذَهُ دُعَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَقِ حَتَّى يُغَيِّرَهُ مِنْ أَيِّ الْحُورِ الْعَيْنِ شَاءَ، رواه أبو داود، باب من كظم غيظا، رقم: ٤٧٧

৭০. হযরত মুয়ায (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি গোস্বা পূর্ণ করার ক্ষমতা রাখা সঙ্গেও গোস্বা দমন করিয়া লয় (অর্থাৎ ক্ষমতা ধাকা সঙ্গেও যাহার উপর গোস্বা তাহাকে কোন রকম শাস্তি না দেয়) আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তাহাকে সমস্ত মখলুকের সামনে ডাকিবেন এবং অধিকার দিবেন যে, জাগ্নাতের হূরদের মধ্যে যে হূরকে ইচ্ছা নিজের জন্য পছন্দ করিয়া লয়। (আবু দাউদ)

٤١ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ لَهُ قَالَ: مَنْ حَزَنَ لِسَانَةً سَرَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ كَفَ غَصْبَهُ كَفَ اللَّهُ عَنْهُ عَذَابَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ اغْتَلَرَ إِلَيْهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ عَذَرَةٍ، رواه البيهقي في

شعب الإيمان / ٦١٥

৭১. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিজের জবানকে বিরত রাখে, আল্লাহ তায়ালা তাহার দোষ-ক্রটি গোপন রাখেন। যে ব্যক্তি নিজের গোস্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে (এবং উহাকে হজম করিয়া লয়) আল্লাহ তায়ালা ক্ষেয়াগ্রতের দিন সেই ব্যক্তি হইতে নিজের

একরামে মসলিম
for more videos <https://youtube.com/annaaba>
আয়াবকে ফিরাইয়া রাখিবেন। আর যে ব্যক্তি (নিজের গুনাহের উপর শরমিন্দা হইয়া) আল্লাহ তায়ালার নিকট ওজর পেশ করে অর্থাৎ ক্ষমা চায়, আল্লাহ তায়ালা তাহার ওজর কবৃল করিয়া লন।

٤٢ - عَنْ مُعَاذِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْأَشْجَعَ أَشْجَعَ عَبْدِ الْقَيْسِ - إِنْ فِيكَ لَخَطْلَتِينِ يُعْجِبُهُمَا اللَّهُ: الْعِلْمُ وَالآنَاءُ .

(وهو حزء من الحديث) رواه مسلم، باب الأمر بالإيمان بالله تعالى

رقم: ١١٧

৭২. হ্যরত মুয়ায (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদে কায়েস গোত্রের সরদার হ্যরত আশাজ্জ (রায়িঃ)কে এরশাদ করিয়াছেন, তোমার মধ্যে দুইটি অভ্যাস এমন রহিয়াছে, যাহা আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রিয়। একটি হইল হেলেম অর্থাৎ বিনয় ও ধৈর্য, দ্বিতীয়টি হইল, তাড়াজড়া করিয়া কাজ না করা। (মুসলিম)

٤٣ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: يَا عَائِشَةً! إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفِيقَ، وَيُغْنِي عَلَى الرِّفِيقِ مَا لَا يُغْنِي عَلَى الْغَنِيفِ، وَمَا لَا يُغْنِي عَلَى مَا مِنْهُ . رواه مسلم، باب فضل الرفق، رقم: ٦٦٠

الرفق، رقم: ٦٦٠

৭৩. উশ্মুল মুমিনীন হ্যরত আয়েশা (রায়িঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হে আয়েশা ! আল্লাহ তায়ালা (নিজেও) নম্র ও মেহেরবান (এবৎ বান্দাদের জন্যও তাহাদের পরম্পর আচরণের মধ্যে) নম্রতা ও মেহেরবানী তাহার পছন্দ। আল্লাহ তায়ালা নম্রতার উপর যাহা কিছু (বিনিময় ও সওয়াব এবৎ কাজ-কর্ম সফলতা) দান করেন তাহা কঠোরতার উপর দান করেন না। (মুসলিম)

٤٤ - عَنْ جَرِيرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ يُخْرِمِ الرِّفِيقَ، يُخْرِمِ الْغَيْرَ. رواه مسلم، باب فضل الرفق، رقم: ٦٥٩٨

৭৪. হ্যরত জারীর (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি নম্রতা (-র গুণ) হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে, সে (সমুদয়) কল্যাণ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে।
for more books <https://youtube.com/alamir555> (মুসলিম)

٧٥- عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: من أغطى حظه من الرفق أغطى حظه من خير الدنيا والآخرة، ومن حرم حظه من الرفق حرم حظه من خير الدنيا والآخرة. رواه البغوي في

شرح السنة ٧٤/١٣

৭৫. হযরত হযরত আয়েশা (রাযঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তিকে (আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে) নমৃতার কিছু অংশ দেওয়া হইয়াছে, তাহাকে দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় কল্যাণ হইতে অংশ দেওয়া হইয়াছে। আর যে ব্যক্তি নমৃতার অংশ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে, সে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। (শেরহস সুমাহ)

٧٦- عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: لا يُرِيدُ
الله بِأهْلِ بَيْتٍ رِفْقًا إِلَّا تَفَعَّمُهُمْ وَلَا يَخْرُمُهُمْ إِلَّا ضَرَّهُمْ رواه

البيهقي في شعب الإيمان، مشكاة المصايف، رقم: ٥١٠٣

৭৬. হযরত আয়েশা (রাযঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা যে ঘরওয়ালাদেরকে নমৃতার তওষীক দান করেন তাহাদেরকে নমৃতার দ্বারা উপকার পৌছান। আর যে ঘরওয়ালাদেরকে নমৃতা হইতে বঞ্চিত রাখেন, তাহাদেরকে ক্ষতি পৌছান। (বায়হাকী, মিশকাত)

٧٧- عن عائشة رضي الله عنها أن يهود أتوا النبي ﷺ فقالوا: السلام عليكم، قالت عائشة: عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكما، قال: مهلا يا عائشة! عليك بالرفق، وإياك والعنف والفحش، قالت: أو لم تسمع ما قلوا؟ قال: أو لم تسمعي ما قلت؟ ردت عليهم فيستجاذون لي فيهم، ولا يستجاذ لهم في. رواه البخاري،

باب لم يذكر النبي ﷺ فاحتراوا ولا مفاحشا، رقم: ٦٠٣

৭৭. হযরত হযরত আয়েশা (রাযঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, কয়েকজন ইহুদী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের নিকট আসিল এবং বলিল, আস্সামু আলাইকুম (যাহার অর্থ তোমার মত্তু আসুক)। হযরত আয়েশা (রাযঃ) বলেন, আমি জওয়াবে বলিলাম

তোমাদেরই মৃত্যু আসুক, তোমাদের উপর আল্লাহর জানত ও তাহার গজব হউক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, হে আয়েশা! থাম, নম্মতা অবলম্বন কর, কঠোরতা ও কটুঙ্গি হইতে বিরত থাক। হ্যরত আয়েশা (রায়িৎ) আরজ করিলেন, আপনি কি শোনেন নাই তাহারা কি বলিয়াছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তুমি কি শুন নাই আমি উহার জওয়াবে কি বলিয়াছি? আমি তাহাদের কথা তাহাদের দিকেই ফিরাইয়া দিয়াছি (যে তোমাদেরই আসুক)। আমার বদদোয়া তাহাদের ব্যাপারে কবুল হইবে। আর তাহাদের বদদোয়া আমার সম্পর্কে কবুল হইবে না। (বোধারী)

٧٨ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَحْمَةُ اللَّهِ رَجُلًا سَمِعَهَا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا أَفْتَضَى. رواه البخاري، باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع رقم: ٢٠٧٦

৭৮. হ্যরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার রহমত হউক এই বান্দার উপর, যে বিক্রয়ের সময়, খরিদ করিবার সময় এবং নিজের হকের তাগাদা ও ওসুল করিবার সময় নম্মতা অবলম্বন করে। (বোধারী)

٧٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا ابْتَلَيْتَ عَبْدَى الْمُؤْمِنِ وَلَمْ يَشْكُنْ إِلَى عُوَادِهِ أَطْلَقْتُهُ مِنْ أَسْارِي، ثُمَّ أَبْدَلْتُهُ لَخْمًا خَيْرًا مِنْ لَخْمِهِ، وَذَمَّا خَيْرًا مِنْ ذَمِّهِ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الْعَمَلَ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط

الشیخين و لم يصرحا به و وافقه الذهبي / ٢٤٩

৭৯. হ্যরত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তায়ালার এই এরশাদ নকল করেন যে, যখন আমি আমার মুমিন বান্দাকে (কোন রোগে) আক্রান্ত করি আর যাহারা তাহাকে দেখিতে যায় সে তাহাদের নিকট আমার কোন শেকায়েত (ও অভিযোগ) করে না, তখন আমি তাহাকে আমার কয়েদ (বন্দি অবস্থা) হইতে মুক্ত করিয়া দেই। অর্থাৎ তাহার গুনাহ মাফ করিয়া দেই। অতঃপর তাহাকে তাহার গোশত হইতে উত্তম গোশত এবং তাহার ফেজ হইতে উত্তম রক্ত দান করি। অর্থাৎ তাহাকে সুস্থতা দান করি।

for more videos <https://youtube.com/annaaba>
 অতঃপর সে পুনরায় (রোগ হইতে সুস্থ হওয়ার পর) নৃতনভাবে আমল
 করা শুরু করে। (কেননা, পিছনের সমস্ত গুনাহ মাফ হইয়া দিয়া থাকে।)

(মৃত্যুদরাকে হাকেম)

- ৮০ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: مَنْ وَعَكَ لَيْلَةَ فَصَبَرَ وَرَضِيَ بِهَا عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَرَجَ مِنْ دُنْوِيهِ كَيْوَمْ وَلَدَنَهُ

أَمْهُ. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الرضا وغيره، الترغيب/٤

৮০. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তির এক রাত্রি জ্বর আসে এবং সে ছবর করে আর এই জ্বরের উপর আল্লাহ তায়ালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, তবে সে নিজ গুনাহসমূহ হইতে একপ পাক-সাফ হইয়া যাইবে, যেরূপ ঐ দিন ছিল যেদিন তাহার মা তাহাকে প্রসব করিয়াছিল।

(ইবনে আবিদ দুনিয়া, তরঙ্গীৰ)

- ৮১ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَفِعَهُ إِلَى النَّبِيِّ قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ أَذْهَبَتْ حَبِيبَتِهِ فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ لَمْ أَرْضَ لَهُ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء في

ذباب البصر، رقم: ٢٤٠١

৮১. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে হাদীসে কুদসীতে আপন রবের এই মোবারক এরশাদ নকল করেন যে, আমি যে বান্দার দুটি প্রিয়তম জিনিস অর্থাৎ চক্ষু লইয়া লই অতঃপর সে ইহার উপর ছবর করে এবং সওয়াবের আশা রাখে, আমি তাহার জন্য জামাত হইতে কম বিনিময় প্রদানের উপর রাজী হইব না। (তিরমিয়ী)

- ৮২ - عَنْ أَبِنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ، وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَافِمِهِمْ، أَغْظَمُ أَجْرًا مِنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَافِمِهِمْ. رواه ابن ماجه، باب الصبر

على البلاء، رقم: ٤٠٣٢

৮২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে মুমিন মানুষের সাহিতে মেজাজেশা করে: এবং তাহাদের দ্বারা মে/ কাটি হয়ে উহুয়ে

উপর ছবর করে সে ঐ মুমিন হইতে শ্রেষ্ঠ, যে মানুষের সহিত মেলামেশা করে না এবং তাহাদের দ্বারা যে কষ্ট হয় উহার উপর ছবর করে না।

(ইবনে মাজাহ)

- ৮৩ - عَنْ صَهْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: عَجَابًا لِأَمْرِ
الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلُّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنَّ
أَصَابَتْهُ سَرَّاءٌ شَكَرٌ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرٌ، فَكَانَ
خَيْرًا لَهُ. رواه مسلم، باب المؤمن أمره كله خير، رقم: ৭৫০.

৮৩. হ্যরত চুহাইব (রায়িহ) বর্ণন করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুমিনের বিষয়টি আশ্চর্যজনক ! তাহার প্রতিটি কাজ ও প্রতিটি অবস্থা তাহার জন্য মঙ্গলই মঙ্গল । আর এই বৈশিষ্ট্য শুধু মুমিন ব্যক্তিরই রহিয়াছে । যদি তাহার কোন আনন্দ লাভ হয় ; উহার উপর সে আপন রবের শোকর আদায় করে তবে এই শোকর আদায় করা তাহার জন্য মঙ্গলের কারণ অর্থাৎ ইহাতে সওয়াব রহিয়াছে । আর যদি তাহার কোন কষ্ট হয় ; উহার উপর সে ছবর করে তবে এই ছবর করাও তাহার জন্য মঙ্গলের কারণ অর্থাৎ ইহাতেও সওয়াব রহিয়াছে ।

(মুসলিম)

- ৮৪ - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ:
اللَّهُمَّ أَخْسِنْتَ خَلْقِي فَأَخْسِنْ خَلْقِي. رواه أحمد ১/৪৩.

৮৪. হ্যরত ইবনে মাসউদ (রায়িহ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া করিতেন—

اللَّهُمَّ أَخْسِنْ خَلْقِي فَأَخْسِنْ خَلْقِي

অর্থ : আয় আল্লাহ ! আপনি আমার শরীরের বাহ্যিক গঠনকে সুন্দর বানাইয়াছেন ; আমার চরিত্রকে সুন্দর বানাইয়া দিন । (মুসনাদে আহমদ)

- ৮৫ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَفَأَلَ
مُسْلِمًا أَفَالَهُ اللَّهُ عَنْهُ. رواه أبو داود، باب في فضل الإقالة، رقم: ৩৪৬.

৮৫. হ্যরত আবু হোরায়রা (রায়িহ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের বিক্রয়কৃত অথবা খরিদকৃত জিনিস ফেরত লইতে রাজী হইয়া যায় আল্লাহ তাহার ক্রটি-বিচ্যুতি মাফ করিয়া দেন । (আবু দাউদ)

٨٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا غَرْتَهُ، أَقَالَهُ اللَّهُ غَرْتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده صحيح ٤٠٥/١

৮৬. হযরত আবু হোরায়রা (বাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি মুসলমানের অংটি-বিচুতি মাফ করে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তাহার অংটি-বিচুতি মাফ করিবেন। (ইবনে হিকান)

মুসলমানদের হক

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: هُوَ الَّذِي أَنْجَى الْمُؤْمِنَوْنَ إِنَّهُ فَوْحَىٰ (الحجرات: ١٠)

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—মুসলমানগণ পরম্পর ভাই ভাই।

(হজুরাত ১০)

وَقَالَ تَعَالَى: هُوَ الَّذِي أَنْجَى الْمُؤْمِنَوْنَ لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىَ أَنْ يَكُونُوْنَا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٍ عَسَىَ أَنْ يَكُونْنَ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْنَ أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابِرُوْنَا بِالْأَلْقَابِ بِنِسَاءِ الْأَسْمَاءِ الْفَسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتَبَّعْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ☆ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنَوْنَا لَكُمْ كَثِيرًا مِّنَ الطَّيْنِ إِنَّ بَعْضَ الطَّيْنِ إِنَّمَا وَلَا تَجْسِدُوْنَا وَلَا يَغْتَبُ بَعْضُكُمْ بِعْضًا إِنْ يَحِبَّ أَخْدُوكُمْ أَنْ يَأْكُلْ لَعْمَ أَخْيَهِ مِنْتَا فَكَرِهْتُمُوهُ وَأَتَقْرَأُوا اللَّهُ طَرِيقَ تَوَابَ رَحِيمَ ☆ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَّقَبَائِيلَ لِتَعَاوَفُوْنَا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفُسُكُمْ طَرِيقَ اللَّهِ عَلِيهِمْ خَيْرٌ (الحجرات: ١١-١٢)

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—হে স্মানদারগণ ! না পুরুষগণ পুরুষদের প্রতি উপহাস করা উচিত ; হইতে পারে যে, যাহাদের উপহাস করা হইতেছে তাহারা গ্রি উপহাসকারীদের অপেক্ষা (আল্লাহ তায়ালার নিকট)

ওকুবামে মসলিন
for more videos <https://youtube.com/annaaba>

উন্নত হইবে আর না নারীগণ নারীদের প্রতি উপহাস করা উচিত ; হইতে পারে যে, যাহাদের উপহাস করা হইতেছে তাহারা ঐসব উপহাসকারী নারীদের অপেক্ষা আল্লাহ তায়ালার নিকট উন্নত হইবে, আর একজন অপরজনকে খোটা দিও না। আর একজন অপরজনকে মন্দ নামে ডাকিও না। কেননা, এইসব কথা গুনাহ। এবৎ ঈমান আনার পর মুসলমানদের উপর গুনাহের নাম দাগাই খারাপ, আর যাহারা এইসব কর্ম হইতে বিরত না হইবে তাহারা জুলুমকারী ও আল্লাহর হক ধ্বংসকারী। অতএব যে শাস্তি জালেমগণ পাইবে উহা ইহারাও পাইবে। হে ঈমানদারগণ ! তোমরা অনেক খারাপ ধারণা হইতে বিরত থাক। কেননা কোন কোন খারাপ ধারণা গুনাহ হয় (এবৎ কোন কোন খারাপ ধারণা জায়েষও হয়। যেমন, আল্লাহ তায়ালার সহিত ভালো ধারণা রাখ। অতএব যাচাই করিয়া লও। প্রত্যেক অবস্থা ও কাজে খারাপ ধারণা করিও না) এবৎ কাহারও দোষ খুঁজিও না। একজন অপরজনের গীবত করিও না। তোমাদের মধ্য হইতে কেহ কী ইহা পছন্দ করে যে, আপন মৃত ভাইয়ের গোশত খাইবে ? ইহাকে তো তোমরা খারাপ মনে কর। আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করিতে থাক এবৎ তওবা করিয়া লও। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও মেহেরবান। হে লোকসকল ! আমি তোমাদের সকলকে একজন পুরুষ ও একজন নারী (অর্থাৎ আদম ও হাওয়া) হইতে পয়দা করিয়াছি। (এই বিষয়ে তো সকলেই সমান। অতঃপর যে বিষয়ে পার্থক্য রাখিয়াছি উহা এই যে,) তোমাদের জাতি ও গোত্র বানাইয়াছি। (ইহা শুধু এইজনা) যাহাতে তোমরা পরস্পরকে চিনিতে পার। (ইহার মধ্যে বিভিন্ন হেকমত রহিয়াছে। এই বিভিন্ন গোত্র এইজন্য নয় যে, একজন অপরজনের উপর গর্ব করিবে। কেননা,) আল্লাহ তায়ালার নিকট তোমাদের মধ্যে অধিক ইজ্জতওয়ালা ঐ ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী পরহেয়গার। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ এবৎ সকলের অবস্থা সম্পর্কে খবর রাখেন। (ভজুরাত ১১-১৩)

ফায়দা : গীবতকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার মত বলিয়াছেন। উহার অর্থ এই যে, যেমন মানুষের গোশত খামচাইয়া ও ছিড়িয়া ছিড়িয়া থাইলে তাহার কষ্ট হয়, এমনিভাবে মুসলমানের গীবত করিলে তাহার কষ্ট হয়। কিন্তু যেমন মৃত ব্যক্তির কষ্টের কোন প্রতিক্রিয়া হয় না তেমনিভাবে যাহার গীবত করা হয় তাহারও না জানা পর্যন্ত কষ্ট হয় না।

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿يَا يَاهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُخُونُوا قَوْمٍ بِالْفَسْطِ
شُهَدَاءَ اللَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَنْ أَوْلَادَنِي وَالْأَقْرَبَنِ عَانِي بِعَيْنِ

غَيْرًا أَوْ فَقِيرًا قَالَ اللَّهُ أَرْزَى بِهِمَا لَمْ لَتَبْعَدُوا الْهُوَى أَنْ تَعْدِلُوا
وَإِنْ تَلُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

[الساعة ١٣٥]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—হে সৈমানদারগণ ! তোমরা ইনসাফের উপর কায়েম থাক এবং আল্লাহ তায়ালার জন্য সত্য সাক্ষ্য প্রদান কর যদিও (ইহাতে) তোমাদের অথবা তোমাদের পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের ক্ষতি হয়। সাক্ষ্য দেওয়ার সময় ইহা চিন্তা করিও না (যে, যাহার বিরুদ্ধে আমরা সাক্ষ্য দিতেছি) সে ধনী, (কাজেই তাহার উপকার করা চাই) অথবা সে গরীব (কাজেই কিভাবে তাহার ক্ষতি করি। তোমরা কাহারও ধনী হওয়া বা গরীব হওয়া দেখিও না। কেননা,) ধনী হউক বা গরীব হউক উভয়জনের সহিত আল্লাহ তায়ালার বেশী সম্পর্ক রহিয়াছে ; (এতটুকু সম্পর্ক তোমাদের নাই।) অতএব তোমরা সাক্ষ্য দেওয়ার ব্যাপারে মনের খাহেশের অনুসৃত করিও না। হইতে পারে তোমরা হক ও ইনসাফ হইতে সরিয়া যাইতে পার। আর যদি তোমরা পেঁচালো সাক্ষ্য দাও অথবা সাক্ষ্য প্রদান হইতে বাঁচিয়া থাকিতে চাও (তবে স্মরণ রাখ যে,) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সমস্ত আমল সম্পর্কে পূরাপুরি খবর রাখেন।

(নিম্ন ১৩৫)

وَقَالَ تَعَالَى: هُوَإِذَا حَيَّتُمْ بِتَجْيِيْةٍ فَحِيَّوْا بِأَخْسَنَ مِنْهَا أَوْ
رُدُّوهَا طِإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

[الساعة ٨٦]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—এবং যখন তোমাদেরকে কেহ সালাম করে তখন তোমরা উহা অপেক্ষা উক্তম শব্দ দ্বারা সালামের জওয়াব দাও। অথবা কমপক্ষে জওয়াবের মধ্যে ঐ শব্দগুলি বলিয়া দাও যাহা প্রথম ব্যক্তি বলিয়াছিল। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক জিনিসের অর্থাৎ প্রত্যেক আমলের হিসাব গ্রহণ করিবেন। (নিম্ন ৮৬)

وَقَالَ تَعَالَى: هُوَفَضِيَ رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا آلًا إِيَّاهُ وَبِالْأَوَالِدِينِ
إِخْسَانًا إِمَّا يَتَلَعَّنَ عِنْدَكُمُ الْكَبِيرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَّهُمَا فَلَا تَنْقُلْ
لَهُمَا أَبْقِيْ وَلَا تَهْرِزْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قُولًا كَرِيمًا وَأَخْفِضْ لَهُمَا
جَنَاحَ الدَّلَلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْجِعْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا

[بنی اسرائیل: ٢٤٠٣]

foজাল্লাহুত্তায়ালুল্লাহুসাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ
করিয়াছেন,—আপনার রব এই হৃকুম দিয়াছেন যে, ঐ সত্য মাবুদ ব্যতীত
কাহারও এবাদত করিও না এবং তোমার পিতামাতার সহিত সৎ ব্যবহার
কর। যদি তাহাদের মধ্য হইতে একজন অথবা উভয়ই তোমার সামনে
বার্ধক্যে পৌছিয়া যায় তখন এই অবস্থায়ও কথনও তাহাদেরকে উহু বলিও
না এবং তাহাদিগকে ধমকাইও না। অত্যন্ত নম্রতা ও আদবের সহিত
তাহাদের সহিত কথা বলিও। তাহাদের সম্মুখে মহৱত্তের সহিত বিনয়ের
সহিত নত হইয়া থাকিও এবং এই দোয়া করিতে থাক—হে আমার রব !
যেভাবে তাহারা শৈশবকালে আমাকে লালনপালন করিয়াছেন সেইভাবে
আপনি ও তাহাদের উপর দয়া করুন। (বেনী ইসরাইল ২৩-২৫)

হাদীস শরীফ

٨٦- عن عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لِلْمُسْلِمِ عَلَى
الْمُسْلِمِ بِسْتَةٌ بِالْمَعْرُوفِ: يَسِّلُمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيَعْبَثُهُ إِذَا دَعَاهُ،
وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيَغْزُدُهُ إِذَا مَرِضَ، وَيَتَبَعُ جَنَاحَتَهُ إِذَا مَاتَ،
وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. رواه ابن ماجه، باب ما جاء في عيادة المريض،

رقم: ١٤٤٣

৮৭. হযরত আলী (রায়ি)[ؑ] বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এক মুসলমানের অপর
মুসলমানের উপর ছয়টি হক রহিয়াছে। যখন সাক্ষাৎ হয় তখন তাহাকে
সালাম করিবে। যখন দাওয়াত দেয় তখন তাহার দাওয়াত কবুল করিবে।
যখন তাহার হাঁচি আসে (এবং আলহামদুলিল্লাহ বলে) তখন উহার
জওয়াবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলিবে। যখন অসুস্থ হয় তখন তাহাকে দেখিতে
যাইবে। যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তাহার জানায়ার সহিত যাইবে এবং
তাহার জন্য উহাই পছন্দ করিবে যাহা নিজের জন্য পছন্দ করে।

(ইবনে মাজাহ)

٨٨- عن أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:
حُقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ،
وَأَبْيَاعُ الْجَنَائزِ، وَإِجَابَةُ الدُّعْوَةِ، وَتَشْمِيمُ الْعَاطِسِينِ. رواه البخاري،

باب الأبراء باتباع الجنائز، رقم: ١٢٤٠

৮৮. ইয়রত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, এক মুসলমানের অপর মুসলমানের উপর পাঁচটি হক রহিয়াছে—সালামের জওয়াব দেওয়া, অসুস্থকে দেখিতে যাওয়া, জানায়ার সহিত যাওয়া, দাওয়াত কবুল করা এবং হাঁচি দাতার জওয়াবে ইয়ারহামু কাল্লাহ বলা। (বোখারী)

٨٩- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: لا تدخلون الجنة حتى تزمنوا، ولا تزمنوا حتى تتعابرو، أو لا أذلكم على شيءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابِبُتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلامَ بِنَسْكِهِمْ رواه مسلم.

باب بيان أنه لا بد فعل الحسنة إلا المأمورون ١٩٤، رقم: ٠٠٠٠٠٠٠

৮৯. ইয়রত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা ঐ পর্যন্ত জানাতে যাইতে পারিবে না যে পর্যন্ত মোমিন না হইয়া যাও। (অর্থাৎ তোমাদের যিন্দেগী ঈমানওয়ালা যিন্দেগী না হইয়া যায়।) এবং তোমরা ঐ পর্যন্ত মোমিন হইতে পারিবে না যে পর্যন্ত পরম্পর একে অপরকে মহৱত না কর। আমি কি তোমাদেরকে ঐ আমলাটি বলিয়া দিব না, যাহা করিলে তোমাদের মধ্যে মহৱত পয়দা হইবে? (উহা এই যে,) তোমরা পরম্পর সালামের খুব প্রচলন ঘটাও।

٩٠- عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: أَفْشُوا السَّلامَ كَيْ تَغْلُوا. رواه الطبراني وإسناده حسن، مجمع الروايات ٦٥

৯০. ইয়রত দারদা (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা সালামের খুব প্রচলন ঘটাও। তাহা হইলে তোমরা উন্নত হইয়া যাইবে।

(তাবারানী, মাজাহয়ে যাওয়ায়েদ)

٩١- عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه. عن النبي ﷺ قال: السلام اسم من أسماء الله تعالى وضمة في الأرض فافشوها بينكم، فإن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم فردوه عليه، كان له عليهم فضل درجة بعد كثيرة إياهم السلام، فإن لم يردوا

عَلَيْهِ رَدٌّ عَلَيْهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنْهُمْ رواه البزار والطبراني وأحد إسنادى البزار

جيد فوى، الترغيب/٢

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, সালাম আল্লাহ তায়ালার নামসমূহের মধ্যে একটি নাম, যাহাকে আল্লাহ তায়ালা জমিনে নাফিল করিয়াছেন অতএব ইহাকে তোমরা পরম্পর খুব প্রসার কর। কেননা, মুসলমান যখন কোন কওমের উপর দিয়া অতিক্রম করে এবং তাহাদিগকে সালাম করে আর তাহারা জওয়াব প্রদান করে তখন তাহাদিগকে সালাম স্মরণ করাইয়া দেওয়ার কারণে সালামকারী ব্যক্তির ঐ কওমের উপর এক ধাপ ফরাত হাসিল হয়। আর যদি তাহারা জওয়াব না দেয় তবে ফেরেশতাগণ যাহারা মানুষ হইতে উত্তম ঐ ব্যক্তির সালামের জওয়াব প্রদান করেন। (বায়বার, তাবারানী, তারগীর)

- ٩٢ - عَنْ أَبْنَىٰ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُسْلِمَ الرَّجُلُ لَا يُسْلِمُ عَلَيْهِ إِلَّا

لِلْمَغْرِفَةِ. رواه أحمد/٤٠٦

১২. হযরত ইবনে মাসউদ (রায়িঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কিয়ামতের আলামতসমূহ হইতে একটি আলামত এই যে, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে শুধু পরিচয়ের ভিত্তিতে সালাম করিবে (মুসলমান হওয়ার ভিত্তিতে নয়।)

(মুসনাদে আহমাদ)

- ٩٣ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ جَلَسَ، قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَشْرُ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَرَدَ عَلَيْهِ فَجَلَسَ، قَالَ: عِشْرُونَ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَرَدَ عَلَيْهِ فَجَلَسَ، قَالَ: تِلْحُونَ.

رواہ أبو داؤد، باب كیف السلام، رقم: ٥١٩٥

১৩. হযরত ইমরান ইবনে হসাইন (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির ছিল এবং সে 'আসসান মুত্তালাইকম' বলিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সালামের জওয়াব দিলেন অতঃপর সে মজলিসে বসিয়া গেল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, দশ। অর্থাৎ তাহার সালামের কারণে তাহার জন্য দশটি নেকী লেখা হইয়াছে। অতঃপর আরেকজন লোক আসিল এবং সে আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ বলিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সালামের জওয়াব দিলেন। তারপর সে বসিয়া পড়িল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, বিশ। অর্থাৎ তাহার জন্য বিশটি নেকী লেখা হইল। তারপর তৃতীয় একজন আসিল এবং সে আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু বলিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সালামের জওয়াব দিলেন। তারপর সে মজলিসে বসিয়া পড়িল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, ত্রিশ। অর্থাৎ তাহার জন্য ত্রিশটি নেকী লেখা হইল। (আবু দাউদ)

- ৭৩ - عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَوْلَى
النَّاسِ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ بَدَاهُمْ بِالسَّلَامِ. رواه أبو داود، باب في فضل من بدأ
بالسلام، رقم: ৫১৯৭

৯৪. হযরত আবু উমামা (রায়িৎ) বণ্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার নৈকট্যের সর্বাপেক্ষা উপর্যুক্ত ঐ ব্যক্তি যে আগে সালাম করে। (আবু দাউদ)

- ৭৫ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَادِئُ بِالسَّلَامِ
بَرِئٌ مِنَ الْكُبْرِ. رواه البيهقي في شعب الإيمان ৬৩২/৬৩

৯৫. হযরত আবদুল্লাহ (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আগে সালাম করে সে অহংকার হইতে মুক্ত। (বায়হাকী)

- ৭৬ - عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا بُنْيَإِذَا
دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسِلِّمْ يَكْفُونَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ.

رواہ الترمذی و قال: هنا حدیث حسن صحيح غرب، باب ما جاء في

السلیم : ۱۰۰۰ رقم: ۲۶۹۸

ষ্ঠ. হযরত আবাস (রায়িঃ) বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সান্নাহিতে আলাইছি ওয়াসান্নাম এরশাদ করিয়াছেন, হে আমার প্রিয় বেটা! যখন তুমি আপন ঘরে প্রবেশ কর তখন ঘরওয়ালাদেরকে সালাম কর। ইহা তোমার জন্য এবং তোমার ঘরওয়ালাদের জন্য বরকতের কারণ হইবে।

(তিরমিয়ী)

٩٧ - عَنْ قَنَادِهِ رَحْمَةُ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا دَخَلْتُمْ بَيْتَنَا فَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهِ وَإِذَا خَرَجْتُمْ فَأُوذِدُغُوا أَهْلَهُ السَّلَامَ رواه عبد الرزاق في

ص ١٠/٢٨٩

৯৭. হযরত কাতাদা (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী কর্ম সান্নাহিতে আলাইছি ওয়াসান্নাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন তুমি কোন ঘরে প্রবেশ কর তখন ঐ ঘরওয়ালাদেরকে সালাম কর। আর যখন (ঘর হইতে) বাহির হও তখন ঘরওয়ালাদেরকে সালাম করিয়া বিদায় হও।

(মুসলিম আবদুর রায়যাক)

٩٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا اتَّهَى أَحَدُكُمْ إِلَى مَجْلِسِ فَلِيَسْلِمْ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَخْلِسْ فَلِيَخْلِسْ، ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلِيَسْلِمْ فَلِيَسْتَ الْأَوَّلِيَ بِأَحْقَى مِنَ الْآخِرَةِ رواه الترمذى وقال:

هذا حديث حسن، باب ما جاء في السليم عند القبام رقم: ٦٧٠

৯৮. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সান্নাহিতে আলাইছি ওয়াসান্নাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন তোমাদের মধ্য হইতে কেহ কোন মজলিসে যায় তখন যেন সালাম করে। তারপর যদি বসিতে চায় তবে বসে। অতঃপর যখন মজলিস হইতে উঠিয়া যাইতে ইচ্ছা করে তখন যেন পুনরায় সালাম করে। কেননা প্রথম সালাম দ্বিতীয় সালাম হইতে উত্তম নয়। অর্থাৎ মূলাকাতের সময় যেমন সালাম করা সুন্নত তেমনি বিদায়ের সময়ও সালাম করা সুন্নত। (তিরমিয়ী)

٩٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يُسْلِمُ الصَّفِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، وَالْمَارُ عَلَى الْفَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَبِيرِ رواه

البعارى، باب تسلیم القليل على الكبير، رقم: ٦٦٣

৯৯. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী কর্ম সান্নাহিতে আলাইছি ওয়াসান্নাম এরশাদ করিয়াছেন, ছোট বড়কে

সোলাম করিবে। পথচারী রাসূল ব্যক্তিকে সালাম করিবে এবং কম সংখ্যক লোক অধিক সংখ্যক লোকদেরকে সালাম করিবে। (বোঢ়ারী)

١٠٠ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا يُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُوا أَنْ يُسْلِمُ أَهْدُهُمْ وَيُجْزِئُ عَنِ الْجُلُوسِ أَنْ يَرْدَأْ أَهْدُهُمْ رواه البيهقي في

شعب الإيمان/ ٦٦

১০০. হযরত আলী (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, পথচারী জামাতের মধ্য হইতে যদি এক ব্যক্তি সালাম করে তবে উহা সকলের পক্ষ হইতে যথেষ্ট। এবং বসা লোকদের মধ্য হইতে যদি একজন জওয়াব দিয়া দেয় তবে সকলের পক্ষ হইতে যথেষ্ট। (বায়হাকী)

١٠١ - عَنْ الْمَقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (فِي حِدْبِثِ طَوِيلِ)
فَيَجِئُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الظَّلَلِ فَيُسْلِمُ تَسْلِيمًا لَا يُوقَظُ النَّاسُ،
وَيُسْمِعُ الْيَقْطَانَ. رواه الترمذى وقال: هنا حديث حسن صحيح، باب سكينة

السلام، رقم: ٢٧١٩

১০১. হযরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রায়িৎ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাত্রে তশরীফ আনিতেন তখন এমনভাবে সালাম করিতেন যে, ঘূর্মন্ত লোক জাগ্রত না হয় আর জাগ্রত লোক শুনিয়া লয়। (তিরমিয়ী)

١٠٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَغْجَرُ
النَّاسِ مَنْ عَجَزَ فِي الدُّعَاءِ، وَأَبْخَلَ النَّاسَ مَنْ بَخْلَ فِي السَّلَامِ
 رواه الطبراني في الأوسط، وقال لا يروى عن النبي ﷺ إلا بهذا الاستداء، ورجاله
 رجال الصبح غير مسرور بن المرزبان وهو ثقة، مجمع الرواية ٦١/٨

১০২. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অক্ষম ঐ ব্যক্তি যে দোয়া করিতে অক্ষম। অর্থাৎ দোয়া করে না। আর মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কৃপণ ঐ ব্যক্তি যে সালামের মধ্যেও কৃপণতা করে। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

for more videos <https://youtube.com/annaaha>

الشَّعْيَةُ الْأَخْدُ بِالْيَدِ رواه الترمذى وقال: هذا حديث غريب، باب ما جاء في

الصفحة، رقم: ٢٧٣

১০৩. হ্যরত ইবনে মাসউদ (রায়িহ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করেন যে, সালামের পরিপূর্ণতা হইল মসাফাহা। (তিরমিয়ী)

١٤٣- عن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان في تصافحان إلا غفر لهمما قبل أن يفترقا. رواه

أبو داؤد، باب في المصالحة، رقم: ٥٢١٢

১০৮. হযরত বারা (বায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে দুই মুসলমান পরস্পর
মিলিত হয় এবং মোসাফাহা করে তাহারা পথক হওয়ার পূর্বে উভয়ের
গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয়। (আব দাউদ)

١٠٥- عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: إن المؤمن إذا لقي المؤمن، فسلم عليه، وأخذ بيده فصافحة تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. رواه الطبراني في الأوسط ويعقوب محمد بن طحلاء روى عنه غير واحد ولم يضعف أحد وبقية رجاله ثقات.

مجمع الزوائد: ٨٢

১০৫. হ্যুরত হোয়ায়ফা ইবনে ইয়ামান (রায়হ) হইতে বণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মোমেন যখন মোমেনের সহিত সাক্ষাং করে, তাহাকে সালাম করে এবং তাহার হাত ধরিয়া মুসাফাহা করে, তখন উভয়ের গুনাহ এমনভাবে ঝরিয়া পড়ে যেমন বক্ষ হইতে পাতা ঝরিয়া পড়ে।

(ତାବାରାନୀ, ମାଙ୍ଗମାଯେ ଯାଓଯାଯାଦ)

١٠٢- عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ
الْمُسْلِمَ إِذَا لَقِيَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فَلَا يَحْدُثْ بِيَدِهِ تَحَاجُّتْ عَنْهُمَا ذُنُوبُهُمَا
كَمَا يَتَحَاجُّ الْوَرْقُ عَنِ الشَّجَرَةِ الْيَابِسَةِ فِي يَوْمِ رِيحِ عَاصِفٍ
وَإِلَّا غَفَرَ لَهُمَا وَلَزَّ كَانَتْ ذُنُوبُهُمَا مِثْلُ زَبَدِ الْبَحْرِ. رواه الطبراني

ورحالة رجال الصحيح غير سالم بن عميان وهو ثقة، مجمع الروايات ٨/٧٧
for more books <https://www.youtube.com/alamin5g>

১০৬. হ্যরত সালমান ফারসী (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুসলমান যখন আপন মুসলমান ভাইয়ের সহিত সাক্ষাৎ করে ও তাহার হাত ধরিয়া লয় অর্থাৎ মুসাফাহা করে, তখন উভয়ের গুনাহ এমনভাবে বরিয়া পড়ে যেমন প্রবল বাতাস চলার দিন শুকনা গাছ হইতে পাতা বরিয়া পড়ে এবং উভয়ের গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয়; যদিও তাহাদের গুনাহ সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়। (তাবরানী, মাজমায়ে ঘাওয়ায়েদ)

১০৭- عن رَجُلٍ مِنْ عَنْزَةَ رَحْمَةُ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ لِبْنِيْ ذَرْ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَافِحُكُمْ إِذَا لَقِيْتُمُوهُ؟ قَالَ: مَا لَقِيْتُهُ قُطْلُ إِلَّا صَافَحْتُهُ وَعَنَتْ إِلَيْيَّ ذَاتُ يَوْمٍ وَلَمْ أَكُنْ فِي أَهْلِنِيْ، فَلَمَّا جَنَّتْ أَخْبَرْتُ اللَّهَ أَرْسَلْتُ إِلَيْيَّ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ عَلَى سَرِيرِهِ، فَأَتَزَمَّنْتُ فَكَانَتْ بِتْلُكَ أَجْوَدُ وَأَجْوَدُ. رواه أبو داود، باب في المعاقة، رقم: ٥٢١٤

১০৭. আনায়া গোত্রের এক ব্যক্তি হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি হ্যরত আবু যার (রায়িঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি সাক্ষাত করিবার সময় আপনাদের সহিত মুসাফাহা ও করিতেন? তিনি বলিলেন, আমি যখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি, তিনি সর্বদা আমার সহিত মুসাফাহা করিয়াছেন। একদিন তিনি আমাকে ঘর হইতে ডাকাইলেন, আমি তখন নিজ ঘরে ছিলাম না। যখন আমি ঘরে আসিলাম এবং আমাকে বলা হইল যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডাকাইয়াছিলেন। তখন আমি তাহার খেদমতে হাজির হইলাম। এই সময় তিনি আপন চৌকিতে বসিয়াছিলেন। তিনি আমাকে জড়াইয়া ধরিলেন। তাহার এই মুয়ানাকা কতই না ভাল ছিল, কতই না ভাল ছিল! (আবু দাউদ)

১০৮- عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ رَحْمَةُ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْتَأْذِنُ عَلَى أَمْيَنْ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي مَعْهَا فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي خَادِمُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا غُرْبَيَّةً؟ فَقَالَ: لَا، فَقَالَ: فَامْسَأْذِنْ عَلَيْهَا. رواه الإمام مالك في

১০৮. হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি কি আমার মাতার থাকিবার জোয়গাতে প্রবেশ করিবার পূর্বে তাহার নিকট হইতে অনুমতি চাহিব? তিনি এরশাদ করিলেন, হাঁ। সেই ব্যক্তি আরজ করিল, আমি আমার মায়ের সহিত ঘরেই থাকি। তিনি এরশাদ করিলেন, অনুমতি লইয়াই প্রবেশ করিবে। সেই ব্যক্তি আরজ করিল, আমি তাহার খাদেম। (এইজন্য বারবার যাওয়ার প্রয়োজন হয়।) তিনি এরশাদ করিলেন, অনুমতি লইয়াই যাইবে। তুমি কি তোমার মাকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখা পছন্দ কর? সেই ব্যক্তি আরজ করিল, না। তিনি বলিলেন, তাহা হইলে অনুমতি লইয়াই প্রবেশ করিবে।

(মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

১০৯- عن هُرَيْلِ رَحْمَةِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَ سَعْدٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَوَقَفَ عَلَى بَابِ النَّبِيِّ رَحْمَةَ يَسْتَأْذِنُ فَقَامَ مُسْتَقْبِلُ الْبَابِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَنْهُ: هَكَذَا - عَنْكَ أَوْ هَكَذَا، فَإِنَّمَا إِلِّيْسْتَدَانُ مِنَ النَّظَرِ. رواه أبو داود.

باب في الاستذان، رقم: ٥١٧٤

১১০. হযরত হ্যায়েল (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত সাদ (রাযঃ) আসিলেন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরজার সামনে (ভিতরে প্রবেশের) অনুমতির জন্য দাঁড়াইলেন। এবং দরজার একেবারে সামনে দাঁড়াইয়া গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে এরশাদ করিলেন, (দরজার সামনে দাঁড়াইও না। বরং) ডানদিকে অথবা বামদিকে দাঁড়াও। (কেননা, দরজার সামনে দাঁড়াইলে ইহার সম্ভাবনা থাকে যে, হযরত দৃষ্টি ভিতরে পড়িয়া যাইবে। আর) অনুমতি চাওয়া তো শুধু এইজন্যই যে, ভিতরে দৃষ্টি না পড়িয়া যায়। (আবু দাউদ)

১১০- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ رَحْمَةً قَالَ: إِذَا دَخَلَ الْبَصَرَ فَلَا إِذْنَ. رواه أبو داود، باب في الاستذان، رقم: ٥١٧٣

১১০. হযরত আবু হোরায়রা (রাযঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন দৃষ্টি ঘরের ভিতর চলিয়া গেল তখন অনুমতি কোন জিনিস বহিল না, অর্থাৎ অনুমতি লওয়ার তখন কোন ফায়দা নাই। (আবু দাউদ)

۱۱۱- عن عبد الله بن بشر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا تأتوا البيوت من أبوابها ولكن انتوها من جوانبها فانتأذنوا، فإن أذن لكم فاذدخلوا وإنما فاز جعوا. قلت: له حديث رواه أبو داود غير هذا، رواه الطبراني من طرق ورجال هذا رجال الصحيح غير محمد بن عبد الرحمن بن عرق وهو ثقة، مجمع الروايات ۸۷/۸

۱۱۱. হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে বিশ্র (রাযঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, (মানুষের) ঘরে (প্রবেশ করিবার অনুমতি লওয়ার জন্য তাহাদের) দরজার সম্মুখে দাঁড়াইও না। কেননা হইতে পারে ঘরের ভিতর দৃষ্টি পড়িয়া যাইবে। বরং দরজার (ডান অথবা বাম) পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অনুমতি চাও। যদি তোমাকে অনুমতি দেওয়া হয় তবে প্রবেশ কর। নচেৎ ফিরিয়া আস।

(তাবারানী, মাজমায়ে ঘাওয়ায়েদ)

۱۱۲- عن ابن عمر رضي الله عنهمَا عن النبي ﷺ قال: لا يقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ. رواه البخاري، باب لا يقيم الرجل

الرجل..... رقم: ۶۲۶۹

۱۱۲. হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন ব্যক্তির জন্য ইহার অনুমতি নাই যে, অন্য কাহাকেও তাহার জায়গা হইতে উঠাইয়া নিজে ঐ জায়গায় বসিয়া পড়িবে। (বৌখারী)

۱۱۳- عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ . رواه مسلم، باب إذا قام من

محله..... رقم: ۵۶۸۹

۱۱۳. হয়রত আবু হোরায়রা (রাযঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি নিজের জায়গা হইতে (কোন প্রয়োজনে) উঠিয়াছে এবং পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছে তখন ঐ জায়গায় (বসিবার) ঐ ব্যক্তিই অধিক হকদার। (মুসলিম)

- ۱۱۴- عَنْ عُمَرِ بْنِ شَعْبَنَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ جَيْهٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَامًا قَالَ لَا يَجْلِسُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلَّا يَأْذِيهِمَا. رواه

أبو داؤد، باب في الرجل بجلس رقم: ۴۸۴

۱۱۵. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দুই ব্যক্তির মাঝখানে তাহাদের অনুমতি ব্যতীত যেন বসা না হয়।

(আবু দাউদ)

- ۱۱۵- عَنْ حَدِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَامًا مَنْ جَلَسَ وَسْطَ الْحَلْقَةِ. رواه أبو داؤد، باب الجلوس وسط الحلقة، رقم: ۴۸۲۶

۱۱۵. হযরত হোয়ায়ফা (রাযঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তির উপর লান্ত করিয়াছেন, যে মজলিসের মাঝখানে বসে। (আবু দাউদ)

ফায়দা : মজলিসের মাঝখানে উপবেশনকারী দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে বুরানো হইয়াছে যে মানুষের কাঁধের উপর দিয়া ডিজাইন মজলিসের মাঝখানে আসিয়া বসে। আর এক অর্থ এই যে, কিছু লোক গোলাকার হইয়া বসিয়া আছে এবং প্রত্যেকেই একজন আরেকজনের সামনাসামনি বসা আছে, এক ব্যক্তি আসিয়া এমনভাবে গোলাকারের মাঝখানে বসিয়া গেল যে, কিছুলোকের সামনাসামনি বসা বাকী থাকিল না।

(আরাফতুল হাদীস)

- ۱۱۶- عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَامًا مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَيَكُرِمْ ضَيْفَهُ، فَإِلَهُ ثَلَاثَةَ قَالَ: وَمَا كَرَامَةُ الضَّيْفِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا جَلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ. رواه أحمد/ ۲۶

۱۱۶. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও আখেরাতের দিনের উপর ঈমান রাখে তাহার উচিত, যেন আপন মেহমানের একরাম করে। তিনি এই কথা তিনবার এরশাদ করিলেন। এক ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, মেহমানের একরাম fকি? এরশাদ করিলেন, h(মেহমানের একরাম) eতিন দিন (al-tin) dিন

যদি মেহমান থাকে তবে মেহমানকে খাওয়ান মেজবানের পক্ষ হইতে এহসান (অনুগ্রহ) হইবে। অর্থাৎ তিন দিন পর খানা না খাওয়ান অভদ্রতার অস্তর্ভূক্ত নয়। (মুসলাদে আহমাদ)

١١٧- عَنِ الْمَقْدَامِ أَبْنِ كَرِيْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
أَيْمَّا رَجُلٌ أَضَافَ قَوْمًا فَأَصْبَحَ الضَّيْفَ مَخْرُومًا فَإِنَّ نَصْرَةَ حَقِّ
عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَقُّ يَأْخُذُ بِقِرَائِ لَيْلَةً مِنْ ذَرْعِهِ وَمَالِهِ.

رواہ أبو داؤد، باب ما جاء في الضيافة، رقم: ٣٧٥١

১১৭. হ্যরত মেকদাম আবু কারীমা (রায়িঃ) রেওয়ায়াত করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন গোত্রে (কাহারও নিকট) মেহমান হইল এবং সকাল পর্যন্ত ঐ মেহমান (খানা হইতে) বধিত ধাকিল অর্থাৎ তাহার মেজবান রাত্রে মেহমানের মেহমানদারী করে নাই, এমতাবস্থায় তাহার সাহায্য করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। এমনকি সে মেজবানদের সম্পদ ও শস্য হইতে নিজ রাত্রের মেহমানীর পরিমাণ উসুল করিয়া লইবে। (আবু দাউদ)

ফায়দা : ইহা ঐ অবস্থায় যখন মেহমানের নিকট খানাপিনার ব্যবস্থা না থাকে এবং সে বাধ্য হয়। আর যদি এই অবস্থা না হয় তবে ভদ্রতা হিসাবে মেহমানদারী করা মেহমানের হক। (মাজাহেরে হক)

١١٨- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْيَدِ بْنِ عَمِيرٍ رَحْمَةُ اللَّهِ لَهُ: دَخَلَ عَلَى جَابِرٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي نَفْرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَدِمَ إِلَيْهِمْ خَيْرَاً
وَخَلْأً، قَالَ: كُلُوا فَلَيْسَ سِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: نَعَمْ
الِإِدَامُ الْخُلُّ، إِنَّهُ هَلَّاكَ بِالرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ النَّفْرُ مِنْ إِخْرَانِهِ
فَيُخَفِّرَ مَا فِي بَيْتِهِ أَنْ يَقْدِمَهُ إِلَيْهِمْ، وَهَلَّاكَ بِالْقَوْمِ أَنْ يَخْتَفِرُوا مَا
قَدِمَ إِلَيْهِمْ، رواه أحمد والطبراني في الأوسط وأبو بعلی إلا أنه قال: وَكَفَى
بِالْمَرْءِ شَرًا أَنْ يَخْتَفِرَ مَا قَرِبَ إِلَيْهِ، وفي إسناد أبي طالب القاسم هو
ولم أعرفه وبقية رجال أبي بعلی وتفقا. وفي الحاشية: أبو طالب القاسم هو
يعسى بن يعقوب بن مدرك ثقة، مصحح الزوائد/٢٢٨

১১৮. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমায়ের (রহঃ) বলেন, হ্যরত জাবের (রায়িঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের এক জ্ঞানাতের সুহিত আগুব নিকট তর্কীয় আনিলেন।

for more videos <https://youtube.com/annaaba>

হয়রত জাবের (রায়িৎ) সাথীদের সামনে রুটি ও সিরকা পেশ করিলেন এবং বলিলেন, ইহা খাও, কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, সিরকা উত্তম সালন। মানুষের জন্য ধৰ্ষণ যে, তাহার কয়েকজন ভাই তাহার নিকট আসে, আর সে ঘরে যাহা আছে উহা তাহাদের সামনে পেশ করাকে কম মনে করে, এবং লোকদের জন্য ধৰ্ষণ যে, তাহাদের সামনে যাহা পেশ করা হয় তাহারা উহাকে তুচ্ছ ও কম মনে করে। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, মানুষের খারাবীর জন্য ইহা যথেষ্ট যে, যাহা তাহার সম্মুখে পেশ করা হয় সে উহাকে কম মনে করে।

(মুসনাদে আহমদ, তাবারানী, আবু ইয়ালা, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

— ১১৯ —
**عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الْعَطَاسَ وَيُكْرِهُ التَّثَاوُبَ، فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللَّهَ كَانَ
 حَقًا عَلَى كُلِّ مُسْلِيمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، وَأَمَّا
 التَّثَاوُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَنَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلَيْرِدُهُ مَا
 اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ أَحَدُكُمْ إِذَا تَنَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ.** رواه

البعاري، باب إذا تاءب فليضع يده على فيه، رقم: ٦٢٢٦

১১৯. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা হাঁচি পছন্দ করেন এবং হাই অপছন্দ করেন। যখন তোমাদের মধ্য হইতে কাহারও হাঁচি আসে এবং সে আলহামদুলিল্লাহ বলে তখন প্রত্যেক ঐ মুসলমানের জন্য যে উহা শোনে জওয়াবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা জরুরী। আর হাই তোলা শয়তানের পক্ষ হইতে হয়। অতএব যখন তোমাদের মধ্য হইতে কাহারও হাই আসে তখন যথাসম্ভব উহাকে প্রতিহত করা চাই। কেননা যখন তোমাদের মধ্য হইতে কেহ হাই তোলে তখন শয়তান হাসে। (বোখারী)

— ১২০ —
**عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ عَادَ
 مِنْهُنَا أَوْ زَارَ أَخَاهُ لَهُ فِي اللَّهِ نَادَاهُ مُنَادٌ أَنْ طَبَّ وَطَابَ مَمْشَاكَ
 وَتَبَوَّاتَ مِنَ الْجَنَّةِ مُنْزَلًا.** رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب

ما جاء في زيارة الأشواط، رقم: ٢٠٠٨

for more books <https://youtube.com/alamin5g>

১২০. হ্যরত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন অসুস্থ লোককে দেখার জন্য অথবা আপন মুসলমান ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য যায় তখন একজন ফেরেশতা ডাকিয়া বলে তুমি বরকতময়, তোমার চলা বরকতময় আর তুমি জানাতে ঠিকানা বানাইয়া লইয়াছ। (তিরমিয়ী)

— ۱۲۱ —
عَنْ قَوْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ عَادَ مَرِيْضًا لَمْ يَزَلْ فِي حَرْفَةِ الْجَنَّةِ.
قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا حَرْفَةُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: جَنَّاهَا. رواه مسلم، باب فضل عبادة

المريض، رقم: ٦٥٤

১২১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযাদকৃত গোলাম হ্যরত সওবান (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখিতে যায় সে জানাতের খোরফার ভিতরে থাকে। জিজ্ঞাসা করা হইল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! জানাতের খোরফা কি? এরশাদ করিলেন, জানাত হইতে আহরিত ফল। (যুসলিয়)

— ۱۲۲ —
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَخْسَنَ الْوُضُوءَ وَعَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمُ مُخْتَبِسًا بَوْعِدَ مِنْ جَهَنَّمَ مَسِيرَةَ سَبْعِينَ حَرِيقَةً قُلْتُ: يَا أَبَا حَمْزَةَ وَمَا الْغَرِيفُ؟
قَالَ: الْعَامُ. رواه أبو داود، باب فضل العبادة على وضوء، رقم: ٣٩٧

১২২. হ্যরত আনাস ইবনে মালেক (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি ভালভাবে ওজু করে অতঃপর সওয়াবের আশা লইয়া আপন মুসলমান অসুস্থ ভাইকে দেখিতে যায়, তাহাকে দোষখ হইতে সন্তুর খরীফ দূর করিয়া দেওয়া হয়। হ্যরত সাবেত বানানী (রহঃ) বলেন, আমি হ্যরত আনাস (রায়িৎ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আবু হাময়া ! খরীফ কাহাকে বলে? বলিলেন, বৎসরকে বলে। অর্থাৎ সন্তুর বৎসরের দূরত্ব পরিমাণ দোষখ হইতে দূরে সরাইয়া রাখা হয়। (আবু দাউদ)

١٢٣- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: أيا رجُل يَعْوَذُ مِنِّي فَإِنَّمَا يَخْرُجُ فِي الرَّحْمَةِ، فَإِذَا قَدِمَ عِنْدَ الْمَرِيضِ غَمْرَتْهُ الرَّحْمَةُ قال: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لِصَحِيفَةِ الدِّينِ يَعْوَذُ الْمَرِيضُ فَالْمَرِيضُ مَا لَهُ؟ قَالَ: تُحَاطُّ عَنْهُ ذُنُوبُهُ. رواه أحمد ١٧٤/٣

১২৩. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখিতে যায় সে রহমতের মধ্যে ডুব দেয়। যখন সে অসুস্থ ব্যক্তির নিকট বসিয়া যায় তখন রহমত তাহাকে ঢাকিয়া লয়। হযরত আনাস (রাযঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই ফয়লত তো আপনি ঐ সুস্থ ব্যক্তির জন্য এরশাদ করিলেন যে অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখিতে যায়, কিন্তু স্বয়ং অসুস্থ ব্যক্তি কি পায়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তাহার গুনাহ মাফ হইয়া যায়। (মুসনাদে আহমদ)

١٢٤- عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: من عاد مريضاً خاصاً في الرحمة، فإذا جلس عنده استفتح فيها. رواه
أحمد ٤٦٠/٣ وفى حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه عند الطبراني فى الكبير
والاوسيط: وإذا قام من عنده فلا يزال يخوض فيها حتى يرجع من حيث خرج. ورجاله موثقون، مجمع الزوائد ٢٢/٣

১২৪. হযরত কাব ইবনে মালেক (রাযঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন অসুস্থ লোককে দেখিতে যায় সে রহমতের মধ্যে ডুব দেয় এবং (যখন অসুস্থ লোককে দেখিবার জন্য) তাহার নিকট বসে তখন সে রহমতের মধ্যে অবস্থান করে। (মুসনাদে আহমদ)

হযরত আমর ইবনে হায়ম (রাযঃ) এর বর্ণনায় আছে যে, অসুস্থ ব্যক্তির নিকট হইতে উঠিয়া যাওয়ার পরও সে রহমতের মধ্যে ডুব দিতে থাকে। যে পর্যন্ত না সে যেখান হইতে অসুস্থকে দেখার জন্য রওয়ানা হইয়াছিল সেখানে পৌছিয়া যায়। (তাবারানী, মাজমায়ে রওয়ায়ে)

١٢٥ - عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول: ما من مسلم يغود مسلماً غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يُمسى، وإن عاده غوثية إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يُبصِّرَ وَكَانَ لَهُ خَرْفَنْ فِي الْجَمِيعَةِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث

غريب حسن، باب ما جاء في عبادة العريض، رقم: ٩٩٩

১২৫. হযরত আলী (রায়িৎ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে মুসলমান কোন অসুস্থ মুসলমানকে সকালে দেখিতে যায়, সক্ষ্য পর্যন্ত সন্তুর হাজার ফেরেশতা তাহার জন্য দোয়া করিতে থাকে। আর যে সক্ষ্যায় দেখিতে যায়, সকাল পর্যন্ত সন্তুর হাজার ফেরেশতা তাহার জন্য দোয়া করিতে থাকে এবং জামাতে সে একটি বাগান পায়। (তিরমিয়ী)

١٢٦ - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قاتلني النبي ﷺ: إذا دخلت على مريض فمرة أن يدعوك لك، فإن دعاءك كدعاة الملائكة. رواه ابن ماجه، باب ما جاء في عبادة العريض، رقم: ١٤٤١

১২৬. হযরত উমর ইবনে খাতুব (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এরশাদ করিয়াছেন, যখন তুমি অসুস্থ ব্যক্তির নিকট যাও তখন তাহাকে বল, সে যেন তোমার জন্য দোয়া করে। কেননা তাহার দোয়া ফেরেশতাদের দোয়ার মত (কবুল হয়)।

(ইবনে মাজাহ)

١٢٧ - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا جلوسًا مع رسول الله ﷺ، إذ جاءه رجل من الأنصار فسلم عليه، ثم أذبر الأنصاري، فقال رسول الله ﷺ: يا أبا الأنصار! كيف أخى سعد بن عبدة؟ فقال: صالح، فقال رسول الله ﷺ: من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه، ونحن بضعة عشر، ما علينا بعاف ولا حفاف ولا قلنس ولا قفص نمشي في تلك السباع حتى جتنا، فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله ﷺ وأصحابه الذين معه. رواه مسلم، باب في عبادة العريض، رقم: ١٣٨

১২৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাসা ছিলাম একজন

আনসারী সাহাবী *idāsiyyah* তাহাকে / সালাম করিলেন। আরগার ফিরিয়া যাইতে লাগিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আনসারী ভাই! আমার ভাই সাদ ইবনে ওবাদা কেমন আছেন? তিনি আরজ করিলেন, ভাল আছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাহার সহিত বসা সাহাবায়ে কেরামকে) এরশাদ করিলেন, তোমাদের মধ্য হইতে কে তাহাকে দেখিতে যাইবে? ইহা বলিয়া তিনি দাঁড়াইয়া গেলেন। আমরা ও তাহার সহিত দাঁড়াইয়া গেলাম। আমরা দশজনের অধিক লোক ছিলাম। আমাদের নিকট না জুতা ছিল, না ঘোজা, না টুপি, না কার্মিস। আমরা এই পাথরময় জমিনের উপর চলিয়া হয়রত সাদ (রায়িৎ) এর নিকট বসিলাম। (তখন) তাহার কওমের যে সমস্ত লোক তাহার নিকট ছিল তাহারা পিছনে সরিয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাহার সঙ্গী সাহাবায়ে কেরাম হয়রত সাদ (রায়িৎ) এর নিকটে পৌছিয়া গেলেন। (মুসলিম)

١٢٨- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنَّه سمعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: خَمْسٌ مِّنْ عَمَلِهِنَّ فِي يَوْمِ كَبَّةِ اللَّهِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ: مَنْ عَادَ مَرِيضًا، وَشَهَدَ جَنَازَةً، وَصَامَ يَوْمًا، وَرَأَخَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَرَ بِرَبِّهِ.
رَبَّهُ . رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده قوي ٦/٧

১২৮. হয়রত আবু সাউদ খুদরী (রায়িৎ) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন, যে ব্যক্তি পাঁচটি আমল এক দিনে করিয়াছে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে জান্নাতবাসীদের মধ্যে লিখিয়া দেন—অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখিতে গিয়াছে, জানায়ায় শরীক হইয়াছে, রোধা রাখিয়াছে, জুমআর নামাযে গিয়াছে এবং গোলাম আজাদ করিয়াছে। (ইবনে হিকান)

١٢٩- عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَ صَابِرًا عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ مَرِيضًا كَانَ صَابِرًا عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى إِمَامٍ يُغَزِّرُهُ كَانَ صَابِرًا عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ لَمْ يَغْتَبْ إِنْسَانًا كَانَ صَابِرًا عَلَى اللَّهِ.
رواه ابن حبان، قال

১২৯. হ্যরত মুহাম্মদ ইবনে জাবাল (রায়ঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করেন, যে আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জিহাদ করে সে আল্লাহ তায়ালার জিম্মাদারীর মধ্যে আছে। যে অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখিতে যায় সে আল্লাহ তায়ালার জিম্মাদারীতে আছে। যে সকাল অথবা সন্ধ্যায় মসজিদে যায় সে আল্লাহ তায়ালার জিম্মাদারীতে আছে। যে কোন শাসকের নিকট তাহার সাহায্য করিবার জন্য যায় সে আল্লাহ তায়ালার জিম্মায় আছে। আর যে নিজ ঘরে এঘনভাবে থাকে যে কাহারও গীবত করে না সে আল্লাহ তায়ালার জিম্মাদারীতে আছে।

(ইবনে হিবান)

١٣٠- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: من أضبع منكم اليوم صائمًا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا، قال: فمن أتبع منكم اليوم جنارة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا، قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكيناً؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا، قال: فمن عاد منكم اليوم مريضاً؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا، قال: ما اجتمعن في أمرٍ بِإلا دخل الجنة. رواه مسلم، باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، رقم: ٦١٨٢

১৩০. হ্যরত আবু হোরায়রা (রায়ঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, আজকে তোমাদের মধ্য হইতে কে রোষ্য রাখিয়াছে? হ্যরত আবু বকর (রায়ঃ) আরজ করিলেন, আমি। অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ তোমাদের মধ্য হইতে কে জানায়ার সহিত গিয়াছে? হ্যরত আবু বকর (রায়ঃ) আরজ করিলেন, আমি। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ তোমাদের মধ্য হইতে মিসকীনকে কে খানা খাওয়াইয়াছে? হ্যরত আবু বকর (রায়ঃ) আরজ করিলেন, আমি। জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ তোমাদের মধ্য হইতে কে অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখিতে গিয়াছে? হ্যরত আবু বকর (রায়ঃ) আরজ করিলেন, আমি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যে কোন ব্যক্তির মধ্যে এই বিষয়গুলি জমা হইবে সে অবশ্যই জাহাতে দাখেল হইবে। (মুসলিম)

١٣١- عن ابن عباس رضي الله عنهمَا عن النبي ﷺ قال: ما من عبد مسلم يغزو دُرِّيضاً لم يحضر أجله فيقول سبع مرات: أنسٌ الله

الْعَظِيمُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ إِلَّا غُوفِيٌّ. رواه الترمذى وقال:

هذا حديث حسن غريب، باب ما يقول عند عبادة المريض، رقم: ۲۰۸۳

١٣١. হযরত ইবনে আবুস (রায়ি) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন কোন মুসলমান বান্দা কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখিতে যায় এবং সাতবার এই দোষা পড়ে—

أَنَّ اللَّهَ الْعَظِيمُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ

‘আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট চাহিতেছি যিনি মহান, মহান তারশের মালিক, তিনি যেন তোমাকে সুস্থ করিয়া দেন।’

সে অবশ্যই সুস্থ হইবে। হাঁ যদি তাহার মতুর সময় আসিয়া গিয়া থাকে তবে ভিন্ন কথা। (তিরমিয়ী)

١٣٢- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: من شهد

الجنازة حتى يصلى عليه فله قيراط، ومن شهد لها حتى تدفن فله

قيراطان، قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبارين العظيمين. رواه

مسلم، باب فضل الصلاة على الجنازة وتأييدها، رقم: ۲۱۸۹ وفى رواية له:

أضفرهما مثل أحجار. رقم: ۲۱۹۲

১৩২. হযরত আবু হোরায়রা (রায়ি) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি জানায়ায় হাজির হয় এবং জানায়ার নামায হওয়া পর্যন্ত জানায়ার সহিত থাকে তাহার এক কীরাত সওয়াব লাভ হয়। আর যে ব্যক্তি জানায়ায হাজির হয় এবং দাফন শেষ হওয়া পর্যন্ত জানায়ার সহিত থাকে তাহার দুই কীরাত সওয়াব লাভ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইল, দুই কীরাত কি? এরশাদ করিলেন, (দুই কীরাত) দুইটি বড় পাহাড়ের সমান। আরেক রেওয়ায়াতে আছে যে, তন্মধ্যে ছোট পাহাড়টি অঙ্গ পাহাড়ের মত। (মুসলিম)

١٣٣- عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ قال: ما من ميت يصلى

عليه أمة من المسلمين يتلقوه مائة، كلهم يشفعون له إلا شفعوا

for more videos <https://youtube.com/annaaba>

১৩৩. হযরত আয়েশা (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে মৃতের উপর মুসলমানদের একটি বড় জামাত নামায পড়ে যাহার সংখ্যা একশত পর্যন্ত পৌছিয়া যায় এবং তাহারা সকলেই আল্লাহ তায়ালার নিকট এই মৃতের জন্য সুপারিশ করে অর্থাৎ ক্ষমা ও রহমতের দোয়া করে তাহাদের সুপারিশ অবশ্যই কবুল হইবে। (মুসলিম)

১৩৪- عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: من عزى مصاباً
فله مثل أجره. رواه الترمذى وقال: هذا حديث غريب، باب ما جاء في أجر من
عزى مصاباً، رقم: ١٠٧٣

১৩৪. হযরত আবদুল্লাহ (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্তকে সান্ত্বনা দেয় সে উক্ত বিপদগ্রস্ত লোকের মত সওয়াব পায়।

(তিরমিয়ী)

১৩৫- عن محمد بن عمرو بن حزم رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال:
ما من مؤمن يعزى أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبعة من
حelli الكرامة يوم القيمة. رواه ابن ماجه، باب ما جاء في ثواب من عزى
مصاباً، رقم: ١٦٠١

১৩৫. হযরত মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হায়ম (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে মুমিন আপন কোন মুমিন ভাইয়ের মুসীবতে তাহাকে ছবর করার ও শাস্ত থাকার জন্য বলে, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তাহাকে ইজ্জতের পোশাক পরাইবেন। (ইবনে মাজাহ)

১৩৬- عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله ﷺ على
أبي سلمة وقد شق بصره، فاغمضه، ثم قال: إن الرؤوح إذا قبض
نبعه البصر ففتح ناس من أهله فقال: لا تذعوا على أنفسكم إلا
بعين، فإن الملائكة يؤمّنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر
لأبي سلمة وازفع درجته في المهدتين وآخلفه في عقيمه في
الفايرين، وأغفر لـنا ولـه يا رب العالمين، وأفسح له في قبره،

১৩৬. হ্যরত উম্মে সালামা (রায়িহ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু সালামার এন্টেকালের পর তশরীফ আনিলেন। হ্যরত আবু সালামা (রায়িহ) এর চোখ দুইটি খোলা ছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা বন্ধ করিলেন এবং এরশাদ করিলেন, যখন রাহ কবজ করা হয় তখন চোখ গমনকারী রাহকে দেখিবার জন্য উপরে উঠিয়া থাকিয়া যায়। (এইজন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার চোখ বন্ধ করিলেন।) তাহার ঘরের কিছু লোক আওয়াজ করিয়া কান্নাকাটি শুরু করিয়া দিল। (হইতে পারে কোন অসঙ্গত কথাও তাহারা বলিয়াছে।) তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তোমরা নিজেদের জন্য শুধু ভালোর দোয়া কর। কেননা ফেরেশতা তোমাদের দোয়ার উপর আমীন বলে। অতঃপর তিনি দোয়া করিলেন—

اللَّهُمَّ اغْفِرْ

لِأَبِي سَلَمَةَ وَأَرْفَعْ دَرْجَةَ فِي الْمَهْدِيَّينَ وَأَخْلَقْهُ فِي عَيْبِهِ فِي الْغَائِبِينَ،
وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَارَبِّ الْعَالَمِينَ! وَافْسِحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوْزَ لَهُ فِيهِ.

অর্থ ৪ হে আল্লাহ ! আবু সালামাকে মাফ করিয়া দিন। তাহাকে হেদায়াতপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে শামিল করিয়া তাহার মর্যাদা বুলন্দ করিয়া দিন। তাহার পর যাহারা রহিয়া গিয়াছে তাহাদের নেগাহ্ৰানী কৰুন। হে রাবুল আলামীন ! আমাদের এবং তাহার মাগফেরাত করিয়া দিন। তাহার কবরকে প্রশস্ত করিয়া দিন এবং তাহার কবরকে আলোকিত করিয়া দিন।

(মুসলিম)

ফায়দা ৪ যখন কোন ব্যক্তি অন্য কোন মুসলমানের জন্য এই দোয়া করিবে তখন ‘আবি সালামা’র স্থলে মৃত ব্যক্তির নাম লাইবে এবং নামের পূর্বে যেরযুক্ত লাম লাগাইবে। যেমন লিয়াইদিন বলিবে।

৭-عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: دَعْوَةُ
الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لَا يُغْنِي بِظُهُورِ الْغَيْبِ - مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلْكٌ
مُؤْكَلٌ، كُلُّمَا دَعَا لِأَخْرِيٍّ يُغْنِي قَالَ الْمَلْكُ الْمُؤْكَلُ بِهِ: آمِنٌ،
وَلَكَ بِمُثْلِي. رواه مسلم، باب فضل الدعاء للمسلمين بظهور الغيب، رقم: ১৯২৯

১৩৭- হ্যরত আবু দারদা (রায়িৎ) বলেন, **রাম্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু**
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিতেন, মুসলমানের দোয়া আপন
মুসলমানের জন্য তাহার অনুপস্থিতিতে কবুল হয়। দোয়াকারীর মাথার
দিকে একজন ফেরেশতা নির্ধারিত আছে। যখনই এই দোয়াকারী আপন
ভাইয়ের জন্য মঙ্গলের দোয়া করে তখন উহার উপর ঐ ফেরেশতা আমীন
বলে এবং (দোয়াকারীকে) বলে আল্লাহ তায়ালা তোমাকেও এইরূপ কল্যাণ
দান করুন যাহা তুমি আপন ভাইয়ের জন্য চাহিয়াছ। (মুসলিম)

১৩৮- عن أنس رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: لا يؤمن أحدكم حتى
يُحب لأخيه ما يُحِب لنفسه. رواه البخاري، باب من الإيمان أن يحب
الله ورسوله ٢٠٠، حديث ١٠٠

১৩৮. হ্যরত আনাস (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে কেহ
কেহ সময় পর্যন্ত (পূর্ণ) ঈমানওয়ালা হইতে পারিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত
আপন মুসলমান ভাইয়ের জন্য উহাই পছন্দ না করিবে যাহা নিজের জন্য
পছন্দ করে। (বোখারী)

১৩৯- عن خالد بن عبد الله القسري رَحْمَةُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ
جَدِّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَتُحِبُ الْجِنَّةَ؟
قَالَ: فَلَمَّا نَعَمْ قَالَ: فَأَحِبُ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُ لِنَفْسِكَ. رواه
أحمد ٤٧٠

১৪০. হ্যরত খালেদ ইবনে আবদুল্লাহ কুসারী (রহঃ) আপন পিতা
হইতে এবং তিনি আপন দাদা হইতে বর্ণনা করেন যে, তাহাকে রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তোমার কি জানাত
পছন্দ হয়? অর্থাৎ তুমি কি জানাতে যাওয়া পছন্দ কর? আমি আরজ
করিলাম, জ্ঞি হাঁ। এরশাদ করিলেন, আপন ভাইয়ের জন্য উহাই পছন্দ
কর যাহা নিজের জন্য পছন্দ কর। (মুসনাদে আহমাদ)

১৪০- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: إِنَّ الدِّينَ
الصِّيَحَةَ، إِنَّ الدِّينَ الصِّيَحَةَ، إِنَّ الدِّينَ الصِّيَحَةَ قَالُوا: لِمَنْ يَا
رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: لِلَّهِ، وَلِرَبِّكُمْ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ
وَعَامِلِهِمْ. رواه النسائي، باب الصيحة للإمام، رقم: ٤٢٠٤

১৪০. হ্যরত আবু হোয়ায়রা (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে দ্বীন এখলাস ও ওয়াদা পালনের নাম, নিঃসন্দেহে দ্বীন এখলাস ও ওয়াদা পালনের নাম, নিঃসন্দেহে দ্বীন এখলাস ও ওয়াদা পালনের নাম। সাহাবায়ে কেরাম (রায়িৎ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কাহার সহিত এখলাস ও ওয়াদা পালন? এরশাদ করিলেন, আল্লাহ তায়ালার সহিত, আল্লাহ তায়ালার রাসূলের সহিত, আল্লাহ তায়ালার কিতাবের সহিত, মুসলমানদের শাসকদের সহিত এবং তাহাদের সর্বসাধারণের সহিত। (নাসায়ী)

ফায়দা : আল্লাহ তায়ালার সহিত এখলাস ও ওয়াদা পালনের অর্থ এই যে, তাহার উপর উমান আনা হয়, তাহাকে পরম মহৱত করা হয়, তাহাকে ভয় করা হয়, তাহার আনুগত্য ও এবাদত করা হয় এবং তাহার সহিত কাহাকেও শরীক করা হয় না।

আল্লাহ তায়ালার কিতাবের সহিত এখলাস ও ওয়াদা পালন এই যে, উহার উপর উমান আনা হয়, উহার আদব ও সম্মানের হক আদায় করা হয়, উহার এলেম হাসিল করা হয়, উহার এলেম প্রচার করা হয় এবং উহার উপর আমল করা হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত এখলাস ও ওয়াদা পালন এই যে, তাঁহাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা হয়, তাঁহার সম্মান করা হয়, তাঁহাকে ও তাঁহার সুন্নতকে মহৱত করা হয়, তাঁহার তরীকাকে জিন্দা করা হয়, তাঁহার আনিত দাওয়াতকে প্রচার করা হয় এবং অন্তর দ্বারা তাঁহার অনুসরণের মধ্যে নিজের নাজাত বিশ্বাস করা হয়।

মুসলমানদের শাসকদের সহিত এখলাস ও ওয়াদাপালন এই যে, তাহাদের জিম্মাদারী আদায়ের ব্যাপারে তাহাদিগকে সাহায্য করা হয়, তাহাদের প্রতি ভাল ধারণা রাখা হয়, যদি তাহাদের কোন ভুলক্রটি নজরে আসে তবে উত্তম পছাড় উহার সংশোধনের চেষ্টা করা হয়, তাহাদিগকে ভাল পরামর্শ দেওয়া হয় এবং জায়েয কাজে তাহাদের কথা মানা হয়।

সাধারণ মুসলমানদের সহিত এখলাস ও ওয়াদা পালন এই যে, তাহাদের সহানুভূতি ও কল্যাণ কামনার পুরা পুরা খেয়াল রাখা হয়, তন্মধ্যে নম্মতা ও এখলাসের সহিত তাহাদিগকে দ্বীনের প্রতি মনোযোগী করা, তাহাদিগকে দ্বীন শিক্ষা দেওয়া তাহাদের স্বভাবে নেক কাজের প্রতি আগ্রহপূর্ণ করার বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। তাহাদের উপর নিজের

উপকার ও তাহাদের ক্ষতি নিজের ক্ষতি মনে করা হয়। যথাসম্ভব তাহাদের সাহায্য করা হয়, তাহাদের হক আদায় করা হয়। (নবজী)

١٣١ - عَنْ قَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ حَوْضِي مَا بَيْنَ عَدَنَ إِلَى عَمَانِ، أَشْكَابَةَ عَدَدُ النَّجُومِ، مَارْأَةَ أَشَدَّ بَيَاضًا مِنْ الْفَلْقِ وَأَخْلَى مِنَ الْعَصْلِ، أَوْلُ مَنْ يَرِدُهُ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ، قُلْنَاتِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفَتُهُمْ لَنَا، قَالَ: شُفِّعْتُ الرُّؤُوسَ، دُفَسُ الْبَيَابَانِ الَّذِينَ لَا يَنْكِحُونَ الْمُتَعَمِّدَاتِ، وَلَا تُفْتَحُ لَهُمُ السَّدَّدُ، الَّذِينَ يُعْطَوْنَ مَا عَلَيْهِمْ، وَلَا يُعْطَوْنَ مَا لَهُمْ. رواه الطبراني ورحالة رجال الصحيح، مجمع الروايات. ٤٥٧/١.

১৪১. হযরত ছাওবান (রাযঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার হাউজের জায়গা আদান হইতে আস্মান পর্যন্ত দূরত্বের সমান। উহার পেয়ালা সংখ্যার দিক দিয়া আসমানের তারকাসমূহের মত (অসংখ্য)। উহার পানি বরফের চাইতে বেশী সাদা এবং মধুর চাইতে বেশী মিষ্ট। এই হাউজের উপর যে সমস্ত লোক সর্বপ্রথম আসিবে তাহারা হইবেন গরীব মুহাজিরগণ। আমরা আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদেরকে বলিয়া দিন ঐ সমস্ত লোক কাহারা হইবেন? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, এলোমেলো চুলওয়ালা। ময়লাযুক্ত পোশাকওয়ালা। যাহারা নাজ-নেয়ামতের মধ্যে পালিত নারীদেরকে বিবাহ করিতে পারে না। যাহাদের জন্য দরজা খোলা হয় না। অর্থাৎ যাহাদেরকে খোশ আমদেদ বলা হয় না এবং তাহারা ঐ সমস্ত হক আদায় করে যাহা তাহাদের জিম্মায় রহিয়াছে, অথচ তাহাদের হক আদায় করা হয় না।

(তাবারানী, মাজুমায়ে যাওয়ায়েদ)

ফায়দা : আদান ইয়ামানের বিখ্যাত একটি জায়গা। আর আস্মান জর্দানের বিখ্যাত শহর। পরিচয়ের জন্য এই হাদীসে আদান ও আস্মান শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। অর্থ এই যে, এই দুনিয়াতে আদান ও আস্মানের মধ্যে যতটুকু দূরত্ব আখ্যেরাতে হাউজের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এই দূরত্বের সমান। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, হাউজের জায়গা অবিকল এতটুকু দূরত্বের সমান বরং ইহা বুকাইবার জন্য যে, হাউজের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ শত শত মাইল জুড়িয়া প্রসারিত রহিয়াছে। (মাআরেফুল হাদীস)

١٣٢- عن حَدِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَكُونُوا إِمَّةً تَقُولُونَ: إِنَّ أَخْسَنَ النَّاسُ أَخْسَأً، وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا، وَلَكِنْ وَطَبَّنُوا أَنفُسَكُمْ، إِنَّ أَخْسَنَ النَّاسُ أَنْ تُحْسِنُوا، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوهُمْ. رواه الترمذى وقال: هنا حديث حسن غريب، باب ما جاء في الإحسان

والعفر، رقم: ٢٠٠٧

١٤٢. হযরত হোয়ায়ফা (রায়ি)⁸ বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা অন্যদের দেখাদেখি কাজ করিও না অর্থাৎ এইরূপ বলিও না যে, যদি মানুষ আমাদের সহিত ভাল ব্যবহার করে তবে আমরাও তাহাদের সহিত ভাল ব্যবহার করিব আর মানুষ যদি আমাদের উপর জুলুম করে তবে আমরাও তাহাদের উপর জুলুম করিব। বরং তোমরা এই কথার উপর মজবুত থাক যে, লোকেরা যদি ভাল করে তবে তোমরাও ভাল করিবে। আর লোকেরা যদি খারাপ ব্যবহার করে তবুও তোমরা জুলুম করিবে না। (তিরমিয়ী)

١٣٣- عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنْهَا قَالَتْ: مَا النَّقْمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
لِنَفْسِي فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا أَنْ تُنْهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ فَيَنْقِمُ بِهَا اللَّهُ. (ومن بعض الحديث) رواه البخاري، باب قول النبي ﷺ: بسروا ولا تعسروا، رقم: ١١٦

١٤٣. হযরত আয়েশা (রায়ি)⁸ বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারে কখনও কাহারও নিকট হইতে প্রতিশোধ লন নাই। কিন্তু যখন আল্লাহ তায়ালার নিষিদ্ধ জিনিসের মধ্যে কেহ লিপ্ত হইত তখন তিনি আল্লাহ তায়ালার ছকুম অমান্য করিবার কারণে শাস্তি প্রদান করিতেন। (বোথারী)

١٣٤- عن أَبْنَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ
إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ، وَأَخْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ، فَلَهُ أَجْرٌ مَرْتَبٌ. رواه مسلم،

باب ثواب العبد، رقم: ٤٣٨

١٤٤. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রায়ি)⁸ হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে গোলাম নিজের মানবের সহিত কল্যাণকামিতা ও ওয়াদ রক্ষণ করে এবং

for more videos <https://youtube.com/annaaba>
আল্লাহ তায়ালার এবাদতও উত্তমরূপে করেন সে দ্বিতীয় সওয়াবের অধিকারী
হইবে। (মুসলিম)

١٣٥- عن عمران بن حبيب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له على زوج حق فمن أخره كان له بعده يوم صدقة. رواه أحمد ٤٤٢

১৪৫. হযরত ইমরান ইবনে ভসাইন (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তির অন্য কাহারও উপর কোন হক (করজ ইত্যাদি) রহিয়াছে এবং সে ঐ শুণগ্রস্ত ব্যক্তিকে আদায় করার ব্যাপারে সময় দেয় তাহার প্রত্যেকটি দিনের বদলে সদকার সওয়াব লাভ হইবে। (মুসনাদে আহমাদ)

١٣٦- عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْءَةِ الْمُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرْآنَ غَيْرَ الْفَالِيِّ فِيهِ وَالْجَاعِفِيِّ عَنْهُ، وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُفْسِطِ.

ابوداؤد، باب في تزييل الناس منازلهم، رقم: ٤٨٤٣

১৪৬. হযরত আবু মুসা আশআরী (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তিনি প্রকার লোকের একরাম করা আল্লাহ তায়ালার সম্মান করার অন্তর্ভুক্ত। এক—বৃদ্ধ মুসলমান, দ্বিতীয়—ঐ কুরআনে হাফেয় যে মধ্যপদ্ধার উপর থাকে, তৃতীয়—ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ। (আবু দাউদ)

ফায়দা : মধ্যপদ্ধার উপর থাকার অর্থ এই যে, কুরআন শরীফ তেলাওয়াতের এহতেমামও করে এবং রিয়াকারদের মত তাজবীদ ও হরফসমূহ আদায় করার মধ্যে সীমালংঘন না করে। (বজলুল মজহুদ)

١٣٧- عن أبي بكر رضي الله عنه قال: سيفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقُولُ: مَنْ أَكْرَمَ سُلْطَانَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الدُّنْيَا أَكْرَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الدُّنْيَا أَهَانَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

رواہ احمد و الطبرانی باختصار و رحال احمد ثقات، مجمع الرواائد

٣٨٨/٥

১৪৭. হযরত আবু বাকরাহ (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ

একরামে ইসলাম
সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিযাছি, যে
ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে দুনিয়াতে নিয়োজিত বাদশাহের
একরাম করে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তাহার একরাম করিবেন।
আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে দুনিয়াতে নিয়োজিত
বাদশাহের অসম্মান করে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে কিয়ামতের দিন
অপদস্থ করিবেন। (মুসনাদে আহমাদ, তাবরানী, মাজমায়ে ফা�ওয়ায়েদ)

١٢٨-عَنْ أَبْنَى عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
الْبَرَكَةُ مَعَ أَكَابِيرِكُمْ رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري ورواقته

الذهب ٦٢

১৪৮. হ্যরত ইবনে আববাস (রায়িহ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বরকত তোমাদের বড়দের সহিত রহিয়াছে। (মসতাদরাক হাকেম)

ଫାର୍ମଦା : ଅର୍ଥ ଏହି ଯେ, ଯାହାଦେର ବସନ୍ତ ବସନ୍ତ ଏବଂ ଏହି କାରଣେ ନେକୀଓ ବେଶୀ ତାହାଦେର ମଧ୍ୟେ ଆସେଇ ବରକତ ରହିଯାଛେ । (ହଶିଯା ତାରଗୀବ)

١٢٩- عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمني من لم يجعل كيرونا، ويرحم صغيرنا، ويغرف لعالمنا حقة. رواه أحمد والطبراني في الكبير وإسناده حسن، مجمع الرواية

۱۱۸/۱

১৪৯. হ্যৱত ওবাদা ইবনে সামেত (রায়ী) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমাদের বড়দের সম্মান করে না, আমাদের ছোটদের উপর দয়া করে না, এবং আমাদের আলৈমগণের হক বুঝে না, তাহারা আমার উস্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়। (মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী, মাজয়ায়ে খাওয়ায়েদ)

١٥٠- عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: أوصى
ال الخليفة من بعدي بخليفة الله، وأوصيه بجماعة المسلمين أن
يُعظّم كبارهم، ويُرَحِّم صغيرهم، ويُوَفِّر عالمهم، وأن لا يضر بهم
في ذلهم، ولا يُزِحْشُهُم في كفرهم، وأن لا يُخْصِيهِم فيقطع
نسلهم، وأن لا يُغْلِق بابه دونهم فيأكل قويهم ضعيفهم. رواه

১৫০. হ্যরত আবু উমামা (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি আমার পরবর্তী খলীফাকে আল্লাহ তায়ালা হইতে ভয় করিবার ওসিয়ত করিতেছি এবং তাহাকে মুসলমানদের জামাত সম্পর্কে এই অসিয়ত করিতেছি যে, সে যেন মুসলমানদের বড়দের সম্মান করে, তাহাদের ছোটদের উপর রহম করে, তাহাদের উলামাদের ইজ্জত করে, তাহাদেরকে এইরূপ প্রহার না করে যে, অপদষ্ট করিয়া দেয়। তাহাদেরকে এইরূপ ভয় না দেখায় যে, কাফের বানাইয়া দেয়। তাহাদেরকে খাসী না করে যে, তাহাদের বৎশ খতম করিয়া দেয় এবং আপন দরজা তাহাদের ফরিয়াদ শুনিবার জন্য বক্ষ না করে, যাহার কারণে শক্তিশালী লোক দুর্বলদিগকে খাইয়া ফেলে। অর্থাৎ জুলুম ব্যাপক হইয়া যায়। (বায়হাকী)

১৫১- عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله : أقليوا ذوى الهبات عزّاتِهِمْ إلَى الْعُذُوذِ . رواه أبو داود، باب في العد بشع

فه، رقم: ٤٣٧٥

১৫১. হ্যরত আয়েশা (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নেক লোকদের ভুলগ্রস্তি মাফ করিয়া দাও। হাঁ যদি তাহারা এমন কোন গুনাহ করে যে কারণে তাহাদের উপর হদ (দণ্ড) জারী হয়, তবে উহা মাফ করা হইবে না। (আবু দাউদ)

১৫২- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أنَّ السَّيِّدَ نَبِيَّنَا نَهَىٰ عَنْ تَنْفِي الشَّيْبِ وَقَالَ: إِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ . رواه الترمذى

و قال: هذا حديث حسن، باب ما جاء في النبي عن تنف الشيب، رقم: ١٨٢١

১৫২. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদা চুল উঠাইতে নিষেধ করিয়াছেন এবং এরশাদ করিয়াছেন যে, এই বার্ধক্য মুসলমানের নূর।

(তিরমিয়ী)

১৫৩- عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: لَا تَنْفِيَ الشَّيْبَ، فَإِنَّهُ نُورٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، وَخُطِّطَ عَنْهُ بِهَا خَطِئَةً، وَرُفِعَ لَهُ بِهَا ذَرَجَةً . رواه ابن

جبان، قال المحقق: إسناده حسن ٧/

১৫৩. হযরত আবু হোরায়া (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সাদা চুল উঠাইয়া ফেলিও না। কেননা ইহা কেয়ামতের দিন নূরের কারণ হইবে। যে ব্যক্তি ইসলামের অবস্থায় বৃক্ষ হয় অর্থাৎ যখন কোন মুসলমানের একটি চুল সাদা হয় তখন ইহার কারণে তাহার জন্য একটি নেকী লিখিয়া দেওয়া হয়, একটি গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয় এবং একটি মর্তবা বুলদ করিয়া দেওয়া হয়। (ইবনে হিবান)

١٥٣- عَنْ أَبْنِيْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَفْوَامًا يَخْتَصُّهُمْ بِالنَّعْمَ لِمَنَافِعِ الْعِبَادَ وَيُقْرَأُهَا فِيهِمْ مَا بَدَلُوهَا، فَإِذَا مَنَعُوهَا نَزَعَهَا مِنْهُمْ فَحَوَّلَهَا إِلَى غَيْرِهِمْ. رواه الطبراني

في الكبير، وأبونعم في الحلبة وهو حديث حسن، الحامع الصغير ٢٥٨

১৫৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা কিছু লোককে বিশেষভাবে নেয়ামতসমূহ এইজন্য দান করেন যাহাতে তাহারা মানুষের উপকার করে। যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা মানুষের উপকার করিতে থাকে আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে এইসব নেয়ামতের মধ্যেই রাখেন। আর যখন তাহারা এইরূপ করা ছাড়িয়া দেয়, তখন আল্লাহ তায়ালা তাহাদের হইতে নেয়ামতসমূহ লইয়া অন্যদেরকে দিয়া দেন। (তাবারানী, হিলইয়াতুল আওলিয়া, জামে সগীর)

١٥٤- عَنْ أَبِي ذَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَسْمَكُ فِي وَجْهِ أَخِينَكَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَأَنْفَكَ بِالْمَغْرُوفِ وَنَهَيْكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الْضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِئِ؛ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرُ وَالثَّوْنُ وَالْعَظَمُ عَنِ الْعَرْقِيِّ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِلْغَاغُكَ مِنْ دَلْوَكَ فِي دَلْوَكِ أَخِينَكَ لَكَ صَدَقَةٌ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء

في صنائع المعروف، رقم: ١٩٥٦

১৫৫. হযরত আবু যাব (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমার আপন (মুসলমান) ভাইয়ের জন্য মুচকি হাসি সদকা। কাহাকেও তোমার নেক কাজের হকুম

করা ও খারাপ কাজ হইতে ফিরাইয়া রাখা সদকা। কোন পথভ্রষ্টকে রাস্তা বলিয়া দেওয়া সদকা। দুর্বল দৃষ্টিসম্পন্ন লোককে রাস্তা দেখান সদকা। পাথর, কঁটা, হাজ্জি (ইত্যাদি) রাস্তা হইতে সরাইয়া দেওয়া সদকা এবং তোমার নিজের বালতি হইতে নিজ (মুসলমান) ভাইয়ের বালতিতে পানি ঢালিয়া দেওয়া সদকা। (তিরমিয়ী)

١٥٦ - عَنْ أَبْنَى عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: مَنْ مَشَى فِي حَاجَةٍ أَجْنِيَّ كَانَ خَيْرًا لَهُ مِنْ اغْتِكَافِهِ عَشْرَ سِنِينَ، وَمَنْ اغْتَكَفَ يَوْمًا ابْتَغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ ثَلَاثَ خَنَادِقَ، كُلُّ خَنَادِقٍ أَبْعَدُ مَا بَيْنَ الْحَافِقَيْنِ. رواه الطبراني في الأوسط وابن الأبيه جيد.

صحیح الروالد ٢٠١/٨

১৫৬. হ্যরত ইবনে আবাস (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী কর্মীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আপন কোন ভাইয়ের কাজের জন্য পায়ে হাঁটিয়া যায়, তাহার এই কাজ দশ বৎসরের এতেকাফ অপেক্ষা উক্তম। যে ব্যক্তি একদিনের এতেকাফও আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য করে আল্লাহ তায়ালা তাহার ও জাহানামের মধ্যে তিন খন্দক আড় করিয়া দেন। প্রতি খন্দক আসমান ও জগন্মের দূরত্ব হইতে বেশী। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٥٧ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي طَلْحَةَ بْنِ سَهْلِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَقُولُانِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: مَا مِنْ أَمْرٍ إِذَا يَخْذُلُ أَمْرَءًا مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يَتَهَكُّ فِيهِ حُرْمَتَهُ وَيَنْتَقْصُ فِيهِ مِنْ عَزْصَمَهِ إِلَّا خَذَلَهُ اللَّهُ فِي مُوْطَنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ، وَمَا مِنْ أَمْرٍ إِذَا يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يَنْتَقْصُ فِيهِ مِنْ عَزْصَمَهِ وَيَتَهَكُّ فِيهِ مِنْ حُرْمَتَهُ إِلَّا نَصَبَهُ اللَّهُ فِي مُوْطَنٍ يُحِبُّ نُصْرَتَهُ. رواه أبو داؤد، باب الرجل يذب

১৫৭. হ্যরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ ও হ্যরত আবু তালহা ইবনে সাহল আনসারী (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের সাহায্য হইতে এমন সময় হাত গুটাইয়া লয় যখন তাহার ঈজ্জতের উপর হামলা করা হইতেছে এবং তাহার সম্মানের ক্ষতি করা হইতেছে, তখন আল্লাহ

একবারে মসালিম
for more videos <https://youtube.com/annaaba>

তায়ালা তাহাকে এমন সময় নিজের সাহায্য হইতে বাঞ্ছিত রাখিবেন যখন সে আল্লাহ তায়ালার সাহায্যের আগুন্তী (ও তলবকারী) হইবে। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের এমন সময় সাহায্য ও সহানুভূতি করে যখন তাহার ইজ্জতের উপর হামলা করা হইতেছে ও সম্মান নষ্ট করা হইতেছে, তখন আল্লাহ তায়ালা এমন সময় তাহার সাহায্য করিবেন যখন সে আল্লাহ তায়ালার সাহায্য প্রার্থনা করিবে। (আবু দাউদ)

١٥٨- عن حَذِيفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ لَا يَهْتَمُ بِأَفْرَادِ الْمُسْلِمِينَ فَلَئِنْسَ مِنْهُمْ، وَمَنْ لَمْ يَضْبَغْ وَيُمْسِ نَاصِحًا لِلَّهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِإِمَامِهِ، وَلِعَالَمَةِ الْمُسْلِمِينَ فَلَئِنْسَ مِنْهُمْ. رواه الطبراني من رواية عبد الله بن جعفر، الترغيب/٢، ٥٧٧/٢، وعبد الله بن جعفر ونقه أبو حاتم وأبو زرعة وأبي حبان، الترغيب/٤، ٥٧٣.

১৫৮. হযরত হ্যাইফা ইবনে ইয়ামান (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি মুসলমানদের বিভিন্ন বিষয় ও সমস্যাবলীকে গুরুত্ব দেয় না বা উহা সম্পর্কে চিন্তা করে না, সে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর যে ব্যক্তি সকাল বিকাল আল্লাহ তায়ালা, আল্লাহ তায়ালার রাসূল, তাহার কিতাব, তাহাদের ইমাম অর্থাৎ বর্তমান খলীফা এবং মুসলমান জনসাধারণের জন্য নিঃস্বার্থ কল্যাণ কামনাকারী না হইবে, অর্থাৎ যে ব্যক্তি রাত্রি দিনে কখনও এই নিঃস্বার্থ কল্যাণ কামনা হইতে থালি হইবে সে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত নয়। (তাবারানী, তারগীব)

١٥٩- عن سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ. (وهو جزء من الحديث) رواه أبو داود،

باب المواجهة، رقم: ٤٨٩٣.

১৫৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আপন মুসলমান ভাইয়ের প্রয়োজন মিটায় আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রয়োজন মিটাইয়া দেন। (আবু দাউদ)

١٦٠- عن أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الدَّاءُ عَلَى الْغَيْرِ كَفَاعِلِهِ وَاللَّهُ يُحْبِطُ إِغَاثَةَ الْهَفَّانِ. رواه البرار من رواية زياد بن عبد الله

السيري وقد وثقه أبو شاهد، الترغيب/١، ١٢٧/١،

for more videos <https://youtube.com/annaaba>
 ১৬০. হযরত আনাস (রায়ঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু
 আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ভাল কাজের দিকে পথ
 দেখায় সে ভাল কাজ করনেওয়ালার সমান ছওয়ার পায়। আর আল্লাহ
 তায়ালা পেরেশান ও বিপদগ্রস্ত লোকদের সাহায্য করা পছন্দ করেন।

(বায়ুর, তারগীব)

- ১৬১ - عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْمُؤْمِنُ يَأْلُفُ
 وَيُؤْلَفُ، وَلَا خَيْرٌ فِي مَنْ لَا يَأْلُفُ وَلَا يُؤْلَفُ وَخَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ

لِلنَّاسِ. رواه الدارقطني وهو حديث صحح، الحامض الصغير/ ٢٦١

১৬১. হযরত জাবের (রায়ঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
 আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঈমানওয়ালা নিজেও অন্যকে
 মহবত করে আর তাহাকেও অন্যরা মহবত করে। আর যে নিজে
 অন্যকে মহবত করে না এবং তাহাকেও অন্যেরা মহবত করে না ঐ
 ব্যক্তির মধ্যে কোন কল্যাণ নাই। আর সর্বোত্তম ব্যক্তি সে—ই যাহার দ্বারা
 মানুষের সর্বাধিক উপকার লাভ হয়। (দারা কুতুনী; জামে সগীর)

- ১৬২ - عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: عَلَى
 كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ، قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: فَيَعْمَلُ بِيَدِيهِ فَيَنْفَعُ
 نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ فَأَلَوْا: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: فَيَعْيَنُ ذَا
 الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: فَلَيَأْمُرْ بِالْخَيْرِ أَوْ
 قَالَ: بِالْمَعْرُوفِ قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: فَلَيُنْسِكْ عَنِ الشَّرِ فَإِنَّهُ
 لَهُ صَدَقَةٌ. رواه البخاري، باب كل معروف صدقة، رقم: ٦٠٢٢

১৬২. হযরত আবু মূসা আশআরী (রায়ঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
 আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, প্রত্যেক মুসলমানের
 উচিত, সে যেন সদকা করে। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, যদি তাহার নিকট
 সদকা করার জন্য কিছু না থাকে তবে কি করিবে? এরশাদ করিলেন,
 নিজ হাতে মেহনত মজদুরী করিয়া নিজের উপকার করিবে এবং সদকা ও
 করিবে। লোকেরা আরজ করিল, যদি ইহাও না করিতে পারে অথবা
 (করিতে পারে তবুও) না করে? এরশাদ করিলেন, কোন দুঃখিত মোহতাজ
 ব্যক্তির সাহায্য করিবে। আরজ করিল, যদি ইহাও না করে? এরশাদ
 করিলেন, কাহাকেও ভাল কথা বলিয়া দিবে। আরজ করিলেন, যদি ইহাও
 না করে? এরশাদ করিলেন, তবে (কংগ়াক্ষে) কাহারও ক্ষতি করা হইতে

١٦٣- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ مِنْهُ
الْمُؤْمِنُ، وَالْمُؤْمِنُ أَخْوَهُ الْمُؤْمِنُ يَكْفُفُ عَلَيْهِ ضَيْقَتَهُ وَيَحْوِطُهُ مِنْ

وَرَأْيِهِ. رواه أبو داود، باب في النصيحة والحياطة، رقم: ٤٩١٨

১৬৩. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য আয়নাব্বরণ। এক মুমিন অপর মুমিনের ভাই। সে তাহার লোকসানকে রুখিয়া রাখে এবং সবদিক হইতে তাহার হেফাজত করে। (আবু দাউদ)

١٦٤- عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْصِرْ أَخَاكَ
ظَالِمًا أَوْ مَظْلومًا، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنْصِرْهُ إِذَا كَانَ
مَظْلومًا، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا، كَيْفَ أَنْصِرُهُ؟ قَالَ: تَعْجِزُهُ أَوْ
تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ، فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرَهُ. رواه البخاري، باب بين الرجل لصاحب

أنه أخوه...، رقم: ٦٩٥٢

১৬৪. হযরত আনাস (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আপন মুসলমান ভাইকে সর্বাবস্থায় সাহায্য কর ; চাই সে জালেম হোক অথবা মজলুম। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তাহাকে জুলুম করা হইতে ফিরাইয়া রাখ। কেননা জালেমকে জুলুম করা হইতে ফিরাইয়া রাখাই তাহার সাহায্য করা।

(বোথারী)

١٦٥- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَنْلَغُ بِهِ النَّسِيءُ
الرَّاجِحُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا أَهْلَ الْأَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مِنْ

فِي السَّمَاءِ. رواه أبو داود، باب في الرحمة، رقم: ٤٩٤١

১৬৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রায়িঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করেন যে, দয়াকারীদের উপর রহমান (আলাহ তায়ালা) বহ্য করেন। তোমরা জুমিনবাসীদের উপর রহম

কর, তাহা হইলে আসমানওয়ালা (আস্লাহ তাওলা) তোমাদের উপর রহম করিবেন। (আবু দাউদ)

١٦٦- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهمما قال: قال رسول الله ﷺ: **الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ إِلَّا ثَلَاثَةُ مَجَالِسٍ: سَفَكُ دَمٍ حَرَامٌ، أَوْ فَرْجٌ حَرَامٌ، أَوْ اقْبَاطَاعٌ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ.** رواه أبو داود، باب في نقل الحديث، رقم: ٤٨٦٩

১৬৬. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মজলিস হইল আমানত। (মজলিসের মধ্যে যে সমস্ত গোপন কথা বলা হয় সেইগুলি কাহাকেও বলা জায়ে নাই।) অবশ্য তিনি প্রকার মজলিস এমন যে, সেইগুলি (আমানত নয়। বরং অন্যদের নিকট সেইগুলির কথা পৌছাইয়া দেওয়া জরুরী—) ১. যে মজলিসে নাহক খুন-খারাবীর ঘড়্যন্ত করা হয়। ২. যে মজলিসের সম্পর্ক যেনা-ব্যভিচারের সাথে রহিয়াছে। ৩. যে মজলিসের সম্পর্ক অন্যায়ভাবে কাহারও সম্পদ লুঠন করার সাথে রহিয়াছে। (আবু দাউদ)

ফায়দা : হাদীস শরীকে এই তিনি প্রকার বিষয় উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে। উদ্দেশ্য এই যে, যদি কোন মজলিসে কোন গুনাহ, জুলুম ও অন্যায় বিষয়ের পরামর্শ হয় এবং তোমাকেও উহাতে শরীক করা হয় তবে উহাকে কোন অবস্থাতেই গোপন রাখিও না। (মাঝারেফুল হাদীস)

١٦٧- عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْمُؤْمِنُ مِنْ أَهْلِ النَّاسِ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ. رواه النسائي، باب صفة المؤمن، رقم: ٤٩٩٨

১৬৭. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুমিন এই ব্যক্তি যাহার ব্যাপারে মানুষ নিজেদের জানমাল সম্পর্কে নিরাপদ থাকে। (নাসাই)

١٦٨- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهمما عن النبي ﷺ قال: **الْمُسْلِمُ مَنْ سَلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمَهَاجِرُ مَنْ هَاجَرَ مَا نَهَى الله عنه.** رواه البخاري، باب المسلم من سلم المسلمين

for more videos <https://youtube.com/annaaba>

১৬৮. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুসলমান ঐ ব্যক্তি যাহার জবান ও হাত হইতে অন্য মুসলমান হেফজতে থাকে। আর মুহাজির অর্থাৎ পরিত্যাগকারী ঐ ব্যক্তি যে ঐ সমস্ত কাজ ছাড়িয়া দেয় যাহা হইতে আল্লাহ তায়ালা নিমধে করিয়াছেন। (বোখারী)

١٦٩- عن أبي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَئِ الْإِسْلَامُ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ. رواه.

البخاري، باب أبي الإسلام أفضل، رقم: ١١

১৬৯. হ্যরত আবু মূসা (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, সাহাবায়ে কেরাম (রায়িঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন মুসলমানের ইসলাম শ্রেষ্ঠ? এরশাদ করিলেন, যে (মুসলমানের) জবান ও হাত হইতে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। (বোখারী)

ফায়দাৎ জবানের দ্বারা কষ্ট পৌছানোর মধ্যে কাহারও সহিত ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা, কাহাকেও অপবাদ দেওয়া, গালিগালাজ করা অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। আর হাত দ্বারা কষ্ট পৌছানোর মধ্যে কাহাকেও অন্যায়ভাবে মারধর করা, কাহারও সম্পদ অন্যায়ভাবে নেওয়া ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। (ফাতহল বারী)

١٧٠- عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ: مَنْ نَصَرَ قَوْمًا عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ فَهُوَ كَالْعَيْرِ الَّذِي رُدِّيَ فَهُوَ يُنْزَعُ بِذَنْبِهِ. رواه أبو داود، باب في العصبية، رقم: ٥١٧

১৭০. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আপন কওমকে অন্যায়ভাবে সাহায্য করে সে ঐ উটের মত যাহা কোন কুয়াতে পড়িয়া গিয়াছে এবং উহাকে লেজ ধরিয়া বাহির করা হইতেছে।

(আবু দাউদ)

ফায়দাৎ অর্থ এই যে, কওমকে অন্যায়ভাবে সাহায্য করিয়া সম্মান হাসিল করা এমনই অসম্ভব যেমন কুয়াতে পতিত উটকে লেজ ধরিয়া বাহির করা অসম্ভব। (মাজমায়ে বিহারিল আনওয়ার)

١٧١- عن جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: لَيْسَ مَنْ أَنْ دَعَا إِلَى عَصَبَيْةٍ، وَلَيْسَ مَنْ أَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصَبَيْةٍ، وَلَيْسَ

for more books <https://youtube.com/alamin5g>

১৭১. হ্যরত জুবায়ের ইবনে মুতাফিদ (রায়ঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আসাবিয়াতের অহমিকার দাওয়াত দেয় সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর যে ব্যক্তি আসাবিয়াতের ভিত্তির উপর লড়াই করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর যে আসাবিয়াতের জোশের উপর মারা যায় সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। (আবু দাউদ)

১৮২-عَنْ فُسِيلَةِ رَجَمَهَا اللَّهُ أَنْهَا سَمِعَتْ أَبَاهَا يَقُولُ: سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ قَلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمِنَ الْعَصِيَّةِ أَنْ يُحَبِّ الرَّجُلُ قَوْمَهُ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ مِنَ الْعَصِيَّةِ أَنْ يَنْصُرَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ. رواه

احمد / ٤٠٧

১৭২. হ্যরত ফুসাইলা (রহঃ) বলেন, আমি আমার পিতাকে এই বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আপন কওমকে মহবত করাও কি আসাবিয়াতের অন্তর্ভুক্ত? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আপন কওমকে মহবত করা আসাবিয়াত নয়। বরং আসাবিয়াত এই যে, কওমের অন্যায়ের উপর থাকা সত্ত্বেও মানুষ নিজের কওমকে সাহায্য করে। (মুসনাদে আহমদ)

১৮৩-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَبْلَ إِرْسَالِ رَسُولِ اللَّهِ أَنْتُمُ الْأَفْضَلُ؟ قَالَ: كُلُّ مَخْمُومٍ لِلْقَلْبِ، صَدُوقٌ لِلْلِسَانِ قَالُوا: صَدُوقُ الْلِسَانِ نَعْرِفُهُ فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ؟ قَالَ: هُوَ التَّقِيُّ التَّقِيُّ لَا إِثْمَ فِيهِ وَلَا بَغْنَى وَلَا غُلَّ وَلَا حَسَدٌ. رواه ابن ماجه،

باب الورع والقوى، رقم: ٤٢١٦

১৭৩. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রায়ঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইল, মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কে? তিনি এরশাদ করিলেন, প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যে দিলের দিক দিয়া মাখমুম এবং জবানের দিক দিয়া সত্যবাদী হয়। সাহাবায়ে কেরাম (রায়ঃ) আবর্জ করিলেন, জবানের দিক দিয়া সত্যবাদী হই তো আমরা বুঝিতেছি কিন্তু দিলের দিক দিয়া মাখমুম দ্বারা কি উদ্দেশ্য? এরশাদ করিলেন, দিল/বর্দিক দিয়া মাখমুম ঐ ব্যক্তি যে

পরহেজগার, যাহার দিল পরিষ্কার, যাহার উগর না ওনাহের বোঝা আছে, না জুলুমের বোঝা আছে, না তাহার দিলের মধ্যে কাহারও প্রতি হিংসা বা বিদ্বেষ আছে। (ইবনে মাজাহ)

ফায়দা ৪ ‘যাহার দিল পরিষ্কার হয়’ দ্বারা উদ্দেশ্য এই ব্যক্তি যাহার দিল আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন কিছুর কল্পনা ও অহেতুক চিন্তা-ফিকির হইতে পৰিত্ব হয়। (মাজাহের হক)

٤-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَلْفَغُنِي أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِي عَنْ أَحَدٍ شَيْئًا فَإِنِّي أَحَبُّ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيمٌ الصَّلِيرُ. رواه أبو داود، باب في رفع الحديث من المجلس،

رقم: ٤٨٦٠

১৭৪. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার সাহাবীগণের মধ্য হইতে কেহ যেন আমার নিকট কাহারও সম্পর্কে কোন কথা না পৌছায়। কেননা আমার দিল চায় যে, আমি যখন তোমাদের নিকট আসি তখন যেন আমার দিল তোমাদের সকলের ব্যাপারে পরিষ্কার থাকে। (আবু দাউদ)

٥-عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَمَا جَلَوْسَأَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: يَطْلَعُ الْآنَ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَطَلَعَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ تَنْطَفِ لِحِينَتِهِ مِنْ وَضْوَءِهِ، وَقَدْ تَعَلَّقَ نَعْلَيْهِ بِيَدِهِ الشِّمَالِ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ، فَطَلَعَ الرَّجُلُ مِثْلَ الْمَرْأَةِ الْأُولَىِ، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِثْلَ مَقَائِيهِ أَيْضًا، فَطَلَعَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مِثْلَ حَالِهِ الْأُولَىِ، فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ ﷺ تَبَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرُو فَقَالَ: إِنِّي لَا حَيْثُ أَبْيَ فَاقْسَمَتْ أَنْ لَا أَذْخُلَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُؤْرِيَنِي إِلَيْكَ حَتَّى تَمْضِيَ فَعَلَّ? قَالَ: نَعَمْ، قَالَ أَنَسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرُو بَاتَ مَعَهُ ثَلَاثَ الْمَيَالِيَّ، فَلَمْ يَرِه يَقْوُمْ مِنَ اللَّيلِ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا تَعَارَ وَتَقْلَبَ عَلَى فِرَاشِهِ ذَكَرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَبَرَ

حتى يقُولنَّ صلاة الفجر. قال عبد الله: ثُمَّ أَتَى لَمْ يَسْمَعْ يَقُولُ
 إِلَّا خَيْرًا، فَلَمَّا مَضَتِ الْثَّلَاثُ الْلِّيَالِي وَكَذَّبَ أَنْ أَخْتَرَ عَمَلَهُ،
 قَلَّتْ: يَا عَبْدَ اللَّهِ الَّمْ يَكُنْ يَقْنُ وَبَيْنَ أَيْمَانِي غَصْبٌ وَلَا هُجْرٌ وَلَكِنْيَ
 سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَنَا ثَلَاثَ مَرَابٍ: يَطْلُمُ عَلَيْكُمُ الْأَنْ
 رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَطَلَّفَتْ أَنْتَ الْثَّلَاثَ الْمَرَابِ، فَأَرَدْتُ أَنْ
 آوَى إِلَيْكَ فَانْظَرْ مَا عَمَلْتَ؟ فَأَنْجَدْنِي بِكَ، فَلَمْ أَرَكْ عَمِلْتَ كَبِيرًا
 عَمَلِي، فَمَا الَّذِي بَلَغَ بِكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: مَا هُوَ إِلَّا
 مَا رَأَيْتَ، قَالَ: فَلَمَّا وَلَّتْ دُعَائِنِي لَقَالَ: مَا هُوَ إِلَّا مَا رَأَيْتَ غَيْرَ
 أَنِّي لَا أَجِدُ فِي نَفْسِي لَا حِدْنَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ غَصْبًا وَلَا اخْيَدًا أَحَدًا
 عَلَى خَيْرٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيمَانًا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: هَذِهِ الْأَنْيَ بَلَّفَتْ بِكَ
 وَهِيَ الَّذِي لَا تُطِيقُ. رواه أحمد والباري بنحوه ورواه أحمد رحال الصحيح،

صحیح الرؤاند / ۱۰۰

১৭৫. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রায়িঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বসিয়াছিলাম। তিনি এরশাদ করিলেন, এখনই তোমাদের নিকট একজন বেহেশতী লোক আসিবে। এমন সময় একজন আনসারী আসিলেন। যাহার দাঢ়ি হইতে অজুর পানির ফোটা টপকাইয়া পড়িতেছিল এবং তিনি জুতা বাম হাতে লইয়া রাখিয়াছিলেন। দ্বিতীয় দিনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ কথাই বলিলেন এবং সেই আনসারী ঐ অবস্থাতেই আসিলেন, যে অবস্থাতে প্রথমবার আসিয়াছিলেন। ত্ব্যীয় দিন আবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ কথাই বলিলেন এবং সেই আনসারী ঐ প্রথম অবস্থাতেই আসিলেন। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মজলিস হইতে) উঠিলেন তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রায়িঃ) সেই আনসারীর পিছনে গেলেন এবং তাহাকে বলিলেন, আমার পিতার সহিত আমার ঝগড়া হইয়া গিয়াছে, যে কারণে আমি কসম খাইয়াছি যে, তিনি দিন তাহার নিকট যাইব না। যদি আপনি ভাল মনে করেন তবে আমাকে আপনার এখানে তিনি দিন অবস্থান করিতে দিন। তিনি বলিলেন, বেশ ভাল। হযরত আনাস (রায়িঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ (রায়িঃ) বর্ণনা করিতেন যে, আমি তাহার নিকট তিনি রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছি। আমি তাহাকে বাত্রে কোন এবাদত করিতে দেখি

নাই। তবে যখন রাত্রে তাহার চোখ খুলিয়া যাইত এবং বিছানার উপর পার্শ্ব বদলাইতেন তখন আল্লাহ তায়ালার যিকির করিতেন ও আল্লাহ আকবার বলিতেন। এইভাবে ফজরের নামাযের জন্য বিছানা হইতে উঠিতেন। আরেকটি বিষয় ইহাও ছিল যে, আমি তাঁহার নিকট হইতে ভাল ছাড়া অন্য কিছু শুনি নাই। যখন তিনি রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল এবং আমি তাঁহার আমলকে মামুলি মনে করিতে লাগিলাম (এবং আমি আশ্চর্যবোধ করিতেছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার জন্য এত বড় সুসংবাদ দিয়াছেন অথচ তাঁহার কোন খাচ আমল তো নাই!) তখন আমি তাহাকে বলিলাম, হে আল্লাহর বান্দা, আমার এবং আমার পিতার মধ্যে না কোন অসম্মতি হইয়াছে এবং না কোন বিচ্ছেদ হইয়াছে। তবে ঘটনা এই যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (আপনার সম্পর্কে) তিনবার এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি—এখনই তোমাদের নিকট একজন বেহেশতী লোক আসিবে। অতঃপর তিনবারই আপনি আসিয়াছেন। তখন আমি ইচ্ছা করিলাম যে, আমি আপনার এখানে থাকিয়া আপনার বিশেষ আমল দেখিব। যাহাতে (ঐ আমলগুলির ব্যাপারে) আপনার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিব। আমি আপনাকে বেশী আমল করিতে দেখি নাই। (এখন আপনি বলুন,) আপনার ঐ বিশেষ আমল কোন্টি যাহার কারণে আপনি এই মর্তবায় পৌছিয়াছেন? যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার সম্পর্কে এরশাদ করিয়াছেন। ঐ আনসারী বলিলেন, আমার কোন খাচ আমল তো নাই। এই সব আমলই আছে যাহা তুমি দেখিয়াছ। হযরত আবদুল্লাহ (রায়িঃ) বলেন, (আমি ইহা শুনিয়া রওয়ানা দিলাম।) যখন আমি ফিরিয়া চলিলাম তখন তিনি আমাকে ডাকিলেন এবং বলিলেন, আমার আমল তো ঐগুলিই যাহা তুমি দেখিয়াছ। অবশ্য একটা কথা এই যে, আমার দিলের মধ্যে কোন মুসলমান সম্পর্কে কুটিলতা নাই এবং কাহাকেও আল্লাহ তায়ালা কোন খাচ নেয়ামত দান করিয়া রাখিলে উহার উপর আমি তাহাকে হিংসা করি না। হযরত আবদুল্লাহ (রায়িঃ) বলেন, ইহাই সেই আমল, যাহার কারণে আপনি ঐ মর্তবায় পৌছিয়াছেন। আর ইহা এমন আমল যাহা আমরা করিতে পারি না।

(মুসলাদে আহমাদ, বায়বার, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٤٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَسَعَ عَلَى مَكْرُوبٍ كُرْبَةً فِي الدُّنْيَا وَسَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ كُرْبَةً فِي الْآخِرَةِ
for more books <https://youtube.com/afamin5g>

وَمِنْ سُرِّ عَوْرَةِ مُسْلِيمٍ فِي الدُّنْيَا سُرِّ اللَّهِ عَوْرَةُ الْآخِرَةِ،
وَاللَّهُ فِي عَوْنَى الْمَرْءِ مَا كَانَ فِي عَوْنَى أَخِيهِ. رواه أحمد/٢٧٤

১৭৬. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন বিপদগুস্ত মানুষের বিপদ দূর করে আল্লাহ তায়ালা তাহার আখেরাতের বিপদ দূর করিবেন। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন মুসলমানের দোষক্রটি গোপন রাখে, আল্লাহ তায়ালা আখেরাতে তাহার দোষক্রটি গোপন রাখিবেন। যতক্ষণ মানুষ তাহার ভাইয়ের সাহায্য করিতে থাকে আল্লাহ তায়ালা তাহার সাহায্য করিতে থাকেন। (মুসনাদে আহমাদ)

١٧٧-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: كَانَ رَجُلًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ مُتَوَاحِدِينَ، فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَذِنُ بِالْأَخْرَى مُجْهَدًا فِي الصَّابَادَةِ، فَكَانَ لَا يَرَاهُ الْمُجْهَدُ يَرَى الْآخَرَ عَلَى الدَّنْبِ فَيَقُولُ: الْفَصِيرُ، فَوَجَدَهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبٍ فَقَالَ لَهُ: الْفَصِيرُ، فَقَالَ: خَلَقْتِي وَرَبِّي أَبْعَثْتَ عَلَيَّ رَقْبَيَا؟ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ أَوْ لَا يُدْخِلُكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ، فَقَبِضَ أَرْوَاهُمَا، فَاجْتَمَعَا عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَقَالَ لِهِمَا الْمُجْهَدُ: أَكْنَتْ بِنِي عَالِمًا أَوْ كُنْتَ عَلَى مَا فِي يَدِي قَادِرًا؟ وَقَالَ لِلْمُذَنِبِ: إِذْهَبْ فَادْخُلْ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي، وَقَالَ لِلْآخَرِ: اذْهِبْ بِهِ إِلَى النَّارِ. رواه أبو داود، باب في

النهي عن البغي، رقم: ٤٩٠١

১৭৮. হযরত আবু হুরায়রা (রায়িৎ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, বনী ইসরাইলে দুই বন্ধু ছিল। তাহাদের মধ্যে একজন গুনাহ করিত এবং দ্বিতীয় জন খুব এবাদত করিত। এবাদতকারী যখনই গুনাহগারকে গুনাহ করিতে দেখিত তখন তাহাকে বলিত, তুমি গুনাহ হইতে ফিরিয়া যাও। একদিন তাহাকে গুনাহ করিতে দেখিয়া বলিল, তুমি গুনাহ হইতে ফিরিয়া যাও। উক্তরে সে বলিল, আমাকে আমার রবের উপর ছাড়িয়া দাও (আমি বুঝিব এবং আমার রব বুঝিবে)। তোমাকে কি আমার উপর পাহারাদার বানাইয়া পাঠানো হইয়াছে? আবেদ (রাগান্বিত হইয়া) বলিল, আল্লাহর কসম!

আল্লাহ তায়ালা আমারে মাফ করিবেন <https://youtube.com/alamim3g>

আল্লাহ তায়ালা তোমাকে জানাতে দাখেল করিবেন না। অতঃপর দুইজনই মারা গেল এবং (রাহজগতে) উভয়েই আল্লাহ তায়ালার সামনে একত্রিত হইয়া গেল। আল্লাহ তায়ালা আবেদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি আমার সম্পর্কে জানিতে (যে, আমি মাফ করিব না)? অথবা মাফ করার বিষয়টি যাহা আমার ক্ষমতায় রহিয়াছে উহার উপর কি তোমার ক্ষমতা ছিল (যে, তুমি মাফ করা হইতে আমাকে ফিরাইয়া রাখিবে?) আর গুনাহগার লোকটিকে বলিলেন, আমার রহমতে জান্নাতে চলিয়া যাও। (কেননা সে রহমতের আশাবাদী ছিল।) আর দ্বিতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ আবেদ সম্পর্কে (ফেরেশতাগণকে) বলিলেন, তাহাকে জাহানামে লইয়া যাও।

(আবু দাউদ)

ফায়দা : উক্ত হাদীসের উদ্দেশ্য এই নয় যে, গুনাহের উপর সাহস করা হইবে। কেননা, এই গুনাহগার লোকটির ক্ষমা আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানীতে হইয়াছে। ইহা জরুরী নয় যে, প্রত্যেক গুনাহগারের সহিত একই আচরণ করা হইবে। কেননা নিয়ম তো ইহাই যে, গুনাহের উপর শাস্তি হয়।

উক্ত হাদীসের উদ্দেশ্য ইহাও নয় যে, গুনাহ ও নাজায়েয় কাজে বাধা দেওয়া হইবে না। কেননা, কুরআন ও হাদীসের শত শত জায়গায় গুনাহের কাজে বাধা দেওয়ার ছক্ষুম রহিয়াছে এবং বাধা না দেওয়ার উপর ধর্মকি আসিয়াছে। অবশ্য অর্থ এই যে, নেককার না আপন নেকীর উপর ভরসা করিবে, আর না বদকারের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত দিবে, আর না তাহাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিবে।

١٧٨-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَتَصَرَّفُ أَحَدُكُمُ الْقَدَّادُ فِي عَيْنِ أَخِيهِ وَيَنْسَى الْجِذْعَ فِي عَيْنِهِ. رواه ابن حبان.

قال المحقق: رجاله ثقات ١٢/٧٣

১৭৮. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষ আপন ভাইয়ের চোখের খড়কুটাও দেখিয়া ফেলে কিন্তু নিজের চোখের কড়িকাঠ (অর্থাৎ বড় কাঠের ভিমও দেখে না।) (ইবনে হিবান)

ফায়দা : অর্থ এই যে, অন্যদের ছোট হইতেও ছোট দোষ নজরে আসিয়া যায় আর নিজের বড় বড় দোষও নজরে আসে না।

١٧٩- عن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: من غسل ميتا فكتم عليه غيره أربعين كبرة، ومن حفر لأخيه قبرًا حتى يبعثه فكانما أسكنه مسكنًا حتى يبعث. رواه الطبراني في الكبير

ورجال رجال الصبح، صحيح الرواية ١١٤/٣

১৭৯. হযরত আবু রাফে (রায়ঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয় এবং তাহার গোপনাঙ্গকে অতঃপর যদি তাহার কোন দোষক্রটি পায় তবে উহাকে গোপন রাখে, আল্লাহ তায়ালা তাহার ৪০টি বড় গুনাহ মাফ করিয়া দেন। আর যে ব্যক্তি আপন ভাই (অর্থাৎ মাইয়েজ) এর জন্য কবর খোঁড়ে এবং তাহাকে কবরে দাফন করে তবে সে যেন (কিয়ামতের দিন) পুনরায় জিন্দা হওয়া পর্যন্ত তাহাকে একটি ঘরে স্থান করিয়া দিল। অর্থাৎ তাহার এই পরিমাণ সওয়াব লাভ হয়, যে পরিমাণ সে ব্যক্তিকে কিয়ামত পর্যন্ত একটি ঘর দান করিলে সওয়াব লাভ হয়। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٨٠- عن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: من غسل ميتا فكتم عليه غيره أربعين مرأة، ومن كفنه ميتا كسأه الله من السنديس وإنسترق الجنة. (الحديث) رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم وافقه الذهبي ٣٥٤/١

১৮০. হযরত আবু রাফে (রায়ঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয় এবং তাহার গোপনাঙ্গ আর কোন দোষ পাইলে গোপন করিয়া রাখে তবে ৪০ বার তাহাকে ক্ষমা করা হয়। আর যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তিকে কাফন দেয় আল্লাহ তায়ালা তাহাকে জামাতের মিহি ও মেটা রেশমের পোশাক পরাইবেন। (মুসতাদরাকে হাকেম)

١٨١- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ أن رجلا زار أخاه في قرية أخرى، فلزد الله له على منزنته ملك، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخاه في هذه القرية، قال: هل لك for more books <https://youtube.com/alamin5g>

عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تُرَبِّهَا؟ قَالَ: لَا، غَيْرَ أَنِّي أَخْبَتُهُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ: فَإِنَّمَا رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ، بِأَنَّ اللَّهَ فَدَّ أَخْبَكَ كَمَا أَخْبَتَهُ فِيهِ.

رواه مسلم، باب فضل العجب في الله تعالى، رقم: ٦٤٩

১৮১. হযরত আবু ছরায়রা (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এক ব্যক্তি আপন (মুসলমান) ভাইয়ের সহিত অন্য বস্তিতে সাক্ষাৎ করিবার জন্য রওয়ানা হইল আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তির পথে একজন ফেরেশতাকে বসাইয়া দিলেন। (যখন সে ঐ ফেরেশতার নিকট পৌঁছিল তখন) ফেরেশতা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা? সেই ব্যক্তি বলিল, আমি ঐ বস্তিতে বসবাসকারী আমার এক ভাইয়ের সহিত সাক্ষাতের জন্য যাইতেছি। ফেরেশতা বলিল, তাহার কাছে তোমার কোন পাওনা আছে কি? যাহা লইবার জন্য যাইতেছ? সেই ব্যক্তি বলিল, না; আমার যাওয়ার কারণ শুধু এই যে, তাহার সঙ্গে আমার আল্লাহর জন্য মহবত রহিয়াছে। ফেরেশতা বলিল, আমাকে আল্লাহ তায়ালা তোমার নিকট এই কথা বলিবার জন্য পাঠাইয়াছেন যে, যেরূপ তুমি ঐ ভাইয়ের সহিত শুধু আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে মহবত কর, আল্লাহ তায়ালাও তোমাকে মহবত করেন। (মসলিম)

১৮২-**عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَجِدَ طَفْمَ الْإِيمَانِ فَلْيَحْبُّ الْمَرْءَ لَا يُجْعِلْهُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. رَوَاهُ**

أحمد والبزار ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ١/٢٦٨

১৮২. হযরত আবু ছরায়রা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি ইহা পছন্দ করে যে, ঈমানের স্বাদ তাহার হাসিল হইয়া যাক, তাহার উচিত যেন একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে অন্য (মুসলমান)কে মহবত করে। (মুসনাদে আহমদ)

১৮৩-**عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: إِنَّمَا مِنِ الْإِيمَانِ أَنْ يُحِبَّ الرَّجُلُ رَجُلًا لَا يُجْعِلْهُ إِلَّا لِلَّهِ مِنْ غَيْرِ مَا لِأَغْطَاهُ فَذَلِكَ الْإِيمَانُ. رَوَاهُ الطَّبرانيِّ فِي الْأَوْسَطِ وَرِجَالُهُ ثَقَاتٌ.**

مجمع الزوائد ١/٤٨٥

১৮৩. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রায়ঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে ঈমানের (আলামতসমূহের) মধ্য হইতে একটি এই যে, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে শুধু আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের জন্য মহবত করিবে যদিও অপর ব্যক্তি তাহাকে সম্পদ (এবং পার্থিব স্বার্থ সম্পর্কিত কিছু) দেয় নাই। শুধু আল্লাহর জন্য মহবত করা ঈমানের (পূর্ণ) স্তর।

(তাবারানী, মাজুমায়ে যাওয়ায়েদ)

**১৮৪-عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا تَحَبُّ
رَجُلًا فِي اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا كَانَ أَفْضَلُهُمَا أَشَدُ حُبًّا لِصَاحِبِهِ.** رواه

الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخر جاه ورقته الذهبي ٤/١٧١

১৮৪. হযরত আনাস (রায়ঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে দুই ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে একে অপরকে মহবত করে তাহাদের মধ্যে উভয় এই ব্যক্তি, যে আপন সাথীকে বেশী মহবত করে। (মুসতাদরাকে হাকেম)

**১৮৫-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
مَنْ أَحَبَ رَجُلًا لِلَّهِ هُوَ قَالَ: إِنِّي أَحِبُّكَ لِلَّهِ فَدَخَلَ جَمِيعًا الْجَنَّةَ،
فَكَانَ الَّذِي أَحَبَ أَرْفَعَ مَنْزِلَةً مِنَ الْأَخْرَ، وَأَحَقُّ بِالَّذِي أَحَبَ لِلَّهِ.**

رواہ البزار بواسطہ حسن، الترغیب: ١/١٧

১৮৫. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রায়ঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য কোন ব্যক্তিকে মহবত করে এবং (এই মহবত এই বলিয়া) প্রকাশ করে যে, আমি আল্লাহ তায়ালার জন্য তোমাকে মহবত করি। অতঃপর উভয়ই একত্রে জামাতে প্রবেশ করে। তবে (উক্ত দুই ব্যক্তির মধ্যে) যে ব্যক্তি মহবত প্রকাশ করিয়াছে সে অপরের তুলনায় উচ্চ মর্যাদাপ্রাপ্ত হইবে এবং সে এই মর্যাদা পাওয়ার বেশী হকদার হইবে। (বায়বার, তারগীব)

**১৮৬-عَنْ أَبِي التَّرْذَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِرْفَعَةَ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ
فِي اللَّهِ بِظَهَرِ الْغَيْبِ إِلَّا كَانَ أَحَبُّهُمَا إِلَى اللَّهِ أَشَدُهُمَا حُبًّا لِصَاحِبِهِ.**

رواہ الطیرانی فی الأوسط ورجاله رجال الصحيح غیر المعافی بن سليمان وهو ثقة،

مجمع الروايات: ١/٤٨٩

for more books <https://youtube.com/annaba5g>

for more videos <https://youtube.com/alamin5g>

১৮৬. হযরত আবু দারদা (রায়িঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করেন, যে দুই ব্যক্তি পরম্পর একে অপরের অনুপস্থিতিতে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য মহবত করে, এই দুই ব্যক্তির মধ্যে আল্লাহ তায়ালার নিকট বেশী প্রিয় এই ব্যক্তি যে আপন সাথীকে বেশী মহবত করে। (তাবারানী, মাজমায়ে ষাওয়ায়ে)

١٨٧-عَنْ النَّعْمَانَ بْنِ مَسْرُورٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُثْلُ الْمُؤْمِنِينَ لِمَنْ تَوَادَهُمْ وَتَرَاحِبُهُمْ وَتَعَاطُفُهُمْ مُثْلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَنَى مِنْهُ عَضْوٌ، تَدَاعَى لَهُ سَابِرُ الْجَسَدِ بِالشَّهْرِ وَالْحُصْنِ. رواه

مسلم، باب تراحم المؤمنين رقم: ٦٥٨٦

১৮৭. হযরত নোমান ইবনে বশীর (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুসলমানদের একজন অপরজনকে মহবত করা, একজন অপরজনের উপর রহম করা, একজন অপরজনের প্রতি দয়া ও মেহেরবানী করার উদাহরণ দেহের ন্যায়। যখন তাহার একটি অঙ্গ কষ্ট ব্যথিত হয়, তখন এই ব্যথার কারণে দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও জ্বর ও অনিদ্রায় তাহার সঙ্গে শরীক হইয়া যায়। (মুসলিম)

١٨٨-عَنْ مُعَاذِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: الْمُتَعَاهِدُونَ فِي اللَّهِ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ لَا ظِلٌّ إِلَّا ظِلُّهُ، يَقْبِلُهُمْ بِمَكَانِهِمُ الْبَيْوَنَ وَالشَّهَدَاءُ. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده جيد ٢٣٨/٢

১৮৮. হযরত মুয়ায (রায়িঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য পরম্পর একে অপরকে মহবতকারী আরশের ছায়াতে স্থান পাইবে, যেদিন আরশের ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া হইবে না। নবীগণ ও শহীদগণ তাহাদের বিশেষ মর্যাদা ও সম্মানের কারণে তাহাদেরকে ঈর্যা করিবেন। (ইবনে হিবান)

١٨٩-عَنْ عَبَادَةِ بْنِ الصَّابِيتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: حَفَّتْ مَحْيَتِي عَلَى الْمُتَعَاهِدِينَ فِي، وَحَفَّتْ مَحْيَتِي عَلَى الْمُتَاصِحِينَ فِي، وَحَفَّتْ مَحْيَتِي عَلَى

for more books <https://youtube.com/alamin5g>

for more videos <https://youtube.com/annaaba>

**الْمَعْتَازُورِينَ فِي، وَحَفَّتْ مَحْبَقَنِي عَلَى الْمُتَبَاذِلِينَ فِي، وَهُمْ عَلَى
مَنَابِرِ مِنْ نُورٍ يَفْطِهُمُ النَّبِيُّونَ وَالصَّدِيقُونَ بِمَكَانِهِمْ.** رواه ابن حبان،
قال المحقق: إسناده حديث ٢٣٨، وعنه أحمد ٤٢٩: عن عبادة بن
الصامت رضي الله عنه وحفت محبقني للمتواصلين في. وعنه
مالك من ٧٢٢ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وحفت محبقني
للمتجالسين في. وعنه الطبراني في الثلاة: عن عمرو بن عبسة رضي
الله عنه وقد حفت محبقني للذين يتضادون من أجلني. سمع

الزوال ١٠/٤٩٥

১৮৯. হ্যুরত উবাদা ইবনে সামেত (রায়িৎ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তায়ালার এই
এরশাদ নকল করেন। ‘আমার মহবত ঐসব লোকের জন্য ওয়াজিব
হইয়া গিয়াছে’ যাহারা আমার কারণে একে অপরকে মহবত করে।
‘আমার মহবত ঐসব লোকের জন্য ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে’ যাহারা
আমার কারণে একে অপরের মঙ্গল কামনা করে। ‘আমার মহবত ঐসব
লোকের জন্য ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে’ যাহারা আমার কারণে একে
অপরের সহিত সাক্ষাৎ করে। ‘আমার মহবত ঐসব লোকের জন্য
ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে’ যাহারা আমার কারণে একে অপরের জন্য খরচ
করে। তাহারা নূরের মিস্বরের উপর অবস্থান করিবে। তাহাদের বিশেষ
মর্যাদার কারণে নবীগণ ও সিদ্ধীকগণ তাহাদের প্রতি দৈর্ঘ্য করিবেন।

(ইবনে হিবান)

হ্যুরত উবাদা ইবনে সামেত (রায়িৎ) এর বর্ণনায় আছে যে, ‘আমার
মহবত ঐসব লোকের জন্য ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে’ যাহারা আমার জন্য
একে অপরের সহিত সম্পর্ক রাখে। (মুসনাদে আহমদ)

হ্যুরত মুআয় ইবনে জাবাল (রায়িৎ) এর রেওয়ায়াত আছে যে,
‘আমার মহবত ঐসব লোকের জন্য ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে’ যাহারা
আমার জন্য একে অপরের সহিত বসে। (মোয়াত্তা ইমাম মালেক)

হ্যুরত আমর ইবনে আবাসা (রায়িৎ) এর বর্ণনায় আছে যে, ‘আমার
মহবত ঐসব লোকের জন্য ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে’ যাহারা একে
অপরের সহিত বন্ধুত্ব রাখে। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٩٠ - عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: قال الله عزوجل: المتعابون في جهالتي لهم منابر من نور يغطّهم النّبيون والشهداء. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح،

باب ما جاء في العجب في الله، رقم: ٢٣٩.

১৯০. হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রায়িৎ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই হাদীসে কুদসী বয়ান করিতে শুনিয়াছি, আল্লাহ তায়ালা বলেন, ঐসকল বান্দা যাহারা আমার বড়ত্ব ও মহত্বের কারণে পরম্পর মহকৃত রাখে তাহাদের জন্য নূরের মিস্বর হইবে। তাহাদের উপর নবীগণ ও শহীদগণও দোষ করিবেন। (তিরিয়ী)

١٩١ - عن ابن عباس رضي الله عنهمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جُلْسَاءُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ، وَكُلُّنَا يَدْيِي اللَّهِ يَمِينَ، عَلَى مَنَابِرِ مِنْ نُورٍ وَجُوْهَرِهِمْ مِنْ نُورٍ، لَيْسُوا بِأَنْبِياءٍ وَلَا شَهِيدَاءَ وَلَا صَدِيقِينَ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَنْ هُمْ؟ قَالَ: هُمُ الْمُتَعَابُونَ بِجَلَالِ اللَّهِ تَبارَكَ وَتَعَالَى. رواه الطبراني ورجاله وثقوه مجمع الرواية

٤٩١/١.

১৯১. হযরত ইবনে আববাস (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার কিছুসংখ্যক বান্দা আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে বসিবে। যাহারা আরশের ডানদিকে হইবে এবং আল্লাহ তায়ালার উভয় হাতই ডান হাত। তাহারা নূরের মিস্বরের উপর বসিয়া থাকিবে। তাহাদের চেহারা নূরের হইবে। তাহারা না নবী হইবেন, না শহীদ, না সিদ্দীক। আবজ করা হইল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাহারা কাহারা হইবেন? এরশাদ করিলেন, তাহারা ঐসব লোক হইবেন যাহারা আল্লাহ তায়ালার বড়ত্ব ও মহত্বের কারণে একে অপরের সহিত মহকৃত রাখিত।

(আবারানী, মাঝমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٩٢ - عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: يأتياها الناس اسمعوا واغقلوا، وأغلموا أنَّ اللَّهَ عَزُوجَلَ عِبادًا لَهُ رَايَهَا أَنْبِياءَ وَلَا شَهِيدَاءَ، يغطّهم النّبيون والشهداء على

مَجَالِسِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِنَ اللَّهِ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَغْرَابِ مِنْ قَاصِيَةِ
النَّاسِ، وَالْوَى بِيَدِهِ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! نَاسٌ مِنَ
النَّاسِ لَيُسُوا بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شَهِداءَ، يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشَّهِداءُ عَلَى
مَجَالِسِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِنَ اللَّهِ، افْعَتُهُمْ لَنَا يَعْنِي: صِفَتُهُمْ لَنَا، فَسَرَّ
وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِسْؤَالِ الْأَغْرَابِيِّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هُمْ
نَاسٌ مِنْ أَفْنَاءِ النَّاسِ وَنَوَازِعِ الْقَبَائِلِ لَمْ تَصُلْ بَيْنَهُمْ أَرْحَامٌ
مُتَقَارِبةٌ، تَحَابُّوْا فِي اللَّهِ وَتَصَافُرُوا بِضَعُفِ اللَّهِ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنَابِرٌ
مِنْ نُورٍ فَيُجْلِسُهُمْ عَلَيْهَا، فَيَجْعَلُ وُجُوهُهُمْ نُورًا وَثِيَابُهُمْ نُورًا،
يَفْرَغُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَفْزُعُونَ، وَهُمْ أَوْلَيَاءُ اللَّهِ الَّذِينَ لَا
خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرُقُونَ. رواه أحمد ٢٤٢/٥.

১৯২. হযরত আবু মালেক আশআরী (রায়িহ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হে লোকসকল ! শোন এবং বুৰু এবং জানিয়া লও যে, আল্লাহ তায়ালার কিছু বাল্দা এমন আছে, যাহারা নবী নহেন এবং শহীদ নহেন। তাহাদের বসিবার বিশেষ স্থান এবং আল্লাহ তায়ালার সহিত তাহাদের বিশেষ নৈকট্য ও সম্পর্কের কারণে নবী ও শহীদগণ তাহাদের প্রতি ঈর্ষা করিবেন। একজন গ্রাম্য লোক মদীনা মুনাওয়ারা হইতে দূরবর্তী (গ্রামে) বসবাসকারী ছিল, সে সেখানে উপস্থিত ছিল। নিজের দিকে (মনোযোগী করার জন্য) হাত দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ইশারা করিল ও আরজ করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! কিছু লোক এমন হইবে যাহারা নবী হইবেন না এবং শহীদও হইবেন না, নবীগণ ও শহীদগণ তাহাদের বসিবার বিশেষ স্থান এবং আল্লাহ তায়ালার সহিত তাহাদের বিশেষ নৈকট্য ও সম্পর্কের কারণে তাহাদের উপর ঈর্ষা করিবেন। আপনি তাহাদের অবস্থা বয়ান করিয়া দিন। অর্থাৎ তাহাদের গুণাবলী বয়ান করিয়া দিন। এই গ্রাম্য লোকের প্রশ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারকে খুশির আছর প্রকাশ হইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, ইহারা অপ্রসিদ্ধ লোক ও বিভিন্ন গোত্রের লোক হইবে। যাহাদের মধ্যে পরম্পর এমন কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক হইবে না, যে কারণে তাহারা একে অপরের নিকটবর্তী হয়। তাহারা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য একে অপরকে খাঁচিসত্ত্ব ঘৃহৰত কৰিত।

আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তাহাদের জন্য নূরের মিস্বর রাখিবেন যেগুলির উপর তাহাদিগকে বসাইবেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাহাদের চেহারা নূরানী করিয়া দিবেন। কেয়ামতের দিন যখন সমস্ত লোক ঘাবড়াইতে থাকিবে তখন তাহারা কোন রকম ঘাবড়াইবে না। তাহারা আল্লাহ তায়ালার বন্ধু। তাহাদের না কোন ভয় থাকিবে, আর না তাহারা কোন রকম চিন্তিত হইবে। (মুসনাদে আহমদ)

١٩٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمْ يَلْحُقْ بِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ. رواه البخاري، باب علامة الحب في الله..... رقم: ٦٦٩

১৯৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রায়িৎ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইল ও আরজ করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! এই ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার কি খেয়াল যে একদল লোককে মহবত করে কিন্তু সে তাহাদের সঙ্গী হইতে পারে নাই। অর্থাৎ আমল ও নেক কাজের মধ্যে তাহাদের পুরাপুরি অনুসরণ করিতে পারে নাই? তিনি এরশাদ করিলেন, যে ব্যক্তি যাহাকে মহবত করে, সে তাহারই সহিত থাকিবে। অর্থাৎ আখেরাতে তাহার সঙ্গী করিয়া দেওয়া হইবে। (বোখারী)

١٩٤ - عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَحَبُّ عَبْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا كَرِمَ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ. رواه أحمد ٥٠٩

১৯৪. হযরত আবু উমামা (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে বান্দা আল্লাহ তায়ালার জন্য কোন বান্দাকে মহবত করিল, সে আপন মহান রবকে সম্মান করিল। (মুসনাদে আহমদ)

١٩٥ - عَنْ أَبِي ذِئْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْفَضْلُ الْأَغْمَالُ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبَخْصُ فِي اللَّهِ. رواه أبو داؤد، باب معانبة أهل الأهواء وبضمهم، رقم: ٤٩٩

১৯৫. হযরত আবু যর (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সবশ্রেষ্ঠ আমল হইল আল্লাহ

তায়ালার জন্য কাহাকেও মহবত করা এবং আল্লাহ তায়ালার জন্য কাহারও সহিত দুশমনি রাখা। (আবু দাউদ)

١٩٦- عن أنس رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: ما من عبد أتى أخيه بزوره في الله إلا ناداه ملوك من السماء أن طبت وظايفك الجنة، وإنما قال الله في ملائكته عز شره: عبدي زار في، وعلق قرآه، فلم يرض له بثواب ذون الجنة. (الحديث) رواه البراء وأبي عبيدة

براستاد حميد، الترغيب/٣٦٤

১৯৬. হযরত আনাস (রাযঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে বান্দা আপন (মুসলমান) ভাইয়ের সহিত আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সাক্ষাত করিতে আসে, তখন আসমান হইতে একজন ফেরেশতা তাহাকে ডাকিয়া বলে, তুমি সচ্ছল জীবন যাপন কর, তোমার জন্য জান্নাত মোবারক হউক। আর আল্লাহ তায়ালা আরশওয়ালা ফেরেশতাদেরকে বলেন, আমার বান্দা আমার উদ্দেশ্যে সাক্ষাত করিয়াছে। তাহার মেহমানদারী করা আমার জিন্মায় এবং উহা এই যে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে জান্নাত হইতে কম উহার বিনিময় দিবেন না। (বায়ার, আবু ইয়ালা, তারগীব)

١٩٧- عن زيد بن أرقم رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: إذا وعْدَ الرجل أخيه ومن يُتَّبِعُهُ أتَيَنَاهُ فَلَمْ يَفِ وَلَمْ يَجِدْهُ لِمِيعادِهِ فَلَا إِنْمَاعٌ عَلَيْهِ. رواه أبو داود، باب في العدة، رقم: ٤٩٩

১৯৭. হযরত যামেদ ইবনে আরকাম (রাযঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন মানুষ আপন ভাইয়ের সহিত কোন ওয়াদা করিল এবং তাহার এই ওয়াদাকে পূরণ করিবার নিয়ত ছিল কিন্তু পূরণ করিতে পারিল না এবং সে সময় মত আসিতে পারিল না, এমতাবস্থায় তাহার কোন গুনাহ হইবে না। (আবু দাউদ)

١٩٨- عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمِنٌ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن، باب ما جاء أن

المستشار موتمن، رقم: ٢٨٢٢

for more books <https://youtube.com/alamin59>

১৯৮. হযরত আবু ছরায়রা (রাযঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ

একরায়ে মসাল্লু
for more videos <https://youtube.com/annaaba>
সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যাহার সহিত কোন
বিষয়ে পরামর্শ করা হয় সে বিষয়ে তাহার উপর নির্ভর করা হইয়াছে।
(কাজেই তাহার উচিত যে, পরামর্শপ্রার্থীর গোপন ভেদ প্রকাশ না করে
এবং ঐ পরামর্শই দান করে যাহা পরামর্শপ্রার্থীর জন্য বেশী উপকারী হয়।)

(তিরমিয়ী)

١٩٩- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بِالْحَدِيثِ ثُمَّ التَّفَتَ فَهِيَ أَمَانَةٌ. رواه أبو داود، باب

في نقل الحديث، رقم: ٤٨٦٨

১৯৯. হ্যরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন
কোন ব্যক্তি নিজের কোন কথা বলে অতঃপর এদিক সেদিক তাকায়,
তখন ঐ কথা আমানত বলিয়া গণ্য হইবে। (আবু দাউদ)

ফায়দা : অর্থ এই যে, যদি কোন ব্যক্তি তোমার সহিত কথা বলে এবং
সে তোমাকে ইহা না বলে যে, এই কথাকে গোপন রাখিবে কিন্তু যদি
তাহার কোন ভঙ্গিতে তোমার অনুভব হয় যে, এই কথা অন্য কেহ জানিতে
পারা সে পছন্দ করে না, যেমন কথা বলিতে সময় এদিক সেদিক
তাকাইল, তখন তাহার এই কথা আমানত বলিয়া গণ্য হইবে। সুতরাং
আমানতের মতই তাহার কথাকে হেফাজত করা তোমার উচিত হইবে।

(মায়ারেফুল হাদীস)

٢٠٠- عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ أَغْطَمَ الدُّنُوبِ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ يَلْقَاهُ بَهَا عَبْدٌ بَعْدَ الْكَبَائِرِ الَّتِي
نَهَىَ اللَّهُ عَنْهَا أَنْ يَمُوتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دِينٌ لَا يَدْعُ لَهُ قَضَاءً. رواه
أبو داود، باب في التشديد في الدين، رقم: ٣٣٤٢

২০০. হ্যরত আবু মূসা আশআরী (রায়িৎ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করেন যে, ঐসব কবীরা গুনাহ
(শিরক যিনা ইত্যাদি) এর পর যেগুলি আল্লাহ তায়ালা কঠোরভাবে নিষেধ
করিয়াছেন তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহ এই যে, মানুষ এই অবস্থায়
মৃত্যুবরণ করে যে, তাহার উপর করজ রাহিয়াছে এবং সে উহা আদায়ের
কোন ব্যবস্থা করে নাই। (আবু দাউদ)

for more books <https://youtube.com/alamin5g>

٢٠١- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: نفس المؤمن معلقة بيديه حتى يقضى عنها. رواه الترمذى وقال: هنا حديث حسن، باب ما جاء أن نفس المؤمن

١٠٧٩، رقم: ٠٠٠٠٠

٢٠١. হযরত আবু দুরায়রা (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুমিনের রাহ তাহার করজের কারণে ঝুলস্ত অবস্থায় থাকে (আরাম ও রহমতের ঐ স্থান পর্যন্ত পৌছে না যাহার ওয়াদা নেক লোকদের সহিত করা হইয়াছে) যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার করজ আদায় না করা হয়। (তিরিয়া)

٢٠٢- عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنبٍ إِلَّا الدِّينَ. رواه مسلم، باب من

قتل في سبيل الله ، رقم: ٤٨٨٣

٢٠٢. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, করজ ছাড়া শহীদের অন্যান্য সমস্ত গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে। (মুসলিম)

٢٠٣- عن محمد بن عبد الله بن جحش رضي الله عنهمَا قَالَ: كُنَّا جلوسًا بِقَبْنَاءَ الْمَسْجِدِ حِينَكَ تَوَضَّعُ الْجَنَائِزُ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرِنَا، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَصَرَةَ قَبْلِ السَّمَاءِ، فَنَظَرَ ثُمَّ طَاطَ بَصَرَةً وَرَأَى يَدَهُ عَلَى جَبَهَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! سُبْحَانَ اللَّهِ! مَاذَا نَزَّلَ مِنَ الشَّهِيدِينَ؟ قَالَ: فَسَكَنَتَا يَوْمَنَا وَلَيْلَاتِنَا فَلَمْ نَرَاهَا خَيْرًا حَتَّى أَصْبَخَنَا، قَالَ مُحَمَّدٌ: فَسَأَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا الشَّهِيدُ الَّذِي نَزَّلَ؟ قَالَ: فِي الدِّينِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ يَدِيهِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُبِيلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ عَاشَ ثُمَّ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ عَاشَ وَغَلَبَ دِينَ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُقْضَى دِينُهُ.

رواہ احمدہ ٢٨٩/

٢٠٣. হযরত মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আমরা একদিন মসজিদের ময়দানে যেখানে জানায়া রিথা হইতে বসা ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও

আমাদের মধ্যে বসিয়াছিলেন। তিনি আসমানের দিকে দৃষ্টি মুৰারক উঠাইলেন এবং কিছু দেখিলেন। অতঃপর দৃষ্টি নিচু করিলেন এবং (বিশেষ চিন্তার ভঙ্গীতে) নিজের হাত কপাল মুৰারকের উপর রাখিলেন ও বলিলেন, সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ! কত কঠিন ধৰ্মকি নাযিল হইয়াছে! হয়েরত মুহাম্মদ ইবনে আবুলুল্লাহ (রায়িঃ) বলেন, ঐদিন এবং ঐ রাত্রি সকাল পর্যন্ত আমরা সকলেই নিরব রহিলাম এবং এই নিরব থাকাকে আমরা ভাল মনে করি নাই। অতঃপর (সকালে) আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিলাম, কি কঠিন ধৰ্মকি নাযিল হইয়াছিল? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, কঠিন ধৰ্মকি করজ সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। ঐ যাতের কসম, যাহার হাতে মুহাম্মদের জ্ঞান, যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার পথে শহীদ হয় তারপর জিন্দা হয় আবার শহীদ হয়, আবার জিন্দা হয় এবং তাহার জিম্মায় করজ থাকে সে জান্মাতে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রবেশ করিতে পারিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার করজ আদায় করিয়া না দেওয়া হয়। (মুসনাদে আহমাদ)

٤٠٣-عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَنْكُوعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِجَنَاحَةَ
لِيُصْلِيَ عَلَيْهَا فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ ذَنْبٍ؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ
أَتَى بِجَنَاحَةَ أُخْرَى فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ ذَنْبٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ:
فَصَلَّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَى ذَنْبِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ
فَصَلَّى عَلَيْهِ. رواه البخاري، باب من تکفل عن مبت..، رقم: ٢١٩٥

২০৪. হয়েরত সালামা ইবনে আকওয়া (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একটি জানায়া আনা হইল। যাহাতে তিনি ঐ ব্যক্তির জানায়ার নামায পড়াইয়া দেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এই মৃত ব্যক্তির উপর কোন করজ আছে কি? লোকেরা আরজ করিল, নাই। তিনি তাহার জানায়ার নামায পড়াইয়া দিলেন। অতঃপর দ্বিতীয় জানায়া আনা হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এই মৃত ব্যক্তির উপর কাহারও করজ আছে কি? লোকেরা আরজ করিল, জু হাঁ। তিনি সাহাবীগণকে এরশাদ করিলেন, তোমরা আপন সাথীর জানায়ার নামায পড়িয়া লও। হয়েরত আবু কাতাদা (রায়িঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাহার করজ আমি আমার জিম্মায় লইয়া লইলাম। তিনি তাহার জানায়ার নামাযও পড়াইয়া দিলেন। (বোখারী)

٢٠٥-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: مَنْ أَخْذَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِرِينْدٍ أَدَاءَهَا أَدَى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخْذَ بِرِينْدٍ إِلَّا فَهُوَ أَنْفَقَ اللَّهُ.
رواه البخاري، باب من أخذ أموال الناس .، رقم: ٢٣٨٧

২০৫. হযরত আবু হুরায়রা (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি লোকদের নিকট হইতে সম্পদ (করজ) গ্রহণ করে এবং সে করজ আদায়ের নিয়ত করিয়া থাকে আল্লাহ তায়ালা তাহার পক্ষ হইতে আদায় করিয়া দিবেন। আর যে ব্যক্তি কাহারও নিকট হইতে (করজ) গ্রহণ করে এবং উহা আদায় করিবার ইচ্ছাই তাহার না থাকে তখন আল্লাহ তায়ালা তাহার সম্পদ ধৰ্মস করিয়া দিবেন।

ফায়দা ৪: ‘আল্লাহ তায়ালা তাহার পক্ষ হইতে আদায় করিয়া দিবেন’ ইহার অর্থ এই যে, আল্লাহ তায়ালা করজ আদায়ে তাহার সাহায্য করিবেন। যদি জিন্দেগীতে আদায় করিতে না পারে তবে আখেরাতে তাহার পক্ষ হইতে আদায় করিয়া দিবেন। ‘আল্লাহ তায়ালা তাহার সম্পদ ধৰ্মস করিয়া দিবেন’ ইহার অর্থ এই যে, এই খারাপ নিয়তের কারণে তাহাকে জানি অথবা মালী লোকসান উঠাইতে হইবে। (ফতুহল বারী)

٢٠٦-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ اللَّهُ مَعَ الدَّافِنِ حَتَّى يَقْضِيَ دِيْنَهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيمَا يَمْكُرُهُ اللَّهُ.

رواه ابن ماجه، باب من أذان دينا وهو برى قضاء، رقم: ١٤٩

২০৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির সাথে আছেন যতক্ষণ পর্যন্ত সে আপন ঋণ আদায় করে। তবে শর্ত এই যে, করজ কোন এইরূপ কাজের জন্য না লওয়া হইয়া থাকে, যাহা আল্লাহ তায়ালার নিকট অপছন্দ। (ইবনে মাজাহ)

٢٠٧-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اسْتَفْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا، فَاغْطِي مِنْ أَفْوَقَهُ، وَقَالَ: خَيَارُكُمْ مَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً.
رواه مسلم، باب حواجز اغراض الحجوان .، رقم: ٤١١

২০৭. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি উট করজ লইলেন। অতঃপর তিনি করজ আদায়ের সময় একটি বড় বয়স্ক উট দিলেন ও

একরাবে মুসলিম
for more videos <https://youtube.com/annaaba>

এরশাদ করিলেন, তোমাদের মধ্যে সবচাহতে উত্তম লোক তাহারা, যাহারা
করজ আদায়ের মধ্যে উত্তম। (মুসলিম)

**২০৮- عن عبد الله بن أبي ربيعة رضي الله عنه قال: استقرض مني
النبي صلى الله عليه وسلم أربعين ألفاً، فجاءه مال فدفعته إلىه وقال: بارك الله لك
في أغلبك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والآداء.** رواه السناني،

باب الاستقرض، رقم: ٤٦٨٧

২০৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি রাবীয়া (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত
আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট হইতে
চল্লিশ হাজার করজ নিলেন। অতঃপর তাঁহার নিকট মাল আসিল। তখন
তিনি আমাকে দান করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাকে দোয়া দিলেন ও
এরশাদ করিলেন, আল্লাহ তায়ালা তোমার সন্তান-সন্ততি ও সম্পদের
মধ্যে বরকত দান করুন। করজের বদলা এই যে, উহা আদায় করা হইবে
আর (করজদাতার) প্রশংসা ও শুকরিয়া করা হইবে। (নাসাঈ)

**২০৯- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان
لني مثل أحد ذهب ما يسرني أن لا يمر على ثلات وعندني منه
شيء إلا شيء أرصد له لذفين.** رواه البخاري، باب أداء الديون.....

رقم: ١٢٨٩

২০৯. হযরত আবু হুরায়রা (রায়িৎ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করেন যে, যদি আমার নিকট ওহুদ পাহাড়
পরিমাণও স্বর্ণ হয় তবে আমার আনন্দ ইহার মধ্যে হইবে যে, তিন দিনও
এই অবস্থায় অতিবাহিত না হয় যে, উহা হইতে আমার নিকট সামান্য
পরিমাণও বাকী থাকিয়া যায় ; শুধুমাত্র সামান্য এ পরিমাণ অর্থ ব্যতীত
যাহা আমি করজ আদায়ের জন্য রাখিয়া দিব। (বৌখারী)

**২১০- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا
يُشْكِرُ النَّاسُ لَا يُشْكِرُ اللَّهَ.** رواه الترمذى و قال: هذا حديث حسن صحيح،

باب ما جاء في الشكر رقم: ١٩٥٤

২১০. হযরত আবু হুরায়রা (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন যে ব্যক্তি যান্নুরে

মসলিমানদের হক
for more videos <https://youtube.com/annaaba>
শোকর আদায়কারী হয় না, সে আল্লাহ তায়ালারও শোকর আদায় করেন
না। (তিরমিয়ী)

ফায়দা ৪ কোন কোন ব্যাখ্যাকারী হাদীসের এই অর্থ বয়ান করিয়াছেন
যে, যে ব্যক্তি এহসানকারী বান্দাদের শোকরগুর্যার হয় না, সে নাশকরীর
এই অভ্যাসের কারণে আল্লাহ তায়ালার শোকরগুর্যারও হয় না।

(মায়ারেফুল হাদীস)

- ২১১ - عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ
صُبْحَ إِلَيْهِ مَغْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي
الثَّنَاءِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن جيد غريب، باب ما جاء في الثناء

بالمعروف، رقم: ২০৩৫

২১১. হযরত উসামা বিন ঘায়েদ (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তির উপর এহসান করা হইয়াছে এবং সে এহসানকারী ব্যক্তিকে 'জَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا' অর্থাৎ 'আল্লাহ তায়ালা তোমাকে ইহার উত্তম বদলা দান করুন' বলিয়াছে সেই ব্যক্তি (এই দোয়ার দ্বারা) পূর্ণ প্রশংসা করিয়াছে ও শোকর আদায় করিয়া দিয়াছে। (তিরমিয়ী)

ফায়দা ৫ এই সমস্ত শব্দের দ্বারা দোয়া করা যেন এই কথা প্রকাশ করা যে, আমি ইহার বদলা দিতে অক্ষম। এজন্য আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করি যে, তিনি তোমার এই এহসানের উত্তম বদলা দান করুন। এইভাবে দোয়ার এই বাক্য এহসানকারী ব্যক্তির জন্য প্রশংসা হয়।

(মায়ারেফুল হাদীস)

- ২১২ - عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ أَتَاهُ
الْمُهَاجِرُونَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا رَأَيْنَا قَوْمًا أَبْدَلَ مِنْ كَفِيرٍ وَلَا
أَخْسَنَ مُوَاسَةً مِنْ قَلِيلٍ مِنْ قَوْمٍ نَرَأَنَا بَيْنَ أَطْهَرِهِمْ، لَقَدْ كَفُونَا
الْمُزَانَةُ وَأَفْرَكُونَا فِي الْمَهْنَةِ، حَتَّى لَقَدْ عَفَنَا أَنْ يَلْعَبُوا بِالْأَبْجِرِ
كُلِّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا، مَا دَعَوْتُمُ اللَّهَ لَهُمْ وَأَنْتُمْ عَلَيْهِمْ. رواه
الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، باب ثناء المهاجرين

رقم: ২৪৮৭

faydahbangla.com <https://youtube.com/alamajis5g>

সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত কারিয়া মদীনা মুনাওয়ারায় তশরীফ আনিলেন, তখন (একদিন) মুহাজিরগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! যাহাদের নিকট আমরা আসিয়াছি এইরূপ লোক আমরা দেখি নাই অর্থাৎ মদীনার আনসারগণ। তাহাদের নিকট সচ্ছলতা থাকিলে তাহারা খুব খুরচ করেন, অভাব থাকিলেও তাহারা আমাদের সহানুভূতি ও সাহায্য করেন। তাহারা মেহনত ও কষ্টের অংশ নিজেদের জিম্মায় লইয়াছেন এবং লাভের মধ্যে আমাদেরকে শরিক করিয়া লইয়াছেন। (তাহাদের এই অসাধারণ কুরবানীর কারণে) আমাদের আশৎকা বোধ হয় যে, সমস্ত নেকী ও সওয়াব নাজানি তাহাদের অংশে চলিয়া যাওয়া (আর আখেরাতে আমরা খালি হাত থাকিয়া যাই)। নবী করীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, না, এমন হইবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এই এহসানের বিনিময়ে তাহাদের জন্য দোয়া করিতে থাকিবে এবং তাহাদের প্রশংসা অর্থাৎ শুকরিয়া আদায় করিতে থাকিবে।

(তিরিয়ী)

**عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ
غَرَضَ عَلَيْهِ رِبْحًا، فَلَا يَرْدِدُهُ، فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمُخْمِلِ طَيِّبُ الرِّيحِ.**

رواه مسلم، باب استعمال المسك...، رقم: ৫৮৮৩

২১৩. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যাহাকে হাদিয়া হিসাবে সুগন্ধিময় ফুল পেশ করা হয় তাহার উচিত সে যেন উহা ফিরাইয়া না দেয়। কেননা উহা অত্যন্ত হালকা ও অল্প মূল্যের জিনিস এবং উহার সুগন্ধি ও ভাল হয়। (মুসলিম)

ফায়দা : ফুলের মত কম মূল্যের জিনিস কবুল করিতে যদি অস্বীকার করা হয় তবে ইহারও আশৎকা থাকে যে, হাদিয়াদাতার এই খেয়াল হইতে পারে যে, আমার জিনিসটি কমদামী হওয়ার কারণে কবুল করা হয় নাই, ইহাতে তাহার দিল ভাঙ্গিতে পারে। (মায়ারেফুল হাদীস)

**عَنْ أَبِي عَمْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ثَلَاثٌ
لَا تَرْدُ: الْوَسَائِلُ وَالدُّهْنُ وَاللَّبَنُ [الدُّهْنُ يَعْنِي بِهِ الطَّيِّبُ].** رواه

الترمذى و قال: هنا حدثت غريب، باب ما جاء في كراهة رد الطيب، رقم: ২৭৯

for ২১৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তিনটি জিনিস ফিরাইয়া দেওয়া চাই না। বালিশ, খুশবু ও দুধ। (তিরমিয়ী)

**٢١٥ - عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: مَنْ شَفَعَ لِأَخْرَى
شَفَاعَةً فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقِبَلَهَا فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ**

أَبْوَابِ الرِّبْيَا. رواه أبو داود، باب في الهدية لقضاء الحاجة، رقم: ٣٥٤١

২১৫. হযরত আবু উমামা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আপন মুসলমান ভাইয়ের জন্য (কোন ব্যাপারে) সুপারিশ করিল অতঃপর ঐ ব্যক্তি সুপারিশকারীকে (সুপারিশের বিনিময়ে) কোন হাদিয়া পেশ করিল এবং সে ঐ হাদিয়া কবুল করিয়া লইল, তবে সে সুন্দের দরজাসমূহের মধ্য হইতে একটি বড় দরজার ভিতর ঢুকিয়া গেল। (আবু দাউদ)

**٢١٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: مَا مِنْ
مُسْلِمٍ لَهُ أَبْنَانٌ، لَيُخْسِنَ إِلَيْهِمَا مَا صَعِبَتَهُ أَوْ صَحِبَهُمَا، إِلَّا
أَذْخَلَاهُ الْجَنَّةَ.** رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده ضعيف وهو حديث حسن

بشواهده ٧٥٧/٧٠٧

২১৬. হযরত ইবনে আববাস (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে মুসলমানের দুইটি কন্যা সন্তান আছে অতঃপর যতদিন তাহারা তাহার নিকট থাকে অথবা সে তাহাদের নিকট থাকে এবং তাহাদের সহিত সৎ ব্যবহার করে তবে এই দুই কন্যা সন্তান তাহাকে অবশ্যই জান্মাতে প্রবেশ করাইয়া দিবে।

(ইবনে হিবান)

**٢١٧ - عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: مَنْ عَالَ
جَارِيَتَيْنِ دَخَلَتْ أَنَا وَهُوَ الْجَنَّةَ كَهَاتَيْنِ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِيهِ.** رواه
الترمذি وقال: هنا حديث حسن غريب، باب ما جاء في النفقة على البنات
والأخوات، رقم: ١٩١٤

২১৭. হযরত আনাস (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি দুইজন কন্যা সন্তানকে লালনপালন করিল ও তাহাদের দেখাশুনা করিল সে এবং আমি জান্মাতে এইকুপ একসাথে প্রবেশ করিব যেরূপ এই দুইটি জান্মাতে

ইহা এরশাদ করিয়া তিনি আপন দুইটি আঙুল দ্বারা ইশারা করিলেন।

(তিরমিয়ী)

٢١٨- عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: من يلني من هذه البنات شيئاً، فأخسرن إلينهن كُنْ لَهُ سِرْتًا مِنَ النَّارِ. رواه البخاري، باب رحمة الولد رقم: ٥٩٩٥

২১৮. হযরত আয়েশা (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি এই কন্যা সন্তানদের কোন বিষয়ের জিন্মাদারী গ্রহণ করিল এবং তাহাদের সহিত ভাল ব্যবহার করিল তবে এই কন্যাগণ তাহার জন্য দোষখের আগুন হইতে রক্ষা পাওয়ার উসিলা হইয়া যাইবে। (বৌখারী)

٢١٩- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: من كانت له ثلاثة بنات أو ثلاثة اخوات أو ابستان أو اختنان فأخسرن صحبتهن وانقى الله فيهن فلة الجنة. رواه الترمذى، باب ما جاء في النفقة على البنات والأخوات، رقم: ١٩١٦

২১৯. হযরত আবু সাউদ খুদরী (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তির তিনটি কন্যা সন্তান অথবা তিনজন বোন রহিয়াছে অথবা দুই কন্যা সন্তান বা দুই বোন রহিয়াছে এবং তাহাদের সহিত ভাল ব্যবহার রাখিয়াছে ও তাহাদের হক আদায়ের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করিতে থাকে তাহার জন্য জান্নাত। (তিরমিয়ী)

٢٢٠- عن أبوبن موسى رحمة الله عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَا نَحْلَ وَاللَّهُ وَلَدُّا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلُ مِنْ أَدْبَرِ حَسَنٍ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث غريب، باب ما جاء في أدب الولد، رقم: ١٩٥٢

২২০. হযরত আইযুব (রহিত) আপন পিতা হইতে এবং তিনি আপন দাদা হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন পিতা আপন সন্তানদেরকে উক্তম শিক্ষা ও আদর্শ দান করা হইতে উক্তম কোন উপহার দেয়। নাইন (তিরমিয়ী) in 5g

— ২২১ —
عَنْ أَبْنَى عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ وُلِدَتْ لَهُ أُنْثِي فَلَمْ يَنْدِهَا وَلَمْ يَهْنِهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ بِغْنِيَ الدَّكَرُ عَلَيْهَا أَذْخُلْهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ.
 رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاستاد
 ولم يخر جاه ووافقه النعيمي / ١٧٧

২২১. হযরত ইবনে আববাস (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যাহার কন্যা সন্তান জন্ম হয় অতঃপর সে না তাহাকে জীবিত দাফন করে (যেমন জাহেলিয়াতের যুগে হচ্ছিল) না তাহার সহিত অপমানজনক আচরণ করে এবং না (আচার-আচরণে) পুত্রদেরকে তাহার উপর প্রাধান্য দেয়, অর্থাৎ কন্যার সহিত ঐরূপই ব্যবহার করে যেরূপ পুত্রদের সহিত করে তখন আল্লাহ তায়ালা কন্যার সহিত এই সং ব্যবহারের বিনিময়ে তাহাকে জামাতে প্রবেশ করাইবেন। (মুসতাদরাকে হাকেম)

— ২২২ —
عَنْ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي نَحْلَتُ أَبْنِي هَذَا غُلَامًا، فَقَالَ: أَكُلُّ وَلَدَكَ نَحْلَتِ مِثْلُهِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَأَزْجِفْهُ.
 رواه البخاري، باب الهبة للولد،

রুম: ১০৮৬

২২২. হযরত নোমান ইবনে বাশীর (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আমার পিতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আমাকে লইয়া হাজির হইলেন এবং আরজ করিলেন যে, আমি আমার এই পুত্রকে একটি গোলাম হাদিয়া করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি তোমার অন্যান্য সন্তানদেরকেও এইভাবে দিয়াছ? তিনি আরজ করিলেন, না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, গোলাম ফেরত লইয়া লও। (বোখারী)

ফায়দা : উপরোক্ত হাদীস শরীফ হইতে ইহা জানা গেল যে, সন্তানদেরকে হাদিয়া দেওয়ার ব্যাপারে সমতা রক্ষা করা উচিত।

— ২২৩ —
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبْنَى عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدَةٌ وَلَدَ فَلْيُخْسِنْ اسْمَهُ وَأَدْهَهُ فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوْجْهُ.
 for more books <https://youtube.com/alamin5g>

فَإِنْ بَلَغَ وَلَمْ يُزْوِجْهُ، فَأَصَابَ إِلَيْهَا، فَإِنَّمَا أَثْمَهُ عَلَى أَبِيهِ. رواه البهجهي

في شعب الإisan ٤٠١

২২৩. হযরত আবু সাউদ ও হযরত ইবনে আববাস (রায়ঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যাহার কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তাহার ভাল নাম রাখিবে এবং তাহার ভাল তরবিয়ত করিবে তারপর যখন সে বালেগ হইয়া যায় তখন তাহাকে বিবাহ করাইবে। যদি বালেগ হইয়া যাওয়ার পরও (নিজের অবহেলা ও বেপরওয়া ভাবের কারণে) তাহাকে বিবাহ করাইল না ফলে সে পাপকাজে লিপ্ত হইয়া গেল তবে ইহার গুনাহ পিতার উপর বর্তাইবে। (বায়হাকী)

٤-٢٢٤- عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أغرايى إلى النبي ﷺ
فقال: تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم، فقال النبي ﷺ: أو أملك
لك أن ترعن الله من قلبك الرحمة. رواه البخاري، باب رحمة الولد

ونفسيه و معافته، رقم: ٥٩٩٨

২২৪. হযরত আয়েশা (রায়ঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, গ্রামে বসবাসকারী এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদগতে হাজির হইয়া বলিল, তোমরা কি বাচ্চাদেরকে আদর-সোহাগ কর? আমরা তো তাহাদেরকে আদর-সোহাগ করি না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যদি আল্লাহ তায়ালা তোমাদের দিল হইতে রহগতের মূল বাহির করিয়া দিয়া থাকেন তবে ইহাতে আমার কি করার আছে। (বোথারী)

٤-٢٢٥- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: تهادوا في
الهدية تذهب وحر الصدر، ولا تخرب حارة ليجارتها ولو شيئاً
فليس شارة. رواه الترمذى وقال: هذا حديث غريب، باب في حدث النبي ﷺ على
الهدية، رقم: ١١٢٠

২২৫. হযরত আবু হুরায়রা (রায়ঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা একে অপরকে হাদিয়া দাও। কেননা হাদিয়া অস্তরের মলিনতা দূর করে। কোন প্রতিবেশনা তাহার প্রতিবেশনীর হাদিয়াকে যেমন তুচ্ছ মনে না করে যদিও

for more videos <https://youtube.com/annaaba>
 উহা ছাগলের ক্ষুরার একটি টুকরাই হোক না কেন। (এমনিভাবে
 হাদিয়াদাতাও যেন এই হাদিয়াকে কম মনে না করে।) (তিরিমিয়ী)

٤٢٦-عَنْ أَبِي ذِئْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَخْفِرُنَّ
 أَحَدُكُمْ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُنْقِلْ أَخَاهُ بِوْجِهٍ طَلْبِيًّا،
 وَإِنْ اشْتَرَتْ لَهُمَا أَوْ طَبَخَتْ قِنْدَرًا فَأَكْثِرُ مَرْقَفَةٍ وَأَغْرِفْ لِجَارِكَ
 مِنْهُ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح؛ باب ما جاء في إكثار ماء

العرفة، رقم: ١٨٣٣

২২৬. ইয়রত আবু যর (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
 আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে কেহ যেন
 সামান্য নেকীকেও মামুলী মনে না করে। যদি অন্য কোন নেকী না হইতে
 পারে তবে ইহাও নেকী যে, আপন ভাইয়ের সহিত হাসিমুখে সাক্ষাৎ
 করিবে। যখন তোমরা (রান্নার জন্য) গোশত খরিদ কর অথবা সালন রান্না
 কর তখন শুরুয়া বাড়াইয়া দাও এবং উহা হইতে কিছু বাহির করিয়া
 আপন প্রতিবেশীকে দিও। (তিরিমিয়ী)

٤٢٧-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَدْخُلُ
 الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمُنُ جَارَهُ بِوَاقِفَةِ. رواه مسلم، باب بيان تحريم إيداء الحار،

২২৭. ইয়রত আবু ত্বরায়রা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ
 সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঐ ব্যক্তি জান্নাতে
 প্রবেশ করিতে পারিবে না, যাহার উপদ্রব হইতে তাহার প্রতিবেশী
 নিরাপদে থাকিতে পারে না। (মুসলিম)

٤٢٨-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ
 يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلِكُرْمٍ جَارَهُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا
 حَقُّ الْجَارِ؟ قَالَ: إِنْ سَأَلْتَ فَأَغْطِيهِ، وَإِنْ اسْتَفْتَاهُ فَأَغْفِثُهُ، وَإِنْ
 اسْتَفْرَضْتَ فَأَفْرِضْهُ، وَإِنْ دَعَاكَ فَأَجْبِهُ، وَإِنْ مِرْضٌ فَعَدْهُ، وَإِنْ
 مَاتَ فَشَيْقَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ فَعَزِّهُ، وَلَا تُؤْذِهُ بِقُتْلَارِ قِنْدَرَكَ إِلَّا
 أَنْ تَعْرِفَ لَهُ مِنْهَا، وَلَا تَرْفَعْ عَلَيْهِ الْبَنَاءَ لِتَسْدِيْ عَلَيْهِ الرِّيحَ إِلَّا يَادِيهِ.

for more books <https://youtube.com/alamin5g>

رواہ الأصبهانی فی کتاب الترغیب ۱/ ۴۸۰، و قال فی الحاشیة: عزاء المنذری فی
الترغیب ۳۵۷ للمسنون بعد أن رواه من طرق أخرى، ثم قال المنذری: لا يخفى
أن كثرة هذه الطرق تکسبه قوة والله أعلم

২২৮. হয়রত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও
আখ্রেরাতের দিনের উপর ঈমান রাখে তাহার কর্তব্য হইল, সে যেন আপন
প্রতিবেশীর সহিত একরামের ব্যবহার করে। সাহাবায়ে কেরাম (রায়িঃ)
আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! প্রতিবেশীর হক কি? তিনি এরশাদ
করিলেন, যদি সে তোমার নিকট কিছু চায় তবে তাহাকে দাও। যদি সে
তোমার নিকট সাহায্য চায়, তবে তুমি তাহার সাহায্য কর। যদি সে
নিজের প্রয়োজনে করজ চায় তবে তাহাকে করজ দাও। যদি সে তোমাকে
দাওয়াত করে তবে উহা কবুল কর। যদি সে অসুস্থ হইয়া পড়ে তবে
তাহাকে দেখিতে যাও। যদি তাহার ইষ্টেকাল হইয়া যায় তবে তাহার
জানায়ার সঙ্গে যাও। যদি সে কোন মুসীবতে পড়ে তবে তাহাকে সাস্ত্না
দাও। নিজের পাতিলে গোশত রান্নার খুশবু দ্বারা তাহাকে কষ্ট পৌছাইও না
(কেননা হইতে পারে যে, অভাবের কারণে সে গোশত রান্না করিতে পারে
না।) বরং উহা হইতে কিছু তাহার ঘরেও পাঠাইয়া দাও। আপন বাড়ীর
ইমারত তাহার ইমারত হইতে এইরূপ উচ্চ করিও না যে, তাহার ঘরে
বাতাস বন্ধ হইয়া যায়। অবশ্য তাহার অনুমতিক্রমে হইলে ভিন্ন কথা।

(তর্গীব)

২২৯- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: ليس
المؤمن الذي يشبع وجارحة جائع. رواه الطبراني وأبويعلي ورجاه ثقات.

مجمع الروايات ۳۰۶/۸

২৩০. হয়রত ইবনে আবুস (রায়িঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঐ ব্যক্তি (পূর্ণ) মোমিন হইতে
পারিবে না, যে নিজে পেট ভরিয়া খায় অথচ তাহার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত
থাকে। (তাদারানী, আবু ইয়ালা, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

২৩০- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله إن
فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقها غير أنها تؤذني
جزئها بمسانها قال: هي في النار قال: يا رسول الله أي زنة

يَذَكُرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا وَصَدَقَهَا وَصَلَّى إِلَيْهَا، وَإِنَّهَا تَصَدُّقُ بِالْأَثْوَارِ
مِنَ الْأَقْرِطِ وَلَا تُؤْذِنُ جِبْرِيلَ أَنَّهَا يُلْسَانُهَا، قَالَ: هُنَّ فِي الْجَنَّةِ. رواه

احمد / ٤٠

২৩০. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অমুক মহিলা সম্পর্কে ইহা প্রসিদ্ধ যে, সে অধিক পরিমাণে নামায, রোয়া ও দান-খয়রাত করে (কিন্তু) আপন প্রতিবেশীদেরকে নিজের জবানের দ্বারা কষ্ট দেয় অর্থাৎ গালিগালাজ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, সে দোষখে রহিয়াছে। অতঃপর সেই ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অমুক মহিলা সম্পর্কে ইহা প্রসিদ্ধ যে, সে নফল রোয়া, দান-খয়রাত ও নামায কম করে, বরং তাহার সদকা-খয়রাত পনিরের কয়েকটি টুকরা হইতে বেশী হয় না। কিন্তু নিজের প্রতিবেশীদেরকে সে জবানের দ্বারা কোন কষ্ট দেয় না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, সে জামাতে রহিয়াছে। (মুসনাদে আহমাদ)

٢٣١- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ
عنى هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعلم بهن؟ فقال
أبو هريرة رضي الله عنه: قلت: أنا يا رسول الله! فأخذ بيدي فعد
خمساً وقال: اتق المحرمات تكن أغية الناس، وأرض بما قسم
الله لك تكن أغنى الناس، وأخرين إلى جارتك تكن مؤمناً، وأحب
للناس ما تُحب لنفسك تكن مسلماً ولا تُكرِّض الصالحين فإن كثرة
الصالحة تُميِّز القلب. رواه الترمذى وقال: هذا حديث غريب، باب من

اتق المحرمات فهو أبعد الناس، رقم: ٢٣٥

২৩১. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কে আছে যে আমার নিকট হইতে এই কথাগুলি শিখিবে। অতঃপর উহার উপর আমল করিবে কিংবা ঐসব লোককে শিক্ষা দিবে যাহারা ইহার উপর আমল করিবে? হযরত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি প্রস্তুত আছি। তিনি (মহবতের সহিত) আমার হাত তাঁহার ঘুঁটারক হাতে লইয়া লইলেন এবং গলিয়া এই পাচটি কথা এরশাদ

করিলেন—হারাম হইতে বাচ্চা থাক, তুমি সকলের চাইতে বড় এবাদতকারী হইয়া যাইবে। আল্লাহ তায়ালা যাহা কিছু তোমাকে দিয়াছেন উহার উপর রাজি থাক, তুমি সবচাইতে বড় ধনী হইয়া যাইবে। আপন প্রতিবেশীর সহিত ভাল আচরণ কর, তুমি মুঘেন হইয়া যাইবে। যাহা নিজের জন্য পছন্দ কর উহাই অন্যদের জন্যও পছন্দ কর, তুমি (পূর্ণ) মুসলমান হইয়া যাইবে। বেশী হাসি না, কেননা বেশী হাসা দিলকে মুর্দা করিয়া দেয়। (তিরমিয়ী)

٤٢٣١-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ لِي أَنْ أَغْلِمَ إِذَا أَخْسَنَتْ وَإِذَا أَسَأَتْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا سَمِعْتَ جِيرَانَكَ يَقُولُونَ فَذَ أَخْسَنَتْ فَقَدْ أَخْسَنْتَ، وَإِذَا سَمِعْتُمْ يَقُولُونَ فَذَ أَسَأَتْ فَقَدْ أَسَأْتَ. رواه الطبراني

ورجاله رجال الصحيح، مجمع الرواية ٤٨٠ / ١٠

২৩২. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রায়িৎ) বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কিভাবে জানিতে পারিব যে, এই কাজটি ভাল করিয়াছি এবং এই কাজটি খারাপ করিয়াছি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যখন তুমি আপন প্রতিবেশীদেরকে ইহা বলিতে শোন যে, তোমার কাজকর্ম ভাল তখন নিশ্চয়ই তোমার কাজকর্ম ভাল। আর যখন তুমি আপন প্রতিবেশীদেরকে ইহা বলিতে শোন যে, তোমার কাজকর্ম খারাপ করিয়াছ তখন নিশ্চয় তোমার কাজকর্ম খারাপ। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٤٢٣٢-عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قَرَادِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ يَوْمًا فَجَعَلَ أَصْحَابَهُ يَتَسَاءَلُونَ بِوَضُوئِهِ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ: مَا يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَذَا؟ قَالُوا: حُبُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحِبَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْ يُحِبَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَيَضْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَثَ وَلَيُؤَدِّيْ أَمَانَتَهُ إِذَا أَؤْتَمَنَ وَلَيَخْسِنْ جِوارَةَ مَنْ جَاءَرَهُ. رواه

البيهقي في شعب الإيمان، مشكورة الصواب، رقم: ٤٩٠

২৩৩. হ্যরত আব্দুর রহমান ইবনে আবু কুরাদ (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন ওজু করিলেন। তাহার সাহাবায়ে কেরাম (রায়িৎ) ওজুর গানি/বাইয়া (নিজেদ্দের

চেহারা ও শরীরে) মাথিতে লাগিলেন। তিনি এরশাদ করিলেন, কোন্
জিনিস তোমাদেরকে এই কাজের উপর উদ্বৃদ্ধ করিতেছে? তাহারা আরজ
করিলেন, আল্লাহ ও তাহার রাসূলের মহবত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যে ব্যক্তি এই কথা পছন্দ করে
যে, সে আল্লাহ তায়ালা ও তাহার রাসূলকে মহবত করিবে অথবা আল্লাহ
তায়ালা ও তাহার রাসূল তাহাকে মহবত করিবেন, তখন তাহার উচিত,
যখন কথা বলে সত্য বলিবে, যখন কোন আমানত তাহার নিকট রাখা
হয় তখন উহাকে আদায় করিবে এবং আপন প্রতিবেশীর সহিত ভাল
ব্যবহার করিবে। (বায়হাকী, মেশকাত)

**২৩৩-عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: مَا زَالَ جِبْرِيلُ
يُوْصِنِي بِالْجَارِ حَتَّىٰ ظَفَّتِ اللَّهُ سَيُورَتُهُ.** رواه البخاري، باب الوضاءة

البخاري، رقم: ٦٠١٤

২৩৪. হযরত আয়েশা (রায়িহ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জিবরাইল (আঃ) আমাকে প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে এত বেশী ওসিয়ত করিতে থাকিয়াছেন
যে, আমার মনে হইতে লাগিল, তিনি প্রতিবেশীকে ওয়ারিছ বানাইয়া
দিবেন। (বোধারী)

**২৩৫-عَنْ عُقَيْدَةِ بْنِ عَامِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَوْلُ
خَصْمَنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَارِانِ.** رواه أحمد بن ساد حسن، مجمع الزوائد

২৩২/১.

২৩৫. হযরত উকবা ইবনে আমের (রায়িহ) বর্ণনা করেন যে,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন,
কেয়ামতের দিন (বাগড়াকারীদের মধ্যে) সর্বপ্রথম দুইজন বাগড়াকারী
প্রতিবেশী সামনে আসিবে। অর্থাৎ বান্দার হকের ব্যাপারে সর্বপ্রথম দুই
প্রতিবেশীর মোকাদ্দমা পেশ হইবে। (মুসনাদে আহমাদ, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

**২৩৬-عَنْ سَعْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: لَا يُرِيدُ أَحَدٌ أَغْلِ
الْمَدِينَةَ بِسُوءٍ إِلَّا أَذَابَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ ذُوبَ الرَّصَاصِ، أَوْ ذُوبَ
الْمَلْجَ فِي الْمَاءِ.** رواه مسلم، باب فضل المدينة...، رقم: ٣٣١٩

২৩৬. হযরত সাদ (রায়িহ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি

মদীনাবাসীদের সহিত কোন প্রকার অনিষ্টের ইচ্ছা করিবে, আল্লাহই তায়ালা তাহাকে (দোষখের) আগুনের মধ্যে এমনভাবে বিগলিত করিয়া দিবেন যেমন সীসা গলিয়া যায় অথবা যেরূপ পানির মধ্যে নিমক গলিয়া যায়।

(মুসলিম)

৭-২৩-عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَقَدْ أَخَافَ مَا بَيْنَ جَنَبَيْ.

رواہ احمد و رحالہ و رجال الصحيح، مجمع الروایات ۶۰۸/۳

২৩৭. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রায়িৎ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়ছি, যে ব্যক্তি মদীনাবাসীদেরকে ভয় দেখায়, সে আমাকে ভয় দেখায়। (মুসনাদে আহমাদ, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

৭-২৩৮-عَنْ أَبِي عَمْرٍ عَمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: مَنْ أَسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَمْوَدَ بِالْمَدِينَةِ فَلِيَمْوَدْ بِالْمَدِينَةِ، فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ مَاتَ بِهَا. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده صحيح ۵۷/۹

২৩৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি এই চেষ্টা করিতে পারে যে, মদীনাতে তাহার মৃত্যু আসে, তাহার উচিত সে যেন (ইহার চেষ্টা করে এবং) মদীনায় মারা যায়। আমি ঐ সমস্ত লোকের জন্য অবশ্য সুপারিশ করিব যাহারা মদীনায় মারা যাইবে (এবং সেখানে দাফন হইবে)। (ইবনে হিব্রান)

ফায়দা ১: আলেমগণ লিখিয়াছেন, সুপারিশ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল বিশেষ প্রকারের সুপারিশ। নচেৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাধারণ সুপারিশ তো সমস্ত মুসলমানের জন্যই হইবে। চেষ্টা করা অর্থ হইল, সেখানে যেন শেষ পর্যন্ত থাকে।

৭-২৩৯-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: لَا يَغْبِرُ عَلَى لَأْوَاءِ الْمَدِينَةِ وَمِثْلُهَا أَحَدٌ مِنْ أَنْتِي، إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ شَهِيدًا. رواه مسلم، باب الترغيب في سكنى المدينة.....

৩৩৪৭

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার যে উম্মতী
মদীনা তাইয়েবায় অবস্থানকালে যাবতীয় কষ্ট সহ্য করিয়া সেখানে
অবস্থান করিবে আমি কেয়ামতের দিন তাহার জন্য সুপারিশকারী অথবা
সাক্ষাদাতা হইব। (মসনিয়)

**عَنْ سَهْلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنَا وَكَافِلُ النَّبِيِّ
فِي الْجَنَّةِ هَذِهِ، وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَىٰ وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.**

رواه البخاري، باب اللعان ٤٠٠٠٠، رقم: ٥٣٤

২৪০. হযরত সাহল (রায়ঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি এবং এতীমের
লালন-পালনকারী জামাতে এইরূপ কাছাকাছি হইব। নবী করীম সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাহাদত এবং মধ্যমা অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করিয়াছেন
এবং এই দুইয়ের মাঝখানে সামান্য ফাঁক রাখিয়াছেন। (বোধারী)

**عَنْ عَوْزِ بْنِ مَالِكٍ الْقُشَيْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ ضَمَّ بَيْنَ أَبْوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ
وَشَرَابِهِ حَتَّى يُغْنِيَهُ اللَّهُ وَجَبَّ لَهُ الْجَنَّةَ.** رواه أحمد والطبراني وفيه:

على بن زيد وهو حسن الحديث وبقية رجاله رجال الصحيح، مجمع الروايات

২১৪/৮

২৪১. হযরত আমর ইবনে মালেক কুশাইরী (রায়ঃ) বলেন, আমি
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে
শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি এমন এতীম বাচ্চাকে যাহার মা-বাপ মুসলমান ছিল
নিজের সহিত খাওয়া-দাওয়াতে শরীক করিয়াছে। অর্থাৎ নিজ দায়িত্বে
গ্রহণ করিয়াছে অবশেষে আল্লাহ তায়ালা এই বাচ্চাকে (তাহার
লালনপালন হইতে) অমুখাপেক্ষী করিয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ সে তাহার
যাবতীয় প্রয়োজন নিজে পুরা করিতে লাগিয়াছে, তবে এই ব্যক্তির জন্য
জামাত ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে।

(মসনাদে আহমাদ, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

**عَنْ عَوْزِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: أَنَا وَأَمْرَأَةٌ سَفَعَاءُ الْحَدَّيْنِ كَهَانَتِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَوْمَأْ
بَنِيَّدُ الْوُسْطَىٰ وَالسَّبَابَةِ، امْرَأَةٌ آمَثَتْ مِنْ زَوْجِهَا ذَاتَ مَنْصَبٍ**

for more books <https://youtube.com/annasahib>

وَجَمَالٌ، حَبَسْتُ نَفْسَهَا عَلَى يَنَامَاهَا حَتَّى بَأْنُوا أَوْ مَاتُوا. رواه

أبو داود، باب في فضل من عالي ربناش، رقم: ٥١٤٩

২৪২. হ্যরত আওফ ইবনে মালেক আশজায়ী (রায়ঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি এবং ঐ মহিলা যাহার চেহারা (নিজের সন্তানদের লালন-পালন, দেখাশুনা এবং মেহনত ও কষ্টের কারণে) কালো হইয়া গিয়াছে ক্ষেমতের দিন এমনভাবে থাকিব। হাদীসের বর্ণনাকারী হ্যরত ইয়ায়ীদ (রহঃ) এই হাদীস বর্ণনা করিবার পর শাহাদাত অঙ্গুলি ও মধ্যমা অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করিয়াছেন। (যাহার অর্থ এই ছিল যে, যেরূপভাবে এই দুই অঙ্গুলি একটি অপরটির নিকটবর্তী এমনভাবে ক্ষেমতের দিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সেই মহিলা নিকটবর্তী হইবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কালো চেহারার অধিকারী মহিলার ব্যাখ্যা করিয়া এরশাদ করিয়াছেন যে, ইহার অর্থ হইল,) ঐ মহিলা যে বিধবা হইয়া গিয়াছে এবং সৌন্দর্য ও রূপ-লাভণ্য, ইয়থত ও সম্মানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আপন এতীম বাচ্চাদের (লালনপালন করার) জন্য দ্বিতীয় বিবাহ করে নাই। অবশ্যে সেই বাচ্চা বালেগ হইয়া যাওয়ার কারণে আপন মায়ের মুখাপেক্ষী থাকে নাই কিংবা তাহার মতৃ আসিয়া গিয়াছে। (আবু দাউদ)

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا قَدْ يَعْتَمِمُ مَعَ قَوْمٍ عَلَى قُضَاعَتِهِمْ فَيَقْرُبُ قُضَاعَتِهِمْ شَيْطَانٌ. رواه

الطبراني في الأوسط، وفيه: الحسن بن واصل، وهو الحسن بن دينار وهو ضيف لسوء

حفظه، وهو حدثت حسن والله أعلم، مجمع الروايات/٨٢٣

২৪৩. হ্যরত আবু মুসা আশআরী (রায়ঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে সমস্ত লোকের সহিত কোন এতীম তাহাদের পাত্রে খাওয়ার জন্য বসে, শয়তান তাহাদের পাত্রের কাছে আসে না। (তাবারানী, মাজয়ায়ে যাওয়ায়েদ)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا مَسَّكَ إِلَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسُوَّهُ قَلْبُهُ فَقَالَ: امْسَخْ رَأْسَ الْيَتَمِّ وَأَطْعِمْ الْمِسْكِينَ. رواه أحمد

ورجاله رجال الصحيح، صحيح البخاري/١٩٣

২৪৪. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিজের অস্তরের কঠোরতার অভিযোগ করিল। তিনি এরশাদ করিলেন, এতীমের মাথার উপর হাত বুলাইতে থাক এবং মিসকীনকে খানা খাওয়াইতে থাক।

(মুসনাদে আহমাদ, মাজয়ায়ে যাওয়ায়েদ)

২৪৫-عَنْ صَفَوَانَ بْنِ سُلَيْمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ
السَّاعِيْ عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمُسْكِنِينَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ
كَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيلَ. رواه البخاري، باب الساعي على

الأرملا، رقم: ٦٠٠.

২৪৫. হযরত সাফওয়ান ইবনে সুলাইম (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বিধবা নারী ও মিসকীনের প্রয়োজনীয় কাজে দৌড়োপকারীর সওয়াব আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদকারীর সওয়াবের ন্যায়। অথবা উহার সওয়াব ঐ ব্যক্তির সওয়াবের ন্যায়, যে দিনে রোধা রাখে ও রাতভর এবাদত করে। (বোখারী)

২৪৬-عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
خَيْرُكُمْ لَا هُلْكَهُ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لَا هُلْكَهُ. (وهو جزء من الحديث) رواه ابن

حسان، قال المحقق: إسناده صحيح ٩/٤٨٤

২৪৬. হযরত আয়েশা (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে উক্তম ব্যক্তি সে, যে আপন ঘরওয়ালাদের জন্য সর্বাপেক্ষা উক্তম হয় এবং আমি তোমাদের মধ্যে আমার ঘরওয়ালাদের জন্য বেশী উক্তম। (ইবনে হিবান)

২৪৭-عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ عَجُوزٌ إِلَى النَّبِيِّ
وَهُوَ عِنْدِي فَقَالَ لَهَا: مَنْ أَنْتِ؟ قَالَتْ: أَنَا جَثَامَةُ الْمَدِينَةِ،
قَالَ: كَيْفَ حَالُكُمْ؟ كَيْفَ أَنْتُمْ بَعْدَنَا؟ قَالَتْ: بَخْيَرٌ بَأْيِي أَنْتَ
وَأَنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَلَمَّا خَرَجَتْ قَلَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تُقْبَلُ
عَلَى هَذِهِ الْعَجُوزِ هَذَا الإِقْبَالُ فَقَالَ: إِنَّهَا كَانَتْ تَأْتِينَا أَيَّامَ
خَدِيجَةَ، وَإِنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيمَانِ. أَعْرَجَهُ الْحَاكِمُ سَحْوَهُ وَقَالَ:

لِذِكْرِي شَرِطَ الشَّيْعَيْنِ وَلِسَنِ لَهُ عَنْهُ دَوْلَةُ الدِّينِ ١٦/١

for more videos <https://youtube.com/annaaba>

২৪৭. হ্যরত আয়েশা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক বুক্তা মহিলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইল। তখন তিনি আমার নিকট ছিলেন। তিনি এরশাদ করিলেন, তুমি কে? সে আরজ করিল, জুছাম মাদানিয়্যাহ। তিনি এরশাদ করিলেন, তোমার কি অবস্থা? আমাদের (মদীনায় চলিয়া আসিবার) পর তোমাদের অবস্থা কেমন চলিতেছে? সে আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মা-বাপ আপনার উপর কোরবান হউন; সবকিছুই ভাল চলিয়াছে। যখন সে চলিয়া গেল তখন আমি (আশৰ্যান্তি হইয়া) আরজ করিলাম, এই বুড়ীর দিকে আপনি এত মনোযোগ দিলেন! তিনি এরশাদ করিলেন, সে খাদীজার জীবদ্ধায় আমাদের নিকট আসা-যাওয়া করিত। আর পুরানা পরিচয়ের খেয়াল রাখা সৈমানের আলামত। (ইসাবাহ)

٢٣٨-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنَّ كُرْهَةَ مِنْهَا خُلْقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرُ أَوْ قَالَ عَيْرَةً. رواه

مسلم، باب الرصبة بالنساء، رقم: ٣٤٥

২৪৮. হ্যরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ইহা মোমেন ব্যক্তির শান নয় যে, নিজের মোমেনা স্ত্রীর প্রতি বিদ্বেষ রাখিবে। যদি তাহার একটি অভ্যাস অপচন্দনীয় হয় তবে আরেকটি অভ্যাস তো পচন্দনীয় হইবে। (মুসলিম)

ফায়দা : রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীসে সুন্দর সমাজব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত মূলনীতি বলিয়া দিয়াছেন যে, একজন মানুষের মধ্যে যদি কোন খারাপ অভ্যাস থাকে তবে তাহার মধ্যে কিছু ভাল অভ্যাসও থাকিবে। এমন কে হইবে যাহার মধ্যে মোটেই কোন খারাপ অভ্যাস থাকিবে না অথবা কোন সৌন্দর্য থাকিবে না? অতএব মন্দ অভ্যাসসমূহকে এড়াইয়া চলা ও সৎ গুণবলীকে দেখা উচিত।

(তরজমানুস সুন্নাহ)

٢٣٩-عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَنْ كُنْتُ أَمِرَّاً أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَمْرُثَ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُذُنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ. رواه أبو داود، باب في

حق الزوج على المرأة، رقم: ٢١٤

for more books <https://youtube.com/alamin5g>

২৪৯. হ্যরত কাহিস ইবনে সাদ (রায়ঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যদি আমি কাহাকেও কাহারো সম্মুখে সেজদা করিবার হ্রকুম করিতাম তবে মহিলাদেরকে হ্রকুম করিতাম যে, তাহারা যেন নিজেদের স্বামীদেরকে সেজদা করে এবং ইহা ঐ হকের কারণে যাহা আল্লাহ তায়ালা তাহাদের উপর তাহাদের স্বামীদের জন্য নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। (আবু দাউদ)

٢٥٠-عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّمَا امْرَأَةً مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ. رواه الترمذى و قال:

هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، رقم: ١١٦١

২৫০. হ্যরত উম্মে সালামা (রায়ঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে মহিলার এই অবস্থায় ইস্তেকাল হয় যে, তাহার স্বামী তাহার উপর রাজী থাকে তবে সে জান্মাতে যাইবে। (তিরমিয়ী)

٢٥١-عَنِ الْأَخْوَصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: إِلَّا وَاسْتَوْصُوا بِالْإِنْسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاجِحَةٍ مُّبِينَةٍ، فَإِنْ فَعَلُوا فَاهْجِرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، فَإِنْ أَطْغَنُوكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَيْلًا، إِلَّا إِنْ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًا، فَإِمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُؤْطِنُ فَرْشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يَأْذَنُ فِي بَيْوَنِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، إِلَّا وَحْقَهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُخْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ. رواه الترمذى و قال: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها، رقم: ١١٦٣

২৫১. হ্যরত আহওয়াস (রায়ঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন— খুব মনোযোগ সহকারে শোন, নারীদের সহিত সৎ ব্যবহার কর। এইজন্য যে, তাহারা তোমাদের অধীন, তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার ব্যতীত অন্য কিছু ক্রিয়ার তোমাদের অধিকার নাই। **হাঁ, যদি তাহারা/ কোন প্রকাশ**

for more videos <https://youtube.com/annaaba>

বেহয়াপনায় লিপ্ত হয় তবে তাহাদেরকে তাহাদের বিছানায় এককী ছাড়িয়া দাও। অর্থাৎ তাহাদের সহিত ঘুমানো ছাড়িয়া দাও। কিন্তু ঘরেই থাকিও এবং মন্দু প্রহার কর। অতঃপর যদি তাহারা তোমাদের বাধ্য হইয়া যায় তবে তাহাদের ব্যাপারে (সীমালংঘন করিবার জন্য) বাহানা তালাশ করিও না। খুব মনোযোগ সহকারে শোন, তোমাদের হক তোমাদের বিবিদের উপর আছে, (এমনিভাবে) তোমাদের বিবিদেরও তোমাদের উপর হক আছে। তোমাদের হক তাহাদের উপর এই যে, তাহারা তোমাদের বিছানার উপর কোন এমন ব্যক্তিকে আসিতে না দেয়, যাহার আসা তোমাদের অপচন্দ। আর না তাহারা তোমাদের ঘরে তোমাদের অনুমতি ছাড়া কাহাকেও আসিতে দিবে। খুব মনোযোগসহকারে শোন, এই নারীদের তোমাদের উপর হক এই যে, তোমরা তাহাদের সহিত তাহাদের পোশাক ও তাহাদের খানাপিনার ব্যাপারে সৎ ব্যবহার কর। অর্থাৎ নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী তাহাদের জন্য এইসব জিনিসের ব্যবস্থা করিতে থাক। (তিরমিয়ী)

٢٥٢-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَغْطُوا الْأَجِزَرَ أَخْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْعَفَ عَرْقَةً. رواه ابن ماجه، باب أحمر

الأجزاء، رقم: ٢٤٤٣

২৫২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রায়ী) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, শ্রমিকের ঘাম শুকাইয়া যাওয়ার আগে তাহার পারিশ্রমিক দিয়া দাও। (ইবনে মাজাহ)

॥ ॥ ॥

আত্মীয়তা বজায় রাখা

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَأَغْبَدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْمُؤْمِنِينَ
إِخْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى
وَالْجَارِ الْجُنُبُ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا وَمَا مَلَكْتُ
أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ (النساء: ٣٦)

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—তোমরা সকলেই আল্লাহ তায়ালার এবাদত কর এবং তাহার সহিত কোন জিনিসকে শরীক করিও না এবং মা-বাপের সহিত সদ্যবহার কর এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথেও, এতীমদের সাথেও, মিসকীনদের সাথেও এবং নিকটবর্তী প্রতিবেশীদের সাথেও, দূরবর্তী প্রতিবেশীদের সাথেও এবং নিকটে যাহারা বসে তাহাদের সাথেও (অর্থাৎ যাহারা দৈনিক আসা-যাওয়া এবং সঙ্গে উঠাবসা করে) এবং মুসাফিরের সাথেও এবং ঐ গোলামদের সাথেও যাহারা তোমাদের অধীনে রহিয়াছে সদ্যবহার কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা এমন লোকদেরকে পছন্দ করেন না, যাহারা নিজেদেরকে বড় মনে করে এবং অহংকার করে। (নিসা)

ফায়দা : নিকটের প্রতিবেশী দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, ঐ প্রতিবেশী যে নিকটে থাকে এবং তাহার সহিত আত্মীয়তাও আছে, আর দূরের প্রতিবেশী দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ প্রতিবেশী যাহার সহিত আত্মীয়তা নাই। আরেক অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, নিকটের প্রতিবেশী দ্বারা উদ্দেশ্য যাহার দরজা নিজের দরজার কাছাকাছি আর দূরের প্রতিবেশী হইল যাহার দরজা দূরে। মুসাফির দ্বারা উদ্দেশ্য সফরের সঙ্গী, আর মুসাফির মেহমান এবং অভাবী মুসাফির। (কাশফুর রহমান)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى
وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ لِيَعْلَمُكُمْ لَعْلَكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

এক জায়গায় এরশাদ আছে,—আল্লাহ তায়ালা ইনসাফ, এহসান ও আতীয়দের সহিত সম্বৃহারের ভকুম করেন এবং বেহায়াপনা, মন্দ কথা ও জুলুম হইতে নিষেধ করেন। তোমাদিগকে আল্লাহ তায়ালা এইজন্য নসীহত করেন যাহাতে তোমরা নসীহত কবুল কর। (নাহল)

হাদীস শরীফ

১-২৫৩-عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، فَإِنْ شِئْتَ فَاقْبِضْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوْ احْفَظْهُ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث صحيح، باب ما جاء من الفضل في

رضَا الوالدين، رقم: ١٩٠٠

২৫৩. হযরত আবু দারদা (রায়িহ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, পিতা জামাতের দরজাসমূহের মধ্য হইতে উত্তম দরজা! অতএব তোমার ইচ্ছা, (তাহার অবাধ্যতা করিয়া ও তাহার মনে কষ্ট দিয়া) এই দরজাকে ধ্বংস করিয়া দিতে পার। অথবা (তাহার বাধ্যগত থাকিয়া ও তাহাকে সন্তুষ্ট রাখিয়া) এই দরজাকে রক্ষা করিতে পার। (তিরমিয়ী)

১-২৫৪-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَضَا الرَّبِّ فِي رِضَا الْوَالِدِ، وَسَخْطُ الرَّبِّ فِي سَخْطِ الْوَالِدِ. رواه

الترمذى، باب ما جاء من الفضل في رضا الوالدين، رقم: ١٨٩٩

২৫৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রায়িহ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে রহিয়াছে আর আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে রহিয়াছে। (তিরমিয়ী)

১-২৫৫-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ أَبَرَّ الْبَرِّ صَلَةُ الْوَلَدِ أَهْلَ وَدَ أَبِيهِ. رواه مسلم، باب

فضل صلة أصنفاء الأكب, رقم: ٦٥١٢

২৫৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রায়িহ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, সবচাইতে বড় নেকী এই যে, পুত্র (পিতার ইন্দ্রিকালের পর) পিতার সহিত স্বাধাৰণ কৰিত। আহমের/সহিত স্বাধাৰণ কৰে। (মুল্লিম)

—٢٥٦— عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول

الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يصل أهله في قبره، فليصل إخوان أخيه

بعدده. رواه ابن حبان، قال الحسن: إسناده صحيح: ١٧٥/٢

—٢٥٦. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছে, যে ব্যক্তি নিজ পিতার ইন্দ্রিকালের পর যখন তিনি কবরে থাকেন তাহার সহিত সদ্যবহার করিতে চায়, তাহার উচিত, সে যেন আপন পিতার ভাইদের সহিত সদ্যবহার করে। (ইবনে হিবান)

—٢٥٧— عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من

سرة أحب بعده لمن في عمره ويزاد له في رزقه فليصله والديه ول يصل

رجمة. رواه أحمد: ٤٦٦/٣

—٢٥٧. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি ইহা পছন্দ করে যে, তাহার আয়ু দীর্ঘ হউক এবং তাহার রিযিক বাড়াইয়া দেওয়া হউক সে যেন পিতামাতার সহিত সদ্যবহার করে এবং আত্মীয়-স্বজনের সহিত সম্পর্ক বজায় রাখে। (মুসনাদে আহমাদ)

—٢٥٨— عن معاف رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ بَرُّ وَالدِّيْنَ

طُوْنَى لَهُ زَادَ اللَّهُ فِي عُمْرِهِ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد

ولم يخر جاه ووافقه الذهبي: ١٥٤/٤

—٢٥٨. হযরত মুয়ায (রাযঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি পিতামাতার সহিত ভাল ব্যবহার করিয়াছে তাহার জন্য সুসংবাদ যে, আল্লাহ তায়ালা তাহার আয়ু বৃক্ষি করিয়া দিবেন। (মুসতাদরাকে হাকেম)

—٢٥٩— عن أبي أمية مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال: يئننا

نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِّنْ بَنِي سَلَمَةَ قَالَ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلْ يَقْرَئُ مِنْ بَرِّ أَبْوَئِ شَيْءٍ أَبْرُهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا؟

قَالَ: نَعَمْ، الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا، وَالإِسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِنْفَادُ عَهْدِهِمَا مِنْ

بَعْدِهِمَا، وَصِلَةُ الرِّحْمِ الَّتِي لَا تُؤْصَلُ إِلَّا بِهِمَا، وَإِنْكَارُ مَصْدِيقِهِمَا.

২৫৯. হযরত আবু উসাইদ মালেক ইবনে রাবিয়া সায়েদী (রায়ি)

বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। বনু সালিমা গোত্রের এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য তাহাদের সহিত সম্বুদ্ধারের কোন পছন্দ আছে কি? তিনি এরশাদ করিলেন, হাঁ, তাহাদের জন্য দোয়া করা, আল্লাহ তায়ালার নিকট তাহাদের মাগফেরাত চাওয়া, তাহাদের ওসমান পুরা করা। যাহাদের সহিত তাহাদের কারণে আত্মীয়তা রহিয়াছে তাহাদের সহিত সম্বুদ্ধার করা এবং তাহাদের বন্ধুদের একরাম করা। (আবু দাউদ)

٢٦٠-عَنْ مَالِكٍ أَوْ ابْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: مَنْ أَذْرَكَ وَاللَّدِيْنِ أَوْ أَحَدَهُمَا ثُمَّ لَمْ يَرْهُمَا دَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، وَأَيْمَانُ مُسْلِمٍ أَغْنَقَ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ كَانَتْ فِيْ كَائِنَةِ مِنَ النَّارِ. (وهو بعض الحديث) رواه أبو بعلي والطبراني وأحمد مختصرًا بإسناد

حسن، الترغيب ٣٤٧/٣

২৬০. হযরত মালেক অথবা ইবনে মালেক (রায়ি) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিজ পিতামাতা কিংবা তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে পাইল অতঃপর তাহাদের সহিত অন্যায় আচরণ করিল, ঐ ব্যক্তি দোষখে প্রবেশ করিবে এবং তাহাকে আল্লাহ তায়ালা আপন রহমত হইতে দূর করিয়া দিবেন। আর যে কোন মুসলমান কোন মুসলমান গোলামকে আজাদ করিয়া দেয় ইহা তাহার জন্য দোষখ হইতে বর্ক্কা পাওয়ার উসীলা হইবে। (আবু ইয়ালা, মুসঃ আহমাদ, তাবারানী, তারগীব)

٢٦١-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: رَغْمَ أَنْفُكَ ثُمَّ رَغْمَ أَنْفُكَ ثُمَّ رَغْمَ أَنْفُكَ، قَيْلَ: مَنْ يَأْمُولُ اللَّهَ؟ قَالَ: مَنْ أَذْرَكَ أَبْوَيْهِ عِنْدَ الْكِبْرِ، أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ. رواه مسلم،
باب رغم من ذرك أبوه رقم: ٦٥١.

২৬১. হযরত আবু উসাইদ (রায়ি) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঐ ব্যক্তি লাইত ও

অপমানিত হউক, পুনরায় লাঞ্ছিত ও অপমানিত হউক, পুনরায় লাঞ্ছিত ও অপমানিত হউক। আরজ করা হইল, ইয়া রাসূলল্লাহ ! কে (লাঞ্ছিত ও অপমানিত হউক) ? তিনি এরশাদ করিলেন, যে ব্যক্তি নিজ পিতামাতার মধ্য হইতে কোন একজনকে অথবা উভয়কে বৃদ্ধাবস্থায় পাইল অতঃপর (তাহাদের খেদমতের দ্বারা তাহাদের অন্তরকে খুশী করিয়া) জান্নাতে দাখেল হইল না। (মুসলিম)

٤٦٢- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! من أحق بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: ثم أمك، قال: ثم من؟ قال: ثم أمك، قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. رواه البخاري، باب من أحق الناس بحسن الصحابة، رقم: ٥٩٧١

২৬২. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমার সদ্যবহারের সবচাইতে বেশী হকদার কে ? তিনি এরশাদ করিলেন, তোমার মা। সে জিজ্ঞাসা করিল, অতঃপর কে ? তিনি এরশাদ করিলেন, তোমার মা। সে জিজ্ঞাসা করিল, অতঃপর কে ? তিনি এরশাদ করিলেন, তোমার মা। সে জিজ্ঞাসা করিল, অতঃপর কে ? তিনি এরশাদ করিলেন, অতঃপর তোমার পিতা। (বৌখারী)

٤٦٣- عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قاري يقرأ، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا حارثة بن النعمان، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذاك البر كذاك البر، وكان أب الناس يأمهد. رواه أحمد ١٠١/٦

২৬৩. হযরত আয়েশা (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি ঘুমাইলাম ; তখন স্বপ্নে দেখিলাম যে, আমি জান্নাতে আছি। আমি সেখানে কোন কুরআন পাঠকারীর আওয়াজ শুনিলাম। তখন আমি বলিলাম, এই ব্যক্তি কে (যে এখানে জান্নাতে কুরআন পড়িতেছে?) ফেরেশতাগণ বলিলেন, ইনি হারেসা ইবনে নো'মান। অতঃপর হযরত আয়েশা (রায়িঃ)কে রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এরশাদ করিলেন, নেকী এমনই হয়, নেকী এমনই হয়। অথবা নেকীর ফল এমনই হয় ; হারেসা ইবনে নো'মান নিজ

٢٦٣- عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: قدمنت على أمي وهي مشركة في عهد رسول الله ﷺ فاستفتيت رسول الله ﷺ، قلت: إن أمي قدمنت وهي راغبة، أفال أمر؟ قال: نعم، صلي أمك. رواه البخاري، باب الهدية للمسرّين، رقم: ٢٦٢.

২৬৪. হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আমার মা যিনি মুশরেকা ছিলেন (মক্কা হইতে সফর করিয়া) আমার নিকট (মদীনায়) আসিলেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মাসআলা জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার মা আসিয়াছেন এবং তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিতেছেন। আমি কি আমার মায়ের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে পারিব? তিনি এরশাদ করিলেন, হাঁ, নিজ মায়ের সহিত সদ্ব্যবহার কর। (বোখারী)

٢٦٤- عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله! أى الناس أعظم حقداً على المرأة قال: زوجها، قلت: فما يأى النساء أعظم حقداً على الرجل قال: أمّه. رواه الحاكم في المستدرك ٤/١٥٠.

২৬৫. হযরত আয়েশা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মেয়েদের উপর সবচাইতে বেশী হক কাহার? তিনি এরশাদ করিলেন, তাহার স্বামীর। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, পুরুষের উপর সবচাইতে বেশী হক কাহার? তিনি বলিলেন, তাহার মাতার। (মুসতাদরাকে হাকেম)

٢٦٦- عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله! إني أصبحت ذبباً عظيماً فهل لي توبه؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا، قال: هل لك من خالٍ؟ قال: نعم قال: فبِرْهَا.

رواہ الترمذی، باب فی بر الحال، رقم: ١٩٠.

২৬৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ। আমি একটি অনেক বড় গুজাহ

আত্মীয়তা বজায় রাখা
for more videos <https://youtube.com/annaaba>

করিয়া ফেলিয়াছি। এখন কি আমার তওবা কবুল হইতে পারে? তিনি এরশাদ করিলেন, তোমার যা জীবিত আছেন কি? সে আরজ করিল, না। তিনি এরশাদ করিলেন, তোমার কোন খালা আছেন কি? আরজ করিল, ছিঁ হাঁ। তিনি এরশাদ করিলেন, তাহার সহিত সন্দ্যবহার কর। (আল্লাহ তায়ালা ইহার কারণে তোমার তওবা কবুল করিয়া নিরেন।) (তিরমিয়ী)

٢٦٧-عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: صَنَاعُ الْمَغْرُوفِ تَقْنِي مَصَارِعَ السُّوءِ، وَصَدَقَةُ السَّيِّرِ تُطْفَلُ غَضَبَ الرَّبِّ، وَصَلَةُ الرَّجُمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ. رواه الطبراني في الكبير وإسناده

حسن، مجمع الزوائد - ١٩١ / ٣

২৬৭. হযরত আবু উমামা (রায়িৎ) বণ্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নেককাজ খাবাপ মতু হইতে বাঁচাইয়া লয়। গোপনে সদকা দেওয়া আল্লাহ তায়ালার গোস্বাকে ঠাণ্ডা করে এবং আত্মীয়তা বজায় রাখা অর্থাৎ আত্মীয় স্বজনের সাথে ভাল ব্যবহার করা হায়াত বাড়াইয়া দেয়।

(তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়ে)

ফায়দা : আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার মধ্যে ইহাও অস্তর্ভুক্ত রহিয়াছে যে, মানুষ নিজের উপার্জন হইতে আত্মীয়-স্বজনের আর্থিক খেদমত করিবে। অথবা নিজের সময়ের কিছু অংশ তাহাদের কাজে লাগাইবে। (মায়ারেফুল হাদীস)

হায়াত বাড়িয়া যাওয়ার অর্থ এই যে, আত্মীয় স্বজনের সহিত সন্দ্যবহারের দ্বারা হায়াতে বরকত হয় এবং নেককাজের তৌফিক হয় এবং আখেরাতে কাজে আসে একপ আগলে সময় লাগানো সহজ হয়।

(নভাভী)

٢٦٨-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَيُصِلْ رَحْمَةً، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَيَقْلِلْ خَيْرًا أوْ لَيُضْمِثْ. رواه البخاري، باب إكرام الضيف رقم: ٦١٣٨

২৬৮. হযরত আবু হুরায়রা (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীমসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি

একরামে মসজিদ
for more videos <https://youtube.com/annaaba>

আল্লাহ তায়ালার উপর এবং আখেরাতের দিনের উপর সমান রাখে তাহার উচিত, সে যেন আপন মেহমানের একরাম করে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার উপর এবং আখেরাতের দিনের উপর সমান রাখে তাহার উচিত, সে যেন আতীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে, অর্থাৎ আতীয়দের সহিত ভাল ব্যবহার করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার উপর এবং আখেরাতের দিনের উপর সমান রাখে তাহার উচিত, সে যেন কল্যাণের কথা বলে নচেৎ চুপ থাকে। (বোধারী)

٢٦٩-عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحَبَ أَنْ يَسْطُطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثْرِهِ فَلَيَصِلْ رَحْمَةً. رواه

البخاري، باب من بسط له في الرزق، رقم: ٥٩٨٦.

২৬৯. হ্যরত আনাস ইবনে মালেক (রায়ঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি ইহা চায় যে, তাহার বিধিক প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হউক এবং তাহার হায়াত দীর্ঘ করা হউক তাহার উচিত, সে যেন নিজ আতীয়-স্বজনের সহিত সম্পর্ক বজায় রাখে। (বোধারী)

٢٧٠-عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الرَّحْمَةَ شُجْنَةٌ مِنَ الرُّحْمَنِ عَزُّوْجَلٌ، فَمَنْ قَطَعَهَا حَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. (وهو بعض الحديث) رواه أحمد والبزار ورجال أحوال الصحيح

غير نوقل بن مساحق وهو ثقة، مجمع الروايات/٢٧٤

২৭০. হ্যরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রায়ঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে এই রেহেম অর্থাৎ আতীয়তা রহমানের রহমতের একটি শাখা। যাহা আল্লাহ তায়ালার নাম রহমান হইতে লওয়া হয়েছে। অতএব যে ব্যক্তি এই আতীয়তাকে ছিন্ন করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর জান্মাত হারাম করিয়া দিবেন। (মুসনাদে আহমাদ, বাথ্যার, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٧١-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِيِّ، وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحْمَةُ وَصْلَاهَا. رواه البخاري، باب ليس الوacial بالكافي، رقم: ٥٩٩١.

২৭১. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রায়ঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এই ব্যক্তি আতীয়তা রক্ষাকারী নয়, যে সমান সমান আচরণ করে অর্থাৎ অন্যের ভাল ব্যবহারে পর তাহার সহিত ভাল ব্যবহার করে; বরং আতীয়তা রক্ষাকারী সে-ই যে অন্যের আতীয়তা ছিন্ন করার পরও সম্পর্ক বজায় রাখে। (বোধারী)

٢٧٢-عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ خَارِجَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: تَعْلَمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ إِلَيْهِ أَرْحَامُكُمْ، رواه الطبراني في الكبير ورجاله

موتفون، مجمع الروايات ١٥٦

২৭২. হযরত আলা ইবনে খারেজা (রায়িৎ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা বৎশ জ্ঞান লাভ কর যাহার মাধ্যমে তোমরা নিজেদের আতীয়-স্বজনের সহিত সম্পর্ক বজায় রাখিতে পার। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٧٣-عَنْ أَبِي ذِئْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَمْرَنِي خَلِيلِي بِسَبِيعٍ: أَمْرَنِي بِحَبِّ الْمَسَاكِينِ وَالدُّنْوِيِّ مِنْهُمْ وَأَمْرَنِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي وَلَا أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي وَأَمْرَنِي أَنْ أَصِلَ الرَّحْمَ وَإِنْ أَذْبَرْتُ وَأَمْرَنِي أَنْ لَا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا وَأَمْرَنِي أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا وَأَمْرَنِي أَنْ لَا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَأَنِّي وَأَمْرَنِي أَنْ أَخْبُرَ مِنْ قُولٍ لَا حَزْنٌ وَلَا قُوَّةٌ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهُمْ مِنْ كَثِيرٍ تَحْتَ الْعَرْشِ. رواه

احمد ٥/١٠٩

২৭৩. হযরত আবু যর (রায়িৎ) বলেন, আমাকে আমার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাতটি বিষয়ের হকুম করিয়াছেন। আমাকে হকুম করিয়াছেন যে, আমি যেন মিসকীনদের সহিত মহক্ষত রাখি এবং তাহাদের নিকটবর্তী থাকি। আমাকে হকুম করিয়াছেন যে, আমি যেন দুনিয়াতে ঐ সমস্ত লোকের উপর নজর রাখি যাহারা (দুনিয়াবী সামানপত্রের দিক দিয়া) আমার চাইতে নিচের স্তরের এবং ঐ সব লোকের প্রতি নজর না করি যাহারা (দুনিয়াবী সামানপত্রের মধ্যে) আমার চাইতে উপরের স্তরের। আমাকে হকুম করিয়াছেন যে, আমি যেন আপন আতীয়-স্বজনের সহিত সদ্ব্যবহার করি। যদিও তাহারা আমার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়। আমাকে হকুম করিয়াছেন যে, আমি যেন কাহারও নিকটকোন কিছু সওয়াল না করি। আমাকে হকুম করিয়াছেন যে, আমি

একবাবে মুসলিম
for more videos <https://youtube.com/annaaba>
 যেন হক কথা বলি, যদিও উহা (মানুষের নিকট) তিক্ষ্ণ হয়। আমাকে
 হৃকুম করিয়াছেন যে, আমি যেন আল্লাহ তায়ালার দ্বীন ও তাহার
 পয়গামকে প্রকাশ করার ব্যাপারে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারের ভয়
 না করি। আমাকে হৃকুম করিয়াছেন যে, আমি যেন **لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ**।
 বেশী বেশী পড়িতে থাকি। কেননা এই কালেমা ঐ খাজানা হইতে
 আসিয়াছে যাহা আরশের নীচে আছে। (মুসনাদে আহমাদ)

ফায়দা ৪ অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি এই কালেমা পড়ার অভ্যাস রাখে
 তাহার জন্য অত্যন্ত উচ্চ স্তরের আজর ও সওয়াব সংরক্ষিত করিয়া রাখা
 হয়। (মাজাহেরে হক)

٢٧٣-عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: لَا
يَذْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ رواه البخاري، باب ابن القاطع، رقم: ٩٨٤

২৭৪. হযরত জুবাইর ইবনে মুত্যিম (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে,
 তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে
 শুনিয়াছেন, আত্মীয়তা ছিন্নকারী জান্মাতে যাইবে না। (বোখারী)

ফায়দা ৫ আত্মীয়তা ছিন্ন করা আল্লাহ তায়ালার নিকট এত কঠিন
 গুনাহ যে, এই গুনাহের ময়লা সহকারে কেহ জান্মাতে যাইতে পারিবে
 না। হাঁ, যখন তাহাকে শাস্তি দিয়া পরিত্ব করিয়া দেওয়া হইবে অথবা
 কোন কারণে তাহাকে মাফ করিয়া দেওয়া হইবে তখন জান্মাতে যাইতে
 পারিবে। (মায়ারেফুল হাদীস)

٢٧٤-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي
 فَرَأَيْتُ، أَصْلَهُمْ وَيَقْطُونَ، وَأَخْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسْتُونَ إِلَيَّ، وَأَخْلَمُ
 عَنْهُمْ وَيَنْهَلُونَ عَلَيَّ، فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، فَكَانَمَا تُسْفِهُمْ
 الْمُلْ، وَلَا يَرَأُ مَعْكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرَةً عَلَيْهِمْ مَا ذَمَتْ عَلَى ذَلِكَ.

رواية مسلم، باب صلة الرحم رقم: ٦٥٢٥

২৭৫. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক
 ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার কোন কোন আত্মীয় আছে
 যাহাদের সহিত আমি আত্মীয়তা বজায় রাখি কিন্তু তাহারা আমার সহিত
 সম্পর্ক ছিন্ন করে। আমি তাহাদের সহিত ভাল ব্যবহার করি, তাহারা
 আমার সহিত খারাপ ব্যবহার করে। আর আমি তাহাদের খারাপ আচরণ
 সহ্য করি, তাহারা আমার সহিত মুর্খতার জাতেরণ করে। রাসূলাল্লাহ

মুসলমানদেরকে কষ্ট দেওয়া হইতে বাঁচিয়া থাকা।

for more videos <https://youtube.com/annaaba>

সাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তুমি যেরূপ বালতেছ
যদি এইরূপই হইয়া থাকে তবে যেন তুমি তাহাদের মুখে গরম গরম ছাই
চুকাইতেছ। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তোমার এই ভাল অবস্থার উপর কায়েম
থাকিবে তোমার সহিত সর্বদা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে একজন
সাহায্যকারী থাকিবে। (মুসলিম)

মুসলমানদেরকে কষ্ট দেওয়া হইতে বাঁচিয়া থাকা

কুরআনের আয়াত

فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : هُوَ الَّذِينَ يُؤْذَنُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا
اَكْسَبُوا فَقَدِ اخْتَمَلُوا بِهُنَّا نَا وَإِنَّمَا مُبْيِنًا) [الْأَزْرَاب : ٥٨]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—আর যে সমস্ত লোক মুসলমান
পুরুষদেরকে এবং মুসলমান নারীদেরকে তাহাদের (এমন) কোন কাজ
করা ছাড়াই (যাহার উপর তাহারা শাস্তির যোগ্য হয়) কষ্ট পৌছায়, এই
সমস্ত লোক অপবাদ ও স্পষ্ট গুনাহের বোকা বহন করে। (আহযাব)

ফায়দা : যদি মৌখিক কষ্ট দেওয়া হয় তবে ইহা অপবাদ আর যদি
কার্যকলাপ দ্বারা কষ্ট দেওয়া হয় তবে স্পষ্ট গুনাহ।

وَقَالَ تَعَالَى : هُوَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ☆ الَّذِينَ إِذَا أَكَلُوا عَلَى النَّاسِ
يَسْتَرْفُوْنَ ☆ وَإِذَا كَأْلُوهُمْ أَزْوَاجُهُمْ يُخْسِرُوْنَ ☆ إِلَّا يَظْنُنُ
أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُوْنَ ☆ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ☆ يَوْمٌ يَقُومُ النَّاسُ لِوَبِ
الْعَلَمِيْنَ) (المطففين: ٦-١)

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—বড় সর্বনাশ রহিয়াছে মাপে কমদাতাদের
জন্য, যখন লোকদের হইতে (নিজেদের হক) মাপিয়া লয় তখন পুরাপুরি
লয়, আর যখন লোকদেরকে মাপিয়া দেয় তখন কম করে। তাহাদের কি
এই কথার বিশ্বাস নাই যে, তাহাদিগকে একটি বড় কঠিন দিনে জিন্দা
করিয়া উঠানে হইবে যেদিন সমস্ত লোক রাবুল আল মীনের সার্মানে

দাড়ানো থাকবে। (অর্থাৎ এই দিনকে স্বয়় করা চাই এবং মাপে কর করা হইতে তওবা করা চাই।) (মুতাফফিফীন)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿هُوَ يَنْلِي لِكُلِّ هُمَزَةٍ لَمَزَةٍ﴾ (المزّة: ١)

এক জায়গায় এরশাদ আছে,—প্রত্যেক এমন ব্যক্তির জন্য বড় সর্বনাশ যাহারা দোষ-ক্রটি বাহির করে এবং সমালোচনা করে। (হয়ায়াহ)

হাদীস শরীফ

٢٧٦-عَنْ مَعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّكَ إِنْ أَبْعَثْتَ عَوْرَاتَ النَّاسِ السَّدِيقَةِ، أَوْ كَذَّبْتَ أَنْ تَفْسِيْنَهُمْ.

رواہ أبو داؤد، باب فی التّعسّس، رقم: ٤٨٨٨

২৭৬. হযরত মুয়াবিয়া (রায়িঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যদি তুমি মানুষের দোষ-ক্রটি তালাশ কর তবে তুমি তাহাদিগকে বিগড়াইয়া দিবে।

(আবু দাউদ)

ফায়দা : অর্থ এই যে, মানুষের দোষ-ক্রটি তালাশ করিলে তাহাদের মধ্যে ঘণা হিংসা এবং আরও অনেক মন্দ বিষয় পয়দা হইবে। ইহাও হইতে পারে যে, মানুষের দোষ-ক্রটি তালাশ করিলে এবং এইগুলি ছড়াইলে তাহারা জিদে আসিয়া গুনাহের সাহস করিবে। এই সব বিষয় তাহাদের আরও বেশী বিগড়াইবার কারণ হইবে। (ব্যলুল মজহদ)

٢٧٧-عَنْ أَبْنَى عَمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُؤْذِنُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تُعِيرُوهُمْ، وَلَا تَطْلُبُوا عَشْرَاهُمْ.

(دمو حزء من الحديث) رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده قوى ١٣/٧٥

২৭৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা মুসলমানদেরকে কষ্ট দিও না, তাহাদেরকে লঙ্জা দিও না এবং তাহাদের দোষ-ক্রটি খালি ও না। (ইবনে হিকুম)

٢٧٨-عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَامَغْشَرَ مَنْ آمَنَ بِإِيمَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانَ قَلْبَهُ لَا تَقْبَلُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْعُرُوا عَوْرَاتَهُمْ، فَإِنَّمَا مِنْ أَنْجَعَ عَوْرَاتَهُمْ شَعْرُ اللَّهِ

عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يَتَبَعِّي اللَّهَ عَوْرَتَهُ يَفْضَحَهُ فِي بَيْتِهِ. رواه أبو داود، باب في

الغيبة، رقم: ٤٨٨٠

২৭৮. হযরত আবু বারয়া আসলামী (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হে লোকসকল! তোমরা যাহারা কেবল মুখে ঈমান আনিয়াছ ; অন্তরে এখনও ঈমান প্রবেশ করে নাই, মুসলমানদের গীবত করিও না এবং তাহাদের দোষ-ক্রটির পিছনে পড়িও না। কেননা যে ব্যক্তি মুসলমানদের দোষক্রটির পিছনে পড়ে, আল্লাহ তায়ালা তাহার দোষক্রটির পিছনে পড়েন। আর আল্লাহ তায়ালা যাহার দোষক্রটির পিছনে পড়েন, তাহাকে ঘরে বসা অবস্থায়ই লাঞ্ছিত করেন। (আবু দাউদ)

কায়দা : হাদীসের প্রথম অংশে এই বিষয়ে সতর্ক করা হইয়াছে যে, মুসলমানদের গীবত করা মুনাফেকের কাজ হইতে পারে ; মুসলমানের নয়। (বজলুল মাজহুদ)

٢٧٩-عَنْ أَبِي الْجَهْنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: غَرَوْثُ مَعَ نَبِيِّ
اللَّهِ كَذَّابٌ غَرَوْةٌ كَذَّابٌ وَكَذَّابٌ، فَصَبِقَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ وَقَطَعُوا الظَّرِيقَ،
فَبَعَثَ النَّبِيُّ كَذَّابٌ مَنَادِيًّا يُنَادِي فِي النَّاسِ: أَنَّ مَنْ حَسِقَ مَنْزِلًا أَوْ
قَطَعَ طَرِيقًا فَلَا جَهَادَ لَهُ. رواه أبو داود، باب ما يلزم من انضمام العسكر

و سنته، رقم: ٢٦٢٩

২৭৯. হযরত আনাস জুহানী (রায়িঃ) এর পিতা বর্ণনা করেন যে, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এক যুদ্ধে গিয়াছিলাম। সেখানে লোকেরা থাকার জায়গা সংকীর্ণ করিয়া দিল এবং আসা-যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করিয়া দিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে লোকদের মধ্যে এই ঘোষণা দেওয়ার জন্য পাঠাইলেন যে, যে ব্যক্তি মানুষের অবস্থানের জায়গা সংকীর্ণ করিয়া দিয়াছে অথবা মানুষের আসা-যাওয়ার পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছে, সে জেহাদের ছওয়ার পাইবে না।

(আবু দাউদ)

٢٨٠-عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ كَذَّابٌ: مَنْ جَرَدَ ظَهَرَ
أَمْرِيَّةٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقِّ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبٌ. رواه الطبراني في

الكتاب والأوسط وأبي داود، جواهر مجمع الزرائد/ ٣٨٤

for more videos <https://youtube.com/annaaba>

২৮০. হ্যরত আবু উমায়া (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের পিঠ উন্মুক্ত করিয়া অন্যায়ভাবে প্রহার করে সে আল্লাহ তায়ালার সহিত এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করিবে যে, আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকিবেন। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٨١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ نَذْرَنَّ مَا
الْمُفْلِسُ؟ قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا يَرْهَمُهُ اللَّهُ وَلَا مَنَّاعٌ، فَقَالَ: إِنَّ
الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصَيَامٍ وَزَكْوَةٍ،
وَيَأْتِي فَذْ شَعْمَ هَذَا، وَفَذْفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا،
وَضَرَبَ هَذَا فَيُغْطِي هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنَّ
فَيْتَ حَسَنَاتَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ، أَخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطَرِحَتْ
عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ. رواه مسلم، باب تحرير الظلم، رقم: ١٥٧٩

২৮১. হ্যরত আবু হুরায়বা (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সাহাবায়ে কেরাম (রায়িৎ)কে) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি জান নিঃস্ব কে? সাহাবায়ে কেরাম (রায়িৎ) আরজ করিলেন, আমাদের নিকট নিঃস্ব তো ঐ ব্যক্তি যাহার (কোন টাকা পয়সা) ও (দুনিয়ার) সম্বল নাই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমার উন্মত্তের মধ্যে নিঃস্ব ঐ ব্যক্তি যে কেয়ামতের দিন অনেক নামায, রোয়া, যাকাত (ও অন্যান্য মকবুল এবাদত) লইয়া আসিবে কিন্তু তাহার অবস্থা এই হইবে যে, সে কাহাকেও গালি দিয়াছে, কাহাকেও অপবাদ দিয়াছে, কাহারো মাল ভক্ষণ করিয়াছে, কাহারো রক্তপাত ঘটাইয়াছে, কাহাকেও প্রহার করিয়াছে। তখন এক হকদারকে (তাহার হক পরিমাণ) তাহার নেকী হইতে দেওয়া হইবে, অনুরূপ আরেকজন হকদারকে (তাহার হক পরিমাণ) তাহার নেকী হইতে দেওয়া হইবে। শেষ পর্যন্ত যখন তাহাদের হক আদায়ের পূর্বে তাহার নেকী শেষ হইয়া যাইবে তখন ঐ সমস্ত (হক পরিমাণ) হকদার ও মজলুমদের গুনাহ (যাহা তাহারা দুনিয়াতে করিয়াছিল) তাহাদের নিকট হইতে লইয়া ঐ ব্যক্তির উপর চাপাইয়া দেওয়া হইবে অতঃপর তাহাকে জাহানামে নিষ্কেপ করিয়া দেওয়া হইবে। (মুসলিম)

for more videos <https://youtube.com/annaaba>

٢٨٢-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقَاتَلُهُ كُفَّرٌ. رواه البخاري، باب ما ينهى من الساب واللعن رقم: ١٠٤٤

২৮২. হযরত আবদুল্লাহ (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুসলমানকে গালি দেওয়া বদনী আর তাহাকে হত্যা করা কুফর। (বোখারী)

ফায়দা : যে মুসলমান কোন মুসলমানকে কতল করে সে নিজের পূর্ণ মুসলমান হওয়াকে অস্বীকার করিতেছে। ইহাও হইতে পারে যে, কতল করা কুফরের উপর মতুর কারণও হইয়া যাইবে। (মাজাহের হক)

٢٨٣-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَفِعَهُ قَالَ: سَبَابُ الْمُسْلِمِ كَالْمُشْرِفِ عَلَى الْهَلْكَةِ. رواه الطبراني في الكبير وهو حديث حسن.

الجامع الصغير ٣٨/٢

২৮৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুসলমানকে গালি দেনেওয়ালা ঐ ব্যক্তির মত যে ধ্বংস ও বরবাদরীর দিকে অগ্রসর হইতেছে। (তাবারানী, জামে সগীর)

٢٨٤-عَنْ عِيَاضِ بْنِ حَمَارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيُّ اللَّهِ الرَّجُلُ مِنْ قَوْمِي يَشْتَهِنِي وَهُوَ دُونِي، الْأَنْتَ أَنْتُمْ مِنْهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْتَبَانُ شَيْطَانٌ يَتَهَاجِرُ إِنْ وَيَتَكَادِبَانِ. رواه ابن حبان.

قال المحقق: إسناد صحيح ٣٤/١٢

২৮৪. হযরত ইয়ায ইবনে হিমার (রায়িৎ) বলেন যে, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিলাম, হে আল্লাহর নবী ! আমার গোত্রের কোন এক ব্যক্তি আমাকে গালি দেয় অথচ সে আমার চাহিতে নিম্ন শ্রেণীর ; আমি কি ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিব ? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, পরম্পর গালিগালাজ করে এমন দুই ব্যক্তি দুইটি শয়তান, যাহারা পরম্পর গালিগালাজ করিতেছে এবং একে অপরকে মিথ্যাবাদী বলিতেছে।

(ইবনে হিবান)

for more books <https://youtube.com/alamin5g>

٢٨٥ - عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي أَعْهَدْتُ إِلَيْكَ، قَالَ: لَا تُسْبِئَ أَحَدًا، قَالَ: فَمَا سَبَيْتُ بَعْدَهُ حَرْثًا وَلَا عَبْدًا وَلَا بَعِيرًا وَلَا شَاءَ، قَالَ: وَلَا تَخْفِرَنَّ شَيْنَا مِنَ الْمَغْرُوفِ، وَإِنْ تُكَلِّمْ أَخَاهُ وَإِنْ تُبَسِّطْ إِلَيْهِ وَجْهَكَ إِذْ ذَلِكَ مِنَ الْمَغْرُوفِ، وَارْفِعْ إِذَا رَأَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، فَإِنْ أَبْيَتْ فَإِلَيَّ الْكَعْبَيْنِ، وَإِبَيَّكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَعْنَيْلَةِ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَعْنَيْلَةَ، وَإِنْ أَمْرُوا شَتَّمْكَ وَعَيْرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيهِ فَلَا تُعِيرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ، فَإِنَّمَا وَبَالْ ذَلِكَ عَلَيْهِ. (وَهُوَ بَعْضُ الْحَدِيثِ) رواه أبو داود.

باب ما جاء في إسبال الأزار، رقم: ٤٠٨٤

২৮৫. হযরত আবু জুরাই জাবের ইবনে সুলাইম (রায়ী) বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিলাম, আমাকে নসীহত করিয়া দিন। তিনি এরশাদ করিলেন, কখনও কাহাকেও গালি দিবে না। হযরত আবু জুরাই বলেন, আমি ইহার পর হইতে কখনও কাহাকেও গালি দেই নাই। কোন আয়াদ বা গোলামকে অথবা কোন উট বা বকরীকেও গালি দেই নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাও এরশাদ করিয়াছেন, কোন নেক কাজকে ছোট মনে করিয়া ছাড়িয়া দিও না। (এমনকি) তোমার মসলমান ভাইয়ের সহিত হাসিমুখে কথা বলাও নেকীর মধ্যে গণ্য। তুমি লুঙ্গি অর্ধগোছা পর্যন্ত উপরে রাখ। যদি এতটুকু উচ্চা না রাখিতে পার তবে টাখনু পর্যন্ত উচু রাখিবে। লুঙ্গি টাখনুর নীচে ঝুলানো হইতে বিরত থাক। কেননা ইহা অহংকারের বিষয়। আর আল্লাহ তায়ালা অহংকার পছন্দ করেন না। তোমাকে যদি কেহ গালি দেয় অথবা এমন বিষয়ের দরুন লজ্জা দেয় যাহা তোমার মধ্যে আছে বলিয়া সে ব্যক্তি জানে তবে তুমি তাহাকে এমন বিষয়ের কারণে লজ্জা দিও না যাহা তাহার মধ্যে আছে বলিয়া তুমি জান। এমতাবস্থায় এই লজ্জা দেওয়ার মন্দ পরিণতি তাহাকেই ভোগ করিতে হইবে। (আবু দাউদ)

٢٨٦-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا شَتَمَ أَبَا بَكْرٍ وَالنَّبِيَّ ﷺ جَالِسًا، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْجَبُ وَيَبْشِّرُ، فَلَمَّا أَكْثَرَ رَدًّا عَلَيْهِ بَعْضُ قَوْلِهِ، فَعَصَبَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَامَ، فَلَحِقَهُ أَبُوبَكْرٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَانَ يَشْتَمُنِي وَأَنْتَ جَالِسٌ، فَلَمَّا رَدَذَثَ عَلَيْهِ بَعْضُ قَوْلِهِ غَضِبَتْ وَفَتَّ، قَالَ: إِنَّهُ كَانَ مَعَكَ مَلَكٌ يَرْدُ عَنْكَ، فَلَمَّا رَدَذَثَ عَلَيْهِ بَعْضُ قَوْلِهِ وَقَعَ الشَّيْطَانُ فَلَمْ أَكُنْ لِأَقْعُدَ مَعَ الشَّيْطَانَ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ ثَلَاثَ كُلُّهُنَّ حَقٌّ، مَا مِنْ عَبْدٍ ظَلِيمٍ بِمَظْلَمَةٍ فَيَغْضِبُنِي عَنْهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا أَغْرِيَ اللَّهُ بِهَا نَصْرَةً، وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ عَطْيَةٍ يُرِيدُ بِهَا صِلَةً إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا كُفْرًا، وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ مَسَالَةٍ يُرِيدُ بِهَا كُثْرَةً إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا قُلْةً. رواه.

احمد/٤٣٦

২৮৬. হ্যরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসা ছিলেন। তাহার উপস্থিতিতে এক ব্যক্তি হ্যরত আবু বকর সিদ্দীক (রায়িঃ)কে গালি দিল। তিনি (এই ব্যক্তির বাবে বাবে গালি দেওয়া এবং হ্যরত আবু বকরের (রায়িঃ)এর ছবর ও খামুশ থাকার উপর) খুশী হইতে থাকেন এবং মুচকি হাসিতে থাকেন। অতঃপর যখন সেই ব্যক্তি অনেক বেশী গালিগালাজ করিল তখন হ্যরত আবু বকর (রায়িঃ) তাহার কিছু কথার জওয়াব দিয়া দিলেন। ইহার উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসন্তুষ্ট হইয়া স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। হ্যরত আবু বকর (রায়িঃ) ও তাহার পিছনে পিছনে তাহার নিকট পৌছিলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! (যতক্ষণ) এই ব্যক্তি আমাকে গালি দিতেছিল আপনি স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন, তারপর যখন আমি তাহার কিছু কথার জওয়াব দিলাম তখন আপনি নারাজ হইয়া উঠিয়া গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, (যতক্ষণ তুমি চুপ ছিলে এবং ছবর করিতেছিলে) তোমার সহিত একজন ফেরেশতা ছিল, যে তোমার পক্ষ হইতে জওয়াব দিতেছিল। তারপর যখন তুমি তাহার কিছু কথার জওয়াব দিলে (তখন সেই ফেরেশতা চলিয়া গেল আর) শয়তান মাঝখানে আসিয়া গেল। আর আমি শয়তানের সহিত [৬৩৯](http://(এইজন্য আমি উঠিয়া/রওয়ানা) হইয়া</p>
</div>
<div data-bbox=)

গিয়াছ।) ইহার পর তিনি এরশাদ করিলেন, হে আবু বকর! তিনটি ধিষয় আছে যাহা সম্পূর্ণ হক ও সত্য। যে বান্দার উপর কোন জুলুম অথবা সীমালংঘন করা হয় আর সে শুধু আল্লাহ তায়ালার জন্য উহা মাফ করিয়া দেয় (ও প্রতিশোধ না লয়) তখন উহার বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে সাহায্য করিয়া শক্তিশালী করিয়া দেন। যে ব্যক্তি আত্মীয়তা বজায় রাখার জন্য দানের রাস্তা খোলে আল্লাহ তায়ালা উহার বিনিময়ে অনেক বেশী দান করেন। যে ব্যক্তি সম্পদ বৃদ্ধি করার জন্য সওয়ালের দরজা খোলে আল্লাহ তায়ালা তাহার সম্পদ আরও কমাইয়া দেন। (মুসনাদে আহমাদ)

২৮৭-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالْدِينِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُلْ يَشْتَمُ الرَّجُلُ وَالْدِينُ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَشْتَمُ أبا الرَّجُلِ، فَيُسْبِبُ أباهُ، وَيَسْبِبُ أُمَّهُ، فَيُسْبِبُ أُمَّهُ. رواه مسلم، باب الكبار وأكبرها، رقم: ٢٦٣

২৮৭. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষের নিজেদের পিতামাতাকে গালি দেওয়া কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। সাহাবায়ে কেরাম (রায়িৎ) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কেহ কি নিজের মা-বাপকেও গালি দিতে পারে? তিনি এরশাদ করিলেন, হাঁ, (উহা এইভাবে যে,) মানুষ কাহারও বাপকে গালি দিল, অতঃপর জওয়াবে সে গালিদাতার বাপকে গালি দিল এবং কেহ কাহারও মাকে গালি দেল অতঃপর জওয়াবে সে তাহার মাকে গালি দিল, (এইভাবে যেন সে অপর ব্যক্তির মা-বাপকে গালি দিয়া নিজেই নিজের মা-বাপকে গালি দেওয়াইল)। (মুসলিম)

২৮৮-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنِّي أَنْخَذَ عِنْدِكَ عَهْدًا لَّمْ تُخْلِفْنِيهِ، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، فَأَنَا الْمُؤْمِنُ بِأَذْنِيَّهُ، شَتْمُهُ، لَعْنَتُهُ، جَلْدُهُ، فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلَاةً وَزَكَّةً وَقُرْبَةً، تَقْرِبُهُ بِهَا إِلَيَّكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه مسلم، باب من لعنه النبي، رقم: ١١١٩

২৮৮. হ্যরত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া করিয়াছেন, হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট হইতে অঙ্গিকার জাইতেছি, আপনি উহার বিপরীত

করিবেন না, আর উহা এই যে, আমি একজন মানুষ মাত্র। অতএব যে কোন মুমিনকে আমি কষ্ট দিয়া থাকি, তাহাকে গালিগালাজ করিয়া থাকি, অভিশাপ করিয়া থাকি, মারধোর করিয়া থাকি, আপনি এই সবকিছুকে ঐ মুমিনের জন্য রহমত, গুনাহ হইতে পবিত্রতা এবং আপনার এমন নৈকট্যলাভের ওসীলা বানাইয়া দিন যাহার কারণে আপনি তাহাকে কিয়ামতের দিন আপন নৈকট্য দান করিবেন। (মুসলিম)

٢٨٩-عَنْ الْمُفِيرَةِ بْنِ شَبَّابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا

تَسْبِيُوا الْأَمْوَاتَ فَلَمَّا دُرِّجُوا إِلَى الْحَيَاةِ. رواه الترمذى، باب ما جاء فى الشنم،

رقم: ١٩٨٢

২৮৯. হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রায়িঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মৃতদেরকে গালিগালাজ করিও না, কেননা ইহার দ্বারা তোমরা জীবিত লোকদেরকে কষ্ট দিবে। (তিরমিয়ী)

ফায়দা : অর্থ এই যে, মৃতদেরকে গালি দেওয়ার কারণে তাহাদের প্রিয়জনদের কষ্ট হইবে। আর যাহাকে গালি দেওয়া হইয়াছে তাহার কোন ক্ষতি হইবে না।

٢٩٠-عَنْ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذْ كُرِّوا

مَحَاسِنَ مُؤْتَكِّمْ وَكَفُوا عَنْ مَسَارِيْنِهِمْ. رواه أبو داود، باب في النهي عن

سب الموتى، رقم: ٤٩٠

২৯০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আপন মুসলমান মৃতদের শুণাবলী বয়ান কর এবং তাহাদের দোষসমূহ বয়ান করিও না। (আবু দাউদ)

٢٩١-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ

كَانَتْ لَهُ مُظْلَمَةٌ لِأَعْنِيهِ مِنْ عِزْمِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلَيَتَحَلَّلَهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ

أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخْذُهُ مِنْهُ

بِقَنْبِرٍ مُظْلَمَعِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أَخْذُهُ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ

فَحُمِّلَ عَلَيْهِ. رواه البخاري، باب من كانت له مظلمة عند الرجل.....

২৯১. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে কোন মানুষের

উপর আপন (অন্য মুসলমান) ভাইয়ের ইজ্জত-আবরুর সহিত সম্পর্কিত অথবা অন্য কোন জিনিসের সহিত সম্পর্কিত যদি কোন থাকে তবে উহা আজকেই ঐ দিন আসার আগে মাফ করাইয়া লইবে যেদিন না কোন দীনার হইবে, না কোন দেরহাম (সেইদিন সমস্ত হিসাব, নেকী ও গুনাহের দ্বারা হইবে। অতএব) যদি এই জুলুমকারীর নিকট কিছু নেক আমল থাকে তবে তাহার জুলুমের পরিমাণ নেক আমল লইয়া মজলুমকে দিয়া দেওয়া হইবে। যদি তাহার নিকট নেকী না থাকে তবে মজলুমের এই পরিমাণ গুনাহ তাহার উপর চাপাইয়া দেওয়া হইবে। (বোখারী)

٢٩٢-عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَأَزْبَى الرِّبَا اسْتِطَالَةً الرَّجُلِ فِي عَرْضِ أَخِيهِ. (وهو بعض الحديث)

رواه الطبراني في الأوسط وهو حديث صحيح، الجامع الصغير / ١٢

২৯২. হ্যরত বারা ইবনে আয়েব (রায়িশ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিকৃষ্টতম সুদ হইল আপন মুসলমান ভাইয়ের ইজ্জত নষ্ট করা। (অর্থাৎ তাহার ইজ্জতের ক্ষতি করা, উহা যে কোনভাবে হউক, যেমন গীবত করা, তুচ্ছ মনে করা, লাঞ্ছিত করা ইত্যাদি ইত্যাদি।) (তাবারানী, জামে সগীর)

ফায়দা'ঃ মুসলমানের ইজ্জত নষ্ট করাকে নিকৃষ্টতম সুদ এইজন্য বলা হইয়াছে যে, যেভাবে সুদের মধ্যে অন্যের মাল নাজায়ে তরীকায় লইয়া তাহার ক্ষতি করা হইয়া থাকে, এমনভাবে মুসলমানের ইজ্জত নষ্ট করার মধ্যে তাহার মান-মর্যাদার ক্ষতি করা হইয়া থাকে। আর যেহেতু মুসলমানের ইজ্জত ও মানমর্যাদা তাহার ধন-সম্পদ হইতে বেশী সম্মানের জিনিস, এই জন্য ইজ্জত-আবরু নষ্ট করাকে নিকৃষ্টতম সুদ বলা হইয়াছে।

(ফয়জুল কাদীর, বয়লুল মজহুদ)

٢٩٣-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ مِنْ أَكْبَارِ الْكَبَائِرِ اسْتِطَالَةً الْمُرْءَ فِي عَرْضِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقِّ.

(الحديث) رواه أبو داود، باب في النية، رقم: ٤٨٧٧

২৯৩. হ্যরত আবু হোরায়রা (রায়িশ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কবীরা গুনাহসমূহের মধ্য হইতে একটি বড় গুনাহ হইল, কোন মুসলমানের ইজ্জতের উপর অন্যায়ভাবে হামলা করা। (আবু দাউদ)

for more books <https://youtube.com/alamin5g>

٢٩٤- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: من احتكر حكمة يزيد أن يعلّم بها على المسلمين فهو خاطئ. رواه

أحمد وفيه: أبو معشر وهو ضعيف وقد وثق، مجمع الزوائد ١٨١

٢٩٤. হযরত আবু হুয়ায়রা (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি মুসলমানদের উপর (খাদ্যস্রব্যের) মূল্য বৃদ্ধি করার জন্য উহা আটকাইয়া রাখিল সে গুনাহগার। (মুসনাদে আহমাদ, মাজমায়ে ফাওয়ায়েদ)

٢٩٥- عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول: من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجذام

والإفلاس. رواه ابن ماجه، باب الحكمة والحلب، رقم: ٢١٥٥

২৯৫. হযরত উমর ইবনে খাস্তাব (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি মুসলমানদের খাদ্যবস্তু গুদামজাত করিয়া রাখে অর্থাৎ প্রয়োজন হওয়া সত্ত্বেও বিক্রয় না করে, আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর কুস্তরোগ ও অভাব চাপাইয়া দেন। (ইবনে মাজাহ)

ফায়দা : গুদামজাতকারী এই ব্যক্তি, যে মানুষের প্রয়োজনের সময় মূল্য বাড়িবার অপেক্ষায় খাদ্যবস্তু আটকাইয়া রাখে, যখন সাধারণভাবে উহা পাওয়া না যায়। (মাজাহের হক্ক)

٢٩٦- عن عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول: إن رسول الله ﷺ قال: المؤمن أخوه المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يتبع على بني أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يلعن. رواه مسلم، باب تحريم الخطبة

على خطبة أخيه رقم: ٣٤٦٤

২৯৬. হযরত উকবা ইবনে আমের (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুম্মেনের ভাই। ঈমানওয়ালার জন্য জায়েয় নয় যে আপন ভাইয়ের দামদস্ত্রের উপর সে দামদস্ত্র করে। এমনিভাবে আপন ভাইয়ের বিবাহের পয়গামের উপর নিজ বিবাহের পয়গাম দেয়। অবশ্য প্রথম পয়গামের পর যদি তাহাদের কথা শেষ হইয়া গিয়া থাকে তবে পয়গাম পাঠাইবার মধ্যে কোন অসুবিধা নাই। (মুসলিম)

ফায়দা : দামদস্তুরের উপর দামদস্তুর করার কয়েকটি অর্থ
রহিয়াছে—তন্মধ্যে একটি এই যে, দুই ব্যক্তির মধ্যে বেচাকেনা হইয়া
গেল, এমতাবস্থায় তৃতীয় ব্যক্তি বিক্রেতাকে এই বলা যে, তাহার সহিত
বেচাকেনা বাদ দিয়া আমার সহিত বেচাকেনা করিয়া লও। (নবজী)

লেনদেনের বিষয়ে আমলের জন্য উলামায়ে কেরামের নিকট জানিয়া
লওয়া চাই।

বিবাহের পয়গামের উপর পয়গাম দেওয়ার অর্থ এই যে, কোন ব্যক্তি
কোথাও বিবাহের পয়গাম দিল এবং মেয়েপক্ষ এই পয়গামের প্রতি
ঝুকিয়াছে। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য (যদি এই পয়গাম সম্পর্কে
তাহার জানা থাকে—) এই মেয়েকে বিবাহের পয়গাম দেওয়া চাই না।

(ফতহল মুলহিম)

**২৭৮-عَنْ أَبِي عُمَرْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا^{فَلَمَّا}
السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا.** (الحديث) رواه مسلم، باب قول النبي ﷺ من حمل علينا
السلاح..... رقم: ২৮০

২৯৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রায়ঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী
করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি
আমাদের উপর অস্ত্র উত্তোলন করিবে, সে আমাদের মধ্য হইতে নয়।

(মুসলিম)

**২৭৯-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: لَا يُشَرِّكُ أَحَدٌ^{كُمْ}
عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ فَإِنَّهُ لَا يَذْرُنِي لَعْلُ الشَّيْطَانَ يَتَرَعَّ فِي يَدِهِ فَيَقُعُ
فِي حُفْرَةٍ مِّنَ التَّارِ.** رواه البخاري، باب قول النبي ﷺ من حمل علينا السلاح
فليس منا، رقم: ৭০৭২

২৯৮. হযরত আবু হুরায়রা (রায়ঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী
করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের মধ্য
হইতে কেহ যেন আপন মুসলমান ভাইয়ের দিকে অস্ত্র দ্বারা ইশারা না
করে। কেননা তাহার জানা নাই যে, হইতে পারে শয়তান তাহার হাত
হইতে অস্ত্র টানিয়া লইবে এবং (ঐ অস্ত্র ইশারার মধ্য দিয়া কোন
মুসলমান ভাইয়ের শরীরে যাইয়া লাগে এবং ইহার শাস্তিস্বরূপ) সেই
(ইশারাকরী) ব্যক্তি জাহাজায়ে গিয়া পড়ে। (বোখারী)

٤٩٩- عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال أبو القاسم عليه السلام: من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأخيه وأميه. رواه مسلم، باب النبي عن الإشارة بالسلاط إلى سلم، رقم: ٦٦٦

২৯৯. হযরত আবু হুরায়রা (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, আবুল কাসেম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আপন ভাইয়ের দিকে লোহা অর্থাৎ হাতিয়ার দ্বারা ইশারা করে তাহার উপর ফেরেশতাগণ ততক্ষণ পর্যন্ত লান্নত করিতে থাকেন যতক্ষণ পর্যন্ত সে (লোহা দ্বারা ইশারা করা) ছাড়িয়া না দেয় ; যদিও সে তাহার সহোদর ভাইই হউক না কেন। (মুসলিম)

ফায়দা : অর্থ এই যে, যদি কোন ব্যক্তি নিজেরসহোদর ভাইয়ের দিকে লোহা দ্বারা ইশারা করে তবে উহার অর্থ এই নয় যে, সে তাহাকে কতল করা অথবা ক্ষতি করার ইচ্ছা রাখে ; বরং ইহা ঠাট্টা-বিদ্রূপই হইতে পারে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ফেরেশতাগণ তাহার উপর লান্নত পাঠাইতে থাকেন। এই এরশাদের উদ্দেশ্য হইল, কোন মুসলমানের উপর ইশারা করিয়াও অস্ত্র অথবা লোহা উঠানো কঠোরভাবে নিষেধ করিয়া দেওয়া।

(মাজাহেরে হক)

٤٠٠- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على صبره طعام، فاذخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابعه السماء يا رسول الله! قال: أفلأ جعلته فوق الطعام كي يواد الناس، من غش فليس بيئي. رواه سلم،

باب قول النبي ﷺ من غشنا غليس منا، رقم: ٢٨٤

৩০০. হযরত আবু হুরায়রা (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি খাদ্যের স্তুপের নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন। তিনি আপন হাত মোবারক ঐ স্তুপের ভিতরে ঢুকাইলেন। ফলে হাতে কিছুটা আর্দ্রতা অনুভূত হইল। তিনি খাদ্যবস্তুর বিক্রেতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই আর্দ্রতা কিভাবে আসিল? সে আরজ করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইহার উপর বৃষ্টির পানি পড়িয়া গিয়াছিল। তিনি এরশাদ করিলেন, তুমি ভিজা খাদ্যবস্তুকে স্তুপের উপর কেন রাখিলে না, যাহাতে ক্রেতাগণ ইহা দেখিতে পারিত। যে ব্যক্তি ধোকা দিল সে আমার নয় অর্থাৎ আমার অনুসরণকারী নয়। (মুসলিম)

٣٠١- عن معاذ بن أنس الجعفري رضي الله عنه عن النبي ﷺ: من حمن
مؤمناً من منافق، أرأه قال: يبعث الله ملائكة يخفي لعنة يوم
القيمة من نار جهنم، ومن رمى مسلماً بشيءٍ غير مذمومٍ به حسنة
الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. رواه أبو داود، باب الرجل
يذهب عن عرض أخيه، رقم ٤٨٣.

৩০১. হযরত মুয়ায ইবনে আনাস জুহানী (রায়িঃ) নবী করীম
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, যে ব্যক্তি কোন
মুসলমানের ইজ্জত-আবরণকে মুনাফেকের অনিষ্ট হইতে বাঁচায় আল্লাহ
তায়ালা কিয়ামতের দিন একজন ফেরেশতা নিয়োগ করিবেন, যে
ফেরেশতা তাহার গোশত অর্থাৎ শরীরকে (দোষখের আগুন হইতে)
বাঁচাইবে। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে বদনাম করিবার জন্য তাহার
উপর কোন অপবাদ লাগায়, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে জাহানামের পুলের
উপর কয়েদ করিবেন; অবশেষে (শান্তি পাইয়া) অপবাদ আরোপের
(ওনাহের ময়লা) হইতে পাকসাফ হইয়া যাবে। (আবু দাউদ)

٣٠٢- عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ:
من ذهب عن عرض أخيه بالغيبة كان حظاً على الله أن ينفعه من
النار. رواه أحمد والطبراني وإسناد أحمد حسن، مجمع الروايات ١٧٩/٨٨

৩০২. হযরত আসমা বিনতে ইয়ায়ীদ (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে,
রাসূলসাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি
আপনি মুসলমান ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তাহার ইজ্জত-সম্মান রক্ষা
করে, (যেমন গীবতকারীকে গীবত হইতে বিরত রাখে) আল্লাহ তায়ালা
নিজ জিন্মায় লইয়াছেন যে, তাহাকে জাহানামের আগুন হইতে মুক্ত
করিয়া দিবেন। (মুসমাদে আহমাদ, তাবাৱানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٣٠٣- عن أبي التربذاء رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: من ردَّ عن
عرض أخيه المسلمين كان حظاً على الله غيره جلَّ أن يردَّ عن
جهنم يوم القيمة. رواه أحمد ٤٤٩/٦

৩০৩. হযরত আবু দারদা (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আপনি
মুসলমান ভাইয়ের সম্মান রক্ষা করিবার জন্য বাধ্য প্রদান করে আল্লাহ

for more videos <https://youtube.com/annaaba>
তায়ালা মিজ জিম্মায় লইয়াছেন যে, কেয়ামতের দিন সেই ব্যক্তি হইতে
জাহানামের আগুন হটাইয়া দিবেন। (মুসনাদে আহমাদ)

٣٠٣-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ يَقُولُ: مَنْ حَالَتْ شَفَاعَةُ دُونَ حَدْدِهِ مِنْ حَدْدِ اللَّهِ، فَقَدْ
ضَادَ اللَّهَ، وَمَنْ خَاصَّمَ لِي بِأَطْلِيلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَرَأْ لِي سَخْطَ اللَّهِ
حَتَّى يَنْزَعَ عَنِّهِ، وَمَنْ قَالَ لِي مُؤْمِنٌ مَا لَيْسَ فِيهِ أَنْكَهَ اللَّهُ رَدْغَةً
الْجَنَّابِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهَا قَالَ. رواه أبو داود، باب في الرجل بعين على

عصومة رقم: ٣٥٩٧

304. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রায়িৎ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তির সুপারিশ আল্লাহ তায়ালার দণ্ডসমূহের মধ্য হইতে কোন দণ্ড জারী করিবার বিষয়ে বাধা হইয়া থায় (যেমন তাহার সুপারিশের কারণে চোরের হাত কাটা যায় নাই) সে আল্লাহ তায়ালার সহিত মোকাবিলা করিল। যে ব্যক্তি অন্যায়ের উপর আছে জানিয়াও ঝগড়া করে সে যতক্ষণ পর্যন্ত এই ঝগড়া না ছাড়ে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টির মধ্যে থাকে। আর যে ব্যক্তি মুমেন সম্পর্কে এমন খারাপ কথা বলে যাহা তাহার মধ্যে নাই আল্লাহ তায়ালা তাহাকে দোষবীদের পুঁজ ও রক্তের কাদার মধ্যে রাখিবেন; অবশেষে সে নিজের অপবাদের শাস্তি পাইয়া ঐ গুনাহ হইতে পবিত্র হইবে। (আবু দাউদ)

٣٠٥-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَهُ: لَا
تَحَاسِدُوا، وَلَا تَنَاجِشُوا، وَلَا تَبَاغِضُوا، وَلَا تَدَابِرُوا، وَلَا يَبْعَثُ
بِعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بَعْضًا، وَكُوْنُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْرَانًا، الْمُسْلِمُ أَخْرَى
الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَنْقِرُهُ، التَّقْوَى هُنَّا، وَيُشَرِّبُ
إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ: بِحَسْبِ اغْرِيَّهُ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَعْفُرَ أَخَاهُ
الْمُسْلِمُ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، ذَمَّةٌ وَمَالَهُ وَعِزْمَهُ.

رواہ مسلم، باب تحريم ظلم المسلم رقم: ٦٥٤١

305. হ্যরত আবু হুরায়রা (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা একে অপরকে হিংসা করিও না, বেচাকেনার মধ্যে বেচাকেনার নিয়ত ছাড়ি শুধু

একরামে মসলিম
ধোকা দেওয়ার জন্য অতিরিক্ত কথা বলিও না, একজন অপরজনের
সহিত বিদ্বেষ রাখিও না, একজন অপরজন হইতে মুখ ফিরাইও না এবং
তোমাদের মধ্য হইতে কেহ অপরজনের দামদণ্ডের উপর দামদণ্ডের করিও
না। তোমরা আল্লাহর বান্দা সাজিয়া ভাই ভাই হইয়া যাও। মুসলমান
মুসলমানের ভাই। ভাই ভাইয়ের উপর জুলুম করে না এবং (যদি অপর
কোন ব্যক্তি) তাহার উপর জুলুম করে তবে তাহাকে অসহায় করিয়া রাখে
না, তাহাকে তুচ্ছ মনে করে না। (এই কথা বলিবার সময় রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন সীনা মোবারকের দিকে ইশারা
করিয়া তিনিবার এরশাদ করিলেন) তাকওয়া এখানে থাকে। মানুষের
খারাপ হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, সে আপন মুসলমান ভাইকে তুচ্ছ
মনে করে। মুসলমানের রক্ত, তাহার মাল, তাহার ইজ্জত-আবরু অপর
মুসলমানের জন্য হারাম। (মুসলিম)

ফায়দাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদ
অর্থাৎ, ‘তাকওয়া এখনে থাকে’ ইহার অর্থ এই যে, তাকওয়া যাহা
আল্লাহ তায়ালার ভয় ও আখেরাতের হিসাবের ফিকিরের নাম। উহা
দিলের ভিতরগত অবস্থা এমন জিনিস নয় যাহা কোন ব্যক্তি চোখে
দেখিয়া বুঝিতে পারে যে, এই ব্যক্তির মধ্যে তাকওয়া আছে অথবা নাই।
এইজন্য কোন মুসলমানের অধিকার নাই যে, সে অপর মুসলমানকে তুচ্ছ
মনে করিবে। কে জানে যাহাকে বাহ্যিক জ্ঞানে তুচ্ছ মনে করা হইতেছে,
তাহার অন্তরে তাকওয়া থাকিতে পারে এবং সে আল্লাহ তায়ালার নিকট
বড় ইজ্জতওয়ালা হইতে পারে। (মাআরেফল হাদীস)

٤٩٠٣- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو قال: العشت. رواه أبو داود، باب في الحسد، رقم: ٣٩٠٤

العشب. رواه أبو داود، باب في الحسد، رقم: ٤٩٠٣

৩০৬. হযরত আবু হুরায়রা (বায়িহ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাম্মাহ আলাইহি ওয়াসল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হিংসা হইতে বাঁচ, হিংসা মানুষের নেকীসমূহকে এমনভাবে খাইয়া ফেলে যেমন আগুন লাকড়িকে খাইয়া ফেলে অথবা বলিয়াছেন, ঘাসকে খাইয়া ফেলে।

(ଆବୁ ଦାଉଦ)

٧-٣٠-عَنْ أَبِي حُمَيْدَ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ فَيَقُولُ: لَا يَجْعَلُ لِأَفْرَادِهِ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طَيْبِ نَفْسِهِ مِنْهُ. رواه ابن

মুসলমানদেরকে কষ্ট দেওয়া হইতে বাচ্চিয়া থাক।
for more videos <https://youtube.com/annaaba>

৩০৭. হ্যরত আবু হুমাইদ সায়েদা (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন ব্যক্তির জন্য আপন ভাইয়ের লাঠি (অর্থাৎ এইরূপ ক্ষুদ্র জিনিসও) তাহার সম্মতি ব্যতীত লওয়া জায়েয নয়। (ইবনে হিবান)

٣٠٨-عَنْ يَزِيدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: لَا يَأْخُذُنَّ
أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَا عِبَادًا وَلَا جَنَادِيًّا. (الحدث) رواه أبو داود، باب من

يأخذ الشيء من مراح، رقم: ٤٠٠٣

৩০৮. হ্যরত ইয়ায়ীদ (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন, তোমাদের মধ্য হইতে কোন ব্যক্তি আপন ভাইয়ের সামান, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়া অথবা প্রকৃতই (অনুমতি ব্যতীত) লইয়া যাইও না। (আবু দাউদ)

٣٠٩-عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى رَحْمَةً اللَّهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ
مُحَمَّدٍ ﷺ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ،
فَأَنطَلَقَ بِعَصْبُوْمِهِ إِلَى حَبْلٍ مَعَهُ فَأَخْدَدَهُ فَفَرِغَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا
يَجْعَلُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرُوَّعَ مُسْلِمًا. رواه أبو داود، باب من يأخذ الشيء من

مراوح، رقم: ٤٠٠٤

৩০৯. হ্যরত আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা (রহঃ) বলেন, আমাদেরকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ এই ঘটনা শুনাইয়াছেন যে, তাঁহারা একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত যাইতেছিলেন। এমন সময় তাঁহাদের মধ্যে একজন সাহাবীর ঘূম আসিয়া গেল। অপর এক ব্যক্তি যাইয়া (ঠাট্টাস্বরূপ) তাহার রশিটি লইয়া লইলেন। (যখন ঘূমস্ত সাহাবীর চোখ খুলিল এবং নিজের রশিটি দেখিলেন না,) তখন পেরেশান হইয়া গেলেন। ইহার উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন মুসলমানের জন্য ইহা হালাল নয় যে, সে কোন মুসলমানকে ভয় দেখাইবে। (আবু দাউদ)

٣١٠-عَنْ يَرِيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قُتْلُ الْمُؤْمِنِ
أَعَظُمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا. رواه التسالى، باب تعظيم الدم،

৩১০. হ্যরত বুরাইদা (রায়ি)[ؓ] বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুমিনকে কতল করা আল্লাহ তায়ালার নিকট সারা দুনিয়া খতম হইয়া যাওয়া হইতেও বেশী মারাত্মক।

(নাসায়ী)

ফায়দা : অর্থ এই যে, দুনিয়া খতম হইয়া যাওয়া মানুষের নিকট যেমন মারাত্মক, আল্লাহ তায়ালার নিকট মুমিনকে কতল করা ইহা হইতেও বেশী মারাত্মক।

٣١١- عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَدْكُرُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي ذَمِ مُؤْمِنٍ لَأَكَبِيْهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث

غريب، باب الحكم في الدماء، رقم: ١٣٩٨.

৩১১. হ্যরত আবু সাউদ খুদরী (রায়ি)[ؓ] ও হ্যরত আবু হুরায়রা (রায়ি)[ؓ] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করেন, যদি আসমান ও জিনবাসী সকলেই কোন মুমিনকে কতল করিবার মধ্যে শরীক হইয়া যায়, তবু আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সকলকে অধঃমুখ করিয়া জাহানামে নিষ্কেপ করিবেন। (তিরিয়ী)

٣١٢- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَنْفِرِهِ إِلَّا مِنْ مَاتَ مُشْرِكًا، أَوْ مُؤْمِنًّا قُتِلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. رواه أبو داود، باب في تعظيم قتل المؤمن،

رقم: ٤٢٧٠.

৩১২. হ্যরত আবু দারদা (রায়ি)[ؓ] বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, প্রত্যেক গুনাহ সম্পর্কে এই আশা আছে যে, আল্লাহ তায়ালা মাফ করিয়া দিবেন ; একমাত্র ঐ ব্যক্তি(র গুনাহ) ব্যতীত, যে শিরক অবস্থায় মরিল অথবা ঐ মুসলমানের গুনাহ ব্যতীত যে কোন মুসলমানকে জানিয়া বুঝিয়া কতল করিল। (আবু দাউদ)

٣١٣- عَنْ عَبَادَةِ بْنِ الصَّابِطِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قُتِلَ مُؤْمِنًا فَأَغْبَطَ بِقَتْلِهِ لَمْ يَقْبِلْ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَذْلًا. رواه

أبو داود، باب في تعظيم قتل المؤمن، رقم: ٤٢٧٠، سنن أبي داود، طبع دار ابن مكتبة

for more videos <https://youtube.com/ashnaaba>

৩১৩. হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মুমেনকে কতল করিল এবং তাহাকে কতল করিবার উপর খুশী প্রকাশ করিল আল্লাহ তায়ালা না তাহার ফরজ এবাদত কবুল করিবেন, না নফল এবাদত। (আবু দাউদ)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ لَهُ يَقُولُ:

إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانَ بِسَيِّئِهِمَا فَالْفَاتِلُ وَالْمَفْتُولُ فِي النَّارِ، قَالَ:

فَقُلْتُ أَزْقِلْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْفَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَفْتُولِ؟ قَالَ:

إِنَّهُ قَدْ أَرَادَ قُتلَ صَاحِبِهِ. رواه مسلم، باب إذا تواجه المسلمين بسيئيهما،

রقم: ৭২০২

৩১৪. হযরত আবু বাকরা (রায়িৎ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যখন দুই মুসলমান নিজ নিজ তরবারি লইয়া একজন অপরজনের সম্মুখে আসে (এবং তাহাদের মধ্য হইতে একজন অপরজনকে কতল করিয়া দেয়) তখন কতলকারী ও নিহত দুইজনই (দোয়খের) আগুনে জলিবে। হযরত আবু বাকরা (রায়িৎ) বলেন, আমি অথবা অন্য কেউ আরজ করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! কতলকারী দোয়খে যাইবে ইহা তো স্পষ্ট কথা কিন্তু নিহত ব্যক্তি (দোয়খে) কেন যাইবে ? তিনি এরশাদ করিলেন, এইজন্য যে, সেও তো আপন সাথীকে কতল করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল। (মুসলিম)

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ لَهُ عَنِ الْكَبَائِرِ قَالَ:

الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعَقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقُتلُ النَّفْسِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ.

رواہ البخاری، باب ما قيل في شهادة الزوج، رقم: ২৬০৩

৩১৫. হযরত আনাস (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাবীরা গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল (যে, উহা কি কি ?), তিনি এরশাদ করিলেন, আল্লাহর সহিত শরীক করা, পিতামাতার নাফরমানী করা, কতল করা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।

(বোঝারী)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ لَهُ قَالَ: اجْتَبُوا السَّبْعَ

الْمُؤْنِقَاتِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشَّرْكُ بِاللَّهِ،

**وَالسِّخْرُ، وَقُلْلُ الْفَسْقِ الَّتِي تُحْرِمُ اللَّهَ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا،
وَأَكْلُ مَالِ الْيَتَمِ، وَالثَّوْلَى يَوْمَ الزَّخْفِ، وَقَذْفُ الْمُخْصَنَاتِ
الْمُؤْمِنَاتِ الْفَاقِلَاتِ.** رواه البخاري، باب قول الله تعالى: إن الذين يأكلون

أنموال البناتي رقم: ٢٧٦٦

৩১৬. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সাতটি ধৰ্মসাকারী গুনাহ হইতে বাঁচ। সাহাবায়ে কেরাম (রায়িঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলল্লাহ ! এই সাত গুনাহ কি কি ? তিনি এরশাদ করিলেন, আল্লাহ তায়ালার সহিত কাহাকেও শরীক করা, যাদু করা, অন্যায়ভাবে কাহাকেও কতল করা, সুদ খাওয়া, এতীমের মাল খাওয়া, (নিজের জান বাঁচানোর জন্য) জেহাদের মধ্যে ইসলামী লশকরের সঙ্গ ছাড়িয়া ভাগিয়া যাওয়া এবং সত্তী-সাধ্বী ঝোনওয়ালী ও মন্দ বিষয় সম্পর্কে বেখবর নারীদের উপর যিনার অপবাদ দেওয়া। (বোধারী)

**٤-٣١٧-عَنْ وَاثِلَةِ بْنِ الْأَسْقَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا
تُهْبِرُ الشَّمَائِلَةَ لِأَخِيكَ، فَيُرْخِمُهُ اللَّهُ وَيُغَلِّبُكَ.** رواه الترمذى وقال: هذا

حدث حسن غريب، باب لا نظهر الشماءلة لأخيك، رقم: ٢٥٦

৩১৭. ওয়াসিলা ইবনে আসকা' (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তুমি আপন ভাইয়ের কোন মুসীবতের উপর খুশী প্রকাশ করিও না, হইতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর রহম করিয়া তাহাকে মুসীবত হইতে নাজাত দিয়া দিবেন। আর তোমাকে মুসীবতে লিপ্ত করিয়া দিবেন। (তিরমিয়ী)

**٤-٣١٨-عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ
عَيْرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمْتَحِنْهُ بِعَمَلِهِ، قَالَ أَخْمَدُ: قَالُوا: مَنْ ذَنَبَ
فَلَدَّ تَابَ مِنْهُ.** رواه الترمذى وقال: حدث حسن غريب، باب في وعيد من غير

أخاه بذنب، رقم: ٢٥٥

৩১৮. হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আপন (মুসলমান) ভাইকে কোন এমন গুনাহের উপর লজ্জা দিল, যে

গুনাহ হইতে সে তৌবা করিয়া ফেলিয়াছে, তবে এই লজ্জদাতা ততক্ষণ পর্যস্ত মরিবে না, যতক্ষণ পর্যস্ত সে নিজে ঐ গুনাহের মধ্যে লিপ্ত না হইবে। (তিরমিয়ী)

٣١٩-عَنْ أَبْنَىٰ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا
أَفْرِيٌّ وَقَالَ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرًا لَقَدْ بَاءَ بِهَا أَخْدُفْمَاءُ، إِنْ كَانَ كَمَا
قَالَ، وَإِلَّا رَجَحَتْ عَلَيْهِ. رواه مسلم، باب بيان حال إيماد رقم: ٢١٦

৩১৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আপন মুসলমান ভাইকে ‘হে কাফের!’ বলিল, তখন কুফর এই দুইজনের মধ্য হইতে একজনের দিকে অবশ্যই ফিরিবে। যদি সেই ব্যক্তি বাস্তবিকই কাফের হইয়া গিয়া থাকে যেমন সে বলিয়াছে তবে ঠিক আছে, নচেৎ কুফর স্বযং যে বলিয়াছে তাহার দিকে ফিরিয়া আসিবে। (মুসলিম)

٣٢٠-عَنْ أَبِي ذِئْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَمَنْ
دَعَ رَجُلًا بِالْكُفَّارِ أَوْ قَالَ: عَدُوُّ اللَّهِ! وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ.

(وهو حزء من الحديث) رواه مسلم، باب بيان حال إيمان رقم: ٢١٧

৩২০. হযরত আবু যর (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন, যে ব্যক্তি কাহাকেও ‘কাফের’ অথবা ‘আল্লাহর দুশমন’ বলিয়া ডাকিল অথচ সে এমন নয়, তবে তাহার এই কথাটি স্বযং তাহার দিকে ফিরিয়া আসে। (মুসলিম)

٣٢١-عَنْ عُمَرَ ابْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرًا لَهُوَ كَفَّارِي. رواه البزار ورجاله ثقات،

صحح الرواية / ١٤١

৩২১. হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন কোন ব্যক্তি আপন ভাইকে ‘হে কাফের’ বলিল, তখন ইহা তাহাকে কতল করার মত হইল। (বায়ার, মাজমায়ে খাওয়ায়েদ)

٣٢٢-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا
يَبْغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ لَعَانًا. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن

৩২২. ইয়রত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুমেনের জন্য মুনাসেব নয় যে, লানতকারী হইবে। (তিরমিয়ী)

٣٢٣-عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَكُونُ الْمُغَانُو شُفَعَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

عن ابن الدواب وغيرها، رقم: ٦٦١

৩২৩. ইয়রত আবু দারদা (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বেশী বেশী লানতকারীগণ কেয়ামতের দিন না (গুনাহগারদের জন্য) সুপারিশকারী হইতে পারিবে, আর না (নবীগণের তবলীগের) সাক্ষী হইতে পারিবে।

(মুসলিম)

٣٢٤-عَنْ ثَابِتِ بْنِ الصَّحَّাকِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَئِنْ أَعْمَمْنَا كَفَّتِلِهِ. (وهو جزء من الحديث) رواه مسلم، باب بيان غلط تحريم قتل

الإنسان نفسه... رقم: ٣٠٣

৩২৪. ইয়রত ছাবেত ইবনে জাহাক (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুমেনের উপর লানত করা (গুনাহ হিসাবে) মুমেনকে কতল করার মত। (মুসলিম)

٣٢٥-عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَثِيمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَلْفَغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ: خَيَّارُ عِبَادَ اللَّهِ الَّذِينَ إِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللَّهُ، وَشَرَّارُ عِبَادَ اللَّهِ الْمَشَاءُونَ بِالْبَيْمَةِ، الْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْأَجْيَةِ الْيَاغِوْنَ لِلْبَرَاءَ الْعَنَّتِ.
وفيه: شهر بن حوشب وبقية رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٨/١٧٦

৩২৫. ইয়রত আবদুর রহমান ইবনে গানাম (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার সর্বোত্তম বান্দা তাহারা, যাহাদিগকে দেখিয়া আল্লাহ তায়ালা স্মরণে আসে। আর নিকটতম বান্দা হইল চোগলখোর, বন্দুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারী এবং যাহারা আল্লাহ তায়ালার সৎ ও নিষ্কলূষ বান্দাদেরকে কোন গুনাহ অথবা কোন পেরেশানীর মধ্যে লিপ্ত করিবার চেষ্টায় লাগিয়া থাকে। (মুসলাদে আহমাদ, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٣٢٦-عَنْ أَبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَرْسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ قَبْرِينَ فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَيَعْذَبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَثِيرٍ، أَمَّا هَذَا فَكَانَ لَا يَسْتَرُّ مِنْ بَوْلِهِ، وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ يَمْشِي بِالشَّمْبَمَةِ. (الحادي) رواه

البعارى، باب الغيبة ، رقم: ١٠٥٢

৩২৬. হযরত ইবনে আববাস (রাযঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইটি কবরের পাশ দিয়া যাইতেছিলেন, তখন তিনি এরশাদ করিলেন, এই দুই কবরবাসীর উপর আয়াব হইতেছে এবং এই আয়াব কোন বড় জিনিসের কারণে হইতেছে না, (যাহা হইতে বাঁচিয়া থাকা মুশকিল হইত।) তাহাদের মধ্য হইতে একজন তো পেশাবের ছিটা হইতে বাঁচিত না। আর অপরজন চোগলখুরী করিত। (বোখারী)

٣٢٧-عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ عَرَجَ بْنِ مَرْزُونَ بِقَوْمٍ أَطْفَالَ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُونَ وَجْهَهُمْ وَصَدْرَهُمْ، فَقَلَّتْ: مَنْ هُؤُلَاءِ يَا جَبَرِيلُ؟ قَالَ: هُؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لَحُومَ النَّاسِ وَيَقْعُونَ فِي أَغْرَاضِهِمْ. رواه أبو داؤد، باب في

الغيبة، رقم: ٤٨٧٨

৩২৭. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন আমি মেরাজে গেলাম তখন আমি এমন কিছু লোকের উপর দিয়া অতিক্রম করিলাম, যাহাদের নথ তামার ছিল। এই নথ দ্বারা তাহারা নিজ নিজ চেহারা ও সিনা আঁচড়াইয়া জখম করিতেছিল। আমি জিবরাসিল (আঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহারা কাহারা? জিবরাসিল (আঃ) বলিলেন, এই সমস্ত লোক মানুষের গোশত খাইত অর্থাৎ মানুষের গীবত করিত ও তাহাদের ইজ্জত-সম্মান নষ্ট করিত। (আবু দাউদ)

٣٢٨-عَنْ جَابِرِ بْنِ عَنْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ فَأَرَنَّفَعَتْ رِيحُ مَنْبَقَةٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ هَذِهِ رِيحٍ؟ هَذِهِ رِيحُ الْذِينَ يَغْتَابُونَ الْمُؤْمِنِينَ. رواه أحمد ورجاه ثقات،

৩২৮. হ্যরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রায়ঃ) বলেন, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম এমন সময় একপ্রকার দুর্গন্ধি অনুভূত হইল। তিনি এরশাদ করিলেন, জান এই দুর্গন্ধি কিসের? এই দুর্গন্ধি এই সমস্ত লোকের যাহারা মুসলমানদের গীবত করে।

(মুসনাদে আহমাদ, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٣٢٩-عَنْ أَبِي سَعْدٍ وَجَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْغَيْبَةُ أَشَدُّ مِنِ الزِّنَاءِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ الْغَيْبَةُ أَشَدُّ مِنِ الزِّنَاءِ؟ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَزِنُ فِي تُورْبَةِ فِتْنَةٍ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنَّ صَاحِبَ الْغَيْبَةِ لَا يُفَخَّرُ لَهُ حَتَّى يَفْرَرَ هَا لَهُ صَاحِبَةُ. رواه البيهقي
في شعب الإيمان ٥/٢٠

৩২৯. হ্যরত আবু সাদ ও হ্যরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রায়ঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, গীবত করা যিনি হইতে বেশী মারাত্মক। সাহাবীগণ আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! গীবত করা যিনি হইতে বেশী মারাত্মক কিভাবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, মানুষ যদি যিনি করিয়া ফেলে অতঃপর তওবা করিয়া লয়, আল্লাহ তায়ালা তাহার তওবা কবুল করিয়া লন। কিন্তু গীবতকারীকে যতক্ষণ পর্যন্ত এই ব্যক্তি মাফ না করে যাহার সে গীবত করিয়াছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে তাহাকে মাফ করা হয় না। (বায়হাকী)

٣٣٠-عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ لِلشَّيْءِ كَذَّا وَكَذَّا تَغْنِيَ لَقِيَرَةً. قَالَ: لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُرَجِّعَ بِهَا الْبَخْرُ لِمَرْجَحَةٍ، قَالَتْ: وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَانًا، قَالَ: مَا أَحِبُّ أَنْ يَحْكِيَ إِنْسَانًا وَإِنْ لَيْ كَذَّا وَكَذَّا. رواه أبو داود، باب في الغيبة، رقم:

٤٨٧٥

৩৩০. হ্যরত আয়েশা (রায়ঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিলাম, বাস্ত আপনার জন্য তো সফিয়্যার খাট হওয়া যথেষ্ট। তিনি এরশাদ করিলেন, তুম এমন একটি বাক্য বলিয়াছ যদি ইহাকে সমুদ্রের পানির সাথে মিলাইয়া দেওয়া হয় তবে এই বাক্যের তিঙ্গতা সমুদ্রের সমগ্র দ্বৰ্পাত্তির উপর প্রবল যাইবে। হ্যরত আয়েশা

মুসলমানদেরকে কষ্ট দেওয়া হইতে বাচ্চিয়া থাকা
 (রায়িৎ) ইহাও বলেন যে, একবার আমি তাহার সম্মুখে এক ব্যক্তির কোন
 কথা বা কাজ নকল করিয়া দেখাইলাম। তখন তিনি এরশাদ করিলেন,
 আমাকে এত এত অর্থাৎ অনেক বেশী সম্পদও যদি দেওয়া হয় তবু আমি
 পছন্দ করি না যে, কাহারও নকল করিয়া দেখাইব। (আবু দাউদ)

٣٣١-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّدِرْوَئِ مَا
الْغَيْبَةِ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَغْلَمُ، قَالَ: ذَكْرُكُ أَحَدُكُ بِمَا يَكْرَهُ،
فَيْلَ: أَفَرَايَتِ إِنْ كَانَ فِي أَجْنِيَ مَا أَقْوَلُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ
لَفِيدَ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ، فَلَفِيدَ بَهْتَهُ. رواه مسلم، باب تحريم الغيبة،

رقم: ١٥٩٣

৩৩১. হযরত আবু হুরায়রা (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা কি জান যে, গীবত কাহাকে বলে? সাহাবীগণ আরজ করিলেন, আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলই বেশী জানেন। তিনি এরশাদ করিলেন, আপন (মুসলমান) ভাইয়ের (অনুপস্থিতিতে তাহার) সম্পর্কে এমন কথা বলা যাহা তাহার অপছন্দ হয় (ইহাই গীবত)। কেহ আরজ করিল, আমি যদি আমার ভাইয়ের এমন কোন দোষ আলোচনা করি যাহা বাস্তবিকই তাহার মধ্যে আছে, (তবে ইহাও কি গীবত হইবে?) তিনি এরশাদ করিলেন, যদি এই দোষ যাহা তুমি বর্ণনা করিতেছ, তাহার মধ্যে থাকে তবে তুমি তাহার গীবত করিলে, আর যদি এই দোষ (যাহা তুমি বর্ণনা করিতেছ উহা) তাহার মধ্যে না থাকে তবে তুমি তাহার উপর অপবাদ আরোপ করিলে।

(মুসলিম)

٣٣٢-عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ ذَكَرَ
أَمْرًا يُشَنِّعُ لَيْسَ فِيهِ لِعْنَةٌ بِهِ، حَبْسَةَ اللَّهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ حَتَّىٰ يَأْتِي
بِنَفَادِ مَا قَالَ فِيهِ. رواه الطبراني في الكبير و رجاله ثقات، مجمع الزوائد ٤/٣٦٣

৩৩২. হযরত আবু দারদা (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কাহাকেও বদনাম করিবার জন্য এইরূপ দোষ বর্ণনা করে যাহা তাহার মধ্যে নাই তবে আল্লাহ তাহাকে দোষখের আগুনের মধ্যে বন্দী করিয়া রাখিবেন; যতক্ষণ না সে ঐ দোষ প্রমাণ করিবে। (আর সে উহা কিভাবে প্রমাণ করিবে?) (আরবানী، মাজমায়ে যাওয়ায়েদ <http://www.annaba.com/alamin5g>)

٣٣٣- عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: إن أنسابكم هذه ليست بباب على أحد، وإنما أنت ولد آدم طف الصاع لم تملووه، ليس لاحد فضل إلا بالدين أو عمل صالح، حسب الرجل أن يكون فاحشاً بدلياً بخليلاً جيالاً. رواه أسد ١٤٥/٤

৩৩৩. হযরত উকবা ইবনে আমের (রায়িহ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বৎশ এমন কোন জিনিস নয় যাহার কারণে তোমরা কাহাকেও খারাপ বলিতে পার এবং লজ্জা দিতে পার। তোমরা সকলেই আদমের সন্তান। তোমাদের উদাহরণ ঐ সা' (অর্থাৎ পরিমাপের পাত্রে)র মত যাহাকে তোমরা পরিপূর্ণ কর নাই অর্থাৎ কেহই তোমাদের মধ্যে পূর্ণ নও। প্রত্যেকের মধ্যে কিছু না কিছু ক্রটি আছে। (তোমাদের মধ্য হইতে) কাহারও উপর কাহারো শ্রেষ্ঠত্ব নাই। অবশ্য দ্বীন ও নেক আমলের কারণে একজনের উপর অপরজনের ফয়লত আছে। মানুষের (খারাপ হওয়ার) জন্য ইহা অনেক যে, সে অসভ্য, অহেতুক কথা বলনেওয়ালা, কৃপণ ও কাপুরুষ হয়।

(মুসনাদে আহমাদ)

٣٣٤- عن عائشة رضي الله عنها قالت: أستأذن رجُلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: بِنَسِ ابْنِ الْعَشِيرَةِ، أَوْ بِنَسِ رَجُلِ الْعَشِيرَةِ، ثُمَّ قَالَ: الْمُتَوَلِّ لَهُ، فَلَمَّا دَخَلَ الْأَنَّ لَهُ الْقَوْلُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ لَهُ الْقَوْلُ وَقَدْ قُلْتَ لَهُ مَا قُلْتَ، قَالَ: إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزَلَةُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ وَدَعَةٍ أَوْ تَرَكَهُ - النَّاسُ لَا يَقْعُدُونَ فَخَسِيَّهُ. رواه أبو داود.

باب في حسن العشرة، رقم: ٤٧٩١

৩৩৪. হযরত আয়েশা (রায়িহ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হওয়ার অনুমতি চাহিল। তিনি এরশাদ করিলেন, এই লোক নিজ গোত্রের মধ্যে অত্যন্ত খারাপ মানুষ। অতঃপর তিনি এরশাদ করিলেন, তাহাকে আসিতে অনুমতি দাও। যখন সে আসিয়া গেল, তখন তিনি তাহার সহিত নম্মভাবে কথাবার্তা বলিলেন। সে চলিয়া যাওয়ার পর হযরত আয়েশা (রায়িহ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি তো এই ব্যক্তির সহিত অত্যন্ত নম্মভাবে কথা বলিয়াছেন অথচ প্রথমে আপনি তাহারই সম্পর্কে

বলিয়াছিলেন (যে, সে নিজ গোত্রের খুব খারাপ লোক)। তিনি এরশাদ করিলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার নিকট নিক্ষেপ স্তরে ঐ ব্যক্তি থাকিবে যাহার খারাপ কথার কারণে মানুষ তাহার সহিত মেলামেশা ছাড়িয়া দেয়। (আবু দাউদ)

ফায়দা ৪: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগস্তক ব্যক্তি সম্পর্কে দোষজনিত যে শব্দগুলি বলিয়াছেন, উহার উদ্দেশ্য প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জানাইয়া দেওয়া এবং ঐ ব্যক্তির ধোকা হইতে লোকদেরকে বাঁচানো। অতএব ইহা গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তি আসিবার পর স্বভাবে যে কথাবার্তা বলিলেন, ইহা এই শিক্ষা দেওয়ার জন্য ছিল যে, এইরূপ লোকদের সহিত আচরণ কিভাবে করা চাই। ইহাতে তাহার সংশোধনের দিকটিও ছিল।

(মাজাহেরে হক)

**عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ
غَرُّ كَرِيمٍ، وَالْفَاجِرُ خَبُّ لَثِيمٍ .** رواه أبو داود، باب في حسن العشرة،

رقم: ৪৭০

৩৩৫. হযরত আবু হুরায়রা (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুমেন সাদাসিধা, ভদ্র হয়, আর ফাসেক ধোকাবাজ ও অভদ্র হয়। (আবু দাউদ)

ফায়দা ৫: হাদীস শরীফের অর্থ এই যে, মুমেনের স্বভাবে ধোকা ও বড়যন্ত্র থাকে না। সে মানুষকে কষ্ট পৌছানো ও তাহাদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা হইতে নিজের স্বভাবগত ভদ্রতার কারণে দূরে থাকে। পক্ষান্তরে ফাসেকের স্বভাবে ধোকা, বড়যন্ত্র থাকে। ফেতনা ফাসাদ ছড়ানোই তাহার অভ্যাস হয়। (তরজমানুস সুন্নাহ)

**عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَذَى
مُسْلِمًا فَقَدْ أَذَانِي، وَمَنْ أَذَانِي فَقَدْ أَذَى اللَّهَ .** رواه الطبراني في الأوسط

وهو حديث حسن، فيض القدير / ১৯

৩৩৬. হযরত আনাস (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে কষ্ট দিল সে আমাকে কষ্ট দিল আর যে ব্যক্তি আমাকে কষ্ট দিল সে নিশ্চিতভাবে আল্লাহ তায়ালাকে কষ্ট দিল অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালাকে অসন্তুষ্ট করিল। (তাবারানী، জামে সগীর)

٣٣٧-عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَنْفُضَ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْأَكْلَدُ الْخَصِيمُ. رواه مسلم، باب في الألد الخصم، رقم: ٦٢٨

৩৩৭. হযরত আয়েশা (রায়ি)^১ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট সর্বাপেক্ষা অপচন্দনীয় ব্যক্তি সে যে অত্যন্ত বাগড়াটে। (মুসলিম)

٣٣٨-عَنْ أَبِي بَكْرِ الصَّدِيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَلْعُونُ مَنْ ضَارَ مُؤْمِنًا أَوْ مَكَرَّ بِهِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث غريب، باب ما جاء في العيادة والغش، رقم: ١٩٤١

৩৩৮. হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রায়ি)^১ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের ক্ষতি করিল অথবা তাহাকে ধোকা দিল সে অভিশপ্ত।

(তিরমিয়ী)

٣٣٩-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَى أَنَاسٍ جُلُومِينَ فَقَالَ: إِلَّا أَخْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ كُمْ مِنْ شَرِّكُمْ؟ قَالُوا: فَسَكُوتُوا، فَقَالَ ذَلِكَ تَلَاقٌ مَرَاثِ، فَقَالَ رَجُلٌ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنَا بِخَيْرٍ نَمِنْ شَرِّنَا، قَالَ: خَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجِي خَيْرًا وَيُؤْمِنُ شَرًّا، وَشَرُّكُمْ مَنْ لَا يُرْجِي خَيْرًا وَلَا يُؤْمِنُ شَرًّا. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب حديث خيركم من يرجى خيراً، رقم: ٢٢٦٣

৩৩৯. হযরত আবু হুরায়রা (রায়ি)^১ হইতে বর্ণিত আছে যে, কিছু সংখ্যক লোক বসিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং এরশাদ করিলেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিব না যে, তোমাদের মধ্যে ভাল মানুষ কে এবং খারাপ কে? হযরত আবু হুরায়রা (রায়ি)^১ বলেন, সাহাবায়ে কেরাম চুপ থাকিলেন। তিনি তিন বার একই এরশাদ করিলেন। অতঃপর এক ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অবশ্যই বলুন, আমাদের মধ্যে ভাল কে এবং খারাপ কে? তিনি এরশাদ করিলেন, তোমাদের মধ্যে ভাল মানুষ সে যাহার নিকট ভাল আশা করা হয় এবং তাহার দ্বারা খারাপের আশৎকা না থাকে।
 আরও তোমাদের মধ্যে সবচাইতে আরাপ মানুষ সে, আহার আরাপ

ତିରମିଯୀ

٣٣- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتان في الناس هما بهم سُكُونٌ: الطَّفْلُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْعَيْتِ. رواه مسلم، باب إبطاله اسم الكفر على الطعن، رقم: ٢٢٧.

۲۲۷

৩৪০. হ্যুমানিস্ট আবু ছরায়ারা (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষের মধ্যে দুইটি কথা কুফরের রহিয়াছে—বৎশের ব্যাপারে দোষারোপ করা আর মৃতদের উপর বিলাপ করা। অর্থাৎ চিৎকার করিয়া কান্নাকাটি করা। (মসলিম)

٣٣- عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: لا تُمارِ أخاك
وَلَا تُمازِحهُ وَلَا تَمْدُهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفُهُ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث

حسن غريب، باب ما جاء في المرأة، رقم: ١٩٩٥

৩৪১. হ্যুমেন আবাস (রায়িঃ) হইতে বণিত আছে যে, নবী
করীম সাল্লাম্মাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিজের
ভাইয়ের সহিত বাগড়া করিও না এবং না তাহার সহিত (এইরূপ) ঠাট্টা
কর (যাহার দ্বারা তাহার কষ্ট হয়) এবং না এমন ওয়াদা কর যাহা পুরা
করিতে পার না। (তিরমিয়ী)

٣٢٢-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: أَيُّهُ
الْمُنَافِقُ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَثَ كَذَبٌ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اتَّعْمَنَ

^{٢١١} خَيْرٌ. رواه مسلم، باب عِصَالِ الْمُتَافِقِ، رقم: ٢١١

৩৪২. হ্যৱত আবু হোরায়রা (ৱায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুনাফেকের তিনটি আলামত রহিয়াছে, যখন কথা বলে তখন মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে তখন উহা পূরণ করে না, আর যখন তাহার নিকট আমানত রাখা হয় তখন খিয়ানত করে। (মুসলিম)

٣٢٣-عَنْ حَدِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّافٌ. رواه البخاري، باب ما يكره من النسبية، رقم: ٦٠٥٦

٦٠٦

৩৪৩. হ্যারত ছয়াইফা (রায়িঃ) বলেন আমি নবী করীম সাল্লামাশু
আলাইহি ওয়াসল্লামকৈ এই এবং করিতে শুনিয়াছি, তেজগলখোর

ফায়দা : অর্থ এই যে, চোগলখোরীর অভ্যাস ঐ সমস্ত মারাত্মক গুনাহের অন্তর্ভুক্ত যাহা জন্মাতে প্রবেশ করার ব্যাপারে বাধা হয়। কোন ব্যক্তি এই খারাপ অভ্যাস সহকারে জন্মাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। হাঁ, যদি আল্লাহ তায়ালা নিজ দয়া ও মেহেরবানীতে কাহাকেও মাফ করিয়া দেন অথবা এই অন্যায়ের শাস্তি দিয়া তাহাকে পবিত্র করিয়া দেন তবে উহার পর জন্মাতে প্রবেশ করিতে পারিবে। (মাআরেফুল হাদীস)

٣٢٣-عَنْ خُرَيْبَ بْنِ فَالِبِكَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً الصُّبْحِ فَلَمَّا انْتَرَقَ قَامَ فَائِمًا فَقَالَ: عَدِلْتُ شَهَادَةَ الرُّؤُورِ بِالإِشْرَاكِ بِاللَّهِ، ثَلَاثَ مَرَأَتٍ ثُمَّ قَرَأَ: «أَجْتَبَيْوْا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْنَانِ وَاجْتَبَيْوْا قَوْلَ الرُّؤُورِ حُنَفَاءَ إِلَّهٌ غَيْرُ مُشْرِكِينَ بِهِ»

[الحج: ٣١-٣]. رواه أبو داود، باب في شهادة الرؤور، رقم: ٢٩٩]

৩৪৪. হযরত খুরাইম ইবনে ফাতেক (রায়ঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন ফজরের নামায পড়িলেন। যখন তিনি (নামায হইতে) অবসর হইলেন তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন এবং এরশাদ করিলেন, মিথ্যা সাক্ষ্য আল্লাহ তায়ালার সহিত শরীক করার সমান করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই কথা তিনি তিনবার এরশাদ করিলেন। অতঃপর তিনি এই আয়াত পড়িলেন যাহার অর্থ এই—মূর্তি পূজার অপবিত্রতা হইতে বাঁচ এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া হইতে বাঁচ। একান্তভাবে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য হইয়া তাহার সহিত কাহাকেও শরীক করিও না। (আবু দাউদ)

ফায়দা : অর্থ এই যে, মিথ্যা সাক্ষ্য শিরক ও মূর্তিপূজার মত দুর্গন্ধময় গুনাহ। আর ঈমানওয়ালাদের ইহা হইতে এমনভাবে বাঁচিবার চেষ্টা করা চাই যেমন শিরক ও মূর্তিপূজা হইতে বাঁচা হয়। (মাআরেফুল হাদীস)

٣٢٤-عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ افْتَطَعَ حَقًّا أَفْرِيَهُ مُسْلِمٌ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ، وَخَرَمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ وَإِنْ قَطِيبَ مِنْ أَرَاكِ. رواه مسلم، باب وعيد من اقطع حق مسلم.....

for ৩৪৫. হ্যরত আবু উমামা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি (মিথ্যা) কসম খাইয়া কোন মুসলমানের কোন হক লইয়া লইল, আল্লাহ তায়ালা এইরূপ ব্যক্তির জন্য দোয়খ ওয়াজিব করিয়া দিয়াছেন এবং জান্নাত তাহার উপর হারাম করিয়া দিয়াছেন। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! যদিও উহা কোন সামান্য জিনিসও হয় (তবুও কি এই শাস্তি হইবে) ? তিনি এরশাদ করিলেন, যদিও পিলু (গাছে)র একটি ডালও হয়।

(মুসলিম)

৩৪৬-عَنْ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ أَخْذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حِقِيبٍ خَيْفٍ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ.

رواه البخاري، باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض، رقم: ১৪০৪

৩৪৬. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সামান্য জমিনও অন্যায়ভাবে লইয়া লয়, কিয়ামতের দিন তাহাকে এই জমিনের কারণে সাত তবক জমিন পর্যন্ত ধসাইয়া দেওয়া হইবে। (বোথারী)

৩৪৭-عَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ اتَّهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ بِهَا. (وهو جزء من الحديث) رواه الترمذى و قال: هذا

حدث حسن صحيح، باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار، رقم: ১১২৩

৩৪৭. হ্যরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি লুঠন করিল সে আমাদের অস্তর্ভুক্ত নয়। (তিরিয়া)

৩৪৮-عَنْ أَبِي ذِئْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: فَلَمَّا لَمْ يَكُلْمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْتَهِرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يَرْكَنُهُمْ، وَلَا هُمْ عَذَابَ أَنِيمٍ، قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَ مَرَاتٍ، قَالَ أَبُو ذِئْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: خَابُوا وَخَسِرُوا، مَنْ هُمْ يَأْرِسُونَ اللَّهَ؟ قَالَ: الْمُسْبِلُ إِلَزَارَةً، وَالْمَنَانَ، وَالْمَنْفَقُ مِلْعَنَةً بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ. رواه مسلم، باب بيان غلط

تحريم إسبال الإزار رقم: ১১৩

৩৪৮. হ্যরত আবু যর (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তিনি ব্যক্তি এইরূপ যে, আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন না তাহাদের সহিত কথা বলিবেন,

একরামে মুসলিম

for more videos <https://youtube.com/annaaba>

না তাহাদেরকে রহমতের দ্বিতীয়ে দেখিবেন, না তাহাদেরকে গুনাহ হইতে পবিত্র করিবেন ; এবং তাহাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন। এই আয়াত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার পড়িলেন। হযরত আবু যর (রায়িঃ) আরজ করিলেন, এইসব লোক তো অকৃতকার্য হইল এবং ক্ষতির মধ্যে পড়িল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! এইসব লোক কাহারা ? তিনি এরশাদ করিলেন, যাহারা নিজেদের লুঙ্গি (টাখনুর নীচে) লটকাইয়া রাখে, যাহারা এহসান করিয়া খোটা দেয় এবং যাহারা মিথ্যা কসম খাইয়া নিজেদের মাল বিক্রয় করে। (মুসলিম)

٣٧-عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ ضَرَبَ مَلْوَكَهُ ثُلْمًا أَفِيدَ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه الطبراني ورجاله

نقاط، مجمع الروايات / ٤٣٦

৩৪৯. হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে মনিব নিজের গোলামকে অন্যায়ভাবে মারপিট করিবে, কেয়ামতের দিন তাহার নিকট হইতে বদলা লওয়া হইবে। (তাবারানী, ঘা�জিয়ায়ে ঘাওয়ায়েদ)

ফায়দা : কর্মচারীদেরকে মারপিট করাও এই ধর্মকির মধ্যে দাখেল রহিয়াছে। (মাআরেফুল হাদীস)

মুসলমানদের পারম্পরিক মতবিরোধকে দূর করা

কুরআনের আয়াত

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—এবং তোমরা সকলে মিলিয়া আল্লাহ তায়ালার রশি (বীনকে) মজবুতভাবে ধরিয়া রাখ ও পরম্পর মতবিরোধ করিও।
<https://youtube.com/alamin5g>

হাদীস শরীফ

٣٥٠-عَنْ أَبِي الدُّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَخْيَرَكُمْ بِالْفَضْلِ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصُّلُوةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا: يَلْيَى، قَالَ: صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْعَالِقَةُ.
رواه الترمذى وقال: هذا حديث صحيح، باب فى فضل صلاح ذات البين،

رقم: ٤٠٩

٣٥٠. হযরত আবু দারদা (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি কি তোমাদিগকে নামায রোয়া ও সদকা-খয়রাত হইতে উভয় মর্তবার জিনিস বলিয়া দিব না? সাহাবায়ে কেরাম (রায়িৎ) আরজ করিলেন, অবশ্যই এরশাদ করুন। তিনি এরশাদ করিলেন, পরম্পর একতা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কেননা পরম্পর মতানৈক্য (বিনকে) মুণ্ডাইয়া দেয়। অর্থাৎ যেমন ক্ষুর দ্বারা মাথার চুল একেবারে পরিষ্কার হইয়া যায়; তদ্রপ পরম্পর লড়াই বাগড়ার দ্বারা দ্বীন খতম হইয়া যায়। (তিরমিয়ী)

٣٥١-عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَمْ يَكُدِّبْ مَنْ تَمَىَ بَيْنَ الْتَّيْنِ لِيُضْلِّيَ.

صلاح ذات البين، رقم: ٤٩٤

٣٥١. হযরত হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান আপন মা (রায়িৎ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সম্ভি করাইবার জন্য এক পক্ষ হইতে অপর পক্ষকে বানোয়াট কথা পৌছায় সে মিথ্যা বলে নাই অর্থাৎ তাহার মিথ্যা বলার গুনাহ হইবে না। (আবু দাউদ)

٣٥٢-عَنْ أَبْنِ عَمْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: وَالَّذِي نَفَسَى بِيَدِهِ مَا قَوَادُ اثْنَانٍ فَيُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِذَنْبٍ يُحِدُّهُ أَحَدُهُمَا.

(وهو طرف من الحديث) رواه أحمد وابن ماجه حسن، مجمع الزوادى/٨٣٦

٣٥٢. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঐ মহান

for more books <https://youtube.com/alamin5g>

মন্ত্রার কসম যাহার হাতে জ্ঞান, পরম্পরা একে অপরকে
মহবতকারী দুই মুসলমানের মধ্যে বিছেদ সৃষ্টির কারণ ইহা ছাড়া আর
কিছু হয় না যে, তাহাদের মধ্য হইতে কেউ কোন গুনাহ করিয়া বসে।

(মুসনাদে আহমাদ, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

৩৫৩- عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
**لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ لَيَالٍ، بِلْ تَقْيَانٌ فَيُغَرِّضُ
هَذَا وَيُغَرِّضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَتَدَأَّ بِالسَّلَامِ.** رواه مسلم، باب

نحريم المهر فوق ثلاثة أيام رقم: ١٥٣٢

৩৫৩. হ্যরত আবু আইযুব আনসারী (বাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুসলমানের জন্য জায়ে নয় যে, আপন মুসলমান ভাইকে তিন রাত্রের বেশী (সম্পর্ক ছিম করিয়া) ছাড়িয়া রাখে ; এইভাবে যে, উভয়ের যখন সাক্ষাৎ হয় তখন একজন এইদিকে মুখ ফিরাইয় লয় আর অপরজন ঐদিকে মুখ ফিরাইয় লয়। এই দুইজনের মধ্যে উভয় হইল সে, যে (মিলমিশ করিবার জন্য) প্রথমে সালাম করে। (মুসলিম)

**৩৫৪- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا يَحِلُّ
لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ
دَخَلَ النَّارَ.** رواه أبو داؤد، باب في حجرة الرجل أخاه، رقم: ٤٩١٤

৩৫৪. হ্যরত আবু হোরায়রা (বাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন মুসলমানের জন্য জায়ে নয় যে, আপন মুসলমান ভাইয়ের সঙ্গে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিম করিয়া রাখে। যে ব্যক্তি তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিম করিয়া রাখিল এবং এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিল সে জাহানামে যাইবে।

(আবু দাউদ)

**৩৫৫- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ
أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَإِنْ مَرَثَ بِهِ ثَلَاثَ فَلَيْلَقَهُ فَلَيْسِلَمُ
عَلَيْهِ، فَإِنْ رَدَ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَدِ اشْتَرَكَ فِي الْأَجْرِ، وَإِنْ لَمْ يَرْدُ
عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالِّإِثْمِ. زَادَ أَخْمَدُ: وَخَرَجَ الْمُسْلِمُ مِنَ الْمِهْجَرَةِ.** رواه

أبوداؤد، باب في حجرة الرجل أخاه، رقم: ٤٩١٢

for more books <https://www.youtube.com/alaminbg>

৩৫৫- হ্যরত আবু হোরায়া (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত/আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুমেনের জন্য জায়ে নয় যে, আপন মুসলমান ভাইকে (সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া) তিন দিনের বেশী ছাড়িয়া রাখে। অতএব, যদি তিন দিন অতিবাহিত হইয়া যায় তবে আপন ভাইয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সালাম করিয়া লওয়া চাই। যদি সে সালামের জওয়াব দিয়া দিল তবে সওয়াবের মধ্যে উভয়ই শরীক হইয়া গেল। আর যদি সে সালামের জওয়াব না দিল, তরে সে গুনাহগর হইল। আর সালামকারী সম্পর্কচ্ছিন্নতা(র গুনাহ) হইতে বাহির হইয়া গেল।
 (আবু দাউদ)

٣٥٦- عن عائشة رضي الله عنها أنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: لَا يَكُونُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرْ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثَةِ، فَإِذَا لَقِيَهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ كُلُّ ذَلِكَ لَا يَرْدُ عَلَيْهِ، فَقَدْ بَاءَ بِإِثْمِهِ. رواه أبو داود، باب في مجرة

الرجل أسامي، رقم: ٤٩١٣

৩৫৬. হ্যরত আয়েশা (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন মুসলমানের জন্য জায়ে নাই যে, আপন মুসলমান ভাইয়ের সঙ্গে (সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া) তাহাকে তিনদিনের বেশী ছাড়িয়া রাখিবে। অতএব, যখন তাহার সহিত সাক্ষাৎ হয় তখন তিনবার তাহাকে সালাম করিবে। যদি সে একবারও সালামের জওয়াব না দেয় তবে সালামকারীর (তিনদিন সম্পর্ক ছিন্ন করার) গুনাহও সালামের জওয়াব না দেনেওয়ালার জিম্মায় হইয়া গেল। (আবু দাউদ)

٣٥٧- عن هشام بن عاصي رضي الله عنه قال: سمعتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُصَارِمَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثَةِ، وَإِنَّهُمَا تَأْكِبَانَ عَنِ الْحَقِّ مَا كَانَا عَلَى صِرَاطِهِمَا، وَإِنَّ أُولَئِمَا فِيهَا يَكُونُ مَسْبَبَهُ بِالْفَقْرِ وَكُفَّارَةَ لَهُ، وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبِلْ سَلَامَهُ رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، وَرَدَّ عَلَى الْآخِرِ الشَّيْطَانَ، وَإِنْ مَا تَعْلَمَ عَلَى صِرَاطِهِمَا لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ وَلَمْ يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده

صحيح على شرط الشيوخين ٤٨٠/١٢

৩৫৭. হ্যরত হিসাম ইবনে আমের (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, আমি

একরামে মসলিম

for more videos <https://youtube.com/annaaba>

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, কোন মুসলমানের জন্য জায়ে নাই যে, আপন মুসলমান ভাইয়ের সঙ্গে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন রাখিবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা এই বিচ্ছিন্ন অবস্থার উপর কাহোম থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহারা হক ও সত্য হইতে দূরে সরিয়া থাকিবে। এই দুইজনের মধ্য হইতে যে (সন্তি করিবার জন্য) প্রথম অগ্রসর হইবে তাহার এই অগ্রসর হওয়া তাহার বিচ্ছিন্নতার গুনাহের জন্য কাফ্ফারা হইয়া যাইবে। অতঃপর যদি এই অগ্রগামী ব্যক্তি সালাম করে ও দ্বিতীয় ব্যক্তি সালাম কবুল না করে অর্থাৎ জওয়াব না দেয় তবে সালামকারীকে ফেরেশতাগণ জওয়াব দিবে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে শয়তান জওয়াব দিবে। যদি সেই (পূর্ব) বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দুইজন মারা যায় তবে না জানাতে দাখেল হইবে, না জানাতে একত্র হইবে। (ইবনে হিবান)

٣٥٨-عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عَبْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ فَوَقَ ثَلَاثَ فَهُوَ فِي النَّارِ إِلَّا أَنْ يَتَدَارَكَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ.

رواه الطبراني ورحمه رحال الصحيح، مجمع الروايات ١٣١/٨

৩৫৮. হ্যরত ফাযালা ইবনে উবায়েদ (রায়িহ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আপন মুসলমান ভাইয়ের সঙ্গে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন রাখিবে, (যদি এই অবস্থায় মারা গেল) তবে সে জাহানামে যাইবে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা আপন রহমতে যদি তাহার সাহায্য করেন (তবে দোষখ হইতে বাঁচিয়া যাইবে)। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٣٥٩-عَنْ أَبِي حِرَاشِ السُّلْمَىِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ مَسْأَةً، فَهُوَ كَسَفَكَ دَمِهِ. رواه أبو داود، باب في

حجرة الرجل أحاديث رقم: ٤٩١٥

৩৫৯. হ্যরত আবু খিরাশ সুলামী (রায়িহ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন, যে ব্যক্তি (অসন্তুষ্টির কারণে) আপন মুসলমান ভাইয়ের সঙ্গে এক বৎসর পর্যন্ত মিলামিশা ছাড়িয়া রাখিল সে যেন তাহাকে খুন করিল। অর্থাৎ পুরা বৎসর সম্পর্ক ছিন রাখার গুনাহ এবং অন্যায়ভাবে হত্যা করার গুনাহ কাছাকাছি। (আবু দাউদ)

for more books <https://youtube.com/alamin5g>

٣٦٠-عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سِمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيْسَ أَنْ يَقْعُدَهُ الْمُصْلُونُ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنْ فِي التَّعْرِيشِ بَيْتُهُمْ. رواه مسلم، باب تحريش الشيطان .،،،، رقم: ٧١٠٣

৩৬০. হযরত জাবের (রায়ঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, শয়তান এই বিষয় হইতে তো নিরাশ হইয়া গিয়াছে যে, আরব দ্বীপে মুসলমানগণ তাহার পূজা করিবে অর্থাৎ কুফর ও শিরকে লিপ্ত হইবে। কিন্তু তাহাদের মাঝে ফেতনা ও ফাসাদ ছড়ানো এবং তাহাদিগকে পরম্পর উসকানি দানের ব্যাপারে নিরাশ হয় নাই। (মুসলিম)

٣٦١-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُغَرَّضُ الْأَغْمَالَ فِي كُلِّ يَوْمٍ حَمِينَسْ وَإِثْنَيْنِ، لِيغْفِرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لِكُلِّ امْرِئٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئاً إِلَّا امْرِئاً كَانَتْ بَيْتَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءَ، فَيَقُولُ: ارْكُوا هَذِينَ حَتَّى يَضْطَلُّوكُمْ، ارْكُوا هَذِينَ حَتَّى يَضْطَلُّوكُمْ. رواه مسلم، باب النبي عن الشحناه، رقم: ٦٥٤٦

৩৬১. হযরত আবু হুরায়রা (রায়ঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবারে আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে বান্দাদের আমল পেশ করা হয়। আল্লাহ তায়ালা ঐ দিন প্রত্যেক ঐ ব্যক্তিকে যে আল্লাহ তায়ালার সহিত কাহাকেও শরীক না করে মাফ করিয়া দেন। অবশ্য ঐ ব্যক্তি এই মাফ হইতে বঞ্চিত থাকে যাহার কোন (মুসলমান) ভাইয়ের সহিত শক্রতা থাকে। (আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে ফেরেশতাদেরকে) বলা হইবে, এই দুইজনকে বাদ রাখিয়া দাও যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা পরম্পর সন্ধি ও নিষ্পত্তি না করিয়া লয়, এই দুইজনকে বাদ রাখিয়া দাও যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা পরম্পর সন্ধি ও নিষ্পত্তি না করিয়া লয়। (মুসলিম)

٣٦٢-عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَطْلَعُ اللَّهُ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ لَيْلَةَ الْيَضْفِيِّ مِنْ شَعْبَانَ فَيغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاجِّنٍ. رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورحلهما ثقات.

৩৬২. হযরত মুঘায় ইবনে জাবাল (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ১৫ই শাবানের রাত্রে আল্লাহ তায়ালা সমস্ত মখলুকের দিকে মনোযোগ দেন এবং সমস্ত মখলুকের মাগফেরাত করেন কিন্তু দুই ব্যক্তির মাগফেরাত হয় না, এক—শির্ককারী, দুই—ঝি ব্যক্তি যে কাহারও সহিত হিংসা রাখে।

(তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ).

٣٦٣-عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَعْرَضُ
الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْعِصْمَيْنِ، فَمَنْ مُسْتَغْفِرَ لَهُ، وَمَنْ
تَابَ فِي تَابُّ عَلَيْهِ، وَمَرِدَ أَهْلُ الضَّفَائِنِ بِضَغَائِبِهِمْ حَتَّى يُتُوبُوا. رواه
الطبراني في الأوسط ورواه ثقات، الترغيب/٤٠٨

৩৬৩. হযরত জাবের (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সোম ও বহুম্পতিবার দিন (আল্লাহ তায়ালা দরবারে বান্দাদের) আমল পেশ করা হয়। ক্ষমাপ্রার্থীদেরকে ক্ষমা করা হয়, তৌবাকারীদের তৌবা কবুল করা হয় (কিন্তু) হিংসুকদেরকে তাহাদের হিংসার কারণে বাদ দিয়া রাখা হয়। অর্থাৎ তাহাদের এস্তেগফার কবুল হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা এই হিংসা হইতে তৌবা না করিয়া লয়। (তাবারানী, তারগীব)

٣٦٤-عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُزْمِنُ
لِلْمُزْمِنِ كَالْبَيْانِ يَشْدُدْ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَكْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. رواه

البحارى، باب نصر المظلوم، رقم: ٢٤٤٦

৩৬৪. হযরত আবু মুসা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এক মুসলমানের অন্য মুসলমানের সহিত সম্পর্ক একটি ইমারতের মত, যাহার এক অংশ অন্য অংশকে মজবুত করে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাতের আঙুলসমূহ অপর হাতের আঙুলসমূহের মধ্যে ঢুকাইলেন (এবং ইহা দ্বারা এই কথা বুঝাইলেন যে, মুসলমানদের এইভাবে পরম্পর একজন অপরজনের সহিত জুড়িয়া থাকা চাই) এবং একজন অপরজনের জন্য শক্তির ওসিলা হওয়া চাই। (বোখারী)

٣٦٥- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : ليس منْ خَبِيبِ امْرَأَةٍ عَلَى زَوْجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ . رواه أبو داود، باب

فِيمَنْ حُبِّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا، رقم: ٢١٧٥

৩৬৫. হযরত আবু ছরায়রা (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন নারীকে তাহার স্বামীর বিরুদ্ধে অথবা গোলামকে তাহার মনিবের বিরুদ্ধে উস্কানী দেয় সে আমাদের মধ্য হইতে নয়। (আবু দাউদ)

٣٦٦- عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي : دَبَّ إِلَيْكُمْ ذَاءَ الْأَمْمَ قَبْلَكُمْ: الْحَسْدُ وَالْبَخْصَاءُ هُمُ الْعَالِقُونَ لَا أَفُزُّ تَعْلِيقَ الشَّفَرِ وَلَكُنْ تَحْلِيقَ الدِّينِ . (الحديث) رواه الترمذى، باب فضل صلاح

ذات الين، رقم: ٢٥١٠

৩৬৬. হযরত যুবাহির ইবনে আউয়াম (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উস্মতদের রোগ তোমাদের মধ্যে চুকিয়া গিয়াছে। এই রোগ হইল হিংসা-বিদেশ, যাহা মুণ্ডাইয়া দেয়। আমি ইহা বলি না যে, মাথা মুণ্ডাইয়া দেয় বরং ইহা দ্বীনকে মুণ্ডাইয়া সাফ করিয়া দেয়। (অর্থাৎ এই রোগের কারণে মানুষের সচরিত্ব বরবাদ হইয়া যায়।) (তিরিখিয়ী)

٣٦٧- عن عطاء بن عبد الله الخراشاني رحمة الله قال: قال رسول الله : اللَّهُ يَعْلَمُ تَصَافَحُوا يَذْهَبُ الْغُلُّ، تَهَادُوا تَعَابُوا وَتَذَهَّبُ الشَّخْنَاءُ . رواه الإمام مالك في الموطأ، ما جاء في المهاجرة ص ٧٠٦

৩৬৭. হযরত আতা ইবনে আবদুল্লাহ খোরাসানী (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা পরস্পর মুসাফাহা কর, (ইহা দ্বারা) হিংসা ব্যতুম হইয়া যায়। পরস্পর একে অপরকে হাদিয়া দাও, ইহা দ্বারা পরস্পর মহবত পয়দা হয় ও দুশ্মানী দূর হয়। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

মুসলমানদের আর্থিক সহায়তা

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿مَثْلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمْفُلٌ حَبَّةٌ أَتَبَثَ سَبْعَ سَبَابِلَ فِي كُلِّ سُبْلَةٍ مَا نَهَا حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِّفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ﴾ [البقرة: ٢٦١]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—যে সমস্ত লোক নিজেদের মাল আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় খরচ করে, তাহাদের (মালের) উদাহরণ হইল ঐ দানার মত, যাহা হইতে সাতটি শীষ উৎপন্ন হয়, আর প্রত্যেকটি শীষে একশতটি করিয়া দানা রহিয়াছে। আর আল্লাহ তায়ালা যাহাকে চাহেন (তাহার মাল) বাঢ়াইয়া দেন। আল্লাহ তায়ালা মহান দাতা, মহাজ্ঞনী। (বাকারা)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّئِلِ وَالنَّهَارِ سِرًا وَعَلَانِيةً فَلَهُمْ أَجْرٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ﴾ [البقرة: ١٧٤]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—যে সমস্ত লোক নিজেদের মাল আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় খরচ করে ; রাত্রে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশে, তাহাদের জন্যই আপন রবের নিকট সওয়াব রহিয়াছে। আর তাহাদের না কোন ভয় আছে, না তাহারা চিন্তিত হইবে। (বাকারা)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿وَيُطْعَمُونَ الطَّغَامَ عَلَى حُبَّهِ مِسْكِنًا وَيَنْهَا وَأَسِرْأَ☆ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا تُرِيدُنَّ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾ [المر: ٩-٨]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—এবং ঐ সমস্ত লোক খাবারের প্রতি আগ্রহ ও মুখাপেক্ষিতা থাকা সত্ত্বেও মিসকীনকে, এতীমকে এবং কয়েদীকে খানা খাওয়াইয়া দেয়। তাহারা বলে, আমরা তো তোমাদেরকে শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে খানা খাওয়াইতেছি ; আমরা তোমাদের নিকট হট্টে কোন বিনিময় ও শুকবিয়া চাই না। (দেহর)

وَقَالَ تَعَالَى : هُلْنَ تَأْلُوا الْبَرَّ حَتَّى تَفِقُّرُوا مِمَّا تُحِبُّونَ } (الْعِزَّةِ ١٩)

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—তোমরা কখনও নেকীর মধ্যে পূর্ণতা হাসিল করিতে পারিবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা নিজেদের প্রিয় জিনিস হইতে কিছু খরচ না করিবে। (আলি ইমরান)

হাদীস শরীফ

٣٦٨-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَطْعَمَ أَخَاهُ خَبِيزًا حَتَّى يُشْبِعَهُ وَسَقَاهُ مَاءً حَتَّى يُزْوِّجَهُ بَعْدَهُ اللَّهُ عَنِ النَّارِ سَبْعَ حَنَادِيقَ، بَعْدَ مَا بَيْنَ خَنْدَقَيْنِ مَسِيرَةً خَمْسِيْمَائَةَ سَمَّةً. رواه الحاكم وقال: هنا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه أحد وافقه النهي ١٢٩/٤

৩৬৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, যে ক্ষেত্রে আপন মুসলমান ভাইকে পেট ভরিয়া থানা খাওয়ায় ও পানি পান করায়, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে জাহান্নাম হইতে সাত খন্দক দূরে সরাইয়া দেন। দুই খন্দকের মাঝখানের দূরত্ব হইল পাঁচশত বৎসরের পথ। (মুস্তাদরাকে হাকেম)

٣٦٩-عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ مُؤْجِبَاتِ الْمَغْفِرَةِ إِطْعَامُ الْمُسْلِمِ السَّهْبَانِ. رواه البيهقي في

شعب الإيمان ١١٧/٣

৩৬৯. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ক্ষুধার্ত মুসলমানকে থানা খাওয়ানো মাগফেরাত ওয়াজেবকারী আমলসমূহের মধ্য হইতে একটি। (বায়হাকী)

٣٧٠-عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّمَا مُسْلِمٌ كَمَا
مُسْلِمٌ مَا قَوْبَابَا عَلَى غَرْبِي، كَمَا هُوَ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّمَا مُسْلِمٌ
أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى حَوْرَعَ، أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثَمَارِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّمَا مُسْلِمٌ

سقى مُسلِّمًا عَلَى ظُلْمٍ، سَفَاهَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الرَّجُلِ الْمُخْتَرِمِ.

رواه أبو داود، باب في فضل سقي الماء، رقم: ١٦٨٢.

৩৭০. হযরত আবু সাউদ খুদ্রী (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে বস্ত্রাহীন অবস্থায় কাপড় পরিধান করায়, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে জান্নাতের সবুজ পোশাক পরিধান করাইবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় খানা খাওয়ায়, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে জান্নাতের ফলসমূহ হইতে খাওয়াইবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে পিপাসার্ত অবস্থায় পানি পান করায়; আল্লাহ তায়ালা তাহাকে এমন খালেস শরাব পান করাইবেন যাহার উপর মোহর লাগানো থাকিবে।

(আবু দাউদ)

٣٧١- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلاً سأله النبي ﷺ:
أئِ الإِسْلَامُ خَيْرٌ؟ فَقَالَ: تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ
عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ. رواه البخاري، باب إطعام الطعام من الإسلام، رقم: ١٢

৩৭১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল, ইসলামে সর্বোচ্চ আমল কোনটি ? এরশাদ করিলেন, খানা খাওয়ানো এবং পরিচিত অপরিচিত সবাইকে সালাম করা। (বোখারী)

٣٧٢- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قاتل رسول الله ﷺ:
أغْبُلُوا الرَّحْمَنَ، وَأطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَافْشُوا السَّلَامَ،
تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ. رواه الترمذى وقال: هنا حديث حسن صحيح، باب ما
 جاء في فضل إطعام الطعام، رقم: ١٨٥٥

৩৭২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা রাহমানের ইবাদত করিতে থাক, খানা খাওয়াতে থাক এবং সালামের প্রসার করিতে থাক, (এই সমস্ত আমলের কারণে) নিরাপদে জান্নাতে দাখেল হইয়া যাইবে। (তিরমিয়ী)

٣٧٣- عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: الحجّ المبرور لئس له جزاء إلا الجنة. قلوا: يا نبى الله ما الحجّ المبرور؟ قال: إطعام الطعام وإفشاء السلام رواه أنس ٢٢٥/٣

৩৭৩. হযরত জাবের (রাযঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হজ্জে মাবরুরের বিনিময় জানাত ছাড়া আর কিছু নয়। সাহাবায়ে কেরাম (রাযঃ) আরজ করিলেন, হে আল্লাহর নবী ! হজ্জে মাবরুর কি ? এরশাদ করিলেন, (যে হজ্জের মধ্যে) খানা খাওয়ানো হয় এবং সালামের প্রসার করা হয়।

(মুসনাদে আহমাদ)

٣٧٤- عن هاني رضي الله عنه ألم وقد على رسول الله ﷺ قال: يارسول الله ألم شئ يوجب الجنة؟ قال: عليك بحسن الكلام وبذل الطعام. رواه الحاكم وقال: هذا حديث مستقيم وليس له علة ولم يخرجاه ورواقه النعبي ٢٢١

৩৭৪. হযরত হানী (রাযঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, যখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন, তখন আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! কোন আমল জানাত ওয়াজির করিয়া দেয় ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তুমি ভাল কথা বলা ও খানা খাওয়ানোকে জরুরী করিয়া লও।

(মুসাদরা কে হাকেম)

٣٧٥- عن المغفور رحمة الله قال: لقيت أبا ذر رضي الله عنه بالربضة وعليه حلة وعلى غلاميه حلة، فسألته عن ذلك فقال: إنني سأبكي رجلاً فغيرته بأمي، فقال لي النبي ﷺ: يا أبا ذر! أغيرته بأمي؟ إنك أفسر فيك جاهلية، إخوانكم حولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوة تحت يده فليطعمه مما يأكل، ولينسبه مما يلبس، ولا تكيلوهم مما يغلبهم، فإن كلفتهم فاعينوهم رواه البخاري، باب العصامي من أمر العاملية، رقم: ٢٠

৩৭৫. মারুর (রহঃ) বর্ণনা করেন, হযরত আবু যর (রাযঃ) এর সহিত ফৌজবাহানামক হাজে আনার সাথে/ হজল tu তিনি ও তাঁহরা গোলাগঞ্চকই

ধরনের পোশাক পারহিত ছিলেন। আমি তাহাকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম (যে, কি ব্যাপার ; আপনি এবং আপনার গোলামের পোশাকে কোন পার্থক্য নাই?)। ইহার উপর তিনি এই ঘটনা বয়ান করিলেন যে, একবার আমি আমার গোলামকে গালিগালাজ করিলাম এবং এই প্রসঙ্গে আমি তাহার মায়ের কথা বলিয়া লজ্জা দিলাম। (এই খবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌছিল।) ইহার উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, হে আবু যর ! তুমি কি তাহাকে মায়ের কথা দিয়া লজ্জা দিয়াছ ? তোমার মধ্যে এখনও জাহেলিয়াতের আচর বাকী রহিয়াছে। তোমাদের অধীনস্থ (লোকেরা) তোমাদের ভাই। আল্লাহ তায়ালা তাহাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ বনাইয়াছেন। অতএব, যাহার অধীনে তাহার ভাই থাকে, তাহাকে উহাই খাওয়াবে যাহা সে নিজে খায় এবং উহাই পরিধান করাইবে যাহা সে নিজে পরিধান করে। অধীনস্থদের দ্বারা এমন কাজ লইবে না যাহা তাহাদের উপর বোঝা হইয়া যায়, আর যদি এইরূপ কাজ লও তবে তাহাদের সাহায্য কর। (বোখারী)

٣٧٦-عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَا مُسْلِمٌ رَسُولُ اللَّهِ شَيْءًا قَطُّ فَقَالَ: لَا. رواه مسلم، باب في سخاليه، رقم: ٦٠١٨

৩৭৬. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রায়ঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এইরূপ কখনও হয় নাই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কোন জিনিস চাওয়া হইয়াছে আর তিনি উহা অঙ্গীকার করিয়া দিয়াছেন। (মুসলিম)

ফায়দা : অর্থ এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন অবস্থাতেই সওয়ালকারী ব্যক্তির সামনে নিজ জবানে অঙ্গীকার করার শব্দ আনিতেন না। যদি তাঁহার নিকট কিছু থাকিত, তবে তৎক্ষণাত দান করিতেন, আর যদি দেওয়ার জন্য কিছু না থাকিত, তবে ওয়াদা করিতেন অথবা চুপ থাকিতেন অথবা মুনাসিব বাক্যের মাধ্যমে ওজর করিতেন অথবা দোয়া সম্বলিত বাক্য এরশাদ করিতেন। (মাজাহেরে হক)

٣٧٧-عَنْ أَبِي مُؤْسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: أَطْعِمُوكُمُ الْجَانِعَ، وَغَزِّوْدُوا الْمَرِيضَ، وَفَكُورُوا الْعَانِيَ. رواه البخاري، باب

قول الله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم .. رقم: ٥٣٧٣

fওয়াজ হযরত আবু মুসা আশআরী (রায়ঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী প

করীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ক্ষুধাতকে খানা খাওয়াও, অসুস্থকে দেখিতে যাও এবং অন্যায়ভাবে যাহাকে কয়েদ করা হইয়াছে তাহাকে মুক্ত করার চেষ্টা কর। (বোখারী)

٣٧٨-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتَ فَلَمْ تَعْذَنِي، قَالَ: يَا رَبِّ إِنِّي كَيْفَ أَغْوِدُكَ؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَنِّي فَلَمَّا مَرِضْتَ فَلَمْ تَعْذَنِي، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ جَذَنْتَ لَوْجَذْتَنِي عَنِّي؟ يَا ابْنَ آدَمَ أَسْتَطَعْمُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي، قَالَ: يَا رَبِّ إِنِّي كَيْفَ أَطْعِمُكَ؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ أَسْتَطَعْمُكَ عَنِّي فَلَمَّا أَطْعَمْتَنِي لَوْجَذَنِي لَوْجَذْتَ ذَلِكَ عَنِّي؟ يَا ابْنَ آدَمَ أَسْتَسْقِيْكَ فَلَمْ تَسْقِنِي، قَالَ: يَا رَبِّ إِنِّي كَيْفَ أَسْقِيْكَ؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، قَالَ: أَسْتَسْقِيْكَ عَنِّي فَلَمْ تَسْقِيْهُ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَسْقَيْتَهُ وَجَدَتْ ذَلِكَ عَنِّي؟ رواه مسلم، باب فصل

عيادة المريض، رقم: ٦٥٥٦

৩৭৮. হ্যৱত আবু হুরায়রা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন বলিবেন, হে আদমের সন্তান! আমি অসুস্থ হইয়াছি; তুমি আমাকে দেখিতে যাও নাই? বান্দা আরজ করিবে, হে আমার রব! আমি কিভাবে আপনাকে দেখিতে যাইতাম; আপনি রাব্বুল আলামীন (অসুস্থতার দোষ-ক্রটি হইতে পবিত্র?) আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, তোমার কি জানা ছিল না যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল, তুমি তাহাকে দেখিতে যাও নাই। তোমার কি জানা ছিল না যে, তুমি যদি তাহাকে দেখিতে যাইতে, তবে আমাকে তাহার নিকট পাইতে? হে আদমের সন্তান! আমি তোমার নিকট খানা চাহিয়াছি; তুমি আমাকে খানা খাওয়াও নাই? বান্দা আরজ করিবে, হে আমার রব! আমি আপনাকে কিভাবে খানা খাওয়াইতাম, আপনি তো রাব্বুল আলামীন? আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, তোমার কি জানা ছিল না যে, আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট খানা চাহিয়াছিল, তুমি তাহাকে খানা খাওয়াও নাই।

উহার সওয়াব আমার নিকট পাইতে ? হে আদমের সন্তান ! আমি তোমার নিকট পানি চাহিয়াছিলাম, তুমি আমাকে পানি পান করাও নাই। বান্দা আরজ করিবে, হে আমার রব ! আমি আপনাকে কিভাবে পানি পান করাইতাম ; আপনি তো রাবুল আলামীন ? আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট পানি চাহিয়াছিল, তুমি তাহাকে পান করাও নাই। যদি তুমি তাহাকে পানি পান করাইতে, তবে তুমি উহার সওয়াব আমার নিকট পাইতে। (মুসলিম)

٣٧٩-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا صَنَعَ لِأَحَدٍ كُمْ خَادِمَةً طَعَامَةً ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ، وَقَدْ وَلَى حَرَّةً وَدُخَانَةً، فَلْيَفْعَدْهُ مَعَهُ، فَلْيَاكُنْ، فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُرُهَا قَلِيلًا، فَلْيَبْطِئْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أَكْلَهُ أَوْ أَكْلَتْهُنِّ. رواه مسلم، باب إطعام المسلوك مما باكل

رقم: ٤٣١٧

৩৭৯. হযরত আবু হুরায়রা (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন তোমাদের মধ্য হইতে কাহারও খাদেম রান্নার গরম ও ধোঁয়ার কষ্ট সহ্য করিয়া তাহার জন্য খানা তৈয়ার করে, অতঃপর সে তাহার নিকট লইয়া আসে, তখন মনিবের উচিত, সে যেন এই খাদেমকেও খানার মধ্যে নিজের সহিত বসায় এবং সেও খায়। যদি সেই খানা কর হয় (যাহা দুইজনের জন্য যথেষ্ট হয় না), তবে মনিবের উচিত, যেন খানা হইতে এক দুই লোকমা হইলেও এই খাদেমকে দিয়া দেয়। (মুসলিম)

٣٨٠-عَنْ أَبْنَى عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ كَسَّا مُسْلِمًا ثُوْبًا إِلَّا كَانَ فِي حِفْظِ اللَّهِ مَا دَأَمَ مِنْهُ عَلَيْهِ خِرْفَةً. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء في ثواب من كسا مسلما، رقم: ٢٤٨٤

৩৮০. হযরত ইবনে আববাস (রায়িৎ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে কোন কাপড় দান করে যতদিন তাহার গায়ে এই কাপড়ের একটি টুকরা পর্যন্ত বাকী থাকে ততদিন সে আল্লাহ তায়ালার হেফজিতে থাকে (তিমিয়া) <https://youtube.com/alamin5g>

٣٨١-عَنْ حَارِثَةَ بْنِ الْغَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنِ اتَّوَلَّ إِلَيْهِ الْمِسْكِينَ تَقْرَبَ مِنْهُ السُّوءِ. رواه الطبراني في الكبير والبيهقي في شعب الإيمان والضياء وهو حديث صحيح، العجامع الصغير ٦٥٧/٢

৩৮১. হযরত হারেছা ইবনে নোমান (রায়ি) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মিসকীনকে নিজ হাতে দেওয়া খারাপ মতু হইতে রক্ষা করে।

(তাবারানী, বায়হাকী, জামে সগীর)

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْحَازِنَ الْمُسْلِمَ الْأَمِينَ الَّذِي يَنْقُضُ وَرِبَّمَا قَالَ يُعْطِنِي - مَا أُمِرَ بِهِ, فَيُغْطِيهِ كَامِلًا مُؤْفِرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسَهُ, فَيَذْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ, أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ. رواه مسلم، باب أحر الحازن الأمين رقم: ٢٣٦٢

৩৮৪. হযরত আবু মুসা (রায়ি) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঐ মুসলমান আমানতদার খাজাঞ্চী যে মালিকের হৃকুম অনুযায়ী খুশী মনে যতটুকু মাল যাহাকে দিতে বলা হইয়াছে ততটুকু তাহাকে পুরাপুরিভাবে দিয়া দিবে, সেও মালিকের মত সদকাকারীর সওয়াব পাইবে। (মুসলিম)

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَكَلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ, وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ, وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ, وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ, وَلَا يَرْزُقُهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ. رواه مسلم، باب فصل الغرس والزرع، رقم: ٢٩٦٨

৩৮৫. হযরত জাবের (রায়ি) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে মুসলমান গাছ লাগায়, অতঃপর উহা হইতে যতটুকু অংশ খাওয়া হয় উহা যে বৃক্ষ রোপণ করে আহার জন্য সদকা হইয়া থাকে / আর যাহা উহা হইতে চুরি হইয়া থায়

উহাও সদকা হইয়া যায়। অর্থাৎ ইহাতেও মালিকের সদকার সওয়াব হয়। আর যতটুকু অংশ হিংস্র জন্ম খাইয়া লয় উহাও তাহার জন্য সদকা হইয়া যায়। আর যতটুকু অংশ উহা হইতে পাখী খাইয়া লয়, উহাও তাহার জন্য সদকা হইয়া যায়। (মোটকথা এই যে,) যে কেহ ঐ গাছ হইতে সামান্য কিছুও ফল ইত্যাদি লহিয়া কমাইয়া দেয় উহা ঐ বৃক্ষ রোপণকারীর জন্য সদকা হইয়া যায়। (মুসলিম)

-عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: مَنْ أَخْنَى أَرْضًا
مَيْتَةً، فَلَهُ فِيهَا أَخْرَى. (الحديث) رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده على شرط

مسلم ১১৫/১১

৩৮৬. হযরত জাবের (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি অনাবাদ জমিনকে চাষের উপযুক্ত করে; ইহাতেও তাহার সওয়াব হইবে। (ইবনে হিব্রান)

-عَنِ الْفَاسِمِ رَحْمَةَ اللَّهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا
مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَغْرِسُ غَرْسًا بِدِمْشَقَ، فَقَالَ لَهُ: أَنْفَعْ هَذَا وَأَنْتَ
صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ، فَقَالَ: لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ، سَمِعْتُ رَسُولَ
اللهِ يَقُولُ: مَنْ غَرَسَ غَرْسًا لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ آدَمِيًّا وَلَا خَلَقَ مِنْ
خَلْقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً. رواه أحمد/ ৪: ৪

৩৮৭. হযরত কাসেম (রহমত) বলেন যে, দামেশকে হযরত আবু দারদা (রায়িৎ) এর নিকট দিয়া এক ব্যক্তি যাইতেছিল। তখন হযরত আবু দারদা (রায়িৎ) কোন চারা লাগাইতেছিলেন। এই ব্যক্তি হযরত আবু দারদা (রায়িৎ)কে বলিল, আপনিও কি এই (দুনিয়াবী) কাজ করিতেছেন, অথচ আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের সাহাবী? হযরত আবু দারদা (রায়িৎ) বলিলেন, আমাকে তিরস্কার করার ব্যাপারে জলদি করিও না, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি চারা লাগায় অতঃপর উহা হইতে কোন মানুষ অথবা আল্লাহ তায়ালার মখলুকের মধ্য হইতে কোন মখলুক খায়, তবে উহা তাহার (অর্থাৎ গাছ রোপণকারীর) জন্য সদকা হয়।

(মুসনাদে আহমাদ)

-عَنْ أُبَيِّ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ يَغْرِسُ غُرْسًا إِلَّا كَبَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ مِنَ الْأَخْرِ فَتَرَ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرِ ذَلِكَ الْغُرْسِ. رواه أحمد ٤١٥.

৩৮৮. হযরত আবু আইযুব আনসারী (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি গাছ লাগায় অতঃপর সেই গাছে যত ফল ধরে, তায়ালা উৎপাদিত ফল পরিমাণ সওয়াব তাহার জন্য লিখিয়া দেন। (মুসনাদে আহমদ)

-عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبِلُ الْهَدِيَّةَ وَيُشَبِّهُ عَلَيْهَا. رواه البخاري، باب المكافأة في الهبة، رقم: ٢٥٨٥

৩৮৯. হযরত আয়েশা (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিয়া কুবল করিতেন এবং উহার বিনিময়ে (ঐ সময়ই অথবা পরে) নিজেও দিতেন। (বোখারী)

-عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَعْطَى عَطَاءً فَوْجَدَ فَلِيَخْرِجْ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَثْبِتْ بِهِ، فَمَنْ أَنْفَى بِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ. رواه أبو داؤد، باب في شكر

المعروف، رقم: ٤٨١٣

৩৮৮. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তিকে হাদিয়া দেওয়া হয় যদি তাহার নিকটও দেওয়ার জন্য কিছু থাকে তবে বিনিময়ে ইহা হাদিয়াদাতাকে দিয়া দেওয়া চাই। আর যদি কিছু না থাকে তবে শুকরিয়া হিসাবে হাদিয়াদাতার প্রশংসা করা চাই। কেননা, যে প্রশংসা করিল সে শুকরিয়া আদায় করিয়া দিল। আর যে (প্রশংসা করিল না বরং অনুগ্রহের বিষয়কে) গোপন করিল, সে না-শোকরী করিল।

(আবু দাউদ)

-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالإِيمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبْدًا. (وهو جزء من الحديث) رواه
السائل، باب فضل من عمل في سبل الله رقم: ۲۱۱۲

৩৯০. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বান্দার দিলের মধ্যে কৃপণতা ও দীমান কখনও একত্র হইতে পারে না। (নাসায়ী)

-عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يَذْخُلُ
الْجَنَّةَ حَبْ وَلَا بَحْيلٌ وَلَا مَنَأٌ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن
غريب، باب ما جاء في البخل، رقم: ۱۹۶۳

৩৯১. হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ধোকাবাজ, কৃপণ ও যে ব্যক্তি দান করিয়া খোটা দেয় জান্মাতে দাখেল হইবে না।

(তিরমিয়ী)

এখলাসে নিয়ত অর্থাৎ নিয়ত সহীহ করা

আল্লাহ তায়ালার হকুমসমূহ একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য পূরা করা।

কুরআনের আয়াত

**قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿بِلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُخْبِسٌ لَّهُ أَجْرَهُ
عِنْدَ رَبِّهِ مِرْأَةٌ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزُنُونَ﴾ (البرة: ١١٢)**

এক জায়গায় এরশাদ আছে,—হাঁ, যে ব্যক্তি আপন চেহারা আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে ঝুকাইয়া দিয়াছে এবং সে মুখলেসও বটে, এমন ব্যক্তি তাহার বিনিময় আপন রবের নিকট লাভ করে। এমন লোকদের না কোন ভয় হইবে আর না তাহারা চিন্তিত হইবে। (বাকারা)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿وَمَا تَنْفِقُنَّ إِلَّا بِفَيَاءٍ وَجْهَ اللَّهِ﴾ (البرة: ١٢٧)

এক জায়গায় এরশাদ আছে,—এবং আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্যই খরচ কর। (বাকারা)

**وَقَالَ تَعَالَى : ﴿وَمَنْ يُرِدُ فَوَابَ الدُّنْيَا تُرْبَقَهُ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدُ فَوَابَ
الآخِرَةَ تُرْبَقَهُ مِنْهَا وَسَنَجِزُ الشَّكِيرِينَ﴾ (آل عمران: ١٤٥)**

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—যে ব্যক্তি দুনিয়াতে নিজ আমলের বদলা চাহিবে তাহাকে দুনিয়াতেই দিয়া দিব (আর আখেরাতে তাহার জন্য কোন অংশ ধাকিবে না!)। আর যে ব্যক্তি আখেরাতের বদলা চাহিবে আমি

তাহাকে আখেরাতের সওয়াব দান করিব (এবং দুনিয়াতেও দিব)। আমি
অতি শীঘ্র শোকরগুজারদেরকে বদলা দিব। অর্থাৎ এ সব লোককে অতি
শীঘ্র বদলা দিব যাহারা আখেরাতের সওয়াবের নিয়তে আমল করে।

(আলি ইমরান)

**وَقَالَ تَعَالَى: هُوَمَا أَسْنَلْتُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرٍ إِلَّا عَلَى رَبِّ
الْعَلَمِينَ ﴿الشِّرْعَة: ١٤٥﴾**

হযরত সালেহ (আঃ) নিজ কওমকে বলিয়াছেন,—আমি তোমাদের
নিকট এই তবলীগের জন্য কোন বদলা চাই না। আমার বদলা তো রাব্বুল
আলামীনেরই জিম্মায়। (শু'আরা)

**وَقَالَ تَعَالَى: هُوَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ زَكْوَةِ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأَوْلَئِكَ هُمُ
الْمُضْعِفُونَ ﴿الرَّوْم: ٣٧﴾**

এক জায়গায় এরশাদ আছে,—আর যে সদকা শুধুমাত্র আল্লাহ
তায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দিয়া থাক ; যাহারা এইরূপ করে তাহারা
নিজেদের সম্পদ ও সওয়াব বৃক্ষিকারী। (কুম)

وَقَالَ تَعَالَى: هُوَذُغُورَةٌ مُخْلِصِينَ لِهِ الدِّينَ ﴿الْأَعْرَاف: ٢٩﴾

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—এবং একমাত্র তাহারই এবাদত কর এবং
তাহাকেই ডাক। (আ'রাফ)

**وَقَالَ تَعَالَى: هُنَّ يَنَالُ اللَّهَ لَحْزَمَهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلِكِنْ يَنَالُ
الْتَّفْوِي مِنْكُمْ ﴿الْحِجَّة: ٣٧﴾**

এক জায়গায় এরশাদ আছে,—আল্লাহ তায়ালার নিকট না ঐসব
কুরবানীর গোশত পৌছে আর না ঐগুলির রক্ত। বরং তাঁহার নিকট তো
তোমাদের পরহেজগারী পৌছে। অর্থাৎ তাঁহার ঐখানে তো তোমাদের
মনের জ্যবা দেখা হয়। (হজ্জ)

হাদীস শরীফ

1- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: إن الله لا
يُنظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم:

১. হযরত আবু হুরায়রা (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের বাহ্যিক আকার-আকৃতি এবং তোমাদের ধনসম্পদ দেখেন না ; বরং তোমাদের দিল ও তোমাদের আমল দেখেন। (মুসলিম)

ফায়দা ৪ অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার নিকট সন্তুষ্টির ফয়সালা তোমাদের বাহ্যিক ছুরত ও তোমাদের মালসম্পদের ভিত্তিতে হইবে না ; বরং তোমাদের দিল ও আমল দেখিয়া হইবে অর্থাৎ দিলের মধ্যে কি পরিমাণ এখলাস ছিল।

**عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِأْمَرِي مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَ
هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَ
هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا بِصَيْبَهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ
إِلَيْهِ.** رواه البخاري، باب النية في الإيمان، رقم: ٦٨٩

২. হযরত উমর ইবনে খাত্বাব (রায়িৎ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, সমস্ত আমলের ভিত্তি নিয়তের উপরেই। আর মানুষ উহাই পাইবে যাহার সে নিয়ত করিয়া থাকিবে। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার রাসূলের জন্য হিজরত করিল অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার রাসূলের সন্তুষ্টি ছাড়া তাহার হিজরতের অন্য কোন কারণ ছিল না তবে তাহার হিজরত আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহারা রাসূলের জন্যই হইবে। অর্থাৎ এই হিজরতের জন্য সে সওয়াব পাইবে। আর যে ব্যক্তি কোন দুনিয়াবী স্বার্থ অথবা কোন নারীকে বিবাহ করিবার জন্য হিজরত করিল (তাহার হিজরত আল্লাহ তায়ালা ও তাহার রাসূলের জন্য হইবে না, বরং) অন্য যে উদ্দেশ্য ও নিয়তে সে হিজরত করিয়াছে, (আল্লাহ তায়ালার নিকটেও) তাহার হিজরত ঐ উদ্দেশ্যের জন্যই সাব্যস্ত হইবে। (বোধারী)

**عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
يَقُولُ: إِنَّمَا
يَعْكِثُ النَّاسُ عَلَى بَيْتَهُمْ.** رواه ابن ماجه، باب النية، رقم: ٤٢٩

৩. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, (কেয়ামতের দিন) লোকদেরকে তাহাদের নিয়ত অন্যান্য উষ্ঠানো হইবে। অর্থাৎ প্রত্যেকে

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: يَغْرُزُ جَنِشَ الْكَعْبَةَ، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْنَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوْلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوْلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ بِنَاهِمْ؟ قَالَ: يُخْسَفُ بِأَوْلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، لَمْ يُعْثُرْ عَلَى نَيَّاتِهِمْ. رواه البخاري، باب ما ذكر في الأسواق،

رقم: ٢١١٨

৪. হযরত আয়েশা (রাযঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন এক বাহিনী কাঁবা ঘরের উপর আক্রমণ করিবার নিয়তে বাহির হইবে। যখন তাহারা একটি মরু প্রাঞ্চের পৌছিবে তখন তাহাদেরকে জমিনে ধসাইয়া দেওয়া হইবে। হযরত আয়েশা (রাযঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! সকলকে কিভাবে ধসাইয়া দেওয়া হইবে ! অথচ সেখানে বাজারের লোকজনও থাকিবে এবং ঐসব লোকও থাকিবে যাহারা এই বাহিনীতে শরীক হইবে না ? তিনি এরশাদ করিলেন, সকলকেই ধসাইয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর নিজ নিজ নিয়ত অনুযায়ী তাহাদের হাশর হইবে। অর্থাৎ কেয়ামতের দিন তাহাদের নিয়ত অনুযায়ী তাহাদের সহিত আচরণ করা হইবে। (বোধারী)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: لَقَدْ تَرَكْتُمْ بِالْمَدِينَةِ أَفْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا، وَلَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفْقَةِ، وَلَا قَطَعْتُمْ مِنْ وَادِ إِلَّا وَهُمْ مَعْكُمْ فِيهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ يَكُونُونَ مَعَنَا وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ؟ قَالَ: حَسْبُهُمُ الْعُذْرُ. رواه أبو داؤد، باب

الرخصة في القعود من العذر، رقم: ٢٥٠٨

৫. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা মদীনায় এমন কিছু লোক রাখিয়া আসিয়াছ, তোমরা যে পথেই চলিয়াছ, যাহা কিছুই তোমরা খরচ করিয়াছ, যে কোন পাহাড়ী এলাকাই তোমরা অতিক্রম করিয়াছ—তাহারা ঐ সমস্ত আমলের (বিনিময় ও সওয়াবের) মধ্যে তোমাদের সহিত শরীক রহিয়াছে। সাহায্যগু (রাযঃ) আরজ

করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাহারা কিভাবে আমাদের সহিত শরীর রহিল
অথচ তাহারা মদীনায় রহিয়াছে? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, (তোমাদের সহিত তাহাদের বাহির হইবার
নিয়ত ছিল ; কিন্ত) ওজর-অপারগতা তাহাদিগকে বাধা দিয়াছে।

(আবু দাউদ)

ফায়দা ৪ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, যদি মানুষ কোন আমল করার
নিয়ত করিয়া লয়, অতঃপর ওজরবশতঃ সে আমল করিতে না পারে,
তবুও আমলের সওয়াব পায়। (বজলুল মজহুদ)

عَنْ أَبِنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ فِيمَا يَرُوْنِي عَنْ رَبِّهِ
عَزَّ وَجَلَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَ كَبِيرُ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ
ثُمَّ بَيْنَ ذَلِكَ، فَمَنْ هُمْ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَبِيرًا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ
حَسَنَةٌ كَامِلَةٌ، فَإِنْ هُمْ بِهَا وَعَمِلُهَا كَبِيرًا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرٌ
حَسَنَاتٍ إِلَى سِبْعَ مِائَةٍ ضَعْفٌ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٌ، وَمَنْ هُمْ بِسَيِّئَةٍ
فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَبِيرًا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةٌ كَامِلَةٌ، فَإِنْ هُوَ هُمْ بِهَا
فَعَمِلُهَا كَبِيرًا اللَّهُ لَهُ مَسِيَّةٌ وَاحِدَةٌ. رواه البخاري، باب من هم بحسنة او

سبعة، رقم: ৬৪১

৬. হযরত ইবনে আববাস (রায়ঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা নেকী ও বদী সম্পর্কে একটি ফয়সালা ফেরেশতাদিগকে লিখাইয়া দিয়াছেন। অতঃপর ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ বয়ান করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি নেক কাজের ইচ্ছা করিল, অতঃপর (কোন কারণে) করিতে পারিল না, তাহার জন্য আল্লাহ তায়ালা পূর্ণ একটি নেকী লিখিয়া দেন। আর যদি ইচ্ছা করিবার পর ঐ নেক কাজটি করিয়া লয় তবে তাহার জন্য দশ নেকী হইতে সাতশত পর্যন্ত বরং উহা হইতেও বেশী কয়েক গুণ পর্যন্ত লিখিয়া দেন। যে ব্যক্তি কোন গুনাহের ইচ্ছা করে অতঃপর উহা হইতে বিরত হইয়া ঘায় আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য একটি পূর্ণ নেকী লিখিয়া দেন। (কেননা তাহার গুনাহ হইতে বিরত হওয়া আল্লাহ তায়ালার ভয়ের কারণে হইয়াছে।) আর যদি ইচ্ছা করিবার পর সেই গুনাহ করিয়া ফেলে, তবে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য একটি গুনাহ(ই) লিখেন। (বোখারী)

۷۔ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لاتصدقن بصدقه، فخرج بصدقه فوضعها في يد سارق فأضبهوا يتحذلون: تصدق على سارق فقال: اللهم لك الحمد، لاتصدقن بصدقه، فخرج بصدقه فوضعها في يد زانية، فأضبهوا يتحذلون: تصدق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد، على زانية، لاتصدقن بصدقه، فخرج بصدقه فوضعها في يد غني، فأضبهوا يتحذلون: تصدق على غني، فقال: اللهم لك الحمد على سارق، وعلى زانية، وعلى غني، فلاني، فقيل له: أما صدقك على سارق، فلعله أن تستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله أن يغير فينفق مما أعطيه الله. رواه البخاري، باب إذا نصدق على غني.....

১৪২১: رقم:

৭. হযরত আবু হুরায়রা (রায়ি) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, (বনী ইসরাইলের) এক ব্যক্তি (মনে মনে) বলিল, আমি আজ (রাতে গোপনে) সদকা করিব। সুতরাং (রাতে গোপনে সদকার মাল লইয়া বাহির হইল এবং অজ্ঞাতসারে) এক চোরের হাতে দিয়া দিল। সকালে লোকজনের মধ্যে আলোচনা হইল (যে, রাতে) চোরকে সদকা দেওয়া হইয়াছে। সদকা দানকারী বলিল, হে আল্লাহ! (চোরকে সদকা দেওয়ার মধ্যেও) আপনার জন্যই প্রশংসা। (কেননা, তাহার অপেক্ষা আরও বেশী খারাপ মানুষকে যদি দেওয়া হইত তবে আমি কি করিতে পারিতাম। অতঃপর সে দৃঢ়সংকল্প করিল যে, আজ রাত্রে(ও) অবশ্যই আমি সদকা করিব। (কেননা, পূর্বের সদকা তো নষ্ট হইয়া গিয়াছে) সুতরাং রাত্রে সদকার মাল লইয়া বাহির হইল এবং (অজ্ঞাতসারে) সদকা একজন ব্যভিচারিণী মেয়েলোককে দিয়া দিল। সকালে আলোচনা হইল যে, আজ রাত্রে ব্যভিচারিণী মেয়েলোককে সদকা দেওয়া হইয়াছে। সে বলিল, হে আল্লাহ! ব্যভিচারিণী মেয়েলোককে সদকা দেওয়ার মধ্যেও আপনার জন্য প্রশংসা। (কেননা, আমার মাল তো এই উপযুক্তও ছিল না।) অতঃপর (ত্তীয়বার) ইচ্ছা করিল যে, আজ রাত্রে অবশ্যই সদকা করিব। অতএব, রাত্রে

এখনাবা নিয়ন্ত
for more videos <https://youtube.com/annaaba>

সদকার মাল লইয়া বাহির হইল এবং উহা একজন ধনী ব্যক্তির হাতে দিয়া দিল। সকালে আলোচনা হইল যে, রাত্রে একজন ধনী ব্যক্তিকে সদকা দেওয়া হইয়াছে। সদকা দানকারী বলিল, হে আল্লাহ! চোর, ব্যভিচারিণী মেয়েলোক ও ধনী ব্যক্তিকে সদকা দেওয়ার উপর আপনারই প্রশংসা। (কেননা, আমার মাল তো এইরূপ লোকদেরকে দেওয়ার উপযুক্তও ছিল না।) স্বপ্নে বলিয়া দেওয়া হইল যে, (তোমার সদকা কবুল হইয়া গিয়াছে।) তোমার সদকা চোরের উপর এইজন্য করানো হইয়াছে যে, হইতে পারে সে চুরির অভ্যাস হইতে তওবা করিয়া লইবে (যখন সে দেখিবে যে, ব্যভিচার ছাড়াও আল্লাহ তায়ালা দান করেন, তখন তাহার অনুভূতি আসিবে) আর ধনীর উপর এইজন্য, যাহাতে সে শিক্ষা লাভ করে (যে, আল্লাহ তায়ালা বান্দারা কিঙুপে গোপনে সদকা করে; এই কারণে) হইতে পারে সেও ঐ সমস্ত মাল হইতে যাহা আল্লাহ তায়ালা তাহাকে দান করিয়াছেন আল্লাহ তায়ালাৰ পথে) খরচ করিতে আরম্ভ করিবে। (বোধারী)

ফায়দা : এই ব্যক্তির এখনাবের কারণে তিনটি সদকাই আল্লাহ তায়ালা কবুল করিয়া নিয়াছেন।

- ৪

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: إِنَّ طَلَقَ تَلَاهَةً رَهْطٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّىٰ أُوْرَا الْمَبْيَنَ إِلَى غَارٍ فَدَخَلُوهُ، فَإِنْ خَدَرْتُ صَخْرَةً مِنَ الْجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهَا الْغَارَ، فَقَالُوا: إِنَّهُ لَا يَنْجِنُكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوا اللَّهَ بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: اللَّهُمَّ كَانَ لِي أَبُوَانٌ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، وَكُنْتُ لَا أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلًا وَلَا مَالًا، فَنَأَى بِي فِي طَلَبٍ شَيْءٍ يَوْمًا فَلَمْ أَرِخْ عَلَيْهِمَا حَتَّىٰ نَامَ، فَخَلَبَتْ لَهُمَا عَبُوقُهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمِينَ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلًا وَلَا مَالًا، فَلَبِثْتُ وَالْقَدْحَ عَلَى يَدِي انتَظَرْ اسْتِيقَاظَهُمَا حَتَّىٰ بَرَقَ الْفَجْرُ فَاسْتِيقَظَا فَشَرَبَا عَبُوقَهُمَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ أَبْيَاءً وَجِهْكَ فَقَرِّبْخَ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ، فَانْفَرَجَتْ شَيْئًا لَا يُسْتَطِعُونَ الْخَرْجَ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَقَالَ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ

كَانَتْ لِي بُنْتُ عَمٍ، كَانَتْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ فَأَرْدَتُهَا عَنْ نَفْسِهَا،
 فَامْتَعَتْ مِنْهُ حَتَّى أَمْتَ بِهَا سَنَةً مِنِ التِّسِّينَ، فَجَاءَنِي فَاغْطَيْتُهَا
 عِشْرِينَ وَمِائَةً دِينَارٍ عَلَى أَنْ تُخْلِيَنِي وَبَنِي نَفْسِهَا فَفَعَلَتْ،
 حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا قَالَتْ: لَا أَجْلِ لَكَ أَنْ تَفْصِّلَ الْخَاتَمَ إِلَّا
 بِحَقِّهِ، فَتَحَرَّجَتْ مِنَ الْوُقُوعِ عَلَيْهَا فَانْصَرَفَتْ عَنْهَا وَهِيَ أَحَبُّ
 النَّاسِ إِلَيَّ، فَرَكِّثَ الْدَّهْبُ الَّذِي أَغْطَيْتُهَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَ
 ذَلِكَ ابْتِغَاءً وَجَهْكَ فَافْرُخْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ
 غَيْرُ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ الْغَرْوَخَ مِنْهَا، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَقَالَ
 النَّاسُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَأْجِرُ أَجْرَاءَ، فَاغْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيْرُ رَجُلٍ
 وَاحِدٍ، تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَدَهَبٌ، فَمَرَّتْ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ
 الْأَمْوَالُ، فَجَاءَنِي بَعْدَ حِينٍ قَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ أَدْ إِلَى أَجْرِيِنِي،
 فَقُلْتُ لَهُ: كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ مِنَ الْإِبْلِ وَالْبَقَرِ وَالْفَنَمِ وَالرَّفِيقِ،
 قَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَسْتَهِزْنِي، فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أَسْتَهِزْ بِكَ،
 فَأَخَذَهُ كُلُّهُ فَاسْتَأْفَهُ فَلَمْ يَتَرَكْ مِنْهُ شَيْئًا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَ
 ذَلِكَ ابْتِغَاءً وَجَهْكَ فَافْرُخْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ
 فَخَرَجُوا يَمْشُونَ. رواه البخاري، باب من استأجر أحيرا فترك أجره.....

رقم: ۲۲۷۲

৮. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রায়িহ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, তোমাদের পূর্ববর্তী কোন উম্মতের তিন ব্যক্তি (এক সঙ্গে সফরে) বাহির হইল, (চলিতে চলিতে রাত্র হইয়া গেল) তখন রাত্রি যাপনের জন্য এক গুহায় প্রবেশ করিল। এই সময় পাহাড় হইতে একটি বিরাট পাথর আসিয়া পড়িল এবং গুহার মুখ বন্ধ করিয়া দিল। (ইহা দেখিয়া) তাহারা বলিল, এই পাথর হইতে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় হইল সকলেই নিজ নিজ নেক আমলের ওসীলায় আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া কর। (অতএব তাহারা নিজ নিজ আমলের ওসীলায় দোয়া করিল।) তাহাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বলিল, হে আল্লাহ! (আগমনিজানেন) আমার বৃক্ষ

পিতামাতা ছিল। আমি তাহাদিগকে দুধ পান করাইবার পূর্বে আমার স্ত্রী সন্তান ও গোলাম বাঁদীকে দুধপান করাইতাম না। একদিন কোন একটি জিনিসের তালাশে আমাকে অনেক দূরে যাইতে হইল। ফিরিয়া আসিতে আসিতে আমার পিতামাতা ঘুমাইয়া পড়িলেন। (তবুও) আমি তাহাদের জন্য সন্ধ্যার দুধ দোহাইয়াছি এবং দুধ পাত্রে লইয়া তাহাদের খেদমতে হাজির হইয়াছি, তখন দেখিলাম তাহারা (তখনও) ঘুমাইতেছেন। তাহাদিগকে জাগ্রত করা পছন্দ হইল না এবং তাহাদিগকে দুধপান করানোর পূর্বে স্ত্রী সন্তান ও গোলাম বাঁদীকে পান করাইতেও চাহিলাম না। অতএব দুধের পেয়ালা হাতে লইয়া তাহাদের শিয়ারে দাঁড়াইয়া তাহাদের জাগ্রত হওয়ার অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। এইভাবে ফজর হইয়া গেল। অতঃপর তাহারা জাগ্রত হইলেন (আমি তাহাদিগকে দুধ দিলাম) তখন তাহারা নিজেদের সন্ধ্যার অংশের দুধপান করিলেন। হে আল্লাহ! যদি এই কাজ শুধু আপনার সন্তুষ্টির জন্য করিয়া থাকি তবে এই পাথরের কারণে আমরা যে বিপদে আটকাইয়া আছি উহা হইতে আমাদিগকে নাজাত দান করুন। এই দোয়ার ফলে পাথর কিছুটা সরিয়া গেল কিন্তু বাহিরে আসা সন্তুব হইল না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি দোয়া করিল, আয় আল্লাহ, আমার এক চাচাত বোন ছিল, যে আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ছিল। আমি (একবার) তাহার সহিত আমার মনের খাহেশ মিটাইবার ইচ্ছা করিলাম, কিন্তু সে রাজী হইল না। অবশেষে এমন এক সময় আসিল যে, দুর্ভিক্ষ তাহাকে (আমার নিকট) আসিতে বাধ্য করিল। আমি তাহাকে এই শর্তে একশত বিশ দীনার দিলাম যে, সে নির্জনে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। সে রাজী হইয়া গেল। যখন আমি তাহাকে নিজের আয়ত্তে পাইলাম (এবং নিজের খাহেশ পূর্ণ করিতে উদ্যত হইলাম।) এমন সময় সে বলিল, আমি তোমার জন্য ইহা হালাল মনে করি না যে, তুমি এই মোহরকে অন্যায়ভাবে ভাস। (ইহা শুনিয়া) আমি নিজের খারাপ এরাদা হইতে বিরত হইয়া গেলাম এবং তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া গেলাম। অথচ তাহার প্রতি আমার যথেষ্ট মহববত ছিল এবং আমি সেই স্বর্ণের দীনারও ছাড়িয়া দিলাম, যাহা তাহাকে দিয়াছিলাম। আয় আল্লাহ, যদি আমি এই কাজ আপনার সন্তুষ্টির জন্য করিয়া থাকি তবে আমাদের এই মুসীবতকে দূর করিয়া দিন। সুতরাং সেই পাথর আরো কিছুটা সরিয়া গেল, কিন্তু (তারপরও) বাহির হওয়া সন্তুব হইল না।

ত্রুটীয় ব্যক্তি দোয়া করিল, আয় আল্লাহ, আমি কিছু মজদুর কাজের জন্য রাখিয়াছিলাম। সকলকে আমি মজুরী দিয়াছি, শুধু একজন নিজের মজুরী না লইয়াই চলিয়া গিয়াছিল। আমি তাহার মজুরীর পয়সা ব্যবসায় লাগাইয়া দিলাম। যাহাতে মাল বৃদ্ধি পাইয়া অনেক হইয়া গেল। কিছুদিন পর সে একদিন আসিয়া বলিল, হে আল্লাহর বান্দা! আমাকে আমার মজুরী দিয়া দাও। আমি বলিলাম, এই উট, গরু, বকরী ও গোলাম, যাহা তুমি দেখিতেছ সবই তোমার মজুরী। অর্থাৎ তোমার মজুরী ব্যবসায় খাটাইয়া এই মুনাফা অর্জিত হইয়াছে। সে বলিল, হে আল্লাহর বান্দা, ঠাট্টা করিও না। আমি বলিলাম, ঠাট্টা করিতেছি না। (সত্যই বলিতেছি।) অতএব (ঘটনা খুলিয়া বলার পর) সে সমুদয় মাল লইয়া গেল। কিছুই ছাড়িল না। আয় আল্লাহ, যদি আমি এই কাজ শুধু আপনার সন্তুষ্টির জন্য করিয়া থাকি তবে এই মুসীবত যাহাতে আমরা আটকা পড়িয়াছি দূর করিয়া দিন। সুতরাং সেই পাথর সম্পূর্ণ সরিয়া গেল (এবং গুহার মুখ খুলিয়া গেল)। আর তাহারা সকলে বাহির হইয়া আসিল। (বোথারী)

- ৭ -

عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِيعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ: ثَلَاثُ أَفْسُمٍ عَلَيْهِنَّ وَاحِدَتُكُمْ حَدِيثُنَا فَاقْحَفُوهُ، قَالَ: مَا
نَفْصَ مَالٌ عَنْدِي مِنْ صَدَقَةٍ، وَلَا ظُلْمٌ عَنْدَ مَظْلَمَةٍ صَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا
زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا، وَلَا فَتْحٌ عَنْدَ بَابِ مَسْتَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ
فَقْرٍ - أَوْ كَلِمَةٍ نَحْوَهَا - وَاحِدَتُكُمْ حَدِيثُنَا فَاقْحَفُوهُ، قَالَ: إِنَّمَا
الَّذِيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ: عَنْدَ رَزْقَهُ اللَّهُ مَالًا وَعْلَمًا فَهُوَ يَعْنِي رَبَّهُ فِيهِ
وَيَصْلُ بِهِ رَحْمَةً وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًا فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، وَعَنْدَ
رَزْقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النَّيْةِ، يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي
مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلٍ فَلَانِ فَهُوَ بِئْثَةٍ فَاجْرُهُمَا سَوَاءٌ، وَعَنْدَ رَزْقَهُ
الَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا فَهُوَ بِخِيطٍ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَعْنِي فِيهِ
رَبَّهُ وَلَا يَصْلُ بِهِ رَحْمَةً وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًا فَهَذَا بِأَخْبَثِ
الْمَنَازِلِ، وَعَنْدَ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي
مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلٍ فَلَانِ فَهُوَ بِئْثَةٍ فَوْزُرُهُمَا سَوَاءٌ. رواه الترمذى

وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر،

for more books <https://youtube.com/alamin5g>

৯. হযরত আবু কাবশাহ আনসারী (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন যে, আমি কসম খাইয়া তিনটি জিনিস বর্ণনা করিতেছি এবং উহার পর একটি কথা বিশেষভাবে তোমাদিগকে বলিব। উহা ভালভাবে স্মরণ রাখিও। (তিনটি কথা যাহার উপর আমি কসম খাইতেছি, তন্মধ্যে প্রথমটি এই যে,) সদকা করার দ্বারা কোন বাস্দার মাল কম হয় না। (দ্বিতীয় এই যে,) যাহার উপর জুলুম করা হয় এবং সে উহার উপর সবর করে আল্লাহ তায়ালা এই সবরের কারণে তাহার সম্মান বৃদ্ধি করিয়া দেন। (তৃতীয় এই যে,) যে ব্যক্তি লোকদের নিকট ভিক্ষার দরজা খুলে আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর অভাবের দরজা খুলিয়া দেন। অতঃপর তিনি এরশাদ করিলেন, একটি কথা তোমাদিগকে বলিতেছি উহা স্মরণ রাখিও। দুনিয়াতে চার প্রকারের মানুষ হয়। এক—ঐ ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ তায়ালা মাল ও এলেম দান করিয়াছেন। সে (আপন এলেমের কারণে) নিজের মালের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে। (অর্থাৎ তাহার মর্জির খেলাপ খরচ করে না, বরং) আত্মীয়তা রক্ষায় খরচ করে এবং সে ইহাও জানে যে, এই মালের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার হক রহিয়াছে (কাজেই নেক কাজে মাল খরচ করে)। এই ব্যক্তি কেয়ামতের দিন সর্বোত্তম মর্তবায় অবস্থান করিবে। দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ তায়ালা এলেম দান করিয়াছেন, কিন্তু মাল দেন নাই। সে খাঁটি নিয়ত রাখে এবং এই আকাঙ্খা করে যে, যদি আমার নিকট মাল থাকিত তবে আমিও অমুকের মত (নেক কাজে) খরচ করিতাম। (আল্লাহ তায়ালা) তাহার নিয়তের কারণে (তাহাকেও প্রথম ব্যক্তির ন্যায় একই সওয়াব দান করেন।) এইভাবে তাহাদের উভয়ের সওয়াব সমান সমান হইয়া যায়। তৃতীয় ঐ ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ তায়ালা মাল দিয়াছেন, কিন্তু এলেম দান করেন নাই। সে এলেম না থাকার দরুণ নিজের মালের মধ্যে গোলমাল করে। (অপাত্রে খরচ করে।) না সে এই মালের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে, না আত্মীয়তা রক্ষা করে। আর না ইহা জানে যে, এই মালের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার হক রহিয়াছে। এই ব্যক্তি কেয়ামতের দিন নিকৃষ্টতম মর্তবায় থাকিবে। চতুর্থ ঐ ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ তায়ালা না মাল দিয়াছেন, না এলেম দিয়াছেন। সে এই আকাঙ্খা করে যে, যদি আমার নিকট মাল থাকিত তবে আমিও অমুকের অর্থাৎ তৃতীয় ব্যক্তির ন্যায় (অপাত্রে খরচ) করিতাম। এই নিয়তের কারণে তাহার গুনাহ হয় এবং তাহার ও তৃতীয় ব্যক্তির গুনাহ সমান হইয়া যায়। অর্থাৎ ভাজ

for more videos <https://youtube.com/annaaba>
 অথবা মন্দ নিয়ত অনুপাতে সওয়াব ও গুনাহ হয় যেমন ভাল অথবা মন্দ
 আমলের উপর হইয়া থাকে। (তিরমিয়ী)

- ١٠ - عن رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ: كَتَبَ مَعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى
 غَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنْ اخْتَبِئَ إِلَى كِتَابِيَ تُؤْصِنِي فِيهِ وَلَا
 تُكْثِرِنِي عَلَيْهِ، قَالَ: فَكَتَبَتْ غَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِلَى مَعَاوِيَةَ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سَلَامٌ عَلَيْكَ، أَمَا بَعْدُ، فَلَقِيَ سَمِيعُ رَسُولِ
 اللَّهِ يَقُولُ: "مَنْ التَّمَسَ رِضاَ اللَّهِ بِسَخْطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ
 مُؤْنَةُ النَّاسِ، وَمَنْ التَّمَسَ رِضاَ النَّاسِ بِسَخْطِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى
 النَّاسِ" وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ. رواه الترمذى، باب منه عاقبة من التمس رضا

الناس ، رقم: ٢٤١٤

١٠. মদীনা মুনাওয়ারার এক ব্যক্তি বলেন, হযরত মুআবিয়া (রায়িঃ) হযরত আয়েশা (রায়িঃ) এর নিকট চিঠি লিখিলেন যে, আপনি আমাকে কোন নসীহত লিখিয়া পাঠান যাহা সংক্ষিপ্ত হয়, দীর্ঘ না হয়। হযরত আয়েশা (রায়িঃ) সালামে মাসনূন ও হামদ ও সালাতের পর লিখিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি লোকদের অসন্তুষ্টির চিন্তা ছাড়িয়া আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির তালাশে লাগিয়া থাকে আল্লাহ তায়ালা মানুষের অসন্তুষ্টির ক্ষতি হইতে তাহাকে বাঁচাইয়া দিবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টির চিন্তা ছাড়িয়া দিয়া মানুষকে সন্তুষ্ট করার পিছনে লাগিয়া থাকে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে মানুষের সোপর্দ করিয়া দেন। ওয়াসসালামু আলাইকা। (তিরমিয়ী)

- ١١ - عن أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهْلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَقُولُ:
 إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَأَبْتَغَى بِهِ وَجْهَهُ.

رواہ النسائی، باب من غزا بلنس الأحر والذكر، رقم: ٣٤٤

١١. হযরত আবু উমামাহ বাহেলী (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা সমস্ত আমলের মধ্য হইতে শুধু সেই আমলকেই কবুল করেন যাহা খালেসভাবে তাহারই জন্য হয় এবং উহাতে শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টিই উদ্দেশ্য। হজ্রত (বাসাই) <https://youtube.com/alamin5g>

- ۱۲ - عَنْ سَعْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: إِنَّمَا يَنْصُرُ اللَّهُ هُنَّهُ
الْأُمَّةُ بِضَعْفِهَا، بِدَعْوَتِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ. رواه النسائي، باب

الاستئصال بالضعف، رقم: ۳۱۸۰

১২. হযরত সাদ (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা এই উম্মতের
সাহায্য (তাহার যোগ্যতার ভিত্তিতে করেন না, বরং) দুর্বল ও ভগ্নাবস্থাপন
লোকদের দোয়া, নামায এবং তাহাদের এখনাসের কারণে করেন। (নাসাই)

- ۱۳ - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَتَلَقَّبُ بِهِ النَّبِيُّ قَالَ: مَنْ أَنْتَ
فِرَاشَةٌ وَهُوَ يَتَوَنُّ أَنْ يَقُولَمْ يُصْلَى مِنَ الظَّلَلِ، فَعَلَيْهِ عِنَاءٌ حَتَّى
أَضْبَحَ كُبَّ لَهُ مَا تَوَنَّى، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ غَرَوْجَلٌ.

رواہ النسائي، باب من أنت فراش، رقم: ۱۷۸۸

১৩. হযরত আবু দারদা (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি (ঘূমাইবার
জন্য) নিজের বিছানায় আসে এবং তাহার নিয়ত এই হয় যে, রাত্রে
উঠিয়া তাহাঙ্গুদ পড়িব। কিন্তু ঘূম প্রবল হওয়ার কারণে সকালেই চোখ
খুলে। তাহার জন্য তাহাঙ্গুদের সওয়াব লিখিয়া দেওয়া হয় এবং তাহার
ঘূম তাহার রবের পক্ষ হইতে তাহার জন্য দানস্বরূপ হয়। (নাসাই)

- ۱۴ - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابَتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
يَقُولُ: مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، فَرَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ وَجَعَلَ فَقْرَةً بَيْنَ
عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كَيْبَ لَهُ، وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ،
جَمَعَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ عِنَاءً فِي قَلْبِهِ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ.

رواہ ابن ماجہ، باب الهم بالدنيا، رقم: ۴۱۰۵

১৪. হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রায়িৎ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে,
দুনিয়া যে ব্যক্তির উদ্দেশ্য হইয়া যায় আল্লাহ তায়ালা তাহার সমস্ত
কাজকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেন। অর্থাৎ প্রত্যেক কাজে তাহাকে পেরেশান
করিয়া দেন। অভাব (এর ভয়) তাহার চোখের সামনে করিয়া দেন এবং
দুনিয়া হইতে সেটেকুই পায়: যেটেক তাহার জগত পূর্ব হইতে বির্ধারিত

ছিল। আর যে ব্যক্তির নিয়ত আখেরাত হয় আল্লাহই তায়ালা তাহার সমস্ত কাজকে সহজ করিয়া দেন, তাহার দিলকে ধনী করিয়া দেন এবং দুনিয়া লাভিত হইয়া তাহার নিকট হাজির হয়। (ইবনে মাজাহ)

١٥ - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ثَلَاثٌ خَصَّاَ
لَا يَغْلِبُ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَمُنَاصَحةُ الْأَوْ
الْأَمْرِ، وَلَزُومُ الْجَمَاعَةِ فَإِنْ دَعَوْتُهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَاءِهِمْ. (وهو بعض

الحديث) رواه ابن حبان، قال المحقق: استاده صحيح ٢٧٠ / ١

১৫. হ্যরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তিনটি অভ্যাস এমন আছে যে, উহার কারণে মুমিনের অস্তর হিংসা খেয়ানত (এবং সর্বপ্রকার খারাবী) হইতে পবিত্র থাকে। ১—আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য আমল করা। ২—শাসকদের জন্য হিত কামনা করা। ৩—মুসলমানদের জামাতের সহিত অঁকড়াইয়া থাকা। কেননা যাহারা জামাতের সহিত থাকে তাহাদেরকে জামাতের লোকদের দেয়া চারিদিক হইতে ঘিরিয়া রাখে। (যদরূপ শয়তানের খারাবী হইতে হেফাজত হয়।) (ইবনে হিব্রান)

١٦ - عَنْ ثُوبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:
طَوْنِي لِلْمُخْلِصِينَ، أَوْلَئِكَ مَصَابِيحُ الدُّجْنِ، تَنْجَلِي عَنْهُمْ كُلُّ
فَتْنَةٌ ظَلْمَاءَ. رواه البهقى في شعب الإيمان ٥/٤٤

১৬. হ্যরত সওবান (রায়িৎ) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, এখনাস ওয়ালাদের জন্য সুসংবাদ হউক, তাহারা অঙ্ককারে চেরাগ স্বরূপ। তাহাদের দ্বারা কঠিন হইতে কঠিন ফের্না দূর হইয়া যায়। (বাইহাকী)

١٧ - عَنْ أَبِي فَرَاسٍ رَحْمَةُ اللَّهِ رَجُلٌ مِنْ أَنْسٍمَ قَالَ: نَادَى رَجُلٌ قَوْلًا:
يَارَسُولَ اللَّهِ! مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: الْإِخْلَاصُ. (وهو جزء من الحديث)

رواہ البهقی فی شعب الإیمان ٥/٤٤

১৭. আসলাম গোত্রীয় হ্যরত আবু ফেরাস (রহুৎ) বলেন, এক ব্যক্তি উচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ঈমান কি? তিনি এরশাদ করিলেন, ঈমান হইল এখনাস। (বাইহাকী)

٤٨ - عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: صدقة السرّ تطفئ غصبة الرّبّ. (وهو طرف من الحديث) رواه الطبراني في الكبير وابن ساده حسن، مجمع الروايات ٢٩٣

১৮. হযরত আবু উমামাহ (রায়িৎ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন যে, গোপনে সদকা করা আল্লাহ তায়ালার গোস্সাকে ঠাণ্ডা করে। (তাবারানী, মাজমায়ে ফাওয়ায়েদ)

- ١٩ - عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله ﷺ: أرأيت الرجل يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْغَيْرِ وَيَخْمَدُ النَّاسُ عَلَيْهِ؟ قال: بِلَكَ عَاجِلٌ بُشْرَى الْمُؤْمِنِينَ. رواه مسلم، باب إذا أتي على الصالح.....

رقم: ٦٧٢١

১৯. হযরত আবু যার (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল যে, এমন ব্যক্তি সম্পর্কে বলুন, যে নেক আমল করে এবং এই কারণে লোকেরা তাহার প্রশংসা করে। (সে কি নেক আমলের সওয়াব পাইবে? লোকদের প্রশংসা করা রিয়াকারীর মধ্যে গণ্য হইবে কি?) তিনি এরশাদ করিলেন, ইহা তো মুমিনের নগদপ্রাপ্ত সুসংবাদ। (মুসলিম)

ফায়দা : হাদীস শরীফের অর্থ এই যে, এক সুসংবাদ তো আখেরাতে পাইবে, আর এক সুসংবাদ ইহা যাহা দুনিয়াতে পাওয়া গেল যে, লোকেরা তাহার প্রশংসা করিল ; ইহা সেই অবস্থায় হইবে যদি আমলের মধ্যে নিয়ত শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টিই হইয়া থাকে, লোকদের প্রশংসা উদ্দেশ্য না হয়।

- ٢٠ - عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي ﷺ قالت: سألك رسول الله ﷺ عن هذه الآية "وَالَّذِينَ يَوْقُنُونَ مَا آتُوا وَقُلُوبُهُمْ وَجْلَةٌ" (السومون: ٦٠) قالت عائشة رضي الله عنها: ألم الدين يشربون الخمر ويشرقو؟ قال: لا، يا بنت الصديقا ولكتهم الدين يصومون ويصلون، ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم "أولئك الذين يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ". رواه

এখনাসে নিয়ত
for more videos <https://youtube.com/annaaba>
২০. উম্মুল মুমিনীন হ্যরত আয়েশা (রায়ঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجْلَةٌ

এই আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম, যাহাতে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন, ‘এবৎ যে সকল লোক দান করে—যাহা কিছু দান করিয়া থাকে এবৎ উহার উপর তাহাদের অন্তরসমূহ ভীত থাকে।’

হ্যরত আয়েশা (রায়ঃ) আরজ করিলেন, এই আয়াতে কি ঐ সকল উদ্দেশ্য যাহারা শরাব পান করে এবৎ চুরি করে? (অর্থাৎ তাহাদের ভয় কি শুনাহ করার কারণে?) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, সিদ্ধীকের বেটি! এই উদ্দেশ্য নহে, বরৎ আয়াতে করীমায় ঐ সকল লোকদের আলোচনা করা হইয়াছে যাহারা রোয়া রাখে নামায পড়ে এবৎ সদকা খয়রাত করে। আর তাহারা এই ব্যাপারে ভয় করে যে, (কোন ত্রুটির কারণে) তাহাদের নেক আমল কবুল না হয়। ইহারাই ঐ সমস্ত লোক যাহারা দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া কল্যাণসমূহ হাসিল করিতেছে এবৎ উহার প্রতি অগ্রগামী হইতেছে। (তিরমিয়া)

- ২১ - عَنْ سَعِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْتَّقِيَّ، الْفَقِيرَ، الْغَافِرَ. رواه مسلم، باب الدنيا سحن

للصومون رقم: ٧٤٣٢

২১. হ্যরত সাদ (রায়ঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তায়ালা পরহেয়েগার, মখলুক হইতে বেপরওয়া, অঙ্গাত পরিচয় বান্দাকে পছন্দ করেন। (মুসলিম)

- ২২ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا عَمِلَ عَمَلًا فِي صَفَرٍ لَا يَأْتِ بَاهَ وَلَا كَوَافَةً، خَرَجَ عَمَلَهُ إِلَى النَّاسِ كَائِنًا مَا كَانَ. رواه البيهقي في شعب الإيمان ٥/ ٣٥٩

২২. হ্যরত আবু সাসিদ খুদুরী (রায়ঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি একুপ পাথরের ভিতর বসিয়া কোন আমল করে যাহার না কোন দরজা আছে, না কোন ছিদ্র আছে, তথাপি উহা লোকসম্মুখে প্রকাশ হইয়াই যাইবে—ভাগ্ন-মন্দ যেহেন আগজাই হউক না কেন? (বাইহাকী) <http://www.videobasharat.com/alamin5g>

এখনো নিয়ত
for more videos <https://youtube.com/annaaba>

ফায়দা : যখন সবপ্রকার আমল প্রকাশ হইয়াই যাইবে তখন দ্বিনী আমলকারীর জন্য রিয়াকারীর নিয়ত করিয়া নিজের আমল বরবাদ করিয়া কি লাভ ? আর কোন খারাপ লোকের জন্য নিজের অন্যায়কে গোপন করিয়া কি লাভ ? উভয়ের খ্যাতি হইয়াই থাকিবে। (তরজুমানুস সুন্নাহ)

- ২৩ - عَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ أَبِي يَزِيدَ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدِّقُ بِهَا، فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَجَنَّتْ فَأَخْدَعْتُهَا فَأَتَيْتُهَا بِهَا، قَالَ: وَاللَّهِ! مَا إِيمَانُكَ أَرَدْتُ، فَخَاصَّمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ! وَلَكَ مَا أَخْدَعْتَ يَا مَعْنَ!

رواه البخاري، باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر، رقم: ١٤٤٢

২৩. হযরত মাআন ইবনে ইয়ায়ীদ (রায়ঃ) বলেন, আমার পিতা হযরত ইয়ায়ীদ (রায়ঃ) কিছু দীনার সদকার জন্য বাহির করিলেন এবং উহা মসজিদে এক ব্যক্তির নিকট রাখিয়া আসিলেন। (যাহাতে সে কোন অভাবগ্রস্ত লোককে দিয়া দেয়।) আমি মসজিদে আসিলাম (এবং আমি অভাবগ্রস্ত ছিলাম)। আমি সেই ব্যক্তি হইতে উক্ত দীনার গ্রহণ করিলাম এবং ঘরে লইয়া আসিলাম। পিতা বলিলেন, আল্লাহ তায়ালার কসম, আমি তো তোমাকে দেওয়ার এরাদা করিয়াছিলাম না। আমি আমার পিতাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে লইয়া আসিলাম এবং এই বিষয়টি তাঁহার সম্মুখে পেশ করিলাম। তিনি বলিলেন, হে ইয়ায়ীদ ! তুমি যে (সদকার) নিয়ত করিয়াছিলে উহার সওয়াব তুমি পাইয়া গিয়াছ। আর হে মাআন ! তুমি যাহা লইয়াছ উহা তোমার হইয়া গিয়াছে। (তুমি উহা নিজে ব্যবহার করিতে পার।) (বোধার্হা)

- ২৪ - عَنْ طَاؤُوسِ رَحْمَةِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَفَغَ المَوَاقِفَ أَرِيدُ وَجْهَ اللَّهِ، وَأَحِبُّ أَنْ يُرَى مَوْطِئِي، فَلَمْ يَرِدْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا حَتَّى نَزَّلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةُ ۝ فَمَنْ كَانَ يُرْجُو لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۝. تفسير ابن كثير ١٤٤/٣

২৪. হযরত তাউস (রহঃ) বলেন, একজন সাহাবী (রায়ঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি কোন সময় কোন নেক কাজের উদ্দেশ্যে ক্রিটি এবং উহাতে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টিহী আমার উদ্দেশ্য থাকে, কিন্তু

উহার সাথে সাথে অস্তরে এই খাহেশও ইয় যে, লোকেরা আমার আমল দেখুক। তিনি ইহা শুনিয়া চুপ রহিলেন। অবশেষে এই আয়ত নাযিল হইল—

فَمَنْ كَانَ يُرِجُزُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلَيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلَا يُرِجِعُ
مِبَادَةً رَبِّهِ أَحَدًا،

অর্থ ৪ যে ব্যক্তি আপন রবের সহিত সাক্ষাতের আকাঙ্খা রাখে (এবং তাঁহার প্রিয় হইতে চায়), সে যেন নেককাজ করিতে থাকে এবং আপন রবের এবাদতে কাহাকেও শরীক না করে। (তফসীরে ইবনে কাসীর)

ফায়দা ৪ এই আয়তে যে শিরক সম্পর্কে নিমেধ করা হইয়াছে উহা রিয়াকারী। আর ইহা হইতেও নিমেধ করা হইয়াছে যে, যদিও আমল আল্লাহ তায়ালার জন্যই হয়, কিন্তু যদি উহার সহিত নফসের কোন উদ্দেশ্যও শামিল থাকে তবে ইহাও এক প্রকার শিরকে খরি (গোপন শিরক), যাহা মানুষের আমলকে নষ্ট করিয়া দেয়। (তফসীরে ইবনে কাসীর)

আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাঁহার ওয়াদার উপর একীনের সহিত এবং সওয়াব ও পুরস্কারের আগ্রহে আমল করা

—٢٥—
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ: إِذْبَعُونَ خَصْلَةً أَعْلَاهُنَّ مَيْتَبَعَةً الْغَنَى، مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ
بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءً ثُوَابَهَا وَتَضْدِيقَ مَوْعِدِهَا إِلَّا أَذْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا
الْجَنَّةَ۔ رواه البخاري، باب فضل المتبعة، رقم: ٢٦٣।

২৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, চলিশটি নেক কাজ। তন্মধ্যে সর্বোচ্চ নেককাজ এই যে, (নিজের) বকরী কাহাকেও দিয়া দেয়, যাহাতে সে উহার দুধ দ্বারা উপকৃত হইবার পর উহা মালিককে ফেরৎ দিয়া দেয়। যে ব্যক্তি সেই আমলগুলি হইতে কোন একটির উপর—সেই আমলের সওয়াবের আশা করিয়া এবং উহার উপর আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে কৃত ওয়াদার উপর একীন করিয়া—আমল করিবে আল্লাহ তায়ালা উহার কারণে তাঁকে জান্মাতে দাখিল করিবেন (বোধারী)।

for more books <https://youtube.com/alaminbg>

ফায়দা pte রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলিগুটি
নেককাজ স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। সম্ভবতঃ ইহার কারণ এই যে, মানুষ
যাহাতে প্রত্যেক নেক কাজকে এই মনে করিয়া করিতে থাকে যে, হয়ত
এই নেক কাজও সেই চলিশের মধ্যে শামিল আছে, যাহার ফয়লত হাদীস
শরীফে উল্লেখ করা হইয়াছে।

উদ্দেশ্য হইল, মানুষ প্রত্যেক আমলকে ঈমান ও ইহতেসাবের সহিত
করে। অর্থাৎ সেই আমলের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার ওয়াদার উপর
একীন করিয়া এবং উক্ত আমলের ব্যাপারে বর্ণিত ফয়লতের প্রতি খেয়াল
করিয়া করে।

عَنْ أُبَيِّ هَرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَتَيَ
جَنَاحَةً مُسْلِمًا إِيمَانًا وَأَخْسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصْلِي عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ
مِنْ ذَفَنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجُعُ مِنَ الْآخِرِ بِقِيرَاطِينِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أَحَدِ
وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجُعُ بِقِيرَاطِينِ . رواه

البخاري، باب اتباع الجنائز من الإيمان، رقم: ٤٧

২৬. হয়ত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার ওয়াদার উপর একীন করিয়া এবং তাহার সওয়াবের ও পুরস্কারের আগ্রহে কোন মুসলমানের জানায়ার সহিত যাইবে এবং ততক্ষণ পর্যন্ত জানায়ার সহিত থাকিবে যতক্ষণ তাহার জানায়ার নামায পড়া না হয় এবং তাহার দাফনকার্য সমাধা না হয়, সে দুই কীরাত সওয়াব লইয়া ফিরিয়া আসিবে। প্রত্যেক কীরাত ওহুদ পাহাড় সম্পরিমাণ হইবে। আর যে ব্যক্তি শুধু জানায়ার নামায পড়িয়া ফিরিয়া আসিবে, (দাফন হওয়া পর্যন্ত সঙ্গে থাকিবে না।) সে এক কীরাত লইয়া ফিরিয়া আসিবে। (বোথারী)

ফায়দা ৪ কীরাত এক দেরহামের বার ভাগের এক ভাগকে বলা হয়। সে যুগে মজদুরদেরকে তাহাদের কাজের বিনিময়ে কীরাত হিসাবে দেওয়া হইত বিধায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই স্থানে কীরাত শব্দ এরশাদ করিয়াছেন এবং ইহাও পরিষ্কার করিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে, ইহাকে যেন দুনিয়ার কীরাত মনে না করা হয়, বরং এই সওয়াব আখেরাতের কীরাত হিসাবে হইবে, যাহা দুনিয়ার কীরাতের তুলনায় এত বড় হইবে যেমন দুনিয়ার কীরাতের তুলনায় ওহুদ পাহাড় বড় ও বিরাট।

(মা’আরিফে হাদীস)

٢٧- عن أبي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا القَاسِمَ **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**
يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ قَالَ: يَا عَيْنِي إِنِّي بَاعْتُ مِنْ بَعْدِكَ أُمَّةً إِنَّ أَصَابَهُمْ
مَا يُحِبُّونَ حَمَدُوا اللَّهَ، وَإِنَّ أَصَابَهُمْ مَا يَكْرَهُونَ اخْتَسِبُوا
وَصَبَرُوا، وَلَا حَلْمٌ وَلَا عِلْمٌ، فَقَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ يَكُونُ هَذَا لَهُمْ
وَلَا حَلْمٌ وَلَا عِلْمٌ؟ قَالَ: أَغْطِيهِمْ مِنْ جُلْمِي وَعِلْمِي. رواه الحاكم
وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجهاء ووافقه الذهبي

٣٤٨/١

২৭. হ্যরত আবু দারদা (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তায়ালা হ্যরত ঈসা (আলাইহিস সালাম)কে বলিয়াছেন, ঈসা ! আমি তোমার পরে এমন উম্মত পাঠাইব, তাহারা যখন কোন অপচন্দনীয় জিনিস অর্থাৎ নেয়ামত ও শান্তি লাভ করিবে তখন উহার উপর আল্লাহ তায়ালার শোকর করিবে এবং যখন তাহারা কোন অপচন্দনীয় জিনিস—অর্থাৎ মুসীবত ও কষ্টে পড়িবে তখন উহা বরদাশত করার বাপারে আল্লাহ তায়ালা যে সওয়াবের ওয়াদা করিয়াছেন উহার আশা করিবে এবং সবর করিবে, অথচ তাহাদের মধ্যে না হিল্ম অর্থাৎ নম্বৃতা ও সহ্য ক্ষমতা থাকিবে, না এলেম থাকিবে। হ্যরত ঈসা আলাইহিস সালাম আরজ করিলেন, হে আমার রব, যখন তাহাদের মধ্যে না হিল্ম থাকিবে না এলেম থাকিবে তখন তাহাদের জন্য সবর করা ও সওয়াবের আশা করা কিভাবে সম্ভব হইবে ? আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিলেন, আমি তাহাদিগকে আমরা হিল্ম হইতে হিল্ম ও আমার এলেম হইতে এলেম দান করিব। (মুসতাদুরাকে হাকেম)

٢٨- عن أبى أمامة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ
سُبْحَانَهُ: إِنَّ آدَمَ إِنْ صَبَرَتْ وَأَخْتَسِبَتْ عِنْدَ الصَّلْمَةِ الْأُولَى، لَمْ
أَرْضَ لَكَ ثَوَابًا دُونَ الْجَنْبَةِ. رواه ابن ماجه، باب ما جاء في الصر على
النصبة، رقم: ١٥٩٧

২৮. হ্যরত আবু উমামাহ (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদীসে কুদসী বর্ণনা করিয়াছেন যে, হে আদমের যত্নে, যদিতুম (কোন জিনিস আরামের উপর) প্রথম

বারেই সবর কর এবং সওয়াবের আশা রাখ তবে আমি তোমার জন্য সান্নাতের চেয়ে কম কোন বিনিময়ের উপর রাজী হইব না। (ইবনে মাজাহ)

٢٩ - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَخْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ. رواه البخاري، باب ما جاء أن الأعمال

بالنية والحسنة، رقم: ٥٥

২৯. হযরত আবু মাসউদ (রায়ঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষ যখন সওয়াবের নিয়তে আপন পরিবারের উপর খরচ করে (এই খরচ করার উপর) সে সদকার সওয়াব পায়। (বোধারী)

٣٠ - عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّكُمْ لَنْ تُنْفِقُ نَفْقَةً تَبْغِي بِهَا وَنَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَجْرَتْ عَلَيْهَا حَسْنَى مَا تَجْعَلُ فِي قُمِّ امْرَأَتِكَ. رواه البخاري، باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسنة،

رقم: ٥٦

৩০. হযরত সাদ ইবনে আবি ওকাস (রায়ঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তুমি যাহা কিছু আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করার জন্য খরচ কর তোমাকে অবশ্যই উহার সওয়াব দেওয়া হইবে। এমনকি আপন স্ত্রীর মুখে যে লোকমা দাও (উহার উপরও তোমাকে সওয়াব দেওয়া হইবে)।

٣١ - عَنْ أَسَاطِةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ قَدْرًا إِذْ جَاءَهُ رَسُولُ إِخْدَى بَنَاتِهِ وَعِنْدَهُ سَعْدٌ وَأَبْيَنْ بْنُ كَعْبٍ وَمَعَاذَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ ابْنَهَا يَجْوَدُ بِنَفْسِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا: إِلَّهُ مَا أَخْدَ، وَإِلَهُ مَا أَغْطَى، كُلُّ بِأَجْلٍ، فَلَتَضِيرْ وَلَا تَخْتَسِبْ. رواه البخاري، باب و كان أمر

الله قدرًا مقدرًا، رقم: ٦٦٠٢

৩১. হযরত উসামা (রায়ঃ) বলেন, আমি, হযরত সাদ, উবাই ইবনে কাব এবং মুআয (রায়ঃ)—আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় তাঁহার কন্যাদের মধ্য হইতে কোন একজনের পক্ষ হইতে একজন সৎবাদদাতা এই সৎবাদ লইয়া আসিল যে, তাঁহার ছেলের/মৃত্যু যত্নে হইতেছে। রাসূলুল্লাহ

for more videos <https://youtube.com/annaaba>
 সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মেয়ের নিকট) এই সৎবাদ পাঠাইলেন
 যে, আল্লাহ তায়ালারই জন্য উহা যাহা তিনি লইয়া গিয়াছেন, এবং
 আল্লাহ তায়ালারই জন্য উহা যাহা তিনি দান করিয়াছেন। আর প্রত্যেক
 জিনিসের জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট সময় নির্ধারিত রহিয়াছে। অতএব
 সে যেন সবর করে এবং (এই আগাত ও এই সবরের উপর আল্লাহ
 তায়ালার পক্ষ হইতে যে ওয়াদা রহিয়াছে উহার) আশা রাখে। (বোধারী)

- ৩২ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِسَنْسَوَةِ مِنَ الْأَنْصَارِ: لَا يَمُوتُ لِإِخْدَاعِنَّ تَلَاهَةً مِنَ الْوَلَدِ فَتَخْتَسِبَهُ، إِلَّا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: أَوْ أَفَنَانِ؟ أَوْ أَفَنَانِ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: أَوْ أَفَنَانِ.

رواه مسلم، باب فضل من بموت له ولد فتحسبه، رقم: ٦٦٩٨

৩২. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারী মহিলাদের উদ্দেশ্যে এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের মধ্য হইতে যাহারই তিনজন সন্তান মারা যাইবে, আর সে উহার উপর আল্লাহ তায়ালার নিকট সওয়াবের আশা রাখিবে সে নিঃসন্দেহে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। তাহাদের মধ্য হইতে একজন মহিলা জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, যদি দুইজন সন্তান মারা যায়? তিনি এরশাদ করিলেন, যদি দুই সন্তান মারা যায় তবুও এই সওয়াব হইবে।

(যুসলিম)

- ৩৩ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضِي لِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ إِذَا ذَهَبَ بِصَفَيْهِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ وَقَالَ مَا أَمْرِ بِهِ، يَثْوَابُ دُونَ الْجَنَّةِ.

رواه النسائي، باب ثواب من صبر واحتسب، رقم: ١٨٧٢

৩৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা যখন মুমিন বাল্দার কোন প্রিয়জনকে লইয়া যান, আর সে উহার উপর সবর করিয়া সওয়াবের আশা রাখে এবং যে কথা বলার হুকুম করা হইয়াছে তাহাই বলে (ফেমন **إِنَّ اللَّهَ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** বলে) আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য জান্নাতের চেয়ে কম কোন বিনিময়ের উপর রাজ্ঞী হইয়েন না। (নসাই) <https://youtube.com/alamin5g>

—٣٣—
 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله! أخبرني عن الجهاد والغزو، فقال: يا عبد الله بن عمرو! إن قاتلت صابراً محسباً بعذك الله صابراً محسباً، وإن قاتلت مُرَايَا مُكاثراً بعذك الله مُرَايَا مُكاثراً، يا عبد الله بن عمرو! على أي حال قاتلت أو قتلت بعذك الله على ينك الحال. رواه أبو داود.

باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، رقم: ٢٥١٩

৩৪. হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রায়িৎ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাকে জেহাদ ও গাযওয়া সম্পর্কে বলুন? তিনি এরশাদ করিলেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে আমর! যদি তুমি সবরকারী ও সওয়াবের আশাবাদী হইয়া লড়াই কর তবে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তোমাকে সবরকারী ও সওয়াবের আশাবাদী গণ্য করিয়া উঠাইবেন। আর যদি তুমি লোক দেখানো ও বেশীর চেয়ে বেশী গনীমতের মাল সংগ্রহ করার জন্য লড়াই কর তবে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তোমাকে রিয়াকারী ও বেশীর চেয়ে বেশী গনীমতের মাল সংগ্রহের জন্য লড়াইয়ে অংশগ্রহণকারী গণ্য করিয়া উঠাইবেন। (অর্থাৎ হাশরের ময়দানে ঘোষণা করা হইবে যে, এই ব্যক্তি লোক দেখানো ও বেশীর চেয়ে বেশী গনীমতের মাল সংগ্রহের জন্য লড়াই করিয়াছিল।) হে আবদুল্লাহ! যেই অবস্থা (ও নিয়তে) র উপর তুমি লড়াই করিবে বা কতল হইবে আল্লাহ তায়ালা সেই অবস্থা (ও নিয়তে) র উপর তোমাকে কেয়ামতে উঠাইবেন। (আবু দাউদ)

|||||

রিয়াকারীর নিন্দা

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ لَا يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا فَيُبْلِلُهُ﴾ [السَّاج: ١٤٢]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ—আর এই মোনাফেকরা যখন “নামাযের জন্য দাঁড়ায় তখন অলসভাবে দাঁড়ায়, লোকদেরকে দেখায় এবং আল্লাহ তায়ালার যিকির খুবই কম করে। (নিসা)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلَّيْنَ ☆ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ الَّذِينَ هُمْ يَرَاءُونَ﴾ [الساعون: ٦-٧]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ—এরূপ নামাযীদের জন্য বড় সর্বনাশ যাহারা স্থীয় নামায হইতে গাফেল থাকে। যাহারা এরূপ যে, (যখন নামায পড়ে তখন) রিয়াকারী করে। (মাউন)

ফায়দা ৪ নামায কায়া করিয়া পড়া বা অমনোযোগীতার সহিত পড়া বা কখনও পড়া কখনও না পড়া সবই নামায হইতে গাফেল থাকার মধ্যে শামিল। (কাশফুর রহমান)

হাদীস শরীফ

٣٥ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بخشِ اغْرِيَ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يُشَارِ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ فِي دِينِ أَوْ دُنْيَا إِلَّا مَنْ غَصَّمَهُ اللَّهُ . رواه الترمذى، باب منه حدثت ابن لكل شىء شرة، رقم: ٢٤٥٣

৩৫. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রায়ঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন যে, মানুষের খারাপ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, দ্বীন-দুনিয়ার ব্যাপারে তাহার প্রতি অঙ্গুলী দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়, অবশ্য যাহাকে আল্লাহ তায়ালাই হেফাজত করেন।

for more books <https://youtube.com/alamim3g>

ফায়দা : অঙ্গুলী দ্বারা ইঙ্গিতের অর্থ প্রসিদ্ধ হওয়া। হাদীসের উদ্দেশ্য হইল, দ্বীনের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ হওয়া দুনিয়ার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ হওয়া অপেক্ষা অধিক বিপদজনক। কেননা প্রসিদ্ধ হওয়ার পর নিজের গর্ব অহংকারের অনুভূতি হইতে বাঁচিয়া থাকা সকলের দ্বারা সম্ভব হয় না। অবশ্য যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে কাহারও প্রসিদ্ধি লাভ হয় এবং আল্লাহ তায়ালা তাহাকে আপন মেহেরবানীতে নফস ও শয়তান হইতে হেফাজত করেন তবে এরূপ মুখ্লিস লোকদের ব্যাপারে প্রসিদ্ধি বিপদজনক নহে। (মাজাহিরে হক)

٣٦ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمًا إِلَى مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَوَجَدَ مَعَاذَ بْنَ جَبَلَ قَاعِدًا عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ يَتَكَبَّرُ، فَقَالَ: مَا يَتَكَبَّرُ؟ قَالَ: يَتَكَبَّرُ شَيْءًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ يَسِيرَ الرِّبَاءَ شَرًّا، وَإِنَّ مَنْ عَادَى لِلَّهِ وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ بِالْمُحَارَبَةِ، إِنَّ اللَّهَ يَحْبُبُ الْأَنْبَارَ الْأَتْقِيَاءَ الْأَخْفِيَاءَ، الَّذِينَ إِذَا غَابُوا لَمْ يَفْتَدُوا، وَإِذَا حَضَرُوا لَمْ يُدْعُوا وَلَمْ يُغْرَفُوا، فَلَوْبِئِمْ مَصَابِيحُ الْهَدَىِ، يَخْرُجُونَ مِنْ كُلِّ غَبْرَاءِ مُظْلِمَةٍ. رواه ابن ماجه، باب من ترجى له السلامة من الفتنة،

رقم: ٣٩٨٩

৩৬. হ্যরত ওমর ইবনে খাত্বাব (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি একদিন মসজিদে নববীতে যাইয়া দেখিলেন হ্যরত মুআয় (রায়িঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর মোাবারকের নিকট বসিয়া কাঁদিতেছেন। হ্যরত ওমর (রায়িঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কেন কাঁদিতেছেন? তিনি বলিলেন, একটি কথার কারণে আমার কান্না আসিতেছে যাহা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে শুনিয়াছিলাম। তিনি এরশাদ করিয়াছিলেন, সামান্য তম লোক দেখানো ও শিরক। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার কোন দোষের সহিত শক্তা করিল সে আল্লাহ তায়ালাকে যুদ্ধের আহবান জানাইল। আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা এমন লোকদেরকে ভালবাসেন যাহারা নেক হয়, মুক্তাকী হয় এবং এমনভাবে গোপন হইয়া থাকে যে, অনুপস্থিত হইলে তালাশ করা হয় না, আর যদি উপস্থিত থাকে তবে না তাহাদিগকে

for more videos <https://youtube.com/annaaba>
 ডাকা হয় আর না তাহাদিগকে কেহ চিনিতে পারে। তাহাদের অস্তর
 হেদায়াতের উজ্জ্বল চেরাগ। তাহারা ফের্ণার অঙ্ককার তুফান হইতে
 (অস্তরের আলোর কারণে আপন দ্বীনকে বাঁচাইয়া) বাহির হইয়া যায়।

(ইবনে মাজাহ)

٣٧- عن مَالِكَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا ذَبَابٌ
 جَائِعٌ أَرْسَلَ فِي غَنِمٍ، بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ جُرْصٍ الْمَرْءُ عَلَى الْمَالِ
 وَالشَّرَفُ، لِدِينِهِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب حديث:

ما ذباب جائع أرسل في غنم رقم: ٢٣٧٦

৩৭. হযরত মালেক (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দুইটি ক্ষুধার্ত বাঘকে
 বকরীর পালের মধ্যে ছাড়িয়া দিলে উহারা বকরীর পালে এই পরিমাণ
 ক্ষতি করে না যে পরিমাণ মানুষের মালের লোভ ও সম্মানের লিপ্সা
 তাহার দ্বীনের ক্ষতি করে। (তিরমিয়ী)

٣٨- عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ طَلَبَ
 الدُّنْيَا حَلَالًا مُفَاحِرًا مُكَافِرًا مُرَايَا لِقَاءَ اللَّهِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبٌ،
 وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا، اسْتَغْفِفًا عَنِ الْمُسَأَلَةِ، وَسَعْيًا عَلَى
 عِبَالِهِ، وَتَعْطُفًا عَلَى جَارِهِ، لِقَاءَ اللَّهِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَرَوْجُهُ كَالْقَمَرِ
 لَيْلَةَ الْبَدْرِ. رواه البهقى في شعب الإيمان ٧٥٨/٢

৩৮. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি অন্যদের উপর গর্ব
 করার জন্য, ধনী হওয়ার জন্য, নাম যশের জন্য দুনিয়া চাহিবে, যদিও
 তাহা হালাল উপায়ে হটক, সে আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে এমন অবস্থায়
 হাজির হইবে যে, আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি অত্যন্ত নারাজ থাকিবেন।
 আব যে ব্যক্তি হালাল উপায়ে এইজন্য দুনিয়া হাসিল করে, যেন অন্যের
 নিকট চাহিতে না হয় এবং নিজ পরিবারের জন্য ঝুঝী উপার্জন হয় এবং
 প্রতিবেশীর উপর এহসান করিতে পারে, সে কেয়ামতের দিন আল্লাহ
 তায়ালার সহিত এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করিবে যে, তাহার চেহারা পূর্ণিমার
 চন্দ্রের ন্যায় চমকাইতে থাকিবে। (বাইহাকী)

for more books <https://youtube.com/alamin5g>

٣٩ - عن الحسن رحمة الله قال: قال رسول الله ﷺ: ما من عبد يغطّب خطبة إلا الله عزوجل سائله عنها: ما أرآد بها؟ قال جعفر: كان مالك بن دينار إذا حدث هذا الحديث بكت حتى يتقطع ثم يقول: يغسّبون أن عني تقر بكلامي عليكم، فانا أعلم أن الله عزوجل سائلن عنده يوم القيمة ما أرآد به. رواه البهفي / ٢٨٧

৩৯. হযরত হাসান (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে বাস্তা বয়ান করে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে অবশ্যই সেই বয়ান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, এই বয়ানের দ্বারা তাহার উদ্দেশ্য এবং নিয়ত কি ছিল?

হযরত জাফর (রহঃ) বলিয়াছেন যে, হযরত মালেক ইবনে দীনার (রহঃ) যখন এই হাদীস বর্ণনা করিতেন তখন এত কাঁদিতেন যে, তাহার আওয়াজ বক্ষ হইয়া যাইত। অতএব বলিতেন, লোকেরা মনে করে তোমাদের সম্মুখে বয়ান করার দ্বারা আমার চক্ষু শীতল হয়। আমি জানি যে, কেয়ামতের দিন অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, এই বয়ান করার দ্বারা তোমার কি উদ্দেশ্য ছিল? (বাইহাকী)

٤٠ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: من أشخط الله في رضي الناس سخط الله عليه، وأشخط عليه من أرضاه في سخطه، ومن أرضي الله في سخط الناس رضي الله عنه، وأرضي عنه من أشخطه في رضاه حتى يزئنه ويزين قوله وعمله في عينه. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير بحري بن سليمان الحعمي، وقد وفته النهاي في آخر ترجمة يحيى بن سليمان الحعمي، مصحح

الروابط / ١٨٦

৪০. হযরত ইবনে আববাস (রাযঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি লোকদেরকে খুশী করার জন্য আল্লাহ তায়ালাকে অসন্তুষ্ট করে, আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং আল্লাহ তায়ালাকে অসন্তুষ্ট করিয়া যাহ দিগকে সন্তুষ্ট করিয়াছিল তাহাদিগকেও অসন্তুষ্ট করিয়া দেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট / করার জন্য লোকদেরকে অসন্তুষ্ট করে,

আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া ধান এবং আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করার জন্য যাহাদিগকে অসন্তুষ্ট করিয়াছিল, তাহাদিগকেও সন্তুষ্ট করিয়া দেন। এমনকি ঐ সমস্ত অসন্তুষ্ট লোকদের দৃষ্টিতে তাহাকে উত্তম করিয়া দেন এবং সেই ব্যক্তির কথা ও আমলকে তাহাদের দৃষ্টিতে শোভনীয় করিয়া দেন। (তাবারানী, মাজমায়ে বাওয়ায়েদ)

٣١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يَقْضِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ، رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ، فَأَتَى بِهِ فَعَرَفَهُ نِعْمَةٌ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِينَكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنَّ يُقَالَ جَرْنِي؛ فَقَدْ قَبِيلَ، ثُمَّ أَمْرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ تَعْلَمُ الْعِلْمَ وَعَلِمَهُ وَقَرَا الْقُرْآنَ، فَأَتَى بِهِ فَعَرَفَهُ نِعْمَةٌ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعْلَمْتُ الْعِلْمَ وَعَلِمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِينَكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعْلَمْتُ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ، وَقَرَأْتُ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قَبِيلَ، ثُمَّ أَمْرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَعَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلَّهُ، فَأَتَى بِهِ فَعَرَفَهُ نِعْمَةٌ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يَنْقُضَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قَبِيلَ، ثُمَّ أَمْرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ. رواه مسلم.

باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار، رقم: ٤٩٢٣

৪১. হ্যরত আবু হোরায়রা (রাখিৎ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যাহাদের বিরুদ্ধে ফয়সালা করা হইবে, তন্মধ্যে একজন সেই ব্যক্তি ও হইবে যাহাকে শহীদ করা হইয়াছে। এই ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালার সামনে আনা হইবে। আল্লাহ তায়ালা আপন নেয়ামতসমূহ স্মরণ করাইবেন যাহা তাহাকে দান করা হইয়াছিল। সে উহা স্থীকার করিবে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, তুম এই নেয়ামতসমূহ দ্বারা কি কাজ করিয়াছ? সে আবজ করিবে আমি আপনার সন্তুষ্টির জন্য লড়াই

রিয়াকারীর নিম্নলিখিত
for more videos <https://youtube.com/annaaba>

করিয়াছি, অবশেষে আমাকে শহীদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, মিথ্যা বলিতেছে। তুমি এইজন্য জেহাদ করিয়াছিলে যাহাতে লোকেরা বাহাদুর বলে। সুতরাং বলা হইয়াছে। অতঃপর তাহাকে ছকুম শুনাইয়া দেওয়া হইবে এবং উপুড় করিয়া টানিয়া জাহানামে নিক্ষেপ করা হইবে। দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি হইবে যে এলমে দীন শিখিয়াছে এবং অপরকে শিখাইয়াছে এবং কুরআন শরীফ পড়িয়াছে। তাহাকে আল্লাহ তায়ালার সামনে আনা হইবে। আল্লাহ তায়ালা তাহাকে দেওয়া আপন নেয়ামতসমূহ স্মরণ করাইবেন এবং সে উহা স্বীকার করিবে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, তুমি এই সমস্ত নেয়ামত দ্বারা কি কাজ করিয়াছ? সে আরজ করিবে, আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য এলেম শিখিয়াছি, অন্যকে শিখাইয়াছি এবং তোমারই সন্তুষ্টির জন্য কুরআন শরীফ পড়িয়াছি। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, মিথ্যা বলিতেছে, তুমি এলমে দীন এইজন্য শিখিয়াছিলে যাহাতে লোকেরা তোমাকে আলেম বলে এবং কুরআন এইজন্য পড়িয়াছিলে যাহাতে লোকেরা তোমাকে কারী বলে। সুতরাং বলা হইয়াছে। অতঃপর তাহাকে ছকুম শুনাইয়া দেওয়া হইবে এবং উপুড় করিয়া টানিয়া জাহানামে নিক্ষেপ করা হইবে। তৃতীয় সেই ধনবান ব্যক্তি হইবে, যাহাকে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াতে ভরপুর দৌলত দান করিয়াছেন এবং সর্বপ্রকার মাল দান করিয়াছেন। তাহাকে আল্লাহ তায়ালার সামনে আনা হইবে। আল্লাহ তায়ালা তাহাকে আপন নেয়ামতসমূহ স্মরণ করাইবেন এবং সে উহা স্বীকার করিবে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, তুমি এই সমস্ত নেয়ামত দ্বারা কি কাজ করিয়াছ? সে আরজ করিবে, তোমার পচন্দনীয় সকল রাস্তায় তোমার দেওয়া মাল তোমার সন্তুষ্টির জন্য খরচ করিয়াছিলাম। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, মিথ্যা বলিতেছে। তুমি মাল এইজন্য খরচ করিয়াছিলে যাহাতে লোকেরা তোমাকে দানশীল বলে। সুতরাং বলা হইয়াছে। অতঃপর তাহাকে ছকুম শুনাইয়া দেওয়া হইবে এবং উপুড় করিয়া টানিয়া জাহানামে নিক্ষেপ করা হইবে। (মুসলিম)

٣٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ تَعْلَمَ عِلْمًا مِمَّا يَتَفَقَّدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ، لَا يَتَعْلَمُهُ إِلَّا يُصِيبُ بِهِ عَرَضاً مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَزْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَغْنِي رِبْعَهَا۔ رواه أبو داود۔

৪২. হযরত আবু হোরায়রা (রায়হ) হইতে বাণ্ডি আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি গ্রে এলেম দুনিয়ার মালদৌলত হাসিল করার জন্য শিখিয়াছে যাহা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য হাসিল করা উচিত ছিল সে কেয়ামতের দিন জামাতের খুশবুও পাইবে না। (আবু দাউদ)

٤٣- عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله ﷺ: يخرج في آخر الزمان رجال يختعلون الدنيا بالدين، يلبسون للناس جلود الصنادل من الذين، يستهونون أخلى من السكر وقلوبهم قلوب الكتاب، يقولون الله عزوجل: أين يغترون أم على يجتررون؟ فيخلفت لأبعش على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيراًنا. رواه الترمذى، باب حديث خاتمى الدنيا بالدين وعقربيهم،

رقم: ٤٠٤ الحجامع الصحيح وهو مسن الترمذى، دار البارزة المكرمة

৪৩. হযরত আবু হোরায়রা (রায়হ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, শেষ যামানায় কিছু লোক এমন প্রকাশ পাইবে যাহারা ধীনের আড়ালে দুনিয়া শিকার করিবে। বাঘের নরম চামড়ার পোশাক পরিধান করিবে (যাহাতে লোকেরা তাহাদিগকে দুনিয়ার প্রতি অনাসঙ্গ মনে করে) তাহাদের জিহ্বা চিনি অপেক্ষা অধিক মিষ্ট হইবে, কিন্তু তাহাদের অন্তর বাঘের ন্যায় হইবে। (তাহাদের ব্যাপারে) আল্লাহ তায়ালার এরশাদ হইল, ইহারা কি আমার চিল দেওয়ার কারণে ধোকায় পড়িয়া রহিয়াছে, না আমার ব্যাপারে নির্ভীক হইয়া আমার মোকাবেলায় দুঃসাহস দেখাইতেছে? আমি আমার কসম করিতেছি, আমি তাহাদের মধ্যে তাহাদের ভিতর হইতেই এমন ফেৎনা খাড়া করিব যে, তাহাদের জ্ঞানীদেরকেও দিশাহারা (ও পেরেশান) করিয়া ছাড়িবে। অর্থাৎ তাহাদেরই মধ্য হইতে এমন লোক নিযুক্ত করিয়া দিব যাহারা তাহাদিগকে বিভিন্ন প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে। (তিরমিয়ী)

٤٤- عن أبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري رضي الله عنه وكان من الصحابة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إذا جمع الله الناس يوم القيمة ليوم لا زيف فيه، نادى مناد: من كان أشرك في عمله لله أحداً، فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله

أَغْنِيُ الشُّرَكَاءِ عَنِ التَّشْرِيكِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب،

باب ومن سورة الكهف، رقم: ٢١٥٤

৪৪. হযরত আবু সাউদ ইবনে আবি ফাযলাহ আনসারী (রায়ঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তায়ালা যখন কেয়ামতের দিন—যাহার আগমনে কোন সন্দেহ নাই—সমস্ত লোকদেরকে সমবেত করিবেন তখন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করিবে, যে ব্যক্তি এমন কোন আমলের মধ্যে যাহা সে আল্লাহ তায়ালা জন্য করিয়াছিল অন্য কাহাকেও শরীক করিয়াছে সে যেন উহার সওয়াব সেই অপরের নিকট চাহিয়া লয়। কেননা আল্লাহ তায়ালা অংশীদারিত্বের মধ্যে সমস্ত অংশীদার হইতে অধিক বেপরওয়া। (তিরমিয়ী)

ফায়দা ৪ আল্লাহ তায়ালা অংশীদারিত্বের মধ্যে সমস্ত অংশীদার হইতে অধিক বেপরওয়ার অর্থ এই যে, অন্যান্য অংশীদারগণ যেমন অপরের অংশীদারিত্বকে গ্রহণ করিয়া লয় আল্লাহ তায়ালা কাহারো একুপ অংশীদারিত্বকে কখনও সহ্য করেন না।

٣٥ - عَنْ أَبِي عَمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ تَعْلَمَ عِلْمًا لِغَيْرِ اللَّهِ أَوْ أَرَادَ بِهِ غَيْرَ اللَّهِ فَلْيَبْتَوِأْ مَقْعِدَةً مِنَ التَّارِ.

الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب في من يطلب بعلمه الدب،

رقم: ٢٦٥٥

৪৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রায়ঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে (যেমন সম্মান প্রসিদ্ধি মালদৌলত ইত্যাদি অর্জন করার উদ্দেশ্যে) এলেম শিখিয়াছে সে যেন জাহানামে আপন ঠিকানা বানাইয়া লয়। (তিরমিয়ী)

٣٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جُبَّ الْحَرَنِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا جُبُّ الْحَرَنِ؟ قَالَ: وَادِ فِي جَهَنَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلُّ يَوْمٍ مائَةَ مَرَّةٍ، قَبْلَ يَارَسُولَ اللَّهِ! وَمَنْ يَذْخُلُهُ؟ قَالَ: الْقُرَاءُ الْمُرَاوِونَ بِأَعْمَالِهِمْ.

الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء في الرياء والسمعة،

for more books <https://youtube.com/alamijin5g>

for more videos <https://youtube.com/annaaba>

৪৬. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা 'জুবুল হাযান' হইতে পানাহ চাহিতে থাক। সাহাবা (রায়িঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, 'জুবুল হাযান' কি জিনিস? তিনি এরশাদ করিলেন, জাহানামের একটি ময়দান। স্বয়ং জাহানাম উহা হইতে দৈনিক একশত বার পানাহ চায়। আরজ করা হইল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! উহাতে কাহারা প্রবেশ করিবে? তিনি এরশাদ করিলেন, ঐ সমস্ত কুরআন পাঠকারী যাহারা লোক দেখানোর জন্য আমল করে। (তিরমিয়ী)

٢-٣- عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: إنَّ أَنَاساً مِنْ أُمَّتِي سَيَفْقَهُونَ فِي الدِّينِ، وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، وَيَقُولُونَ: نَأْتِي إِلَيْكُمْ فَنُصِيبُ مِنْ دُنْيَا هُمْ وَنَعْتَرِلُهُمْ بِدِينِنَا، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ، كَمَا لَا يُخْسِنُنَا مِنَ الْقَنَادِيلِ إِلَّا الشَّوْكُ كَذَلِكَ لَا يُخْسِنُنَا مِنْ قُرْبِيْهِمْ إِلَّا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: كَانَهُ يَعْنِي: الْخَطَابِيَا. رواه ابن ماجه، ورواه ثقات،

الرغب ١٩٦/٣

৪৭. হযরত ইবনে আববাস (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, অতিসহুর আমার উন্মত্তের মধ্যে এমন লোক পয়দা হইবে, যাহারা দীনের বুুধ হাসিল করিবে এবং কুরআন পড়িবে। (অতঃপর তাহারা আপন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য শাসকদের দ্বারে যাইবে।) আর বলিবে, আমরা এই সমস্ত শাসকদের নিকট যাইয়া তাহাদের দুনিয়া হইতে উপকৃত তো হই, (কিন্তু) নিজেদের দীনের কারণে তাহাদের ক্ষতি হইতে বাঁচিয়া থাকি। অথচ একুপ কথনও হইতে পারে না (যে, এই সমস্ত শাসকদের নিকট ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে যাইবে আর তাহাদের দ্বারা প্রভাবিত হইবে না)। যেমন কাঁটাযুক্ত গাছ হইতে কাঁটা ব্যক্তি আর কিছুই লাভ হইতে পারে না, তেমনি এই সমস্ত শাসকদের নিকটবর্তী হওয়ার দ্বারা মন্দ ব্যক্তি আর কিছুই লাভ হইতে পারে না। (ইবনে মাজাহ, তরগীব)

٤-٣٨- عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله ﷺ وَنَحْنُ نَدَاكُرُ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ، فَقَالَ: إِلَّا أَخْبُرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ؟ قَالَ، فَقَالَ: بَلَى،

for more books <https://youtube.com/alamin5g>

فَقَالَ: الشَّرْكُ الْغَيْبُ: أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ بِصَلَتِي فَيُزِّينَ صَلَاتَهُ لِمَا

يُوْلَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ. رواه ابن ماجه، باب الرياء والسمعة، رقم: ٤٢٠٤

৪৮. হযরত আবু সাউদ (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নিজ হজরা মোবারক হইতে) বাহির হইয়া আমাদের নিকট আসিলেন। তখন আমরা ‘মসীহে দাজ্জাল’ সম্পর্কে আলোচনা করিতেছিলাম। তিনি এরশাদ করিলেন, আমি কি তোমাদিগকে ঐ জিনিস বলিয়া দিব না যাহা আমার নিকট তোমাদের জন্য দাজ্জাল হইতে অধিক বিপদজনক? আমরা আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অবশ্যই বলিয়া দিন। তিনি এরশাদ করিলেন, উহা শিরকে খফী। (উহার একটি উদাহরণ এরূপ) যেমন কোন ব্যক্তি নামাঘের জন্য দাঁড়ায় এবং নামাঘকে এইজন্য সুন্দর করিয়া পড়ে যে, অন্য কেহ তাহাকে নামাঘ পড়িতে দেখিতেছে। (ইবনে মাজাহ)

- ١٢٩ - عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: بَشِّرْ
هُلُوِّ الْأَمَّةِ بِالْبَيْنَاءِ وَالرِّفْعَةِ وَالنُّصُرَةِ وَالثُّمُكِينِ فِي الْأَرْضِ، وَمَنْ
عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلًا لِآخِرَةِ لِلَّذِئْنَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ نَصِيبٌ. رواه

احمد/٥

৪৯. হযরত উবাই ইবনে কাব (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এই উম্মতকে সম্মান, উন্নতি, সাহায্য এবং জগিনের বুকে বিজয়ের সুসংবাদ শুনাইয়া দাও। (এই সমস্ত পূরস্কার তো এই উম্মত সমষ্টিগতভাবে পাইবেই।) অতঃপর (আল্লাহ তায়ালার সহিত প্রত্যেকের হিসাব-নিকাশ তাহার নিয়ত অনুপাতে হইবে। সুতরাং যে ব্যক্তি আখেরাতের কাজকে দুনিয়ার মুনাফা অর্জনের জন্য করিয়া থাকিবে আখেরাতে তাহার কোন অংশ থাকিবে না।

(মুসনাদে আহমাদ)

- ৫০ - عَنْ شَدَادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
يَقُولُ: مَنْ صَلَّى يَرَانِي فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ صَامَ يَرَانِي فَقَدْ أَشْرَكَ،
وَمَنْ تَصَدَّقَ يَرَانِي فَقَدْ أَشْرَكَ. (وهو بعض الحديث) رواه أحمد

١٢٦/٤

for more books <https://alaminbg.com/>

হযরত শান্দাদ ইবনে আওস (রায়িঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি দেখাইবার জন্য নামায পড়িয়াছে সে শিরক করিয়াছে। যে দেখাইবার জন্য রোয়া রাখিয়াছে সে শিরক করিয়াছে। যে দেখাইবার জন্য সদকা করিয়াছে সে শিরক করিয়াছে। (মুসনাদে আহমাদ)

ফায়দা ৪ অর্থাৎ যাহাদিগকে দেখাইবার জন্য এই সমস্ত আমল করিয়াছে তাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালার শরীক বানাইয়া লইয়াছে। এমতাবস্থায় এই সমস্ত আমল আল্লাহ তায়ালার জন্য থাকে না, বরং এই সমস্ত লোকদের জন্য হইয়া যায় যাহাদিগকে দেখাইবার জন্য করা হয় এবং এই সমস্ত আমলকারী সওয়াবের পরিবর্তে আয়াবের উপযুক্ত হইয়া যায়।

— ৫। عن شَدَادِ بْنِ أُوسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ بَكَى، فَقَبَلَ اللَّهَ مَا يَتَكَبَّ؟
قَالَ: شَيْئًا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ يَقُولُهُ فَذَكَرْتُهُ، فَابْكَانِي،
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: أَنْجُوفَ عَلَى أَمْثَى الشَّرِكَ
وَالشَّهْوَةِ الْخَفِيَّةِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَمْتَكَ مِنْ
بَعْدِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَمَا إِنْهُمْ لَا يَعْدُونَ شَمْسًا، وَلَا قَمَرًا، وَلَا
حَجَرًا، وَلَا وَثَنًا، وَلِكُنْ يَرَاوُونَ بِأَعْمَالِهِمْ، وَالشَّهْوَةِ الْخَفِيَّةِ أَنْ
يُضِيَّعَ أَحَدُهُمْ صَانِمًا فَتَغْرِبُ لَهُ شَهْوَةٌ مِنْ شَهْوَاتِهِ فَيُتَرَكُ صَوْمَهُ.

رواه أحمد / ১২৪

৫। হযরত শান্দাদ ইবনে আওস (রায়িঃ) সম্পর্কে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, একদিন তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। লোকেরা তাহার নিকট কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিলেন যে, আমার একটি কথা স্মরণ হইয়াছে, যাহা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছিলাম। সেই কথা আমাকে কাঁদাইয়াছে। আমি তাঁহাকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আমার আপন উম্মতের ব্যাপারে শিরক ও শাহওয়াতে খাফিয়্যাহ (অর্থাৎ গোপন খাহেশ) এর ভয় হইতেছে। হযরত শান্দাদ (রায়িঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার পরে কি আপনার উম্মত শিরকে লিপ্ত হইয়া যাইবে? তিনি এরশাদ করিলেন, হাঁ, (কিন্তু) তাহারা না সূর্য চন্দ্রের এবাদত করিবে, আর না কোন পাথর বা মূর্তির, বরং আপন আমলের মধ্যে রিয়াকারী করিবে। শাহওয়াতে খাফিয়্যাহ এই যে, তোমাদের মধ্যে

রিয়াকারীর নিম্ন
for more videos <https://youtube.com/annaaba>
কেহ সকালে রোয়া রাখিয়াছে, পরে তাহার সম্মুখে এমন কোন জিনিস
আসিয়াছে যাহা তাহার পছন্দনীয়, উহার কারণে সে নিজের রোয়া ভাঙ্গিয়া
ফেলে (এবং এইভাবে নিজের খাইশে পুরা করিয়া লয়)। (মুসনাদে আহমাদ)

- ৫২ - عَنْ مُعَاذِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ
أُفْوَامٌ إِخْوَانٌ الْعَلَازِيَّةُ أَغْدَاءُ السَّرِيرَةُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَكَيْفَ
يَكُونُ ذَلِكَ؟ قَالَ: ذَلِكَ بِرَغْبَةٍ بِعَصْبِهِمْ إِلَى بَعْضٍ وَرَهْبَةٍ بِعَصْبِهِمْ
إِلَى بَعْضٍ. رواه أحمد ২৩৫ /

৫২. হযরত মুআয় (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, শেষ যামানায় এমন লোক হইবে যাহারা বাহ্যিক রাপে বদ্ধ হইবে কিন্তু ভিতরগতভাবে দুশমন হইবে। আরজ করা হইল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এরপ কেন হইবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, পরম্পর স্বার্থের কারণে বাহ্যিক বদ্ধত্ব হইবে, আর ভিতরের দুশমনির কারণে তাহারাই একে অপর হইতে ভীত থাকিবে। (মুসনাদে আহমাদ)

ফায়দা : অর্থাৎ মানুষের বদ্ধত্ব ও দুশমনীর ভিত্তি ব্যক্তিগত স্বার্থের উপর হইবে। আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হইবে না।

- ৫৩ - عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا هَذَا الشَّرِكَ، فَإِنَّهُ
أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمَلِ، فَقَالَ لَهُ مَنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ: وَكَيْفَ
تَقْبِيْهُ وَهُوَ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمَلِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: فَوْلُوا: اللَّهُمَّ
إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ تُشْرِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ، وَنَسْتَفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُ.

رواہ احمد ৪/৪/৪

৫৩. হযরত আবু মূসা আশআরী (রায়িঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে বয়ান করিলেন। উহাতে তিনি এই এরশাদ করিলেন যে, এই শিরক (রিয়াকারী) হইতে বাঁচিতে থাক। কেননা ইহা পিপড়ার চলার আওয়াজ হইতেও অধিক গোপনীয় হয়। এক ব্যক্তির অস্তরে প্রশ্ন জাগিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা উহা হইতে কিভাবে বাঁচিব যখন উহা পিপড়ার চলার আওয়াজ হইতেও অধিক গোপনীয়? তিনি এরশাদ করিলেন, ইহা পড়িত্তে

থাক

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ تُشَرِّكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُهُ.

অর্থঃ আয় আল্লাহ, আমরা আপনার নিকট ঐ শিরক হইতে পানাহ চাহিতেছি যাহা আমরা জানি এবং আপনার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি ঐ শিরক হইতে যাহা আমরা জানি না। (মুসনাদে আহমাদ)

- ৫৩ - عَنْ أَبِي بَرْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: إِنَّمَا أَخْشَى

عَلَيْكُمْ شَهْوَاتِ الْفَحْيِ فِي بُطُونِكُمْ وَفُرُوزِكُمْ وَمُضَلَّاتِ الْهَوْيِ.

رواه أحمد والبزار والطبراني في ثلاثة ورجاله رجال الصحيح لأن أبا الحكم البانى

الراوى عن أبي بربة بن الطبراني، فقال: عن أبي الحكم، هو على بن الحكم، وقد

روى له البخارى وأصحاب السنن، مجمع الروايد ٤٤٦

৫৪. হযরত আবু বারযাহ (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের উপর আমার আশক্ত হয় যে, তোমরা এমন পথভ্রষ্টকারী খাহশে লিপ্ত হইয়া যাও যাহার সম্পর্ক তোমাদের পেট ও লজ্জাস্থানের সহিত রহিয়াছে। (যেমন হারাম খাওয়া, ব্যভিচার করা ইত্যাদি) আর এমন খাহশাতে পড়িয়া যাও, যাহা (তোমাদিগকে সত্যপথ হইতে সরাইয়া) গোমরাহীর দিকে লইয়া যায়। (মুসনাদে আহমাদ, বায়ুর, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

- ৫৫ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ

اللَّهِ يَقُولُ: مَنْ سَمِعَ النَّاسَ بِعَمَلِهِ سَمِعَ اللَّهَ بِهِ سَامِعَ خَلْقِهِ،

وَصَغِرَةً، وَحَقِيرَةً. رواه الطبراني في الكبير واحد أسانيد الطبراني في الكبير

رجال الصحيح، مجمع الروايد ٢٨١/ ١٠

৫৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রায়িঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি নিজের আমলকে লোকদের মধ্যে প্রচার করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহার রিয়াযুক্ত আমল আপন মাখলুকের কান পর্যন্ত পৌছাইয়া দিবেন (যে, এই ব্যক্তি রিয়াকার) এবং তাহাকে লোকদের দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট ও হেয় প্রতিপন্ন করিয়া দিবেন। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

—٥٦— عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: ما من عبد يقفُ في الدنيا مقام سمعةٍ ورياءً إلَّا سمعَ الله به على رؤوسِ الخالقِ يوم القيمة. رواه الطبراني وإسناده حسن، مجمع الزوائد

٢٨٣/١٠

৫৬. হযরত মুআয় ইবনে জাবাল (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে বান্দা দুনিয়াতে প্রসিদ্ধ হওয়া ও দেখানোর জন্য কোন আমল করিবে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন সমস্ত মাখলুকের সামনে শুনাইয়া দিবেন (যে, এই বাস্তি লোক দেখানোর জন্য নেক আমল করিয়াছিল, যদ্দরূন সে অপমানিত হইবে)। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

—٥٧— عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: يُؤْتى يوم القيمة بصحف مختومة، فتصب بين يدي الله تبارك وتعالي، فيقول تبارك وتعالي: أتوا هذو وأقبلوا هذو، فتفوز الملائكة: وعزتك وجلتك، ما رأينا إلا خيرا، فيقول الله عزوجل: إن هذا كان لغير وجهي، وإنني لا أقبل اليوم إلا ما أنتهى به وجهي. وفي رواية: فتفوز الملائكة: وعزتك، ما كتبنا إلا ما عمل، قال: صدقت، إن عملي كان لغير وجهي. رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين ورواه أحدهما رجال الصحيح، ورواه البزار، مجمع الزوائد ٦٣٥/١

৫৭. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন মোহরযুক্ত আমলনামা আনা হইবে এবং তাহা আল্লাহ তায়ালা সম্মুখে পেশ করা হইবে। আল্লাহ তায়ালা কোন কোন লোকের আমলনামা সম্পর্কে বলিবেন, ইহা কবুল করিয়া লও। আর কোন কোন লোকের আমলনামা সম্পর্কে বলিবেন, ইহা ফেলিয়া দাও। ফেরেশতাগণ আরজ করিবেন, আপনার ইজ্জত ও বুয়র্গির কসম, আমরা তো এই সমস্ত আমলনামার মধ্যে ভাল ছাড়া অন্য কিছু দেখি নাই। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, তাহারা এই সমস্ত আমল আমার জন্য করিয়াছিল না, আর আমি আজকের দিনে সেই আমলকেই কেবুল করিব যাই।

এক রেওয়ায়াতে আছে, ফেরেশতাগণ আরজ করিবেন, আপনার ইজ্জতের কসম, আমরা তো তাহাই লিখিয়াছি যাহা সে আমল করিয়াছে (এবং সেই সবই নেক ও ভাল আমল)। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, হে ফেরেশতাগণ, তোমরা সত্য বলিতেছ, কিন্তু তাহার আমলসমূহ আমার সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ছিল।

(তাৰাবৰানী, বাষ্পবার, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٥٨- عن أنس رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: وأما المنهكاث:
فَشَحْ مُطَاعَ، وَهُوَ مُتَبَعٌ، وَإِعْجَابُ الْمُرْءِ بِنَفْسِهِ. (وهو طرف من
الحديث) رواه البزار واللطف له والبيهقي وغيرهما وهو مروي عن جماعة من
الصحابة، وأسانيده وإن كان لا يسلم شيء منها من مقال فهو بمجموعها حسن إن
شاء الله تعالى، الترغيب/٢٨٦

شأن الله تعالى، الترغيب ١/٢٨٦

৫৮. হযরত আনাস (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ধৰ্মস্কর জিনিসসমূহ এই—এমন কৃপণতা যাহার অনুগত্য করা হয়—অর্থাৎ কৃপণতা করা, নফসের এমন খাহেশ যাহার অনুসরণ করা হয়, এবং মানবের নিজেকে নিজে উত্তম ঘনে করা। (বাষ্যার, বাইহাকী, তরগীব)

٥٩ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: من أنس الناس منزلة من أذهب آخرته بدنيا غيره. رواه البيهقي في شعب الإيمان

TOKYO

৫৯. হ্যারত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিকৃষ্টতম ব্যক্তি সে যে অন্যের দুনিয়ার জন্য নিজের আখেরাতকে বরবাদ করে। অর্থাৎ অন্যকে দুনিয়াবী ফায়দা পৌছাইবার জন্য আল্লাহ তায়ালার অসম্ভবিত কাজ করিয়া নিজের আখেরাতকে নষ্ট করে। (বাইহাকী)

٤٠ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي أَخَوْفُ مَا أَخَافُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ مُتَأْقِلٌ عَلَيْمُ الْلِّسَانِ رواه البهقي

٢٨٤ / في شعب الإيمان

রিয়াকারীর নিম্ন
for more videos <https://youtube.com/annaaba>

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এই উম্মতের উপর আমার সর্বাপেক্ষা বেশী ভয় হয় সেই মুনাফেকের, যে জিহ্বার আলেম হয়। (এলেমের কথা বলে, কিন্তু ঈমান ও আমল হইতে খালি হয়।) (বাইহাকী)

ফায়দা ৪ এখানে মুনাফেক দ্বারা উদ্দেশ্য, রিয়াকার ফাসেক।

(মাজাহিরে হক)

— ১ —
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ الْعَزَّاعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ قَامَ بِرِيَاءٍ وَسَمْعَةً لَمْ يَزُلْ فِي مَقْبَتِ اللَّهِ حَتَّى يُجْلَسَ.
فَال: مَنْ قَامَ بِرِيَاءٍ وَسَمْعَةً لَمْ يَزُلْ فِي مَقْبَتِ اللَّهِ حَتَّى يُجْلَسَ.

ابن كثير/ ٣

৬১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস খুযাট (রায়ৎ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি লোক দেখানো বা পরিচিত হওয়ার জন্য কোন নেক আমলে মশগুল হয় যতক্ষণ সে এই নিয়ত পরিত্যাগ না করে আল্লাহ তায়ালার অত্যন্ত অসন্তুষ্টির মধ্য থাকে। (তফসীরে ইবনে কাসির)

— ১ —
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ لَيْسَ ثُوبَ شَهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا، الْبَسَّةُ اللَّهُ ثُوبَ مَذْلَمَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ يَهْبِ فِيهِ نَارًا.
رواه ابن ماجه، باب من ليس شهرة من

الباب، رقم: ٣٦٠٧

৬২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রায়ৎ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে নাম, যশের পোশাক পরিধান করিবে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তাহাকে অপমানের পোশাক পরিধান করাইয়া উহাতে আগুন ধরাইয়া দিবেন। (ইবনে মাজাহ)

|||||

for more books <https://youtube.com/alamin5g>

দাওয়াত ও তবলীগ

নিজের একীন ও আমলকে সহীহ করা ও
সকল মানুষকে সহীহ একীন ও আমলের উপর
আনার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের মেহনতের তরীকাকে সমস্ত বিশ্বে
যিন্দি করার চেষ্টা করা।

দাওয়াত ও উহার ফয়লতসমূহ

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿هُوَ اللَّهُ يَدْعُونَا إِلَى دَارِ السَّلَمِ ۖ وَيَهْدِنَا مَنْ يَشَاءُ
إِلَى صَرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ (بুর্স: ১৫)

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে,—এবং আল্লাহ তায়ালা শান্তির
ঘর—অর্থাৎ জানাতের দিকে দাওয়াত দেন, এবং তিনি যাহাকে ইচ্ছা
সরলপথ দেখান। (ইউনুস)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأَمَمِ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتَلَوَّ
عَلَيْهِمْ أَيْتَهُ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۖ وَإِنْ كَانُوا
مِنْ قَلْفَ الْفَنَنِ ضَلَالٌ مُّغْرِبٌ﴾ (الجِمَعَة: ٢)

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে,—আল্লাহ তায়ালা তিনি, যিনি উম্মী লোকদের মধ্যে তাহাদেরই মধ্য হইতে একজন রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন,—অর্থাৎ সেই রাসূল উম্মী ও নিরক্ষর—যিনি তাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমূহ পড়িয়া শুনান,—অর্থাৎ কুরআনে করীমের দ্বারা তাহাদিগকে দাওয়াত দেন, নসীহত করেন, এবং তাহাদিগকে ঈমান আনয়নের জন্য উৎসাহিত করেন, (যদ্বারা তাহারা হেদায়াত লাভ করে) এবং তাহাদের চরিত্র শোধন ও সুন্দর করেন। তাহাদিগকে কুরআন পাক শিক্ষা দেন এবং সুন্নাত ও সঠিক জ্ঞান বুঝ শিক্ষা দেন, আর নিঃসন্দেহে ইহারা এই রাসূল প্রেরণের পূর্বে প্রকাশ্য ভাস্তির মধ্যে ছিল। (জুমুআহ)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَبَعْثَتُمْ فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعُ

الْكُفَّارِينَ وَجَاهَهُمْ بِهِ جَهَادًا كَبِيرًا﴾ [الفرقان: ٥١]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—যদি আমরা চাহিতাম তবে (এই যুগেই আপনি ব্যতীত) প্রত্যেক বস্তিতে এক একজন করিয়া পয়গাম্বর প্রেরণ করিতাম (এবং একা আপনার উপর সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করিতাম না, কিন্তু যেহেতু আপনার সওয়াব বৃক্ষ করা উদ্দেশ্য সেহেতু আমরা একুপ করি নাই। এইভাবে একা আপনার উপর সমস্ত কাজের ভার দেওয়া আল্লাহ তায়ালার নেয়ামত। অতএব এই নেয়ামতের শোকর হিসাবে) আপনি কাফেরদের আনন্দদায়ক কাজ করিবেন না,—অর্থাৎ কাফেররা তো আপনি তবলীগ না করিলে বা কম করিলে আনন্দিত হইবে ; আর কুরআন (এ-হকের পক্ষে যে সকল দলীল প্রমাণ রহিয়াছে উহা) দ্বারা কাফেরদের জোরেশোরে মোকাবেলা করুন,—অর্থাৎ ব্যাপক ও পরিপূর্ণ তবলীগ করুন, সকলকে বলুন এবং বারবার বলুন, আর হিম্মতকে মজবুত রাখুন। (ফোরকান)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿أَذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾

[الحل: ١٢٥]

আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করিয়া এরশাদ করিয়াছেন,—আপনি আপনার রবের পথের দিকে দাওয়াত দিন জ্ঞানগর্ত কথা ও উন্নত উপদেশসমূহের দ্বারা। (মাহাল)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (الذرية)

for more books <https://youtube.com/alamin5g>

আল্লাহ তায়ালা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে
বলিয়াছেন,—আর বুঝাইতে থাকুন, কেননা বুঝানো ঈমানদারগণকে
সুফল প্রদান করে। (যারিয়াত)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿يَأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ فَإِنِّيْ فَانِدِرُ ☆ وَرَبِّكَ فَكِبِرٌ﴾

[المدثر: ۱-۳]

আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে
বলিয়াছেন,—হে বস্ত্রাবৃত ! উঠুন, অতঃপর ভীতি প্রদর্শন করুন এবং
আপন রবের বড়ত্ব বর্ণনা করুন। (মুদ্দাসপির)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿لَعْلَكَ بَارِجُ نَفْسَكَ أَلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾

[الشعراء: ۳]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা
হইয়াছে,—মনে হয় আপনি ইহাদের ঈমান না আনার কারণে চিন্তায়
চিন্তায় নিজের জীবন দিয়া দিবেন। (শাআরা)

**وَقَالَ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا
عِنْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾** [التوبة: ۱۲۸]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—ানঃসন্দেহে তোমাদের নিকট এমন
একজন রাসূল আগমন করিয়াছেন, যিনি তোমাদেরই মধ্য হইতে
একজন, যাঁহার নিকট তোমাদের কোন কষ্টকর বিষয় অতি দুর্বহ মনে হয়,
তিনি তোমাদের অতিশয় হিতাকাঙ্খী (তাঁহার এই অবস্থা তো সকলের
জন্য) বিশেষ করিয়া মুমিনদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল, করুণাপরায়ণ।

(তওবাহ)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَذَهَّبْ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ﴾ [فاطر: ۸]

আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি
এরশাদ করিয়াছেন, তাহাদের ঈমান না আনার দরুন, অনুত্তাপ করিতে
করিতে আপনার প্রাণ না বাহির হইয়া যায়। (ফাতেহ)

**وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمَهُ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ
أَنْ يَأْتِيهِمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ☆ قَالَ يَقُولُمْ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ☆ إِنَّ**

لَهُمْ إِلَّا اللَّهُمَّ تَقُولُونَ☆ وَإِنِّي لَمُؤْمِنٌ☆ بِمَا فِي قُلُوبِكُمْ وَبِمَا حَرَكَمْ

إِلَى أَجْلٍ مُّسْمَىٌ إِنَّ أَجْلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤْخَرُ لَوْ تَكُنُ
تَعْلَمُونَ☆ قَالَ رَبُّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمًا لِّيَلَّا وَنَهَارًا☆ فَلَمْ يَرْدِهِمْ
ذَغَاءِنِي إِلَّا فِرَارًا☆ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتُغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا
أَصَابِعَهُمْ فِي أَذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا
أَنْتَكُبَارًا☆ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهَارًا☆ ثُمَّ إِنِّي أَغْلَقْتُ لَهُمْ وَاسْرَارَتِ
لَهُمْ إِسْرَارًا☆ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبِّكُمْ سَإِنَّهُ كَانَ غَفَارًا☆ يُرْسِلِ
السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مَذْرَارًا☆ وَيُمْدِذُكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَيْنَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ
جَنَّتِ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَرًا☆ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا☆ وَقَدْ
خَلَقْتُكُمْ أَطْوَارًا☆ إِنَّمَا تَرَوْنَا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طَبَاقًا☆
وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا☆ وَاللَّهُ أَنْتَكُمْ
مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا☆ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا☆ وَاللَّهُ
جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا☆ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُّلًا فِي جَاجَاهُ

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—নিশ্চয় আমি নৃহ (আলাইহিস সালাম)কে
তাঁহার কাওমের প্রতি এই হকুম দিয়া পাঠাইয়া ছিলাম যে, স্বীয় কাওমকে
ভয় প্রদর্শন করুন, ইহার পূর্বে যে, তাহাদের প্রতি যন্ত্রণাময় আযাব
আসিয়া পড়ে। অতএব তিনি আপন কাওমকে বলিলেন, হে আমার
কাওম, আমি তোমাদেরকে স্পষ্টকর্পে নসীহত করিতেছি যে, তোমরা
আল্লাহ তায়ালার এবাদত কর এবং তাহাকে ভয় করিতে থাক এবং
আমার কথা মান, (এইরূপ করিলে) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের
গুনাহসমূহ মাফ করিয়া দিবেন এবং মৃত্যুর নির্ধারিত সময় পর্যন্ত
আযাবকে পিছাইয়া দিবেন,—অর্থাৎ দুনিয়াতেও আযাব হইতে রক্ষা
হইবে, আর আখেরাতে আযাব না হওয়া তো সুস্পষ্ট। আল্লাহ তায়ালা
নির্ধারিত সময় যখন আসিয়া পড়ে, তখন উহা পিছনে হঠাতে যায়
না,—অর্থাৎ ঈমান ও তাকওয়ার বরকতে আযাব হইতে তো রক্ষা হইয়া
যাইবে, কিন্তু মৃত্যু অবশ্যই আসিবে, যদি তোমরা ইহা বুঝিতে। (যখন
দীর্ঘদিন পর্যন্ত কাওমের উপর এই সকল কথার কোন আছর হইল না,
তখন) নৃহ (আলাইহিস সালাম) দোয়া করিলেন, আমার রব, আমি
আমার কাওমকে রাত্রিদিন দাওয়াত দিয়াছি, কিন্তু আমার দাওয়াতের
দ্বিতীয় আহুর্যা বীনাহাতে আরো দুরে সরিয়া যাইতেছে আর আমি যখনই

তাহাদিগকে ঈমানের দাওয়াত দিতাম, যেন তাহাদের ঈমানের কারণে আপনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেন তখনই তাহারা নিজ নিজ কর্ণসমূহে স্বস্ত অঙ্গুলী ঢুকাইয়া লইত, এবং তাহাদের বস্ত্রসমূহ নিজেদের উপর জড়াইয়া লইত, (যেন তাহারা আমাকে দেখিতে না পায় এবং আমি তাহাদিগকে দেখিতে না পাই।) আর তাহারা (অন্যায়ের উপর) হটকারিতা করিল এবং সীমাহীন অহংকার করিল। তারপর (ও আমি তাহাদিগকে বিভিন্ন উপায়ে নসীহত করিতে রহিয়াছি, সুতরাং) আমি তাহাদিগকে উচ্চস্বরে দাওয়াত দিয়াছি। অতঃপর আমি তাহাদিগকে প্রকাশ্যেও বুঝাইয়াছি এবং গোপনেও বুঝাইয়াছি,—অর্থাৎ তাহাদের হেদায়াতের যে কোন উপায় হইতে পারে কোনটাই ছাড়ি নাই। প্রকাশ্যে জনসমক্ষে আমি তাহাদিগকে দাওয়াত দিয়াছি আবার বিশেষভাবে তাহাদের ঘরে ঘরে যাইয়াও প্রকাশ্যে বিস্তারিতভাবে বলিয়াছি এবং গোপনে চুপি চুপি তাহাদিগকে লাভক্ষতি সম্পর্কে অবহিত করিয়াছি। আর (এই বুঝাইতে যাইয়া) আমি তাহাদিগকে বলিয়াছি যে, তোমরা আপন রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিঃসন্দেহে তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল। এই ক্ষমা প্রার্থনার উপর তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করিবেন। এবং তোমাদের মাল আওলাদে বরকত দান করিবেন এবং তোমাদের জন্য বাগানসমূহ লাগাইয়া দিবেন এবং তোমাদের জন্য নহরসমূহ প্রবাহিত করিয়া দিবেন। তোমাদের কি হইল যে, তোমরা আল্লাহ তায়ালার মহৱের খেয়াল রাখিতেছ না, অথচ তিনি তোমাদিগকে বিভিন্ন ধাপে সৃষ্টি করিয়াছেন। তোমাদের কি জানা নাই যে, আল্লাহ তায়ালা সাত আসমানকে কিরণে স্তরে স্তরে সৃষ্টি করিয়াছেন? আর সেই আসমানে চন্দ্রকে জ্যোতিময় বানাইয়াছেন আর সূর্যকে প্রদীপ (এর ন্যায় আলোময়) বানাইয়াছেন। আর আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে যমিন হইতে এক বিশেষ পদ্ধতিতে সৃষ্টি করিয়াছেন। আবার তোমাদিগকে (মৃত্যুর পর) যমিনেই ফিরাইয়া নিবেন এবং (কেয়ামতে) এই যমিন হইতে তোমাদিগকে বাহিরে আনয়ন করিবেন। আর আল্লাহ তায়ালাই যমিনকে তোমাদের জন্য বিছানা বানাইয়াছেন, যেন তোমরা উহার প্রশস্ত পথসমূহে চলাফেরা কর।—অর্থাৎ যমিনে চলাফেরা করিতে পথের কোন বাধা নাই। (নৃত)

وَقَالَ تَعَالَى: ۝قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَلَمِينَ ۝قَالَ رَبُّ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۝إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْفِقِينَ ۝قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ

الْأَنْشَمْعُونَ ۝قَالَ رَبِّكُمْ وَرَبِّ الْأَوْلَيْنِ ۝قَالَ إِنْ

رَسُولُكُمُ الَّذِي أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ لِمَنْجُونَ ☆ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ

وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ☆ (الشعراء: ٢٨-٢٣)

وقال تعالى: ﴿قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَمْؤُسِي☆ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَغْطَى
كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى☆ قَالَ فَمَا بَالُ الْفَرُونُ الْأُولَى☆ قَالَ
عَلِمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضْلِلُ رَبِّي وَلَا يَنْسِي☆ الَّذِي جَعَلَ
لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُّلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ

مَاءً فَإِنَّهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ☆﴾ (١٥-٤٩: طه)

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—ফেরআউন বলিল, রাববুল আলামীন কি জিনিস? মুসা (আলাইহিস সালাম) বলিলেন, তিনি আসমানসমূহ ও যমিন এবং উহাদের মধ্যস্থ সমস্ত বস্তুর প্রতিপালক। যদি তোমাদের বিশ্বাস হয়। ফেরআউন তাহার আশেপাশে উপবিষ্ট লোকদেরকে বলিল, তোমরা কি শুনিতেছ? (কেমন নির্থক কথাবার্তা বলিতেছে? কিন্তু মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তায়ালার গুণাবলীর বর্ণনা জারি রাখিলেন এবং) বলিলেন, তিনিই তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তী পিত্তপুরুষগণের প্রতিপালক। ফেরআউন নিজের লোকদেরকে বলিতে লাগিল, তোমাদের এই রাসূল যিনি তোমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছেন নিঃসন্দেহে পাগল। মুসা (আলাইহিস সালাম) বলিলেন, তিনিই পূর্ব ও পশ্চিমের প্রতিপালক এবং উহাদের মধ্যস্থিত সকল বস্তুরও। যদি তোমরা কিছু জ্ঞান বুদ্ধি রাখ।

(শুআরা)

অন্য জায়গায় আল্লাহ তায়ালা মুসা আলাইহিস সালামের দাওয়াতকে এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, ফেরআউন বলিল, (ইহা বল,) তোমাদের উভয়ের প্রতিপালক কে? মুসা (আলাইহিস সালাম) উত্তর দিলেন, আমাদের উভয়ের (বরং সকলের) প্রতিপালক তিনি যিনি প্রত্যেক বস্তুকে উহার যথাযথ আকৃতি দান করিয়াছেন, (অতঃপর সমস্ত সৃষ্টিকে সর্বপ্রকার কল্যাণ হাসিল করার) বুদ্ধি জ্ঞান দান করিয়াছেন। (ফেরআউন মুসা আলাইহিস সালামের যুক্তিসম্মত উত্তর শুনিয়া অনর্থক প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিল এবং) বলিল, আচ্ছা, পূর্ববর্তী লোকদের অবস্থা বলুন। মুসা আলাইহিস সালাম বলিলেন, তাহাদের সম্পর্কিত জ্ঞান আমার রবের নিকট লওহে মাহফুয়ে রহিয়াছে। আমার রব (এরূপ সর্বজ্ঞ যে,) বিদ্রোহ হন না এবং ভুলিয়াও যান না। (তাহাদের আমল সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান আমার রবের রহিয়াছে।) অতঃপর ইয়রত মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ

তায়ালার এমন ব্যাপক গুণাবলী বর্ণনা করলেন যাহা প্রত্যেক সাধারণ মানুষও বুঝতে পারে। সুতরাং তিনি বলিলেন,) তিনি এমন রব যিনি তোমাদের জন্য যমিনকে বিছানা স্থরূপ বানাইয়াছেন এবং উহাতে তোমাদের জন্য রাস্তাসমূহ বানাইয়াছেন। আর আসমান হইতে পানি বর্ষণ করিয়াছেন। (তহা)

وَقَالَ تَعَالَى: هُوَ لَقَدْ أَرْسَلَنَا مُوسَىٰ بِاِيمَانٍ اَنْ اخْرُجْ فَوْمَكَ مِنَ الظُّلْمَتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِاِيمَانِ اللَّهِ اِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَبْتَلِ لِكُلِّ صَيْارِ شَكُورٍ ۝ (ابراهيم: ۵)

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—আর আমি মুসা (আলাইহিস সালাম)কে এই আদেশ দিয়া পাঠাইয়াছি যে, আপন কাওমকে (কুফরের) অঙ্ককার হইতে (ঈমানের) আলোর দিকে আনয়ন কর এবং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে তাহারা যে সকল মুসীবত ও নেয়ামতের ঘটনাবলীর সম্মুখীন হয় সেসকল ঘটনাবলী তাহাদিগকে স্মরণ করাও। কেননা এই সমস্ত ঘটনাবলীর মধ্যে প্রত্যেক ধৈর্যশীল ও শোকরঞ্জয়ার লোকদের জন্য বড় নির্দর্শনসমূহ রহিয়াছে। (উবুলাত্তীম)

وَقَالَ تَعَالَى: اَبْلِفُكُمْ رِسْلِتِ رَبِّنِي وَآتَاكُمْ نَاصِحَّ اَمْبِينَ ۝
(الأعراف: ١٦٨)

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—(নুহ আলাইহিস সালাম আপন কাওমকে বলিলেন,) আমি তোমাদিগকে আপন রবের পয়গামসমূহ পৌছাইতেছি এবং আমি তোমাদের সত্যিকার হিতাকাঞ্চী। (আরাফ)

وَقَالَ الَّذِي امْنَى يَقُولُ ائْتُمْ اهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشادِ ۝
يَقُولُ ائْمَأْمَاهُ هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ
الْقَرَارِ ۝ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ
صَالِحًا مِنْ ذَكْرِ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَذْخُلُونَ الْجَنَّةَ
بُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝ وَيَقُولُ مَا لِي أَذْعُونُكُمْ إِلَى النَّجْوَةِ
وَتَذْعُونِي إِلَى النَّارِ ۝ تَذْعُونِي لِأَكْفَرَ بِاللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ
لَيْ بِهِ عِلْمٌ ۝ وَآتَاكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْفَقَارِ ۝ لَا جَرَمَ ائْمَأْمَاهُ
تَذْعُونِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَإِنَّ
مَرْدَأَهَا إِلَى اللَّهِ وَإِنَّ الْمُنْتَفِقِينَ هُمْ أَضْطَبُ النَّارِ ۝ فَسَتَذَكَّرُونَ

☆ مَا أَفْوَلْ لِكُمْ ۖ وَأَفْوَضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِصَبِّرٍ بِالْعِبَادِ
فَوْقَهُ اللَّهُ سَيَّاتٌ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِالْفِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ۝

[السورة: ٣٨-٤٠]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,— (ফেরআউনের কাওম হইতে) সেই ব্যক্তি যে, (মূসা আলাইহিস সালামের উপর) সৈমান আনিয়াছিল (এবং স্বীয় সৈমানকে গোপন করিয়া রাখিয়াছিল) আপন কাওমকে বলিল, আমার ভাইয়েরা, তোমরা আমার অনুসরণ কর আমি তোমাদিগকে নেকীর রাস্তা বলিয়া দিব। আমার ভাইয়েরা, দুনিয়ার যিন্দেগী অল্প কয়েকদিনের জন্য এবং স্থায়ী নিবাস তো আখেরাতেই হইবে। যে খারাপ কাজ করিবে সে প্রতিফলও সেরূপ পাইবে, আর যে নেক কাজ করিয়াছে, পুরুষ হট্টক আর মহিলা হট্টক যদি সে মুমিন হয় তবে জান্নাতে প্রবেশ করিবে, যেখানে তাহারা বেহিসাব রূজী লাভ করিবে। আমার ভাইয়েরা, ইহা কেমন কথা, আমি তো তোমাদিগকে মুক্তির দিকে দাওয়াত দিতেছি, আর তোমরা আমাকে দোষখের দিকে ডাকিতেছ, তোমরা আমাকে এই কথার প্রতি ডাকিতেছ যে, আমি আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করি এবং এমন বস্তুকে তাহার অৎশীদার সাব্যস্ত করি যাহাকে আমি জানিও না। আমি তোমাদিগকে প্রবল পরাক্রান্ত, মহাক্ষমশীলের দিকে দাওয়াত দিতেছি। আর সুনিশ্চিত কথা তো এই যে, তোমরা আমাকে যে বস্তুর দিকে ডাকিতেছ, না উহা দুনিয়াতে ডাকার যোগ্য আর না আখেরাতে, আর নিঃসন্দেহে আমাদের সকলকে আল্লাহ তায়ালার নিকট ফিরিয়া যাইতে হইবে। আর যাহারা বন্দেগীর সীমা হইতে বাহির হইয়া যাইবে নিঃসন্দেহে তাহারাই দোষখী হইবে। আমি তোমাদিগকে যাহা কিছু বলিতেছি, তোমরা আমার এই কথা আগামীতে যাইয়া স্মরণ করিবে। আর আমি তো আমার বিষয় আল্লাহ তায়ালার সোপর্দ করিতেছি। নিঃসন্দেহে সমস্ত বান্দাগণ আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টিতে রহিয়াছে। (পরিণতি এই হইল যে,) আল্লাহ তায়ালা সেই মুমিনকে তাহাদের অনিষ্টকর ঘড়্যন্ত্র হইতে সুরক্ষিত রাখিলেন এবং স্বয়ং ফেরআউনীদের উপর কষ্টদায়ক আয়াব নায়িল হইল।

(মুমিন)

وَقَالَ تَعَالَى: هَبِّئْ أَقْمِ الْصَّلْوَةَ وَأَمْرِ بِالْمَغْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَاضْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأَمْوَارِ ۝

(নিজ ছেলেকে হ্যবরত লোকমানের নসীহত, যাহা আল্লাহ তায়ালা উল্লেখ করিয়াছেন,) আমার প্রিয় ছেলে, নামায পড়, ভাল কাজের উপদেশ দাও, খারাপ কাজ হইতে নিষেধ কর এবং তোমার উপর যে মুসীবত আসে উহার উপর সবর কর, নিশ্চয় ইহা সাহসিকতার কাজ।

(লোকমান)

**وَقَالَ تَعَالَى : هَوَّا ذُ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لَمْ يَعْطُوهُنَّ قَوْمًا وَاللَّهُ
مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَالْأُولُوا مَغْدِرَةً إِلَيْ رَبِّكُمْ
وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَقَّهُنَّ فَلَمَّا نَسِوْا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَا عَنِ
السُّوءِ وَأَخْذَنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَيْسِ بِمَا كَانُوا يَفْسُدُونَ**

[الأعراف: ١٦٥-١٦٤]

(বনী ইসরাইলকে শনিবার দিন মাছ শিকার করিতে নিষেধ করা হইয়াছিল। কিছু লোক এই হুকুমের উপর আমল করিল, আর কিছু লোক নাফরমানী করিল, এবং কিছু লোক নাফরমানদেরকে উপদেশ দিল। এই আয়াতসমূহে সেই ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে।) আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—আর ঐ সময় স্মরণ করার ঘোগ্য, যখন বনী ইসরাইলের একদল (যাহারা নাফরমানী করিত না, আর না নাফরমান লোকদেরকে বাধা দিত, তাহারা ঐ সমস্ত লোকদেরকে যাহারা উপদেশ দিত,) বলিল, তোমরা এমন লোকদেরকে কেন উপদেশ দিতেছ যাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা ধৰৎস করিবেন, অথবা কঠোর শাস্তি প্রদান করিবেন। এই কথার উপর উপদেশ দানকারী দল উত্তর দিল যে, আমরা এইজন্য উপদেশ দিতেছি, যেন তোমাদের (ও আমাদের) রবের নিকট আপন দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারি। (অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার সামনে ইহা বলিতে পারি যে, আয় আল্লাহ, আমরা তো বলিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা শুনে নাই অতএব আমরা নির্দোষ।) আর এই আশায় যে, হয়ত ইহারা বিরত হইবে (এবং শনিবার দিন শিকার করা ছাড়িয়া দিবে।) অতঃপর যখন তাহারা সেই হুকুমকে অমান্য করিল যেই হুকুম সম্পর্কে তাহাদিগকে আমল করার উপদেশ দেওয়া হইত, তখন আমি সে সকল লোকদিগকে তো বাঁচাইয়া লইলাম যাহারা সেই মন্দকাজ হইতে নিষেধ করিত, আর নাফরমান লোকদিগকে তাহাদের সেই নাফরমানীর কারণে যাহা তাহারা করিত এক কঠোর আয়াবে আক্রান্ত করিলাম। (আরাফ)

**وَقَالَ تَعَالَى : ﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بِقَيْةٍ
يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ
وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتَرْفَوْا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ☆ وَمَا
كَانَ رَبُّكَ لِيُهِلِكَ الْقَرْبَى بِظُلْمٍ وَآهَلُهَا مُضْلِحُونَ﴾**

[١١٧:١٦:٥]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—যে সকল কাওম তোমাদের পূর্বে বৎসে
হইয়াছে তাহাদের মধ্যে এমন বুদ্ধিমান লোক কেন হইল না, যাহারা
লোকদিগকে দেশে ফাসাদ বিস্তার করিতে বাধা প্রদান করিত, তবে কিছু
লোক এমন ছিল যাহারা ফাসাদ হইতে বাধা দিত, যাহাদিগকে আমি
আযাব হইতে রক্ষা করিয়াছিলাম। (অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতগণের ধ্বৎসের
যে ঘটনাবলী বর্ণিত হইয়াছে, উহার কারণ এই ছিল যে, তাহাদের মধ্যে
এমন বুদ্ধিমান লোক ছিল না যে, যাহারা তাহাদিগকে আমর বিল মারফত
ও নহী আনিল মুনকাব করিত। সামান্য কিছু লোক এই কাজ করিতেছিল,
অতএব তাহাদিগকে আযাব হইতে রক্ষা করা হইয়াছে।) আর যাহারা
নাফরমান ছিল, তাহারা যে আরাম আয়েশে ছিল উহার পিছনেই পড়িয়া
রহিল এবং তাহারা অপরাধ পরায়ণ হইয়া গিয়াছিল। আর আপনার রব
এমন নহেন যে, তিনি ঐ সকল জনপদসমূহকে যাহার বসবাসকারীগণ
নিজের ও অন্যদের সৎশোধনে লাগিয়া রহিয়াছে অন্যায়ভাবে (অকারণে)
ধ্বৎস ও বরবাদ করিয়া দিবেন। (হ্রদ)

**وَقَالَ تَعَالَى : ﴿وَالْعَصْرِ ! إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصِّلْحَتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ (العصر)**

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—যমানার কসম, নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত
ক্ষতির মধ্যে রহিয়াছে, কিন্তু যাহারা ঈমান আনে এবং যাহারা
নেককাজের পাবন্দী করে এবং একে অন্যকে হকের উপর কায়েম থাকার
ও একে অন্যকে আমলের পাবন্দী করার তাকীদ করিতে থাকে (তাহারা
অবশ্য পরিপূর্ণরূপে সফলকাম)। (আসর)

**وَقَالَ تَعَالَى : ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أَخْرَجْتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَنَهَايُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتَؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [آل عمران: ١٠٠]**

মানুষের কল্যাণের জন্য পাঠানো হইয়াছে, তোমরা নেক কাজের আদেশ কর এবং মন্দ কাজ হইতে নিবৃত্ত রাখ এবং আল্লাহ তায়ালার প্রতি উমান রাখ। (যামাল ইমনান)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿فُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَذْغُوا إِلَى اللَّهِ شَغْلِي بَصِيرَةِ آتَا وَمِنْ اتَّبَعْنِي﴾ (ابرٰس: ١٠٨)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন হইয়াছে,— আপনি বলিয়া দিন, আমার রাস্তা তো ইহাই যে, আমি পূর্ণ একীনের সহিত আল্লাহ তায়ালার দিকে দাওয়াত দেই, এবং যাহারা আমার অনুসারী তাহারাও (আল্লাহ তায়ালার দিকে দাওয়াত দেয়।)। (ইউসুফ)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولَئِكَاءِ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الرِّزْكَوْهُ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيِّرَحُمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (شুরা: ٧١)

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—আর মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারীগণ হইতেছে পরম্পর একে অন্যের দ্বীনী সাহায্যকারীর তাহারা নেক কাজের আদেশ করে এবং তাহারা অসৎ কাজ হইতে বারণ করে এবং নামাযের পাবন্দী করে এবং যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ তায়ালার ও তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ মানিয়া চলে, এই সমস্ত লোকেরাই যাহাদের উপর আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই রহমত বর্ষণ করিবেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা অতিশয় ক্ষমতাবান, হেকমতওয়ালা। (তওবাহ)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىِ الْأَنْفَمِ وَالْعَدْوَانِ﴾ (الإندى: ٢)

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—আর নেকী ও তাকওয়ার কাজে একে অন্যের সাহায্য কর, এবং গুনাহ ও জুলুমের কাজে একে অন্যের সাহায্য করিও না। (যায়েদাহ)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿وَمَنْ أَخْسَنُ فَوْلَادَ مَنْ دَعَ إِلَىِ اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا

وَقَالَ أَئْنِي مِنَ الْمُنْلِمِينَ ﴾ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ﴽ

إِذْفَعْ بِأَنْتَ هِيَ أَخْسَنُ فَإِذَا الْدُّنْيَا بَيْتَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَانَهُ وَلَيْ
حَمِيمٌ وَمَا يَلْقَهَا إِلَّا الظَّنُونُ صَبَرُوا وَمَا يَلْقَهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٌ

[حِمَ السَّجْدَة: ٢٣-٢٥]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—সেই ব্যক্তি অপেক্ষা কাহার কথা উত্তম হইতে পারে যে (লোকদিগকে) আল্লাহ তায়ালার দিকে আহ্বান করে এবং নিজেও নেক আমল করে এবং (আনুগত্য প্রকাশার্থে) বলে যে, আমি অনুগতদের মধ্যে আছি। আর সৎকাজ ও অসৎ কাজ সমান হয় না, (বরং প্রত্যেকটির পরিণতি ভিন্ন) অতএব আপনি (এবং আপনার অনুসারীগণ) সন্দ্যবহার দ্বারা (অসন্দ্যবহারের) প্রত্যুষ্ট দিন। (যেমন রাগের উত্তরে সহনশীলতা, কঠোরতার জবাবে নম্রতা) অনন্তর এই সন্দ্যবহারের পরিণতি এই হইবে যে, আপনার সহিত যাহার শক্তি ছিল সে অকস্মাত এমন হইয়া যাইবে যেমন একজন অস্তরঙ্গ বক্ষ হইয়া থাকে। আর ইহা সহনশীল লোকদেরই নসীব হয় এবং ইহা মহাভাগ্যবান লোকদেরই ভাগ্যে জুটে। (এই আয়াতের দ্বারা বুঝা গেল যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার দিকে দাওয়াত দিবে তাহার জন্য সবর, ধৈর্য ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া জরুরী।) (হামীম সেজদাহ)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوَّا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلِئَكَةٌ غَلَاظٌ شَدَادٌ لَا يَغْصُونَ اللَّهُ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِنُونَ﴾ (السُّরাম: ٦)

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—হে মুমিনগণ, তোমরা নিজ দিগকে ও তোমাদের পরিবার পরিজনকে সেই অগ্নি হইতে রক্ষা কর, যাহার ইন্দ্রন মানুষ ও পাথরসমূহ হইবে, যাহাতে কঠোর স্বভাব শক্তিশালী ফেরেশতাগণ নিয়োজিত রহিয়াছেন। তাহারা কোন বিষয়ে আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী করেন না এবং তাহাত করেন যাহা তাহাদিগকে হৃক্ষ করা হয়। (তাহরীর)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكْثُهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكُوْةَ وَأَمْرَوْا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ (الحج: ٤١)

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—এই মুসলমানগণ একুপ যে, যাদ আমি তাহাদিগকে দুনিয়াতে রাজত্ব দান করি তবে তাহারা (নিজেরাও) নামাযের প্রাবল্যে করিবে এবং যাকাত প্রদান করিবে এবং (অন্যদেরকেও) নেক

for more videos <https://youtube.com/annaaba>
 কাজ করিতে বলিবে এবং অসৎ কাজ হইতে নিষেধ করিবে। আর সমস্ত
 কাজের পরিণাম তো আল্লাহ তায়ালারই ক্ষমতাধীন। (ইজ্জ)

وَقَالَ تَعَالَى: «وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اخْتِبَكُمْ
 وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلْءَةً أَيْنَكُمْ إِبْرَاهِيمُ هُوَ
 سَمَّكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلٍ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا
 عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدًا عَلَى النَّاسِ» (الحج: ١٧٨)

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে,—আর আল্লাহ তায়ালার দ্বীনের জন্য
 মেহনত করিতে থাক, যেমন মেহনত করা আবশ্যক, তিনি সারা বিশ্বে
 আপন পয়গাম পৌছাইবার জন্য তোমাদিগকে নির্বাচন করিয়াছেন, এবং
 দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি কোন প্রকার কঠোরতা করেন নাই,
 (অতএব দ্বীনের কাজ অতি সহজ এবং ইসলামের যে সকল হৃকুম
 তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে উহা দ্বীনে ইবরাহীমের অনুকূলে, কাজেই)
 তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষ ইবরাহীমের দ্বীনের উপর কায়েম থাক।
 আল্লাহ তায়ালা কুরআন নাফিল হওয়ার পূর্বে ও এবং কুরআনের মধ্যেও
 তোমাদের নাম মুসলমান রাখিয়াছেন,—অর্থাৎ অনুগত ও
 ওয়াদাপালনকারী। তোমাদিগকে আমি এইজন্য নির্বাচন করিয়াছি যাহাতে
 মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমাদের পক্ষে সাক্ষী হন
 আর তোমরা অন্যান্যদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হও। (ইজ্জ)

ফায়দা ১: অর্থাৎ কেয়ামতের দিন যখন অন্যান্য উপ্মত্তগণ অস্বীকার
 করিবে যে, নবীগণ আমাদিগকে তবলীগ করেন নাই তখন নবীগণ
 উম্মতে মুহাম্মাদীয়াকে সাক্ষী হিসাবে পেশ করিবেন। এই উম্মত সাক্ষ
 দিবে যে, নিঃসন্দেহে পয়গাম্বরগণ দাওয়াত ও তবলীগের কাজ
 করিয়াছেন, যখন প্রশ্ন করা হইবে যে, তোমরা কিভাবে জানিলে? তখন
 উত্তর দিবে যে, আমাদিগকে আমাদের নবী বলিয়াছিলেন, অতঃপর
 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ উম্মতের সাক্ষ্য
 গ্রহণযোগ্য হওয়ার পক্ষে সাক্ষ্য দিবেন।

কোন কোন মুফাসিসীরীন আয়াতের মর্মার্থ একুপ বর্ণনা করিয়াছেন যে,
 আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, আমি তোমাদিগকে এইজন্য নির্বাচন
 করিয়াছি, যেন রাসূল তোমাদিগকে বলিয়া দেন এবং শিক্ষা দেন এবং
 তোমরা অন্যান্যদের বলিয়া দাও ও শিক্ষা দাও। (কাশফুর রহমান)

for more books <https://youtube.com/alamin5g>

হাদীস শরীফ

-١- عن معاویة رضی اللہ عنہ قال: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّمَا أَنَا مُلْكٌ
وَاللّٰهُ يَهْدِي، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللّٰهُ يَعْطِي. رواه الطبراني في الكبير وهو

حديث حسن، العجامع الصغير ٣٩٥/١

১. হযরত মুয়াবিয়া (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি তো আল্লাহ তায়ালার
পয়গাম লোকদের পর্যন্ত পৌছানেওয়ালা, আর হেদায়াত তো আল্লাহ
তায়ালাই দেন। আমি তো মাল বন্টন করনেওয়ালা আর দান
করনেওয়ালা তো আল্লাহ তায়ালাই। (তাবারণী, জামে সগীর)

-٢- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لِعَمِّهِ: قُلْ
لَا إِلٰهَ إِلٰهٌ إِلَّا اللّٰهُ، أَشْهُدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ: لَوْلَا أَنْ تَعِيرَنِي
فَرِيشَ يَقُولُونَ: إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلٰى ذٰلِكَ الْجَزْعَ لَا فَرِزْتُ بِهَا غَيْرَكَ،
فَأَنْزَلَ اللّٰهُ: "إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَخْبَيْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهُ يَهْدِي مَنْ
يَشَاءُ" الآية. رواه مسلم، باب الدليل على صحة إسلام ...، رقم: ١٣٥

২. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসল্লাম আপন চাচা (আবু তালেব)কে (তাহার মৃত্যুর সময়)
এরশাদ করিয়াছেন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলুন। কেয়ামতের দিন আমি
আপনার জন্য সাক্ষী হইব। আবু তালেব জবাবে বলিলেন, যদি
কোরাইশের এই খেঁটো দেওয়ার আশংকা না হইত যে, আবু তালেব শুধু
মৃত্যু ভয়ে কলেমা পাঠ করিয়াছে, তবে আমি কলেমা পড়িয়া তোমার চক্ষু
শীতল করিতাম। এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল
করিলেন--

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَخْبَيْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

অর্থ : আপনি যাহাকে চাহিবেন হেদায়াত দিতে পারিবেন না, বরং
আল্লাহ তায়ালা যাহাকে চাহিবেন হেদায়াত দান করিবেন। (মুসলিম)

-٣- عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج أبو بكر رضي الله عنه
يريد رسم رسول الله ﷺ، وكان له صديقاً في الجاهلية، فلقيه، فقال:
يا أبا القاسم، فقدت من فحالي، فرميتك، وألهمواك بالثوب

لَا يَأْتِيهَا وَأَمْهَاتِهَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: "إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ، أَذْعُونَكُمْ إِلَى اللَّهِ" فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ كَلَامِهِ أَسْلَمَ أَبُوبَكْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَانطَلَقَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ وَمَا بَيْنَ الْأَخْشَيْنِ أَحَدٌ أَكْثَرُ سُرُورًا مِنْهُ يَأْسَلِمُ أَبْنَى بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَمَضَى أَبُوبَكْرَ فَرَاحَ لِعُشْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدٍ وَالرَّبِيعَ بْنِ الْعَوَامِ وَسَعْدَ بْنِ أَبِي وَقَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فَأَسْلَمُوا، ثُمَّ جَاءَ الْفَدَ بِعُشْمَانَ بْنِ مَظْعُونَ وَأَبِي عَبْدِةَ بْنِ الْجَرَاحِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْأَسْدِ وَالْأَزْقَمِ بْنِ أَبِي الْأَزْقَمِ، فَأَسْلَمُوا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ الْبِداَةِ

والنهاية / ۳

৩. হ্যরত আয়েশা (রায়িঃ) বলেন, হ্যরত আবু বকর (রায়িঃ) জাহিলিয়াতের যুগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোষ্ট ছিলেন। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে ঘর হইতে বাহির হইলেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে বলিলেন, আবুল কাসেম, (ইহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুনিয়াত বা উপনাম) কি ব্যাপার ! আপনাকে আপনার কাওমের মজলিসে দেখা যায় না, আর লোকেরা আপনাকে এই বলিয়া অপবাদ দিতেছে যে, আপনি তাহাদের বাপ-দাদাদের দোষারোপ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমি আল্লাহ তায়ালার রাসূল, তোমাকে আল্লাহ তায়ালার দিকে আহ্বান করিতেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শেষ হইতেই হ্যরত আবু বকর (রায়িঃ) মুসলমান হইয়া গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হ্যরত আবু বকর (রায়িঃ) এর নিকট হইতে ফিরিয়া আসিলেন। হ্যরত আবু বকর (রায়িঃ) এর ইসলাম গ্রহণের কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত আনন্দিত ছিলেন যে, মকার উভয় পাহাড়ের মাঝে আর কেহ কোন ব্যাপারে এত আনন্দিত ছিল না।

হ্যরত আবু বকর (রায়িঃ) সেখান হইতে হ্যরত ওসমান ইবনে আফফান, হ্যরত তালহা ইবনে ওবাযদুল্লাহ, হ্যরত যুবাইর ইবনে আওয়াম এবং হ্যরত সাদ ইবনে আবি ওক্কাস (রায়িঃ) এর নিকট (যাওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্যে) গেলেন। ইহারও মতল্লে/মুসলমান হইয়া

গেলেন। দ্বিতীয় দিন হ্যরত আবু বকর (রায়ঃ) হ্যরত ওসমান ইবনে মায়উন, হ্যরত আবু ওবায়দাহ ইবনে জাররাহ, হ্যরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ, হ্যরত আবু সালামা ইবনে আবদুল আসাদ ও হ্যরত আরকাম ইবনে আবিল আরকাম (রায়ঃ) দেরকে লইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাজির হইলেন। ইহারাও সকলে মুসলমান হইয়া গেলেন। (দুইদিনে হ্যরত আবু বকর (রায়ঃ) এর দাওয়াতে নয়জন ইসলাম গ্রহণ করিলেন।) (আল বিদায়াহ ওয়ান মেহায়াহ)

٣ - عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت (في قصة إسلام أبي قحافة): فلما دخل رسول الله ﷺ (مكة يوم الفتح) ودخل المسجد أتى أبو بكر رضي الله عنه يأبهه يقوذه، فلما رأاه رسول الله ﷺ قال: هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله! هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه، قال: فاجلسه بين يديه ثم مسح صدره ثم قال له: اسلم فاسلم، ودخل به أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله ﷺ ورأسه كأنها ثمامنة، فقال رسول الله ﷺ: غيروا هذا من شعره. رواه أحمد والطبراني ورجالهما ثقات، مجمع الرواية

٢٥٤/٦

4. হ্যরত আসমা বিনতে আবু বকর (রায়ঃ) বলেন, (মক্কা বিজয়ের দিন) হ্যরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মকায় প্রবেশ করিলেন এবং মসজিদে হারামে আসিলেন, তখন হ্যরত আবু বকর (রায়ঃ) তাহার পিতা আবু কোহাফাকে তাহার হাত ধরিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আনিলেন। তিনি তাহাকে দেখিয়া এরশাদ করিলেন, আবু বকর, বড় মিয়াকে ঘরেই থাকিতে দিতে, আমি স্বয়ং তাহার নিকট ঘরে উপস্থিত হইতাম? হ্যরত আবু বকর (রায়ঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি তাহার নিকট যাওয়ার চাইতে তাহার হক বেশী যে, তিনি আপনার নিকট হাঁটিয়া আসেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে নিজের সামনে বসাইলেন এবং তাহার বুকের উপর হাত মোবারক বুলাইয়া এরশাদ করিলেন। আপনি মুসলমান হইয়া থাক্ক সুতরাং হ্যরত আবু

হযরত আবু বকর (রায়িহ) যখন তাহার পিতাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আনিলেন তখন তাহার মাথার চুল সাগামাহ গাছের ন্যায় সাদা ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তাহার চুলের সাদা রংকে মেহেদী ইত্যাদি লাগাইয়া) পরিবর্তন করিয়া দাও।

(মুসনাদে আহমদ, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

ফায়দা ৪ সাগামাহ এক রকম গাছ যাহা বরফের ন্যায় সাদা হয়।

(মাজমায়ে বিহারিল আনওয়ার)

- ৫ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ
وَأَنْذَرَ عَشِيرَتَ الْأَقْرَبِينَ [الشعراء: ٢١٤]، قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ
الصَّفَا، فَصَعِدَ عَلَيْهِ، ثُمَّ نَادَى: "يَا صَيَاحَاهُ" فَاجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ،
بَيْنَ رَجُلٍ يَجْعِيُ إِلَيْهِ، وَبَيْنَ رَجُلٍ يَقْتُلُ رَسُولَهُ، فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، يَا بَنِي فَهْرٍ، يَا بَنِي يَابْنِي، أَرَأَيْتُمْ لَوْ
أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا يَسْفُحُ هَذَا الْجَبَلَ، تُرِيدُ أَنْ تُغَيِّرَ عَلَيْكُمْ،
صَدَقْتُمُونِي؟ قَالُوا: نَعَمْ! قَالَ: فَلَيْسَنِي تَبَرِّئُ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيِ عَذَابٍ
شَدِيدٍ، فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ: تَبَّأْ لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ، أَمَا دَعَوْتَنَا إِلَّا لِهَذَا؟
فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: "تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ". رواه أحمد/ ١٧

৫. হযরত ইবনে আবাস (রায়িহ) বলেন, যখন আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাখিল করিলেন—‘أَنْذَرْ عَشِيرَتَ الْأَقْرَبِينَ’—অর্থাৎ, আপনি আপনার নিকটতম আত্মীয়দেরকে ভয় প্রদর্শন করুন।’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফা পাহাড়ের উপর আরোহণ করিয়া উচ্চস্থরে আওয়াজ দিলেন—‘অর্থাৎ হে লোকসকল, প্রত্যুষে শক্র আক্রমণ করিবে! অতএব সকলেই এইখানে সমবেত হও।’ সুতরাং সমস্ত লোক তাঁহার নিকট সমবেত হইল। কেহ স্বয়ং হাজির হইল আর কেহ নিজের প্রতিনিধি পাঠাইল। অতঃপর তিনি এরশাদ করিলেন, হে বনু আব্দিল মুস্তালিব, বনু ফিহির, হে অমুক গোত্র! হে অমুক গোত্র! বল দেখ, যদি আমি তোমাদিগকে এই সংবাদ দেই যে, এই পাহাড়ের পাদদেশে ঘোড়সওয়ারদের এক সৈন্যদল অপেক্ষমান রহিয়াছে যাহারা তোমাদের উপর আক্রমণ করিবে তাহিতেছে/ তবে কি তোমরা আমাকে সন্তুষ্যাদী

মানিয়া লইবে? সকলে বলিল, হাঁ তিনি এরশাদ করিলেন, আমি তোমাদিগকে এক কঠিন আয়াব আসার পূর্বে ভয় প্রদর্শন করিতেছি। আবু লাহাব বলিল, (নাউয়ুবিল্লাহ) তুমি চিরদিনের জন্য ধৰ্ম হও। আমাদিগকে শুধু এইজন্য ডাকিয়াছিলে? ইহার উপর আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন যে, আবু লাহাবের উভয় হাত ধৰ্ম হউক এবং সে ধৰ্ম হউক। (মুসনাদে আহমাদ)

٦- عن منيب الأذدي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحادية وهو يقول: يأيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلكوا فمِنْهُمْ مَنْ تفَلَّ فِي وَجْهِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ حَنَّ عَلَيْهِ التُّرَابُ، وَمِنْهُمْ مَنْ سَبَّهُ حَتَّى اتَّصَفَ النَّهَارُ، فَاقْبَلَتْ جَارِيَةٌ بِعْسٍ مِنْ مَاءٍ، فَقَسَّلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَقَالَ: يَا بُنْيَادًا لَا تَخْشِنِي عَلَى أَبْنِكِ غِيلَةٌ وَلَا دِلَةٌ، قَلَّتْ: مَنْ هَذِه؟ قَالُوا: زَيْنَبُ بْنَتْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ جَارِيَةٌ وَضَيْثَةٌ. رواه الطبراني وفيه: منيب بن مدرك ولم أعرفه، وبقيه رجال نفاث، مجمع الرواية /١٨/، وفي الحاشية: منيب بن مدرك ترجمة البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم ولم يذكره كرا فيه حرفا ولا تعدلا

৬. হ্যরত মুনীব আয়দী (রায়িঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আপন জাহিলিয়াতের যুগে দেখিয়াছি, তিনি বলিতেছিলেন, লোকেরা **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** বল, সফলকাম হইবে। আমি দেখিয়াছি যে, তাহাদের কেহ তো তাঁহার চেহারায় থু থু দিতেছিল, আর কেহ তাঁহার উপর মাটি ফেলিতেছিল, আর কেহ তাঁহাকে গালি দিতেছিল। এইভাবে দিনের অর্ধেক কাটিয়া গেল। তারপর একটি মেয়ে একটি পানির পেয়ালা লইয়া আসিল। তিনি উহা হইতে পানি লইয়া নিজের চেহারা ও উভয় হাত ধুইলেন এবং বলিলেন, আমার মেয়ে! তুমি তোমার পিতার ব্যাপারে অকস্মাত কতল হইয়া যাওয়ার ভয় করিও না অথবা কোন প্রকার অপমানের আশঙ্কা করিও না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম এই মেয়েটি কে? লোকেরা বলিল, ইনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ে হ্যরত যায়নাব (রায়িঃ)। তিনি একজন সুন্নী বালিকা ছিলেন।

(তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়ে)

for more videos <https://youtube.com/annaaba>

- ٧ - عن محمد بن عثمان بن حوشب عن أبيه عن جده رضي الله عنه
 قال: لما أظهر الله محمدًا أرسلت إليه أربعين فارسًا مع عبد
 شر، فقدموا عليه بكتابي، فقال له: ما أسلك؟ قال: عبد شر
 قال: بلى أنت عبد خير، فبايعه على الإسلام، وكتب معه الجواب
 إلى حوشب في ظلم، فامن حوشب. (اصابة ٢٨٢)

৭. হ্যরত মুহাম্মাদ ইবনে ওসমান (রায়িৎ) আপন দাদা হ্যরত হাওশাব (রায়িৎ) হইতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তায়ালা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিজয় দিলেন তখন আমি আব্দেশার এর সহিত চল্লিশজন ঘোড়সওয়ারের একজামত তাহার খেদমতে পাঠাইলাম। তাহারা আমার চিঠি লইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পৌছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি? তিনি বলিলেন, (আমার নাম) আব্দেশার অর্থাৎ অনিষ্টকর। তিনি এরশাদ করিলেন, না, বরং তুমি আব্দ খায়ের অর্থাৎ কল্যাণকর। (অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তিনি মুসলমান হইয়া গেলেন।) তিনি তাহাকে ইসলামের উপর বাইআত করিলেন।

বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিঠির উত্তর লিখিলেন এবং তাহার হাতে হাওশাবের নিকট পাঠাইলেন। (চিঠিতে হাওশাবের প্রতি ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত ছিল) হাওশাব (উক্ত চিঠি পড়িয়া) দৈমান আনয়ন করিলেন। (এসাবাহ)

- ٨ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول: من رأى منكم منكرًا فلْيغِيرْه بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يُسْتَطِعْ فِيْلَسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يُسْتَطِعْ فِيْقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَنْعَفُ الْإِيمَانِ. رواه مسلم.

باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان رقم: ١٧٧

৮. হ্যরত আবু সাঈদ খুদরী (রায়িৎ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, তোমাদের মধ্যে যে কেহ কোন খারাপ কাজ হইতে দেখে তাহার উচিত উহাকে নিজের হাত দ্বারা পরিবর্তন করিয়া দেয়। যদি (হাত দ্বারা পরিবর্তন করার) শক্তি না থাকে তবে যবান দ্বারা উহাকে পরিবর্তন করিয়া দিবে।

আর যদি এই শক্তিও না থাকে তবে অস্তর দ্বারা উহাকে খারাপ জানিবে, অর্থাৎ সেই খারাপ কাজের কারণে অস্তরে দুঃখ হয়। আর ইহা ঈমানের সর্বাপেক্ষা দুর্বল অবস্থা। (মুসলিম)

عَنِ التَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حَدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمْثَلٌ قَوْمٌ اسْتَهْمَوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوا مِنَ الْمَاءِ مَرُوا عَلَى مَنْ فَوْقُهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَا حَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا حَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مِنْ فَوْقَنَا، فَإِنَّ يَتَرَكُونَهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلْكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخْدُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوا، وَنَجَوا جَمِيعًا. رواه البخاري، باب هل يفرغ في القسمة والاستهان فيه؟

رقم: ٢٤٩٣

৯. হ্যরত নোমান ইবনে বশীর (রায়িঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ তায়ালার হকুম পালন করে আর সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ তায়ালার হকুম অমান্য করে—ইহাদের উভয়ের উদাহরণ ঐ সমস্ত লোকদের ন্যায় যাহারা একটি বড় জাহাজে আরোহণ করিয়াছে। লটারীর মাধ্যমে জাহাজের তলা নির্ধারণ করা হইয়াছে। সুতরাং কিছু লোক জাহাজের উপরের তলায় এবং কিছু লোক জাহাজের নিচের তলায় অবস্থান করিয়াছে। নিচের তলার লোকদের যখন পানির প্রয়োজন হয় তখন তাহারা উপরে আসে এবং উপর তলায় উপবেশনকারীদের নিকট দিয়া অতিক্রম করে। তাহারা ভাবিল যে, যদি আমরা আমাদের (নিচের) অংশে ছিদ্র করিয়া লই (যাহাতে উপরে যাওয়ার পরিবর্তে ছিদ্র হইতেই পানি লইয়া লইব) এবং আমাদের উপরের লোকদেরকে কষ্ট না দেই (তবে কতই না উত্তম হয়)। এমতাবস্থায় যদি উপরওয়ালারা নিচের লোকদেরকে তাহাদের অবস্থার উপর ছাড়িয়া দেয় এবং তাহাদিগকে তাহাদের এই সিদ্ধান্ত হইতে বিরত না রাখে (আর তাহারা ছিদ্র করিয়া ফেলে) তবে সকলেই ধৰৎস হইয়া যাইবে। আর যদি তাহারা তাহাদের হাত ধরিয়া ফেলে (যে, ছিদ্র করিতে দিব না) তবে তাহারা নিজেরাও বাঁচিবে এবং অন্যান্য সমস্ত মুসাফিরগণও বাঁচিয়া যাইবে। (বোথারী)

for more videos <https://youtube.com/annaaba>
 হইয়াছে, যাহাতে আরোহণ একে অন্যের ভূলের দ্বারা প্রভাবিত না হইয়া পারে না। সমস্ত দুনিয়ার মানুষ এক কাওমের ন্যায় একই জাহাজের আরোহী। এই জাহাজে হকুম পালনকারীও রহিয়াছে। হকুম অমান্যকারীও রহিয়াছে। যদি অবাধ্যতা ব্যাপক হইয়া যায় তবে উহাতে শুধু সেই শ্রেণীই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না যাহারা হকুম অমান্য করিতেছে বরং সমস্ত কাওম ও সমস্ত দুনিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। অতএব মানবসমাজকে ধ্বংস হইতে বাঁচানোর জন্য তাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালার অবাধ্যতা হইতে বিরত রাখা একান্ত জরুরী। যদি এরূপ করা না হয়, তবে সমগ্র মানব সমাজ আল্লাহ তায়ালার আযাবে গ্রেফতার হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

١٠- عَنْ الْعَرْسِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
 إِنَّ اللَّهَ لَا يُعِذِّبُ الْعَامَةَ بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ حَتَّى تَعْمَلَ الْخَاصَّةُ بِعَمَلِ
 تَقْدِيرِ الْعَامَةِ أَنْ تُغَيِّرَهُ وَلَا تُغَيِّرُهُ، فَذَاكِ جِينَ يَأْذَنُ اللَّهُ فِي هَلَالِ
 الْعَامَةِ وَالْخَاصَّةِ. رواه الطبراني و رجاله ثقات، مجمع الزوائد ٧/٥٢٨

১০. হযরত উরস ইবনে আমীরাহ (রায়িৎ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা কিছু লোকের ভূলের উপর সকলকে (যাহারা সেই ভূলে লিপ্ত নহে) আযাব দেন না, অবশ্য ঐ অবস্থায় সকলকে আযাব দেন যখন হকুম পালনকারীগণ শক্তি থাকা সঙ্গেও অমান্যকারীদেরকে বাধা না দেয়।

(তাবারানী, মাজয়ায়ে যাওয়ায়েদ)

١١- عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (فِي حَدِيثِ طَوْبِيلِ) عَنِ الرَّسُولِ ﷺ:
 قَالَ: أَلَا مَنْ بَلَغَتْ؟ فَلَمَّا نَعَمَ: أَلَّا يَشَهِّدَ فَلَيَلْبِسَ الشَّاهِدَ
 الْفَاعِلَ، فَإِنَّهُ رَبُّ مُلْكٍ يُلْبِغُهُ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ. رواه البخاري، باب قول
 النَّبِيِّ ﷺ لا ترجموا بعدى كفاراً... رقم: ٧٨٠

১১. হযরত আবু বাকরাহ (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হজ্জের সময় ১০ই জিলহজ্জ মিনাতে খোতবার শেষে) এরশাদ করিয়াছেন, আমি কি তোমাদিগকে আল্লাহ তায়ালার পয়গাম পৌছাইয়া দিয়াছি? (সাহাবা (রায়িৎ) বলেন,) আমরা আরজ করিলাম, জিঃ হাঁ। আপনি পৌছাইয়া দিয়াছেন। তিনি এরশাদ করিলেন; আয়াত আল্লাহহ! আপনি (ইহাদের দ্বাকারোক্তির উপর) সাক্ষা

দাওয়াত ও উহার ক্ষেত্রসমূহ

for more videos <https://youtube.com/annaaba>

হইয়া যান। অতঃপর তিনি এরশাদ করিলেন, যাহারা এখানে উপস্থিত আছে তাহারা ঐসমস্ত লোকদের নিকট পৌছাইয়া দিবে যাহারা এখানে উপস্থিত নাই। কারণ, অনেক সময় দ্বীনের কথা যাহাকে পৌছানো হয় সে, যে পৌছাইয়া দেয় তাহার অপেক্ষা বেশী স্মরণ রাখিতে সক্ষম হয়।

(বোখারী)

ফায়দা ৪ এই হাদীস শরীফে তাকীদ করা হইয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা ও তাহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে কোন কথা শুনার পর উহা নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিবে না, বরং উহা অন্যদের নিকট পৌছাইয়া দিবে। হয়ত অন্যরা তাহার অপেক্ষা বেশী স্মরণ রাখিতে পারিবে। (ফাতহল বারী)

١٣ - عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: وَالَّذِي
نَفَسَى بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَهُوَنُّ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُؤْشِكَنَّ
اللَّهُ أَنْ يَعْكِثْ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَذَعُونَهُ فَلَا يَسْتَعِيبُ لَكُمْ. رواه
الترمذى وقال: هذا حديث حسن، باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهى عن

১২. হ্যরত হোয়াইফা ইবনে ইয়ামান (রায়িঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সেই যাতের কসম, যাহার হাতে আমার প্রাণ, তোমরা অবশ্যই আমর বিল মারুফ নহী আনিল মুনকার (সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ) করিতে থাক। নতুনা অতিসত্ত্ব আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর আপন আয়াব পাঠাইয়া দিবেন। অতঃপর তোমরা দোয়া করিলেও আল্লাহ তায়ালা তোমাদের দোয়া কবুল করিবেন না। (তিরমিয়া)

١٤ - عَنْ زَيْنَبِ بْنِتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ!
أَفَهُلْكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ. رواه البخاري،
باب بأحوج وأما حرج، رقم: ٧١٣٥

১৩. হ্যরত যায়নাব বিনতে জাহাশ (রায়িঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাদের মধ্যে নেক লোক থাকা অবস্থায়ও কি আমরা ধূস হইয়া যাইব? তিনি এরশাদ করিলেন, জু হাঁ, যখন অসৎ কাজ ব্যাপক হইয়া যাইবে। (বোখারী)

<https://youtube.com/alamin5g>

١٤- عن أنسٍ رضيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ غُلَامًا يَهُودِيًّا يَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ فَمَرَضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ بِعُوذَةٍ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ: أَسْلِمْ فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: أَطْعِمْ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ، فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَفْقَدَهُ مِنَ النَّارِ.

رواه البخاري، باب إذا أسلم الصبي فمات .. رقم: ١٣٥٦

১৪. হযরত আনাস (রায়ি)⁸ বলেন, এক ইহুদী ছেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করিত। সে অসুস্থ হইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে দেখিতে গেলেন। তিনি তাহার মাথার নিকট বসিলেন এবং বলিলেন, মুসলমান হইয়া যাও। সে তাহার পিতার দিকে দেখিল। পিতা সেখানেই উপস্থিত ছিল। পিতা বলিল, আবুল কাসেম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর কথা মানিয়া লও। অতএব সে ছেলে মুসলমান হইয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বাহির হইয়া আসিলেন তখন বলিতেছিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি এই ছেলেকে (জাহানামের) আগুন হইতে বাঁচাইয়া লইলেন। (বোখারী)

١٥- عن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ هُنَّا
الْخَيْرَ خَزَائِنُ، وَلِلْكُلُّ الْخَزَائِنِ مَفَاتِيحُ، فَطُوبِي لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ
مَفْتَاحًا لِلْخَيْرِ مِقْلَاقًا لِلشَّرِّ، وَوَيْلٌ لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ مَفْتَاحًا لِلشَّرِّ
مِقْلَاقًا لِلْخَيْرِ. رواه ابن ماجه، باب من كان مفتاحا للخير، رقم: ٢٣٨

১৫. হযরত সাহল ইবনে সাদ (রায়ি)⁸ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এই কল্যাণ অর্থাৎ দ্বীন ভাগুর। অর্থাৎ দ্বীনের উপর আমল করা আল্লাহ তায়ালার অফুরন্ত নেয়ামতের ভাগুর হইতে উপকৃত হওয়ার উপায় এই সমস্ত ভাগুরের জন্য চাবি রহিয়াছে। সুসংবাদ সেই বান্দার জন্য যাহাকে আল্লাহ তায়ালা কল্যাণের চাবি (ও) অকল্যাণের তালা বানাইয়া দেন। অর্থাৎ—যাহাকে হেদায়াতের উসীলা বানাইয়া দেন। আর ধ্বংস সেই বান্দার জন্য যাহাকে আল্লাহ তায়ালা অকল্যাণের চাবি (ও) কল্যাণের তালা বানাইয়া দেন। অর্থাৎ যে গোমরাহীর উসীলা হয়। (ইবনে মাজাহ)

١٦ - عَنْ جَرِيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وَلَقَدْ شَكُوتُ إِلَى السَّبِيلِ أَنِّي لَا
أَتْبَعُ عَلَى الْخَيْلِ، فَصَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ: اللَّهُمَّ ثِبِّ
وَاجْعَلْهُ هَادِيًّا مَهْدِيًّا. رواه البخاري، باب من لا يثبت على الخيل ٤/٣

دار ابن كثير، دمشق

১৬. হ্যরত জারীর (রায়িঃ) বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অভিযোগ করিলাম যে, আমি ভালভাবে ঘোড়ায় সওয়ার হইতে পারি না। তিনি আমার বুকের উপর হাত মারিয়া দোয়া দিলেন, আয় আল্লাহহ, ইহাকে ভাল ঘোড়সওয়ার বানাইয়া দিন এবং নিজে সরলপথে চলিয়া অন্যদের জন্যও সরল পথ প্রদর্শনকারী বানাইয়া দেন। (বোখারী)

١٧ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لَا يَخْفِرُ
أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ يَخْفِرُ أَحَدُنَا نَفْسَهُ؟
قَالَ: يَرَى أَفْرَى، لِلَّهِ عَلَيْهِ فِيهِ مَقَالٌ، ثُمَّ لَا يَقُولُ فِيهِ، فَيَقُولُ اللَّهُ
عَزَّوَجَلَ لَهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ فِي كَذَّا وَكَذَّا؟ فَيَقُولُ:
خَشِبَةُ النَّاسِ، فَيَقُولُ: فَلِيَأْتِيَ، كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ تَغْشِيَ
بَابُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، رقم: ٨٠٠

১৭. হ্যরত আবু সাঈদ (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের কেহ নিজেকে হেয় মনে না করে। সাহাবা (রায়িঃ) আরজ করিলেন, নিজেকে হেয় মনে করার কি অর্থ? এরশাদ করিলেন, এমন কোন বিষয় দেখে যাহার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে তাহার উপর সংশোধনের দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু সে উক্ত বিষয়ে কিছুই বলে না। আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তাহাকে বলিবেন, কি জিনিস তোমাকে অমুক অমুক বিষয়ে কথা বলিতে বাধা দিয়াছিল? সে আরজ করিবে, মানুষের ভয়ে বলি নাই যে, তাহারা আমাকে কষ্ট দিবে। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিবেন, আমি ইহার বেশী উপযুক্ত ছিলাম যে, তুমি আমাকে ভয় করিতে। (ইবনে মাজাহ)

ফায়দা ৪ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে অসৎ কাজে নিষেধ করার যে দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে মানুষের: <https://www.youtube.com/watch?v=QaakrwaHhIg>

নিজেকে নিজে হেয় মনে করা।

- ۱۸ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ أَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّفْسُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ فَيَقُولُ: يَا هَذَا أَتَقْ اللَّهُ وَدَعْ مَا تَضَعُ فَإِنَّهُ لَا يَحْلُّ لَكَ, ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ فَلَا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكْيَلَهُ وَشَرِيكَهُ وَقَعِيدَهُ, فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ, ثُمَّ قَالَ: "لَعْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُ, بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاؤَدَ وَعَيْسَى بْنِ مَرْيَمَ"- إِلَيْهِ قَوْلُهُ- "فَسِقُونَ" [السادسة: ۷۸-۸۱] ثُمَّ قَالَ: كَلَّا وَاللَّهُ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ, وَلَتَخْعُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ, وَلَتَأْطِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا، وَلَتَغْصِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ فَصَرَا.

رواه أبو داؤد، باب الأمر والنهي، رقم: ۴۳۳۶

১৮. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রায়িহ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বনী ইসরাইলের মধ্যে সর্বপ্রথম অধঃপতন এইভাবে আরম্ভ হইল যে, একজন যখন অপরজনের সহিত সাক্ষাত করিত এবং তাহাকে বলিত, হে অমুক, আল্লাহ তায়ালাকে ভয় কর, তুমি যে কাজ করিতেছ তাহা ছাড়িয়া দাও, কেননা উহা তোমার জন্য জারীয়ে নাই। অতঃপর দ্বিতীয় দিন যখন তাহার সহিত সাক্ষাত হইত তখন তাহার না মানা সঙ্গেও সেই ব্যক্তি নিজের সম্পর্কের দরুণ তাহার সহিত খানাপিনা, উঠাবসা পূর্বের মতই করিত। যখন ব্যাপকভাবে একপ হইতে লাগিল এবং আমর বিল মারফত ও নহী আনিল মুনকার করা ছাড়িয়া দিল তখন আল্লাহ তায়ালা ফরমাবরদারদের দিলকে নাফরমানদের ন্যায় কঠিন করিয়া দিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

لَعْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُ, بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاؤَدَ وَعَيْسَى بْنِ مَرْيَمَ

হইতে পর্যন্ত পড়িলেন।

(প্রথম দুই আয়াতের তরজমা এই) বনী ইসরাইলের উপর হ্যরত দাউদ ও হ্যরত সোসা আলাইহিমাস সালামের যবানে লান্নত করা হইয়াছে। ইহা এই করণে যে: (তাহারা নাফরমানী) করিতে গুরুতর সীমা

অতিক্রম করিত। যে অন্যায় কাজে তাহারা লিপ্ত ছিল উহা হইতে তাহারা একে অপরকে নিষেধ করিত না। প্রকৃতই তাহাদের এই কাজ মন্দ ছিল।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত তাকীদের সহিত এই ভকুম করিয়াছেন যে, তোমরা অবশ্য সৎকাজের আদেশ কর এবং অসৎ কাজে বাধা প্রদান কর, জালেমকে জুলুম হইতে বিরত রাখিতে থাক এবং তাহাকে হক কথার দিকে টানিয়া আনিতে থাক আর তাহাকে হকের উপর ধরিয়া রাখ। (আব দাউদ)

عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: يائياها الناس! إنكم تقرءون هذه الآية: «يائياها الذين آمنوا علیکم أنفسکم» لا يضركم من ضل إدا اهتدیتم [السادسة: ١٠٥]، وإنني سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه الترمذى وقال: حدث

صحيح، باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المتكلم، رقم: ٢١٦٨

১৯. হ্যারত আবু বকর সিদ্দীক (রায়ধিৎ) বলিয়াছেন, লোকেরা, তোমরা
এই আয়ত পড়িয়া থাক

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ

অর্থাৎ হে ইমানদারগণ, নিজেদের ফিকির কর, যখন তোমরা সোজা
পথে চলিতেছ তখন যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হয় তাহার দ্বারা তোমাদের কোন
ক্ষতি নাই।

ଆର ଆମି ରାସୁଲୁହାହ ସାନ୍ନାହାତ୍ ଆଲାଇହି ଓ ଯାସାନ୍ନାମକେ ଏହି ଏରଶାଦ
କରିତେ ଶୁଣିଯାଛି ଯେ, ଯଥନ ଲୋକେରା ଜାଲେମକେ ଜୁଲୁମ କରିତେ ଦେଖିଯାଓ
ତାହାକେ ଜୁଲୁମ ହିଁତେ ବାଧା ଦିବେ ନା, ତଥନ ଅତିସତ୍ତର ଆନ୍ତର ତାଯାଳ
ତାହାଦେର ସକଳକେ ସ୍ଥିଯ ବ୍ୟାପକ ଆୟାବେ ଲିପ୍ତ କରିଯା ଦିବେନ । (ତିରମିଷି)

ফায়দাৎ হ্যরত আবু বকর (রায়িহ) এর উদ্দেশ্য এই ছিল যে, তোমরা আয়াতের মর্ম এই বুঝ যে, যখন মানুষ নিজে হেদয়াতের উপর রহিয়াছে তখন তাহার জন্য আমর বিল মারফ ও নহী অনিল মুনকার করা জরুরী নহে, কারণ অন্যদের ব্যাপারে তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে না। হ্যরত আবু বকর (রায়িহ) হাদীস বর্ণনা করিয়া আয়াতের এই ভুল অর্থকে নাকচ করিলেন। যাহা দ্বারা ইহা পরিষ্কার হইয়া গেল যে, যথাসম্ভব অন্যান্য কাজ হইতে বধা দেওয়া এই উপর্যুক্তের দায়িত্ব এবং প্রত্যেক

দাওয়াত ও তুর্লৌগ
for more videos <https://youtube.com/annaaba>
ব্যক্তির কাজ। আয়াতের সঠিক অর্থ এই যে, হে ঈমানদারগণ, নিজের সৎশোধনের ফিকির কর। তোমাদের দ্বিনের রাস্তায় চলা এইভাবে হট্টে যে, নিজেরও সৎশোধন করিতেছ আবার অন্যদের সৎশোধনেরও চেষ্টা করিতেছ। তারপর যদি কেহ তোমাদের চেষ্টা সত্ত্বেও গোমরাহ হইয়া যায় তবে তাহার গোমরাহ হওয়ার দ্বারা তোমাদের কোন ক্ষতি নাই।

(ব্যানুল কুরআন)

- ٢٠ -
عَنْ حَدِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ:
تَعْرَضُ الْفِتْنَ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عَوْذًا عَوْذًا، فَإِذَا قَلَبَ
أَشْرِبَهَا نُكِّثَ فِيهِ نُكْتَةً سَوْدَاءً، وَإِذَا قَلَبَ أَنْكَرَهَا نُكِّثَ فِيهِ نُكْتَةً
بَيْضَاءً، حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبِيْنِ، عَلَى أَبْيَضِ مِثْلِ الصَّفَاءِ، فَلَا تَضَرُّهُ
فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمُونُتُ وَالْأَرْضُ، وَالْآخِرُ أَسْوَدُ مِنْ بَادًا كَالْكُوْزِ
مُجَعِّبًا لَا يَعْرَفُ مَغْرُوفًا وَلَا يَنْكِرُ مَنْكَرًا إِلَّا مَا أَشْرَبَ مِنْ هَوَاهُ.

رواه مسلم، باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب ٣٦٩، رقم: ٠٠٠٠٠

২০. হ্যরত হোয়াইফা (রায়িৎ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, মানুষের দিলের উপর আগে পিছে এমনভাবে ফেঁনাসমূহ আসিবে যেমন চাটাইয়ের চটাগুলি আগে পিছে একটা অপরটার সহিত জড়িত থাকে। অতএব যে দিল এই সকল ফেঁনা হইতে কোন একটিকে গ্রহণ করিবে সে দিলে একটি কাল দাগ লাগিয়া যাইবে। আর যে দিল উহা গ্রহণ করিবে না সে দিলে একটি সাদা চিহ্ন লাগিয়া যাইবে। অবশ্যে দিল দুই প্রকার হইয়া যাইবে। একটি সাদা মর্মর পাথরের ন্যায়,—যতদিন আসমান যমিন কায়েম থাকিবে কোন ফেঁনা উহার ক্ষতি করিতে পারিবে না। (অর্থাৎ মর্মর পাথর মসৃণ হওয়ার কারণে যেমন উহার উপর কোন জিনিস স্থির থাকিতে পারে না তেমনি ঈগান মজবুত হওয়ার কারণে তাহার দিলের উপর ফেঁনা কোন প্রভাব ফেলিতে পারিবে না।) দ্বিতীয় প্রকার দিল, কালো ছাই রঙের উপুড় করা পেয়ালার ন্যায় হইবে। অর্থাৎ অধিক গুনাহের কারণে দিল কালো হইয়া যাইবে। যেমন উপুড় করা পেয়ালার মধ্যে কোন জিনিস থাকে না তেমনি এই দিলের মধ্যে গুনাহের প্রতি ঘৃণা ও ঈমানের নূর অবশিষ্ট থাকিবে না। যে কারণে সে না নেকীকে নেকী, না গুনাহকে গুনাহ বুঝিবে। শুধু নিজের খাহেশের উপর আমল করিবে, যাহা তাহার দিলের ভিতর জমিয়া দিয়া থাকিবে। (মুসলিম)

—٢١— عن أبي أميَّة الشعْباني رَحْمَةُ اللَّهِ قَالَ: سَأَلَتْ أَبَا ثَغْلَةَ الْخَشْنَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَلَّتْ: يَا أَبَا ثَغْلَةَ! كَيْفَ تَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ؟ (عَلَيْكُمْ أَنفُسُكُمْ) قَالَ: أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ سَأَلَتْ عَنْهَا خَبِيرًا، سَأَلَتْ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: بَلْ اتَّخِرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنَاهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ، حَتَّى إِذَا رَأَيْتُ شَعْمًا مُطَاعِمًا، وَهُوَ مُتَبَعًا، وَذُنُبًا مُؤْثِرَةً، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، فَعَلِيكَ بِعَنْتِي بِنَفْسِكَ، وَدَعْ عَنْكَ الْعَوَامَ، فَإِنَّ مِنْ وَرَاءِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ، الصَّابِرُ فِيهِ مِثْلُ قَبْضِ عَلَىِ الْجَمَرِ، لِلْعَامِلِ فِيهِمْ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِهِ.

فَقَالَ (أَبُو ثَغْلَةَ): يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْهُمْ، قَالَ: أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ.

رواہ أبو داؤد، باب الأمر والنهی، رقم: ٤٣٤١.

২১. হ্যরত আবু উমাইয়্যাহ শা'বানী (রহঃ) বলেন, আমি হ্যরত আবু সালাবাহ খুশানী (রাযঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি আল্লাহ তায়ালার এই এরশাদ ‘**عَلَيْكُمْ أَنفُسُكُمْ**’ অর্থাৎ, তোমরা নিজেদের ফিকির কর, এর ব্যাপারে কি বলেন? তিনি বলিলেন, আল্লাহর কসম, তুমি এমন ব্যক্তির নিকট এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছ, যে এই ব্যাপারে খুব ভালভাবে অবগত আছে। আমি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই আয়াতের অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি এরশাদ করিয়াছিলেন যে, (ইহার উদ্দেশ্য এই নয় যে, শুধু নিজের ফিকির কর) বরং একে অন্যকে সংকাজের আদেশ করিতে থাক এবং অসৎ কাজ হইতে বাধা দিতে থাক। অতঃপর যখন দেখিবে যে, লোকেরা ব্যাপকভাবে ক্ষণগতা করিতেছে, খাহেশাতকে পূরণ করা হইতেছে, দুনিয়াকে দীনের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হইতেছে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের রায়কে পছন্দ করিতেছে (অন্যের রায়কে মানিতেছে না) তখন সাধারণ লোকদেরকে ছাড়িয়া নিজের সংশোধনের ফিকিরে লাগিয়া যাইও। কেননা শেষ যামানায় এমন দিন আসিবে যখন দীনের হকুমসমূহের উপর অট্টল থাকিয়া আমল করা জুলন্ত কয়লা হাতে লওয়ার ন্যায় কঠিন হইবে। সেই সময় আমলকারী তাহার একটি আমলের উপর এত পরিমাণ সওয়াব পাইবে যত পরিমাণ পঞ্চাশজন উক্ত আমল করিলে পায়। হ্যরত আবু সালাবা (রাযঃ) বলেন, আমি আবজ্ঞ করিলাম, ইয়া বাসুলাল্লাহ,

তাহাদের মধ্য হইতে পঞ্চাশ জনের সওয়াব পাইবে, (না আমাদের মধ্য হইতে পঞ্চাশ জনের) ? (কেননা সাহাবা (রায়িৎ)দের আমলের সওয়াব অনেক বেশী) এরশাদ করিলেন, তোমাদের মধ্য হইতে পঞ্চাশজনের সওয়াব সেই একজন পাইবে। (আবু দাউদ)

ফায়দা : ইহার অর্থ এই নয় যে, শেষ যমানায় আমলকারী ব্যক্তি তাহার এই বিশেষ ফয়লতের কারণে সাহাবা (রায়িৎ)দের অপেক্ষা মর্যাদায় বাড়িয়া যাইবে। কেননা সাহাবা (রায়িৎ) সর্বাবস্থায় অবশিষ্ট সমস্ত উন্মত হইতে উন্মত।

এই হাদিস শরীফ দ্বারা জানা গেল যে, আমর বিল মারুফ নহী আনিল মূনকার করিতে থাকা জরুরী। অবশ্য যদি এমন সময় আসিয়া পড়ে যে, হক কথা গ্রহণ করার যোগ্যতা একেবারেই খতম হইয়া যায় তবে সেই সময় পৃথক হইয়া থাকার অকুম রহিয়াছে। আল্লাহ তায়ালার মেহেরবাণীতে এখনও সেই সময় উপস্থিত হয় নাই, কেননা এখনও এই উন্মতের মধ্যে হক কথা কবুল করার যোগ্যতা বিদ্যমান রহিয়াছে।

—٢٢—
عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْعَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالْطُّرُقَاتِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا لَنَا مِنْ مَحَالِسَنَا بَدْ نَتَحَدَّثُ فِيهَا، فَقَالَ: فَإِذَا أَبِيْتُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَاغْطُوا الْطَّرِيقَ حَفْظَهُ، فَقَالُوا: وَمَا حَقُّ الْطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: غَصْبُ الْبَصَرِ، وَكُفُّ الْأَذْيَ، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالْهُنْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ.
رواه البخاري، باب قول الله تعالى يا أيها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا

رقم: ٦٦٦٩

২২. হযরত আবু সাউদ খুদরী (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা রাস্তার উপর বসিও না। সাহাবা (রায়িৎ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমাদের জন্য রাস্তার উপর না বসিয়া উপায় নাই, আমরা সেখানে বসিয়া কথাবার্তা বলিয়া থাকি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যদি বসিতেই হয় তবে রাস্তার হকসমূহ আদায় করিবে। সাহাবা (রায়িৎ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, রাস্তার হকসমূহ কি ? তিনি এরশাদ করিলেন, দৃষ্টি অবনত রাখা, কষ্টদায়ক জিনিস রাস্তা হইতে সরাইয়া দেওয়া, (অথবা স্বয়ং কাহাকেও কষ্ট না দেওয়া) সালামের উন্নত দেওয়া, সৎ কাজের আদেশ করা ও অসৎ কাজে নিষেধ করা। (বোধুরী)

কায়দা ৪ সাহাবা (রায়িৎ) দের উদ্দেশ্য ছিল, রাস্তায় বসা হইতে বাচিয়া থাকা আমাদের দ্বারা সম্ভব নয়, কেননা আমাদের এমন কোন স্থান নাই যেখানে আমরা মজলিস করিতে পারি। এইজন্য যখন আমরা কয়েকজন একত্রিত হই তখন সেখানে রাস্তার উপরেই বসিয়া যাই এবং নিজেদের দ্বীনী ও দুনিয়াবী বিষয়ে পরম্পর পরামর্শ করি। একে অন্যের অবস্থা জিজ্ঞাসা করি। কেহ অসুস্থ হইলে তাহার জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করি, পরম্পর কোন মনঃকষ্ট থাকিলে উহা দূর করিয়া আপোষ করি।

(মাজাহিরে হক)

— ২৩ — عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: ليس منا من لم ير حُمْمَ صَفِيرَنَا وَيُوقَرْ كَبِيرَنَا وَيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ . رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء فى رحمة المُنْكَرِ.

الصياغ، رقم: ١٩٢١

২৩. হযরত ইবনে আববাস (রায়িৎ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সেই ব্যক্তি আমাদের অনুসারীদের অস্তর্ভুক্ত নহে, যে আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না, আমাদের বড়দের সম্মান করে না, সৎকাজের আদেশ করে না এবং অসৎ কাজে নিষেধ করে না। (তিরমিয়ী)

— ২৪ — عن حَدِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ، تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ . (الحادي) رواه البخاري، باب الفتنة التي

نحو كسوغ البحر، رقم: ٧٠٩٦

২৪. হযরত হোয়াইফা (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষের স্ত্রী, মাল, আওলাদ এবং প্রতিবেশী সম্পর্কিত ছকুম পালনে যে কৃটি বিচ্যুতি ও গুনাহ হয়, নামায সদকা আমর বিল মারুফ ও নহী আনিল মুনকার উহার কাফফারা হইয়া যায়। (বোখারী)

— ২৫ — عن جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَوْحَى اللَّهُ عَزَّوَجَلَ إِلَيْيَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ أَقْلِبْ مَدِينَةً كَذَا وَكَذَا

بِأَهْلِهَا، قَالَ: يَا رَبَّ إِنَّ فِيهِمْ عَذَابٌ فَلَمَّا كُمْ يَعْصِكَ طَرْفَةً غَيْنِ،
قَالَ: فَقَالَ: افْلِبْهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّزْ فِي سَاعَةٍ
فَطُّ. مِشْكَةُ الصَّابِحَيْ، رَقْمٌ: ٥١٥٢

২৫. হ্যরত জাবের (রায়িহ) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা হ্যরত জিবরাইল আলাইহিস সালামকে হৃকুম দিলেন যে, অমুক শহরকে উহার বাসিন্দা সহ উল্টাইয়া দাও। হ্যরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম আরজ করিলেন, হে আমার রব, সেই শহরে আপনার অমুক বান্দা ও রহিয়াছে, যে ক্ষণিকের জন্যও আপনার নাফরমানী করে নাই। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তায়ালা হ্যরত জিবরাইল আলাইহিস সালামকে বলিলেন, তুম সেই শহরকে উক্ত ব্যক্তিসহ সমস্ত শহরবাসীর উপর উল্টাইয়া দাও। কেননা শহরবাসীকে আমার হৃকুম অমান্য করিতে দেখিয়া এক মুহূর্তের জন্যও সেই ব্যক্তির চেহারার রৎ পরিবর্তন হয় নাই।

(মেশকাতুল মাসাৰীহ)

ফায়দা : আল্লাহ তায়ালার এরশাদের সারমৰ্ম এই যে, এই কথা সত্ত্বে যে, আমার বান্দা কখনও আমার নাফরমানী করে নাই, কিন্তু তাহার এই অপরাধই বা কম কিসে যে, লোকজন তাহার সম্মুখে গুনাহ করিতে থাকিল, আর সে নিশ্চিন্ত মনে তাহা দেখিতে থাকিল। অসৎ কাজ ছড়াইতে থাকিল এবং লোকেরা আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী করিতে থাকিল, কিন্তু সেই অসৎ কাজ ও নাফরমানীতে লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে দেখিয়া তাহার চেহারায় কখনও অসন্তোষের ভাবও অনুভূত হইল না। (মেরকাত)

- ٢٦ - عَنْ دُرَةَ ابْنَةِ أَبِي لَهَبٍ قَالَتْ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ عَلَى
الْمِنْبَرِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: خَيْرُ النَّاسِ
أَفْرُزُهُمْ وَأَنْقَاهُمْ وَأَمْرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأَوْصِلُهُمْ لِلرَّحْمَنِ. رواه أحمد وهذا لفظه، والطبراني ورجاهما ثقات وفي
بعضهم كلام لا يضر، مجمع الروايات/٧٤٠.

২৬. হ্যরত দুররাহ বিনতে আবি লাহাব (রায়িহ) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিস্বারের উপর বসিয়াছিলেন, এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল, ইয়া রাসুলুল্লাহ, লোকদের মধ্যে সর্বোত্তম কে? তিনি এরশাদ করিলেন, সর্বোত্তম ব্যক্তি সে যে লোকদের মধ্যে সবচেয়ে

বেশী কুরআন শরীফ পাঠকারী, সবচেয়ে বেশী তাকওয়া ওয়ালা, সবচেয়ে
বেশী সৎকাজের আদেশকারী ও অসৎ কাজে নিষেধকারী এবং সবচেয়ে
বেশী আত্মীয় স্বজনের সহিত সম্বুদ্ধবহারকারী।

(মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

**٢٧ - عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ كَتَبَ إِلَى كِسْرَى، وَإِلَى
قِصْرَ، وَإِلَى السَّجَاشِيِّ، وَإِلَى كُلِّ جَمَارٍ، يَدْعُوْهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى،
وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِي صَلَى عَلَيْهِ النَّبِيُّ رَحْمَةُ اللَّهِ رَحْمَةُ النَّبِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ**

النَّبِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ إِلَى مُلُوكِ الْكُفَّارِ رقم: ٤٦٠٩

২৭. হযরত আনাস (রায়িঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম কিসরা, কাইসার, নাজাশী এবং বড় বড় শাসনকর্তাদের নিকট
চিঠি লিখিলেন। (সেই সমস্ত চিঠির মাধ্যমে) তাহাদিগকে আল্লাহ
তায়ালার দিকে দাওয়াত দিলেন। এই নাজাশী সেই নাজাশী নহে (যে
মুসলমান হইয়াছিল এবং) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
যাহার নামাযে জানায়া পড়াইয়াছিলেন (বরং এই নাজাশী অন্য ব্যক্তি
ছিলেন। হাবশার প্রত্যেক বাদশার উপাধি নাজাশী হইত)। (মুসলিম)

**٢٨ - عَنْ الْعَزْرِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ:
إِذَا عَمِلْتَ الْخَطِيْبَةَ فِي الْأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهَدَهَا فَكَرِهَهَا كَانَ
كَمَنْ غَابَ عَنْهَا، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرِضَيْهَا كَانَ كَمَنْ شَهَدَهَا.**

ابوداؤد, باب الأمر والنهي, رقم: ٤٣٤٥

২৮. হযরত উরস ইবনে আমীরাহ কিন্দী (রায়িঃ) বলেন, নবী করীম
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন জমিনে কোন
গুনাহ করা হয় তখন যে উহা দেখিয়াছে এবং উহাকে খারাপ মনে
করিয়াছে সে উহার আয়াব হইতে সেই ব্যক্তির ন্যায় নিরাপদে থাকিবে, যে
গুনাহের স্থানে উপস্থিত ছিল না। আর যে গুনাহের স্থানে উপস্থিত
না, কিন্তু সেই গুনাহ হওয়াকে খারাপ মনে করিল না, সে উক্ত গুনাহের
আয়াবে সেই ব্যক্তির ন্যায় অংশীদার হইবে যে গুনাহের স্থানে উপস্থিত
ছিল। (আবু দাউদ)

- ২৯ - عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: مثلكم كمثل رجال أو قد نارا، فجعل الجنادب والقراش يقعن فيها وهو يذهبون عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدّي. رواه مسلم، باب شفقة ﷺ على أمنه رقم: ٥٩٥٨

২৯. হযরত জাবের (রায়িৎ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার ও তোমাদের উদাহরণ সেই ব্যক্তি ন্যায় যে আগুন জ্বালাইল, আর কৌটপতঙ্গ সেই আগুনে পড়িতে আরম্ভ করিল আর সে উহাদিগকে আগুন হইতে সরাইতে লাগিল। আমি ও তোমাদের কোমরে ধরিয়া ধরিয়া তোমাদিগকে জাহানামের আগুন হইতে বাঁচাইতেছি, কিন্তু তোমরা আমার হাত হইতে ছুটিয়া যাইতেছ। অর্থাৎ জাহানামের আগুনের পড়িতেছ। (মুসলিম)

ফায়দা : উক্ত হাদিস শরীফে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে স্থীয় উন্মত্তকে জাহানামের আগুন হইতে বাঁচাইবার জন্য সীমাবদ্ধ দয়ামায়ার কথা বর্ণিত হইয়াছে। (মাভাবী)

- ৩০ - عن عبد الله رضي الله عنه قال: كأني انظر إلى النبي ﷺ يغسل نبياً من الأنبياء، ضربه قومه فاذمه و هو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. رواه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، رقم: ٣٤٧٧

৩০. হযরত আবদুল্লাহ (রায়িৎ) বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিতে পাইতেছি, তিনি এক নবীর ঘটনা বর্ণনা করিতেছেন যে, তাঁহার কাওম তাঁহাকে এত মারপিট করিল যে, রক্তাঙ্গ করিয়া দিল, আর তিনি আপন চেহারা হইতে রক্ত মুছিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন, আয় আল্লাহ, আমার কাওমকে ক্ষমা করিয়া দিন, কারণ তাহারা জানে না। (এই ধরনের ঘটনা স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত ওহদের যুক্তে ঘটিয়াছে।)

(বোখারী)

- ৩১ - عن هند بن أبي هالة رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ متواصلـ الآخرـانـ ذاتـ الـفـكـرـةـ لـيـسـتـ لـهـ رـاحـةـ طـوـيلـ السـكـتـ لـأـ

يَتَكَلُّمُ فِي غَيْرِ حَاجَةٍ. (وهو طرف من الرواية) الشمائل المحمدية والحسنات

المصطفوية، رقم: ۲۲۶

٣١. হযরত হিন্দ ইবনে আবি হালাহ (রায়িৎ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাবলী বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, তিনি (উম্মতের ব্যাপারে) সর্বদা ভারক্রান্ত ও সারাক্ষণ চিন্তাযুক্ত থাকিতেন। এক মুহূর্তের জন্য তাহার আরাম ছিল না। বেশীর ভাগ সময় চুপ থাকিতেন, বিনা প্রয়োজনে কথা বলিতেন না। (শামায়েলে তিরমিয়ী)

٣٢ - عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَخْرَقْتَنَا بِإِيمَانِنَا
تَقْبِيفَ فَادْعُ اللَّهَ عَلَيْنِمْ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اهْدِنَا تَقْبِيفًا. رواه الترمذى وقال: هذا

حديث حسن صحيح غرب، باب في تقيف وبني حبفة، رقم: ۳۹۴۶

٣٢. হযরত জাবের (রায়িৎ) বলেন, সাহাবা (রায়িৎ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, সাকীফ গোত্রের তীরগুলি আমদিগকে শেষ করিয়া দিল, আপনি তাহাদের জন্য বদদোয়া করুন। তিনি এরশাদ করিলেন, আয় আল্লাহ, সাকীফ গোত্রকে হেদায়াত দান করুন। (তিরমিয়ী)

٣٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
تَلَّأَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ 『رَبِّ إِنَّهُ أَضَلَّنَ
كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ』 فَمَنْ تَعْنِي فَإِنَّهُ مِنِّي» [ابراهيم: ۳۱] الآية وَقَالَ
عَبْسِي عَلَيْهِ السَّلَامُ 『إِنْ تَعْذِبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ
فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفِيرُ الْحَكِيمُ» [الصادقة: ۱۱۸] فَرَفَعَ يَدَيهُ وَقَالَ: اللَّهُمَّ
أَمْتَنِي أَمْتَنِي، وَبَكِنِي، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا جِبْرِيلُ! اذْهَبْ إِلَى
مُحَمَّدٍ، وَرَبُّكَ أَغْلَمْ، فَإِنَّهُ مَا يُنْكِنُكَ؟ فَقَاتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ
فَسَأَلَهُ، فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَا قَالَ، وَهُوَ أَغْلَمُ، فَقَالَ اللَّهُ:
يَا جِبْرِيلُ! اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ: إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أَمْبِكَ وَلَا
نَسُوءُكَ. رواه مسلم، باب دعاء النبي ﷺ لأمهاته رقم: ۴۹۹

٣٤. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রায়িৎ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করআন পাকের সেই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন, যাহাতে আল্লাহ তায়ালা হযরত ইবরাহিম

আলাইহিস সালামের দোয়া উল্লেখ করিয়াছেন—

**رَبِّ إِنَّهُ أَضَلُّنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبْغِيْ فِيْهِ مِنْيَ
وَمَنْ عَصَايِيْ فِيْنَكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ**

অর্থ : হে আমার রব, এই সমস্ত মৃত্তিশূলি অনেক মানুষকে গোমরাহ করিয়া দিয়াছে। (অতএব নিজের ও নিজের আওলাদদের জন্য মৃত্তিপূজা হইতে বাধা প্রদান করিতেছি, এমনিভাবে জাতিকেও মৃত্তিপূজা হইতে বাধা প্রদান করিতেছি।) অতঃপর (আমার বলার পর) যে আমার কথা মানিল, সে তো আমার আছেই (এবং তাহার জন্য মাগফিরাতের ওয়াদা রহিয়াছে)। আর যে আমার কথা মালি না (তাহাকে আপনি হেদায়াত দান করুন, কেননা) আপনি অত্যধিক ক্ষমাশীল এবং অতিশয় দয়াময়। (হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের এই দোয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, মুমিনীনদের জন্য শাফায়াত করা ও কাফেরদের জন্য হেদায়াত কামনা করা।)

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াতও তেলাওয়াত করিলেন, যাহাতে আল্লাহ তায়ালা হ্যরত সিসা আলাইহিস সালামের দোয়া উল্লেখ করিয়াছেন—

إِنْ تَعْذِيْبُهُمْ فِيْهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فِيْنَكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

অর্থ : যদি আপনি তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করেন তবে ইহারা আপনার বান্দা এবং আপনি তাহাদের মালিক। (আর মালিকের জন্য বান্দাদিগকে তাহাদের গুনাহের উপর শাস্তি প্রদানের অধিকার রহিয়াছে।) আর যদি আপনি তামাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেন তবে আপনি মহাপরাক্রান্ত, (কুদুরত ওয়ালা, অতএব ক্ষমা করার উপরও ক্ষমতা রাখেন এবং) হেকমতওয়ালা (ও)। (অতএব আপনার ক্ষমা ও হেকমত অনুসারে হইবে।)

উভয় আয়াত তেলাওয়াত করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এর আপন উম্মতের কথা স্মরণ হইল, সুতরাং তিনি) দোয়ার জন্য হ্যত উঠাইলেন এবং আরজ করিলেন, আয় আল্লাহ! আমার উম্মত! আমার উম্মত! এবং তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। ইহার উপর আল্লাহ তায়ালার এরশাদ হইল, হে জিবরাসীল! মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট যাও। যদি তোমার রব সর্ব বিষয়ে অবগত আছেন তবুও তুমি তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি কেন

কাঁদিতেছেন? অতএব হ্যরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলেন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি জিবরাইল আলাইহিস সালামকে বলিলেন, আমার উম্মতের ব্যাপারে এই চিন্তা আমাকে কাঁদাইতেছে যে, আখেরাতে তাহাদের কি উপায় হইবে। (জিবরাইল আলাইহিস সালাম যাইয়া আল্লাহ তায়ালাৰ নিকট এই কথা আৱজ কৰিলে) আল্লাহ তায়ালা এৱশাদ কৰিলেন, হে জিবরাইল, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এৱ নিকট যাও এবং তাঁহাকে বল যে, তোমার উম্মতের ব্যাপারে আমি তোমাকে সন্তুষ্ট কৰিয়া দিব এবং তোমাকে ব্যধিত কৰিব না। (মুসলিম)

ফায়দা : কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরাইল আলাইহিস সালামের নিকট আল্লাহ তায়ালাৰ এই পয়গাম শুনিয়া বলিলেন, আমি তো তখন নিশ্চিন্ত ও সন্তুষ্ট হইব যখন আমার একজন উম্মতীও দোষখে না থাকে।

আল্লাহ তায়ালা সর্ব বিষয় অবগত থাকা সত্ত্বেও কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা কৰার জন্য জিবরাইল আলাইহিস সালামকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুধু তাঁহার সম্মানার্থে পাঠাইয়াছিলেন। (মাআরিফুল হাদীস)

٣٣ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا رَأَيْتُ مِنَ النَّبِيِّ طَيْبَ نَفْسٍ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اذْعُ اللَّهَ لِنِي، قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَائِشَةَ مَا تَقْدَمَ مِنْ ذَنْبِهَا وَمَا تَأْخُرَ، وَمَا أَسْرَتْ وَمَا أَغْلَثَ لِضَحْكَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَتَّى سَقَطَ رَأْسُهَا فِي حِجْرِهَا مِنَ الضَّحْكِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: أَيْسُرُكِ دُعَائِي؟ فَقَالَتْ: وَمَا لِي لَا يَسْرِينِي دُعَاؤُكَ؟ فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنَّهَا لَدُغْوَتِي لِأَمْنِي فِي كُلِّ صَلَاةٍ.

رواہ البزار و رجاله رجال الصبح غیر احمد بن منصور الرمادي وهو ثقة، مجمع الروايات ۳۹۰/۹

৩৪. হ্যরত আয়েশা (রায়িহ) বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সন্তুষ্ট দেখিয়া আৱজ কৰিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার জন্য আল্লাহ তায়ালাৰ নিকট দেয়া কৰিয়া দিন। তিনি এৱশাদ কৰিলেন, অর্থাৎ আয় আল্লাহ, সোন্দেশের আতীত ভৱিষ্যতের সকল গুনাই মাফ কৰিয়া দিন। এবং সুমন্ত

গুনহও মাফ করিয়া দিন যাহা সে গোপনে বা প্রকাশ্যে করিয়াছে। এই দোয়া শুনিয়া আমি আনন্দে এই পরিমাণ হাসিলাম যে, আমার মাথা আমার কোলের সঙ্গে লাগিয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমার দোয়ার কারণে তোমার কি খুব আনন্দ হইতেছে? আমি বলিলাম, আপনার দোয়ার কারণে আমি কেন আনন্দিত হইব না? তিনি এরশাদ করিলেন, আল্লাহর কসম, আমি এই দোয়া আমার উপর্যুক্ত জন্য প্রত্যেক নামাযের মধ্যে করিয়া থাকি।

(বায়ার, মাজমায়ে দাওয়ায়ে)

٣٥ - عَنْ عَفْرُونَ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ
الَّذِينَ بَدَا غَرِيبًا وَبَرَجَعَ غَرِيبًا فَطُوبَنِي لِلْغَرَبَاءِ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا
أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِنِي مِنْ سُنْتِنِي. (وهو بعض الحديث) رواه الترمذى
وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء أن الإسلام بدأ غريبا...
.....

رقم: ١٦٣

৩৫. হযরত আমর ইবনে আওফ (রায়ি)⁸ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন যে, দ্বিন শুরুতে অপরিচিত ছিল এবং অতিসত্ত্ব আবার পূর্বের ন্যায় অপরিচিত হইয়া যাইবে। অতএব ঐ সমস্ত মুসলমানদের জন্য সুসংবাদ যাহাদিগকে দ্বিনের কারণে অপরিচিত মনে করা হইবে। ইহারা ঐ সমস্ত লোক হইবে যাহারা আমার পর লোকেরা আমার তরীকার মধ্যে যাহা কিছু পরিবর্তন ঘটাইয়াছে উহার সংশোধন করিবে। (তিরিয়া)

٣٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اذْعُ عَلَى
الْمُشْرِكِينَ، قَالَ: إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ لَقَانًا وَإِنِّي مَا بَعْثَتْ رَحْمَةً. رواه مسلم

باب النهي عن لعن الدواب وغيرها، رقم: ١٦٣

৩৬. হযরত আবু হোরায়রা (রায়ি)⁸ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মুশরিকদের জন্য বদদোয়া করার দরখাস্ত করা হইল। তিনি এরশাদ করিলেন, আমাকে লাভকারী হিসাবে পাঠানো হয় নাই, আমাকে শুধু রহমত বানাইয়া পাঠানো হইয়াছে। (মুসলিম)

٣٧ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَسِيرُوا وَلَا تُعْسِرُوا، وَسَكُنُوا وَلَا تُنْفِرُوا. رواه مسلم، باب في الأمر

৩৭. হ্যরত আনাস ইবনে মালেক (রায়িঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সহজ কর, কঠিন করিও না, লোকদেরকে সান্ত্বনা দাও এবং ঘণ্টা সৃষ্টি করিও না। (মুসলিম)

৩৮- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ما من رجل يُعْشَ لسانه حَقًا يَعْمَلُ بِهِ بَعْدَهُ، إِلَّا أَجْرَى اللَّهُ عَلَيْهِ أَجْرَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ وَفَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ تَوَابَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه

احمد/٣٦٦

৩৮. হ্যরত আনাস ইবনে মালেক (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে আপন যবান দ্বারা কোন হক কথা বলে যাহার উপর পরবর্তীতে আমল হইতে থাকে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামত পর্যন্তের জন্য উহার সওয়াব জারি করিয়া দেন। আবার আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন উহার পুরাপুরি সওয়াব দান করিবেন। (মুসনাদে আহমাদ)

৩৯- عن أبي منفعة البذرئي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: مَنْ دَلَّ عَلَىٰ خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِيهِ. (وهو حرج، من الحديث) رواه

أبوداؤد، باب في الدليل على الحرج، رقم: ٥١٢٩

৪০. হ্যরত আবু মাসউদ বদরী (রায়িঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সৎকাজের দিকে পথ দেখায় সে সৎকর্মকারীদের সমান সওয়াব লাভ করে। (আবু দাউদ)

৪০- عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ دَعَا
إِلَىٰ هُدًىٰ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أَجْوَرِ مَنْ تَبَعَهُ، لَا يَنْفَضِعُ ذَلِكَ مِنْ
أَجْوَرِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَىٰ ضَلَالٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ
مَنْ تَبَعَهُ، لَا يَنْفَضِعُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا. رواه مسلم، باب من سنّة

حسنة، رقم: ٦٨٠٤

৪০. হ্যরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি হেদ্যাত ও সৎকাজের দাওয়াত দিবে সে ঐ সমস্ত লোকদের আমল সমান সওয়াব পাইতে থাকিবে যাহারা সেই সৎকাজের অনসরণ করিবে এবং

অনুসরণকারীদের সওয়াবে কোন কম হইবে না। এমনিভাবে যে গোমরাহীর কাজের দিকে দাওয়াত দিবে সে ঐ সমস্ত লোকদের আশলের গুনাহ পাইতে থাকিবে যাহারা সেই গোমরাহীর অনুসরণ করিবে এবং ইহার কারণে সেই অনুসরণকারীদের গুনাহে কোন কম হইবে না। (মুসলিম)

٤٢١ - عن عَلْقَمَةَ بْنِ سَعْيَدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَأَتَى عَلَى طَوَافِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ أَفْوَامِ لَا يَفْقَهُونَ جِبْرِانَهُمْ، وَلَا يَعْلَمُونَهُمْ، وَلَا يَعْظُمُونَهُمْ، وَلَا يَأْمُرُونَهُمْ، وَلَا يَنْهَاوْنَهُمْ، وَمَا بَالُ أَفْوَامِ لَا يَعْلَمُونَ مِنْ جِبْرِانَهُمْ، وَلَا يَفْقَهُونَهُمْ، وَلَا يَعْظُمُونَهُمْ، وَلَا يَأْمُرُونَهُمْ، وَلَا يَنْهَاوْنَهُمْ، وَلَا يَتَعْظَمُونَ، وَلَا يَتَفَقَّهُونَ، وَاللَّهُ لِيَعْلَمَنَ قَوْمٌ جِبْرِانَهُمْ، وَلَا يَفْقَهُونَهُمْ وَيَعْظُمُونَهُمْ، وَلَا يَأْمُرُونَهُمْ، وَلَا يَنْهَاوْنَهُمْ، وَلَا يَتَعْلَمُنَ قَوْمٌ مِنْ جِبْرِانَهُمْ، وَلَا يَفْقَهُونَهُمْ، وَلَا يَعْظُمُونَهُمْ، أَوْ لَا يَأْمُرُونَهُمْ العَقُوبَةُ، ثُمَّ نَزَلَ فَقَالَ قَوْمٌ: مَنْ تَرَوْنَهُ عَنِي بِهُؤُلَاءِ؟ قَالُوا: الْأَشْعَرِيَّنَ، هُمْ قَوْمٌ فَقَهَاءُ، وَلَهُمْ جِبْرِانٌ جَفَاهٌ مِنْ أَهْلِ الْمِيَاهِ وَالْأَغْرَابِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ الْأَشْعَرِيَّنَ، فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ذَكَرْتَ قَوْمًا بِخَيْرٍ، وَذَكَرْتَنَا بَشَرًا، فَمَا بِالنَّاسِ؟ فَقَالَ: لِيَعْلَمَنَ قَوْمٌ جِبْرِانَهُمْ، وَلَا يَعْظُمُهُمْ، وَلَا يَأْمُرُهُمْ، وَلَا يَنْهَاوْهُمْ، وَلَا يَتَعْلَمُنَ قَوْمٌ مِنْ جِبْرِانَهُمْ، وَلَا يَفْقَهُونَهُمْ، وَلَا يَعْظُمُونَهُمْ أَوْ لَا يَأْمُرُونَهُمْ العَقُوبَةُ فِي الدُّنْيَا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنْفَطْنَا غَيْرَنَا (وَفِي رِوَايَةِ أَبْطَرِ غَيْرَنَا؟) فَأَعَادَ قَوْلَهُ عَلَيْهِمْ وَأَعَادُوا قَوْلَهُمْ، أَنْفَطْنَا غَيْرَنَا (وَفِي رِوَايَةِ أَبْطَرِ غَيْرَنَا؟) فَقَالَ ذَلِكَ أَيْضًا، فَقَالُوا: أَمْهَلْنَا سَنَةً، فَأَمْهَلْلَهُمْ سَنَةً لِيَفْقَهُوْهُمْ، وَلِيَعْلَمُوْهُمْ، وَلِيَعْظُمُوْهُمْ، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذِهِ الْآيَةَ: {لِلْعَنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا يُنَزَّلُ عَلَى لِسَانٍ دَاؤُهُ وَعَيْسَى بْنُ مَرْيَمٍ} الآيَةُ. رواه الطبراني في الكبير عن بكير بن معروف عن علقة، الترغيب (١٤٢)، بكير بن معروف صدوق فيه لين، تقريب النهذيب.

৪১. হ্যারত আলকামা ইবনে সাঈদ (রায়িহ) বলেন, একবার
রাসুলুল্লাহ সাল্লাম্বাণ্ড আল-ইহি ওয়াসাল্লাম ব্যান করিলেন, যাহাতে

কতিপয় মুসলমান কাওমের প্রশংসা কারলেন : তারপর এরশাদ কারলেন, ইহা কেমন কথা যে, কতিপয় কাওম তাহাদের নিজ প্রতিবেশীদের মধ্যে না দীনের বুৰু পয়দা করে, না দীন শিক্ষা দেয়, না তাহাদিগকে নসীহত করে, না তাহাদিগকে সৎকাজের আদেশ করে, না তাহাদিগকে অসৎকাজ হইতে বারণ করে ! আর কি ব্যাপার ! কতিপয় কাওম নিজ প্রতিবেশীর নিকট হইতে না এলেম শিক্ষা করে, না দীনের বুৰু হাসিল করে, আর না নসীহত গ্রহণ করে। আল্লাহর কসম, এই সমস্ত লোকেরা নিজ প্রতিবেশীদেরকে এলেম শিক্ষা দিবে তাহাদের মধ্যে দীনের বুৰু পয়দা করিবে, তাহাদিগকে নসীহত করিবে, তাহাদিগকে সৎকাজের আদেশ করিবে, অসৎ কাজ হইতে বিরত রাখিবে। আর অন্য লোকেরা তাহাদের প্রতিবেশীদের নিকট হইতে দীন শিক্ষা করিবে, তাহাদের নিকট হইতে দীনের বুৰু হাসিল করিবে এবং তাহাদের নসীহত গ্রহণ করিবে। নতুবা আমি তাহাদিগকে দুনিয়াতেই কঠিন শাস্তি দিব। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিশ্বার হইতে নিচে নামিয়া আসিলেন।

লোকদের মধ্যে এই ব্যাপারে বলাবলি হইল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কওম সম্পর্কে ইহা বলিয়াছেন ? লোকেরা বলিল, আশআরী কাওমের লোকজনকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন। কারণ, তাহারা এলেম ওয়ালা আর তাহাদের আশে পাশের গ্রামের লোকেরা দীন সম্পর্কে অঙ্গ। আশআরী লোকদের নিকট এই সৎবাদ পৌঁছিল। তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আপনি কতিপয় কাওমের প্রশংসা করিয়াছেন, আর আমাদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের কি অন্যায় হইয়াছে ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (পুনরায়) এরশাদ করিলেন, এই সমস্ত লোকেরা নিজেদের প্রতিবেশীদিগকে এলেম শিক্ষা দিবে, তাহাদিগকে নসীহত করিবে তাহাদিগকে সৎকাজের আদেশ করিবে, অসৎ কাজ হইতে বারণ করিবে। এমনিভাবে অন্যদের উচিত যে, তাহারা নিজেদের প্রতিবেশীদের নিকট হইতে শিক্ষা করিবে, তাহাদের নিকট নসীহত গ্রহণ করিবে, দীনের বুৰু হাসিল করিবে। নতুবা আমি তাহাদের সকলকে দুনিয়াতেই কঠিন শাস্তি প্রদান করিব।

আশআরীগণ আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা কি অন্যদেরকে জ্ঞানদান করিব ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় আপন সেই হৃকুম এরশাদ করিলেন তাহারা তৃতীয়বার একই

কথা আরজ করিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় নিজের সেই হৃকুম এরশাদ করিলেন। অতঃপর তাহারা আরজ করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাদিগকে এক বৎসরের সময় দিন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে তাহাদের প্রতিবেশীদেরকে শিখাইবার জন্য এক বৎসরের সুযোগ দিলেন। যাহাতে তাহাদের মধ্যে দীনের বুঝ পয়দা করে, তাহাদিগকে শিখায় এবং তাহাদিগকে নসীহত করে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

لَعْنَ الظِّنَنِ كَفَرُوا مِنْهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاؤَدْ
وَعَيْسَى بْنِ مَرْيَمْ (الآية)

অর্থ : বনী ইসরাইলের মধ্যে যাহারা কাফের ছিল তাহাদের উপর হ্যরত দাউদ ও হ্যরত ঈসা আলাইহিমাস সালামের যবানে লান্ত করা হইয়াছিল। আর এই লান্ত এইজন্য করা হইয়াছিল যে, তাহারা আদেশের বিরোধিতা করিয়াছে এবং সীমা অতিক্রম করিয়াছে। যে অন্যায় কাজে তাহারা লিপ্ত ছিল উহা হইতে একে অপরকে নিষেধ করিত না। তাহাদের এই কাজ প্রকৃতই খারাপ ছিল। (তাবারানী, তরণীব)

٤٤ - عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: يُحَاجَءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ، فَتَسْدِلُقُ أَقْبَاهُ فِي النَّارِ فَيَدْرُزُ كَمَا يَدْرُزُ الْحَمَارُ بِرَحَاءٍ، فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ: يَا فَلَانُ! مَا شَانَكَ، أَنِّي كُنْتَ تَأْمُرُ بِالْمَغْرُوفِ وَتَنْهَاكُ عنِ الْمُنْكَرِ؟ قَالَ: كُنْتَ أَمْرُكُمْ بِالْمَغْرُوفِ وَلَا آتَيْتَهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتَيْتَهُمْ

رواد البحارى، باب صفة النار، وأنها مخلوقه، رقم: ٢٦٧.

৪২. হ্যরত উসামা ইবনে যায়েদ (রায়িহ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন যে, কেয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা হইবে এবং তাহাকে জাহানামে নিষ্কেপ করা হইবে, যাহাতে তাহার নাড়ীভুংড়ি বাহির হইয়া পড়িবে। সে নাড়ীভুংড়ির চারিদিকে এমনভাবে ঘুরিতে থাকিবে যেমন জাঁতার গাধা জাঁতার চারিদিকে ঘুরিতে থাকে। অর্থাৎ জাঁতা ঘোরানোর জন্মে ঘোরানো জাঁতার চারিদিকে ঘোরানো হইয়া থাকে

for more videos <https://youtube.com/annaaba>

তেমনভাবে এই ব্যক্তি তাহার নাড়িভুড়ির চারিদিকে ঘূরিতে থাকিবে। জাহানামের লোকেরা তাহার চারিপার্শ্বে সমবেত হইবে এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, হে অমুক, তোমার কি হইয়াছে? তুমি কি সৎকাজের আদেশ করিতে না এবং অসৎ কাজ হইতে আমাদিগকে নিষেধ করিতে না? সে উক্তর দিবে, আমি তোমাদিগকে সৎকাজের আদেশ করিতাম, কিন্তু নিজে উহার উপর আমল করিতাম না এবং অসৎকাজ হইতে নিষেধ করিতাম, কিন্তু নিজে উহা করিতাম। (বোথারী)

٣٣ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
مَرَزَتُ لِلَّهِ أَسْرَى بِي عَلَى قَوْمٍ تُفَرِّضُ شَفَاعَهُمْ بِمَقَارِبِ نَصْ منْ نَارٍ
قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هُؤُلَاءِ؟ قَالُوا: حُطَّابٌ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا كَانُوا يَأْمُرُونَ
النَّاسَ بِالْإِيمَانِ وَيَنْهَا أَنفُسَهُمْ وَهُمْ يَتَلَوَّنُ الْكِتَابَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.

رواه أحمد / ١٢٠

৪৩. হ্যরত আনাস ইবনে মালেক (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাম্পুলুম্বাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, শবে মেরাজে আমি এমন এক জামাতের নিকট দিয়া অতিক্রম করিয়াছি যে, তাহাদের ঠোট জাহানামের আগনের কাঁচি দ্বারা কাটা হইতেছে। আমি জিবরাসিল (আলাইহিস সালাম)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই সমস্ত লোক কাহারা? তিনি বলিলেন, ইহারা ঐ সকল ওয়াজকারী যাহারা অন্যদেরকে সৎকাজের জন্য বলিত, আর নিজেরা নিজেদেরকে ভুলিয়া যাইত। অর্থাৎ নিজেরা আমল করিত না, অথচ তাহারা আল্লাহ তায়ালার কিতাব পড়িত। তাহারা কি জ্ঞানবান ছিল না? (মুসনাদে আহমাদ)

আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় বাহির হওয়ার ফয়েলত

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَالَّذِينَ أَوْفُوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَفَظْ لَهُمْ مَغْفِرَةً
وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ [الأنفال: ٧٤]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—আর যাহারা ঈমান আনয়ন করিয়াছে এবং নিজেদের ঘর ছাড়িয়াছে এবং আল্লাহ তায়ালার রাহে জিহাদ করিয়াছে, আর যাহারা এই সকল মুহাজিরদিগকে নিজেদের নিকট আশ্রয় দিয়াছে এবং তাহাদিগকে সাহায্য করিয়াছে, ইহারা ঈমানের পূর্ণ হক আদায় করিয়াছে, তাহাদের জন্য রহিয়াছে মাগফেরাত ও সম্মানজনক রূজী। (আনফাল)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاتَّارُونَ☆
يُشَرِّهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ مِنْهُ وَرِضْوَانَ وَجْهِتْ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ☆
خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا طَإِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ [التوبة: ٢٠-٢٢]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—যাহারা ঈমান আনয়ন করিয়াছে এবং তাহারা নিজ ঘর ছাড়িয়াছে এবং আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় আপন মাল ও জান দ্বারা জেহাদ করিয়াছে আল্লাহ তায়ালার নিকট তাহাদের জন্য বড় মর্তবা রহিয়াছে, আর এই সমস্ত লোকই পরিপূর্ণ কামিয়াব। তাহাদিগকে তাহাদের রব সুসংবাদ দান করিতেছেন আপন রহমত ও সন্তুষ্টির এবং জানাতের এমন বাগানসমূহের যেখানে তাহারা চিরস্থায়ী নেয়ামত লাভ করিবে। সেই সকল জানাতে তাহারা চিরকাল বাস করিবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালার নিকট মহাপুরুষ্কার রহিয়াছে। (তওবাহ)

**وَقَالَ تَعَالَى : ﴿وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَهُدِّيْنَاهُمْ سُبْلًاٰ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعٌ
الْمُخْسِنِينَ﴾ [العنكبوت: ٦٩]**

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—আর যাহারা আমার (দ্বীনের) খাঁতরে কষ্ট সহ্য করে, আমি তাহাদিগকে অবশ্যই আমার নিকট পৌছার রাস্তাসমূহ দেখাইয়া দিব। (অর্থাৎ তাহাদিগকে এমন সমস্ত কথা বুবাইব যাহা অন্যদের অনুভূতিতেও আসিবে না।) নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা এখলাসের সহিত আমলকারীদের সহিত আছেন। (আনকাবৃত)

**وَقَالَ تَعَالَى : ﴿وَمَنْ جَهَدَ فِائِمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِٗ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ
الْعَلَمَيْنَ﴾ [العنكبوت: ٦٧]**

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—যে ব্যক্তি মেহনত করে সে নিজের লাভের জন্যই মেহনত করে। (নতুবা) আল্লাহ তায়ালার সমগ্র জাহানের কাহারই প্রয়োজন নাই। (আনকাবৃত)

**وَقَالَ تَعَالَى : ﴿وَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ
يَرْتَابُوا وَجَهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِٗ أُولَئِنَّكُمْ هُمُ
الصَّادِقُونَ﴾ [الحجرات: ١٥]**

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—কামেল স্টৈমানদার তো তাহারাই যাহারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর উপর স্টৈমান আনিয়াছে, অতঃপর (সারাজীবনে কখনও) সন্দেহ করে নাই। (অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রত্যেক কথাকে অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে মানিয়া লইয়াছে এবং উহাতে কখনও সন্দেহ করে নাই।) আর নিজের মাল ও জান লইয়া আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় কষ্ট সহ্য করিয়াছে। ইহারাই স্টৈমানে সত্যবাদী। (ছজুরাত)

**وَقَالَ تَعَالَى : ﴿بَأَيْمَانِهِ الَّذِينَ آمَنُوا هُنَّ أَذْلَّكُمْ عَلَى تِجَارَةِ
تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ★ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَجَاهِدُونَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ★ يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبُكُمْ وَيَذْخُلُكُمْ جَنَّتَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَرُ وَمَسْكِنٌ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّتِ عَذْنِ★ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾**

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—সৈমানদারগণ, আমি কি তোমাদিগকে এমন ব্যবসার কথা বলিব, যাহা তোমাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক আয়ার হইতে রক্ষা করিবে? (আর তাহা এই যে,) তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার রাসূলের উপর সৈমান আনয়ন কর এবং আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় আপন মাল ও জান লইয়া জেহাদ কর। ইহা তোমাদের জন্য অতি উত্তম যদি তোমরা কিছু বুঝ জ্ঞান রাখ। (ইহা দ্বারা) আল্লাহ তায়ালা তোমারে গুনাহসমূহকে ঘাফ করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে জামাতের এমন বাগানসমূহে প্রবেশ করাইবেন যাহার নিম্নদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত হইবে এবং উত্তম গৃহসমূহে দাখিল করিবেন যাহা সর্বদা অবস্থানের বাগানসমূহে হইবে। ইহা অনেক বিরাট সফলতা। (ছফ্)

**وَقَالَ تَعَالَى : ﴿فَلْ إِنْ كَانَ أَبَاوْكُمْ وَأَبْنَاؤْكُمْ وَأَخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ
وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٍ افْتَرَقْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشُونَ كَسَادَهَا
وَمَسْكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَهَادٍ فِي سَبِيلِهِ
فَتَرَبَصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾**

[المربة: ١٤]

আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে এরশাদ করিয়াছেন,—আপনি মুসলমানদিগকে বলিয়া দিন, যদি তোমাদের পিতা, পুত্র, ভাই ও স্ত্রীগণ এবং তোমাদের স্বগোত্র আর সেই সকল ধনসম্পদ যাহা তোমরা অর্জন করিয়াছ এবং সেই ব্যবসা যাহাতে তোমরা মন্দ পড়িবার আশঙ্কা করিতেছ, আর সেই গৃহসমূহ যাহাতে বাস করা তোমরা পছন্দ করিতেছ, (যদি এই সমস্ত জিনিস) তোমাদের নিকট আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার রাসূল হইতে এবং আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদ করা হইতে অধিক প্রিয় হয় তবে তোমরা অপেক্ষা কর এই পর্যন্ত যে, আল্লাহ তায়ালার শাস্তির নির্দেশ পাঠাইয়া দেন; আর আল্লাহ তায়ালা আদেশ অমান্যকারীদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। (তওবা)

**وَقَالَ تَعَالَى : ﴿وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَلْقَفُوا بِاِنْدِيْكُمْ إِلَى
الْتَّهْلِكَةِ وَأَخْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُخْسِنِينَ﴾ (البر: ١٩٥)**

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—তোমরা জ্ঞানের সহিত মাল ও আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় খরচ কর (এবং জেহাদ ত্যাগ করিয়া) নিজেদিগকে নিজের জাগন হাতে খেঁৎসের স্থানে নিক্ষেপ করিও না। আর যে কাজই

আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় বাহির হওয়ার ফরীদত
কর উত্তমরূপে সম্পন্ন কর। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা উত্তমরূপে কাজ
সম্পাদনকারীদিগকে ভালবাসেন। (বাকারাহ)

হাদীস শরীফ

٤٣ - عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَقَدْ أَخْفَتُ فِي
اللَّهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ، وَلَقَدْ أَوْزَيْتُ فِي اللَّهِ لَمْ يُؤْذَ أَحَدٌ، وَلَقَدْ
أَتَتْ عَلَىٰ نَلَاطِئِكُمْ مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَا لَنِي وَلِلَّالِ طَعَامٌ يَا كُلُّهُ
ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَيْءٌ يُؤْرِيْهُ إِبْطَ بَلَالٍ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن

صحيح، باب أحاديث عائشة وأنس ، رقم: ٢٤٧٢

88. হযরত আনাস (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দ্বীনের (দাওয়াতের) ব্যাপারে আমাকে এত ভয় দেখানো হইয়াছে যে, কাহাকেও এত ভয় দেখানো হয় নাই, এবং আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় আমাকে এত কষ্ট দেওয়া হইয়াছে যে, আর কাহাকেও এত কষ্ট দেওয়া হয় নাই। ত্রিশ দিন ত্রিশ রাত্রি আমার উপর এরূপ অতিবাহিত হইয়াছে যে, আমার ও বেলালের জন্য খাওয়ার এমন কোন জিনিস ছিল না যাহা কোন প্রাণী খাইতে পারে। শুধু এই পরিমাণ হইত যাহা বেলালের বগলতলা ধারণ করিতে পারে। অর্থাৎ অতি সামান্য পরিমাণে হইত। (তিরমিয়ী)

٤٥ - عَنْ أَبْنَى عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَبْثِتُ
اللَّيَالِيَ الْمُسَتَّبَعَةَ طَاوِيْاً وَأَهْلَهُ لَا يَجِدُونَ عَشَاءً، وَكَانَ أَكْثَرُ
خُبْرِهِمْ خُبْرَ الشَّعْبَيْرِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ما

جاء في معيشة النبي ﷺ وأهله، رقم: ٢٣٦٠

85. হযরত ইবনে আববাস (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার পরিবারের লোকেরা একাধারে বহু রাত্রি খালি পেটে অনাহারে কাটাইতেন। তাহাদের নিকট রাত্রের খাবার থাকিত না। আর তাঁহাদের খানা সাধারণতঃ যবের রুটি হইত। (তিরমিয়ী)

٤٦ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: مَا شَبَعَ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ

for more books <https://youtube.com/alamin5g>

خُبْرُ شَعِيرٍ، يَوْمَنِ مُتَابِعِينَ حَتَّىٰ قِبْضَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. رواه بسل،
باب الدنيا سجن للملوم وحنة للكافر، رقم: ٧٤٤٥

৪৬. হযরত আয়েশা (রায়িৎ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত পর্যন্ত তাঁহার পরিবারের লোকেরা যবের রুটি ও একাধারে দুইদিন পেট ভরিয়া খান নাই। (মুসলিম)

٢٧ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا نَأَوَلَتِ النَّبِيِّ ﷺ كُسْرَةً مِنْ خُبْرِ شَعِيرٍ فَقَالَ: هَذَا أَوَّلُ طَعَامٍ أَكَلَهُ أَبُوكَ مِنْذُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. رواه أحمد والطبراني وزاد: فَقَالَ: مَا هَذِهِ؟ فَقَالَتْ: قُرْصٌ خَبِزَتْهُ، فَلَمْ تَطْبَقْ نَفْسِيَ حَتَّىٰ أَتَيْتَكَ بِهِذِهِ الْكُسْرَةِ. وَرَجَلَهُمَا نَفَاتٌ، مُحَمَّعُ الرَّوَانِدِ. / ١٦٢

৪৭. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, একবার হযরত ফাতেমা (রায়িৎ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যবের রুটির একটি টুকরা পেশ করিলেন। তিনি এরশাদ করিলেন, তোমার পিতা তিনি দিন পর এই প্রথম খানা খাইলেন। (মুসনাদে আহমাদ)

এক রেওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেয়েকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি? তিনি আরজ করিলেন, আমি একটি রুটি বানাইয়াছিলাম, আমার ভাল লাগিল না যে, আপনাকে ছাড়িয়া খাই। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٨ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَئَلَمَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِالْخَنْدَقِ وَهُوَ يَخْفِرُ وَنَحْنُ نَتَقْلُ التُّرَابَ، وَبَصَرَ بِنَا فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا يَعِيشُ إِلَّا عَيْشٌ الْآخِرَةِ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ. رواه السعاري، باب الصحة والفراغ ، رقم: ٦٤١٤

৪৮. হযরত সাহল ইবনে সাদ সায়েদী (রায়িৎ) বলেন, আমরা খন্দকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তিনি খন্দক খনন করিতেছিলেন আর আমরা খন্দক হইতে মাটি বাহির করিয়া অন্য জায়গায় ফেলিতেছিলাম। তিনি আমাদের (এই অবস্থা) দেখিয়া বালিলেন, আয় আল্লাহ, আবেরাতের যিন্দেগীই একমাত্র যিন্দেগী।

আপনি আনসার ও মুহাজিরদিগকে মাফ করিয়া দিন। (বোখারী)

٤٩ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَخْذَ رَسُولُ اللَّهِ
بِعِنْكِيْبِي فَقَالَ: كُنْ فِي الدُّنْيَا كَائِنَ غَرِيبٌ أَوْ غَابِرٌ سَيِّلٌ. رواه

البعارى، باب قول النبي ﷺ كن في الدنيا كأنك غريب، رقم: ٦٤١٦

৪৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রায়ঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কথার গুরুত্বের কারণে মনোযোগী করার উদ্দেশ্যে) আমার কাঁধ ধরিয়া এরশাদ করিলেন, তুমি দুনিয়াতে মুসাফির অথবা পথিকের ন্যায় থাকিও। (বোখারী)

٥٠ - عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلِكُنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ
عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا
تَنَافَسُوهَا وَتَلْهِيْكُمْ كَمَا أَلْهَتُهُمْ. (وهو بعض الحديث) رواه البخارى، باب

ما يحترم من زهرة الدنيا رقم: ٦٤٢٥

৫০. হযরত আমর ইবনে আওফ (রায়ঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের ব্যাপারে অভাব অনটনের ভয় করি না, বরং এই ব্যাপারে ভয় করি যে, দুনিয়া তোমাদের উপর বিস্তৃত করিয়া দেওয়া হয় যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর বিস্তৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। অতঃপর তোমরাও দুনিয়াকে হাসিল করার জন্য পরম্পর প্রতিযোগিতা করিতে আরম্ভ কর, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা দুনিয়াকে হাসিল করার জন্য পরম্পর প্রতিযোগিতা করিত। অতঃপর দুনিয়া তোমাদিগকে এইভাবে গাফেল করিয়া দেয় যেভাবে তাহাদিগকে গাফেল করিয়া দিয়াছে। (বোখারী)

ফায়দা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ, ‘তোমাদের ব্যাপারে অভাব অনটনের ভয় করি না’। ইহার অর্থ এই যে, তোমাদের উপর অভাব অনটন আসিবে না, অথবা এই অর্থ যে, অভাব অনটন এই পরিমাণ পেরেশানী ও ক্ষতির কারণ নহে যে পরিমাণ দুনিয়ার সচ্ছলতা পেরেশানী ও ক্ষতির কারণ।

- ৫১ - عن سهيل بن سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: لو كانت الدنيا تعذل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. رواه الترمذى وقال: هذا حديث صحيح غريب، باب ما جاء فى هوان الدنيا على الله عزوجل، رقم: ٢٣٢٠

৫১. হ্যরত সাহল ইবনে সাদ (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যদি দুনিয়ার মূল্য আল্লাহ তায়ালার নিকট একটি মশার পাখার সমানও হইত, তবে আল্লাহ তায়ালা কোন কাফেরকে দুনিয়া হইতে এক ঢেক পান করাইতেন না। (যেহেতু দুনিয়ার মূল্য আল্লাহ তায়ালার নিকট এই পরিমাণও নাই, সেহেতু কাফের ফাজেরকেও বে-হিসাব দুনিয়া দিয়া দেওয়া হইয়াছে।)

(তিরিয়া)

- ৫২ - عن عروة رحمة الله عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: والله يا ابن أختي إن كنّا لنتظر إلى الهمال ثم الهمال ثم الهمال، ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوفد في أيّات رسول الله ﷺ نار، قال: قلت: يا خالدة! فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان: السنف والماء. (وهو طرف من الرواية) رواه مسلم، باب الدنيا سجن للمؤمنين.....

رقم: ٧٤٥٢

৫২. হ্যরত ওরওয়া (রহস্য) বলেন, হ্যরত আয়েশা (রায়িৎ) বলিতেন, হে আমার ভাগিনা, আমরা এক চাঁদ দেখিতাম, তারপর আরেক চাঁদ দেখিতাম, তারপর তৃতীয় চাঁদ দেখিতাম, এইভাবে দুই মাসে তিন চাঁদ দেখিতাম, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরসমূহতে আগুন জ্বলিত না। অমি বলিলাম, খালাজান, তবে আপনাদের জীবন কিভাবে অতিবাহিত হইত? তিনি বলিলেন, খেজুর ও পানি দ্বারা।

(মুসলিম)

- ৫৩ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ما خالط قلب امرئ مسلم رفخ في سبيل الله إلا حرّم الله عليه النار.

رواہ أحمد والطبراني فی الأوسط ورجال أحادیث ثقات، مجمع الزوائد ۵/۱۰۰

৫৩. হ্যরত আয়েশা (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, অমি রাসূলুল্লাহ

আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় বাহির হওয়ার ফয়েলত

for more videos <https://youtube.com/annaaba>

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যাহার শরীরে আল্লাহ তায়ালার রাস্তার ধূলাবালি প্রবেশ করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর দোষখের আগুনকে অবশ্যই হারাম করিয়া দিবেন।

(মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

- ৫৩ - عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَغْبَرَتْ قَدْمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَرَمَهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى النَّارِ. رواه أحمد ٤٧٩/٣

৫৪. হযরত আবু আব্স (রাযঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তির উভয় পা আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় ধূলিময় হইবে আল্লাহ তায়ালা উহাকে দোষখের আগুনের উপর হারাম করিয়া দিবেন। (মুসনাদে আহমাদ)

- ৫৫ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَجْتَمِعُ غَبَّارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَذُخَانٌ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ عَبْدٍ أَبْدًا وَلَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالإِيمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبْدًا. رواه التسانى، باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه، رقم: ٣١١٢

৫৫. হযরত আবু হোরায়রা (রাযঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার রাস্তার ধূলাবালি ও জাহানামের ধোঁয়া কখনও কোন বান্দার পেটে একত্র হইতে পারে না এবং কৃপণতা ও (কামেল) ঈমান কোন বান্দার দিলের মধ্যে কখনও একত্র হইতে পারে না। (নাসাদী)

- ৫৬ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يَجْتَمِعُ غَبَّارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَذُخَانٌ جَهَنَّمَ فِي مَنْحَرِيِّ مُسْلِمٍ أَبْدًا. رواه التسانى، باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه، رقم: ٣١١٥

৫৬. হযরত আবু হোরায়রা (রাযঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার রাস্তার ধূলাবালি ও জাহানামের ধোঁয়া কখনও কোন মুসলমানের নাকের ছিদ্রে একত্র হইতে পারে না। (নাসাদী)

- ৫৭- عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: ما من رجل يغبار وجهه في سبيل الله إلا أمن الله وجهه يوم القيمة، وما من رجل يغبار قدماه في سبيل الله إلا أمن الله قدميه من النار يوم القيمة. رواه البيهقي في شعب الإيمان ٤/٢

৫৭. হযরত আবু উমামাহ বাহেলী (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তির চেহারা আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় ধুলিময় হয় আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তাহার চেহারাকে অবশ্যই (দোয়খের আগুন হইতে) রক্ষা করিবেন। আর যে ব্যক্তির উভয় পা আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় ধুলিময় হইবে আল্লাহ তায়ালা তাহার উভয় পা কে কেয়ামতের দিন দোয়খের আগুন হইতে অবশ্যই রক্ষা করিবেন। (বাইহাকী)

- ৫৮- عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه. رواه النسائي.

باب فضل الرباط، رقم: ٢١٧٢

৫৮. হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রায়িৎ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় একদিন উহা ব্যতীত হাজার দিন অপেক্ষা উত্তম। (নামাঞ্জ)

- ৫৯- عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: غذوة في سبيل الله أو رؤحة خير من الدنيا وما فيها. (وهو بعض الحديث) رواه البخاري، باب صفة العنة والنار، رقم: ٦٥٦٨

৫৯. হযরত আনাস (রায়িৎ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় এক সকাল অথবা এক বিকাল দুনিয়া ও দুনিয়ার ভিতর যাহা রহিয়াছে তাহা অপেক্ষা উত্তম। (বোখারী)

ফায়দা ৪ অর্থাৎ দুনিয়া ও দুনিয়ার ভিতর যাহা আছে তাহা সম্পূর্ণ যদি আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় খরচ করিয়া দেওয়া হয় তবুও আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় এক সকাল বা এক বিকাল উহা অপেক্ষা অধিক আজর ও সওয়াবের কারণ হইবে। (হুরকাত)

٤٠ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: من راح رزحة في سبيل الله، كان له بمثل ما أصحابه من الغبار مسغا يوم القيمة. رواه ابن ماجه، باب الخروج في الغير، رقم: ٢٧٧٥

৬০. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি একটি বিকালও আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় বাহির হয় তাহার শরীরে যে পরিমাণ ধূলাবালি লাগিবে সেই পরিমাণ কেয়ামতের দিন সে মেশক পাইবে। (ইবনে মাজাহ)

٤١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رجل من أصحاب النبي ﷺ بشغب فيه عينه من ماء عذبة، فاغجهته بط匪ها، فقال: لو اغترلت الناس فأقمت في هذا الشغب، ولكن العمل حتى استاذ رسول الله ﷺ، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فقال: لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاة في بيته سبعين عاماً، إلا تحيطوا أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ أغرزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فراق ناقة وجبت له الجنة. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن، باب ما جاء في الغدو ..

رقم: ١٦٥٠

৬১. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহাবী (কোন এক সফরে) এক পাহাড়ী রাস্তায় একটি মিষ্ঠি পানির ঝর্ণার নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন। সেই ঝর্ণাটি উত্তম হওয়ার কারণে তাহার বড় পছন্দ হইল। তিনি (মনে মনে) বলিলেন, (কি উত্তম ঝর্ণা) কতই না উত্তম হয় যদি আমি লোক সংশ্রব হইতে প্রথক হইয়া এই পাহাড়ী ঘাঁটিতেই অবস্থান করি। কিন্তু আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতি ব্যতীত কখনও এই কাজ করিব না। সুতরাং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই খেয়াল পেশ করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, একপ করিও না। কেননা তোমাদের কাহারেও আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় (কিছু সময়) দাঢ়াইয়া থাকা

আপন ঘরে থাকিয়া সন্তুর বৎসর নামায পড়া হইতে উত্তম। তোমরা কি চাওনা যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মাগফেরাত করিয়া দেন এবং তোমাদিগকে জান্নাতে দাখেল করিয়া দেন? আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদ কর। যে ব্যক্তি একটি উটনীর দুইবার দুধ দোহনের মধ্যবর্তী সময় পরিমাণ আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় লড়াই করিয়াছে তাহার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে। (তিরমিয়ী)

٤٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:
مَنْ صَدَعَ رَأْسَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَخْتَسَبَ، غَفَرَ لَهُ مَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ
مِنْ ذَنْبٍ. رواه الطبراني في الكبير وابن ساده حسن، مجمع الرواية ٣٠.

৬২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় যাহার মাথা ব্যথা হয় এবং সে উপর সওয়াবের নিয়ত রাখে তাহার পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে।

(তাবাৰানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٤٣ - عَنْ أَبْنِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ قَالَ فِيمَا يَحْكِيُ عَنْ رَبِّهِ
تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: أَيُّمَا عَبْدٌ مِنْ عِبَادِي خَرَجَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِي
إِنْتَغَاءً مَرْضَاتِي ضَمِنْتُ لَهُ أَنْ أُرْجِعَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ أَجْرٍ
وَغَيْرِهِ، وَإِنْ قَبْضَتْهُ أَنْ أَغْفِرَ لَهُ وَأَرْحَمَهُ وَأَذْخِلَهُ الْجَنَّةَ. رواه
احمد/٢١٧

৬৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদীসে কুদসীতে আপন রবের এই মোবারক এরশাদ বর্ণনা করেন, আমার যে বাল্দা শুধু আমার সম্মতি হাসিল করার জন্য আমার রাস্তায় মুজাহিদ হইয়া বাহির হয় আমি এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছি যে, আমি তাহাকে সওয়াব ও গনীমতের মালসহ ফিরাইয়া আনিব। আর যদি আমি তাহাকে নিজের কাছে ডাকিয়া লই তবে তাহার মাগফেরাত করিয়া দিব, তাহার উপর দয়া করিব এবং তাহাকে জান্নাতে দাখিল করিয়া দিব। (মুসনাদে আহমাদ)

٤٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: تَضَمَّنَ
اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا جَهَادًا فِي سَبِيلِي وَأَنْمَانِي
for more books <https://youtube.com/alamin5g>

بِنِي وَتَضْدِيقًا بِرُسْلَنِي، فَهُوَ عَلَىٰ ضَامِنٍ أَنْ أَذْخُلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ أَرْجِعُهُ
إِلَى مَسْكِيهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَيْرِهِ،
وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بَيْدَهَا مَا مِنْ كَلْمٍ يُكَلِّمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ
إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهِينَتِهِ حِينَ كَلَمَ، لَوْنُهُ لَوْنُ دَمٍ وَرِيحَةُ مِنْكَ،
وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بَيْدَهَا! لَوْلَا أَنْ يَشْقُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتَ
خِلْافَ سَرِيَّةِ تَغْزُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَهْدَا، وَلَكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً
فَأَخْيَلُهُمْ، وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً وَيَشْقُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَحَلَّفُوا عَنِّي،
وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بَيْدَهَا! لَوْدِذْتَ أَنِّي أَغْزُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْتُلْ،
ثُمَّ أَغْزُونَ فَاقْتُلْ، ثُمَّ أَغْزُونَ فَاقْتُلْ. رواه مسلم، باب فضل الجهاد

৪৮৭

৬৪. হ্যরত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় বাহির হয়, (আল্লাহ তায়ালা বলেন,) তাহার ঘর হইতে বাহির হওয়ার কারণ আমার রাস্তায় জেহাদ করা, আমার উপর সৈমান আনয়ন, আমার রাসূলগণকে সত্য জানা ব্যতীত আর কিছু না হয়, আমি তাহার ব্যাপারে এই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছি যে, তাহাকে জান্মাতে দাখিল করিব, আর না হয় সওয়াব ও গনীমত সহকারে ঘরে ফিরাইয়া আনিব।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কসম সেই স্তুতির, যাহার হাতে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রাণ, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় (কাহারো) যে কোন যথম লাগে কেয়ামতের দিন সে এই অবস্থায় আসিবে যেন আজই যথম লাগিয়াছে। উহার রং তো রক্তের রং হইবে, কিন্তু উহার সুগন্ধি মেশকের সুগন্ধি হইবে। কসম সেই স্তুতির যাহার হাতে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রাণ, যদি মুসলমানদের কষ্টের আশঙ্কা না হইত তবে আমি কখনও আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় গমনকারী কোন লশকরের সহিত শরীক না হইয়া পিছনে থাকিতাম না। কিন্তু আমার নিকট এইরূপ সচ্ছলতা নাই যে, সমস্ত লোকের জন্য বাহনের ব্যবস্থা করি, আর না তাহাদের নিজেদের এইরূপ সামর্থ্য আছে। আর তাহাদের জন্য আমার সহিত যাইতে না পারা অত্যন্ত কষ্টকর হয়। (অর্থাৎ আমি আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় চলিয়া যাই: আর তাহারা ঘরে থাকিয়া যায়) কসম,

সেই সন্তার যাহার হাতে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম) এর প্রাণ, আমার তো ইচ্ছা হয় যে, আমি আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদ করি এবং কতল হইয়া যাই। আবার জেহাদ করি, আবার কতল হইয়া যাই। আবার জেহাদ করি, আবার কতল হইয়া যাই। (মুসলিম)

٦٥ - عَنْ أَبْنِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ:
إِذَا تَبَاعَثُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخْدَثُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ
وَتَرْكُمُ الْجِهَادَ، سُلْطَنُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ذُلْلًا لَا يَتَرْغَبُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى
دِينِكُمْ. رواه أبو داود، باب في النهي عن العينة، رقم: ٣٤٦٢

৬৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রায়িঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যখন তোমরা ক্রয় বিক্রয় এবং ব্যবসা বাণিজ্য পুরাপুরি মশগুল হইয়া যাইবে এবং গরুর লেজ ধরিয়া খেত খামারে মগ্ন হইয়া যাইবে আর জেহাদ করা ছাড়িয়া দিবে তখন আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর এমন অপমান চাপাইয়া দিবেন, যাহা ততক্ষণ পর্যন্ত দূর হইবে না যতক্ষণ না তোমরা আপন দ্বীনের দিকে ফিরিয়া আসিবে। (আবু দাউদ)

٦٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَقُولُ:
مَنْ لَفِي
اللَّهِ بِغَيْرِ أَثْرٍ مِنْ جِهَادٍ، لَفِي اللَّهِ وَفِيهِ ثُلْمَةٌ. رواه الترمذى وقال: هذا

حدث غريب، باب ما جاء في فضل المرابط، رقم: ١٦٦٦

৬৬. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি জেহাদের কোন চিহ্ন ব্যতীত আল্লাহ তায়ালার নিকট হাজির হইবে সে আল্লাহ তায়ালার সহিত এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করিবে যে, তাহার দ্বীন ত্রুটিযুক্ত হইবে। (তিরমিয়ী)

ফায়দা : জেহাদের চিহ্ন এই যে, যেমন তাহার শরীরে কোন যথম অথবা আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় ধূলাবালি অথবা খেদমত ইত্যাদির দরুন শরীরে কোন দাগ পড়িয়াছে। (শরহে তীবী)

٦٧ - عَنْ سَهْلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ:
مَقَامُ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَاعَةً خَيْرٌ لَهُ مِنْ عَمَلِهِ عُمَرَةٌ فِي أَهْلِهِ.

رواہ الحاکم ۲۸۲/۳

f69.more books kups / বলেন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, তোমাদের কাছারো
সামান্য সময় আলাইহ তায়ালার রাস্তায় দাঁড়াইয়া থাকা তাহার পরিবার
পরিজনের মধ্যে থাকিয়া সারা জীবনের নেক আমল হইতে উন্মত।

(মুসতাদরাকে হাকেম)

- ১৮ - عَنْ أَبْنِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَعْثَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فِي سَرِيرَةٍ فَوَاقَ ذَلِكَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فَقَدَا أَصْحَابَهُ، فَقَالَ: أَتَخَلَّفُ فَأَصْلِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ الْحَقْهُمْ، فَلَمَّا صَلَى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَأَاهُ، فَقَالَ لَهُ: مَا نَعْلَمُ أَنْ تَغْدُرَ مَعَ أَصْحَابِكَ؟ فَقَالَ: أَرَدْتُ أَنْ أَصْلِي مَعَكُمْ ثُمَّ الْحَقْهُمْ، فَقَالَ: لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَذْرَكْتَ فَضْلَ غَدْوَتِهِمْ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث غريب.

باب ما جاء في السفر يوم الجمعة، رقم: ٥٢٧

৬৮. হ্যরত ইবনে আববাস (রায়িৎ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রায়িৎ)কে এক
জামাতে পাঠাইলেন। সেদিন জুমুআর দিন ছিল। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে
রাওয়াহা (রায়িৎ)এর সঙ্গীগণ সকালবেলা রওয়ানা হইয়া গেলেন। হ্যরত
আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রায়িৎ) বলিলেন, আমি পরে যাইব যাহাতে
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত জুমুআর নামায
আদায় করিতে পারি। তারপর সঙ্গীদের সহিত যাইয়া মিলিত হইব। তিনি
যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত জুমুআর নামায
পড়িলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে
দেখিয়া বলিলেন, তুমি তোমার সঙ্গীদের সহিত সকালে কেন গেলে না?
তিনি আরজ করিলেন, আমার ইচ্ছা হইল যে, আপনার সহিত জুমুআর
নামায পড়িয়া লই, তারপর তাহাদের সহিত যাইয়া মিলিত হইব। তিনি
এরশাদ করিলেন, যদি তুমি জমিনের বুকে যাহা কিছু আছে উহা সমস্তও
খরচ করিয়া দাও তবুও যাহারা সকালে গিয়াছে তাহাদের সমপরিমাণ
সওয়াব হাসিল করিতে পারিবে না। (তিরমিয়ী)

- ১৯ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَمْرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِسَرِيرَةٍ تَخْرُجُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّكَ لَنَلِيلَةً أَمْ نَذْكُرْ حَتَّى
نُضْبَحْ؟ فَقَالَ: أَوْ لَا تَعْجَبُونَ أَنْ تَبْيَنُوا فِي خَرِيفٍ مِنْ خَرَافِ الْجَنَّةِ
وَالْخَرِيفُ الْحَدِيقَةُ. السنن الكبري ١٥٨

৬৯. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জামাতকে আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় যাওয়ার উকুম দিলেন। তাহারা আরজ করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা রাত্রেই চলিয়া যাইব, না অপেক্ষা করিয়া সকালে যাইব? তিনি এরশাদ করিলেন, তোমরা কি ইহা চাও না যে, জামাতের বাগানের মধ্য হইতে কোন এক বাগানে তোমরা এই রাত্রটি অতিবাহিত কর? অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় রাত কাটানোর অর্থ জামাতের বাগানে রাত কাটানো।

(সুনানে কুবরা)

৭০. عَنْ أَبْنِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: أَئِ الْأَعْمَالُ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ لِرَوْقِهَا، وَبِرُّ الْوَالِدِينِ، ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. رواه البخاري، باب وسمى النبي ﷺ الصلاة عملا، رقم: ৭৫৩৪

৭০. হযরত ইবনে মাসউদ (রায়িঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিল, কোন আমল সবচেয়ে উকুম? তিনি এরশাদ করিলেন, সময়মত নামায পড়া, পিতামাতার সহিত সদ্যবহার করা, তারপর আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদ করা। (বোখারী)

৭১. عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: تَلَاقَتْ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ، إِنْ عَاشَ رُزْقٌ وَكَفَى، وَإِنْ مَاتَ أَذْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ: مَنْ دَخَلَ بَيْتَهُ فَسَلَّمَ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ. رواه ابن حبان، قال المحقق: الحديث صحيح - ২০১/২

৭১. হযরত আবু উমামাহ (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তিনি ব্যক্তি এমন যে, তাহারা আল্লাহ তায়ালার দায়িত্বে রহিয়াছে। যদি জীবিত থাকে তবে তাহাদিগকে রূজী দেওয়া হইবে এবং তাহাদের কাজে সাহায্য করা হইবে। আর যদি তাহাদের মৃত্যু হয় তবে আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে জামাতে দাখিল করিবেন। একজন ঐ ব্যক্তি—যে আপন ঘরে প্রবেশ করিয়া সালাম করে। দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি—যে মসজিদে গমন করে। তৃতীয় ঐ ব্যক্তি—যে আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় বাহির হয়। (ইবনে হিবান)

for more books <https://youtube.com/alamin5g>

٧٤ - عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هَلَالٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الطُّفَلَةِ طَرِيقَهُ عَلَيْنَا، يَأْتِي عَلَى الْحَيِّ فَيَحْدِثُهُمْ، قَالَ: أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فِي عَيْرِ لَنَّا، فَعِنْنَا بِصَاعِدَتَنَا، ثُمَّ قُلْتُ: لَا نَظْلَقْنَ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فَلَاحِبِينَ مِنْ بَعْدِنِي بِعَبْرِهِ، قَالَ: فَاتَّهِبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَإِذَا هُوَ يُرِينِي بَيْنَا، قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً كَانَتْ فِيهِ، فَخَرَجْتُ فِي سَرِيَّةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَتَرَكْتُ شَتِّي عَشْرَةَ عَنْزَةَ وَصِنْصَتَهَا الَّتِي تَسْبِحُ بِهَا، فَفَقَدْتُ عَنْزَةً مِنْ غَنِيمَاهَا وَصِنْصَتَهَا، قَالَتْ: يَا رَبَّا (إِنَّكَ) قَدْ ضَمِنْتَ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَيْلِكَ أَنْ تَحْفَظَ عَلَيْهِ، وَإِنِّي قَدْ فَقَدْتُ عَنْزَةً مِنْ غَنِيمَيِّ وَصِنْصَتِيِّ، وَإِنِّي أَشْدُكُ عَنْزِيَّ وَصِنْصَتِيِّ، قَالَ: فَاجْعَلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ لَهُ شِدَّةَ مُنَاشِدَتِهَا لِرَبِّهَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَاضْبَحْتُ عَنْزَهَا وَمِثْلَهَا وَصِنْصَتَهَا وَمِثْلَهَا، وَهَاتِنِكَ، فَأَتَهَا فَأَسْتَلَهَا إِنْ شِئْتَ، قَالَ: قُلْتُ: بَلْ أَصْدِقُكَ. رواد أحمد و رجاله رجال الصحابة، مجمع الزوائد ٥ / ٤٠

৭২. হযরত ছমাইদ ইবনে হেলাল (বহঃ) বলেন, তুফাওয়া গোত্রের এক ব্যক্তি ছিল। তাঁহার আসা যাওয়ার রাস্তায় আমাদের গোত্র পড়িত। তিনি (আসা-যাওয়ার পথে) আমাদের গোত্রে আসিতেন এবং গোত্রের লোকদেরকে হাদীস শুনাইতেন। তিনি বলিয়াছেন, একবার আমি আমার ব্যবসায়ী কাফেলার সহিত মদীনা মুনাওয়ারায় গেলাম। সেখানে আমরা আমাদের সামানপত্র বিক্রয় করিলাম। অতঃপর আমি মনে মনে বলিলাম, আমি এই ব্যক্তি—অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অবশ্যই যাইব এবং তাঁহার অবস্থা জানিয়া আমার গোত্রের লোকদেরকে জানাইব। আমি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম তখন তিনি আমাকে একটি ঘর দেখাইয়া বলিলেন, এই ঘরে একজন মহিলা ছিল। সে মুসলমানদের এক জামাতের সহিত আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় গেল। যাওয়ার সময় সে ঘরে বারটি বকরী এবং নিজের কাপড় বুনার একটি কাঁটা যাহা দ্বারা সে কাপড় বুনার কাজ করিত রাখিয়া গেল। তাহার একটি বকরী ও সেই কাঁটা হারাইয়া গেল। সেই মহিলা বলিতে লাগিল, ইয়া রব, যে ব্যক্তি আপনার রাস্তায় বাহির হয়। তাহার সরঞ্জার হেফাজতের দায়িত্ব আপনি গ্রহণ করিয়াছেন। আর

আমি আপনার রাস্তায় গিয়াছিলাম এবং আমার অনুপস্থিতিতে) আমার বকরীগুলি হইতে একটি বকরী ও আমার কাপড় বুনার কাঁটা হারাইয়া গিয়াছে। আমি আমার বকরী ও কাঁটাটার ব্যাপারে আপনাকে কসম দিতেছি (যেন আমি উহা ফেরৎ পাই)। বর্ণনাকারী বলেন, সেই মহিলা কিভাবে অত্যন্ত অনুনয় বিনয়ের সহিত আপন রবের নিকট দোয়া করিয়াছিল তাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই তুফাওয়া গোত্রীয় লোকটিকে বলিতে লাগিলেন। (অতঃপর) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহার সেই বকরী ও উহার সহিত অনুরূপ আরেকটি বকরী এবং তাহার সেই কাঁটা ও উহার সহিত অনুরূপ আরেকটি কাঁটা (আল্লাহ তায়ালার গায়েবী খাজানা হইতে) সে পাইয়া গেল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, এই সেই মহিলা। তোমার ইচ্ছা হইলে তুমি তাহাকে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিতে পার। সেই তুফাওয়া গোত্রীয় লোকটি বলিল, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিলাম, (আমার সেই মহিলাকে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন নাই) আমি আপনার নিকট হইতে শুনিয়াই উহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেছি। (আপনার কথার উপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস রহিয়াছে।) (মুসনাদে আহমাদ, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٧٣- عَنْ عَبَادَةِ بْنِ الصَّابِيْتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

عَلَيْكُمْ بِالْجَهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّمَا يَأْتِي مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْعِبُ
اللَّهُ بِهِ الْهَمُّ وَالْغَمُّ (وَرَأَدَ فِيهِ غَيْرُهُ), وَجَاهُدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْقَرِيبُ
وَالْبَعِيدُ, وَاقِفُوا حَدُودَ اللَّهِ فِي الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ, وَلَا تَأْخُذُوكُمْ فِي
اللَّهِ لَوْمَةً لَآتِيْمٍ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يعر جاه

روافعه النهي

৭৩. হযরত ওবাদাহ ইবনে সামেত (রায়ঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় অবশ্যই জিহাদ কর। কেননা ইহা জান্মাতের দরজাসমূহ হইতে একটি দরজা। আল্লাহ তায়ালা ইহা দ্বারা দুঃখ-চিন্তা দূর করিয়া দেন।

এক রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় দূরে এবং কাছে যাইয়া জেহাদ কর। কাছে ও দূরে সকলের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার হকুমসমূহ কায়েম কর এবং আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে কাহারো তিরস্কারের কোনই আছর গ্রহণ করিও না।

for more books <https://youtube.com/annaba>

٤٧- عن أبي أمامة رضي الله عنه أنَّ رجلاً قال: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّدْنِي لِنِسَائِنِي، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ سَيَّاحَةَ امْتِي الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. رواه أبو داود، باب في النهي عن السياحة، رقم: ٢٤٨٦

৭৪. হযরত আবু উমামাহ (রায়ঃ) বলেন, এক ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাকে ভ্রমণ করার অনুমতি দান করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমার উম্মতের ভ্রমণ হইল আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদ করা। (আবু দাউদ)

٤٨- عن فضالة بن عبيدة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
أَقْرَبُ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَا يُقَارِبُهُ

شئٌ. رواه البخاري في التاريخ وهو حديث حسن، الجامع الصغير/١

৭৫. হযরত ফায়ালাহ ইবনে ওবায়েদ (রায়ঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার সবচেয়ে বেশী নেকট্য লাভের উপায় হইল আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জিহাদ। কোন আমল আল্লাহ তায়ালার নেকট্য লাভের উপায় হিসাবে জেহাদের আমলের কাছাকাছি হইতে পারে না।

(তারীখে বোখারী، জামে' সগীর)

٤٩- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قَالَ: سَبِيلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ:
أَئِنَّ النَّاسَ أَفْضَلُ؟ قَالَ: رَجُلٌ يَجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالُوا: ثُمَّ مَنْ؟
قَالَ: ثُمَّ مُؤْمِنٌ فِي شَغْبٍ مِنَ الشَّعَابِ يَتَّقِيَ رَبَّهُ وَيَدْعُ النَّاسَ مِنْ
شَرِّهِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء أى الناس
أفضل، رقم: ١٦٦٠

৭৬. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রায়ঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল, লোকদের মধ্যে সবচেয়ে উন্নত ব্যক্তি কে? তিনি এরশাদ করিলেন, সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদ করে। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, তারপর কে? এরশাদ করিলেন, তারপর সেই ব্যক্তি যে কোন পাহাড়ী ঘাঁটিতে—অর্থাৎ নির্জনে থাকে, আপন রবকে ভয় করে এবং লোকদেরকে নিজের অনিষ্ট হইতে নিরাপদ রাখে। (তিরিখিয়া)

٧٧- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: أتى المؤمنين أكمل إيماناً؟ قال: رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، ورجل يعبد الله في شغب من الشعاب، فلذ كفى الناس شرها. رواه أبو داود، باب في ثواب الجهاد، رقم: ٢٤٨٥.

৭৭. হযরত আবু সাউদ খুদরী (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল, ঈমানদারদের মধ্যে সবচেয়ে কামেল ঈমানদার কে? তিনি এরশাদ করিলেন, ঈমানদারদের মধ্যে সবচেয়ে কামেল ঈমানদার সেই ব্যক্তি যে নিজের জান ও নিজের মাল দ্বারা আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদ করে। আর দ্বিতীয় সেই ব্যক্তি যে কোন পাহাড়ী ঘাঁটিতে অবস্থান করিয়া আল্লাহ তায়ালার এবাদত করে এবং লোকদেরকে নিজের অনিষ্ট হইতে নিরাপদ করিয়া রাখে। (আবু দাউদ)

٧٨- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده صحيح ٤٦٣/١٠

৭৮. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়া থাকা শবে কদরে হাজরে আসওয়াদের সামনে এবাদত করা হইতে উক্তম। (ইবনে হিব্বান)

٧٩- عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: بكل نبي رهبة، ورهبة هذه الأمة الجهاد في سبيل الله عز وجل. رواه

احمد/٣

৭৯. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, প্রত্যেক নবীর জন্য কোন বৈরাগ্যতা থাকে। আর আমার উম্মতের বৈরাগ্যতা আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদ করা। (মুসনাদে আহমাদ)

ফায়দা : দুনিয়া ও উহার ভোগবিলাস হইতে নিঃসম্পর্কতাকে বৈরাগ্য বলে।

٨٠- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم العاشر الرائع الساجد. رواه السائي،
باب مثل المجاهد في سبيل الله عزو جل، رقم: ٣١٢٩.

৮০. হযরত আবু হোরায়রা (রায়ি) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় গমনকারী মুজাহিদের দৃষ্টান্ত—আর আল্লাহ তায়ালা খুব ভাল করিয়া জানেন যে, কে (তাঁহার সন্তুষ্টির জন্য) তাঁহার রাস্তায় জেহাদ করে,—সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে রোয়া রাখে, রাত্রে এবাদত করে, আল্লাহ তায়ালার ভয়ে তাঁহার সম্মুখে অনুনয় বিনয় করে, ঝুকু করে, সেজদা করে। (নাসাই)

٨١- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: مثل المجاهد في سبيل الله، كمثل الصائم القائم العاشر بآيات الله لا يفتر من صوم ولا صدقة حتى يرجع المجاهد إلى أهله. (وهو بعض الحديث) رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده صحيح. ٤٨٦/١.

৮১. হযরত আবু হোরায়রা (রায়ি) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় গমনকারী মুজাহিদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির ন্যায় যে রোয়া রাখে, রাত্রির নামাযে কুরআনে পাক তেলাওয়াত করে, এবং ততক্ষণ পর্যন্ত অনবরত রোয়া ও সদকা করিতে থাকে যতক্ষণ না আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় গমনকারী মুজাহিদ ফিরিয়া আসে। অর্থাৎ মুজাহিদ একপ এবাদতকারীর সম্পরিমাণ সাওয়াব লাভ করে। (ইবনে হিব্রান)

٨٢- عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: إذا استغفرتُم فانفروا. رواه ابن ماجه، باب الخروج في النغير، رقم: ٢٧٧٣.

৮২. হযরত ইবনে আব্বাস (রায়ি) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন তোমাদিগকে আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় বাহির হওয়ার জন্য বলা হয় তখন বাহির হইয়া যাও (ইবনে মাজাহ) <https://www.muslimbooks.com/book/1037/ibn-majah> <https://youtube.com/alamin5g>

٨٣ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: يا أبا سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، ورَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ فَقَالَ: أَعْذَهَا عَلَىٰ، يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَفَعَلَ، ثُمَّ قَالَ: وَآخْرَىٰ يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِائَةً دَرْجَةً فِي الْجَنَّةِ، مَا بَيْنَ كُلَّ دَرْجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، قَالَ: وَمَا هِيَ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. رواه مسلم، باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهدين.....

رقم: ٤٨٧٩

৮৩. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হে আবু সাঈদ! যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে রব বলিয়া স্থীকার করা ও ইসলামকে দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করা ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবী হওয়ার উপর সম্মত হয় তাহার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হইয়া থায়। হযরত আবু সাঈদ (রাযঃ) এর নিকট এই কথাটি খুব ভাল লাগিল। তিনি আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, পুনরায় বলুন। তিনি পুনরায় এরশাদ করিলেন। অতঃপর বলিলেন, আরো একটি জিনিসও রহিয়াছে যাহার কারণে জান্নাতে বাস্দার একশত মর্তবা উন্নত করিয়া দেওয়া হয়। উহার দুই মর্তবার মধ্যবর্তী দূরত্ব হইল আসমান ও জরিমের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমতুল্য। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, উহা কি জিনিস? এরশাদ করিলেন, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদ, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদ। (মুসলিম)

٨٤ - عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهمَا قَالَ: ماتَ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ مِنْ وَلَدِهِ بِهَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: يَا لَيْتَهُ ماتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ قَالُوا: وَلَمْ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا ماتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ قَبِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَىٰ مُنْقَطِعٍ أَثْرِهِ فِي الْجَنَّةِ. رواه

النسائي، باب الموت بغیر مولدہ، رقم: ١٨٣٣

৮৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযঃ) বলেন, এক ব্যক্তির মৃত্যু মুন্মাওয়ারাম ইতেকল হইল। তাহার জন্ম মৃত্যু মুন্মাওয়ারাম ই

হইয়াছিল। নবী কর্ম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার জানাধার নামায পড়াইলেন এবং এরশাদ করিলেন, হায়! যদি এই ব্যক্তি তাহার জন্মস্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানে ইস্তেকাল করিত! সাহাবা (রায়িৎ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি এরপ কেন বলিলেন? তিনি এরশাদ করিলেন, মানুষ যখন তাহার জন্মস্থান ব্যতীত অন্যস্থানে ইস্তেকাল করে তখন তাহার জন্মস্থান হইতে মৃত্যুস্থান পর্যন্ত জায়গা মাপিয়া উহা তাহাকে জানাতে দান করা হয়। (নাসাঈ)

٨٥ - عَنْ أَبِي قَرْصَافَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا بْنَهَا النَّاسُ هَاجَرُوا وَتَمَسَّكُوا بِالإِسْلَامِ، فَإِنَّ الْهِجْرَةَ لَا تَنْقِطُ مَا دَامَ الْجِهَادُ.

رواه الطبراني ورجاله ثقات، مجمع الروايات ٩٥٨

৮৫. হযরত আবু কিরসাফাহ (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হে লোকেরা, (আল্লাহ তায়ালার রাস্তায়) হিজরত কর এবং ইসলামকে মজবুতভাবে ধরিয়া রাখ। কেননা যতক্ষণ জেহাদ থাকিবে ততক্ষণ (আল্লাহ তায়ালার রাস্তায়) হিজরতও শেষ হইবে না।

(তাবারানী، মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

ফায়দা : অর্থাৎ জেহাদ যেমন কেয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকিবে তেমনি হিজরতও বাকী থাকিবে। উহার মধ্যে দ্বীন প্রচার দ্বীন শিক্ষা করা এবং দ্বীনের হেফাজতের জন্য নিজের দেশ ইত্যাদি ত্যাগ করাও শামিল রহিয়াছে।

٨٦ - عَنْ مَعَاوِيَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ العاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْهِجْرَةُ خَضْلَانٌ، إِخْدَاهُمَا: هَجْرُ السَّيَّنَاتِ، وَالْأُخْرَى: يَهَاجِرُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَلَا تَنْقِطُ الْهِجْرَةُ مَا تَقْبَلَتِ التَّوْبَةُ، وَلَا تَرَالِ التَّوْبَةُ مَقْبُولَةً حَتَّى تُطْلُعَ الشَّمْسُ مِنَ الْمَغْرِبِ، فَإِذَا طَلَعَتْ طَبَعَ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ بِمَا فِيهِ، وَكَفَى النَّاسُ الْعَمَلَ.

رواه أحمد والطبراني في الأوسط والصغير ورجال

أحمد ثقات، مجمع الروايات ٥٤٦

৮৬. হযরত মুআবিয়া, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু ইবনে আস (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী কর্ম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হিজরত দুই

প্রকার। এক প্রকার হিজরত হইল অন্যায়কে পরিত্যাগ করা। দ্বিতীয় প্রকার হইল আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার রাসূলের দিকে হিজরত করা। (অর্থাৎ নিজের জিনিসপত্র ছাড়িয়া) আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার রাসূলের রাস্তায় হিজরত করা। হিজরত ততক্ষণ বাকী থাকিবে যতক্ষণ তওবা কবুল হইবে। তওবা ততক্ষণ কবুল হইবে যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিম দিক হইতে উদয় হয়। যখন পশ্চিম দিক হইতে সূর্য উদয় হইয়া যাইবে তখন দিল (সিমান বা কুফর) যে অবস্থার উপর থাকিবে উহার উপর ঘোহর লাগাইয়া দেওয়া হইবে এবং লোকদের (বিগত) আমলই (চিরস্থায়ী সফলতা বা ব্যর্থতার জন্য) যথেষ্ট হইবে।

(মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٨٧ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَئِ الْهِجْرَةُ أَفْضَلُ؟ قَالَ: أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: الْهِجْرَةُ هِجْرَةُ الْمَحَاصِرِ وَهِجْرَةُ الْبَادِيِّ، فَإِنَّمَا الْبَادِيَ فِي جِبِيلٍ إِذَا دُعِيَ وَيُطْبَعُ إِذَا أُمِرَ، وَإِنَّمَا الْمَحَاصِرَ فَهُوَ أَغْنَمُهُمَا بِلَيْلَةٍ وَأَغْنَمُهُمَا أَجْرًا.

رواه النسائي، باب حجرة البداي، رقم: ٤١٧٠

৮৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রায়িহ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন্ হিজরত সবচেয়ে উত্তম? এরশাদ করিলেন, তুমি তোমার রবের অপচল্দনীয় কাজসমূহকে পরিত্যাগ কর। আরো এরশাদ করিলেন যে, হিজরত দুই প্রকার,—শহরে বসবাসকারীর হিজরত, গ্রামে বসবাসকারীর হিজরত। গ্রামে বসবাসকারীর হিজরত এই যে, যখন তাহাকে (নিজ স্থান হইতে) ডাকা হয় তখন আসিয়া যায়, যখন তাহাকে কোন ছকুম দেওয়া হয় তখন উহা পালন করে। (আর শহরে বসবাসকারীর হিজরতও অনুরূপ, কিন্ত) শহরে বসবাসকারীর হিজরত পরীক্ষার দিক দিয়া বড় ও আজর ও সওয়াব হিসাবেও উত্তম। (নাসাদ)

ফায়দা : শহরে বসবাসকারী যেহেতু কর্মব্যস্ততা ও সামানপত্র অধিক হওয়া সত্ত্বেও সবকিছু ছাড়িয়া আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় হিজরত করে সেহেতু তাহার আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় হিজরতকরা কঠিন পরীক্ষার বিষয়। এইজন্য অধিক আজর ও সওয়াবের কারণ হয়। (ফাতহে রাববানী)

٨٨ - عن وَاللَّهُ بْنِ الْأَسْقَفِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَتَهَاجِرُ؟ قَلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: هِجْرَةُ الْبَادِيَةِ أَوْ هِجْرَةُ الْبَائِثَةِ؟ قَلْتُ: أَيْمَهَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: هِجْرَةُ الْبَائِثَةِ، وَهِجْرَةُ الْبَادِيَةِ: أَنْ تَبْقَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهِجْرَةُ الْبَادِيَةِ: أَنْ تَرْجِعَ إِلَى بَادِيَتِكُمْ، وَعَلَيْكُم السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِي عَشْرِكُمْ وَيُسْرِكُمْ وَمُكْرِهُكُمْ وَمَنْشِطُكُمْ وَأَثْرَةُ عَلَيْكُمْ. (وَهُوَ بَعْضُ الْحَدِيثِ) رواه الطبراني ورحله ثقات، مجمع الروايات

٤٥٨/٥

৮৮. হযরত ওয়াসেলা ইবনে আসকা' (রায়িৎ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি হিজরত করিবে? আমি বলিলাম, জু হাঁ। এরশাদ করিলেন, হিজরতে বাদিয়া না হিজরতে বাস্তা, (কোন হিজরত করিবে)? আমি বলিলাম, এই দুইটির মধ্যে কোনটি উভয়? এরশাদ করিলেন, হিজরতে বাস্তা। আর হিজরতে বাস্তা এই যে, তুমি (সম্পূর্ণ নিজের দেশ ছাড়িয়া) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত অবস্থান কর। (এই হিজরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মক্কা বিজয়ের পূর্বে মক্কা মুকাররমা হইতে মদীনা মুনাওয়ারার দিকে হিজরত ছিল।) আর হিজরতে বাদিয়া এই যে, তুমি (সাময়িকভাবে দ্বীনী উদ্দেশ্যে নিজের দেশ ছাড়িয়া আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় বাহির হও এবং আবার) নিজের এলাকায় ফিরিয়া যাও। অসচ্ছলতা বা সচ্ছলতা হউক, ইচ্ছা হউক বা না হউক বা তোমার উপর অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া হউক (সর্বাবস্থায়) তোমার জন্য আমীরের কথা শুনা ও মানা জরুরী হইবে। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٨٩ - عَنْ أَبِي فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: عَلَيْكُمْ بِإِهْجَرَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَمْلِئُ لَهَا. رواه السانی، باب الحث على الهجرة، رقم: ٤١٧٢

৯০. হযরত আবু ফাতেমা (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তুমি আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় অবশ্যই হিজরত করিতে থাক। কেননা হিজরতের ন্যায় কোন আমল নাই। অর্থাৎ হিজরত সবচেয়ে উত্তম আমল। (নাসাদি)

٩٠ - عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ طَلْقٌ فَيُطَافِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمِنْحَةٌ خَادِمٌ فِي سَبِيلٍ

اللَّهُ أَوْ طَرْفَقَةٍ فَخَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. رواه الترمذى وقال: هنا حديث

حسن غريب صحيح، باب ما جاء في فضل الخدمة في سبيل الله، رقم: ۱۶۲۷

৯০. হযরত আবু উমামাহ (রায়িহ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, উত্তম সদকা হইল, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় তাঁবুর ছায়ার ব্যবস্থা করা এবং আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় কাজ করার খাদেম দান করা এবং পূর্ণবয়স্ক উটনী আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় দেওয়া (যাহাতে উহা আরোহণ ইত্যাদির কাজে আসে)।

(তিরমিয়ী)

- ৭১ - عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ لَمْ يَغْزِ أَوْ يُجْهَزْ غَارِبًا أَوْ يَخْلُفْ غَارِبًا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ، أَصَانَهُ اللَّهُ بِقَارِعَةٍ.
قَالَ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ فِي حَدِيثِهِ: قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. رواه أبو داود، باب

كراهية ترك الغزو، رقم: ۲۰۳.

৯১. হযরত আবু উমামাহ (রায়িহ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি না জেহাদ করিয়াছে, না কোন মুজাহিদের সামান তৈয়ার করিয়া দিয়াছে, আর না কোন মুজাহিদের আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় যাওয়ার পর তাহার পরিবারের খোঁজখবর লইয়াছে সে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে কোন না কোন মুসীবতে লিপ্ত হইবে।

হাদীসের বর্ণনাকারী ইয়ায়ীদ ইবনে আব্দে রবিবহ বলেন, ইহা দ্বারা কেয়ামতের পূর্বের মুসীবত উদ্দেশ্য বুঝানো হইয়াছে। (আবু দাউদ)

- ৭২ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحَدَّادِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ إِلَيْهِ بَنِي لِخِيَّانَ فَقَالَ: لِيَخْرُجَ مِنْ كُلِّ رَجُلٍنِ رَجُلٌ ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ: أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ، كَأَنَّ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِجِ. رواه مسلم، باب فضل إعانته الغازى في سبيل الله،

رقم: ۴۹۰۷.

৯২. হযরত আবু সাঈদ (রায়িহ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু লেহইয়ান গোত্রের নিকট পয়গাম পাঠাইলেন যে, প্রতি দুইজনের মধ্যে একজন আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় বাহির হইবে অতঃপর (সেই সময়) আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় যাহারা যায়

নাই তাহাদের উদ্দেশ্যে বলিলেন, তোমাদের মধ্য হইতে যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় গমনকারীদের অনুপস্থিতিতে তাহাদের পরিবার পরিজন ও মাল সম্পদের উত্তমরূপে দেখাশুনা করে সে আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় গমনকারীদের সওয়াবের অর্ধেক লাভ করে। (মুসলিম)

- ৭৩ - عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهْنَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ جَهَزَ حَاجَةً أَوْ جَهَزَ غَازِيَاً، أَوْ خَلَفَةً فِي أَهْلِهِ، أَوْ فَطَرَ صَانِمًا، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْفَضِعَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا. رواه البيهقي

في شعب الإيمان / ٤٨٠

১৩. হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি হজ্জে গমনকারী বা আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় গমনকারীর সফরের সামান তৈয়ার করিয়া দেয় অথবা সফরে যাওয়ার পর তাহার পরিবারের খোঁজ খবর রাখে বা কোন রোয়াদারকে ইফতার করায় সে আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় গমনকারী ও হজ্জে গমনকারী ও রোয়াদারের সম্পরিমাণ সওয়াব লাভ করে এবং উহাদের সওয়াবের মধ্যে কোন কম হয় না।

(বাইহাকী)

- ৭৪ - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ جَهَزَ غَازِيَاً فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيَاً فِي أَهْلِهِ بِغَيْرِ وَأَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله

رجال الصحيح، مجمع الزوائد / ٥١٥

১৪. হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় গমনকারীর সফরের তৈয়ারী করিয়া দেয় সে আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় গমনকারীর সম্পরিমাণ সওয়াব লাভ করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় গমনকারীদের পরিবার পরিজনের উত্তমরূপে দেখাশুনা করে এবং তাহাদের উপর খরচ করে সেও আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় গমনকারীদের সম্পরিমাণ সওয়াব লাভ করে।

(তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

- ৭৫ - عَنْ بُرِيَدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حُرْمَةُ نِسَاءٍ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْفَاعِدِينَ تَحْرِمُهُ أُمُّهُمْ، وَإِذَا دَخَلَهُمْ فِي أَهْلِهِ

for more videos about / فيديوهات عن annaba

**فَعَانَهُ قِيلٌ لَهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ هَذَا خَانَكَ فِي أَهْلِكَ فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ
مَا بَثَثْتَ، فَمَا ظَنَّكُمْ؟** رواه السائني، باب من حان غازيا في أهله، رقم: ۲۱۹۲

৯৫. হযরত বুরাইদাহ (রাযঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় গমনকারীদের মহিলাগণ সেই সকল লোকদের জন্য যাহারা আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় যায় নাই এরূপ সম্মান যোগ্য যেকোপ স্বযং তাহাদের মাতাগণ তাহাদের জন্য সম্মানযোগ্য। (অতএব আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় গমনকারীদের মহিলাদের ইজ্জত আবরুর প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা উচিত।) যদি আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় গমনকারী কাহাকেও তাহার পরিবার পরিজনের দেখাশুনার ভার দিয়া যায়, অতঃপর সে তাহার পরিবার পরিজনের (ইজ্জত আবরুর) ব্যাপারে খেয়ালত করে তবে কেয়ামতের দিন তাহাকে বলা হইবে এই সেই ব্যক্তি যে (তোমার অনুপস্থিতিতে) তোমার পরিবার পরিজনের সহিত খারাপ ব্যবহার করিয়াছে। সুতরাং তাহার নেকী হইতে যে পরিমাণ ইচ্ছা হয় লইয়া লও।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এমতাবস্থায় তোমাদের কি ধারণা! সেই ব্যক্তি কি তাহার কোন নেকী ছাড়িয়া দিবে? কেননা তখন তো মানুষ এক একটি নেকীর জন্য লালায়িত থাকিবে। (নাসাই)

- ۹۶ - عَنْ أَبِي مَسْعُودَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ بِنَافِعَةٍ
مَخْطُومَةٍ فَقَالَ: هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَكَ
بِهَا يَوْمُ الْقِيَامَةِ، سَبْعَ مَائَةَ نَاقَةٍ، كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ. رواه مسلم، باب فضل
الصدقة في سبيل الله، رقم: ۴۸۹۷

৯৬. হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রাযঃ) বলেন, এক ব্যক্তি লাগাম ধরিয়া একটি উটনী লইয়া আসিল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আবজ করিল যে, এই উটনী আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় (দান করিলাম)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, কেয়ামতের দিন তুমি ইহার বিনিময়ে এরূপ সাতশত উটনী পাইবে যে, উহার প্রত্যেকটিতে লাগাম লাগানো থাকিবে। (মুসলিম)

ফায়দা : লাগাম লাগানো থাকার দ্বারা উটনী আয়ত্তে থাকে এবং
উহাতে আরোহণ সহজ হয়। <https://youtube.com/alamin5g>

٩٧- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ فَتِيْمَانَ أَنْسَمَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ الْفَغْرَوَ وَلَيْسَ مَعِنِي مَا تَجْهَزُ، قَالَ: أَنْتَ فَلَانَا فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجْهَزَ فَمَرَضَ، فَأَتَاهُ قَدْرَهُ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ يُفْرِنُكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ: أَغْطِطُنِي الَّذِي تَجْهَزْتَ بِهِ، قَالَ: يَا فَلَانَا! أَغْطِطُنِي الَّذِي تَجْهَزْتَ بِهِ، وَلَا تَخْبِسْنِي عَنْهُ شَيْئًا، فَوَاللَّهِ لَا تَخْبِسْنِي مِنْهُ شَيْئًا فَيَبْرُكَ لَكِ فِيهِ. روایہ مسلم، باب فضل اعانت الغازی ۰۰۰۰، رقم: ۴۹۰۱

৯৭. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রায়ঃ) বলেন, আসলাম গোত্রীয় এক যুবক আরজ করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি জেহাদে যাইতে চাই, কিন্তু আমার নিকট প্রস্তুতির জন্য কোন সামান নাই। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, অমুক ব্যক্তির নিকট যাও। সে জেহাদের প্রস্তুতি করিয়াছিল কিন্তু এখন সে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। (তাহাকে বলিও যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে সালাম বলিতেছেন এবং তাহাকে ইহাও বলিও যে, তুমি জেহাদের জন্য যে সামান প্রস্তুত করিয়াছিলে তাহা আমাকে দিয়া দাও।) সুতরাং সেই যুবক সেই আনসারীর নিকট গেল এবং বলিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে সালাম বলিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, আপনি ঐ সমস্ত সামান আমাকে দিয়া দিন যাহা আপনি জেহাদের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন। তিনি (নিজ স্ত্রীকে) বলিলেন, হে অমুক, আমি যে সামান প্রস্তুত করিয়াছিলাম তাহা এই ব্যক্তিকে দিয়া দাও এবং সেই সামান হইতে কোন জিনিস রাখিয়া দিও না। আল্লাহ তায়ালার কসম, তুমি উহা হইতে যে কোন জিনিস রাখিয়া দিবে উহাতে তোমার জন্য বরকত হইবে না।
(মুসলিম)

٩٨- عَنْ زَيْنِدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يُبَيِّنُ: مَنْ حَبَسَ فَرِسْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَ سِترَةً مِنْ نَارٍ. روایہ عبد بن

حبيب، المسند الحجامع ٥/٤٧

৯৮. হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রায়ঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় ঘোড়া ওয়াকফ করিয়াছে, তাহার এই আগল জাহানামের আগুন হইতে আড় হইবে।

(আবদ ইবনে উমাইদ, মুসনাদে জামে')

আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় বাহির হওয়ার আদব ও আমলসমূহ

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿إِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخْوُكَ يَا يَسْنِي وَلَا تَبِعَا فِي ذِكْرِنِي☆
إِذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَفِي ☆ فَقُولَا لَهُ قُولَا لَيْسَ لَعْلَهُ يَدْكُرُ أَوْ
يَخْشِي☆ قَالَ رَبِّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَعْنِي☆ قَالَ
لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعْكُمَا أَسْمَعُ وَأَرِي﴾ [٤٦-٤٧: ق.]

আল্লাহ তায়ালা যখন মূসা ও হারুন (আঃ)কে ফেরাউনের নিকটে দাওয়াতের জন্য পাঠাইলেন, তখন বলিলেন, এখন তুমি এবং তোমার ভাই উভয়ে আমার নিদর্শনসমূহ লইয়া যাও, এবং তোমরা উভয়ে আমার যিকিরে অলসতা করিও না। তোমরা উভয়ে ফেরাউনের নিকট যাও, সে অবাধ্য হইয়া গিয়াছে। অতঃপর সেখানে যাইয়া তাহার সহিত নরম কথা বলিও। হইতে পারে সে উপদেশ মানিয়া লইবে অথবা আয়াবকে ভয় করিবে। উভয় ভাই আরজ করিলেন, হে আমাদের বুব! আমরা এই আশংকা করিতেছি যে, সে আমাদের ব্যাপারে সীমালংঘন করিয়া না বসে। অথবা সে আরও অধিক অবাধ্যতা করিতে শুরু না করিয়া দেয়। (আর সেই সীমালংঘন ও অবাধ্যতার কারণে আমরা তাবলীগ করিতে না পারি।) আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের উভয়ের সহিত রহিয়াছি। সবকিছু শুনিতেছি এবং দেখিতেছি। অর্থাৎ তোমাদের হেফাজত করিব এবং ফেরাউনের উপর ভয়ভীতি ঢালিয়া দিব যাহাতে তোমরা পুরাপুরি তাবলীগ করিতে পার। (সূরা তোয়াহ)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿فِيمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لِنَتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَطَّا غَلِظَ
الْقَلْبَ لَا نَفْضُوا مِنْ حَوْلِكَ سَفَاغُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَارِزُهُمْ فِي الْأَمْرِ إِذَا عَزَمْتَ فَوَكِلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ [آل عمران: ١٥٧]

আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করিয়া এরশাদ করেন,—হে নবী ! ইহা আল্লাহ তায়ালার বড় অনুগ্রহ যে, আপনি তাহাদের প্রতি নরম দিল সাব্যস্ত হইয়াছেন। আর যদি আপনি কৃক্ষ স্বভাব ও কঠোর অস্তরের অধিকারী হইতেন তবে এই সমস্ত লোক কবে আপনার নিকট হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইত। সুতরাং এখন আপনি তাহাদেরকে মাফ করিয়া দিন এবং তাহাদের জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আর তাহাদের সহিত গুরুত্বপূর্ণ কাজে পরামর্শ করিতে থাকুন। অতঃপর আপনি যখন কোন বিষয়ে দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন তখন আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করুন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা তাওয়াকুলকারীদের পছন্দ করেন।

(সূরা আলে ইমরান)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمِرْ بِالْعِزْفِ وَأَغْرِضْ عَنِ الْجَهِيلِينَ
وَإِمَّا يَتَرَغَّبْكَ مِنَ الشَّيْطَنِ فَرْجُ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ﴾

[الاعراف: ١٩٩]

আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এরশাদ করিয়াছেন,—ক্ষমা করাকে আপনি আপনার অভ্যাসে পরিণত করুন। এবং নেক কাজের হুকুম করিতে থাকুন, আর (যাহারা নেককাজের হুকুম করার পরও অজ্ঞতার কারণে না মানে এমন) অজ্ঞদের হইতে বিরত থাকুন। অর্থাৎ তাহাদের সহিত জড়িত হওয়ার প্রয়োজন নাই। আর যদি (তাহাদের অজ্ঞতার কারণে ঘটনাক্রমে) শয়তানের পক্ষ হইতে আপনার মধ্যে (রাগান্বিত হওয়ার) কোন ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি হয় তবে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় চাহিয়া লইবেন। নিঃসন্দেহে তিনি সর্ববিষয় শ্রবণকারী সর্ববিষয় অবগত। (সূরা আরাফ)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿وَاضْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجِرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾

আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এরশাদ করিয়াছেন,—আর এই সকল লোক যাহারা কষ্টদায়ক উক্তি করে বলে। আপনি ঐ সকল উক্তির উপর সবর করুন এবং উত্তম পছায় তাহাদের নিকট হইতে পৃথক থাকুন। অর্থাৎ না অভিযোগ করিবেন, আর না প্রতিশোধ লওয়ার কোন চেষ্টা করিবেন। (সূরা মুয়াম্বেল)

হাদীস শরীফ

— ٩٩ —
 عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي ﷺ حدثت أنها قالت
 لرسول الله ﷺ: يا رسول الله أهل أى عينك يوم كان أشد من
 يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت منهم
 يوم العقبة، إذ عرّضت نفسى على ابن عبد ياليل بن عبد كلال
 فلم يجئنى إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهى، فلما
 أستيق إلا بقون العمال، فرقفت رأسي فإذا أنا بسحابة قد
 اطلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني، فقال:
 إن الله عزوجل قد سمع قول قومك لك وما زدوا عليك، وقد
 بعث إليك ملك الجناء ليامرها بما شئت فيهم، قال: فناداني
 ملك الجناء وسلم على، ثم قال: يا محمد إن الله قد سمع قول
 قومك لك، وأنا ملك الجناء، وقد بعثي ربكم إليك ليأمرني
 بما أمرك، فما شئت؟ (إن شئت) أطبقت عليهم الأخشبين، فقال له
 رسول الله ﷺ: بل أرجو أن يخرج الله تعالى من أصلابهم من
 يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً. رواه سلم، باب ما لقى النبي ﷺ من

أذى المشركين والمنافقين، رقم: ٤٦٥٣

১৯. উম্মুল মোমেনীন হ্যরত আয়েশা (রায়ঃ) আরজ করিলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনার উপর ওহদের দিনের চাইতেও কি কঠিন কোন দিন অতিবাহিত হইয়াছে? তিনি এরশাদ করিলেন, আমাকে তোমার কওমের পক্ষ হইতে অনেক বেশী কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে। সবচেয়ে বেশী কষ্ট আকারায় (তায়েফের) দিন সহ্য করিতে হইয়াছে। আমি

আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় বাইর হওয়ার আদব ও আমলসমহ
 (তায়েফবাসীদের সদার) ইবনে আবদে ইয়ালাল ইবনে আবদে কুলালের
 সম্মুখে নিজেকে পেশ করিলাম (যে, আমার প্রতি ঈমান আনয়ন কর
 এবং আমার সাহায্য কর, আমাকে তোমাদের এখানে থাকিয়া স্বাধীনভাবে
 দাওয়াতের কাজ করিতে দাও)। কিন্তু সে আমার কথা মানিল না। আমি
 (তায়েফ হইতে) অত্যন্ত চিন্তিত ও পেরেশান হইয়া নিজের পথে (ফিরিয়া)
 চলিলাম। কারনে সাআলিব নামক জ্যাগায় পৌছার পর আমার চিন্তা ও
 পেরেশানী কিছুটা কম হইল। তখন ঘাথা উঠাইয়া দেখিলাম যে, একটি
 মেঘখণ্ড আমার উপর ছায়া করিয়া আছে। আমি গভীরভাবে লক্ষ্য করিলে
 দেখিলাম যে, উহাতে হ্যরত জিবরাইল (আঃ) আছেন। তিনি আমাকে
 ডাকিলেন এবং আরজ করিলেন যে, আল্লাহ তায়ালা আপনার সহিত
 আপনার কাওমের কথাবার্তা শুনিয়াছেন। তাহাদের জবাবও শুনিয়াছেন।
 আর পাহাড়ের দায়িত্বে নিযুক্ত ফেরেশতাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন।
 আপনি এই সকল কাফেরদের ব্যাপারে যাহা ইচ্ছা হয় তাহাকে হৃকুম
 করুন। অতঃপর পাহাড়ের ফেরেশতা আমাকে ডাকিয়া সালাম করিলেন
 এবং আরজ করিলেন, হে মোহাম্মদ! আপনার কওমের সহিত আপনার
 যে সকল কথাবার্তা হইয়াছে আল্লাহ তায়ালা তাহা শুনিয়াছেন। আমি
 পাহাড়সমূহের দায়িত্বে নিযুক্ত ফেরেশতা। আমাকে আপনার রব আপনার
 নিকট এইজন্য পাঠাইয়াছেন যে, আপনি যাহা ইচ্ছা হয় আমাকে হৃকুম
 করুন। আপনি কি চান? যদি আপনি চান, তবে আমি মক্কার দুই পাহাড়
 (আবু কোবায়েস ও আহমার)কে মিলাইয়া দিব। (যাহাতে ইহারা মাঝখানে
 পিষিয়া যাইবে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ
 করিলেন, না, বরং আমি আশা করি আল্লাহ তায়ালা তাহাদের পরবর্তী
 বৎসরদের হইতে এমন লোক সৃষ্টি করিবেন যাহারা এক আল্লাহ
 তায়ালার এবাদত করিবে, এবং তাহার সহিত কোন কিছুকে শরীক করিবে
 না। (মুসলিম)

١٠٠ - عَنْ أَبْنِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فِي سَفَرٍ، فَأَقْبَلَ أَغْرَابِي، فَلَمَّا دَنَأَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: أَبْنَى تُرِينِد؟ قَالَ: إِلَى أَهْلِي قَالَ: هَلْ لَكَ فِي خَيْرٍ؟ قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: تَشَهِّدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ: مَنْ شَاهِدَ عَلَى مَا تَقُولُ؟ قَالَ: هَذِهِ الشَّجَرَةُ، فَدَعَاهَا رَسُولُ

اللَّهُمَّ وَهِيَ بِشَاطِئِ الْوَادِي فَأَقْبَلْتُ تَخْدُدُ الْأَرْضَ حَتَّى
جَاءَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَاسْتَشْهَدَهَا ثَلَاثَةُ، فَشَهَدَتْ اللَّهُ كَمَا قَالَ، ثُمَّ
رَجَعَتْ إِلَيْيْهَا وَرَجَعَ الْأَغْرَابُ إِلَيْ قَوْمِهِ وَقَالَ: إِنْ يَتَبَعُونِي
آتَيْكُمْ بِهِمْ، وَإِلَّا رَجَعْتُ إِلَيْكُمْ فَكُنْتُ مَعَكُمْ رواه الطبراني ورواه رحال

الصحيح ورواه أبو عبيدة أيضًا والبزار، مجمع الروايات ٨٨٥

১০০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রায়িঃ) বলেন যে, আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। সামনের দিক হইতে একজন গ্রাম্যলোককে আসিতে দেখা গেল। যখন সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় যাইতেছ? সে বলিল, নিজের বাড়ী যাইতেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তুমি কোন ভাল কথা চাও কি? সে বলিল, ভাল কথাটি কি? তিনি এরশাদ করিলেন, তুমি কলেমায়ে শাহাদৎ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ

مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

পড়িয়া লও। লোকটি বলিল, আপনি যে কথা বলিতেছেন, উহার ব্যাপারে সাক্ষী কে আছে? তিনি এরশাদ করিলেন, এই গাছটি সাক্ষী। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ গাছটিকে ডাকিলেন, যাহা নিম্নভূমির এক প্রান্তে ছিল। সেই গাছটি জমিনকে বিদীর্ণ করিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া গেল। তিনি উহার নিকট তিনবার সাক্ষী তলব করিলেন। গাছটি তিনবার সাক্ষ্য দিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহা বলিতেছেন উহা সত্য। অতঃপর গাছটি নিজের জায়গায় ফিরিয়া গেল। (এই সবকিছু দেখিয়া গ্রাম্য লোকটি বড় আশ্চর্যান্বিত হইল) এবং নিজের কওমের নিকট ফিরিয়া যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিল যে, যদি আমার কওমের লোকেরা আমার কথা মানিয়া লয় তবে আমি তাহাদের সবাইকে আপনার নিকট লইয়া আসিব। না হয় আমি নিজে আপনার নিকট ফিরিয়া আসিব এবং আপনার সঙ্গে থাকিব। (তাবরানী, আবু ইয়ালা, বায়বার, মাজমাউয় যাওয়ায়েদ)

١٠١- عن سهيل بن سعيد رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال لعلي يوم خير: إنك على دينك، حتى تنزل بساحتهم، ثم اذعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يحب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدى الله بك رجلاً وأحداً خيراً لك من أن يكون لك حمر النعم. (وهو حزء من الحديث) رواه مسلم، باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رقم: ٦٢٤٣

১০১. হ্যরত সাহল ইবনে সাদ (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, খায়বরের যুক্তের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হ্যরত আলী (রায়িৎ)কে এরশাদ করিলেন, তুমি শাস্তিভাবে চলিতে থাক। অবশেষে খায়বারবাসীদের ঘয়দানে ছাউনি ফেলিবে। অতঃপর তাহাদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিবে। আল্লাহ তায়ালার যে সকল হক তাহাদের উপর রহিয়াছে উহা তাহাদিগকে বলিবে। আল্লাহ তায়ালার কসম ! তোমার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা যদি এক ব্যক্তিকেও হেদায়েত করেন তবে ইহা তোমার জন্য লাল উষ্ট্রপাল পাওয়া অপেক্ষাও উত্তম হইবে। (মুসলিম)

ফায়দা : আরবদের মধ্যে লালবর্ণের উট অধিক মূল্যবান সম্পদ মনে করা হইত।

١٠٢- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: يأكُلُوا
عَنِّي وَلَوْ أَبِي. (الحديث) رواه البخاري، باب ماذكر عن بنى إسرائيل،
رقم: ٣٤٦١

১০২. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রায়িৎ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার পক্ষ হইতে পৌছাইয়া দাও, যদিও একটি আয়াতও হয়। (বোখারী)

ফায়দা : হাদীসের অর্থ হইল, যে পরিমাণ সন্তু দ্বীনের কথা পৌছানা চাই। কেননা, তুমি যে কথা অন্যের নিকট পৌছাইতেছ যদিও উহা খুবই সংক্ষিপ্ত, কিন্তু উহা দ্বারা হইতে পারে কেহ হেদায়াত পাইয়া যাইবে। আর তুমি ও সওয়াব পাইবে, এবং অসংখ্য নেকীর ভাগী হইবে। (যোগাহেরে হক)

١٠٣- عن عبد الرحمن بن عائذ رضي الله عنه: كان النبي ﷺ إذا
بعث بعثاً قال: تألفوا الناس، وتأتوا بهم، ولا تغيروا عليهم حتى
تذغونهم، فما على الأرض من أهل ثبت مثله ولا ذريه إلا وان

**نَأْتُونِي بِهِمْ مُسْلِمِينَ أَحَبُّ إِلَيْيَ مِنْ أَنْ تَقْتُلُوا رِجَالَهُمْ وَتَأْتُونِي
بِنِسَائِهِمْ.** المطالب العالية ٢/١٦٦، وذكر صاحب الاصابة بمنحوة ٣/١٥٢

১০৩. হযরত আবদুর রহমান ইবনে আয়েয (রায়িঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন লশকর রওয়ানা করিতেন, তখন তাহাদিগকে বলিতেন, লোকদের সহিত উলফত পয়দা কর অর্থাৎ তাহাদেরকে আপন কর, তাহাদের সহিত নম্ব ব্যবহার কর, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহাদেরকে দাওয়াত না দাও তাহাদের উপর হামলা করিও না। কেননা পৃথিবীতে যত কাঁচা পাকা ঘর রহিয়াছে অর্থাৎ যত শহর ও গ্রাম রহিয়াছে, উহার অধিবাসীদেরকে তুমি যদি মুসলমান বানাইয়া আমার নিকট লইয়া আস, তবে ইহা আমার নিকট ইহার চেয়ে বেশী প্রিয় যে, তুমি তাহাদের পুরুষদেরকে হত্যা কর এবং তাহাদের মহিলাদেরকে আমার নিকট (বাঁদী বানাইয়া) লইয়া আস। (মাতালেবে আলীয়া-ইসাবা)

١٠٤- عن ابن عباس رضي الله عنهمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
تَسْمَعُونَ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ، وَيُسْمَعُ مِنْ يَسْمَعُ مِنْكُمْ. رواه أبو داود.

باب فضل نشر العلم. رقم: ٣٦٥٩

১০৪. হযরত ইবনে আববাস (রায়িঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা আজ আমার নিকট হইতে দ্বিনের কথা শুনিতেছ, কাল তোমাদের নিকট হইতে দ্বিনের কথা শোনা হইবে। অতঃপর ঐ সকল লোকদের নিকট হইতে দ্বিনের কথা শুনা হইবে যাহারা তোমাদের নিকট হইতে দ্বিনের কথা শুনিয়াছিল। (সুতরাং তোমরা খুব মনোযোগ সহকারে শুন, এবং উহাকে তোমাদের পরবর্তীদের নিকট পৌছাও। তারপর তাহারা তাহাদের পরবর্তীদের নিকট পৌছাইবে, আর এই ধারাবাহিকতা চলিতে থাকে।) (আবু দাউদ)

١٠٥- عن الأخفف بن قيس رضي الله عنه قال: بَيْنَا أَنَا أَطْوَفُ بِالْبَيْتِ
فِي زَمْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ
وَأَخْدَى يَدِي فَقَالَ: أَلَا أَبْشِرُكَ؟ قَالَ: بَلَى! فَقَالَ: هَلْ تَذَكَّرُ إِذْ
بَعْثَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى قَوْمِكَ بَنِي سَعْدٍ فَجَعَلْتُ أَغْرِضَ
عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامَ وَأَذْعُوهُمْ إِلَيْهِ، قَالَ: أَنْتَ إِنْكَ تَذَعَّزُ إِلَى الْغَيْرِ
وَتَأْمُرُ بِالْخَيْرِ وَإِنَّهُ لَذَعْنُ إِلَى الْخَيْرِ وَتَأْمُرُ بِالْخَيْرِ، فَلَمَّا دَلَّ

إِلَى النَّبِيِّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَخْنَفِ بْنَ قَيْسٍ، فَكَانَ الْأَخْنَفُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: مَا مِنْ عَمَلٍ شَيْءٌ أَرْجُى لِي مِنْهُ. رواه الحاكم
في المستدرك ٢/٦٤

১০৫. হযরত আহনাফ ইবনে কায়েস (রায়ি) বলেন, হযরত ওসমান (রায়ি) এর যুগে আমি বাযতুল্লাহর তওয়াফ করিতেছিলাম। এমন সময় বনু লায়েস গোত্রের এক ব্যক্তি আসিল। সে আমার হাত ধরিয়া বলিল। আমি তোমাকে একটি সুসংবাদ শুনাইব কি? আমি বলিলাম, অবশ্য শুনাইয়া দিন। তিনি বলিলেন, তোমার মনে আছে কি? যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তোমার গোত্র বনী সাদের নিকট (ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য) পাঠাইয়াছিলেন, তখন আমি তাহাদের নিকট ইসলাম সম্পর্কে বলিতে শুরু করিলাম এবং তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিতে লাগিলাম। তখন তুমি বলিয়াছিলে যে, তুমি আমাদেরকে কল্যাণের দাওয়াত দিতেছ এবং ভাল কাজের হৃকুম করিতেছ। আর তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও কল্যাণের দাওয়াত দিতেছেন এবং ভাল কাজের হৃকুম করিতেছেন। অর্থাৎ তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছ। আমি তোমার এই কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌছাইয়া দিয়াছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তোমার) এই (স্বীকৃতির) কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন—

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَخْنَفِ بْنَ قَيْسٍ

হে আল্লাহ! আহনাফ ইবনে কায়েসকে ক্ষমা করিয়া দিন।

হযরত আহনাফ ইবনে কায়েস (রায়ি) বলিতেন, আমার নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই দোয়ার চাইতে অধিক নিজের কোন আয়লের উপর আশা নাই। (মুস্তাদবাকে হাকেম)

١٠٦- عن أنسٍ رضيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ قَدَّرَ جَلَّ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى رَأْسِ مِنْ رُؤُسِ الْمُشْرِكِينَ يَدْعُونَهُ إِلَى اللَّهِ، فَقَالَ: هَذَا إِلَهُ الَّذِي تَدْعُونَ إِلَيْهِ أَمْ إِنْ فِيْهِ هُوَ؟ أَمْ مِنْ نَحْنُ هُوَ؟ فَعَاطَهُمْ مَقَاتِلَهُ فِي صَدْرِ رَسُولِ اللهِ قَدَّرَ جَلَّ فَرَجَعُوا إِلَى النَّبِيِّ قَدَّرَ فَأَخْبَرُهُ، فَقَالَ: أَرْجِعْ إِلَيْهِ قَادْعَهُ إِلَى اللَّهِ، فَرَجَعَ فَقَالَ لَهُ

مُثُلْ مَقَالِيهِ، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ قَاتِلَةً فَأَخْبَرَهُ لَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهِ فَإِذْعَنْهُ إِلَى اللَّهِ، وَرَسُولُ اللَّهِ فِي الطَّرِيقِ لَا يَعْلَمُ، فَأَتَى النَّبِيِّ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ صَاحِبَهُ، وَنَزَّلَتْ عَلَى النَّبِيِّ وَيُرِسِّلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ". رواه أبو بعيل، قال المحقق: إسناده حسن ٢٥١/٣

১০৬. হ্যরত আনাস (রাযঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সাহাবীকে মুশরিকদের সর্দারদের মধ্য হইতে কোন এক সর্দারের নিকট আল্লাহ তায়ালার দিকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য পাঠাইলেন। (সুতরাং তিনি তাহাকে যাইয়া দাওয়াত দিলেন) সেই মুশরিক বলিল, যেই মাবুদের দিকে তুমি আমাকে দাওয়াত দিতোছ, তিনি কি রূপার তৈরী না তামার তৈরী? মুশরিকের এই কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরিত প্রতিনিধির নিকট অত্যন্ত অপচন্দনীয় মনে হইল। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলেন। তাহাকে মুশরিকের উক্তি সম্পর্কে জানাইলেন। তিনি সাহাবীকে এরশাদ করিলেন, তুমি দ্বিতীয় বার যাইয়া উক্ত মুশরিককে দাওয়াত দাও। সুতরাং তিনি দ্বিতীয় বার যাইয়া দাওয়াত দিলেন। মুশরিক পুনরায় আগের মত বলিল। উক্ত সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলেন। এবং মুশরিকের উক্তি সম্পর্কে জানাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় এরশাদ করিলেন, যাও, তাহাকে দাওয়াত দাও। (সুতরাং ঐ সাহাবী তৃতীয়বার দাওয়াত দেওয়ার জন্য গেলেন) অতঃপর ফিরিয়া আসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানাইলেন যে, আল্লাহ তায়ালা উক্ত মুশরিককে বজ্রপাত দ্বারা ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পথিমধ্যে ছিলেন, তিনি এই ঘটনা সম্পর্কে জানিতেন না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আল্লাহ তায়ালার এই এরশাদ নাজিল হইল—

وَيُرِسِّلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ

অর্থঃ এবং আল্লাহ তায়ালা জমিনের দিকে বজ্রসমূহ প্রেরণ করেন। অতঃপর যাহার উপর চাহেন নিক্ষেপ করেন। আর ইহারা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে বিতর্ক করেন। <https://youtube.com/alamin5g>

١٠٧- عن ابن عباس رضي الله عنهمما قال: قال رسول الله ﷺ لمعاذ بن جحيل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: إنك سأنتي قوماً أهل كتاب، فإذا جئتهم فاذعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغانيتهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك فليأتك وكرائيم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. رواه البخاري، باب أحد الصدقة من الأغانياء..... رقم: ١٤٩٦

١٠٨. হ্যরত ইবনে আবুস (রাযঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হ্যরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাযঃ)কে ইয়ামামে পাঠাইলেন, তখন তাহাকে এই হেদায়েত দিলেন যে, তুমি এমন কওমের নিকট যাইতেছ, যাহারা আহলে কিতাব। তুমি যখন তাহাদের নিকট যাইবে তখন তাহাদেরকে এই বিষয়ে দাওয়াত দিবে যে, তাহারা যেন এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কেন মারুদ নাই এবং মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়ালার রসূল। তাহারা যদি তোমার কথা মানিয়া লয় তবে তাহাদেরকে আরও বলিবে যে, আল্লাহ তায়ালা তাহাদের উপর দিন ও রাতে পাঁচওয়াক্ত নামায ফরয করিয়াছেন। তাহারা যদি তোমার এই কথাও মানিয়া লও তবে তাহাদিগকে আরও বলিবে যে, আল্লাহ তায়ালা তাহাদের উপর ঘাকাত ফরজ করিয়াছেন। যাহা তাহাদের ধনীদের হইতে লইয়া তাহাদের গরীবদেরকে দেওয়া হইবে। তাহারা যদি তোমার এই কথাও মানিয়া লয় তবে তুমি তাহাদের উত্তম মাল লওয়া হইতে বিরত থাকিও। অর্থাৎ, ঘাকাতের মধ্যে মধ্যম পর্যায়ের মাল লইবে। উত্তম মাল লইবে না। আর মজলুমের বদদোয়া হইতে বাঁচিও। কেননা তাহার বদদোয়া ও আল্লাহ তায়ালার মাঝে কোন বাধা নাই। (বোখারী)

١٠٩- عن البراء رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ يَذْعُونُهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ، قَالَ الْبَرَاءُ: فَكُنْتُ فِيهِنَّ

خرج مع خالد بن الوليد، فاقمنا سَيْةً أَشْهُرٍ يذْعُوْهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ فَلَمْ يُجِبُّوْهُ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَلَيْنَا بْنَ ابْنِ طَالِبٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَمْرَهُ أَنْ يَقْفِلَ خَالِدًا إِلَّا رَجُلًا كَانَ مِمْنَ مَعْ خَالِدٍ فَاحْبَبَ أَنْ يَعْقِبَ مَعَ عَلَيْنَا فَلَيَعْقِبَ مَعَهُ، قَالَ الْبَرَاءُ: فَكَنْتُ فِيمَنْ عَطَبَ مَعَ عَلَيْيَ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْقُرْمَ خَرَجُوا إِلَيْنَا، ثُمَّ تَقْدَمَ فَصَلَّى بَنَاهُ عَلَيْنَا ثُمَّ صَفَّنَا صَفَّا وَاحِدًا، ثُمَّ تَقْدَمَ بَيْنَ أَيْدِينَا وَقَرَأَ عَلَيْنِمْ كِتَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا سَلَامُهُمْ، فَلَمَّا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِتَابَ خَرَّ سَاجِدًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: "السَّلَامُ عَلَى هَمَدَانَ، السَّلَامُ عَلَى هَمَدَانَ".

قال البيهقي: رواه البخاري مختصراً من وجه آخر عن ابراهيم بن يوسف، البداية

١٠١ / ٥

১০৮. হ্যরত বারা (রায়িৎ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হ্যরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রায়িৎ)কে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য ইয়ামান পাঠাইলেন। হ্যরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রায়িৎ)এর সঙ্গীদের মধ্যে আমিও ছিলাম। আমরা ছয় মাস সেখানে অবস্থান করিলাম। হ্যরত খালেদ তাহাদেরকে দাওয়াত দিতে থাকিলেন। কিন্তু তাহারা দাওয়াত কবুল করিল না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হ্যরত আলী ইবনে আবী তালেব (রায়িৎ)কে সেখানে পাঠাইলেন। আর তাহাকে বলিলেন যে, হ্যরত খালেদকে তো ফেরত পাঠাইয়া দাও আর তাহার সাথীদের মধ্য হইতে যে তোমার সহিত সেখানে থাকিতে চায় সে যেন থাকিয়া যায়। সুতরাং হ্যরত বারা (রায়িৎ) বলেন, আমিও ঐ সমস্ত লোকদের মধ্যে ছিলাম যাহারা হ্যরত আলী (রায়িৎ)এর সহিত থাকিয়া গেলেন। যখন আমরা ইয়ামানবাসীদের একেবারে নিকটে পৌছিয়া গেলাম, তখন তাহারাও বাহির হইয়া আমাদের সামনে আসিয়া গেল। হ্যরত আলী (রায়িৎ) অগ্রসর হইয়া আমাদেরকে নামায পড়াইলেন। অতঃপর আমাদেরকে এক কাতারে কাতার বন্দী করিলেন। এবং আমাদের নিকট হইতে অগ্রসর হইয়া তাহাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিঠি পড়িয়া শুনাইলেন। চিঠি শুনিয়া হামদান গোত্রের সকলে মুসলমান হইয়া গেলেন। হ্যরত আলী (রায়িৎ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেদবচ্ছিপ

হামদান গোত্রের মুসলমান হওয়ার সুস্বাদ দিয়া চিঠি পাঠাইলেন। যখন
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত চিঠি পাঠ করিলেন তখন
(খুশীতে) সেজদায় পড়িয়া গেলেন। অতঃপর তিনি সেজদা হইতে মাথা
উঠাইয়া হামদান গোত্রের জন্য দোয়া করিলেন। হামদানের উপর শাস্তি
বর্ষিত হউক, হামদানের উপর শাস্তি বর্ষিত হউক।

(বোখারী, বাযহাকী, আল বেদায়াহ ওয়ানে মেহায়াহ)

١٠٩ - عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَنْفَقَ نَفْقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُبِّيَتْ لَهُ مَسْعِيَةً ضَعِيفٍ. رواه الترمذى

وقال: هذا حديث حسن، باب ما جاء في فضل النفقه في سبيل الله، رقم: ١٦٢٥

১০৯. হযরত খুরাইম ইবনে কাতেহ (রায়ঃ) বর্ণনা করেন যে,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি
আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় কোন কিছু খরচ করে উহা তাহার আমলনামায়
সাতশত গুণ লেখা হয়। (তিরিয়ী)

١١٠ - عَنْ مَعَاذِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ وَالدُّخْرَ يُضَاعِفُ عَلَى النَّفْقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَ بِسْعَيْ مِائَةً ضَعِيفٍ. رواه أبو داود، باب في تضييف الذكر في سبيل الله عزوجل،
رقم: ٤٩٨

১১০. হযরত মুয়ায় (রায়ঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালার
রাস্তায় নামায, রোয়া এবং যিকিরের সওয়াব, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায়
মাল খরচ করার চেয়ে সাতশত গুণ বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়। (আবু দাউদ)

١١١ - عَنْ مَعَاذِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ الدُّخْرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُضَعِّفُ فَرْقَ النَّفْقَةِ بِسَبْعَ مِائَةً ضَعِيفٍ. قال يحيى في
حديثه: بسبعين مائة ألف ضعيف. رواه أحمد/٤٣٨

১১১. হযরত মুয়ায় (রায়ঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ
তায়ালার রাস্তায় যিকিরের সওয়াব (আল্লাহ তায়ালার রাস্তায়) খরচ করার
সওয়াব হইতে সাতশত গুণ বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়।

এক রেওয়ায়েতে আছে, সাতলক্ষ শুণ সওয়াব বৃক্ষ করিয়া দেওয়া
হয়। (মুসনাদে আহমাদ)

— ۱۱۲- عن معاذ الجهني رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَرَأَ
الْفَ آيَةَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، كَبَّهَ اللَّهُ مَعَ النَّبِيِّنَ وَالْعَصِيدِيَقِينَ
وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد قوله
يعزى إلى رواقة الذهبي ۸۷/۲

۱۱۲. হযরত মুয়ায জুহানী (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় এক হাজার আয়াত তেলাওয়াত করিল, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে আম্বিয়া (আঃ), সিদ্ধীকন, শহীদান ও নেক লোকদের জামাতভূক্ত করিয়া দিবেন। (মুসতাদরাক হাকেম)

— ۱۱۳- عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَا كَانَ فِيْنَا فَارِسٌ يَوْمَ بَئْرِ غَيْرَ
الْمُقْدَادِ، وَلَقَدْ رَأَيْتَنَا وَمَا فِيْنَا إِلَّا نَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ
شَجَرَةَ يَصْلَى وَيَنْكِنُ حَتَّى أَضَبَعَ . رواه أحمد ۱۲۵/۱

۱۱۳. হযরত আলী (রায়িৎ) বলেন, বদর যুদ্ধের দিন হযরত মেকদাদ (রায়িৎ) ব্যতীত আমাদের মধ্যে কেহ ঘোড়সওয়ার ছিলেন না। আমি দেখিলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত আমরা সবাই ঘূমাইয়া ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি গাছের নিচে নামায পড়িতে পড়িতে এবং কাঁদিতে কাঁদিতে সকাল করিয়া দিলেন। (মুসনাদে আহমাদ)

— ۱۱۴- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَاعَدَ اللَّهَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ بِذَلِكَ الْيَوْمِ
سَبْعِينَ حَرَيْفًا. رواه النسائي، باب ثواب من صام رقم: ۲۲۴۷

۱۱۴. হযরত আবু সাউদ খুদরী (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় একদিন রোয়া রাখিবে, আল্লাহ তায়ালা ঐ একদিনের বিনিময়ে দোষখ এবং সেই ব্যক্তির মাঝে সন্তুর বছরের ব্যবধান করিয়া দিবেন। (নাসারী)

— ۱۱۵ — عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: من صام يوماً في سبيل الله بعده منه النار مسيرة مائة عام. رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله موثقون، مجمع الروايند / ۴۴۴

۱۱۵. হযরত আমর ইবনে আবাসাহ (রাযঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় রোয়া রাখিল, তাহার নিকট হইতে জাহানামের আগুন একশত বৎসরের দূরত্ব পরিমাণ দূর হইয়া যাইবে।

(তাবরানী, মাজমাউয় যাওয়ায়েদ)

— ۱۱۶ — عن أبي أمامة الahlí رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: من صام يوماً في سبیل الله جعل الله بيته وبين النار خندقاً كما بين السماء والأرض. رواه الترمذى، وقال: هذا حديث غريب، باب ما جاء في فضل الصوم في سبیل الله، رقم: ۱۶۲۴

۱۱۶. হযরত আবু উমামা বাহেলী (রাযঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় একদিন রোয়া রাখিল, আল্লাহ তায়ালা তাহার এবং দোষখের মাঝখানে এত বিরাট খন্দক পরিমাণ ব্যবধান করিয়া দিবেন যত পরিমাণ আসমান ও জমিনের মাঝখানে দূরত্ব রাখিয়াছে।

(তিরমিয়ী)

— ۱۱۷ — عن أنس رضي الله عنه قال: كُنَّا معَ النَّبِيِّ ﷺ، أَكْثَرُنَا ظَلَّ مِنْ يَسْتَطِلُ بِكَسَائِهِ، وَأَمَا الَّذِينَ صَامُوا فَلَمْ يَغْمُلُوا شَيْئًا، وَأَمَا الَّذِينَ أَفْطَرُوا فَبَعْثَرُوا الرِّكَابَ وَأَفْتَهُوا وَعَالَجُوا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ذَهَبَ الْمُفْطَرُونَ الْيَوْمَ بِالْآجِرِ . رواه البخاري، باب فضل الخدمة في الغزو، رقم: ۲۸۹۰

۱۱۷. হযরত আনাস (রাযঃ) বলেন, আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ছায়াতে ঐ ব্যক্তি ছিল যে তাহার নিজের চাদর দ্বারা ছায়া করিয়া লইয়াছিলেন। যাহারা রোয়া রাখিয়াছিলেন তাহারা তো কিছু করিতে পারেন নাই। আর যাহারা রোয়া রাখিয়াছিলেন না তাহারা সওয়ারীর

জনোয়ারসমূহকে (পানি পান করা ও চরিবার জন্য) পাঠাইলেন। এবং কষ্ট পরিশুম করিয়া খেদমতের কাজসমূহ সমাধা করিলেন। ইহা দেখিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যাহারা রোয়া রাখে নাই আজ তাহারা সমস্ত সওয়াব লইয়া গেল। (বোখারী)

١١٨- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كُنَّا نفِرُّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ، فِيمَا الصَّائِمُ وَمِنَ الْمُفْطَرِ، فَلَا يَجِدُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطَرِ وَلَا الْمُفْطَرُ عَلَى الصَّائِمِ، يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ، وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ.

رواہ مسلم، باب حوار الصوم والنفطر فی شهر رمضان.....

رقم: ٢٦١٨

১১৮. হ্যরত আবু সাঈদ খুদরী (রায়িৎ) বলেন, আমরা রমযানের মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত যুক্ত গমন করিতাম। কোন কোন সাথী রোয়া রাখিতেন, কোন কোন সাথী রোয়া রাখিতেন না। রোযাদারগণ যাহারা রোয়া রাখিতেন না তাহাদের প্রতি নারাজ হইতেন না। যাহারা রোয়া রাখিতেন না তাহারা রোযাদারদের প্রতি নারাজ হইতেন না। সকলে মনে করিতেন, যে নিজের মধ্যে শক্তি অনুভব করিয়াছে সে রোয়া রাখিয়াছে, তাহার জন্য এইরূপ করাই ঠিক আছে। আর যে নিজের মধ্যে দুর্বলতা অনুভব করিয়াছে এবং সে রোয়া রাখে নাই, সেও ঠিক করিয়াছে। (মুসলিম)

١١٩- عن عبد الله العطبي رضي الله عنه قال: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَوِيَ الْجَيْشَ قَالَ: أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ.

رواہ أبو داؤد، باب في الدعاء عند الوداع، رقم: ٢٦٠١

১১৯. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে খাতমী (রায়িৎ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন লশকর রওয়ানা করিবার ইচ্ছা করিতেন তখন ইরশাদ করিতেন—

أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ،

অর্থঃ আমি তোমাদের দীনকে, তোমাদের আমানতসমূহকে, তোমাদের আমলের পরিগামকে আল্লাহ তায়ালার সোপর্দ করিতেছি। (যাহার নিকট রাক্ষিত দ্বন্দ্ব নষ্ট হয়ে গেল)। (আবু দাউদ)

আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় বাহির হওয়ার আদব ও আমলসমূহ
for more videos <https://youtube.com/annaba>

ফায়দা : আমানত বলিতে পরিবার পরিজন, মালদৌলত, আসবাবপত্র বুঝায়। কেননা এই সব বস্তু আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে বান্দাদের নিকট আমানত স্বরূপ রাখা হইয়াছে। এমনিভাবে ঐ আমানতকেও বুঝায় যাহা সফরে গমনকারী ব্যক্তির নিকট লোকেরা রাখিয়াছে অথবা লোকদের নিকট সফরকারী ব্যক্তি রাখিয়াছে। এই সংক্ষিপ্ত বাক্যের মধ্যে কেমন ব্যাপক অর্থবোধক দোষা করা হইয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের দীনের পরিবার পরিজনের মালদৌলত হেফাজত করুন এবং তোমাদের আমলের পরিনাম উত্তম করুন।

(ব্যবৃল মাজত্বদ)

١٢٠- عَنْ عَلَيِّيْ بْنِ رَبِيعَةَ رَحْمَةُ اللَّهِ قَالَ: شَهَدْتُ عَلَيْا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَتَيْتُ بِدَابَّةً لِرِكَبِهَا، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ قَالَ: يَسْمِعُ اللَّهُ، فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهِيرَهَا قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، ثَلَاثَ مَرَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ قَلَاثَ مَرَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَكَ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، ثُمَّ ضَحِّكَ، فَقَيْلَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَىْ شَيْءٍ ضَحِّكْتَ؟ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ ثُمَّ ضَحِّكَ فَقَلَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَىْ شَيْءٍ ضَحِّكْتَ؟ قَالَ: إِنَّ رَبِّكَ تَعَالَى يَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ: اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرِي. رواه أبو داؤد، باب ما يقول الرجل إذا ركب، رقم: ٦٦٠٤.

১২০. হ্যরত আলী ইবনে রাবীয়াহ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি হ্যরত আলী (রায়ঃ) এর নিকট হাজির হইলাম। তাহার সম্মুখে সওয়ারীর জন্য একটি জানোয়ার আনা হইল। যখন তিনি নিজের পা রেকাবের মধ্যে রাখিলেন তখন বলিলেন, বিসমিল্লাহ। অতঃপর যখন সওয়ারীর পিঠে বসিয়া গেলেন তখন বলিলেন আলহামদুলিল্লাহ। অতঃপর বলিলেন—

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ.

অর্থ : পবিত্র ঐ সস্তা যিনি এই সওয়ারীকে আমাদের অধীন করিয়া ফেরিয়াছেন। যখন উহাকে অধীন করা শক্তি আমাদের ছিল না। নিঃসন্দেহে

আমরা আমাদের রবের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। অতঃপর তিনবার
আলহামদুল্লাহ এবং তিনবার আল্লাহ আকবার বলার পর বলিলেন—

سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

অর্থ : আপনি পবিত্র। নিঃসন্দেহে আমি (নাফরমানী করিয়া) নিজের
উপর বহু জুলুম করিয়াছি। আপনি আমাকে মাফ করিয়া দিন। আপনি
ব্যতীত কেহ গুনাহসমূহ মাফ করিতে পারে না।

অতঃপর হ্যরত আলী (রায়ঃ) হাসিলেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা
হইল, আপনি কি কারণে হাসিলেন? তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ
সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এইরূপ করিতে দেখিয়াছি, যেমন আমি
করিলাম। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া পড়িলেন)
অতঃপর হাসিলেন। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি
কারণে হাসিলেন? তখন তিনি এরশাদ করিলেন, তোমাদের
পরওয়ারদেগার আপন বান্দাৰ প্রতি খুশী হন যখন সে বলে, ‘আমার
গুনাহসমূহ মাফ করিয়া দিন।’ কারণ, বান্দা জানে যে, আমি ছাড়া
গুনাহসমূহ ক্ষমাকারী কেহ নাই। (আবু দাউদ)

ফায়দা : লোহার তৈরী আংটাকে রেকাব বলে। যাহা ঘোড়ার পিঠে
তৈরী গদীর উভয় দিকে ঝুলিতে থাকে। আরোহী উহার উপর পা রাখিয়া
ঘোড়ার পিঠে আরোহন করে।

١٢١- عَنْ أَبْنَى عَمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا
أَسْتَوْى عَلَى بَعْرَه خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ كَبِيرٍ تَلَاهَا قَالَ: سُبْحَانَ
الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمْنَقِلُّوْنَ،
اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبَرَّ وَالْقَوْمِ، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا
تَرْضِي، اللَّهُمَّ هَوْنَ عَلَيْنَا سَفَرُنَا هَذَا، وَاطْبُ عَنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ
الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْعَلِيقَةُ فِي الْأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَغُوذُ بِكَ
مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَاتِبَ الْمُنْظَرِ، وَسُوءِ الْمُنْقَلِبِ فِي الْمَالِ
وَالْأَهْلِ، وَإِذَا رَجَعَ قَالُوهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ: آتِيُونَ، تَائِبُونَ، غَابِدُونَ،
لَرِبِّنَا حَامِدُونَ.

رواہ مسلم، باب استحباب الذکر إذا ركب دابة.....

رقم: ٣٢٧٥

for more books <https://youtube.com/alamin5g>

আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় বাহির হওয়ার আদর ও আমলসমূহ
 for more videos <https://youtube.com/c/annaaha>

১২১. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রায়িঃ) হইতে বণিত আছে যে,
 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরে যাওয়ার জন্য
 সওয়ারীর উপর বসিতেন তখন তিনবার আল্লাহ আকবার বলিতেন।
 অতঃপর এই দোয়া পড়িতেন—

**سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا^١
 لَمْ نَقْبِلُوهُ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبَرَّ وَالثَّقْوَىٰ، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا
 تَرْضِي، اللَّهُمَّ هَوَنْ عَلَيْنَا سَفَرُنَا هَذَا، وَاطْبُ عَنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ
 الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَغُوذُ بِكَ مِنْ وَعْنَاءِ
 السَّفَرِ، وَكَابَةِ الْمُنْتَظَرِ، وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ.**

অর্থঃ পবিত্র সন্ত যিনি এই সওয়ারীকে আমার অধীন করিয়া
 দিয়াছেন। যখন আমাদের পক্ষে উহাকে অধীন করার ক্ষমতা ছিল না।
 নিঃসন্দেহে আমরা আমাদের পরওয়ারদেগারের দিকে ফিরিয়া যাইব। হে
 আল্লাহ! আমরা আমাদের এই সফরে আপনার নিকট কল্যাণ ও তাকওয়া
 এবং এমন আমলের আবেদন করিতেছি যাহা দ্বারা আপনি সন্তুষ্ট হইবেন।
 হে আল্লাহ! এই সফরকে আমাদের জন্য সহজ করিয়া দিন। আর ইহার
 দূরত্বকে আমাদের জন্য সংক্ষিপ্ত করিয়া দিন। হে আল্লাহ! আপনিই এই
 সফরে আমাদের সঙ্গী আর আমাদের পরে আপনিই আমাদের পরিবার
 পরিজনের রক্ষক। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট সফরের কষ্ট হইতে,
 সফরে কোন কষ্টদায়ক দৃশ্য দেখা হইতে আর ফিরিয়া আসার পর
 ধনসম্পদ এবং পরিবার পরিজনের মধ্যে কোন কষ্টদায়ক বস্তু পাওয়া
 হইতে আশ্চর্য চাহিতেছি।

আর যখন সফর হইতে ফিরিয়া আসিতেন তখন উক্ত দোয়াই
 পড়িতেন এবং এই শব্দগুলি বেশী বলিতেন—

آتَيْتُنَّ، قَاتَبَيْتُنَّ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ

অর্থঃ আমরা সফর হইতে প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, এবাদতকারী
 এবং আপন পরওয়ারদেগারের প্রশংসকারী। (মুসলিম)

— عنْ صَهْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَرِدْ فِرْيَةً يُرِيدُ دُخُولَهَا
 إِلَّا قَالَ حِينَ يَرَاهَا: اللَّهُمَّ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّمْعُ وَمَا أَظْلَلْنَ،
 وَرَبُّ الْأَرْضَينَ السَّمْعُ وَمَا أَفْلَلْنَ، وَرَبُّ الشَّيَاطِينَ وَمَا أَضْلَلْنَ،

**وَرَبُّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَفَنِ فَإِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا،
وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا.** رواه الحاكم وقال هذا

حدث صحیح الإسناد ووافقه النہیٰ / ٢

১২২. হযরত সোহাইব (রায়িঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম যখন কোন বস্তি বা এলাকায় প্রবেশের ইচ্ছা করিতেন তখন সেই বস্তি বা এলাকা দেখা গেলে এই দোয়া পড়িতেন—

اللَّهُمَّ رَبَّ

**السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلَنَّ، وَرَبَّ الْأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَفْلَلَنَّ، وَرَبَّ
الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضْلَلَنَّ، وَرَبُّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَفَنِ فَإِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ
وَخَيْرَ أَهْلِهَا، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا**

অর্থ : হে আল্লাহ ! যিনি সাত আসমান এবং ঐ সকল বস্তুর রব যাহার উপর সাত আসমান ছায়া করিয়া আছে। আর যিনি সাত জমিন এবং ঐ সকল বস্তুর রব যাহা সাত জমিন ধারণ করিয়া আছে। আর যিনি সমস্ত শয়তানদের এবং যাহাদেরকে শয়তানরা গোমরাহ করিয়াছে তাহাদের রব। আর যিনি সমস্ত বাতাস ও বাতাস যে সকল জিনিস উড়াইয়াছে উহার রব। আমরা আপনার নিকট এই বস্তির কল্যাণ এবং বস্তিবাসীদের কল্যাণ কামনা করিতেছি। আর আপনার নিকট এই বস্তির অকল্যাণ এবং বস্তিবাসীদের অকল্যাণ আর এই বস্তিতে যাহাকিছু আছে উহার অকল্যাণ হইতে আশ্রয় চাহিতেছি। (মুসতাদরাকে হাকেম)

١٢٣- عن خولة بنت حكيم السليمية رضي الله عنها تقول: سمعت
رسول الله ﷺ يقول: من نزل منزلة ثم قال: أعوذ بكلمات الله
الثائمة من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتعجل من منزلته

১২৩. হযরত খাওলাহ বিনতে হাকীহ সুলামিয়াহ (রায়িঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি কোন জায়গায় অবতরণ করিয়া

পড়িবে, অর্থাৎ, ‘আমি আল্লাহ তায়ালার (উপকারী ও শেফাদানকারী) সমস্ত কলেমা দ্বারা তাহার সকল মাখলুকের অপকারিতা হইতে পানাহ চাহিতেছি।’ তবে সেই জায়গা ছাড়িয়া যাওয়া পর্যন্ত কোন বস্তু তাহার ক্ষতি করিবে না। (মুসলিম)

— ۱۲۳ —
 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: فلنا يوم الخندق
 يارسول الله هل من شئ نقوله فقد بلغت القلوب الحنجر،
 قال: نعم اللهم اشر عوراتنا وآمن رؤعاتنا قال: فضرب الله
 عزوجل وجوه أعدائه بالربيع، فهو لهم الله عزوجل بالربيع. رواه

احمد

১২৪. হ্যরত আবু সাঈদ খুদরী (রায়িঃ) বলেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন আমরা আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলল্লাহ ! এই সময় পড়িবার জন্য কি কোন দোয়া আছে যাহা আমরা পড়িব ? কেননা কলিজা কঠাগত হইয়া গিয়াছে অর্থাৎ অত্যন্ত ভীতিকর পরিস্থিতি। রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, হাঁ, এই দোয়া পড়—

اللهم اشر عوراتنا وآمن رؤعاتنا

অর্থ : হে আল্লাহ ! (দুশমনের ঘোকাবিলায়) আমাদের যে সব দুর্বলতা রহিয়াছে উহার উপর পর্দা ফেলিয়া দিন এবং আমাদেরকে ভয়ের বস্তুসমূহ হইতে নিরাপত্তা দান করুন।

হ্যরত আবু সাঈদ খুদরী (রায়িঃ) বলেন, (আমরা এই দোয়া পড়িতে শুরু করিয়া দিলাম। উহার বরকতে) আল্লাহ তায়ালা প্রবল বাতাস পাঠাইয়া দুশমনদের মুখ ফিরাইয়া দিলেন। (আর এমনিভাবে) আল্লাহ তায়ালা তাহাদেরকে বাতাস দ্বারা পরাজিত করিলেন। (মুসনাদে আহমাদ)

— ۱۲۵ —
 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفق زوجين
 في سبيل الله دعاه خزنة الجنة، كل خزنة بباب: أى فل هلم، قال:
 أبو بكر: يارسول الله ذاك الذي لا توى عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
 إني لازجو أن تكونون منهن. رواه البخاري، باب فضل النفقة في سبل الله.

رقم: ۲۸۴۱

১২৫. হ্যরত আবু হোরায়রাহ (রায়িঃ) বলেন, রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন জিনিসের জোড়া (যেমন দুইটি ঘোড়া, দুইটি কাপড়, দুইটি দেরহাম, দুইজন গোলাম ইত্যাদি) আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় খরচ করিবে, তাহাকে জান্মাতের দ্বাররক্ষীগণ আহবান করিবে, (জান্মাতের) প্রত্যেক দ্বাররক্ষী (নিজের দিকে আহবান করিবে) হে অমুক ! এই দরজা দিয়া আস। (ইহাতে) হ্যরত আবু বকর (রায়িঃ) আরম্ভ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! তবে তো ঐ ব্যক্তির কোন ভয় থাকিবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমি পূর্ণ আশা রাখি যে, তুমি ও তাহাদের মধ্য হইতে হইবে। (যাহাদেরকে প্রত্যেক দরজা হইতে আহবান করা হইবে।) (বোখারী)

**١٢٦ - عَنْ ثُوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْفَضْلُ دِينَارٌ
دِينَارٌ يُنْفَقُهُ الرَّجُلُ عَلَى عِبَالِهِ، وَدِينَارٌ يُنْفَقُهُ عَلَى فَرِسِيهِ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ، وَدِينَارٌ يُنْفَقُهُ الرَّجُلُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.**

حيان، قال المحقق: إسناده صحيح ١٠٣/١

১২৬. হ্যরত সওবান (রায়িঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, উত্তম দীনার হইল যাহা মানুষ নিজের পরিবার পরিজনের উপর খরচ করে। আর ঐ দীনার উত্তম যাহা মানুষ আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় নিজের ঘোড়ার উপর খরচ করে। আর ঐ দীনার উত্তম যাহা মানুষ আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় নিজের সঙ্গীদের উপর খরচ করে। (দীনার স্বর্ণমুদ্রার নাম) (ইবনে হাবৰান)

**١٢٧ - وَيَرَوْيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَخْدَى أَكْثَرَ
مَشْوَرَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.** رواه الترمذى، باب ما جاء في

المشورة، رقم: ١٧١٤

১২৭. হ্যরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা অধিক নিজের সাথীদের সহিত পরামর্শ করিতে আমি কাহাকেও দেখি নাই। অর্থাৎ তিনি অত্যাধিক পরিমাণে পরামর্শ করিতেন। (তিরমিয়ী)

**١٢٨ - عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَزَلَ بِنَا أَنْزَلَ
لَيْسَ فِيهِ بِيَانٌ أَنْزَلَ وَلَا نَهَىٰ فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: شَاوِرُوا فِيَهُ الْفَقَهَاءُ
وَالْعَالِيمِينَ، وَلَا تُمْضُوا فِيَهُ رَأْيَ خَاصَّةٍ.** رواه الطبراني في الأوسط

for more books <https://youtube.com/alamin5g>

আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় বাহির হওয়ার আদব ও আমলসমূহ
for more video <https://youtube.com/almaha>

১২৮. হ্যরত আলী (রাযঃ) হইতে বাণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি এমন কোন বিষয় আমাদের সম্মুখে আসিয়া পড়ে যাহা করা অথবা না করার ব্যাপারে আপনার পক্ষ হইতে আমাদের জন্য সুস্পষ্ট কোন নির্দেশ না থাকে তবে সেই ব্যাপারে আপনি আমাদেরকে কি হুকুম করেন? তিনি এরশাদ করিলেন, এমতাবস্থায় দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞানী ও এবাদতগুজার লোকদের সহিত পরামর্শ করিবে। আর কাহারো ব্যক্তিগত মতামতের উপর ফয়সালা করিবে না। (তাবরানী, মাজুমাউয় যাওয়ায়েদ)

١٢٩- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية
﴿وَشَاوِرُوهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ الآية، قال رسول الله ﷺ: أَمَا إِنَّ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ عَبْيَانٌ عَنْهُمَا وَلَكِنْ جَعَلَهَا اللَّهُ رَحْمَةً لِّأُمَّةٍ، فَمَنْ شَاوَرَ
مِنْهُمْ لَمْ يَعْدِمْ رُشْدًا، وَمَنْ تَرَكَ الْمُشَورَةَ مِنْهُمْ لَمْ يَعْدِمْ عَنَاءً. رواه

البيهقي / ٧٦

১২৯. হ্যরত ইবনে আববাস (রাযঃ) বলেন, যখন এই আয়াত মায়িল হইল 'এবং তাহাদের সহিত গুরুত্বপূর্ণ কাজে পরামর্শ করিতে থাকুন।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আল্লাহ তায়ালা এবং তাহার রসূলের জন্য তো পরামর্শের প্রয়োজন নাই, তবে আল্লাহ তায়ালা ইহাকে আমার উম্মতের জন্য রহমতের বস্তু বানাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি পরামর্শ করে সে সোজা পথের উপর থাকে। আর আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি পরামর্শ করে না সে চিন্তাযুক্ত থাকে। (বায়হাকী)

١٣٠- عن عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
يَقُولُ: حَرْسُ لَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى أَفْضَلُ مِنَ الْفَلَيْلَةِ يَقَامُ
لَيْلَهَا وَيُصَامُ نَهَارُهَا. رواه أحمد / ٦١

১৩০. হ্যরত ওসমান ইবনে আফফান (রাযঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় এক রাত্রি পাহারা দেওয়া ঐরূপ হাজার রাত্রির চেয়ে উত্তম যাহাতে রাতভর দাঁড়াইয়া আল্লাহ তায়ালার এবাদত করা হয় এবং দিনে রোষা রাখা হয়। (মুসনাদে আহমাদ)

١٣١ - عن سهل بن الحنظلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ (يوم حنين): من يخرسنا الليلة؟ قال أنس بن أبي مرتيد الغنوي رضي الله عنهما: أنا يا رسول الله! قال: فاركب فرسا له وجاء إلى رسول الله ﷺ، فقال له رسول الله ﷺ: استغل هذا الشغب حتى تكون في أغلاه، ولا نغرق من قبلك الليلة، فلما أصبحنا خرج رسول الله ﷺ إلى مصلاه فركع ركعتين، ثم قال: هل أحسنتم فارسكم؟ قالوا: يا رسول الله ما أحسنتنا، فتوب بالصلة، فجعل رسول الله ﷺ يصلى وهو يتلفت إلى الشغب حتى إذا قضى صلاته وسلم فقال: أبشروا فقد جاءكم فارسكم، فجعلنا نظر إلى خلال الشجر في الشغب فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله ﷺ وسلم وقال: إنني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشغب حيث أمرني رسول الله ﷺ، فلما أصبحت انطلقت الشعفين كلّيما، فظفرت فلم أر أحدا، فقال له رسول الله ﷺ: هل نزلت الليلة؟ قال: لا، إلا مصلبا أو قاضيا حاجة، فقال له رسول الله ﷺ: قد أوجبت، فلعليك أن لا تغسل بعدها. رواه أبو داود، باب في فضل الحرس في سبل الله

عروج، رقم: ٢٥٠١

১৩১. হ্যরত সাহল ইবনে হানয়ালিয়াহ (রায়িহ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হোনাইমের যুক্তের দিন) এরশাদ করিলেন, আজ রাত্রে আমাদের পাহারা কে দিবে? হ্যরত আনাস আবি মারছাদ গানাবী (রায়িহ) বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি (পাহারা দিব) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, সওয়ার হও। সুতরাং তিনি তাহার ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে এরশাদ করিলেন, সামনে ঐ গিরিপথের দিকে চলিয়া যাও এবং গিরিপথের সবচেয়ে উচু জায়গায় পৌছিয়া যাও। (সেখানে পাহারা দিবে এবং অত্যন্তসতক থাকিবে) এমন ঘেন নাহয় যে,

আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় বাহির হওয়ার আদব ও আমলসমূহ

তোমার অসতকতা ও উদাসীনতার কারণে আজ রাত্রে আমরা দুশ্মনের
ধোকায় পড়িয়া যাই। (হ্যবত সাহাল (রায়িঃ) বলেন) যখন সকাল হইল
তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের নামাযের স্থানে
গেলেন। এবং দুই রাকাত ফজরের সুন্নত পড়িলেন। অতঃপর তিনি
এরশাদ করিলেন, তোমরা কি তোমাদের ঘোড় সওয়ারের খবর পাইয়াছ?
সাহবা (রায়িঃ) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা তো তাহার
কোন খবর পাই নাই। অতঃপর (ফজরের) নামাযের একামত হইল।
নামাযের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনোযোগ
গিরিপথের দিকে রাহিল। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
নামায শেষ করিয়া সালাম ফিরাইলেন, তখন এরশাদ করিলেন,
তোমাদের জন্য সুসংবাদ হউক, তোমাদের ঘোড়সওয়ার আসিয়া গিয়াছে।
আমরা গিরিপথের দিকে গাছের ফাঁকে দেখিতে লাগিলাম যে, আনাস
ইবনে আবি মারসাদ (রায়িঃ) আসিতেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া সালাম করিলেন এবং
আরয করিলেন যে, আমি (এখান হইতে) চলিলাম এবং চলিতে চলিতে
ঐ গিরিপথের সবচেয়ে উচু স্থানে পৌছিয়া গেলাম, যেখানে যাওয়ার জন্য
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে হকুম দিয়াছিলেন।
(আমি সারারাত্রি সেখানে পাহারারত রহিয়াছে) সকাল হওয়ার পর আমি
উভয় পাহাড়ের উপর উঠিয়া দেখিয়াছি। কোন লোক আমার দৃষ্টিগোচর
হয় নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জিজ্ঞাসা
করিলেন, রাত্রে তুমি তোমার সওয়ারী হইতে নীচে নামিয়াছিলে কিনা?
তিনি বলিলেন, না। শুধু নামায পড়া ও মানবিক প্রয়োজনের জন্য
নামিয়াছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে
বলিলেন, তুমি (আজ রাত্রে পাহারা দিয়া আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে
নিজের জন্য জামাত) ওয়াজিব করিয়া লইয়াছ। সুতরাং (পাহারার) এই
আমলের পরে তুমি যদি কোন (নফল) আমল নাও কর তবে তোমার
কোন ক্ষতি নাই। (আবু দাউদ)

١٣٢-عَنْ أَبِي عَائِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ فِي جَنَازَةِ
رَجُلٍ، فَلَمَّا وُضِعَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابَ: لَا تُصَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ
اللَّهِ فَإِنَّهُ رَجُلٌ فَاجِرٌ، فَأَلْفَتَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى النَّاسِ فَقَالُوا:
مَلِ رَأَاهُ أَخْدَ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلِ الإِسْلَامِ، فَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ يَا رَسُولَ

اللَّهُ، حَرَسَ لَبْلَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَصَلَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ وَحْشَى التُّرَابَ عَلَيْهِ وَقَالَ: أَضْحَابِكَ يَظْهُونَ أَنْكَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. (الحديث) رواه البهيفي في شعب

الإمامان ٤٣/٤٥

১৩২. হ্যরত ইবনে আয়েহ (রায়িঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির জানায় পড়ার জন্য বাহিরে আসিলেন। যখন জানায় রাখা হইল তখন ওমর ইবনে খাত্বাব (রায়িঃ) আরয় করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আপনি তাহার জানায়ার নামায পড়িবেন না। কেননা এই ব্যক্তি একজন ফাসেক লোক ছিল। (হিয়া শুনিয়া) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, তোমাদের মধ্যে কেহ কি এই ব্যক্তিকে ইসলামের কোন কাজ করিতে দেখিয়াছে? এক ব্যক্তি আরজ করিল, জ্বি হাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! সে এক রাত্রি আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় পাহারা দিয়াছে। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার জানায়ার নামায পড়াইলেন এবং তাহার কবরের উপর মাটিও দিলেন। অতঃপর (মৃত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া) বলিলেন, তোমার সাথীদের ধারণা তুমি দোষী, আর আমি এই সাক্ষ্য দিতেছি যে, তুমি জানাতো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, হে ওমর, তোমার নিকট লোকদের বদআমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইতেছে না বরং নেক আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইতেছে। (বায়হাকী)

١٣٣- حدثنا سعيد بن جعفر قال: سألت سفينة عن انبوه، فقال: إنّي مخبرك باسمي، سئلني رسول الله ﷺ سفينة، قلت: لم سماك سفينة؟ قال: خرج ومعه أصحابه، فقلّ عليهم متاعهم، فقال: ابسط كسانك، قبضته، فجعل فيه متاعهم ثم حمله علىي، فقال: أحمل ما أنت إلا سفينة، قال: فلو حملت يومئذ وفر بغير أثر بغيرين أو خمسة أو ستة، ما ثقل علىي. حلبة الأولياء ٣٦٩/١ وذكره في

الإصابة بتحويم

১৩৩. হ্যরত সাউদ ইবনে জুমহান (রহঃ) বলেন, আমি হ্যরত সফীন (রায়িঃ) এর নিকট তাহার /নাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা /করিলাম (যেগ

এই নাম কে রাখিয়াছে?) তিনি বলিলেন, আমি তোমাকে আমার নামের ব্যাপারে বলিতেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নাম সাফীনা রাখিয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার নাম সাফীনা কেন রাখিয়াছেন? তিনি বলিলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে গেলেন। তাঁহার সহিত সাহাবা (রায়িৎ) ও ছিলেন। তাহাদের সামানপত্র তাহাদের জন্য ভারী হইয়া গিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এরশাদ করিলেন, তোমার চাদর বিছাও। আমি বিছাইয়া দিলাম। তিনি ঐ চাদরের মধ্যে সাহাবাদের সামানপত্র বাঁধিয়া আমার উপর উঠাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, তুমি বহণ কর, তুমি তো সাফীনা অর্থাৎ তুমি তো নৌকা। হ্যরত সাফীনা (রায়িৎ) বলেন, যদি ঐ দিন এক দুইটি নয় বরং পাঁচ, ছয় উটের বোঝা ও উঠাইয়া লইতাম উহা আমার জন্য ভারী হইত না। (হিলইয়া-এসাবাহ)

١٣٣-عَنْ أَخْمَرَ مَوْلَىٰ أُمِّ الْمُلْكَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا فِي نَفَرَةٍ فَجَعَلْتُ أَعْبَرَ النَّاسَ فِي وَادٍ أَوْ نَهْرٍ، فَقَالَ لِي الرَّبُّ عَزَّ ذِلْكَ: مَا كُنْتَ فِي هَذَا الْيَوْمِ إِلَّا سَفِينَةً. الإصابة/١٢

১৩৪. হ্যরত উম্মে সালামা (রায়িৎ) এর আজাদকৃত গোলাম হ্যরত আহমার (রায়িৎ) বলেন, আমরা এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত ছিলাম। (একটি নিম্নভূমি অথবা নদীর উপর দিয়া আমরা অতিক্রম করিলাম) তখন আমি লোকদেরকে নিম্নভূমি অথবা নদী পার করাইতে লাগিলাম। ইহা দেখিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এরশাদ করিলেন, তুমি তো আজ সাফীনা (নৌকা) হইয়া গিয়াছ। (এসাবাহ)

١٣٤-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا يَوْمَ بَذِرٍ كُلُّ ثَلَاثَةٍ عَلَىٰ بَعْيرٍ، قَالَ: فَكَانَ أَبُو لَبَّاَةٍ وَعَلَىٰ بْنُ أَبِي طَالِبٍ زَمِيلِيٍّ رَسُولُ اللَّهِ عَزَّ ذِلْكَ قَالَ: فَكَانَتْ إِذَا جَاءَتْ عَقْبَةُ رَسُولُ اللَّهِ عَزَّ ذِلْكَ قَالَ: تَخْنُ نَمْشِنِي عَنْكَ، قَالَ: مَا أَنْتُمَا بِأَفْوَىٰ مِنِّي وَمَا أَنَا بِأَغْنِيٍّ عَنِ الْأَنْجِirِ مِنْكُمَا. رواه البغوي في شرح السنة، قال المحقق: إسناده

حسن ١١/٢٥

১৩৫. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রায়িৎ) বলেন, বদরের যুদ্ধের দিন আমাদের অবস্থা এই ছিল যে: আমাদের প্রতি তিমজানের (জন) একটি

for more videos <https://youtube.com/annaaba>
 মাত্র উট ছিল, যাহার উপর আমরা পালাইলে সওয়ার হইতাম। হ্যরত
 আবু লুবাবাহ এবং হ্যরত আলী (রায়িঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
 ওয়াসাল্লামের উটের সফরসঙ্গী ছিলেন। হ্যরত আবদুল্লাহ (রায়িঃ) বলেন,
 যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়দল চলিবার পালা
 আসিত, তখন হ্যরত আবু লুবাবাহ এবং হ্যরত আলী (রায়িঃ) আরয
 করিতেন, আপনার পরিবর্তে আমরা পায়দল চলিব। (আপনি উটের উপর
 সওয়ার থাকুন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিতেন,
 তোমরা উভয়ে আমার চেয়ে বেশী শক্তিশালী নও। আর আমি আজর ও
 সওয়াবের ব্যাপারে তোমাদের চেয়ে কম মুখাপেক্ষী নই। (শরহস সুনাহ)

١٣٦ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَسِئَ
 الْقَوْمَ فِي السَّفَرِ خَادِمُهُمْ، فَمَنْ سَبَقَهُمْ بِخَدْمَةٍ لَمْ يَسْبِقُهُ بِعَمَلٍ
 إِلَّا الشَّهَادَةُ. رواه البيهقي في شعب الإيمان / ٦٢٤

১৩৬. হ্যরত সাহল ইবনে সাদ (রায়িঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
 আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সফরের মধ্যে জামাতের
 জিম্মাদার হইল তাহাদের খাদেম স্বরূপ। যে ব্যক্তি খেদমত করার ব্যাপারে
 সাথীদের চাইতে অগ্রগামী হইয়াছে, তাহার সঙ্গীগণ শাহাদৎবরণ করা
 ব্যক্তিত অন্য কোন আমল দ্বারা তাহার চাইতে অগ্রগামী হইতে পারিবে না।
 অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা বড় আমল হইল শহীদ হওয়া। উহার পরে হইল খেদমত।
 (বায়হাকী)

١٣٧ - عَنْ النَّعْمَانِ بْنِ بشيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
 الْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ. (وهو بعض الحديث) رواه عبد الله بن
 أحمد والبزار والطبراني ورحلهم ثقات، مجمع الروايات / ٩٢

১৩৭. হ্যরত নোমান ইবনে বশীর (রায়িঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ
 সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জামাতের (সহিত
 মিলিয়া থাকা) রহমত। আর জামাত হইতে পৃথক হওয়া আয়াব। (মুসনাদে
 আহমাদ, বায়য়ার, তাবরানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٣٨ - عَنْ أَبْنَىٰ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ
 مَا فِي الْوَخْدَةِ مَا أَغْلَمُ، مَا سَأَرَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَخَدَةً. رواه البخاري،

باب السير وحدة، رقم: ٢٩٩٨

f138m হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রায়িঃ) হইতে গর্গিত আছে যে,

আল্লাহ তায়ালার বাস্তায় বাহির হওয়ার আদব ও আমলসমূহ
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যদি
লোকেরা একাকী সফর করার মধ্যে নিহিত ঐ সকল (দ্বীনি ও দুনিয়াবী)
ক্ষতিসমূহ জানিতে পারে যাহা আমি জানি, তবে কোন আরোহী
রাত্রিবেলায় একাকী সফর করার সাহস করিবে না। (বোখারী)

١٣٩ - عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: عَلَيْكُمْ
بِالِّدُلْجَةِ، فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ. رواه أبو داود، باب في الدلجة،

رقم: ٢٥٧١

১৩৯. হযরত আনাস (রায়িৎ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা যখন সফর কর তখন সফরের
কিছু অংশ রাত্রেও করিও। কেননা রাত্রিবেলায় জমিনকে গুটাইয়া দেওয়া
হয়। (আবু দাউদ)

ফায়দা : অর্থাৎ যখন তুমি কোন সফরের উদ্দেশ্যে ঘর হইতে বাহির
হও তখন শুধু দিনে চলার উপর ক্ষান্ত হইও না, বরং কিছু রাত্রেও চলিও।
কেননা রাত্রে দিনের মত বাধা বিপন্ন থাকে না। সুতরাং সহজে দ্রুত পথ
অতিক্রম হইয়া যায়। জমিন গুটাইয়া দেওয়া হয় দ্বারা ইহাই বুঝানো
হইয়াছে। (মুজাহিরে হক)

١٤٠ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعْبَنَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانٌ
وَالثَّالِثُ رَكْبٌ. رواه الترمذى وقال: حديث عبد الله بن عمرو أحسن، باب ما

جاء في كراهة أن يسافر وحده، رقم: ١٦٧٤

১৪০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রায়িৎ) বর্ণনা
করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন,
একজন আরোহী একটি শয়তান, দুইজন আরোহী দুইটি শয়তান, আর
তিনজন আরোহী হইল জামাত। (তিরমিয়ী)

ফায়দা : হাদীসে আরোহী দ্বারা মুসাফির বুঝানো হইয়াছে। অর্থাৎ
একাকী সফর করে অথবা দুইজন সফর করে, শয়তান তাহাদেরকে অত্যন্ত
সহজে মন্দ কাজে লিপ্ত করিতে পারে। এই কথা স্পষ্টভাবে বুঝাইবার
জন্যে একাকী সফরকারী বা দুইজন সফরকারীকে শয়তান বলিয়াছেন।
এইজন্য সফরে কমপক্ষে তিনজন হওয়া চাই। যাহাতে শয়তান হইতে
নিরাপদ থাকিতে পারে। আর জামাতের সহিত নামায আদায় ও অন্তান্য

কাজে একে অন্যের সাহায্যকারী হইতে পারে। (মোয়াহেরে হক)

١٣١- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: الشيطان يهم بالواحد والاثنين، فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم.

عبد الرحمن بن أبي الزناد هو ضعيف وقد وثقه، مجمع الروايات ٤٩١/٣

١٤١. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, শয়তান একজন এবং দুইজনের সহিত খারাপ এরাদা করে অর্থাৎ ক্ষতি করিতে চায়। কিন্তু যখন তিনজন হয় তখন তাহাদের সহিত খারাপ এরাদা করে না।

(বায়বার, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

١٣٢- عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: الننان خير من واجد، وتلائت خير من اثنين، وأرباعة خير من ثلاثة، فعليكم بالجماعة فإن الله عزوجل لن يجمع أمتى إلا على مذهب.

احمد ١٤٥

١٤٢. হযরত আবু যার (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এক ব্যক্তি হইতে দুইজন উত্তম, দুইজন হইতে তিনজন উত্তম, তিনজন হইতে চারজন উত্তম। অতএব তোমাদের জন্য জামাত (এর সহিত জুড়িয়া থাকা) জরুরী! কেননা আল্লাহ তায়ালা আমার উচ্চতাকে হেদায়েতের উপরই একত্রিত করিবেন। অর্থাৎ সমস্ত উচ্চত গোমরাহীর উপর কথনও একত্রিত হইতে পারে না। সুতরাং যে ব্যক্তি জামাতের সহিত জুড়িয়া থাকিবে গোমরাহী হইতে নিরাপদ থাকিবে। (মুসনাদে আহমাদ)

١٣٣- عن عرفقة بن شريج الأشجعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: إن يد الله على الجماعة، فإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض.

الجماعـة رقم: ٤٠٢٥

١٤٣. হযরত আরফাজা ইবনে শুরাইহ আশজায়ী (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহর তায়ালা র হাত জামাতের উপর থাকে। অর্থাৎ আল্লাহর তায়ালা র

আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় বাইরি হওয়ার আদব ও আমলসমূহ
বিশেষ সাহায্য জামাতের সহিত থাকে। সুতরাং যে ব্যক্তি জামাত হইতে
প্রথক হইয়া যায়, তাহার সহিত শয়তান থাকে এবং তাহাকে উস্কানী
দিতে থাকে। (নাসায়ী)

—١٣٣—
عَنْ أَبِي وَائِلٍ رَحْمَةً اللَّهُ أَعْلَمُ عَمَرًا سَعْتَ عَاصِمٍ عَلَى صَدَقَاتِ
هَوَازِنْ فَتَخَلَّفَ بَشَرٌ فَلَقِيَهُ عُمَرُ، قَالَ: مَا خَلَفْتَكَ، أَمَا لَنَا عَلَيْكَ
سَمْفُونٌ وَطَاغِعَةٌ، قَالَ: بَلِي! وَلَكِنْ سَمْفُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ
وَلَىٰ مِنْ أَغْرِيَ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا أُتَىٰ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّىٰ يُوقَفَ عَلَىٰ
جَنَّرِ جَهَنَّمِ. (ال الحديث) أخر جده البخاري من طريق سعيد، الإصابة / ١٥٢

১৪৪. হযরত আবু ওয়ায়েল (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রায়ঃ) হযরত বিশ্র ইবনে আসেম (রায়ঃ)কে হাওয়ায়েন (গোত্রের) সদকা (উসুল করার জন্য) আমেল নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু হযরত বিশ্র গেলেন না। তাহার সহিত হযরত ওমর (রায়ঃ)এর সাক্ষাত হইলে হযরত ওমর (রায়ঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি গেলে না কেন? আমার আদেশ শোনা এবং মানা তোমার জন্য জরুরী নয় কি? হযরত বিশ্র (রায়ঃ) আরয করিলেন, নিশ্চয়ই জরুরী। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যাহাকে মুসলমানদের কোন কাজের জিম্মাদার বানানো হইয়াছে, তাহাকে কেয়ামতের দিন জাহানামের পুলের উপর আনিয়া দাঁড় করানো হইবে। (যদি জিম্মাদারীকে সঠিকভাবে আঞ্চাম দিয়া থাকে তবে নাজাত হইবে আর না হয় দোয়খের আগুন হইবে)। (ইসাবাহ)

—١٤٤—
عَنْ أَبِي مُوسَىٰ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلًا مِنْ بَنْيِ عَمِّي، قَالَ أَخْذَ الرَّجُلَيْنِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْرَنَا
عَلَى بَغْضِ مَا وَلَاكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ:
إِنَّا وَاللَّهِ لَا نُؤْلِنِي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَخْدَاهُ سَأَلَهُ، وَلَا أَخْدَاهُ حَرِصٌ
عَلَيْهِ. رواه مسلم، باب النهي عن طلب الإمارة والعرض عليهما، رقم: ٤٧١٧.

১৪৪. হযরত আবু মুসা (রায়ঃ) বলেন, আমি এবং আমার দুই চাচাত ভাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হই। তাহাদের মধ্য হইতে একজন আরয করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা আপনাকে হেতুস্মকল (yell) করার শাসনকর্ত্তা রাখাইয়াছেন

আমাদেরকে উহার মধ্য হইতে কোন এলাকার আমীর নিযুক্ত করিয়া দিন। অপর ব্যক্তি অনুরূপ খাহেশ জাহির করিল। তিনি এরশাদ করিলেন, আল্লাহর কসম! আমরা এই সকল বিষয়ে এমন কোন ব্যক্তিকেই জিম্মাদার বানাইব না যে জিম্মাদারী চায় অথবা উহার খাহেশ রাখে।

(মুসলিম)

١٤٥ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَلَّفُ فِي الْمَسِيرِ فَيُزْجِي الصَّعِيفَ وَيُرْدِفُ وَيَذْعُزُ لَهُمْ. رواه.

أبو داؤد، باب لزوم المسافة، رقم: ١١٣٩

১৪৫. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রায়িঃ) বলেন, সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বিনয় প্রকাশ এবং অন্যদের সাহায্য ও খোঁজখবর নেওয়ার জন্য) কাফেলার পিছনে চলিতেন। সুতরাং তিনি দুর্বলের (সওয়ারী)কে হাঁকাইতেন। আর যে ব্যক্তি পায়দল চলিত তাহাকে নিজের পিছনে সওয়ার করিয়া লইতেন। আর (কাফেলার) লোকদের জন্য দোয়া করিতে থাকিতেন। (আবু দাউদ)

١٤٦ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْعَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا خَرَجَ تَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيَؤْمِرُوا أَحَدَهُمْ. رواه أبو داؤد، باب في القرم

بسافرون، رقم: ١٦٠٨

১৪৬. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন তিনি ব্যক্তি সফরে বাহির হইবে তখন নিজেদের মধ্য হইতে কোন একজনকে আমীর বানাইয়া লইবে। (আবু দাউদ)

١٤٧ - عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَأَسْتَدَلَّ إِلَيْهَا، لَقِيَ اللَّهَ وَلَا وَجْهَ لَهُ عِنْدَهُ.

رواه أحمد ورجاله ثقات، مجمع الروايات / ٤٠١

১৪৭. হযরত হোয়ায়ফা (রায়িঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি মুসলমানদের জামাত হইতে পৃথক হইল এবং আমীরের আমীরীকে তুচ্ছ মনে করিল, তবে সে আল্লাহ তায়ালার সহিত এমন অবস্থায় মিলিত হইবে যে, আল্লাহ তায়ালার নিকট তাহার কোন ঘর্যাদা থাকিবে না। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টি হইতে পড়িয়া যাইবে।

for more books <https://youtube.com/annaaba>

١٣٨- عن أنس رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ سَأَلَ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ، أَحْفَظْ أَمْ ضَيْعَ. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده

صحیح علی شرطہما ۱۴۴

১৪৮. হযরত আনাস (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক দায়িত্বপ্রাপ্তকে তাহার উপর ন্যস্ত দায়িত্বসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবেন। সে তাহার দায়িত্ব পালন করিয়াছে নাকি নষ্ট করিয়াছে। অর্থাৎ দায়িত্ব পূর্ণরূপে আদায় করিয়াছে কিনা। (ইবনে হাববান)

١٣٩- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله يقول: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإمام رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

رواہ البخاری، باب الجمعة في الفرج والمدد، رقم: ٨٩٣

১৪৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রায়িঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি—তোমরা সকলে জিম্মাদার, তোমাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে তাহার রাইয়ত (অধীনস্থদের) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে। শাসনকর্তা একজন জিম্মাদার, তাহাকে তাহার প্রজাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে। মানুষ তাহার পরিবার পরিজনের জিম্মাদার, তাহাকে তাহার পরিবার পরিজন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে। স্ত্রীলোক তাহার স্বামীর ঘরের জিম্মাদার, তাহাকে তাহার ঘরে বসবাসকারী সন্তান ইত্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে। কর্মচারী তাহার মালিকের ধনসম্পদের জিম্মাদার, তাহাকে মালিকের মালসম্পদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হইবে। সন্তান তাহার পিতার সম্পদের জিম্মাদার, তাহাকে পিতার সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে। তোমরা প্রত্যেকে জিম্মাদার, প্রত্যেকের নিকট তাহার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে। (বোখারী)

for more videos <https://youtube.com/annaaba>

١٥٠- عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: لا يُستر عَنَّ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَبْدًا زَعِيدًا فَلَمَّا كَثُرَ أَزْوَاجُهُ أَسْأَلَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَفَمِنْهُمْ أَمْرُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَمْ أَصْاعَدُهُ حَتَّى يَسْأَلَهُ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ خَاصَّةً. رواه أحمد: ١٥٢٦

১৫০. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা যাহাকেই কোন অধীনস্থের জিম্মাদার বানান, অধীনস্থরা সংখ্যায় মেশী হউক বা কম হউক, আল্লাহ তায়ালা তাহার অধীনস্থদের সম্পর্কে তাহাকে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করিবেন। সে তাহাদের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার হৃকুম কায়েম করিয়াছিল, না নষ্ট করিয়াছিল। এমনকি তাহাকে বিশেষভাবে তাহার ঘরের লোকদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিবেন।

(মুসনাদে আহমাদ)

١٥١- عن أبي ذرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي أَحِبُّ لَكَ مَا أَحِبُّ لِنَفْسِي، لَا تَأْمُرَنَّ عَلَى الْتَّيْنِ وَلَا تَنْهَيْنَ مَالَ يَقْبِضُونَ. رواه مسلم، باب كراهة الإمارة بغیر ضرورة، رقم: ٤٧٢.

১৫১. হ্যরত আবু যার (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (দয়াপরবশ হইয়া হ্যরত আবু যার (রায়িঃ)কে) এরশাদ করিলেন, হে আবু যার ! আমি তোমাকে দুর্বল মনে করিতেছি। (তুমি আমীরের জিম্মাদারীকে পুরা করিতে পারিবে না) আমি তোমার জন্য উহা পছন্দ করিতেছি যাহা নিজের জন্য পছন্দ করিতেছি। তুমি দুইজন লোকের উপরও কখনও আমীর হইও না। আর কোন এতীমের মালের জিম্মাদারী গ্রহণ করিও না। (মুসলিম)

ফায়দা ৪: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হ্যরত আবু যার (রায়িঃ)কে যাহা এরশাদ করিয়াছেন, উহার উদ্দেশ্য হইল যদি আমি তোমার মত দুর্বল হইতাম তবে দুইজনের উপরও কখনও আমীর হইতাম না।

١٥٢- عن أبي ذرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَغْمِلُنِي؟ قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مِنْكِيِّي، ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِزْنٌ وَنَدَاءٌ، إِلَّا مَنْ أَخْذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدْىَ إِلَيْهِ عَلَيْهِ فِيهَا. رواه مسلم، باب كراهة الإمارة بغیر ضرورة

for more books <https://youtube.com/alamin5g>

আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় বাহির হওয়ার আদব ও আদলসব্বাহ

for more videos <https://youtube.com/arnaaaba>

১৫২. হ্যরত আবু যার (রায়িঃ) বলেন, আম আরয করিলাম ইয়া
রাসূলুল্লাহ ! আপনি আমাকে আমীর কেন বানান না ? রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাঁধের উপর হাত মারিয়া এরশাদ
করিলেন, হে আবু যার ! তুমি দুর্বল। আর আমীর হওয়া একটি আমানত।
(উহার সহিত বান্দাদের হকসমূহ জড়িত রহিয়াছে।) আর (আমীর হওয়া)
কেয়ামতের দিন অপমান ও লজ্জার কারণ হইবে। কিন্তু যে ব্যক্তি আমীরীর
দায়িত্বকে সঠিকরূপে গ্রহণ করিয়াছে এবং উহার জিম্মাদারীসমূহকে
আদায় করিয়াছে। (তবে এইরূপ আমীর হওয়া কেয়ামতের দিন অপমান
ও লজ্জার কারণ হইবে না)। (মুসলিম)

153- عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال (لي)
النبي ﷺ: يا عبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة فإنك إن
أوتيتها عن مسئلة وكنت إليها، وإن أوتيتها من غير مسئلة أعنك
عليها. (الحدث) رواه البخاري،

১৫৩. হ্যরত আবদুর রহমান ইবনে সামুরা (রায়িঃ) বলেন, নবী করীম
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এরশাদ করিলেন, হে আবদুর
রহমান ইবনে সামুরা ! আমীর হইতে চাহিও না। যদি তোমার চাওয়ার
কারণে তোমাকে আমীর বানাইয়া দেওয়া হয় তবে তুমি উহার সোপার্দ
হইয়া যাইবে। (আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে তোমার কোন সাহায্য ও
পথপ্রদর্শন করা হইবে না) আর যদি তোমার চাওয়া ব্যতীত তোমাকে
আমীর বানাইয়া দেওয়া হয় তখন উহাতে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে
তোমাকে সাহায্য করা হইবে। (বোখারী)

154- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: إنكم ستخرصون
على الإمارة، وستكونون نذمة يوم القيمة، فيعلم المرء ضعفه
وبنست الفاطمة. رواه البخاري، باب ما يكره من العرض على الإمارة،

১৫৪. হ্যরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী
করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এমন এক
সময় আসিবে যখন তোমরা আমীর হওয়ার লোভ করিবে, অথচ আমীর
হওয়া তোমাদের জন্য কেয়ামতের দিন লজ্জার কারণ হইবে। আমীর
হওয়ার দ্রষ্টান্ত এইরূপ যেমন স্তন্যদানকারিণী একজন মেয়েলোক। শুরুতে
(তে) শিশুর নিকট) বড় ভাল লাগে, আর যখন দুধ ছাড়ান্তের সময় হয়ে

তখন উহা অত্যন্ত খারাপ লাগে। (বোধারী)

ফায়দা : হাদীস শরীফের শেষোক্ত বাক্যের অর্থ হইল, যখন কেহ আমীরের দায়িত্ব পায় তখন ভাল লাগে যেমন শিশুর নিকট স্তন্যদানকারিণী ভাল লাগে। আর যখন আমীরের দায়িত্ব হাতছাড়া হইয়া যায় তখন উহা অত্যন্ত খারাপ লাগে, যেমন দুধপান বন্ধ করা শিশুর নিকট অত্যন্ত খারাপ লাগে।

١٥٥-عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِنْ

مِثْقَمٌ أَنْبَأْتُكُمْ عَنِ الْإِمَارَةِ، وَمَا هِيَ؟ فَنَادَيْتُ بَاعْلَمِي صَوْنِي تَلَاقَ
مَرْأَاتِ: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أُولَئِكَ مَلَامَةٌ، وَثَانِيهَا نَدَاءَةٌ،
وَ ثَالِثُهَا عَذَابٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ عَدَلَ، وَكَيْفَ يَعْدِلُ مَعَ قَرَابَتِهِ؟

رواه البرار والطبراني في الكبير والأوسط باختصار ورجال الكبير رجال الصحيح،

مجمع الروايد ٣٦٣/٥

১৫৫. হযরত আউফ ইবনে মালেক (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা চাহিলে আমি তোমাদেরকে আমীর হওয়ার হাকীকত সম্পর্কে বলিব? আমি উচ্চস্থরে তিনবার জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! উহার হাকীকত কি? তিনি এরশাদ করিলেন, উহার প্রথম অবস্থা হইল তিরস্কার ও নিন্দা। দ্বিতীয় অবস্থা হইল অনুত্তাপ। তৃতীয় অবস্থা হইল কেয়ামতের দিন আয়াব। তবে যে ব্যক্তি ইনসাফ করিল সে নিরাপদ থাকিবে। (কিন্তু) মানুষ নিজের নিকট (আত্মীয়)দের ব্যাপারে ইনসাফ কিভাবে করিতে পারে অর্থাৎ ইনসাফ করার ইচ্ছা থাকা সঙ্গেও মনমানসিকতার কারণে প্রভাবিত হইয়া ইনসাফ করিতে পারে না এবং আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি ঝুকিয়া পড়ে। (বায়াব, তাবারানী, মাজমাউয় যাওয়ায়েদ)

ফায়দা : অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমীর হয় তাহাকে চতুর্দিক হইতে তিরস্কার করা হয় যে, সে এমন করিয়াছে, তেমন করিয়াছে। অতঃপর মানুষের তিরস্কারে অস্থির হইয়া সে অনুত্তাপে লিপ্ত হয়। আর বলে যে, আমি এই পদ কেন গ্রহণ করিলাম। অতঃপর শেষ অবস্থা হইল ইনসাফ না করার কারণে কেয়ামতের দিন এই আমীরী আয়াবের আকৃতিতে প্রকাশ পাইবে। মোটকথা দুনিয়াতেও অপমান ও লাঞ্ছনা আর আখেরাতে কঠিন হিসাব হইবে।

١٥٦- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: من استعمل رجلاً من عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضي لله منه فقد خان الله وَخَانَ رَسُولَهُ وَخَانَ الْمُؤْمِنِينَ. رواه الحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخر جاه ٩٢

১৫৬. হ্যরত ইবনে আববাস (রাযঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কাহাকেও জামাতের আমীর নিযুক্ত করিল, অথচ জামাতের লোকদের মধ্যে তাহার চেয়েও বেশী আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্টকারী ব্যক্তি মওজুদ রহিয়াছে। সে আল্লাহ তায়ালার সহিত খেয়ানত করিল এবং তাহার রাসূলের সহিত খেয়ানত করিল এবং সৈমান্দারদের সহিত খেয়ানত করিল।

(মুসতাদুর হাকেম)

ফায়দা ৪: উক্ত ব্যক্তি মওজুদ থাকা সত্ত্বে অন্য কাহাকে আমীর বানানোর ব্যাপারে যদি কোন দ্বীনী কারণ থাকে তবে এই ধরকের অস্তর্ভুক্ত হইবে না। যেমন এক সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি প্রতিনিধিদল পাঠাইলেন। উহাতে হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাযঃ)কে আমীর বানাইলেন এবং ইহা এরশাদ করিলেন যে, এই ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম নয় কিন্তু ক্ষুধা পিপাসায় অধিক ধৈর্য ধারণকারী।

(মুসনাদে আহমাদ)

١٥٧- عن مغيل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصر، إلا لم يدخل معهم الجنة. رواه مسلم، باب فضيلة الأئم العادل، رقم: ٤٧٣١

১৫৭. হ্যরত মাকেল ইবনে ইয়াসার (রাযঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে আমীর মুসলমানদের বিষয়সমূহের জিম্মাদার হইয়া মুসলমানদের কল্যাণ কামনায় চেষ্টা করিবে না, সে মুসলমানদের সহিত জামাতে দাখেল হইতে পারিবে না। (মুসলিম)

١٥٨- عن مغيل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ما من وال يلي رعية من المسلمين، قيموت وهو غاش لهم، إلا حرث الله عليه الجنة.

for more books <https://youtube.com/alamin5g>

১৫৮. হ্যরত মাকেল ইবনে ইয়াসার (রায়িহ) হইতে বাণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমান জনগোষ্ঠীর জিম্মাদার হয় অতঃপর তাহাদের সহিত প্রতারণামূলক কাজ করে এবং ঐ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তবে আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর জান্নাতকে হারাম করিয়া দিবেন। (বোখারী)

١٥٩- عن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاد الله عزوجل شيئاً من أمر المسلمين، فاختجَبْ
دُونِ حاجِيهِ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقَرِهِمْ، اختجَبَ اللهُ عَنْهُ دُونَ حاجِيهِ
وَخَلَّتِهِ وَفَقَرِهِهِ. رواه أبو داود، باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية .،،،، رقم: ٢٩٤٨

১৫৯. হ্যরত আবু মারইয়াম আযদী (রায়িহ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের কোন কাজের জিম্মাদার বানাইয়াছেন আর সে মুসলমানদের অবস্থা, প্রয়োজনসমূহ ও তাহাদের অভাব অনটন হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়, অর্থাৎ তাহাদের প্রয়োজন না মিটায়, আর না তাহাদের অভাব অনটন দূর করিবার চেষ্টা করে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তাহার অবস্থা ও প্রয়োজনসমূহ এবং অভাব অনটন হইতে মুখ ফিরাইয়া লইবেন। অর্থাৎ কেয়ামতের দিন তাহার প্রয়োজন এবং পেরেশানীকে দূর করিবেন না। (আবু দাউদ)

١٦٠- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يؤمن على عشرة فصاعداً لا يفسيط فيهم إلا جاء يوم القيمة
في الأضفاد والأغلال. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد

১৬০. হ্যরত আবু হোরায়রা (রায়িহ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তিকে দশজন অথবা দশজনের বেশী ব্যক্তির উপর আমীর নিযুক্ত করা হয়, আর সে ব্যক্তি তাহাদের সহিত ইনসাফ করে না, তবে কেয়ামতের দিন বেড়ী ও হাতকড়াতে (বাঁধা অবস্থা) আসিবে। (মুসতাদুরাকে হাকেম)

١٦١- عن أبي وائل رحمة الله أن عمر استعمل بشر بن عاصيم على
صدقات هوازن، فتخلَّفَ بشرٌ فلقيهُ عمرٌ، فقال: ما خلَّفتَ، أما
لَنَا عَلَيْكَ سَمْعٌ وَطَاغَةٌ، قال: نَلِي إِذَاً لِكَنْ سَمِعْتَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم

**يَقُولُ مَنْ وَلَىٰ مِنْ أَفْرَادِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا أَتَىٰ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّىٰ
يُوقَفَ عَلَى جَهَنَّمَ.** (الحديث) أخرجه البخاري من طريق سعيد.

الإضافة ١٥٢

১৬১. হযরত আবু ওয়ায়েল (রহণ) বলেন, হযরত ওমর (রায়িহ) হযরত বিশর ইবনে আসেম (রায়িহ)কে হাওয়ায়েন (গোত্র)এর সদকা উসুল করার জন্য আমেল নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু হযরত বিশর (রায়িহ) গেলেন না। হযরত ওমর (রায়িহ)এর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইলে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কেন গেলে না, আমার কথা মানা এ শোনা তোমার উপর জরুরী নয় কি? হযরত বিশর (রায়িহ) আরজ করিলেন, কেন জরুরী হইবে না! কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ সান্নাহান্ত আলাইহি ওয়াসান্নামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যাহাকে মুসলমানদের কোন কাজের জিম্মাদার বানানো হইল তাহাকে কেয়ামতের দিন আনিয়া জাহান্নামের পুলের উপর দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইবে। (যদি সে জিম্মাদারীকে সঠিকভাবে পালন করিয়া থাকে তবে নাজাত হইবে অন্যথায় দোষখের আগুন হইবে।) (বৈখানী, এসবাহ)

**عَنْ أُبَيِّ هَرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ أَمْرٍ
عَشَرَةً إِلَّا يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولًا حَتَّىٰ يَفْكَهَ الْعَذَابُ أَوْ يُوْزَقَهُ
الْجَعْزُورُ.** رواه البزار والطبراني في الأوسط وروحا البزار رجال الصبح، مجمع

الروايات ٣٧

১৬২. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িহ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সান্নাহান্ত আলাইহি ওয়াসান্নাম এরশাদ করিয়াছেন, আমীর চাই দশজনের উপরই হইক না কেন, কেয়ামতের দিন গলায় শিকল পরা অবস্থায় তাহাকে উপস্থিত করা হইবে। অবশ্যে তাহার ইনসাফ তাহাকে শিকল হইতে মুক্তি দিবে অথবা তাহার জুলুম তাহাকে ধ্বংস করিয়া দিবে।

(বায়ার, তাবারানী, মাজুমাউয় বাওয়ায়েদ)

**عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
لَهُ وَسَلَّمَ لِكُمْ أَمْرٌ يُفْسِدُونَ وَمَا يُفْلِحُ اللَّهُ بِهِمْ أَكْثَرُ فَمَنْ عَمِلَ
مِنْهُمْ بِطَاعَةِ اللَّهِ فَلَهُمُ الْآخِرُ وَعَلَيْكُمُ الشَّرُّ وَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ
بِمُغْصَبَةِ اللَّهِ فَعَلَيْهِمُ الْوَزْرُ وَعَلَيْكُمُ الصَّبْرُ.** رواه البهقي في شب

for more books <https://youtube.com/alamin5g>

১৬৩. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রায়িহ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের কিছুসংখ্যক আমীর এমন হইবে, যাহারা ফাসাদ সৃষ্টি ও বিনষ্ট করিবে (কিন্ত) আল্লাহ তায়ালা তাহাদের দ্বারা যেই পরিমাণ সংশোধন ও সংস্কার সাধন করিবেন উহা তাহাদের ফাসাদ সৃষ্টি ও বিনষ্ট করা হইতে বেশী হইবে। সুতরাং ঐ সকল আমীরদের মধ্য হইতে যেই আমীর আল্লাহ তায়ালার ছকুম মত কাজ করিবে সে তো আজর ও সওয়াব পাইবে এবং তোমাদের জন্য শোকর করা জরুরী হইবে। এমনিভাবে ঐ সকল আমীরদের মধ্য হইতে যেই আমীর আল্লাহ তায়ালার নাফরমানীর কাজ করিবে, উহার গুনাহ তাহার উপর হইবে। আর তোমাদেরকে এমতাবস্থায় সবর করিতে হইবে। (বায়হাকী)

١٦٣ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ
يَقُولُ فِي بَيْتٍ هَذَا: اللَّهُمَّ مَنْ وَلَيَ مِنْ أَمْرِي شَيْئاً فَشَقَّ عَلَيْهِمْ
فَأَشْفَقْنَاهُمْ، وَمَنْ وَلَيَ مِنْ أَمْرِي شَيْئاً فَرَفَقَ بِهِمْ، فَأَرْفَقْنَاهُمْ.

رواہ مسلم، باب فضیلۃ الامیر العادل . . . رقم: ٤٧٢٢

১৬৪. হ্যরত আয়েশা (রায়িহ) বলেন, আমার এই ঘরে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দোয়া করিতে শুনিয়াছি যে, আয় আল্লাহ ! যে ব্যক্তি আমার উস্মতের (দ্বিনি এবং দুনিয়াবী) যে কোন কাজের জিম্মাদার নিযুক্ত হয়, অতঃপর সে লোকদেরকে কষ্টের মধ্যে ফেলে, আপনিও তাহাকে কষ্টের মধ্যে ফেলিয়া দিন। আর যে ব্যক্তি আমার উস্মতের যে কোন বিষয়ে জিম্মাদার নিযুক্ত হয় এবং লোকদের সহিত নম্বৰ ব্যবহার করে আপনিও তাহার সহিত নম্বৰ ব্যবহার করুন।

(মুসলিম)

١٦٥ - عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُعْمَانَ وَكَثِيرِ بْنِ مُرْءَةَ وَعَمْرُو بْنِ الْأَسْوَدِ وَالْمَقْدَامِ بْنِ
مَقْدِنِيَّ كَرِبَ وَأَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ
قَالَ: إِنَّ
الْأَمِيرَ إِذَا أَبْغَى الرِّبَيْةَ فِي النَّاسِ فَلَسْلَمُهُمْ. رواه أبو داود، باب في

الحسن، رقم: ٤٨٨٩

১৬৫. হ্যরত জোবায়ের ইবনে নুফায়ের, হ্যরত কাসীর ইবনে মুররাহ, হ্যরত আমর ইবনে আবেওয়াজ হ্যরত মেবাদাদ ইবনে মাদী করিব এবং

আল্লাহ তায়ালার বাস্তুর বাহির হওয়ার আদব ও আমলসমূহ
হয়রত আবু উমামাহ (রায়িঃ) বলনা করেন যে, নবী করাম সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমীর যখন লোকদের মধ্যে
সন্দেহমূলক বিষয় তালাশ করে, তখন লোকদেরকে নষ্ট করিয়া দেয়।

(আবু দাউদ)

ফায়দা ৪ অর্থাৎ আমীর যখন লোকদের উপর আস্থা রাখার পরিবর্তে
তাহাদের দোষক্রটি তালাশ করিতে শুরু করিবে এবং তাহাদের প্রতি
খারাপ ধারণা করিতে শুরু করিবে তখন সে নিজেই লোকদের মধ্যে ফেণ্ডা
ফাসাদ ও বিশ্বখলার কারণ হইবে। এইজন্য আমীরের উচিত লোকদের
দোষ ঢাকিয়া রাখা এবং তাহাদের প্রতি ভাল ধারণা রাখা। (ব্যন্দুল মজহব)

١٦٦ - عَنْ أُمِّ الْحُصَينِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ
أَمِرَّ عَلَيْكُمْ عَبْدًا مَجْدَعَ أَنْسَوْدَ يَقُوْدَكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، فَاسْمَعُوا لَهُ
وَأَطِيعُوهُ. رواه مسلم، باب وحوب طاعة الأمراء رقم: ٤٧٦٢

১৬৬. হয়রত উম্মে হোসাইন (রায়িঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যদি তোমাদের উপর কোন
নাক কান কাটা গোলামকেও আমীর নিযুক্ত করা হয়, যে তোমাদেরকে
আল্লাহ তায়ালার কিতাবের মাধ্যমে অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার তুকুম
মোতাবেক চালায় তোমরা তাহার কথা শুনিও এবং মানিও। (মুসলিম)

١٦٧ - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنْ اسْتَغْفِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشَيٌّ كَانَ رَائِهً
زَبِيْبَةً. رواه البخاري، باب السبع والطااعة للإمام رقم: ٧١٤٢

১৬৭. হয়রত আনাস ইবনে মালেক (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমীরের
কথা শুনিতে ও মানিতে থাক, যদিও তোমাদের উপর এমন হাবশী
গোলামকেই আমীর নিযুক্ত করা হউক না কেন, যাহার মাথা দেখিতে
কিসমিসের মত (ছেট) হয়। (বৌখারী)

١٦٨ - عَنْ وَاتِيلِ الْحَضْرَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِلْتُمْ. رواه

مسلم، باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحفرق، رقم: ٤٧٨٣

১৬৮. হয়রত ওয়ায়েল হায়রামী (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা

দাওয়াত ও তরবীগ
for more videos <https://youtube.com/annaaba>
আমীরদের কথা শুন এবং মান। কেননা তাহাদের জিম্মাদারী (যেমন ইনসাফ করা) সম্পর্কে তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হইবে। আর তোমাদের জিম্মাদারী (যেমন আমীরের কথা মানা) সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হইবে। (অতএব প্রত্যেক নিজ নিজ জিম্মাদারী আদায় করার মধ্যে লাগিয়া থাকিবে চাই অন্যেরা আদায় করুক বা না করুক।) (মুসলিম)

١٦٩- عن العَرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
أَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَطْبِعُوا مَنْ وَلَاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ،
وَلَا تُنَازِعُوا الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَلَوْ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ، وَعَلَيْكُمْ بِمَا تَغْرِفُونَ
مِنْ مُنْتَهَى نَبِيِّكُمْ وَالْحَلْقَاءِ الرَّأْشِدِيَّنَ الْمَهْدِيَّيْنَ، وَعَصُّوْا عَلَى
نَوَاجِلَدِكُمْ بِالْحَقِّ. رواه الحاكم وقال: هذا إسناد صحيح على شرطهما حسبما
ولا أعرف له علة ووافقه النسفي ١٦٩/١

১৬৯. হযরত ইবনে সারিয়া (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার এবাদত কর, তাহার সহিত কাহাকেও শরীক করিও না। আর আল্লাহ তায়ালা যাহাদেরকে তোমাদের কাজের ব্যাপারে জিম্মাদার নিযুক্ত করিয়াছেন তাহাদেরকে মানিয়া চল। আর আমীরের সহিত তাহার দায়িত্বের ব্যাপারে ঝগড়া করিও না। যদিও আমীর কালো গোলামই হয়। আর তোমরা তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত এবং হেদয়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীন (রায়িঃ)দের তরীকাকে মজবুতভাবে আঁকড়াইয়া ধর এবং হক ও সত্যকে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাক।

(মুসতাদরাকে হাকেম)

١٧٠- عن أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ
يَرْضِي لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَسْخُطُ لَكُمْ ثَلَاثًا، يَرْضِي لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا
تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفْرُقُوا،
وَأَنْ تَنَاصِحُوا مَنْ وَلَاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ، وَيَسْخُطُ لَكُمْ قَبْلَ وَقَالَ،
وَإِضَاعَةُ الْمَالِ، وَكُفْرَةُ السُّؤَالِ. رواه أسد ٢٦٧/٢

১৭০. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের তিনটি জিনিসকে শচ্ছদ করেন, আর তিনটি

আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় বাহির হওয়ার আদব ও আমলসমূহ

জিনিসকে অপছন্দ করেন। আল্লাহ তায়ালা ইহা পছন্দ করেন যে, তোমরা আল্লাহ তায়ালার এবাদত কর। তাহার সহিত কাহাকেও শরীক করিও না। আর সকলে মিলিয়া আল্লাহ তায়ালার রশিকে মজবুতভাবে ধরিয়া থাক। (পৃথক পৃথক হইয়া) বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইও না। আর যাহাকে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জিম্মাদার নিযুক্ত করিয়াছেন তাহাদের প্রতি আঙ্গরিকতা, আনুগত্য হিত কামনা রাখ। আর তোমাদের এই সকল বিষয়কে অপছন্দ করেন যে, অনর্থক তকবিতক কর, মাল নষ্ট কর, আর অতিরিক্ত প্রশংসন কর। (মুসনাদে আহমাদ)

١٧١- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الإمام فقد أطاعني ومن عصى الإمام فقد عصىاني. رواه ابن ماجه،

باب طاعة الإمام، رقم: ٢٨٩

১৭১. হ্যরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করিল সে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করিল। আর যে আমার নাফরমানী করিল সে আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী করিল। আর যে ব্যক্তি মুসলমানদের আমীরের আনুগত্য করিল সে আমার আনুগত্য করিল। আর যে ব্যক্তি মুসলমানদের আমীরের নাফরমানী করিল সে আমার নাফরমানী করিল। (ইবনে মাজা)

١٧٢- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليضره، فإنه من فارق الجماعة شيئاً فمات فميتة جاهيلية. رواه مسلم، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين، رقم: ٤٧٩

১৭২. হ্যরত ইবনে আববাস (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আপন আমীরের মধ্যে অপছন্দনীয় কোন বিষয় দেখে তাহার ঐ বিষয়ে সবর করা উচিত। কেননা যে ব্যক্তি মুসলমানদের জামাত অর্থাৎ সংঘবন্ধ জীবন হইতে এক বিঘৎ পরিমাণও পৃথক হইল (এবৎ তওবা করা ফোর্মে) এই ভাবস্থায় মৃত্যুবরণ করিল, সে ব্যক্তি জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ

করিল। (মুসলিম)

ফায়দা : জাহিলিয়াতের ম্ত্যুবরণ করার অর্থ হইল জাহিলিয়াতের যুগে লোকেরা স্বাধীন জীবন যাপন করিত। তাহারা না সর্দারের আনুগত্য করিত আর না ধর্মীয় নেতাদের কথা মানিত। (নবী)

**١٧٣-عَنْ عَلَيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا طَاعَةَ فِي
مَفْصِيَّةِ اللَّهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَغْرُوفِ؛** (ومن بعض الحديث) رواه

ابوداؤد، باب في الطاعة، رقم: ٦٢٥

১৭৩. হযরত আলী (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার নাফরমানীর কাজে কাহারো আনুগত্য করিও না। আনুগত্য তো শুধু নেককাজের মধ্যে রহিয়াছে। (আবু দাউদ)

**١٧٤-عَنْ أَبْنَى عَمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: السَّمْعُ
وَالطَّاعَةُ حَقٌّ عَلَى الْمَرءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنَ
بِمَفْصِيَّةِ، فَإِنْ أَمْرَ بِمَفْصِيَّةِ فَلَا سَمْعَ عَلَيْهِ وَلَا طَاعَةَ.** رواه

احمد/٤٤٢

১৭৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমীরের কথা শুনা ও মানা মুসলমানদের উপর ওয়াজিব। পচন্দ হউক বা অপচন্দ হউক। অবশ্য আল্লাহ তায়ালার নাফরমানীর হকুম দেওয়া হইলে আনুগত্য জায়েয় নাই। অতএব যদি কোন গুনাহের কাজ করার হকুম দেওয়া হয় তবে উহা শুনা ও মানার দায়িত্ব তাহার উপর নাই। (মুসনাদে আহমাদ)

**١٧٥-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا
سَافَرْتُمْ لِلْيَوْمَكُمْ أَفْرَأْكُمْ وَإِنْ كَانَ أَصْفَرَكُمْ، وَإِذَا أَمْكُمْ فَهُوَ
أَمْرُكُمْ.** رواه البزار وإسناده حسن، مجمع الرواية/ ٦٠٦

১৭৫. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন তোমরা সফর কর, তখন এমন ব্যক্তি তোমাদের ইমাম হওয়া উচিত যাহার কুরআন শরীফ বেশী জানা থাকে (এবৎ মাসায়েল বেশী জানে) যদিও সে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট হয়। আর যখন সে নামায়ে তোমাদের ইমাম হইল

ফায়দা : হাদীস শরীফ দ্বারা জানা গেল যে, এমন ব্যক্তিকে ইমাম বানানো উচিত যাহার কুরআনে করীম ও মাসায়েল বেশী জানা আছে, কারণ সে সকলের মধ্যে উত্তম। কিন্তু কোন কোন রেওয়ায়াত দ্বারা ইহাও জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও কোন বিশেষ গুণের কারণে এমন ব্যক্তিকেও আমীর বানাইয়াছেন, যাহার সাথীরা তাহার চেয়ে উত্তম ছিল। যেমন ১৫৬ নং হাদীসের ফায়দায় বর্ণিত হইয়াছে।

١٧٦- عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: من عبد الله تبارك وتعالى لا يشرك به شيئاً فاقام الصلاة وآتى الزكوة وسمع وأطاع فإن الله تبارك وتعالى يدخله من أي أبواب الجنة شاء، ولها ثمانية أبواب، ومن عبد الله تبارك وتعالى لا يشرك به شيئاً فاقام الصلاة وآتى الزكوة وسمع وعصى فإن الله تبارك وتعالى من أمره بالغحاج، إن شاء رحمة وإن شاء عذبة. رواه أحمد
والطبراني ورجال أحمد ثقات، مجمع الروايات / ٢٩٧

১৭৬. হযরত উবাদাহ ইবনে সামেত (রায়ী) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাবারাক ওয়া তায়ালার এবাদত এমনভাবে করিয়াছে যে, তাহার সহিত কাহাকেও শরীক করে নাই, নামায কায়েম করিয়াছে, যাকাত আদায় করিয়াছে, আর আমীরের কথা শুনিয়াছে এবং মানিয়াছে, আল্লাহ তায়ালামের জান্মাতের দরজাসমূহের মধ্য হইতে যে দরজা দিয়া সে চাহিবে তাহাকে দাখেল করিবেন। জান্মাতের আটটি দরজা রহিয়াছে। আর যে ব্যক্তি এমনভাবে আল্লাহ তায়ালার এবাদত করিয়াছে যে, তাহার সহিত কাহাকেও শরীক করে নাই, নামায কায়েম করিয়াছে, যাকাত আদায় করিয়াছে এবং আমীরের কথা শুনিয়াছে, (কিন্তু) উহা মানে নাই, তবে তাহার বিষয় আল্লাহ তায়ালার সোপর্দ রহিল। তিনি ইচ্ছা করিলে দয়া করিবেন, ইচ্ছা করিলে আযাব দিবেন।

(মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

١٧٧- عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: الغزو غزوان، فاما من ابصري وجه الله، وأطاع الإمام، وأنفق
for more books <https://youtube.com/alfamin5g>

الْكَرِيمَةُ، وَيَاسِرُ الشَّرِيفَكَ، وَاجْتَبَ الْفَسَادَ، فَلَئِنْ تَوَمَهُ وَتَبَهُ أَجْرُ كُلِّهِ، وَأَمَا مَنْ غَرَّ لَغْرَأً وَرِيَاءً وَسَمْعَةً، وَعَصَى إِلَمَامَ، وَأَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ، فَلِإِنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ بِالْكَفَافِ. رواه أبو داود، باب فيمن يخزو ويتنس

الدنيا، رقم: ٢٥١٥

১৭৭. হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জেহাদ দুই প্রকার। যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে জেহাদে বাহির হইল, আমীরের আনুগত্য করিল, নিজের উত্তম মালকে খরচ করিল, সাথীদের সহিত নম্বু ব্যবহার করিল, এবং (সকল প্রকার) ফেৎনা ফাসাদ হইতে বাঁচিয়া থাকিল, এমন ব্যক্তির ঘূর্ম ও জাগরণ সবই সওয়াবের বিষয় হইবে। আর যে ব্যক্তি গর্ব ও লোক দেখানো এবং লোকদের মধ্যে নিজের নাম চৰ্চার জন্য জেহাদে বাহির হইল, আমীরের কথা মানিল না, এবং জমিনে ফেৎনা ফাসাদ ছড়াইল সে ব্যক্তি জেহাদ হইতে লোকসানের সহিত ফিরিবে। (আবু দাউদ)

١٧٨- عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله! رحلَ
يريدُ الجهادَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَهُوَ يَتَعَفَّفُ عَرَضاً مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا؟
فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا أَجْرَ لَهُ، فَاغْتَمَ ذَلِكَ النَّاسُ، وَقَالُوا لِلرَّجُلِ:
عَذْلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَعْلَكَ لَمْ تُفْهِمْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! رَجُلٌ
يريدُ الجهادَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَهُوَ يَتَعَفَّفُ عَرَضاً مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا؟
فَقَالَ: لَا أَجْرَ لَهُ، فَقَالُوا لِلرَّجُلِ: عَذْلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ
الثَّالِثَةُ، فَقَالَ لَهُ: لَا أَجْرَ لَهُ. رواه أبو داود، باب فيمن يخزو ويتنس الدنيا،

رقم: ٢٥١٦

১৭৮. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) বলেন যে, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! জনৈক ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদের জন্য এই নিয়তে বাহির হয় যে, দুনিয়াবী কিছু সামানপত্র পাওয়া যাইবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, সে কোন সওয়াব পাইবে না। লোকেরা এই কথাকে বড় ভারী মনে করিল এবং ঐ ব্যক্তিকে [Bibliobooks](http://www.bibliobooks.org/Books/ArabicBooks/Al-Anbaa/Al-Anbaa%20-%20Volume%201.pdf) এই তথ্য / www.bibliobooks.org/Books/ArabicBooks/Al-Anbaa/Al-Anbaa%20-%20Volume%201.pdf আলাইহি

ওয়াসাল্লামের নিকট পুনরায় জিজ্ঞাসা কর। সম্ভবতঃ তুমি তোমার কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বুঝাইতে পার নাই। উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার আরজ করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! জনেক ব্যক্তি এই উদ্দেশ্যে জেহাদে যায় যে, দুনিয়াবী কিছু সামানপত্র মিলিয়া যাইবে। তিনি এরশাদ করিলেন, সে কোন সওয়াব পাইবে না। লোকেরা ঐ ব্যক্তিকে বলিল, তুমি আবার জিজ্ঞাসা কর। সেই ব্যক্তি তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৃতীয়বারও তাহাকে ইহাই বলিলেন যে, সে কোন সওয়াব পাইবে না। (আবু দাউদ)

١٧٩- عن أبي ثعلبة الغنثي رضي الله عنه قال: وَكَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْزَلًا تَفَرَّقُوا فِي الشَّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ تَفَرَّقَكُمْ فِي هَذِهِ الشَّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ إِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَلَمْ يَنْزِلْ بَعْدَ ذَلِكَ مُنْزَلًا إِلَّا انْضَمَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ حَتَّى يُقَالَ: لَوْ بُسِطَ عَلَيْهِمْ ثُوبٌ لَعَمِّهُمْ. رواه أبو داود، باب ما يأمر من

اضحى المسكروبيع، رقم: ٦٦٢٨

১৭৯. হযরত আবু সালাবা খুশানী (রায়িৎ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন জায়গায় অবস্থান করিবার জন্য তাঁবু ফেলিতেন, তখন সাহাবা (রায়িৎ) উপত্যকা ও নিম্নভূমিতে বিক্ষিপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, এইভাবে উপত্যকা ও নিম্নভূমিতে তোমাদের বিক্ষিপ্ত হইয়া যাওয়া ইহা শয়তানের পক্ষ হইতে। (সে তোমাদের একজনকে অন্যজন হইতে প্রথক রাখিতে চায়) এই এরশাদের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানেই অবস্থান করিতেন সমস্ত সাহাবী (রায়িৎ) একসাথে মিলিয়া মিশিয়া অবস্থান করিতেন। এমনকি তাহাদের (একজনকে অন্যজনের কাছাকাছি দেখিয়া) এইরূপ বলাবলি হইতে লাগিল যে, যদি ইহাদের সকলের উপর একটি কাপড় ফেলিয়া দেওয়া হয় তবে উহা তাহাদের সবাইকে ঢাকিয়া লইবে।

(আবু দাউদ)

١٨٠- عن صخر الغامدي رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأَمْتَنِي لِي بِكُورَهَا، وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيرَةً أَوْ جَيْشًا بَعْثَهَا مِنْ أَوْلِ النَّهَارِ، وَكَانَ صَخْرَ رَجْلًا تَاجِرًا وَكَانَ يَتَعَمَّلُ بِعَهَرَتَهُ مِنْ أَوْلِ

النهار، فائزٍ وكثير ماله. رواه أبو داود، باب في الابتكار في السفر،

ר' נון: ג. ר' ז

১৮০. হ্যরত সাখ্ৰ গামেদী (ৱায়ঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইছি ওয়াসাল্লাম এৱশাদ কৰিয়াছেন, **اللَّهُمَّ بَارِكْ لِمَتْنِي فِي بَكُورَهَا**
হে আল্লাহ! আমাৰ উম্মতেৰ জন্য দিনেৰ প্ৰথমাংশে বৰকত দান কৰুন।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইছি ওয়াসাল্লাম যখন কোন ছোট অথবা বড়
লক্ষকৰ রওয়ানা কৰিতেন, তখন তাহাদেৱকে দিনেৰ প্ৰথম অংশে
রওয়ানা কৰিতেন। হ্যরত সাখ্ৰ (ৱায়ঃ) একজন ব্যবসায়ী ছিলেন।
তাহাব ব্যবসাৰ মাল কৰ্মচাৰীদেৱ মাধ্যমে বিক্ৰয় কৰাৱ জন্য দিনেৰ
প্ৰথমাংশে পাঠাইতেন। ইহাতে তিনি ধনী হইয়া গেলেন এবং তাহাব মাল
বৃক্ষি পাইয়া গেল। (আবু দাউদ)

ଫାଯଦା ୪ ହାନୀକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରାସୁଲୁଙ୍ଗାହ ସାହାଙ୍ଗାତ୍ ଆଲାଇହି ଓ ଯାମାନାମେର ଦୋଯାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହି ଯେ, ଯଦି ଆମାର ଉତ୍ସତେର ଲୋକେରା ଦିନେର ପ୍ରଥମ ଅଂଶେ ସଫର କରେ, ଅଥବା ଦୀନି କିଂବା ଦୁନିଆୟୀ କାଜ କରେ ତବେ ଉତ୍ଥାତେ ତାହାରେ ବରକତ ହାସିଲ ହିଁବେ ।

١٨١ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَنَسَّ
بْنِ الْجُوَونِ الْعَزَّاعِيِّ يَا أَنَسُّهُمْ إِغْرِيْ مَعَ غَيْرِ قَوْمِكَ يَخْسِنُ خُلُقُكَ،
وَتَعْكِرُمُ عَلَى رُفَاقَاتِكَ، يَا أَنَسُّهُمْ خَيْرُ الرُّفَقاءِ أَرْبَعَةُ، وَخَيْرُ السَّرَّايمِ
أَرْبَعَمَائِيَّةُ، وَخَيْرُ الْجَمِيعِشِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ، وَلَنْ يُغْلِبَ إِنَّا عَشَرَ النَّاسَ
مِنْ قَلْبِهِ. رواه ابن ماجه، باب السرايم، رقم: ٢٨٢٧

୧୮୧. ହ୍ୟରତ ଆନାସ ଇବନେ ମାଲେକ (ରାଯିଃ) ହାତେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆଛେ ଯେ, ରାସୁଲୁଙ୍ଗାହ ସାଙ୍ଗାଙ୍ଗାହ ଆଲାଇହି ଓ ଯାସାଙ୍ଗାମ ହ୍ୟରତ ଆକସାମ ଇବନେ ଜାଓନଥୁୟାୟୀ (ରାଯିଃ)କେ ଏରଶାଦ କରିଲେନ, ହେ ଆକସାମ ! ନିଜେର କୁମ୍ଭ ବ୍ୟାତୀତ ଅନ୍ୟଦେର ସାଥେ ମିଲିଯାଓ ଜେହାଦ କରିତ । ଇହାତେ ତୋମାର ଆଖଲାକ ସୁନ୍ଦର ହିଁବେ । ଆର ଐ ଆଖଲାକେର କାରଣେ ତୁମି ନିଜେର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଓ ସାଥୀଦେର ଦୃଷ୍ଟିତେ ସମ୍ମାନିତ ହିଁବେ ।

হে আকসাম ! (সফরের জন্য) সর্বোত্তম সাথী (কমপক্ষে) চারজন।
আর সর্বোত্তম সারিয়্যাহ (ছেটি লশকর) যাহা চারশত লোকের সমন্বয়ে
হয়। আর সর্বোত্তম জায়েশ (বড় লশকর) হইল যাহা চার হাজার লোকের
সমন্বয়ে হয়। বার হাজার লোক সংখ্যার স্বল্পতাৰ কাৰণে পৰাভুত হষ্টতে

আল্লাহ তায়ালার মাস্তুর বাহির হওয়ার আদব ও আমলনমূহ taaba
পারে না। (তবে পরাজয়ের অন্য কোন কারণ—যেমন আল্লাহ তায়ালার
কোন নাফরমানীতে লিপ্ত হইয়া যাওয়া ইত্যাদি থাকিলে ভিন্ন কথা।

(ইবনে মাজাহ)

**١٨٢- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر
مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل على راحلة له، قال: فجعل يضرف
ببصره يميناً وشمالاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معة فضل
ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد
به على من لا زاد له، قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى
رأينا الله لا حق لأحد بمن في فضل. رواه مسلم، باب استحباب المعاشرة**

بفضل المال، رقم: ٤٥١٧

১৮২. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রায়িঃ) বলেন যে, আমরা একবার
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সফরে ছিলাম। এক
ব্যক্তি সওয়ারীতে আরোহণ করিয়া আসিল এবং (নিজের প্রয়োজন
প্রকাশার্থে) ডানে বামে তাকাইতে লাগিল। (যাহাতে কোন উপায়ে তাহার
প্রয়োজন মিটে।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ
করিলেন, যাহার নিকট (নিজের প্রয়োজনের) অতিরিক্ত সওয়ারী আছে
সে উহা এমন ব্যক্তিকে দান করে যাহার নিকট সওয়ারী নাই। আর যাহার
নিকট (নিজের প্রয়োজনের) অতিরিক্ত খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা আছে সে
উহা তাহাকে দান করে যাহার নিকট খাওয়ার দাওয়ার ব্যবস্থা নাই।
বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনিভাবে
বিভিন্ন প্রকার মালের নাম উল্লেখ করিলেন। এমনকি (তাহার উৎসাহ
দানের কারণে) আমাদের ধারণা হইতে লাগিল যে, আমাদের কাহারো
নিকট নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিসের উপর কোন হক নাই।
(বরং এই অতিরিক্ত জিনিসের প্রকৃত হকদার সেই ব্যক্তি যাহার নিকট উহা
নাই।) (মুসলিম)

**١٨٣- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنه أراد أن يغزو، قال: يا مبشر المهاجرين والأنصار! إن من
إخوانيكم قوما ليس لهم مال ولا عشيره فلي ipsum أخذكم إليه
الرجلين أو الثلاثة. (الحديث) رواه أبو داود، باب الرجل بتحمل بمال غيره**

১৮৩. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রায়ঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক যুদ্ধে যাওয়ার সময় এরশাদ করিলেন, হে মোহাজের ও আনসারদের জামাত ! তোমাদের ভাইদের মধ্যে কিছু লোক এমন রহিয়াছে যাহাদের নিকট না মাল আছে, আর না তাহাদের আত্মীয় স্বজন আছে। অতএব তোমাদের প্রত্যেকে তাহাদের মধ্য হইতে দুই অথবা তিনজনকে নিজের সঙ্গে মিলাইয়া লও।

(আবু দাউদ)

١٨٣-عَنْ الْمُطْعِمِ بْنِ الْمِقْدَامَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
مَا خَلَفَ عَبْدٌ عَلَى أَهْلِهِ أَفْضَلٌ مِّنْ رَكْعَتَيْنِ يَرْكَعُهُمَا عِنْدَهُمْ حِينَ
يُرِيدُ سَفَرًا. رواه ابن شيه حديث ضعيف، الحجامع الصغير / ٤٩٥/٢، ورد عليه
 صاحب الاتحاف وملخص كلامه أن الحديث ليس بضعف، إتحاف السادسة

.. ٤٦٥/٣

১৮৪. হযরত মুত্যীম ইবনে মেকদাম (রায়ঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষ যখন সফরে যাওয়ার ইচ্ছা করে, তখন সর্বোত্তম নায়েব যাহাকে সে তাহার পরিবার পরিজনের নিকট রাখিয়া যায় উহা হইল সেই দুই রাকাত নামায, যাহা সে তাহাদের নিকট পড়িয়া রওয়ানা হয়। (জামে সৌর)

١٨٤-عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَسِرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا،
وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا. رواه البخاري، باب ما كان النبي ﷺ يتصرّفهم بالسوء

..... رقم: ٦٩

১৮৫. হযরত আনাস (রায়ঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, লোকদের সহিত সহজ আচরণ কর এবং তাহাদের সহিত কঠিন আচরণ করিও না। সুসংবাদ শুনাও এবং বিমুখ করিও না। (বোখারী)

অর্থাৎ লোকদেরকে নেক কাজের সওয়াব ও প্রতিদানের সুসংবাদ শুনাও এবং তাহাদেরকে তাহাদের শুনাহের কারণে এমন ভয় দেখাইও না যাহাতে তাহারা আল্লাহ তায়ালার রহমত হইতে নিরাশ হইয়া দীন হইতে দূরে সরিয়া যায়।

١٨٦-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ ابْنُ عَمِيرٍ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
فَلْلَهُ كَفِفَ وَقَةً. رواه أبو داود، باب في فضل القتل في الغزو، رقم: ٤٤٨٧

১৮৬. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জেহাদ হইতে ফিরিয়া আসাও জেহাদে যাওয়ার মত। (আবু দাউদ)

ফায়দা ৪: আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদ করিলে যে সওয়াব ও প্রতিদান মিলে উক্ত সওয়াব ও প্রতিদান আল্লাহ তায়ালার রাস্তা হইতে ফিরিয়া আসার পর নিজ এলাকায় থাকিয়াও মিলে। যখন নিয়ত এই হয় যে, যেই প্রয়োজনে ফিরিয়া আসিয়াছিলাম যখন সেই প্রয়োজন পূরা হইয়া যাইবে অথবা যখনই আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় বাহির হওয়ার ডাক আসিবে তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় বাহির হইয়া যাইব।

(মোজাহেরে হক)

١٨٧-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوَةٍ أَوْ حَجَّ أَوْ عُمْرَةً يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الْأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ وَيَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آتَيْنَاهُ تَائِبُونَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَخْرَابَ وَحْدَهُ۔ رواه أبو داود، باب في التكبير على كل شرف في

المسير، رقم: ٢٧٧٠

১৮৭. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জেহাদ, হজ্জ অথবা ওমরা হইতে ফিরিতেন তখন প্রত্যেক উচু স্থানে তিনবার তাকবীর বলিতেন। অতঃপর এই কালেমাসমূহ পড়িতেন—

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آتَيْنَاهُ تَائِبُونَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَخْرَابَ وَحْدَهُ۔

অর্থ ৪: আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোন মাঝুদ নাই, তিনি একক, তাহার কোন শরীক নাই। রাজত্ব তাহারই জন্য। তাহারই জন্য প্রশংসা এবং তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, এবাদতকারী এবং সেজদাকারী, আপন রবের প্রশংসকারী। আল্লাহ তায়ালা তাহার ওয়াদা সত্য প্রমাণ করিয়াছেন, এবং আপন বান্দার সাহায্য করিয়াছেন, আর তিনি এককভাবে দুশ্মনকে পরাস্থ করিয়াছেন।

(আবু দাউদ)

١٨٨ - عن عمرو بن مُرّة الجعفري رضي الله عنه أن النبي ﷺ دعاه إلى الإسلام، وقال له: يا عمرو بن مُرّة: أنا النبي المرسل إلى العباد كافلها، أدعوكم إلى الإسلام وأمركم بحقن الدماء، وصلة الأرحام، وعبادة الله، ورفض الأصنام، وحج البيت، وصيام شهر رمضان من أثني عشر شهراً، فمن أجاب فله الجنة، ومن عصى فله النار، فما من بالله يا عمرو يؤمنك الله من هول جهنم، قلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأمنت بكل ما جئت به بخلال وحرام وإن أزعم ذلك كثيراً من الأقوام، فقال النبي ﷺ: مرحبا بك يا عمرو بن مُرّة، قلت: يا رسول الله يا أبي أنت وأمي، أبغضت إلى قومي لعل الله أن يمن بي عليهم كما من بك على، فبغضت إليهم فقال: عليك بالرفق والقول السديد، ولا تكن ظناً ولا متذمراً ولا حسوداً، فآتني قومي قلت: يا بني رفاعة، يا معاشر جهينة، إنني رسول الله ﷺ إليكم، أدعوكم إلى الجنة وأحيركم النار، وأمركم بحقن الدماء، وصلة الأرحام، وعبادة الله، ورفض الأصنام، وحج البيت، وصيام شهر رمضان شهر من أثني عشر شهراً، فمن أجاب فله الجنة، ومن عصى فله النار، يا معاشر جهينة، إن الله عزوجل - جعلكم خيار من أنتم منه، وبغضكم في جاهليتكم ماحب إلى غيركم، من أنتم كانوا يجتمعون بين الآخرين، وبخلاف الرجل منهم على امرأة أبيه، والغزارة في الشهر الحرام، فاجتبوا هذا النبي المرسل من بني لوي بن غالب، تناولوا شرف الدنيا وكرامتها الآخرة، وسارعوا في ذلك يكُن لكم فضيلة عند الله، فاجتبوه إلا زجلاً وإحداً. رواه الطبراني

বলিলেন, হে আমর ইবনে মুররাহ! আমি আল্লাহ তায়ালার সকল বান্দাদের প্রতি নবী হিসাবে প্রেরিত হইয়াছি। আমি তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিতেছি, এবং আমি তাহাদিগকে ত্রুটুম দিতেছি যে, তাহারা যেন খুনের হেফাজত করে। (অন্যায়ভাবে কাহাকেও হত্যা না করে) আতুর্যতার সম্পর্ক বজায় রাখে। এক আল্লাহ তায়ালার এবাদত করে। মুর্তিপূজা ছাড়িয়া দেয়। বাইতুল্লাহর হজ্জ করে। আর বার মাসের এক মাস রম্যানে রোয়া রাখে। যে ব্যক্তি উপরোক্ত বিষয়সমূহকে মানিয়া লইবে সে জান্নাত পাইবে। আর যে ব্যক্তি মানিবে না তাহার জন্য জাহানাম হইবে।

হে আমর! আল্লাহ তায়ালার উপর ঈমান আনয়ন কর। তিনি তোমাকে জাহানামের ভয়ানক আয়াব হইতে নিরাপত্তা দান করিবেন। হ্যরত আমর (রায়ৎ) আরজ করিলেন, আমি সাক্ষ দিতেছি যে, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কেহ এবাদতের উপযুক্ত নাই, এবং নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহ তায়ালার রসূল। আর আপনি যাহা কিছু হালাল ও হারামের বিষয় লইয়া আসিয়াছেন আমি ঐ সকল বিষয়ের উপর ঈমান আনিলাম। যদিও এই সকল বিষয় অনেক কওমের নিকট অপচূন্দনীয় হইবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশী প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন, হে আমর! তোমার জন্য সাবাসি হউক। অতঃপর হ্যরত আমর (রায়ৎ) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মাতাপিতা আপনার প্রতি কুরবান হউন। আপনি আমাকে আমার কওমের প্রতি প্রেরণ করুন। হইতে পারে আল্লাহ তায়ালা আমার দ্বারা তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিবেন, যেমন আপনার দ্বারা আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে প্রেরণ করিলেন। আর এই উপদেশ দিলেন যে, ন্যূন ব্যবহার করিও। সঠিক এবং সরল কথা বলিও। কঠোর ভাষা ও দুর্ব্যবহার করিও না, অহংকার ও হিংসা করিও না।

অতঃপর আমি আমার কওমের নিকট আসিলাম এবং বলিলাম, হে বনি রিকায়াহ ও বনি জুহাইনার লোকেরা! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার রসূলের প্রতিনিধি। আমি তোমাদিগকে জান্নাতের দিকে দাওয়াত দিতেছি এবং তোমাদিগকে জাহানাম হইতে ভয় প্রদর্শন করিতেছি। আমি তোমাদিগকে এই বিষয় ত্রুটুম দিতেছি যে, তোমরা রক্তের হেফাজত কর। অর্থাৎ কাহাকেও অন্যায়ভাবে হত্যা করিও না। আতুর্যতার সম্পর্ক বজায় রাখ। এক আল্লাহ তায়ালার এবাদত কর। মুর্তিপূজা ছাড়িয়া দাও। বাইতুল্লাহর হজ্জ কর। আর বার মাসের এক মাস রম্যানে রোয়া রাখ। যে ব্যক্তি উপরোক্ত বিষয়গুলিকে মানিয়া লইবে সে জান্নাত পাইবে। আর যে

দাওয়াত ও তরলীগ
for more videos https://youtube.com/annaaba

ব্যক্তি মানিবে না তাহার জন্য দোষখ হইবে। হে জুহাইনাহ গোত্রের লোকেরা ! আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে আরবদের মধ্য হইতে সর্বোস্তম গোত্র বানাইয়াছেন। আর যে সকল মন্দ বিষয়গুলি অন্যান্য আরব গোত্রের নিকট পছন্দনীয় ছিল, আল্লাহ তায়ালা জাহেলিয়াতের যুগেও তোমাদের অন্তরে ঐসব বিষয়ের প্রতি ঘণা সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিলেন। যেমন অন্যান্য গোত্রের লোকেরা দুই সহোদর বোনকে এক সঙ্গে বিবাহ করিত। আর নিজের পিতার স্ত্রীকে বিবাহ করিত এবং সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করিত। (অথচ তোমরা এই সকল অন্যায় কাজ জাহেলিয়াতের যুগেও করিতে না) অতএব আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে প্রেরিত সেই রসূলের কথা মানিয়া লও যাহার বৎশীয় সম্পর্ক বনি লুয়াই ইবনে গালেবের সহিত রহিয়াছে। তোমরা দুনিয়ার মর্যাদা এবং আধেরাতের ইজ্জত পাইয়া যাইবে। তোমরা তাহার কথা গ্রহণ করিতে তাড়াতাড়ি কর। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে আগে (ইসলাম কবুল করার কারণে) তোমাদের মর্যাদা লাভ হইবে। সুতরাং তাহার দাওয়াতের কারণে একজন ব্যক্তিত সমস্ত কওম মুসলমান হইয়া গেল। (তাবারানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

ফায়দা ৪ চার মাস সম্মানিত ছিল। যে মাসে আরবরা যুদ্ধ করিত না।
উহা হইল, মহরম, রজব, যুলকাদাহ, যুলহাজাহ। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

١٨٩- عَنْ كَفِّبْ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ لَا يَقْدِمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِي الصُّخْرِ، فَإِذَا قَدِيمَ بَدَا بِالْمَسْجِدِ، فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ. رواه مسلم، باب استحباب ركعتين في

المسجد. رقم: ١٦٥٩

১৮৯. হ্যরত কাব' ইবনে মালেক (রায়িঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল যে, দিনের বেলায় চাশতের সময় সফর হইতে ফিরিতেন এবং আসিবার পর প্রথমে মসজিদে যাইতেন। দুই রাকাত নামায আদায় করিতেন। অতঃপর মসজিদে বসিতেন। (মুসলিম)

١٩٠- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ (لِي) رَسُولُ اللَّهِ كَانَ الْمَسْجِدُ لَفْصِلَ رَكْعَتَيْنِ. رواه

البخاري، باب الهمة المغبوضة وغير المغبوضة...، رقم: ٢٦٠٤

ফৌজে হ্যরত জারের ইবনে আবদুল্লাহ (রায়িঃ) বলেন / আয়ারা ফখর

আল্লাহ ভায়ালার রাস্তায় বাহির হওয়ার আদব ও আমলসমূহ
 (সফর হতে ফিরিয়া) মদীনায় আসিয়া গেলাম, তখন রাম্জুল্লাহ
 সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এরশাদ করিলেন, মসজিদে যাও
 এবং দুই রাকাত নামায পড়। (বোথারী)

191 - عن شهاب بن عباد رَحْمَةُ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ بِغَصْنٍ وَقَدْ عَنِ الْقَبْيَسِ
 وَهُمْ يَقُولُونَ: قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَشَدَّ فَرْحَتْهُمْ بِنَا، فَلَمَّا
 أَنْتَهَنَا إِلَى الْقَوْمِ أَوْسَعُوا لَنَا لَفْقَدَنَا، فَرَحِّبَ بَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، دَعَا
 لَنَا، ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: مَنْ سَيِّدُكُمْ وَرَعَيْتُمْكُمْ؟ فَأَشْرَنَا بِاجْمَعِنَا
 إِلَى الْمُنْذِرِ بْنِ عَائِدٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَهْذَا الْأَشْجُعُ؟ وَكَانَ أَوْلَ
 يَوْمٍ وُضِعَ عَلَيْهِ هَذَا الْإِسْمُ بِضَرْبَةٍ لِوَجْهِهِ بِحَافِرِ حِمَارٍ، فَلَنَا: نَعَمْ
 يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَخَلَفَ بَعْدَ الْقَوْمِ، فَعَقَلَ رَوَاحِلَهُمْ وَضَمَّ مَنَاعَهُمْ،
 ثُمَّ أَخْرَجَ عَيْتَهُ فَالْقَى عَنْهُ نَيَابَ السَّفَرِ وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ نَيَابَهُ، ثُمَّ
 أَفْلَلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ بَسَطَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجْلَهُ وَأَتَكَاهُ، فَلَمَّا دَنَّ مِنْهُ
 الْأَشْجُعُ أَوْسَعَ الْقَوْمَ لَهُ، وَقَالُوا: هُنَّا يَا أَشْجُعَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَحِّبَ بِهِ وَالظَّفَرَهُ، وَسَأَلَهُ عَنْ بَلَادِهِ، وَسَمِيَ لَهُ قَرْيَةُ
 قَرْيَةِ الصَّفَا وَالْمُشَّرِّقِ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ قُرَى هَجَرٍ، فَقَالَ: يَا بَنِي وَأَمْنِي
 يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَأَنْتَ أَعْلَمُ بِأَسْمَاءِ قُرَى أَهْلَنَا، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ وَطَّنْتُ
 بِبَلَادِكُمْ وَفَسَحَ لِي فِيهَا قَالَ: ثُمَّ أُفْلِلَ عَلَى الْأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا مَغْسِرَ
 الْأَنْصَارِ! أَنْكِرُمُوا إِخْرَانَكُمْ فَإِنَّهُمْ أَشْبَاهُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ، أَشْبَهُ
 شَيْءٍ بِكُمْ أَشْعَارًا وَأَبْشَارًا، أَسْلَمُوا طَائِعِينَ غَيْرَ مُكْرَهِينَ وَلَا
 مُؤْتَزِّرِينَ إِذَا أَنِّي قَوْمٌ أَنْ يُسْلِمُوا حَتَّى قُتِلُوا، قَالَ: فَلَمَّا أَنْ
 أَضْبَحُوا قَالَ: كَيْفَ رَأَيْتُمْ كَرَامَةَ إِخْرَانَكُمْ لَكُمْ وَضِيَافَهُمْ
 يَا أَيُّهُمْ؟ قَالُوا: خَيْرُ إِخْرَانٍ، الْأَنْوَافُ فِي أَشْنَاءِ، وَأَطَابُوا مَطْعَمَنَا، وَبَاتُوا
 وَأَضْبَحُوا يَعْلَمُونَا كِتَابَ رَبِّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَسُنْنَةُ رَبِّنَا^{صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ}
 فَأَغْبَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَرَحَ بِهَا، ثُمَّ أُفْلِلَ عَلَيْنَا رَجُلًا وَجْلًا، فَعَرَضَنا

for more videos <https://youtube.com/anpaaba>
**عَلَيْهِ مَا تَعْلَمْنَا وَعَلِمْنَا، فِيمَا مِنْ غَيْرِهِمَا تَعْلَمُ الْجَهَنَّمُ وَأَمْ الْكِتَابِ
 وَالسُّورَةُ وَالسُّورَتَيْنِ وَالسُّنْنَ.** (الحادي) رواه أحمد ٤٢٤

১৯১. হ্যরত শিহাব ইবনে আবুবাদ (রহঃ) বলেন, আবদে কায়েস গোত্রের যেই প্রতিনিধি দলটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে গিয়াছিল, তাহাদের এক ব্যক্তিকে এইভাবে নিজের সফরের বিস্তারিত বর্ণনা দিতে শুনিয়াছি যে, যখন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন, আমাদের আগমনে মুসলমানগণ অত্যন্ত খুশি হইলেন। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে পৌছিলে লোকেরা আমাদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করিয়া দিল। আমরা সেখানে বসিয়া গেলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে খোশ আমদেদে বলিলেন, এবং দোয়া দিলেন। অতঃপর আমাদের দিকে তাকাইয়া এরশাদ করিলেন, তোমাদের সর্দার ও জিম্মাদার কে? আমরা সকলে মুন্যির ইবনে আয়েদের দিকে ইঙ্গিত করিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, এই আশাজ্জ? অর্থাৎ জখমের দাগ যুক্ত ব্যক্তি কি তোমাদের সর্দার? আমরা আরজ করিলাম, জ্বি হাঁ। (আশাজ্জ ঐ ব্যক্তিকে বলে যাহার মাথা অথবা মুখ্যগুলের উপর কোন জখমের দাগ থাকে) তাহার মুখ্যগুলের উপর গাধার ক্ষুরের আঘাতের কারণে জখমের দাগ ছিল। তাহার আশাজ্জ নাম হওয়ার ইহাই সর্বপ্রথম দিন ছিল। তিনি সাথীদের পিছনে রহিয়া গিয়াছিলেন। তিনি সাথীদের বাহনগুলিকে বাঁধিলেন এবং তাহাদের সামান সামলাইলেন। অতঃপর নিজের পুটলী বাহির করিয়া সফরের কাপড় খুলিয়া পরিষ্কার কাপড় পরিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে রওয়ানা দিলেন। (ঐ সময়) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পা মোবারক মেলিয়া হেলান দিয়াছিলেন। হ্যরত আশাজ্জ (রাযঃ) যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে আসিলেন, তখন লোকেরা তাহার জন্য জায়গা করিয়া দিল এবং বলিল, হে আশাজ্জ! এখানে বসুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পা গুটাইয়া সোজা হইয়া বসিলেন এবং বলিলেন, হে আশাজ্জ! এখানে আস। সুতরাং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডান পাশে বসিয়া গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে খোশ আমদেদে বলিলেন এবং স্নেহসুলভ আচরণ করিলেন। তাহাকে তাহার/এলাকা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন

এবং হাজার এলাকার সাথে, মুশাক্কার ইত্যাদি এক একটি বঙ্গির নাম উল্লেখ করিলেন। হয়েরত আশাজ্জ (রায়ঃ) আরজ করিলেন, ইয়া
রাসূলুল্লাহ ! আমার মাতাপিতা আপনার প্রতি কোরবান হউন, আপনি
তো আমাদের বঙ্গিসমূহের নাম আমাদের চাইতে বেশী জানেন। রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমার জন্য তোমাদের
এলাকা প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং আমি উহার মধ্যে চলাফেরা
করিয়াছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
আনসারদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে আনসার ! তোমাদের
ভাইদের একরাম কর। কেননা ইহারা তোমাদের মত মুসলমান। তাহাদের
চুল ও চামড়ার রৎ তোমাদের সহিত অনেক বেশী সামঞ্জস্যতা রাখে।
বেছায় ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদিগকে বাধ্য করা হয় নাই। আর
এমনও হয় নাই যে, তাহাদের হক সারা হইয়াছে যাহা উসুল করিবার
জন্য তাহারা ইসলাম কবুল করিয়াছে। অথচ অনেক কওম ইসলাম কবুল
করিতে অস্বীকার করিয়াছে (এবং মোকাবিলা করিয়াছে) ফলে তাহারা
মারা পড়িয়াছে। (উক্ত প্রতিনিধিদল আনসারদের নিকট রহিল) অতঃপর
যখন সকাল হইল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা
করিলেন, তোমরা তোমাদের ভাইদের পক্ষ হইতে একরাম ও মেহমানদারী
কেমন পাইয়াছ? তাহারা বলিল, বড় উত্তম ভাই, আমাদেরকে নরম
বিছানা দিয়াছেন, উত্তম খাবার খাওয়াইয়াছেন, আর সকাল সন্ধ্যা
আমাদেরকে আমাদের রবের কিতাব এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতসমূহ শিক্ষা দিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা খুব পছন্দ করিলেন এবং ইহাতে তিনি খুব খুশী
হইলেন। অতঃপর তিনি আমাদের এক একজন করিয়া প্রত্যেকের প্রতি
মনোযোগ দিলেন। আমরা যাহা শিখিয়াছিলাম, এবং আমাদেরকে যাহা
শিখানো হইয়াছিল আমরা তাঁহাকে শুনাইলাম। আমাদের মধ্যে কাহাকেও
আগ্রহিয়াতু, কাহাকেও সূরা ফাতেহা, কাহাকেও একটি সূরা কাহাকেও
দুইটি সূরা এবং কাহাকেও কয়েকটি সুন্নত শিখানো হইয়াছিল।

(মুসনাদে আহমাদ)

— ١٩٢ —
عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ أَخْسَنَ مَا دَخَلَ
الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَوْلَ الْلَّيْلِ. رواه أبو داود، باب فِي

الطرق، رقم: ٢٧٧٧

দাওয়াত ও তবলীগ

for more videos <https://youtube.com/annaaba>

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যদি কোন মানুষ ঘর হইতে দীর্ঘসময় অনুপস্থিত থাকে অর্থাৎ সফরে তাহার দীর্ঘ সময় লাগিয়া যায়, তবে সে (হঠাত) রাত্রিবেলায় নিজের ঘরে যাইবে না। (মুসলিম)

ফায়দা : এই হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, দীর্ঘ সফরের পর হঠাত রাত্রিবেলায় ঘরে যাওয়া সঙ্গত নয়। কেননা এমতাবস্থায় ঘরের লোকেরা আগে হইতে মানসিকভাবে তাহার এস্টেকবালের জন্য প্রস্তুত থাকিবে না। তবে যদি পূর্ব হইতে আসার খবর থাকে তবে রাত্রিবেলায় যাইতে কোন অসুবিধা নাই। (নববী)

١٩٣ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَطَأَ الرَّجُلُ الْفَتَيْةَ، أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ طُرُوفًا. رواه مسلم، باب كرامه

الطرق رقم: ٤٩٦٧

১৯৩. হযরত জাবের (রায়ঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সফর হইতে প্রত্যাবর্তনকারী পুরুষের জন্য নিজের পরিবারের নিকট যাওয়ার সর্বোত্তম সময় হইল রাত্রের প্রথম অংশ। ইহা ঐ অবস্থায় প্রযোজ্য যখন পরিবারের লোকদের আগে হইতে তাহার আগমনের খবর থাকে অথবা যখন নিকটের সফর হইবে।

(আবু দাউদ)

॥ ॥ ॥

অহেতুক কথাবার্তা ও কাজকর্ম হইতে বাঁচিয়া থাকা

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا أَنِّي هَى أَخْسَنُ طَرِيقٍ إِنَّ الشَّيْطَنَ يَنْزَعُ بَيْنَهُمْ طَرِيقٌ كَانَ لِلنَّاسِ عَذَّرًا مُّبِينًا ﴾ (সি
ب্রেন্ট)

[০৩: ১০]

আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এরশাদ করিয়াছেন,—এবং আপনি আমার বান্দাদেরকে বলিয়া দিন, তাহারা যেন এইরূপ কথাবার্তা বলে যাহা উত্তম হয়। (যাহাতে কাহারো অস্তরে কষ্ট না হয়) কেননা শয়তান অস্তরে কষ্টদায়ক কথার দ্বারা পরম্পর ঝগড়া লাগাইয়া দেয়। নিঃসন্দেহে শয়তান মানুষের প্রকাশ্য দুশমন।

(সূরা বনী ইসরাইল ৫৩)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ الْأَغْرِي مُغْرِضُونَ ﴾ (المومن: ৩)

আল্লাহ তায়ালা দৈমানদারদের একটি গুণ এই এরশাদ করিয়াছেন যে, তাহারা অহেতুক কথাবার্তা হইতে সরিয়া থাকে। (সূরা মোমেনুন)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ إِذَا تَلَقُونَهُ بِالسَّيْئَاتِ كُمْ وَتَقُولُونَ بِآفَوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَخْسِبُونَهُ هَيْنَا وَهُرَّ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ☆ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعْلَمُ بِهِنَّا فَسُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ☆ يَعْظِمُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعْوِذُوا بِمُثْلِهِ أَبَدًا أَنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾

[النور: ১৫-১৭]

fo(মুন্ডফুকেরা একদার ইয়রত আয়েশা (রায়িত) এর প্রতি আপোদার দিলঃ
কতক সরলমনা মুসলমানও এই শোনা কথার আলোচনায় লিপ্ত হইল।

এই পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হইল।) আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন,—তোমরা ঐ সময় আয়াবের উপযুক্ত হইয়া যাইতে যখন তোমরা আপন জবানে এই খবরকে একে অপরের নিকট হইতে বর্ণনা করিতেছিলে এবং আপন মুখসমূহ দ্বারা এমন কথা বলিতেছিলে, যাহার বাস্তবতা সম্পর্কে তোমাদের কোন জ্ঞান ছিল না। আর তোমরা ইহাকে হালকা ব্যাপার মনে করিতেছিলে। (অর্থাৎ ইহাতে কোন গুনাহ নাই।) অর্থচ উহা আল্লাহ তায়ালার নিকট বড়ই গুরুতর ব্যাপার ছিল। আর যখন তোমরা এই অপবাদকে শুনিয়াছিলে তখন এই অপবাদ সম্পর্কে শুনিবামাত্রই এইরূপ কেন বলিলে না যে, আমাদের জন্য তো এমন কথা মুখ দিয়া বাহির করাও শোভনীয় নহে। আল্লাহর পানাহ! ইহা তো গুরুতর অপবাদ। আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে নসীহত করিতেছেন যে, যদি তোমরা ঈমানদার হও তবে আগামীতে পুনরায় কখনও এমন কাজ করিবে না। (অর্থাৎ যাচাই ব্যতিরেকে মিথ্যা সংবাদ রটাইতে থাক) (সূরা নূর)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَشْهُدُونَ الرُّؤْرُ ۝ وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغْوِ مَرُوا ۝

كِرَاماً ۝ ﴾ (الفرقان: ٧٢)

আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদের একটি গুণ এই বর্ণনা করিয়াছেন,— এবং তাহারা বেছদা কথায় অংশগ্রহণ করে না। আর যদি ঘটনাক্রমে বেছদা মজলিশসমূহের নিকট দিয়া অতিক্রম করে তবে গান্ধীর্য ও ভদ্রতার সহিত এড়াইয়া যায়। (সূরা ফোরকান)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا الْغُوَاغْرُضُوا عَنْهُ ۝ ﴾ (القصص: ٥٥)

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন,—আর যখন কোন বেছদা কথা শুনিতে পায় তখন উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়। (সূরা কাসাস)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ يَتَبَاهَ الَّذِينَ أَمْتُرُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ ۝ بَسِّيَّرَتِنَا آنَ ۝

تُصِيرُوا قَوْمًا بِسْجَهَالَةٍ فَتُضْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَذِيرِينَ ۝ ﴾

(الحرات: ٦)

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন,—হে মুসলমানরা! যদি কোন দুষ্কার্যকারী তোমাদের নিকট কোন সংবাদ লইয়া আসে (যাহাতে কাহারো প্রতি অভিযোগ থাকে) তবে ঐ সংবাদকে ভালুকপে যাচাই করিয়া গ্রহণ করিও। এমন যেন না হয় যে, তোমরা তাহার কথার উপর নির্ভর করিয়া অঙ্গতাবশতঃ কোন কাওমের ক্ষতি করিয়া ফেল। অতঃপর তোমাদেরকে

অহেতুক বাচ্চাবার্তা ও কাজকর্ম হইতে বাঁচিয়া থাকা
নিজেদের কৃতকর্মের উপর অনুত্পন্ন হইতে হয়। (সূরা হজুরাত)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لِدِينِهِ رَقِيبٌ عَيْدِدٌ﴾ (١٨:)

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন,—মানুষ যে কোন শব্দ মুখ হইতে বাহির করে, তাহার নিকট একজন ফেরেশতা অপেক্ষায় প্রস্তুত বসিয়া আছে। (যে উহাকে সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়া লয়) (সূরা কাফ)

হাদীস শরীফ

- ١- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يغنيه. رواه الشرمذني وقال: هذا حديث

غريب، باب حديث من حسن إسلام المرء، رقم: ٢٣١٧.

১. ইয়রত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য ও গুণ এই যে, সে অহেতুক কাজকর্ম ও অনর্থক কথাবার্তা পরিত্যাগ করে। (তিরমিয়া)

ফায়দা : হাদীস শরীফের অর্থ এই যে, বিনা প্রয়োজনে কথা না বলা এবং অহেতুক কাজকর্ম হইতে বাঁচিয়া থাকা, ঈমানের পরিপূর্ণতার লক্ষণ মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য।

- ২- عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: من يضمن لي ما بين لحيته وما بين رجليه، أضمن له الجنة. رواه

البعارى، باب حفظ اللسان، رقم: ٦٤٧٤.

২. ইয়রত সাহল ইবনে সাদ (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার জন্য তাহার উভয় চোয়াল ও উভয় পায়ের মধ্যবর্তী অঙ্গের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে (যে সে তাহার মুখ ও লজ্জাস্থানকে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করিবে না) আমি তাহার জন্য জান্নাতের দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছি। (বোঝারী)

- ৩- عن الحارث بن هشام رضي الله عنه أنه قال لرسول الله ﷺ:
أخبرني بأمر أغتصب به، فقال رسول الله ﷺ: أملك هذا وأنا أغار
إلي لسانه. رواه الطبراني بساندين وأحددهما جيد، مجمع الرواالت.

অহেতুক কথাবাতী ও কাজকর ইত্তে বাঁচিয়া থাকা

৩. হযরত হারেস ইবনে হিশাম (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিলেন, আমাকে এমন কোন বিষয় বলিয়া দিন যাহাকে আমি দৃঢ়ভাবে অঁকড়াইয়া থাকিব। তিনি নিজের যবান মোবারকের প্রতি ইশারা করিয়া বলিলেন, ইহাকে নিজের আয়ত্তে রাখ। (তাবারানী, মাজমাউয় যাওয়ায়েদ)

٤-^٣ عَنْ أَبِي جَحْيِفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ لَهُ: أَنْتُ الْأَعْمَالَ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهِ؟ قَالَ: فَسَكَنْتُو فَلَمْ يُجْنِبْهُ أَحَدٌ، قَالَ: هُوَ حِفْظُ الْلِّسَانِ. رواه البهقى في شعب الإيمان ٤/٤٥

৪. হযরত আবু জুহাইফা (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় আমল কি? সকলেই চুপ রহিলেন। কেহ উত্তর দিলেন না। তখন তিনি এরশাদ করিলেন, সবচেয়ে পছন্দনীয় আমল হইল জিহ্বার হেফাজত করা। (বায়হাকী)

٥- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ لَهُ: لَا يَتْلُغُ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ لِسَانِهِ. رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه داود بن هلال، ذكره ابن أبي الحاتم ولم يذكر فيه ضعفاً، وبقية رجال الصحيح غير زهير بن عباد وقد وثقه جماعة، مجمع الزوائد

٥٤٣/١٠

৫. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বাল্দা যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার জিহ্বার হেফাজত করিবে না ঈমানের হাকীকতকে হাসিল করিতে পারিবে না। (তাবারানী, মাজমাউয় যাওয়ায়েদ)

٦- عَنْ عَفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا النَّجَاةُ؟ قَالَ: أَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلَيْسَ غَلَكَ بَيْتُكَ، وَأَبْنِكَ عَلَى خَطِيبَتِكَ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن، باب ما جاء في حفظ اللسان،

رقم: ٤٤٦

for হযরত উকুবা ইবনে আয়ের (রায়িঃ) বদরে কেরেন যে, আমি g
আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মৃত্তি পাওয়ার রাস্তা কি? তিনি

এবশাদ করিলেন, নিজের জিহ্বাকে আয়ত্তে রাখ। নিজের ঘরে থাক (অনর্থক বাহিরে ঘোরাফিরা করিও না) আর নিজের গুনাহের উপর ক্রন্দন করিতে থাক। (তিরমিয়ী)

ফায়দা ৪ নিজের জিহ্বাকে আয়ত্তে রাখার অর্থ এই যে, উহাকে অন্যায়ভাবে ব্যবহার না করা। যেমন গীবত করা, চোগলখুরী করা, বেছদা কথা বলা, বিনা প্রয়োজনে কথা বলা, অসাবধানতার সহিত সব ধরনের কথা বলা, অশ্লীল কথাবার্তা বলা, ঝাগড়া বিবাদ করা, গালি দেওয়া, মানুষ অথবা জীবজন্মকে অভিশাপ দেওয়া, কাব্য ও কবিতা চর্চায় সবসময় লাগিয়া থাকা, ঠাট্টা বিন্দুপ করা, গোপন বিষয় প্রকাশ করা, মিথ্যা ওয়াদা করা, মিথ্যা কসম খাওয়া, দোমুখী কথা বলা, অকারণে কাহারো প্রশংসন করা, অকারণে প্রশংসন করা। (ইতেহাফ)

٧- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: من وفأه الله شرّ ما بين لخيته وشرّ ما بين رجليه دخل الجنة . رواه الترمذى

وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء في حفظ اللسان، رقم: ٢٤٠٩

৭. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যাহাকে আল্লাহ তায়ালা তাহার এই সকল অঙ্গের অপকর্ম হইতে হেফাজত করিয়াছেন যাহা উভয় চোয়াল ও উভয় পায়ের মধ্যস্থলে রহিয়াছে, অর্থাৎ জিহ্বা ও লজ্জাহান, সে ব্যক্তি জানাতে প্রবেশ করিবে। (তিরমিয়ী)

٨- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله أوصني، فقال (فيما أوصى به): وأخرن لسانك إلا من خير، فإنك بذلك تغلب الشيطان. (وهو بعض الحديث) رواه أبو بيعلى وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو مدلس، قال

المحقق: الحديث حسن، مجمع الرواية / ٤٩٢

৮. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এব ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিল এবং আরজ করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমাকে উপদেশ দান করুন। তিনি তাহাকে কিছু উপদেশ দান করিলেন। যাহার মধ্যে একটি এই যে, নিজের জিহ্বাকে কল্যাণকর কথা ব্যতীত সকল প্রকার কথা হইতে হেফাজত কর

(আবু ইয়ালা, মাজমাউয় যাওয়ায়েদ)

- ৯ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رفعه قال: إذا أصبح ابن آدم في جنَّة الأغصان كلها تُكفرُ اللسان فتقول: أنتَ الله فينا فإنما نخُنُك، فإن استقمْتَ استقمنا، وإن أغواجْحَتْ أغواجْجَنَا . رواه الترمذى، باب ما جاء فى حفظ اللسان، رقم: ٢٤٠٧.

৯. ইয়রত আবু সাঈদ খুদরী (রায়ৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষ যখন সকাল করে তখন তাহার শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জিহ্বার নিকট অত্যন্ত মিনতিসহকারে বলে যে, তুমি আমাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় কর। কেননা আমাদের ব্যবহার তোমারই সহিত (জড়িত রহিয়াছে) তুমি সোজা থাকিলে আমরাও সোজা থাকিব। আর যদি তুমি বাঁকা হইয়া যাও তবে আমরাও বাঁকা হইয়া যাইব। (অতঃপর উহার শাস্তি ভোগ করিতে হইবে) (তিরমিয়ী)

- ১০ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سُبْلَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُذْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ، قَالَ: تَقْوَى اللَّهُ وَحْسِنُ الْخُلُقِ، وَمُسْبِلٌ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُذْخِلُ النَّاسَ النَّارَ، قَالَ: الْفَمُ وَالْفَرْجُ . رواه الترمذى وقال: هذا

الحديث صحيح غريب، باب ما جاء في حسن الخلق، رقم: ٢٠٠٤

১০. ইয়রত আবু হোরায়রা (রায়ৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইল, কোন্ আমলের কারণে লোকেরা জান্নাতে বেশী দাখেল হইবে? তিনি এরশাদ করিলেন, তাকওয়া (আল্লাহ তায়ালার ভয়) এবং উত্তম চরিত্র। তাঁহাকে আরও জিজ্ঞাসা করা হইল, কোন্ আমলের কারণে লোকেরা জান্নামে বেশী দাখেল হইবে? তিনি এরশাদ করিলেন, মুখ এবং লজ্জাস্থান (এর অন্যায় ব্যবহার)। (তিরমিয়ী)

- ১১ - عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: جاءَ أَغْرَابِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْلَمُنِي عَمَلاً يُذْخِلُنِي الْجَنَّةَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي أَمْرِهِ إِيَّاهُ بِالْإِغْنَاقِ وَفَكَ الرُّقْبَةِ

وَالْمِنْجَةُ وَغَيْرِ ذَلِكُ ثُمَّ قَالَ: فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ فَكَفَ لِسَانَكَ إِلَّا

مِنْ خَيْرٍ. رواه البيهقي في شعب الإيمان ٤/٢٣٩

১১. হযরত বারা ইবনে আযেব (রায়ি)^৪ হইতে বর্ণিত আছে যে, একজন গ্রাম্য (সাহাবী) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমাকে এমন আমল শিখাইয়া দিন যাহা আমাকে জান্নাতে দাখেল করিয়া দিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকটি আমল বলিয়া দিলেন। যাহার মধ্যে দাস মুক্ত করা, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে ঋণের বোকা হইতে মুক্ত করা এবং পশুর দুধ দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য উহা অন্যকে দান করা ইত্যাদি ছিল। ইহা ছাড়া আরো কিছু কাজও বলিয়া দিলেন। অতঃপর এরশাদ করিলেন, যদি ইহা করিতে না পার তবে নিজের জিহ্বাকে ভাল কথা ব্যক্তিৎ বলিতে বিরত রাখিও। (বায়হাকী)

عَنْ أَنْسَوْدِ بْنِ أَصْرَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي، قَالَ: تَمْلِكْ يَدْكَ، قُلْتُ: فَمَاذَا أَمْلِكْ إِذَا لَمْ أَمْلِكْ يَدِي؟ قَالَ: تَمْلِكْ لِسَانَكَ، قُلْتُ: فَمَاذَا أَمْلِكْ إِذَا لَمْ أَمْلِكْ لِسَانِي؟ قَالَ: لَا تَبْسُطْ يَدَكَ إِلَّا إِلَى خَيْرٍ وَلَا تَقْلِلْ لِسَانَكَ إِلَّا مَغْرُوفًا . رواه الطبراني وإسناده حسن، مجمع الروايات ١/٥٣٨

১২. হযরত আসওয়াদ ইবনে আসরাম (রায়ি)^৫ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমাকে উপদেশ দান করুন। তিনি এরশাদ করিলেন, নিজের হাতকে সামলাইয়া রাখ, (যাহাতে উহা দ্বারা কেহ কষ্ট না পায়) আমি আরজ করিলাম, যদি আমার হাতকেই আমি সামলাইতে না পারি তবে অন্য কোন জিনিসকে আমি সামলাইতে পারিব? অর্থাৎ হাতকে তো আমি সামলাইতে পারিব। এরশাদ করিলেন, আপন জিহ্বাকে সামলাইয়া রাখ। আমি আরজ করিলাম, যদি আমার জিহ্বাকেই আমি সামলাইতে না পারি তবে আর কোন জিনিসকে সামলাইতে পারিব? অর্থাৎ জিহ্বা তো আমি সামলাইতে পারিব। এরশাদ করিলেন, তবে তুমি নিজের হাতকে ভাল কাজের জন্য প্রসারিত কর। আর নিজের জিহ্বা দ্বারা ভাল কথাই বল। (তাবারানী, মাজাহাউয় যাওয়ায়েদ)

١٤- عن أنس بن رجحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أطلع

على أبي بكر وهو يمد لسانه، قال: ما تضئن يا خليفة رسول الله؟ قال: إن هذا الذي أوردني الموارد، إن رسول الله ﷺ
قال: ليس شيء من الجسد إلا يشكُّ ذرَبَ اللسان على جدينه.

رواہ البیهقی فی شعب الإيمان ۴/۲۴۴

১৩. হযরত আসলাম (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাযঃ) এর প্রতি হযরত ওমর (রাযঃ) এর দৃষ্টি পড়িলে তিনি (দেখিলেন যে,) হযরত আবু বকর (রাযঃ) নিজের জিহ্বাকে টানিতেছেন। হযরত ওমর (রাযঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রসূলের খলীফা! আপনি ইহা কি করিতেছেন? তিনি বলিলেন, এই জিহ্বাই আমাকে ধৰ্ষণের জায়গায় পৌছাইয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছিলেন, শরীরের কোন অংশ এমন নাই যাহা জিহ্বার অশালীনতা ও উগ্রতার অভিযোগ না করে। (বায়হাকী)

١٤- عن حذيفة رضي الله عنه قال: كُنْتُ رَجُلًا ذَرِبَ اللِّسَانَ عَلَى
أَهْلِيِّنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللِّهِ أَفَذَخَيْتَ أَنْ يُذْعَلَنِي لِسَانِي النَّارَ،
قَالَ: فَإِنَّ أَنْتَ مِنَ الْإِسْبِغَافِارِ؟ إِنِّي لَا سَعْفَرُ اللِّهَ فِي الْيَوْمِ مَا فَأَنَّهُ . رواه

احمد ৩৭

১৪. হযরত হোয়ায়ফা (রাযঃ) বলেন, আমার জিহ্বা আমার পরিবার পরিজনদের উপর খুব চলিত। অর্থাৎ আমি তাহাদিগকে খুব গালমন্দ করিতাম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি ভয় করিতেছি যে, আমার জিহ্বা আমাকে জাহানামে দাখেল করিয়া দিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তবে এস্তেগফার কোথায় গিয়াছে? (অর্থাৎ এস্তেগফার কেন কর না যাহাতে তোমার জিহ্বার সংশোধন হইয়া যায়)। আমি তো দৈনিক একশত বার এস্তেগফার করি।

(মুসনাদে আহমাদ)

١٥- عن عبيدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: أين من
أفسري وأشame ما بين لخيبيه . رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، مصحح

الروائد ١٠/٥٣٨

১৫. হ্�যরত আদী ইবনে হাতেম (বাযিদ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য তাহার উভয় চোয়ালের মাঝখানে রহিয়াছে। অর্থাৎ জিহ্বার সঠিক ব্যবহার সৌভাগ্যের এবং ভুল ব্যবহার দুর্ভাগ্যের কারণ।

(তাওরানী, মাজমাউয় ঘাওয়ায়েদ)

- ১৬. عن الحَسْنِ رَحْمَةُ اللَّهِ يَقُولُ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: رَحْمَةُ اللَّهِ عَبْدًا تَكُلُّ فَقِيمَ، أَوْ سَكْتَ فَسِيلَمْ . رواه البيهقي في شعب الإيمان

২৪১/১

১৬. হ্যরত হাসান (রহঃ) বলেন, আমাদের নিকট এই হাদীস পৌছিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা সেই বান্দার প্রতি দয়া করুন যে উক্ত কথা বলিয়া দুনিয়া ও আখেরাতের ফায়েদা হাসিল করে। অথবা চুপ থাকিয়া জিহ্বার স্থলন হইতে বাঁচিয়া যায়। (বায়হাকী)

- ১৭. عن عبدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: مَنْ صَمَطَ نَجَّا . رواه الترمذى وقال: هذا حديث غريب، باب حدث من كان يؤمن بالله..... رقم: ٢٥٠١

১৭. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (বাযিদ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি চুপ থাকিল সে নাজাত পাইয়া গেল। (তিরমিয়া)

ফায়দা : ইহার অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি মন্দ ও অনর্থক কথাবার্তা হইতে জিহ্বাকে সংযত রাখিয়াছে সে দুনিয়া ও আখেরাতের বহু রকমের বিপদ আপদ ও ক্ষতি হইতে নাজাত পাইয়া গিয়াছে। কেননা মানুষ সাধারণত যে সকল বিপদ আপদে পতিত হয় উহু অধিকাংশ জিহ্বার কারণেই হয়। (মেরকাত)

- ১৮. عن عَمْرَانَ بْنِ حَطَّانَ رَحْمَةُ اللَّهِ قَالَ: لَفِيتُ أَبَا ذَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَوَجَدْنَاهُ فِي الْمَسْجِدِ مُخْبِتًا بِكَسَاءِ أَسْوَدَ وَخَدَةً، فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرَ مَا هَذِهِ الْوَخْدَة؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَقُولُ: الْوَخْدَةُ خَيْرٌ مِنْ جَلِيسِ السُّوءِ وَالْجَلِيسُ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِنَ الْوَخْدَةِ، وَإِمْلَاءُ الْغَيْرِ خَيْرٌ مِنَ السُّكُونِ وَالسُّكُونُ خَيْرٌ مِنْ إِمْلَاءِ الشَّرِّ.

رواہ البيهقی في شعب الإيمان ٤/٢٥٦

৮৫৭

for more videos <https://youtube.com/annazhe>

১৮. হ্যরত ইমরান ইবনে হাত্তান (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি হ্যরত আবু যার (রাযঃ) এর খেদমতে হাজির হইলে তাহাকে দেখিলাম যে, একটি কালো কম্বল জড়াইয়া একা মসজিদে বসিয়া আছেন। আমি আরজ করিলাম, হে আবু যার! এই নির্জনতা ও একাকিঞ্চ কেমন? অর্থাৎ আপনি সম্পূর্ণ একা এবং সবলোক হইতে আলাদা হইয়া থাকা কেন অবলম্বন করিলেন? তিনি জওয়াব দিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, মন্দ লোকের সংশ্রবে বসার চাইতে একা থাকা ভাল। আর সৎ লোকের সংশ্রবে বসা একা থাকার চাইতে উত্তম। কাহাকেও ভাল কথা বলিয়া দেওয়া চুপ থাকার চেয়ে উত্তম। মন্দ কথা বলার চেয়ে চুপ থাকা উত্তম। (বায়হাকী)

١٩ - عَنْ أَبِي ذَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ إِلَى أَنْ قَالَ: عَلَيْكَ بِطُولِ الصَّفَتِ، فَإِنَّهُ مَطْرَدٌ لِلشَّيْطَانِ وَعَوْنَوْنَ لَكَ عَلَى أَمْرِ دِينِكَ، قُلْتُ: زَنْبِي، قَالَ: إِيَّاكَ وَكَثْرَةِ الصِّدْχِكِ، فَإِنَّهُ يُمِيتُ الْقَلْبَ وَيَذْهَبُ بِنُورِ الْوَجْهِ. (وهو بعض الحديث) رواه البهقي في شعب الإيمان ٤/٢٤٢

১৯. হ্যরত আবু যার (রাযঃ) বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম এবং আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে অসিয়ত করুন। তিনি বলিলেন, অধিক সময় চুপ থাকিও (বিনা প্রয়োজনে কোন কথা যেন না হয়) ইহা শয়তানকে দূর করে, এবং দ্঵িনের কাজে সাহায্যকারী হয়। হ্যরত আবু যার (রাযঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, আমাকে আরো কিছু অসিয়ত করুন। তিনি এরশাদ করিলেন, অতিরিক্ত হাসি হইতে বাঁচিয়া থাকিও, কেননা এই অভ্যাস অন্তরকে মুর্দা ও চেহারার নুরকে খতম করিয়া দেয়।

(বায়হাকী)

٢٠ - عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ أَبَا ذَرٍ فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرِّا أَلَا أَدْلُكَ عَلَى خَضْلَتِينِ هُمَا أَحْفَثُ عَلَى الظَّهِيرَةِ وَأَنْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ غَيْرِهِمَا؟ قَالَ: يَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: عَلَيْكَ بِخُسْنِ

الْخَلْقِ وَطُولِ الصَّمْتِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا عَمِلَ الْعَلَاقِنِ

بِمِثْلِهِمَا، (الحدب) رواه البيهقي ٤٤٢

২০. হযরত আনাস (রায়িৎ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু যার (রায়িৎ) এর সহিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ হইল। তিনি এরশাদ করিলেন, হে আবু যার ! আমি কি তোমাকে এমন দুইটি অভ্যাসের কথা বলিয়া দিব না ? যাহার উপর আমল করা অত্যন্ত সহজ এবং আমলের পাল্লায় অন্যান্য আমলের তুলনায় বেশী ভারী ? আবু যার (রায়িৎ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! অবশ্যই বলিয়া দিন। তিনি এরশাদ করিলেন, উত্তম চরিত্র ও অধিক সময় চুপ থাকিবার অভ্যাস করিয়া লও। ঐ সম্ভার কসম, যাহার হাতে মোহাম্মদের প্রাণ রহিয়াছে। সমস্ত সৃষ্টির আমলের মধ্যে এই দুইটি আমলের মত উত্তম কোন আমল নাই। (বায়হাকী)

- ২১ - عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَكُلُّ مَا تَكَلَّمُ بِهِ يُكْتَبُ عَلَيْنَا؟ فَقَالَ: ثُكِلْتَ أَمْكَ، وَهَلْ يُكْتَبُ النَّاسُ عَلَى مَا يَخْرُجُهُمْ فِي الدَّارِ إِلَّا حَصَانِيدُ السَّيِّئَتِمْ، إِنَّكَ لَنْ تَزَالَ سَائِلًا مَا سَكَتَ، فَإِذَا تَكَلَّمْتَ كَبَّ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ. فَلَتْ: رواه الترمذى باختصار من قوله: إِنَّكَ لَنْ تَزَالَ إِلَى آخِرِهِ. رواه الطبرانى باسنادين و رجال احدهما

نقاط، مجمع الزوائد ١٠/٥٣٨

২১. হযরত মুয়ায় ইবনে জাবাল (রায়িৎ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলাম, যে কোন কথাই আমরা বলিয়া থাকি, উহা সব কি আমাদের আমলনামায় লিখা হয় ? (এবং উহার ব্যাপারেও কি ধরপাকড় হইবে ?) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তোমার জন্য তোমার মা ক্রন্দন করুক। (ভালভাবে জানিয়া লও,) লোকদেরকে উল্টোমুখী করিয়া জাহানামে নিক্ষেপকারী তাহাদের জিহ্বার মন্দ কথাসমূহই হইবে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি চুপ থাকিবে (জিহ্বার আপদ হইতে) বাঁচিয়া থাকিবে। যখন কোন কথা বলিবে তখন তোমার জন্য সওয়াব অথবা গুনাহ লিখা হইবে। (তাবরানী, মাজমাউয় যাওয়ায়েদ)

ফায়দা : তোমার জন্য তোমার মা ক্রন্দন করুক, আরবী পরিভাষা হিসাবে ইহা স্নেহ-মমতার বাক্য। বদদোয়া নয়।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الَّذِي أَنْزَلَكَ إِلَيْنَا رَأْيَنَا مُؤْمِنَنَا بِقُرْآنٍ

أكثَرُ خَطَايَا ابْنِ آدَمَ فِي لِسَانِهِ. (وهو طرف من الحديث) رواه الطبراني

٥٣٨ / ١ - د. محمد الزوايد - حال رجال الصبح

২২. হ্যৱত আবদুল্লাহ (রায়িৎ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, মানুষের
অধিকাংশ ভুলভূতি তাহাদের জিহ্বার দ্বারা হয়।

(ତାବରାନ୍ତି, ମାଜମାଡ଼ିୟ ଯାଓଯାଯେଦ)

٤٢٣ - عَنْ أُمَّةِ ابْنَةِ أَبِي الْحَكَمِ الْعَفَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَذَنُّ مِنَ الْجَنَّةِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَيَقْدِرُ ذِرَاعَ فِي شَكْلِمٍ بِالْكَلِمَةِ فَيَبْعَدُ مِنْهَا أَبْعَدَ مِنْ صُنْفَاءَ . رواه أحمد و رجاله رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق وقد وثق.

مجمع الزوائد . ١ / ٥٣٣

২৩. হ্যারত আবুল হাকামের মেয়ের বাঁদী (রাখিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, কোন ব্যক্তি জানাতের এত নিকটবর্তী হইয়া যায় যে, তাহার ও জানাতের মাঝে এক হাতের দূরত্ব থাকিয়া যায়। অতঃপর এমন কোন কথা বলিয়া বসে যাহার কারণে জানাত হইতে উহার চেয়েও বেশী দূর সরিয়া যায় যে পরিমাণ মদীনা হইতে (ইয়ামানের শহর) সানআর দূরত্ব রহিয়াছে। (মোসনাদে আহমাদ, মাজুরাউয় যাওয়ায়ে)

عَنْ بَلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَاحِبِ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ أَحَدَكُمْ لِيَتَكَلَّمُ
بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ مَا يَظْنُ أَنْ تَبْلُغَ مَا يَلْفَتُ، فَيُكَتَّبُ اللَّهُ لَهُ
بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لِيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ
سَخْطِ اللَّهِ مَا يَظْنُ أَنْ تَبْلُغَ مَا يَلْفَتُ، فَيُكَتَّبُ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا سَخْطَهُ
إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ . رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء في

٢٣١٩: رقم الْكَلَامِ، فَلَة

‘२४. हयरत बेलाल इबने शारेस मायानी (रायिः) वलेन, आगि
रासूलुल्लाह साल्लाल्लाहु आलाइहि ओयासल्लामके एই एरशाद करिते

অহেতুক কথাবাজি ও কাজকর্ম হইতে বাঁচিয়া থাকা

শুনিয়াছি যে, তোমাদের মধ্য হইতে কোন ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টিজনক এমন কথা বলিয়া ফেলে যাহাকে সে খুব বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না। কিন্তু উক্ত কথার কারণে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামত পর্যন্ত তাহার প্রতি রাজী থাকার ফয়সালা করেন। অপরদিকে তোমাদের মধ্য হইতে কোন ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টিজনক এমন কথা বলিয়া ফেলে, যাহাকে সে খুব বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না। কিন্তু উক্ত কথার কারণে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামত পর্যন্ত তাহার প্রতি অসন্তুষ্টির ফয়সালা করেন।

(তিরমিয়ী)

٤٥- عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرْفَعُهُ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ
لِيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يُرِيدُ بِهَا بَأْسًا إِلَّا يُضْحِكُ بِهَا الْقَوْمَ، فَإِنَّهُ لِيَقُعُ
مِنْهَا أَبْعَدَ مِنَ السَّمَاءِ. رواه أحمد/٢٨

২৫. হ্যরত আবু সাম্ব খুদুরী (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষ শুধু লোকদেরকে হাসাইবার জন্য এমন কোন কথা বলিয়া ফেলে যাহাতে কোন ক্ষতি মনে করে না। কিন্তু উহার কারণে জাহানামের মধ্যে আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী দূরত্বের চাইতেও বেশী গভীরে পৌছিয়া যায়।

(মোসনাদে আহমাদ)

٤٦- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ لِيَتَكَلَّمُ
بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَأْلًا يَرْفَعُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ،
وَإِنَّ الْعَبْدَ لِيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخْطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَأْلًا يَهْوِي
بِهَا فِي جَهَنَّمَ. رواه البخاري، باب حفظ اللسان، رقم: ٦٤٧٨

২৬. হ্যরত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বান্দা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টিজনক এমন কোন কথা বলিয়া বসে যাহাকে সে তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না কিন্তু উহার কারণে আল্লাহ তায়ালা তাহার মর্যাদা উন্নত করিয়া দেন। অপরদিকে বান্দা আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টিজনক এমন কোন কথা বলিয়া ফেলে যাহার প্রতি সে কোন ভ্ৰক্ষেপই করে না। কিন্তু উহার কারণে জাহানামে যাইয়া পড়ে। (বোধারী)

٢٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ مَا فِيهَا، يَهْوَى بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ . رواه مسلم، باب حفظ اللسان، رقم: ٧٤٨٢

২৭. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বান্দা কখনও না ভাবিয়া না বুবিয়া এমন কোন কথা বলিয়া ফেলে যাহার কারণে দোষখের মধ্যে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী দূরত্বের চেয়েও বেশী দূরে যাইয়া পড়ে।

(মুসলিম)

٢٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا، يَهْوَى بِهَا سَبْعِينَ خَرِيقًا فِي النَّارِ . رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء من تكلم

بالكلمة... رقم: ٢٣١٤

২৮. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষ কোন কথা বলিয়া ফেলে এবং উহা বলাতে কোন ক্ষতি মনে করে না। কিন্তু উহার কারণে জাহানামের মধ্যে সত্তর বৎসরের দূরত্ব পরিমাণ (নীচে) পড়িয়া যায়। (তিরমিয়ি)

٢٩ - عَنْ عُمَرِ بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَقَدْ أَمْرَتُ أَنْ تَجْوَزَ فِي الْقَوْلِ، فَإِنَّ الْجَوَازَ هُوَ خَيْرٌ . رواه
ابن داود، باب ما جاء في التشدق في الكلام، رقم: ٥٠٠٨

২৯. হযরত আমর ইবনে আস (রায়িঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আমাকে সংক্ষিপ্ত কথা বলার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। কেননা সংক্ষিপ্ত কথা বলাই উত্তম। (আবু দাউদ)

٣٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقْلُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَضْمُنْ . (الحديث) رواه

السعاري، باب حفظ اللسان، رقم: ٦٤٧٥

৩০. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ

for more books <https://www.islamqa.info/ar> <https://www.tawhid.org>

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও আখেরাতের দিনের প্রতি সৈমান রাখে, তাহার উচিত যে, ভাল কথা বলিবে নতুবা চুপ করিয়া থাকিবে। (বোখারী)

٣١- عن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي ﷺ عن النبي ﷺ قال: كلام ابن آدم عليه لا له، إلا أمر بمعرفة أو نهي عن منكري أو ذكر الله . رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب منه حدث كل

كلام ابن آدم عليه لا له، الجامع الصحيح لسن الترمذى، رقم: ٤١٢

৩১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিতা স্ত্রী হ্যরত উম্মে হায়ীবাহ (রায়িঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নেককাজের হৃকুম করা, অথবা মন্দ কাজ হইতে বিরত রাখা, অথবা আল্লাহ তায়ালার যিকির করা ছাড়া মানুষের সকল প্রকার কথাবার্তা তাহার উপর বিপদ্বস্তুপ। অর্থাৎ পাকড়াও হওয়ার কারণ হইবে। (তিরিয়া)

٣٢- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: لا تُكثِرُ الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قُنْوَةٌ لِلْقَلْبِ، وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقُلْبُ الْقَاسِيِّ . رواه الترمذى وقال:

هذا حديث حسن غريب، باب منه النبي عن كثرة الكلام إلا بذكر الله، رقم: ٤١١

৩২. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রায়িঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার যিকির ব্যতীত বেশী কথাবার্তা বলিও না। কেননা ইহাতে অস্তরে কঠোরতা (এবং অনুভূতিহীনতা) সৃষ্টি হয়। আর লোকদের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার নিকট হইতে ঐ ব্যক্তি বেশী দূরে যাহার অস্তর কঠোর হয়।

(তিরিয়া)

٣٣- عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت النبي ﷺ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ كَرِهُ لِكُمْ قَلْهَا: قَلْ وَقَالْ، وَإِضَاعَةُ الْمَالِ، وَكَفْرُ السُّؤَالِ . رواه البخاري، بباب قول الله عزوجل لا يسألون الناس بالعافية،

for more books <https://youtube.com/alexin5g>

অহেতক কথাবাৰ্তা ও কাজকৰ্ম হইতে বাঁচিয়া থাকা।

৩৩. হযরত মুলীৱাহ ইবনে শো'বা (রায়িঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য তিনটি জিনিসকে অপছন্দ করিয়াছেন। এক—(অনর্থক) এদিক সেদিকের কথা বলা। দ্বিতীয়—সম্পদ নষ্ট করা। তৃতীয়—অধিক প্রশ়ং করা। (বোখারী)

٣٣- عَنْ عَمَّارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانٌ فِي الدُّنْيَا، كَانَ لَهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ لِسَائِنَانِ مِنْ نَارٍ . رواه أبو داود.

باب في ذى الوجهين، رقم: ٤٨٧٣

৩৪. হযরত আম্মার (রায়িঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দুনিয়াতে যে ব্যক্তি দোমুখী হইবে তবে কেয়ামতের দিন তাহার মুখে দুইটি আগুনের জিহ্বা হইবে।

(আবু দাউদ)

٣٤- عَنْ مُعَاذِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَرْنِي بِعَمَلٍ يَذْعَلُنِي أَلْجَنَّةً، قَالَ: أَمِنْ بِاللَّهِ وَقُلْ خَيْرًا يُكْتَبُ لَكَ، وَلَا تَقْلِ شَرًا

٥٣٩/١٠٢٦، رواه الطبراني في الأوسط، مجمع الروايات

৩৫. হযরত মুআয় (রায়িঃ) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমাকে এমন আমল বলিয়া দিন, যাহা আমাকে জান্নাতে দাখিল করিবে। তিনি এরশাদ করিলেন, আল্লাহ তায়ালার প্রতি ঈমান আনয়ন কর এবং ভাল কথা বলা তোমার জন্য সওয়াব লেখা হইবে। আর মন্দ কথা বলিও না অন্যথায় তোমার জন্য গুনাহ লেখা হইবে।

(তাবরানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

٣٥- عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: وَيُنَلِّ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْعِلَكَ بِهِ الْقَوْمَ فِيْكَذِبَ، وَيُنَلِّ لَهُ . رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن، باب ما جاء من تكلم بالكلمة

لِيُضْعِلَ النَّاسَ، رقم: ٤٣١٥

৩৬. হযরত মুয়াবিয়া ইবনে হীদাহ (রায়িঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, ঐ ব্যক্তির জন্য ধৰ্ম বাহিয়াছে, যে লোকদেরকে হাস্পাইবাব জন্ম ঘিথ্যা বলে। তাহার জন্য ধৰ্মস, তাহার জন্য ধৰ্মস। (তিরমিয়ী)

٣٧ - عَنْ أَبْنَىْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ وَقَالَ إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ تَبَاغِدَ عَنْهُ الْمَلَكُ مِنْ لِمَّا مِنْ نَفِنَ مَا جَاءَ بِهِ . رواه الترمذى وقال: هذا

حدیث حسن جید غرب، باب ما جاءه في الصدق والکذب، رقم: ۱۹۷۲

৩৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযঃ) হইতে বাণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বান্দা যখন মিথ্যা বলে তখন ফেরেশতা তাহার মিথ্যার দুর্গতির কারণে এক মাইল দূরে চলিয়া যায়। (তিরঘিয়া)

٣٨ - عَنْ سُفِيَّانَ بْنِ أَبِي إِيْدِ الْحَضْرَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَيِّفُتْ رَسُولُ اللَّهِ يَقُولُ: كَبِيرُتْ حِيَانَةً أَنْ تُحَدِّثَ أَخْوَاهُ حَدِيثًا هُوَ لَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ، وَأَنْتَ لَهُ بِهِ كَاذِبٌ . رواه أبو داود، باب في المساريف،

رقم: ۴۹۷۱

৩৮. হযরত সুফিয়ান ইবনে আসীদ হাযরামী (রাযঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, ইহা অনেক বড় খেয়ালিত যে, তুমি তোমার ভাই এর নিকট কোন মিথ্যা কথা বর্ণনা কর, আর সে তোমার এই কথাকে সত্য মনে করে। (আবু داود)

ফায়দা : অর্থাৎ মিথ্যা যদিও অনেক কঠিন গুনাহ, কিন্তু কোন কোন অবস্থায় উহার কঠোরতা আরও বাড়িয়া যায়। তন্মধ্যে এক অবস্থা ইহাও যে, এক ব্যক্তি তোমার প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখে। আর তুমি তাহার আস্থা দ্বারা অবৈধ ফায়দা উঠাইয়া তাহার সহিত মিথ্যা বলিবে ও তাহাকে ধোকা দিবে।

٣٩ - عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْخَلَالِ كُلَّهَا إِلَّا الْجِيَانَةُ وَالْكَذِبُ . رواه أحمده/ ٢٥٢

৩৯. হযরত আবু উমামাহ (রাযঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মোমেনের মধ্যে জন্মগতভাবে সব রকম অভ্যাস থাকিতে পারে। (ভাল হউক বা মন্দ হউক) কিন্তু প্রতারণা এবং মিথ্যার (মন্দ) অভ্যাস থাকিতে পারে না।

(মুসনাদে আহমাদ)

٤٠ - عَنْ صَفَوَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ رَحْمَةُ اللَّهِ أَعْلَمُ قَالَ: قَبِيلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ أَكْبُرُ أَكْبُرُ الْمُؤْمِنُ جَيَّانًا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَبِيلٌ لَهُ: أَكْبُرُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَبِيلٌ لَهُ أَكْبُرُ الْمُؤْمِنُ كَدَابًا؟ فَقَالَ: لَا . رواه

الإمام مالك في الموطأ، ما جاء في الصدق والكذب، ص ٧٣٢

৪০. হযরত সাফওয়ান ইবনে সুলাইম (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল, মোমেন ব্যক্তি কাপুরুষ হইতে পারে কি? তিনি এরশাদ করিলেন, হইতে পারে। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হইল, ক্ষণ হইতে পারে কি? তিনি এরশাদ করিলেন, হইতে পারে। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হইল, মিথ্যাবাদী হইতে পারে কি? তিনি এরশাদ করিলেন, মিথ্যাবাদী হইতে পারে না। (মোয়াত্তা)

٤١ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: تَقْبَلُوا إِلَيْيَّ بِسْتًا، أَتَقْبِلُ لَكُمْ بِالجَنَّةِ، قَالُوا: مَا هِيَ؟ قَالَ: إِذَا حَدَثَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَكْذِبْ، وَإِذَا وَعَدَ فَلَا يُخْلِفْ، وَإِذَا اتَّسَمَ فَلَا يَخْنُ، وَغَضَّوْا أَبْصَارَكُمْ وَكَفُوا أَيْدِيَكُمْ، وَاحْفَظُوا فُرُوزَكُمْ . رواه أبويعلي ورجاله رجال الصحيح إلا أن يزيد بن سنان لم يسمع من أنس، وفي الحاشية: رواه أبويعلي وفيه سعيد أو سعد بن سنان وليس فيه يزيد بن سنان وهو حسن الحديث،

صحح الروايات - ٤١/١

৪১. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযঃ) হইতে বাধি আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা নিজেদের ব্যাপারে আমার জন্য ছয়টি বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ কর। আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছি। ১—যখন তোমাদের মধ্যে কেহ কথা বলিবে, তখন মিথ্যা বলিবে না। ২—যখন ওয়াদা করিবে তখন ওয়াদা ভঙ্গ করিবে না। ৩—যখন কাহারো নিকট আমানত রাখা হয় তখন খেয়ানত করিবে না। ৪—নিজের দাস্তিকে অবনত রাখিবে। অর্থাৎ যে সব বস্তু দেখিতে নিষেধ করা হইয়াছে উহার প্রতি দাস্তি না পড়ে। ৫—নিজে হাতকে (অন্যায়ভাবে মারপিট ইত্যাদি হইতে) বিরত রাখিবে। ৬—নিজের লজ্জাস্থানের হেফাজত করিবে।

(আবু ইয়ালা, মাজমাউয় যাওয়ায়েদ)

- ৩২ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبَرِّ، وَإِنَّ الْبَرِّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيَصْدُقُ حَتَّى يُكَتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِيقًا، وَإِنَّ الْكَذَبَ يَهْدِي إِلَى الْفَجْوَرِ، وَإِنَّ الْفَجْوَرَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيَكْذِبَ حَتَّى يُكَتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا۔ رواه مسلم باب فرع الكذب رقم: ٦٦٣٧

৪২. হযরত আবদুল্লাহ (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে সত্য নেকীর পথে লইয়া যায় আর নেকী জাগ্রাত পর্যন্ত পৌছাইয়া দেয়। মানুষ সত্য বলিতে থাকে, এমনকি তাহাকে আল্লাহ তায়ালার নিকট ‘সিদ্দীক’ (অত্যন্ত সত্যবাদী) লিখিয়া দেওয়া হয়। নিঃসন্দেহে মিথ্যা মন্দ পথের দিকে লইয়া যায়। এমনকি আল্লাহ তায়ালার নিকট তাহাকে ‘কায়্যাব’ (অত্যন্ত মিথ্যবাদী) লিখিয়া দেওয়া হয়। (মুসলিম)

- ৩৩ - عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَفِي بِالْمَرْءِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ . رواه مسلم، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع، رقم: ٧

৪৩. হযরত হাফস ইবনে আমের (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষের মিথ্যবাদী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, সে যাহা কিছু শোনে তাহার যাচাই না করিয়া বর্ণনা করেন। (মুসলিম)

ফায়দা : অর্থাৎ শোনা কথা যাচাই ব্যতীত বর্ণনা করাও একপ্রকার মিথ্যা। যাহার কারণে তাহার প্রতি লোকদের আস্থা উঠিয়া যায়।

- ৩৪ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَفِي بِالْمَرْءِ إِنْمَا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ . رواه أبو داود، باب التشديد في الكذب، رقم: ٤٩٩٢

৪৪. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষের গোনাহগার হওয়ার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, সে প্রত্যেক শোনা কথাকে যাচাই না করিয়া বর্ণনা করে। (আবু দাউদ)

٤٥ - عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه قال: أتني رجلٌ على رجلي عند النبي ﷺ، فقال: وبذلك قطعت عنك أخيك - ثلاثة - من كان منكم مادحًا لا محالة فليقل: أخسب فلاناً والله حسيبة، ولا أزكي على الله أحدًا، إنْ كَانَ بِعْلَمٍ. رواه البخاري، باب ما جاء في

قوله تعالى وبذلك، رقم: ١١٦٢

৪৫. হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকরাহ (রায়িৎ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির প্রশংসা করিল। (আর যাহার প্রশংসা করা হইতেছিল সেও সেখানে উপস্থিত ছিল) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আফসোস তোমার প্রতি, তুমি তো তোমার ভাইয়ের ঘাড় ভাঙিয়া দিলে। তিনি এই কথা তিনবার এরশাদ করিলেন। (অতঃপর বলিলেন) যদি তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি কাহারও প্রশংসা করা জরুরীই মনে করে এবং তাহার দৃঢ় বিশ্বাসও হয় যে, সে সংলোক তবুও এইরূপ বলিবে যে, অমুক ব্যক্তিকে আমি ভাল মনে করি। আল্লাহ তায়ালাই তাহার হিসাব গ্রহণকারী (আর প্রকৃতপক্ষে তিনিই তাহাকে জানেন ভাল না মন্দ)। আমি তো আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে কাহারো প্রশংসা সুনিশ্চিতভাবে করি না। (বোখারী)

٤٦ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: كُلُّ أُمَّى مُعافٍ إِلَّا الْمُجاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجاهِرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلاً، ثُمَّ يُبَصِّرَ وَقَدْ سَرَّ اللَّهُ فَيَقُولُ: يَا فَلَانَ عَمِلْتَ الْبَارَحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَثَ يَسْرَرَهُ رَبُّهُ وَيُبَصِّرَ يُكَشِّفُ بِسْرَ اللَّهِ عَنْهُ. رواه البخاري، باب ستر المؤمن على نفسه، رقم: ٦٠٦٩

৪৬. হযরত আবু হোরায়রা (রায়িৎ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যাহারা প্রকাশে গুনাহ করিবে তাহারা ব্যক্তি আমার সমস্ত উন্মত ক্ষমাযোগ্য। আর প্রকাশে গুনাহ করার মধ্যে ইহাও অস্তর্ভুক্ত যে, মানুষ রাত্রিতে কোন মন্দ কাজ করে, অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাহার গুনাহকে পর্দা দ্বারা ঢাকিয়া দিয়াছেন, (মানুষের মধ্যে প্রকাশ হইতে দেন নাই) আর সে সকালে বলে হে অমুক! আমি গতরাত্রে অমুক অমুক (মন্দ) কাজ

অঙ্গেতক কথাবার্তা/ও কাজকর্ম হইতে বাঁচিয়া থাকা
করিয়াছিলাম। অথচ সে এমন অবস্থায় রাত্রি কাটাইয়াছিল যে, তাহার
প্রতিপালক তাহাকে পর্দা দ্বারা ঢাকিয়া দিয়াছিলেন। আর সে সকালে ঐ
পর্দা সরাইতেছে যাহা দ্বারা (রাত্রে) আল্লাহ তায়ালা তাহাকে ঢাকিয়া
দিয়াছিলেন। (বোধারী)

٣٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَاتَ الرَّجُلُ هَلْكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلُكُهُمْ . رواه مسلم، باب النهي عن فعل ملك

الناس، رقم: ٦٦٨٣

৪৭. হযরত আবু হোরায়রা (রায়ঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি (লোকদেরকে তুচ্ছ মনে করিয়া) বলে যে, লোকেরা ধৰ্মস হইয়া গিয়াছে, তবে সেই ব্যক্তি তাহাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ধৰ্মসের মধ্যে রহিয়াছে। (কেননা এই ব্যক্তি অন্যদেরকে তুচ্ছ মনে করার কারণে অহংকারের গুনাহে লিপ্ত রহিয়াছে।) (মুসলিম)

٣٨ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ تُؤْفَى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَغْنِي رَجُلًا أَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْ لَا تَذَرِّنِي فَلَعْلَمْ تَكْلِمُ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ أَوْ بَخْلُ بِمَا لَا يَنْقُصُهُ . رواه الترمذى

وقال: هذا حديث غريب، باب حديث من حسن إسلام المرأة، رقم: ٢٣١٦

৪৮. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রায়ঃ) বলেন যে, সাহাবাদের মধ্যে এক ব্যক্তির ইস্তেকাল হইয়া গেল। তখন এক ব্যক্তি (মৃত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া) বলিল, তোমার জন্য জানাতের সুসংবাদ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত ব্যক্তিকে এরশাদ করিলেন, এই কথা তুমি কিভাবে বলিতেছ যখন প্রকৃত অবস্থা তোমার জানা নাই? হইতে পারে এই ব্যক্তি অপ্রয়োজনীয় কোন কথা বলিয়াছে অথবা এমন কোন জিনিসে কৃপণতা করিয়াছে যাহা দান করিলেও কম হইত না (যেমন এলেম শিক্ষা দেওয়া, কোন জিনিস ধার দেওয়া, অথবা আল্লাহ তায়ালার সংকুষ্ঠির পথে মাল খরচ করা। কেননা ইহা এলেম ও মালকে কম করে না।) (তিরমিয়ী)

ফায়দা : হাদীস শরীফের অর্থ এই যে, কাহারো ব্যাপারে জানাতী বলিয়া উক্তি করার দুঃসাহস করা চাই না। অবশ্য নেক আমলের কারণে আশা রাখা চাই।

٤٩ - عن حسان بن عطية رحمة الله قال: كان شداد بن أوس رضي الله عنه في سفر منزله، فقال لغلامه: اتبع بالسفرة نعمت بها، فانكرت عليه، فقال: ما تكلمت بكلمة ممن أسلمت إلا وأنا أخطمها وأرمها غير كلامي هذه، فلا تحفظوها على، واحفظوا بيتي ما أقول لكم: سمعت رسول الله يقول: إذا كثر الناس الذهب والفضة، فانكبزوا هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسلك البئس في الأمر، والعريمة على الرشد، وأسلك شكر بعمتك، وأسلك حسن عبادتك، وأسلك قلبًا سليما، وأسلك لسانا صادقا، وأسلك من خير ما تعلم، وأغزو بك من شر ما تعلم، واستغرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيب. رواه أحمد ٢٨٢٨ / ٢٨٢٨

৪৯. হযরত হাচছান ইবনে আতিয়াহ (রহ) বলেন, হযরত সাদাদ ইবনে আওস (রায়) এক সফরে ছিলেন। এক জায়গায় অবস্থানের জন্য নামিলেন এবং তাহার গোলামকে বলিলেন, দস্তরখান আন যেন কিছু বাস্তা থাকে। (হযরত হাচছান বলেন) আমার নিকট তাহার এক কথা আশ্রয়জনক লাগিল। (কেননা ইতিপূর্বে তাহার নিকট হইতে কোন অপ্রয়োজনীয় কথা কথনও শুনি নাই।) অতঃপর তিনি এরশাদ করিলেন, আমি মুসলমান হওয়ার পর হইতে যে কথাই বলিয়াছি সবসময় বুঝ বিবেচনা করিয়া বলিয়াছি। (আজ শধু ভুল হইয়া গিয়াছে) এই কথা ভুলিয়া যাও। বরং আমি এখন তোমাদেরকে যাহা বলিব উহা মনে রাখিও। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, লোকেরা যখন সোনা-রূপার ভাণ্ডার জমা করিতে লাগিয়া যাইবে তখন তোমরা এই কালেমাগুলিকে ভাণ্ডার বানাইয়া লইও। অর্থাৎ উহা অধিক পরিমাণে পড়িতে থাকিও।
:”اللهم إني أسلك

البئس في الأمر، والعريمة على الرشد، وأسلك شكر بعمتك، وأسلك حسن عبادتك، وأسلك قلبًا سليما، وأسلك لسانا صادقا، وأسلك من خير ما تعلم، وأغزو بك من شر ما تعلم، واستغرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيب“

অর্থ ৪ হে আল্লাহ ! আমি আপনার নিকট সকল কাজে দৃঢ়তা ও হেদায়াতের ব্যাপারে পরিপন্থতা চাহিতেছি । এবং আপনার নেয়ামত-সমুহের শোকের আদায় করার তাওফীক চাহিতেছি । এবং উন্মুক্তপে আপনার এবাদত করার তাওফীক চাহিতেছি এবং আপনার নিকট (কুফর ও শিরক হইতে) পবিত্র অস্তর চাহিতেছি । আর আপনার নিকট সত্যবাদী জবান চাহিতেছি । আর আপনার জানামত সকল কল্যাণ চাহিতেছি আর আপনার জানামত সকল অকল্যাণ হইতে পানাহ চাহিতেছি । আর আমার যত গুনাহসমূহ আপনি জানেন, আমি আপনার নিকট ঐ সকল গুনাহ হইতে ক্ষমা চাহিতেছি । নিঃসন্দেহে আপনিই গায়েবের সমস্ত বিষয় জানেন । (মুসনাদে আহমাদ)

সমাপ্ত

دار الفكر، بيروت	إنتحاف السادة لمحمد بن محمد الزبيدي
دار إحياء التراث العربي، بيروت	إرشاد السارى لشرح البخارى للقسطلاني المتوفى ٩٢٣هـ
دار إحياء التراث العربي	الاستيعاب لابن عبد البر
دار إحياء التراث العربي	الإصابة للعسقلانى المتوفى ٨٥٢هـ
الفاروق العذبة، القاهرة	إقامة الحجة لعبد الحى الكھنوى المتوفى ١٣٠٣هـ
قدیم کتب خانہ، کراچی	إنجاح الحاجة للمجددى المتوفى ١٢٩٥هـ
دار الحديث، القاهرة	البداية والنهاية لابن كثير المتوفى ٧٧٤هـ
بذل المجهود في حل أئب داود للسهرانى نورى المتوفى ١٣٤٦هـ	بيان القرآن مولانا محمد اشرف على تھانوی رحمۃ اللہ علیہ
محمد اکھلیل، کراچی	ترجمہ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ
بر محمد کتب خانہ	ترجمہ مولانا بدر عالم میر غنی رحمۃ اللہ علیہ
أئم من خدام الدين ، لاہور	ترجمہ مولانا شاهزاد الدين و مولانا فتح خان جاندھری رحمۃ اللہ علیہما
اداره اسلامیات ، لاہور	الترغیب والتربیہ للمذری المتوفى ٦٥٦هـ
تاج کھنی کراچی	تفہیم مثلی مولانا شیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ
دار إحياء التراث العربي	تفسير القرآن العظيم لابن كثير المتوفى ٧٧٤هـ
طبع الملك فہد	الفسیر الكبير للرازی
دار المعرفة، بيروت	نقریب النہذب لابن حجر العسقلانی المتوفى ٨٥٢هـ
دار الكتب العلمية، بيروت	نکملة فح المنهیم مولانا محمد تقی ثانی
دار الرشید، سوريا	تنزیہ الشریعة المرفوعة للكانی المتوفى ٩٦٣هـ
کتب دار اطوب، کراچی	نهذب الاسماء واللغات للنوری المتوفى ٦٧٦هـ
دار الكتب العلمية	نهذب الكمال في أسماء الرجال للعزیزی المتوفى ٧٤٢هـ
دار الكتب العلمية	جامع الأحادیث للسیوطی المتوفى ٩١١هـ
دار الفكر	جامع الأصول لابن ثابت الجزری المتوفى ٦٠٦هـ
دار الفكر	for more books https://youtube.com/alamin5g

دار الكتب العلمية	جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر
دار البارز، المكمة المكرمة	الجامع الصحيح للترمذى المتوفى ٢٧٩هـ
دار الفكر	الجامع الصغير للسيوطى المتوفى ٩١١هـ
دار العلوم الحديثة، بيروت	جامع العلوم والحكم لابن الفرج
دار الفكر	حلية الأولياء لأبي نعيم المتوفى ٤٣٠هـ
دار الفكر	الدرر المنيرة للسيوطى المتوفى ٩١١هـ
دار السلف، رياض	ذخيرة الحفاظ للحافظ محمد بن طاهر المتوفى ٥٠٧هـ
دار العلم للملائين، بيروت	الراشد لجبران مسعود
دار إحياء التراث العربي	الروض الأنف، للسهيلي المتوفى ٥٨١هـ
لدى كتب خان	سنن الدارمى المتوفى ٢٥٥هـ
دار المعرفة	السنن الكبرى للبيهقى المتوفى ٤٥٨هـ
مكتبة الرشد، رياض	شرح سنن أبي داود للعينى المتوفى ٤٥٥هـ
المكتب الإسلامي، بيروت	شرح السنة للبغوى المتوفى ٥١٦هـ
مكتبة دار البارز	شرح السنوسى للإمام محمد السنوسى المتوفى ٥٩٥هـ
ادارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراجي	شرح الطيبى على مشكاة المصايح للطيبى المتوفى ٢٤٣هـ
الشذرة فى الأحاديث المشهورة لابن طرلون المتوفى دار الكتب العلمية	٩٥٣هـ
دار الكتب العلمية	شعب الإيمان للبيهقى المتوفى ٤٥٨هـ
مسكتبة نزار مصطفى البارى، المكمة المكرمة	الشمالى المحمدية للترمذى المتوفى ٢٧٩هـ
مؤسسة الرسالة، بيروت	صحى ابن حبان بترتيب ابن بلبان المتوفى ٧٣٩هـ
المكتب الإسلامي	صحى ابن خزيمة المتوفى ٣١١هـ
دار إحياء التراث العربي	صحى البخارى بشرح الكرماني للبخارى

دار إحياء التراث العربي

صحيف مسلم بشرح النووي المتفقى ٦٧٦هـ

عارضة الأحوذى بشرح الترمذى لابن العرى المتفقى دار الكتب العلمية

٥٤٣

دار الكتب العلمية

العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية لابن الجوزى

كتبة عين، لاہور

عمدة القارى شرح البخارى للعینى المتفقى ٨٥٥هـ

كتب شیخ، کراچی

عمل اليوم والليلة لابن السنى المتفقى ٣٦٤هـ

مؤسسة الرسالة

عمل اليوم والليلة للنسانى المتفقى ٣٠٣هـ

دار الفكر

عون المعبد لأبي الطيب مع شرح ابن قيم

دار الكتب العلمية

غريب الحديث لابن الجوزى المتفقى ٥٩٧هـ

مكتبة حللى، مصر

فتح البارى بشرح البخارى لابن حجر العسقلانى

دار إحياء التراث العربي

الفتح الروباني لترتيب المند الإمام أحمد بن حنبل الشيانى

دار الباز

فضض القدير شرح جامع الصغير للمناوى المتفقى ١٠٣١هـ

شركة العيكان للنشر، قواعد فى علوم الحديث مولانا ظفر احمد عثمانى المتفقى ١٢٩٤هـ

رياض

المكتبة التجارية، مكة

الكافش للذهبى المتفقى ٧٤٨هـ

محمد سعيد ايدن مرنز، کراچی

كتاب الموضوعات لابن الجوزى المتفقى ٥٩٧هـ

دار إحياء التراث العربي

كشف الحفاء للمجلوني المتفقى ١١٦٢هـ

كتبہ رشیدیہ، کراچی

كشف الرمان، مولانا احمد سعيد وبلوی رحمۃ اللہ علیہ

دار بيروت للطباعة والنشر

لسان العرب لجمال الدين المتفقى ٧١١هـ

ادارة تأليفات اشرفي، لبنان

لسان الميزان في أسماء الرجال لابن حجر

دار الكتب العلمية

اللآلی المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطی

مكتبة دار الإيمان، المدينة

مجمع بحار الأنوار للشيخ محمد ظاهر المتفقى ٩٨٦هـ

المتورة

مكتبة الرشد، رياض

مجمع البحرين في زواائد المعجمين للهيثمي

دار الفكر	مجمع الزوائد وطبع الفوائد للهيثمي المعرفي <u>٨٠٧</u>
المركز العربي للثقافة...، بيروت	مختار الصحاح لأبي بكر الرازي
المكتبة الأثرية، باكستان مكتبة إسلامية، ملائى	منحصرسن أبي داود للمتندرى المعرفي <u>٦٥٦</u>
دار المعرفة	مرقة المفاتيح لملا على قارى المعرفي <u>١١١</u>
دار القبلة، جده	المستدرك على الصحيحين للحاكم المعرفي <u>٤٥٤</u>
دار الفكر	مسند أبي بعل الموصلى المعرفي <u>٣٠٧</u>
مؤسسة الرسالة	مسند الإمام أحمد بن حبى المعرفى <u>٢٤١</u>
دار الجيل، بيروت	مسند الإمام أحمد بن حبى المعرفى <u>٢٤١</u>
دار الكتب العلمية	المسند الجامع لجماعة من العلماء
المكتب الإسلامي، بيروت قدى كتب خانه، كراچي	مسند الشافعى المعرفى <u>٢٠٤</u>
دار المعرفة، بيروت	مشكاة المصايح للخطيب الشيرازى المعرفى <u>٧٣٧</u>
الجحان للطباعة والنشر، بيروت	مشكاة المصايح للخطيب الشيرازى
ادارة القرآن، كراچي	مصابيح السنۃ للبغوى المعرفى <u>٥١٦</u>
المكتب الإسلامي	مصابيح الزجاجة لأبي بكر الكاتبى المعرفى <u>٩٤٣</u>
دار الباز	مصنف ابن أبي شيبة المعرفى <u>٢٣٥</u>
دار الاشاعت	المصنف لعبد الرزاق المعرفى <u>٢١١</u>
مكتبة خوریہ، کراچی	المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية للعسقلاني
دار إحياء التراث العربي	مظہری
ادارة القرآن، کراچی	معارف السنن للشيخ البورى المعرفى <u>١٣٩٧</u>
وقوف شرفہنگ اسلامی، ایران	معجم البلدان لعبد الله البعدادي المعرفى <u>٦٦٦</u>
	المعجم الكبير للطبراني المعرفى <u>٣٦٠</u>
	المعجم الوسيط لجماعة من المتقدمين

for more videos <https://youtube.com/annaaba>

كتيل أكيدى، لـ بور	مفتاح كنز السنة لـ محمد فؤاد الباقى
دار البارز للنشر والتوزيع	المفاصد الحسنة للسخاوى المعنوى <u>١٩٠٢هـ</u>
دار المشرق، بيروت	المنجد فى الله للويس معلوم
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع	موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة لجامعة من العلماء
دار السلام، رياض	موسوعة الحديث الشريف للكتب السنة
المكتبة الأنثربية	الموضوعات الكبرى لملأ على قارى المتنوى <u>١١١١هـ</u>
نور محمد، كراتشي	موطأ الإمام مالك المتنوى <u>١٧٩هـ</u>
المكتبة الأنثربية	ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي المتنوى <u>٧٤٨هـ</u>
إسماعيليان، ايران	النهاية لابن الجزرى المتنوى <u>٦٠٦هـ</u>
مكتبة دار البيان، دمشق	الوايل الصيب لابن قيم الجوزية المتنوى <u>٧٥١هـ</u>

for more books <https://youtube.com/alamin5g>